

শ্রী অরবিন্দের আলোকে

চারণিক

ঐ মহামানব আসে

চারণিক



জয়শ্রী প্রকাশন
কলকাতা

OI MAHAMANAB ASE
by Charanik

প্রকাশ
আদিপর্ব : বৈশাখ ১৩৮০
উত্তরপর্ব : বৈশাখ ১৩৮৯

অখণ্ড সংস্করণ : জুলাই ২০০৩
পরিবর্ধিত অখণ্ড সংস্করণ : গুরু পূর্ণিমা, জুলাই ২০১০

প্রকাশক
বিজয় নাগ
জয়শ্রী প্রকাশন
২০-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলকাতা ৭০০ ০২৬

প্রচ্ছদ : খালেদ চৌধুরী

মুদ্রক
ভারতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৫ মহেন্দ্র সরকার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০১২

মূল্য : একশো পঞ্চাশ টাকা

পরিবর্ধিত অখণ্ড সংস্করণ

নিবেদন

'ঐ মহামানব আসে' আদিপর্ব ও উত্তরপর্ব দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। আদিপর্বের রচনাগুলি 'জয়শ্রী'তে পৌষ ১৩৬৯ (জানুয়ারি ১৯৬৩) থেকে পৌষ ১৩৭৯ (জানুয়ারি ১৯৭৩) এবং উত্তরপর্ব ভাদ্র ১৩৮০ (সেপ্টেম্বর ১৯৭৩) থেকে পৌষ ১৩৮৮ (জানুয়ারি ১৯৮২) পর্যন্ত প্রকাশিত। আদিপর্বে বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায়ের কিছু সম্পাদকীয় ও মহাকাল-কথন ও তৎপ্রসঙ্গে চারণিকের বিবিধ রচনা সংকলিত হয়েছিল। উত্তরপর্ব প্রথম সংস্করণ দীর্ঘদিন নিঃশেষিত, আদিপর্ব দ্বিতীয় মুদ্রণও প্রায় নিঃশেষিত। পাঠক মহল থেকে বইটির পুনঃপ্রকাশের তাগিদ আসছিল। ইতোমধ্যে ১৯৮২ সাল থেকে ২০০২ সালের মধ্যে চারণিকের আরো অনেক রচনা 'জয়শ্রী'তে প্রকাশিত হয়েছে। সে-সব একত্রে ২০০৩ সালে প্রকাশিত হয় অখণ্ড সংস্করণ। অখণ্ড সংস্করণেরও পরিবর্ধিত সংস্করণ এবার প্রকাশের উদ্যোগ নিতে হল। ২০০৪ সাল ২০১০ এপ্রিল পর্যন্ত চারণিকের আরো রচনা যা প্রকাশিত হয়েছে তা এই সংস্করণে যুক্ত হল। মহাকাল খণ্ডিতে বিশ্বাসী নন, তিনি অখণ্ডের সাধক।

চারণিকের মতে মহাকাল-কথন নিত্যপাঠের অর্ঘ্য। যাঁরা এই অনুশীলনে রয়েছেন তাঁরা অনুভব করেছেন মহাকাল-কথনের অমোঘ শক্তি। চারণ এই শক্তিবাণী প্রচার ও প্রসারে আত্মমগ্ন।

প্রকাশক

প্রকাশকের নিবেদন

১৯৬৩-র জানুয়ারি থেকে ১৯৬৮-র জানুয়ারির মধ্যে 'জয়শ্রী' মাসিক পত্রিকায় প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকা বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায়ের সম্পাদকীয়গুলিতে এক অস্ফুট পদধ্বনি শোনা যায়। কান পেতে এই পদধ্বনি স্পষ্টতরভাবে শুনতে পেয়েছিলেন দেশনেত্রী। তাই তাঁর চমকিত চিত্ত সাড়া দিয়ে সেদিন বলে উঠেছিল :

"অকস্মাৎ কোথায় কি ঘটে
চির অসম্ভব আসে
চির সম্ভবের বেশে।"

দিন যায়। এই পদধ্বনি তাঁর সম্পাদকীয় লেখায় ক্রমশ দ্রুততর হয়ে ওঠে। হয়তো এই পদধ্বনির সংকেত গ্রহণ করে উনিশ'শ পঁয়ষট্টির এপ্রিল মাসে ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের বলেছিলেন, 'পূর্ব বাংলা থেকে লক্ষ লক্ষ লোক আসবে, সীমান্ত পেরিয়ে ভারতবর্ষে।' এই সংকেত বহন করে মে মাসে ঘনিষ্ঠদের নিয়ে শারীরিক অপটুতা সত্ত্বেও সীমান্তে গিয়েছিলেন। তারপর ১৯৬৮-র ফেব্রুয়ারি থেকে মৃত্যুর সঙ্গে উনত্রিশ মাসের সংগ্রাম চলে। ১৯৬৮-র জানুয়ারি তাঁর শেষ সম্পাদকীয়। তারপর তাঁর লেখনী চিরকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায়।

'জয়শ্রী'র পৃষ্ঠায় ঐ পদধ্বনি প্রতিধ্বনিতে ও ক্রমে ধ্বনিতে রূপ নিল, ১৯৭০-এর জানুয়ারি মাসে চারণিকের লেখায় দূরাগত প্রতিধ্বনি শোনা গেল। তারপর সে বছরই শারদীয় 'জয়শ্রী'তে সে-প্রতিধ্বনি মহাকালের বজ্রবাণীতে আত্মপ্রকাশ করলো। তারপর মহাকালের বজ্রবাণী চারণিকের বিভিন্ন লেখার মধ্য দিয়ে 'জয়শ্রী'র পৃষ্ঠায় গুঞ্জরিত হয়ে চলেছে নিরবচ্ছিন্নভাবে।

প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে 'জয়শ্রী'র পৃষ্ঠায় আবির্ভূত 'মহাকাল' কে? 'মহাকালে'র গুঞ্জরণ কোন্ কল্পান্তলোক থেকে নেমে এসেছে? তার কালানুক্রমই বা কি?

'মহাকাল' মধ্যাহ্ন সূর্যের মত স্বয়ং-প্রকাশ। তাঁকে পরিচিত করাবার চেষ্টা বাতুলতামাত্র। সে স্পর্ধা কারুর নেই। ভারতবর্ষের উষাকালে ক্ষাত্রতেজ ও বীর্যের প্রতীক, আত্মিক সংকটে বিহ্বল এক মানবতনয়ের অন্তরাত্মা, তার পথের দিশারীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন : "তুমি কে?" চকিত উত্তর এসেছিল : "কালোহস্মি"— আমি মহাকাল। বর্তমান ভারতের দ্বন্দ্ব-সংঘাত-জর্জর দিশেহারা মানবাত্মার দিশারীও এই

স্বয়ং-প্রকাশ 'মহাকাল'। 'মহাকালের গুঞ্জরিত প্রতিধ্বনি মুঞ্জরিত হবেই'। মহামানব আসছেন— 'মহাকালে'র পদচিহ্নগুলির অর্ঘ্য সাজাবার অসম্পূর্ণ প্রয়াসের ফল 'ঐ মহামানব আসে'।

'জয়শ্রী' পত্রিকা এই সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের প্রবন্ধসমূহ প্রকাশের অনুমতি দেওয়ায় আমরা কৃতজ্ঞ।

২০-এ, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড
কলকাতা-২৬
১লা বৈশাখ ১৩৮০

প্রকাশক

দ্বিতীয় মুদ্রণ : প্রকাশকের নিবেদন

প্রথম মুদ্রণ দীর্ঘদিন নিঃশেষিত। 'মহাকাল' ভাবনায় উদ্‌বুদ্ধ পাঠকদের কাছ থেকে নিরন্তর পুনর্মুদ্রণের তাগিদ থাকা সত্ত্বেও এতদিন দ্বিতীয় মুদ্রণ নানাকারণে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। এবার 'ঐ মহামানব আসে' দুটি ভাগে ভাগ করা হল। প্রথম মুদ্রণে যা প্রকাশিত হয়েছে তা 'আদিপর্ব' নামে সূচিত হল এবং তারপর 'জয়শ্রী'তে যেসব নতুন রচনা চারণিকের কলমে প্রকাশিত হয়েছে তা 'উত্তর পর্ব' রূপে শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

কলকাতা
১লা মাঘ ১৩৮৭

প্রকাশক

'ঐ মহামানব আসে'

দিকে দিকে প্রশ্ন, জিজ্ঞাসার অন্ত নেই। এই অন্তহীন প্রশ্নের যেমন শেষ নেই, তার তেমনি নানাবিধ উত্তরও রয়েছে, কিন্তু মীমাংসা নেই। একটি মহত্তম মানব জীবনকে কেন্দ্র করে দেশে-বিদেশে জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই। একটি ব্যক্তিত্বের 'পুনরাগমন', কারুর পক্ষে তাদের জীবনভর তিল তিল আদর্শের বেদীমূলে আত্মদানের, চরম প্রাপ্তির আর কারুর পক্ষে দারুন হতাশা, যন্ত্রণা ও ব্যর্থতার পরিণতি।

নব বসন্তে পত্র পল্লবের মর্মরধ্বনি, পাখীর কলকাকলি সূচিত করে তাঁর আগমন বার্তা, আর তাঁর উপলব্ধি, অনুভব করে সুকুমার কবিমন প্রকৃতির রসপিপাসু আত্মা। সেই মহামানবের আগমন ধ্বনি বিপ্লবী দেশনেত্রীর হৃদয়তন্ত্রীতে রণিত হয়েছিল, তাঁর সেই অনুরণনের ভাবনা রূপ পেয়েছিল ১৯৬৩ সালের পর থেকে বিভিন্ন রচনায়। আজ এই মর্ত্যের আকাশে-বাতাসে সেই দেবপুরুষের অবতরণ বার্তা রণিত হচ্ছে। চারণিক নানা রচনায় তা প্রকাশ করার চেষ্টায় নিয়োজিত। চারণিক বিশ্বাস করে তার ভিন্ন ভিন্ন ভাবনাগুলির এই একটি সংহত সংকলনে সারা দেশ উদ্বুদ্ধ ও দৃঢ়পণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে জড়তা হীনতার বাঁধ ভেঙ্গে দিয়ে নতুন জীবন, নতুন ভারত রচনায় সংঘবদ্ধ হবে।

২৩শে জানুয়ারি ১৯৭৩ চারণিক

সূচীপত্র

উত্তরপর্ব ১

উত্তরপর্ব ২

উত্তরপর্ব ৩

আদিপর্ব

যারা সাড়া দেবে তারা কোথায়?

অপূর্ব যোগাযোগ এবার। বহু সহস্র বৎসর ভারতবর্ষের ভাগ্যে এত বড় জাতীয় লাঞ্ছনা ও অমর্যাদা ঘটেনি। চীনা আক্রমণের আকস্মিকতায় সমস্ত জাতি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আত্মতুষ্টিজনিত মূঢ়তা, ক্লীবতা, ও পরিপূর্ণ অপ্রস্তুতির দুর্বলতার মুখোমুখি নিজেদের দেখেছে, তার জন্য মাশুল দিয়েছে, সর্বাঙ্গে পরাজয়ের অমর্যাদা মেখে। বহুদিনের ধোঁয়াটে আদর্শের কচ্‌কচি, বাক্‌সর্বস্ব, শূন্যগর্ভ আত্মম্ভরিতা, কথায় ও কাজে লজ্জাজনক দ্বৈতনীতি, ক্ষুদ্র গণ্ডীবদ্ধ আত্মসর্বস্ব স্বার্থান্ধতা, সর্বোপরি দুর্নীতি ও হীনতায় সমস্ত জাতি আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে আছে। লক্ষ্যহীন, দিকহীন, সুনিশ্চিত সর্বনাশের পথে চলেছে। হঠাৎ প্রবল কালবৈশাখীর তীব্র; তীক্ষ্ণ, উদ্দাম ঝড়ের কশাঘাত উড়িয়ে নিয়ে গেল বহুদিনের সঞ্চিত বিস্তর আবর্জনা, সবলে নাড়া দিয়ে গেল সকলকে। রুদ্ধদ্বার ঘুমে-অচেতন মানুষগুলো চমকে একবার জেগে উঠলো, আশা হলো এবার বোধ হয় এদের কালঘুম যাবে টুটে, হয়তো এরা পুরোপুরি জেগে উঠবে, হয়তো ঘরের খুঁটি, চাল শক্ত করার সময় পাওয়া যাবে, কিন্তু ঝড়ের বেগ সামলাতে না সামলাতেই পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়লো জাতি।

কে ভাঙাবে এদের এই কালনিদ্রা? দিক চক্রবালে ভেসে উঠেছে দুইটি বজ্রগর্ভ ভাস্বর জীবনের প্রতিচ্ছবি। এক সপ্তাহের ব্যবধানে ভারতের সন্ন্যাসী-যোদ্ধা ও যোদ্ধা-সন্ন্যাসীর যথাক্রমে শতবার্ষিকী ও সপ্তষষ্ঠিতম জন্মতিথি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ কি আকস্মিক যোগাযোগ?

উভয়ের মানসিক, দৈহিক জীবন ও তার অবদানে আশ্চর্য সাদৃশ্য। ভারতভূমি সাধু, সন্ন্যাসী, সন্তের বিচরণ ক্ষেত্র, কিন্তু এমনটি দেখা যায়নি। আবার এমন দেশপ্রেম, এমন সর্বস্বপণ করা স্বাধীনতা-যোদ্ধাও আর দুটি পাওয়া যায় না ভারতবর্ষের ইতিহাস খুঁজে। এ যে অধিকারী ও উত্তর-অধিকারীর অদ্ভুত যোগাযোগ। আজ অন্তঃসারশূন্য মিথ্যা ভণ্ডামী, স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন সকল আদর্শের ও আত্মতৃপ্ত নৈষ্কর্মবাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড, জ্বলন্ত, প্রতিবাদ উভয়ের জীবন।

ভারতকে দুর্বল, ক্লীব করবার সকল চেষ্টা অতিক্রম করে ভারতকে উভয়ে দিয়েছেন শক্তি ও অভীমন্ত্র। মানুষ তৈরীর ব্রতই উভয়ের কর্মবাদের ভিত্তি, যে মানুষের থাকবে ইস্পাত-কঠিন পেশী, বিচারশীল সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর সবল নির্ভীক হৃদয়। সর্বোপরি নিপীড়িত, লাঞ্ছিতের জন্য অফুরন্ত ভালোবাসা। একজন ভারতে

প্রথম জ্বালিয়েছেন সমাজবাদের দীপশিখা, আর একজন নিজস্ব ঐতিহ্যের ভিত্তিতে যুগোপযোগী নূতন ভারতবর্ষ গড়ে তোলার পথ ও পাথেয় দিয়েছেন জাতিকে। সমন্বয়বাদ উভয়েরই বেছে-নেওয়া পন্থা। ইতিহাসে এ ধরনের পুনরাবির্ভাব খুবই বিরল। এ যোগাযোগ তাই এই মুহূর্তে খুব তাৎপর্যপূর্ণ। জাতি কি এর মর্ম বুঝেছে? প্রস্তুত হয়েছে পরিপূর্ণ জীবনের প্রবল আহ্বানে উপযুক্ত সাড়া দিতে? সময় এখনও হয়তো সম্পূর্ণ গত হয়নি। এঁদের জীবনের আহ্বান জাগ্রত করুক, সুপ্ত বিভ্রান্ত জাতিকে। আহ্বান করুক সত্য, বীর্য দেশ ও জাতির সেবায় সর্বস্ব ত্যাগের পথে।

সময় হয়তো এখনো সম্পূর্ণ অতিক্রান্ত হয়নি।

[২০.১.১৯৬৩]
সম্পাদকীয়, জয়শ্রী, পৌষ, ১৩৬৯ (১৯৬৩)

রাত-জাগা পাখী

...বর্ষ-গণনার দিক দিয়ে জয়শ্রী অষ্টবিংশতি বৎসরে পদার্পণ করল। এই সুদীর্ঘ বছর, মাস ও দিন দেশ ও জাতির উপর কালের যত বিচিত্র পদচিহ্ন, যত দুঃসহ অপমান, অত্যাচার, রুদ্ধ আক্রোশে, দুর্জয় সংকল্পে ফুঁসে-ওঠা তরুণ জীবনের যত আহুতি— এর প্রতিটি অধ্যায়ের সহিত শামিল হয়েছে জয়শ্রী। তারপর কতপথ অতিক্রম করে, দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে সে কি সীমাহীন আশ্বাস নিয়ে, নেতাজীর দীপ্ত-প্রকাশ, ভারতের ভাগ্যবিধাতার কি বরাভয়, প্রসন্ন মুখ। জাতির ভাগ্য সেদিন দুলেছে আশা-নিরাশার দোলায়। তারপর ভারতের আকাশ ঢেকে গেল এক গাঢ়-কালো মেঘে। সেই ভাস্বর প্রতিশ্রুতি হলো অবলুপ্ত। রণক্লান্ত, মোহগ্রস্ত জাতির নেতৃত্ব, ভারতের ভাগ্যকে করলেন রাজনীতির ক্ষমতা লাভের দাবার ঘুঁটি। দ্বিখণ্ডিত, রক্তাক্ত, জাতির হাহাকারে ভরে উঠলো ভারতের আকাশ-বাতাস। ১৬ বৎসর পর সে আজ স্বাধীন ভারতের বিস্মৃত অধ্যায়। ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের গবেষণার বস্তু। কে আর আজ স্বাধীনতা-দিবসে স্মরণ করে নোয়াখালি, ঢাকা, বরিশাল, ফরিদপুর প্রভৃতি পূর্ববঙ্গের প্রতিটি গ্রামের সেই নৃশংস তাণ্ডব? কে ফেলে দীর্ঘশ্বাস, কে স্মরণ করে কত নারীর অসহ অপমান, কত শিশুর আর্ত ক্রন্দন? কলকাতা নগরীর পথে পথে সেই মৃতদেহের স্তূপ। দুই বঙ্গে নেমে এলো সে কি অভিশাপ। লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত হাজার বৎসরের পিতৃপুরুষের ভিটেচ্যুত পূর্ববঙ্গের পুরুষ-নারী-শিশুরদল সমস্ত বাধা ভেঙ্গে বন্যার জলের মত আছড়ে পড়লো পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে। যারা ক্ষমতায় বসেছিল, দেখেছি তাদের কি নির্মম উপেক্ষা, কি হৃদয়হীন ব্যবহার। বাঙ্গালা ও পাঞ্জাব সেদিন স্বাধীনতার

যজ্ঞে দিয়েছে মাশুল ; মায়ের শৃঙ্খল-মোচনের কাজে যারা রাত-জাগা পাখী— কোন কিছু যাদের অদেয় ছিল না।

সে-ইতিহাস দূরের নয়, বিগত দিনের নয়, ভারতের নবজন্মের সঙ্গে তা অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে আছে। তাকে ভুলিয়ে দেবার জন্য কী ঘৃণ্য প্রয়াস, নানাভাবে তাকে বিকৃত ও ক্ষুদ্রাকৃতি করে দেখাবার কি প্রচেষ্টা। জয়শ্রী এই রাত-জাগা পাখির দলের আজও একটি শরিক। সেই মৃত্যুঞ্জয়ী ঐতিহ্যের পরিবর্তে বর্তমান ভারতের পরিচয় কি? ক্ষমতায় আসীনদের মোহান্ধ বাক-সর্বস্বতা, কোটি কোটি নিঃস্ব ভারতবাসীর অর্থে নির্লজ্জ বিলাস-ব্যসনের ছড়াছড়ি, শক্তিধরদের আশ্রয়-লালিত পর্দার আড়ালে জঘন্য দুর্নীতি, শুধু অযোগ্যই নয়, আত্মগোপনকারী দেশদ্রোহীদের নির্লজ্জ সমর্থনে দেশের স্বার্থের পরিপন্থী নীতি অনুসরণ। এসবের সম্মিলিত ফলশ্রুতি চীনা আক্রমণের মুখে ভারতের বিপুল বিপর্যয়। এই হলো আজকের ভারতের ঐতিহ্য। যারা এই নীতির সমালোচনায় নির্ভীক, তারাই দেশদ্রোহী, কারণ তারাই নেহরুনীতির বিরোধী। ভারতের স্বার্থ ও নেহরুর অন্ধ সমর্থন আজ সমার্থক। সেই কারণে আজ কৃপালনীজী শুধু অপাংক্তেয়ই নন, সর্বশক্তি নিয়োগ করে পরাজিত করবার যোগ্যতম ব্যক্তি, কারণ এ কাজটিই দেশপ্রেমের শ্রেষ্ঠ বিকল্প!!

বিদেশী শাসন-কালে জাতীয় জীবনের সকল মুক্তিসংগ্রামে যেমন জয়শ্রী অংশ নিয়েছে, আজও জাতীয় জীবনের এই দুর্দিনে সকল অত্যাচার, দুর্নীতি, অযোগ্যতা, দেশদ্রোহিতা ও নীতিভ্রষ্টতার বিরুদ্ধে অতন্দ্র প্রহরী হয়ে সে থাকবে। ভরসা ও আনন্দের বিষয় একাজে বহু শক্তিশালী, প্রাচীন ও তরুণ লেখকদের সহযোগিতা পেয়েছে জয়শ্রী। এদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জয়শ্রী তার কর্তব্যে অবিচল থাকবে, নির্ভীক সুস্থ, সমাজ-সচেতন ও যথার্থ স্বাধীন-সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হয়ে দেশ ও জাতির সেবায় অংশ গ্রহণ করবে।

[২৫.১.১৯৬৩]
সম্পাদকীয়, জয়শ্রী, বৈশাখ ১৩৭০ (১৯৬৩)

এবারের ২৩শে জানুয়ারি

এবারকার ২৩শে জানুয়ারি অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার প্রভাতী কাগজগুলো নিয়ে এলো পূর্ব-পাকিস্তানে— বিশেষ করে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জে— ঢালাও হিন্দু-হত্যার মর্মন্তুদ কাহিনী। কলকাতায় হাঙ্গামা সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তানে এধরনের কিছুর আশঙ্কা আমরা করছিলাম। আমাদের আশঙ্কার সীমাকে বহুগুণে অতিক্রম করে

যে হত্যালীলার বীভৎস তাণ্ডব অনুষ্ঠিত হয়েছে, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জের শহর ও গ্রামগুলিতে, ব্যাপকতা ও হিংস্রতায় ১৯৫০-এর হত্যালীলাকেও তা হার মানিয়েছে। কোনো কোনো সংবাদদাতার মতে এবারকার হিন্দুনিধন পূর্ব-পূর্বেকার অপেক্ষা বহুপরিমাণে গুরুতর। হাসপাতালগুলি মৃত ও আহতে পরিপূর্ণ হয়ে আছে এবং তার মধ্যে নারী ও শিশুর সংখ্যাই বেশি। বিদেশী মিশন অথবা সেবাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের ঐ সব স্থান দেখতে দেওয়া হচ্ছে না ; বে-সরকারি ডাক্তার ও নার্সদের সকল প্রকার সাহায্য প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে। এ ঘটনা সংক্রান্ত সকল সংবাদের কণ্ঠরোধ করা হয়েছে কঠোর হাতে। কাজেই সত্য অবস্থা জানা প্রায় অসম্ভব। যে সামান্য সংখ্যক হিন্দু গত কয়েকদিন ধরে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আসছে এবং বিদেশী সংবাদ-প্রতিষ্ঠানগুলির কলকাতা শাখার মারফৎ যে বিচ্ছিন্ন টুকরো সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে, তাতে অবস্থার ব্যাপকতা ও ভীষণতা অনুমান করা কঠিন নয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভারতে, বিশেষ পশ্চিম বাংলায়, আমরা কি করবো? যতদূর জানা যাচ্ছে দু'একটি বাদে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে, এবং সর্বত্র ভারতীয় কাগজগুলিতে এ সংবাদ, বিশেষ কেন, কোন গুরুত্ব সহকারেই প্রকাশিত হয় নাই। লণ্ডনের কাগজগুলিও কলকাতার হাঙ্গামাকেই ফলাও করে প্রকাশিত করে শুধু ক্ষান্ত হয়নি, পূর্ব-পাকিস্তানের ঘটনার জন্যও দায়ী করেছে কলকাতাকে। ভারতবর্ষ, বাংলার কথা কোনোদিনই বুঝেছে তার প্রমাণ নেই, আর গত ১৭ বৎসরের স্বাধীনতার আস্বাদ বাংলা ও পাঞ্জাব ব্যতীত অন্যান্য রাজ্য এত বেশি পেয়েছে, যে সে আস্বাদের কমতি তারা বরদাস্ত করবে না, আর এই কয় বছরে জাতীয় ঐক্যের জন্য এত অশ্রুবিসর্জন ও বাণীদান হয়েছে যে, বাংলার এই রক্তাক্ত পরীক্ষায় তার ফলশ্রুতি পাওয়া যাচ্ছে। ভারতীয় কাগজগুলির মূলবক্তব্য পূর্ব-পাকিস্তানে হিন্দুহত্যার উত্তেজনামূলক সংবাদ যেন সাবধানে ও সংযতভাবে প্রকাশ করা হয়, তা না হলে বহু চেষ্টায় যে কলকাতাকে শান্ত করা হয়েছে— সেখানে আবার গোলমাল শুরু হবে। অর্থাৎ, এই সমস্ত ঘটনার মধ্যে একটি বিষয়ই কেবলমাত্র বিবেচ্য— পশ্চিমবঙ্গ যেন উত্তেজিত না হয়— অর্থাৎ কোনও সংবাদ যেন সে না পায়, আর যা পাবে তা যেন যথেষ্ট সংস্কার ও সংযম দ্বারা বিশুদ্ধীকরণ করা হয়। পূর্ব-পাকিস্তানে নারীর লাঞ্ছনা, শিশুর ক্রন্দন, মনুষ্যত্বের উপর বর্বরোচিত আক্রমণের আর্তনাদ, অনুক্ষণ ভেসে বেড়াচ্ছে এপারে পশ্চিম বাংলার আকাশে-বাতাসে— ভারতবর্ষ— বিশেষভাবে পশ্চিম বাংলার হাজার বছরের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক সব-ঐতিহ্যের বন্ধনজাত হৃদয় ও মমতার নিকট সে আর্তনাদ মাথা খুঁড়ে মরছে প্রতিকারের আশায়। আমরা কি প্রতিকারের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি? সে-প্রস্তুতির কর্মসূচী কি? কেন্দ্রীয় মন্ত্রীত্রয়ের "নানা অসুস্থতার— ইলস"-এর দাওয়াই দেবার জন্য কলকাতা আগমনের পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতার সর্বশ্রেণীর

সর্বমতের নাগরিকেরা এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে ঐক্যবদ্ধ নিম্নতম দাবী করেছে "সীমান্ত উন্মুক্ত কর", "আমাদের মা-বোন-কন্যা-ভ্রাতাদের মুক্ত করো, মুক্ত করো"। ঐ লাঞ্ছনা অপমান মৃত্যু থেকে, শত বিড়ম্বনায় বিড়ম্বিত ভারতবর্ষের ভাগ্যহত বাঙ্গালী, দুই বাঙ্গালার হিন্দু আজ পরস্পরের দুঃখের অংশ গ্রহণ করুক, আর সে অসীম লাঞ্ছনা, বেদনা, হৃত-সর্বস্বতার মধ্য থেকে জন্ম নিক নূতন প্রতিজ্ঞা, নূতন দৃঢ়তা, নূতন দিগন্ত, নূতন বাংলা, নূতন ভারতবর্ষ।

ভারতবর্ষের বহু যুগের পুণ্যসাধনায় প্রাপ্ত এক আশ্চর্য ভারত-পথিকের জীবনব্যাপী দুশ্চর তপস্যালব্ধ নব-মহাভারতের জন্মলগ্ন কি সমাগত? ২৩শে জানুয়ারির আকাশে তাই কি বজ্রগর্ভ অন্ধকারের ঘনঘটা? সে অন্ধকার গাঢ়তম হয়ে উঠলো কি এই বিশেষ মুহূর্তে, ভারতের নবজন্মের ইঙ্গিত বহন করে? ভারতের অনাগত ইতিহাস মুহূর্ত কি সমাগত?

খণ্ডিত টুকরো টুকরো দান নয়, আজ সর্বস্বদানের জন্য চাই পরিপূর্ণ প্রস্তুতি, যাতে এ-লগ্ন বৃথা বয়ে না যায়।

[২৩শে জানুয়ারি ১৯৬৪]
সম্পাদকীয়, জয়শ্রী, পৌষ, ১৩৭০ (১৯৬৪)।

চাই নিরবচ্ছিন্ন প্রস্তুতি

এতদিন পর ভারতবর্ষ মিথ্যা শান্তির মোহনিদ্রা থেকে জেগে উঠেছে রূঢ়-কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি। যেমন ব্যক্তির জীবনে মূল্য দিতে হয় শ্রেয় ও প্রেয় লাভ করবার জন্য— তেমনি, প্রতিটি দেশ ও জাতিকে প্রস্তুত থাকতে হয় উপযুক্ত মূল্য দেবার জন্য, তার অভীপ্সিত পথে চলবার স্বাধীনতা অর্জন ও রক্ষা করবার জন্য। তার জন্য সংগ্রাম, সংঘর্ষ, জীবনদানের অনিবার্যতা যারা স্বীকার করে না বা এই পথকে এড়িয়ে মিথ্যার সঙ্গে আপস রফা করে সমস্যার সমাধান করতে প্রয়াসী হয় তারা— আর যাই হউক-বৃহৎ বা মহৎ লক্ষ্যের অনুসারী নয়, সত্যের পূজারী তো নয়ই। সমস্যাকে গোঁজামিলের দ্বারা অথবা কথার মার-প্যাঁচে এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব, আর সে পথে যা লাভ হয় তা শান্তি 'নামে' অভিহিত হবারও যোগ্য নয়। সংগ্রাম, সংঘর্ষ, রক্তপাতকে এড়াবার জন্য পরাধীনতা, পরবশ্যতা, আত্মাবমাননা ও অমর্যাদাকে স্বীকার করে শুধু 'দিন যাপনের, প্রাণধারণের গ্লানি'কে যারা স্বীকার করে নেয়, তারা যা লাভ করে তাকে আমরা 'শান্তি' আখ্যায় আখ্যায়িত করি না— আর নয় তো তাদের সে শান্তিকে আমরা বুঝি না, আমাদের তা একেবারেই কাম্য নয় ; যে শান্তি মনুষ্যত্ব লাভের পথ বা উপায়

নয়— কেবলমাত্র বেঁচে থাকার দিনগুলিকে দীর্ঘতর করাই যার ফলশ্রুতি সে "শান্তিকে" আমরা আজীবন ঘৃণা করেছি।

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে আমাদের বিবেচনায় যা সর্বাপেক্ষা শোচনীয় অভাব তা হচ্ছে জাতির সামনে কোনো সুস্পষ্ট, সুনিশ্চিত জাতীয় লক্ষ্য নেই। শুধু তাই নয়, নিরন্তর ভ্রান্ত, অমর্যাদাকর লক্ষ্য উপস্থিত করার ফলে জাতি মাশুল দিয়েছে চূড়ান্ত কিন্তু তার সঙ্গে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের সামনে থেকে দিগন্ত সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হয়েছে। হিংসা ও অহিংসা, শান্তি ও সংগ্রাম, ঐক্য ও অনৈক্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবাস্তব, ভ্রান্ত ও অ-নৈতিক মূল্যমান জাতির সামনে রেখে তাকে আত্মপর ক্ষুদ্রচেতা, গোষ্ঠী-চেতনাহীন, উদ্যমহীন এক ক্লীব মনুষ্যগোষ্ঠীতে পরিণত করা হয়েছে। এতদিন পর সেই কল্পনার জগতের অধিবাসীরা যদি বাস্তব সত্যের মুখোমুখি এসে নিজেদের আবিষ্কার করে থাকে ও জাতীয় লক্ষ্যের সন্ধান পেয়ে থাকে তবে আমরা তাকে পরম লাভ বলেই মনে করবো।

বিগত ৫ই আগস্ট থেকে পাকিস্তানী হানাদাররা কাশ্মীরের যুদ্ধবিরতি রেখা অতিক্রম করে আসছে। রাষ্ট্রসংঘ থেকে শুরু করে ভারতের 'মুরুব্বিরা' বিশেষ ব্রিটেন ও আমেরিকা সামান্যতম মন্তব্যও করেনি— তারপর ১ সেপ্টেম্বর থেকে ভারতের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা লঙ্ঘনকারী পাকিস্তানী স্পর্ধার যোগ্য মোকাবিলা করছে ভারতীয় সৈন্য ; অতুলনীয় দেশপ্রেম, প্রবল বীর্য ও দুর্লভ সামরিক কৌশল দেখিয়ে সমস্ত জাতিকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করেছে। আরো আনন্দের বিষয় ভারত সরকারের— বিশেষভাবে প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রীর কাজে ও উক্তিতে আশাজনক পরিবর্তন লক্ষ্য করছি আমরা। আগামী দিনের নূতন নূতন জটিলতা ও কঠিনতর সমস্যার মধ্যে এই দৃঢ়তা ও সঙ্কল্প অটল-অবিচল থাকবে এই প্রত্যাশায় জাতি অপেক্ষা করবে পূর্ণ সহযোগিতা ও সমর্থন নিয়ে।

গোড়া থেকেই যে আশঙ্কা ছিল এই সুযোগে ভারতকে লাঞ্ছিত ও পর্যুদস্ত করে, দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়াতেই শুধু নয়, গোটা এশিয়াতে একচ্ছত্র ডিক্টেটার হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করবে চীন— তারই ইঙ্গিত দেখা গেছে ১৭ সেপ্টেম্বর মিথ্যা ছুতা ধরে ভারতকে ৭২ ঘণ্টার চরম-পত্র দেবার ধৃষ্টতায়। ভারতের যে সব শত্রুমিত্র এতদিন ধরে উচ্চাঙ্গের উপদেশ-অনুযোগ দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিল— তারা এবার থমকে সুর পাল্টাতে শুরু করেছে। কিন্তু তার চাইতেও শুভ ইঙ্গিতবহ, লোকসভায় শ্রীশাস্ত্রী সমস্ত জাতির সঙ্কল্প সুস্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করেছেন, চীনের এই হুমকি আমাদের সার্বভৌমত্ব ও ন্যায্য অধিকার থেকে আমাদের বিচ্যুত করতে পারবে না। অন্যদিকে পাকিস্তানের সকল নষ্টামি এতদিন বেমালুম হজম করে উ-থান্ট রাষ্ট্রসংঘের পক্ষ থেকে ভারত-পাকিস্তানকে যুদ্ধ-বিরতির নির্দেশ দেবার প্রস্তাব করেছেন। আজ ২০ সেপ্টেম্বর

উনোতে সিকিউরিটি কাউন্সিল ৪৮ ঘন্টার চরমপত্র দিয়ে ভারত ও পাকিস্তানকে যুদ্ধবিরতির নির্দেশ দিয়েছে ; দু'একদিনের মধ্যেই পাক-ভারত সংঘর্ষের পরবর্তী অধ্যায়ের আকৃতি-প্রকৃতি অনেকাংশে পরিষ্কার হবে। এ-সব ঘটনার উপর বিশেষভাবে আন্তর্জাতিক শক্তিগুলির পাঁয়তারা প্রভাবান্বিত ও নিয়ন্ত্রিত করবার ব্যাপারে আজকের ভারতের করবার বিশেষ কিছুই নেই। তার কারণ এই নয় যে আন্তর্জাতিক ঘটনা প্রভাবিত করা তার সাধ্যাতীত ছিল। কিন্তু এই দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে স্বাধীন ভারতবর্ষ তার সুদীর্ঘ সুপ্রচীন ইতিহাস, বিশিষ্ট বিচিত্র ভূগোল, বিপুল জনবল কোনো কিছুকেই কাজে লাগায় নি। নেতিবাচক, দুর্বল, অবাস্তব, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করেছে, যার ফলে ভারতের লক্ষ্যহীন উদ্যমহীন জনতা শুধু ক্ষুধা, অশিক্ষা, স্বাস্থ্যহীনতা ও দুর্নীতির নিত্য শিকার হয়েছে। যার ফলে কমিউনিস্টরা তাদের "বিশ্ব-উদ্ধারকারী" কূটকৌশল প্রয়োগ করে এদেশের জনতাকে মুক্তি দেবার চেষ্টায় নিত্যব্যস্ত যাতে দেশের প্রতি আনুগত্য নস্যাৎ করে দিয়ে কমিউনিস্ট দেশগুলির স্বার্থ ও আন্তর্জাতিক উদ্দেশ্য রক্ষায় এরা স্বদেশ ও জীবন উৎসর্গ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি, দেখেছি কিভাবে সেদিন এই সর্বহারাদের ত্রাণকর্তারা বৃটিশের পদলেহন করে ইংরেজের বেতনভুক দেশ-উদ্ধারকারী হিসাবে দেশ-প্রেমিকদের ধরিয়ে দেবার, তাদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকারে ইংরেজকে সাহায্য করবার এবং ভারত ও পৃথিবীকে সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণমুক্ত করবার মহান ব্রত গ্রহণ করেছিল। এই বীরপুরুষরা সেদিন রুশ-মিত্রশক্তিগুলির মৈত্রীকে স্বাগত জানিয়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজকে ইম্ফল প্রান্তে রুখবার শুভ সঙ্কল্প নিয়ে দিকে দিকে 'জাপানকে রুখতে হবে' বলে ভারতের শ্মশানভূমিকে প্রকম্পিত করেছিল। সেদিন ভারতের সকল মত ও দলের দেশপ্রেমিকরা ইংরেজের স্বার্থের বলি হবার বিপক্ষে দেশ ও জাতিকে আহ্বান দিয়েছিল। তারপর দিনে দিনে কালে কালে কত ভোল এরা ফেরাল, কত রূপ এরা দেখাল, কত ছলে। এবার এদের মুরুব্বি মহান চীন ও পিতা মাও সে-তুঙ। তাঁর মুখ-নিঃসৃত অমৃতবাণীর নিত্যনূতন ভাষ্য শুনছে জাতি, হিমালয় সীমান্তে ১৯৬২-তে চীনের আক্রমণকে চোখে রঙিন ঠুলি পরে এরা প্রচার করেছে চীন নয় ভারতবর্ষই আক্রমণকারী, এবারও কাশ্মীরের উপর পাকিস্তানী হামলাকে যতদূর সম্ভব ক্ষুদ্র ও ক্ষুণ্ণ করে দেখিয়ে এই যথার্থ 'দেশহিতৈষীরা' কোমর বেঁধে প্রচারে নেমে পড়েছে— প্রধান বিরোধী দলের দেশপ্রেমিক দায়িত্ব নিয়ে— বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে জাতিকে সতর্ক এবং পাক-ভারতের সংখ্যালঘুদের রক্ষা করবার ভূমিকায়।

আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য

১. সংঘর্ষ, সংগ্রাম, যুদ্ধমাত্রকেই আমরা অকল্যাণকর, অবাঞ্ছনীয় ভেবে যে-

কোনো মূল্যে এড়িয়ে যাবার বিরোধী। বর্তমান পাকিস্তানী আক্রমণকে জাতির সর্বশক্তি দিয়ে রুখবার কর্তব্য সর্বপ্রধান ও প্রাথমিক। এর জন্য কোন মূল্যদানই অতিরিক্ত নয়। এ-সম্পর্কে আমরা দ্বিধাহীন ও সুস্পষ্ট। বর্তমান অবস্থায় প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সহিত সদ্ভাব রক্ষা, হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের অনিবার্যতা, বিশেষভাবে বুর্জোয়াদের কারসাজি সম্পর্কে সতর্ক থাকা ইত্যাদি প্রশ্ন উত্থাপন, জাতির প্রাথমিক এবং প্রথম কর্তব্য থেকে লক্ষ্য ও একাগ্র দৃঢ়তাকে অপসারিত করে জাতিকে বিভ্রান্ত ও তার প্রতিরোধকে দুর্বল করারই শামিল। এসব যুক্তি ও নীতি প্রচারের পেছনের উদ্দেশ্য ও প্রচারকারীদের অন্তিম লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন ও সতর্ক থাকা ও তাকে প্রতিহত করা প্রতিটি দেশব্রতীর ন্যূনতম কর্তব্য।

২. এই সংঘর্ষে ভারতের রাজনৈতিক লক্ষ্য কি এবং সে লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায় সম্বন্ধে অনুসরণীয় সুনির্দিষ্ট পথ ও করণীয়গুলি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা অনতিক্রম্যভাবে প্রয়োজনীয়। সাম্প্রদায়িক ঐক্য, হিন্দু-মুসলমানে সম্প্রীতি ইত্যাদি সম্পর্কে আবেগাপ্লুত হয়ে যাঁরা নিজেদের ঔদার্য্য, মহত্ত্ব ও উচ্চাঙ্গের মনুষ্যত্ব সম্পর্কে আত্মতৃপ্তির মনোভাব নিয়ে সু-উচ্চ ভূমি থেকে অন্যান্যদের উদ্দেশে অনুকম্পামিশ্রিত উপদেশামৃত বর্ষণ করে থাকেন এবং নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী হিন্দু বা মুসলমান-এর মধ্যে দোষাদোষ, দায়িত্ব ভাগাভাগি করে দেন, তাঁদেরকে জিজ্ঞাস্য : এই সাম্প্রদায়িকতার উৎস সম্পর্কে তাঁদের বিশ্লেষণ কি? এবং বক্তৃতা বাদ দিয়ে মূলগত প্রতিকারের উপায়ই বা তাঁদের মতে কি? দেশকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভাগ করে এবং দুদেশে উভয় সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা বজায় রেখে, সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত পরিবেশ দূর করবার উপায় এঁদের মতে কি? মানুষের সকল দোষগুণ হিন্দু কিংবা মুসলমান উভয়ের মধ্যেই আছে— ব্যক্তিগতভাবে কিছু হিন্দু ও কিছু মুসলমান সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে বৃহত্তর মনুষ্যত্বের আহ্বানে সর্বদাই সাড়া দিয়ে থাকেন ও থাকবেন— তার সংখ্যা ও হারাহারি নিয়ে যাঁরা বাক্-বিস্তার করেন— তাঁরা আর যাই করুন, মানুষের বীর্যবান মহৎ প্রকাশের পরিবেশ রচনায় বিন্দুমাত্র সাহায্য করেন না। এ-সম্পর্কে আমাদের মত সুস্পষ্ট। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশবিভাগের পাপকে সম্পূর্ণ উৎপাটিত করবার উপায় নিঃসন্দেহে দৃঢ়তার সহিত সেই পাপকে বর্জন করা— এবং তার জন্য প্রথম প্রয়োজন পূর্ণ বয়স্কদের ভোটাধিকার ভিত্তিতে ভারত-পাকিস্তানে পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা চালু করা এবং উভয় রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মানসিক প্রস্তুতির পর উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে দেশবিভাগ বাতিল করা। অন্ততঃপক্ষে, সর্বপ্রকার বাধাহীন আদান-প্রদান ও যোগাযোগের স্বাধীনতা সম্ভব করা ; যাতে অদূর ভবিষ্যতে অন্ততঃ দুই রাষ্ট্রকে নিয়ে একটি কনফেডারেশন সম্ভব হয়। ভারত সরকার অথবা বিরোধী দলগুলি কেউই এই লক্ষ্য ঘোষণা করেন নি। ভারত সরকার আন্তর্জাতিক

জটিলতা সৃষ্টির আশঙ্কায় এবং নিজেদের দূরদৃষ্টির অভাবে আর এদেশের বিরোধী দলগুলি প্রধানত নেতিবাচক ভূমিকাতেই সন্তুষ্ট। সম্পূর্ণ বিপরীত চিন্তা বা পরিবেশ সৃষ্টি করা তাদের পক্ষে দুঃসহ কঠিন। কয়েক হাজার বছরের ইতিহাসকে, সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তে ও স্বার্থে, মাত্র ১৮ বছর আগের সৃষ্ট অস্বাভাবিক অবস্থাকে, অগ্রাহ্য ও নস্যাৎ করার কথা তারা কল্পনাও করতে পারে না। অথচ সমাধান তার কোন পথে সম্ভব, তা আমাদের বুদ্ধি-বিবেচনার অতীত। কাজেই এ বিষয়ে জাতির লক্ষ্য স্থির হওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয়।

৩. ভারতের বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ নীতির আমূল পরিবর্তনের দাবী সোচ্চার হওয়া উচিত। আত্মরক্ষায় স্বয়ং সম্পূর্ণতার নীতি যত বেশি সম্ভব অনুসরণ করার ব্যাপারে সুদৃঢ় পদক্ষেপ করা নিশ্চয়ই উচিত। এজন্য প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে সৈন্যদল গঠন ও সর্বপ্রকার হাতিয়ার প্রস্তুত করার কাজে অবিলম্বে নিযুক্ত হওয়া। আক্রমণ এসে পড়লে তোড়জোড় শুরু করা এবং ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে শত্রুমিত্র সকলের দ্বারে আবেদন করা যেমন অদূরদর্শিতা, তেমনি যথার্থ স্বাধীন নিরপেক্ষনীতি অনুসরণে অক্ষমতার কারণ। চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনাকে এই প্রয়োজনে পরিবর্তিত ও প্রয়োগ করার সুদৃঢ় দাবী উঠানো উচিত। ভারতের দূতাবাসগুলিকে লক্ষ্য, আচার ও আচরণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া দরকার— যাতে ভারতের জাতীয় লক্ষ্য ও মর্যাদা সম্পর্কে কোনো ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি না হয় বিদেশে।

৪. চীনের লক্ষ্য সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে ভারতের বোঝা দরকার। আজ পাকিস্তানের সঙ্গে দোস্তির দোহাই, আগামী কাল সীমানা লঙ্ঘনের অজুহাত, এরূপ নিত্যনূতন অজুহাত সৃষ্টি করে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির মধ্যে একক অপ্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে চীন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়— এবং এই ব্যাপারে ভারতকে তার সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে।— কাজেই পাক-ভারত সংঘর্ষের আপাত-মীমাংসা হলেও চীনের সঙ্গে ভারতের চূড়ান্ত মোকাবিলা রোধ করা যাবে, তার কোনো সম্ভাবনা আমরা দেখছি না।

এজন্য ভারতকে দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য নিয়ে প্রস্তুতি চালিয়ে যেতে হবে। এই প্রস্তুতির কোনো সীমা অথবা শেষ নেই; নিরবচ্ছিন্নভাবে তা চালিয়ে যেতে হবে। এবং এই প্রস্তুতির সম্পূর্ণতা ও ব্যাপকতাই একমাত্র ভারতের দৃঢ়তম প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা। অহিংসা, শান্তি এই কথাগুলি স্থানে-অস্থানে ব্যবহার করে জাতিকে লক্ষ্যচ্যুত ও বিভ্রান্ত করা দৃঢ়ভাবে বন্ধ করতে হবে।

৫. নিশ্চয়ই অভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার জন্য জনসাধারণের বাঁচবার মত খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং একদিকে চূড়ান্ত দুর্নীতি ও অন্যপ্রান্তে নিম্নতম প্রয়োজনেরও অভাব— এ অবস্থা কোনো মানুষের সমাজ সহ্য করবে না চিরদিন।

দৃঢ়হাতে একে যদি বর্তমান শাসকেরা বন্ধ করতে না পারেন যদি নিজেদের গদীয়ান হয়ে থাকার আকর্ষণে, পুঁজিবাদির স্বার্থে, বঞ্চিত জনসাধারণের স্বার্থকে অগ্রাহ্য করেন তবে তারা পরিণামকে রোধ করতে পারবে না— সে বিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত। এই দুর্যোগপূর্ণ সময়ে ইতিহাসের রথচক্রের শব্দ যারা শুনতে জানে, শুনতে পায়, তারা প্রস্তুত থাকুক— আর যারা বধির ও অন্ধ তাদের কিছু বলা নিস্প্রয়োজন ও অর্থহীন।

সর্বশেষ কথা

সর্বশেষে এবারকার শারদীয়া-জয়শ্রী, গ্রাহক ও শুভার্থীদের উদ্দেশে উৎসর্গ করে, তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি নেতাজী-সম্পর্কিত মূল্যবান দু'টি দলিলের দিকে। এ দুইটি দলিল সংগ্রহ করে তাদের উৎসর্গ করবার জন্য, জয়শ্রীর সম্পাদকীয় বিভাগের বেশ কিছু প্রয়াস করতে হয়েছে। এই দুইটি লেখা, বিশেষভাবে 'ইণ্টারপ্রেস' নামক আন্তর্জাতিক জীবনীসংগ্রাহক সংস্থা থেকে সংগৃহীত লেখাটি, খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত, অধুনা শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহের প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী ও তার পরিপ্রেক্ষিতে লোকসভায় প্রশ্নের উত্তরে ভারত সরকার সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছে,'— এই ঘোষণা দেশে বিপুল বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। দেশবাসী যদি এই ধারণা ও সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে নেতাজী সম্পর্কে সুনিশ্চিত তথ্য সমূহ ভারত সরকারের শুধু অনভিপ্রেতই নয়, তিনি জীবিত এই অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত করে তাঁকে অনুসন্ধান করার দায়িত্ব গ্রহণেও তারা সম্পূর্ণভাবে উদাসীন ও অনিচ্ছুক— তবে নিশ্চয় তা অন্যায় বা ভুল হবে না।

নেতাজীর মৃত্যু সম্পর্কে যে তথ্য শাহনওয়াজ কমিটি সংগ্রহ করেছে, আমরা তাকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রহণীয় ও বর্জনীয় বলে মনে করি। দীর্ঘদিন থেকে এবং বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যুর কোনো বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ না থাকাতে তাঁর মৃত্যু সংবাদকে বিশ্বাস করি না— ইণ্টারপ্রেস জার্মানীর একটি সুপরিচিত সংস্থা; ১৯৪৯ সনে তারা যে জীবনী লিপিবদ্ধ করেছে নেতাজীর; মৃত্যু সম্পর্কে শাহনওয়াজ কমিটির সিদ্ধান্তের উপর তা আলোকপাত করবে। ভারত সরকার সহজেই এর সত্যতা প্রমাণ করতে পারেন। এ সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য কি? ভারতবর্ষ নেতাজী সম্পর্কে কোনো দ্বিধাগ্রস্ত নীতি সহ্য করবে না। বিশেষতঃ জাতির এই দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে নেতাজীর জীবন বা মৃত্যু জাতির পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর জীবিত থাকার সম্ভাবনা এবং ভারতের স্বাধীনতা ও মর্যাদা রক্ষায় এই দুর্বার অতন্দ্র প্রহরীর সুদুর্লভ নেতৃত্বলাভের যদি জাতির পক্ষে কোনো সম্ভাবনা থাকে, তবে যে কোনো কারণেই হোক তা ব্যাহত হওয়া জাতি ক্ষমা করবে না। আশা করি ভারতের বর্তমান নেতৃবর্গ তা অনুমান ও অনুধাবন করতে পারবেন।

[২. ৯. ৬৫]

সম্পাদকীয়, জয়শ্রী, শারদীয়া ১৩৭২ (১৯৬৫)

"মুহূর্তেই অসম্ভব আসে কোথা হতে"

... তোমার বিধান
কেমনে কী ইন্দ্রজাল করে যে নির্মাণ
সংগোপনে সবার নয়ন অন্তরালে
কেহ নাহি জানে। তোমার নির্দিষ্ট কালে
মুহূর্তেই অসম্ভব আসে কোথা হতে
আপনারে ব্যক্ত করি আপন আলোতে।" —রবীন্দ্রনাথ

কখনো কখনো ইতিহাস যেন ছুটে চলে, আর কয়েকটি মাত্র দিনের ভেতরে অবিশ্বাস্যভাবে কয়েক দশক জমাট বেঁধে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি ক'রে বিস্ফোরণ ঘটায় আর মুহূর্তেই কয়েক দশক মূর্ত হয়ে উপস্থিত হয়, স্বাভাবিক গতিতে ঘটতে যা লেগে যেত ঐ পরিমাণ সময়। ১৯৬৫-র আগস্ট থেকে ১৯৬৬-র জানুয়ারির আজ পর্যন্ত এমন একটি সময়। বাইশ দিনের পাক-ভারত সংঘর্ষের বিভিন্ন স্তর এই বিপুলায়তন দেশের কয়েক কোটি মানুষকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়ে গিয়েছে এবং বহু বিঘোষিত নীতিসমূহ জীর্ণ বস্ত্রের মতই পরিত্যক্ত হয়েছে রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি। তবু আজও সেই বিপর্যস্ত নীতির মিথ্যা জয়গান শুনে যেতে হচ্ছে।

অনেক টানা-পোড়েন, অনেক বিভিন্ন, বিচিত্র ভাষ্য অতিক্রম করে শাস্ত্রীজীকে শেষ পর্যন্ত তাসখন্দে পাক-প্রেসিডেন্ট আয়ুবের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হবার সোভিয়েট আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে হয়েছিল গত ৭ই জানুয়ারি। বৈঠকটি নিষ্ফল হবার মুখে ১১ই জানুয়ারির সন্ধ্যায় পাক-ভারত এক যুক্ত ইস্তাহারে তাসখন্দ-ঘোষণা নামীয় দলিলটির জন্মের কিছুক্ষণের মধ্যেই অতি বেদনাদায়ক পরিবেশে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর সোভিয়েট-ভূমিতে জীবনাবসান ঘটে।

মৃত্যু! নাটকীয় আকস্মিকতার এই মৃত্যু তড়িতাহত করে দিয়েছে ভারত ও বিশ্বকে। ফলে তাসখন্দ ঘোষণার লাভালাভ খতিয়ে দেখবার মনোভাব ও অবসর হয়নি অথবা ইচ্ছাকৃতভাবেই হতে দেওয়া হয়নি এখনও। কোনো কোনো পক্ষ ও ব্যক্তি একে ঐতিহসিক আখ্যা দিয়েছেন, যদিও আমাদের নিকট য়ুনোর অন্তর্ভূক্ত দেশগুলির পক্ষে স্বীকৃত শর্তাবলীর পুনর্বিন্যাসের অতিরিক্ত কোনও গুরুত্ব অথবা অভিনব মূল্য এর আছে বলে মনে হয়নি। বরং আমাদের বিচারে 'শান্তি,' 'শান্তি'র মন্ত্রপূত পরিবেশ সৃষ্টির ভাবালুতাকে বাদ দিলে ভারতের ক্ষতি ও অমর্যাদাই হয়েছে এতে। পাক-ভারত সংঘর্ষে পাকিস্তান শুধু আক্রমণকারীই নয়, ভারতের অন্তর্ভূক্ত কাশ্মীর অঞ্চলে বহুদিন ধরে ভারতীয় নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে অনুপ্রবেশকারী। তবু পশ্চিমী শক্তিগুলি, বিশেষ-করে ব্রিটেন, যদিও আশ্চর্য কূটনৈতিক শঠতার সঙ্গে ভারতকেই আক্রমণকারী বলে ঘোষণা

করেছে বার বার। এইবারই প্রথম স্বাধীন ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর নিকট পর্যুদস্ত ও হতমান হয়েছে পাকিস্তান। তার পশ্চিমী মুরুব্বীদের ওকালতি ও কূটনীতির আশ্রয়পুষ্ট হয়ে যুদ্ধ-বিরতির অন্তরালে মুখ ও মান বাঁচাতে সমর্থ হয়েছে। শুধু তাই নয়, সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে তাসখন্দে ভারতের সহিত পূর্ণসমতায় এক বৈঠকে মিলিত হয়ে পাকিস্তান ভারতের সহিত কেবলমাত্র রাজনৈতিক সমপর্যায়তা ও সমকক্ষতাই লাভ করেনি, নিজের বিপক্ষে সোভিয়েট প্রতিকূলতার দেয়ালও চূর্ণ করে দিতে সক্ষম হয়েছে। নিঃসন্দেহে পাকিস্তানের পক্ষে এ এক সুদূর-প্রসারী কূটনৈতিক জয়। তাসখন্দের পর ভারতের অনুকূলে ও পাকিস্তানের প্রতিকূলে সোভিয়েটের পক্ষে কোনো পক্ষাবলম্বন আর সম্ভব হবে না বরং পাক-ভারত পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করবে। এই একটি কূটনৈতিক চালের দ্বারা সে একই সঙ্গে পাকিস্তানকে বহুলাংশে চীনের প্রভাবমুক্ত করতে ও নিজের শক্তি-কক্ষের আওতায় আনতে সক্ষম হয়েছে। এতে সোভিয়েট, এশিয়া ভূখণ্ডে অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রধানতম শক্তি ও ভাগ্যনিয়ন্তা হিসাবে দেখা দিল— এবং এতদিন ধরে যে সম্ভাবনাকে ব্যাহত করবার জন্য প্রাণপণ করছিল, চীনের সেই প্রয়াস আপাতত বহুল পরিমাণে বিফল হোল। আর জয় হয়েছে পাকিস্তানের কূটনীতির। এতদিন পশ্চিমী-গোষ্ঠী— বিশেষভাবে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনকে পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলিয়ে দু'তরফেরই তোয়াজ ও সহায়তা আদায় করছে সে। এবার সেই দ্বিপক্ষীয় ক্ষেত্রে সোভিয়েটও যুক্ত হয়ে একদিকে ত্রিপক্ষীয় শক্তি সমাবেশ বনাম ভারত-পাকিস্তান সমপর্যায়ে স্থাপিত হোলো। তাসখণ্ড ঘোষণার ফলে এরপর থেকে এই ছকের ভেতরেই আন্তর্জাতিক রাজনীতির দাবা খেলায় নূতন নূতন জটিলতা ও গ্রন্থিমোচন হয়তো দেখা যাবে। অপরপক্ষে, তাসখন্দ ঘোষণা ভারতের ভাগ্যে কেবল 'শূন্য'ই এনে দেয়নি, শান্তির নামাবলী অঙ্গে আবেগোচ্ছল বাষ্প-জালের অন্তরালে নৈতিক মর্যাদাহানি ও বিপুল কূটনৈতিক পরাজয়ও ঘটিয়েছে আর ঠিক সেই পরিমাণেই লাভ হয়েছে পাকিস্তানের। এর পূর্ণ ফলশ্রুতি অদূর ভবিষ্যতে আত্মপ্রকাশ করবে।

এই পরিবেশে শাস্ত্রীজীর দেশের বাইরে আকস্মিক মৃত্যু ভারতের পক্ষে এক শোকাবহ ঘটনা, বিশেষতঃ শাস্ত্রীজীর আমলেই এই সর্বপ্রথম ভারতের মর্যাদা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রশ্নে শাস্ত্রীজীকে দেশের দাবি রূপায়িত করতে দেখা গেল। এই একটি কাজের জন্য তিনি দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা লাভ করবেন।

তাসখন্দে যাবার পূর্বে সুদীর্ঘ প্রতীক্ষারপর ভারতের প্রধানমন্ত্রী বিগত ২৩শে ডিসেম্বর কলকাতায় ২৩শে জানুয়ারি নয়— নেতাজীর ব্রোঞ্জমূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। যদিও ভারতের অন্যান্য স্থানে ইতিপূর্বেই নেতাজীর মূর্তি স্থাপিত হয়েছে কিন্তু বাংলায় এই প্রথম। এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে নানা দিক দিয়ে আমাদের প্রচুর বিক্ষোভ

রয়েছে। প্রধানত, ২৩শে জানুয়ারির পরিবর্তে, যে কোন অজুহাতেই হোক ২৩শে ডিসেম্বর নির্বাচন করা আমাদের নিকট গভীর অমর্যাদাকর ও অশোভন মনে হয়েছে। দ্বিতীয়ত, মূর্তিটির শিল্পগত নানা ত্রুটি আমরা অমার্জনীয় বিচ্যুতি বলে মনে করি। এই কথা বলার পরে আমাদের প্রথম এবং প্রধান প্রশ্ন ঃ এই আবরণোন্মোচনের যথার্থ সিগনিফিক্যান্স ও ইমপ্লিকেশন অর্থাৎ মর্ম ও অর্থ কি? শাস্ত্রীজীর বক্তব্য হিন্দিতে ছিল ইংরাজী ও বাংলা কাগজে তার পূর্ণ ভাষ্য প্রকাশিত হয়েছে কিনা তা বলা শক্ত। হিন্দি বক্তৃতার পূর্ণ ভাষ্যের জন্য এই পত্রিকার পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে আকাশবাণীকে ; আজও তা আমাদের হস্তগত হয়নি। তা পাওয়া গেলে শাস্ত্রীজীর বক্তৃতার বিশ্লেষণে এই অনন্যব্রতী, পূর্ণ আত্মোৎসর্গকারী, মহত্তম মুক্তি-সংগ্রামীর প্রতি বর্তমান ভারত গভর্ণমেন্টের বাচনিক নয়, যথার্থ মনোভাব কিছুটা বোঝা যাবে। তবে সে মনোভাব কি বাস্তবিকই বোঝা কঠিন? এই প্রসঙ্গে বর্তমান ভারতের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এই সংখ্যায়ই একটি মূল্যবান আলোচনা করেছেন, তার দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ বাংলার কয়েকজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি সরকার ঘোষিত নেতাজীর মৃত্যুর পূর্ণতদন্তের যৌক্তিকতার দাবি উত্থাপন করবার জন্য প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক হয়েছিলেন কিন্তু পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী সময় করে উঠতে পারেননি বা করা প্রয়োজন মনে করেননি। এর উপর মন্তব্য করা নিষ্প্রয়োজন।

এরপর যদি আমরা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হই যে, নেতাজীর "জীবন" নয়, "পুনরাগমন" নয়, বিঘোষিত মৃত্যুর সত্যতাই বর্তমান শাসকদের পক্ষে 'অধিকতর' নিরুপদ্রব অর্থাৎ তাঁদের "শান্তিবহ", তবে কি ভুল করা হবে? ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু শ্রদ্ধেয় সুরেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে যে চিঠি দিয়েছিলেন তার আলোকচিত্রের প্রতিলিপি এই সংখ্যায় প্রকাশিত হোলো। এ থেকে কারো কি মনে হবে যে লেখক নেতাজীর পুনরাবির্ভাবের জন্য আগ্রহান্বিত এবং প্রভূত মঙ্গলপ্রসূ বলে মনে করেন? ভারতের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরুর নীতির বিশ্বস্ত অনুসরণকারী বলে আখ্যাত, সম্প্রতি লোকান্তরিত, লালাবাহাদুর শাস্ত্রী নেতাজীকে ভারতের 'অন্যতম প্রধান নেতা' বলে আখ্যাত করার মর্মার্থ কি বোঝা অত্যন্ত কঠিন? স্বাধীন ভারতের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রধান মন্ত্রী যে নীতি অনুসরণ করে এই ১৮ বৎসর ভারতকে পরিচালিত করেছেন তার সঙ্গে সেই অন্যতম প্রধান নেতার নীতি, আদর্শ ও চরিত্রগত পার্থক্য কোথায় ছিল কেন তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঘনায়মান দুর্যোগ ও অনিশ্চয়তার মধ্যে ভারত ত্যাগ করে বাইরে যাবার সংকল্প নিয়েছিলেন সে সম্পর্কে ভারতের অন্য কোনো মহৎ নেতা কি বিন্দুমাত্র আলোকপাত করেছেন এই 'স্বাধীন', 'গণতান্ত্রিক', 'সমাজতান্ত্রিক' ভারতবর্ষে? ভারতের স্বাধীনতালাভের উপর

সেই অভিযানের ফলশ্রুতিই বা কি হয়েছে, সে সম্পর্কে এঁরা সম্পূর্ণভাবে নীরব থেকেই কি ঋণ পরিশোধ করেছেন? এ থেকেই কি বর্তমান ভারতের নেতাদের এই 'অন্যতম' মহৎ নেতা সম্পর্কে মনোভাব বোঝা যায় না? ভারতের জনগণকে ইতিহাস ব্যাখ্যায় কোন পথনির্দেশ দিচ্ছেন এঁরা? স্বাধীনতা-উত্তর ভারত এযাবৎ যাঁদের নীতি ও আদর্শ অনুসরণ করে চলছে সেই পথানুসরণের ফলশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে অন্য কোনো ভিন্ন আদর্শ অথবা অনুসরণের প্রশ্নই উঠে না, কারণ "মহত্তম" বিপ্লবী নেতার নীতি অনুসরণ করে ভারতের ঐতিহ্য, মর্যাদা ও এই উপমহাদেশের যাট কোটি জনতার যথার্থ মঙ্গল ও কল্যাণকে সামনে রেখে তথাকথিত 'শান্তির' আড়ালে মিথ্যার সঙ্গে আপস করা যাবে না তাতে। কাজেই বর্তমান ভারতের অনুসৃত নীতি অনুযায়ী ভারতের তৃতীয় প্রধানমন্ত্রী কে হবেন সে বিষয়ে আমাদের আগ্রহ ও আশা করবার কিছু নেই। আমরা অপেক্ষা করবো ভারতের নূতন নেতৃত্বের, নূতন দিকদর্শনের এবং নূতন ভাস্বর উদয়ের ; বিঘোষিত "মৃত্যুর ছল" ভারতকে সেবা করবার অধিকার থেকে যাকে বঞ্চিত করেছে এই সুদীর্ঘকাল।

[১৭ জানুয়ারি, ১৯৯৬]
সম্পাদকীয়, জয়শ্রী পৌষ ১৩৭২ (১৯৬৬)।

বিংশতিতম স্বাধীনতা দিবসের সঙ্কল্প

অনেকের মুখে শুনেছি এবারকার মত আনন্দ-উৎসাহহীন স্বাধীনতা অনুষ্ঠান নাকি এই উনিশ বছরের মধ্যে আর দেখা যায়নি। কারো কি অন্যরূপ প্রত্যাশা ছিল? সরকারি স্তরে আড়ম্বর-আয়োজন করে উৎসব-মুখর স্বাধীনতা দিবসের প্রদর্শনী করা যায় হয়তো, কিন্তু জনতার রিক্ত জীবনের হাহাকারকে ধামা-চাপা দেওয়া যায় না। অবলুপ্ত করা যায় না সর্বোচ্চ স্তরে যথেচ্ছাচার, স্বার্থপরতা, দুর্নীতির সহস্র প্রমাণ, রাষ্ট্রের লক্ষ্য সম্বন্ধে পরস্পর-বিরোধী নীতি, অস্পষ্টতা, পরমুখাপেক্ষিতা— যা দেশ ও জাতিকে নিয়ে যাচ্ছে এক অতলস্পর্শী গহ্বরের ধারে। কোনো ইন্দ্রজালের প্রভাবে হঠাৎ সেখান থেকে তার প্রত্যাবর্তন ঘটবে, আমরা তা মনে করি না।

এক ক্রূর দ্বিমুখী অভিযান চলেছে ভারতের বর্তমান ও ভবিষ্যতের বিরুদ্ধে। দীর্ঘ ১৯ বছর ধরে একদলীয় শাসন ও শোষণ ক্ষমতাসীন দলকে করেছে নিঃশঙ্ক, নির্লজ্জ ও বেপরোয়া ; বারবার তাদের যথার্থ চেহারা অনাবৃত হয়েছে জনতার জীবনের সর্বাঙ্গীন চিত্তে, লোকসভার সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে বিরোধী দলগুলি তাদের কর্তব্য পালন করে চলেছে, কিন্তু একদলীয় ভোটাধিক্যের বিচারে তাদের অনাস্থা প্রস্তাবগুলি একের

পর এক বাতিল হয়ে চলেছে। কিন্তু তাতে দেশ ও বিদেশকেও কি ধোকা দেয়া যাচ্ছে— 'সব ঠিক হ্যায়?' তা সম্ভব নয়, সেকথা ক্ষমতাসীন দলও জানে। তাই মুখে অহিংসার উপদেশ যত সোচ্চার হচ্ছে, সরকারি হিংস্রতার আবরণ ততই খুলে পড়ছে। জনতার মুখোমুখি দাঁড়াবার নৈতিক সাহস নেই শাসকগোষ্ঠীর। তারা আত্মরক্ষা করছে ক্রমবর্দ্ধমান লাঠি, কাঁদুনে গ্যাস, বেয়নেটের আড়ালে। জনতাও মরিয়া হয়ে উঠেছে ভয় ভাঙছে তাদের, প্রতিদিনের তিলে তিলে মৃত্যু থেকে একদিনের বেহিসেবী আত্মদানে চরম প্রতিবাদের শোণিত স্বাক্ষর রাখছে তারা বারবার, ভারতের দিকে দিকে। তাদের নিকট অহিংসার বাণী প্রচার করার মধ্যে না আছে মনুষ্যত্ব, না সার্থকতা— এমন কি নূতনত্বও নয়।

ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৭ ভারতের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের তারিখ স্থির হয়েছে। গণতান্ত্রিক দেশ মাত্রেই সাধারণ নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা। নির্বাচকমণ্ডলীর সমর্থন লাভের আশায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সাধারণ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত হবে এটা প্রত্যাশিত ও স্বাভাবিক। এদেশেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ক্ষমতাসীন দলের চিরাচরিত দাবি তারা দেশকে গণতন্ত্র, জাতীয় সংহতি ও অর্থনৈতিক উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক উন্নতির নিরিখ যদি হয় দেশ জুড়ে বুভুক্ষিতের মিছিল ও মৃত্যুপণ-প্রতিরোধ, ক্রমবর্ধমান ছাঁটাই ও বেকারি, তাহলে সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুযায়ী এদেশের গ্রামাঞ্চলের এক তৃতীয়াংশ পরিবারের দৈনিক আয় দুই টাকা বা তারও কম এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে জীবনধারণের প্রাথমিক প্রয়োজন সমূহের মূল্যের যথেচ্ছ ঊর্ধ্বগতি চলছে এবং মুদ্রামূল্যহ্রাসের ফলশ্রুতি হিসাবে রপ্তানি বৃদ্ধির পরিবর্তে উৎপাদনে ঘাটতি, এমনকি ভারতের বুনিয়াদি রপ্তানি পণ্য পাট ও চা শিল্পে পর্যন্ত বিপর্যয়ের কালোছায়া বিস্তৃত হচ্ছে— সেই নিরিখে দেশের উন্নতি কোথায়? আরো উদাহরণ বৃদ্ধি নিষ্প্রয়োজন— তবু কি স্বীকার করতে হবে যে অর্থনৈতিক উন্নতির পথে ভারতবর্ষ এই ১৯ বছরে দৃঢ় পদক্ষেপ করেছে? আর সমাজতান্ত্রিক আদর্শের অনুসরণ সম্পর্কে মূল্যায়ন করবার কোনো প্রয়োজন আছে বলেও মনে হয় না— বৈদেশিক ঋণ— বিশেষভাবে মার্কিনী ঋণ— লাভ করবার শর্তহিসাবে দেশের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব একের পর এক বিসর্জিত হচ্ছে এবং পাবলিক সেক্টার সংকুচিত ও প্রাইভেট সেক্টার ক্রমশ বিস্তৃততর হয়েই চলেছে। এই অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের উভয় সীমান্তেই শুধু গুরুতর আক্রমণাত্মক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তাই নয়, ভারতের অভ্যন্তরে জাতীয় প্রতিরোধকে দুর্বল ও বিভ্রান্ত করবার জন্য, জাতীয় সংহতি ও প্রস্তুতি ব্যর্থ করবার চেষ্টা চলে আসছে ক্রমাগত। আশঙ্কার কথা, সে বিষয়ে ভারতের জনসাধারণ যথেষ্ট পরিমাণে সজাগ নয়। এই অবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক। জীবন-যাপনের প্রতিটি স্তরে এত ব্যর্থতা ও হতাশা যে, তা থেকে যে

কোনো উপায়ে মুক্ত হবার আকাঙ্ক্ষা প্রাথমিক শর্ত হিসাবে দেখা দেওয়া অস্বাভাবিক নয় এবং এই জন্যই প্রতিটি সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে বিরোধী দলগুলি ঐক্যবদ্ধ হবার তাগিদ অনুভব করে থাকে— ক্ষমতাসীন দলকে ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত করবার আশায়। যেহেতু তারা এককভাবে শাসকদলকে ক্ষমতা থেকে অপসারিত করবার শক্তি রাখেনা। এই নির্বিচার ঢালাও ঐক্যবদ্ধ হবার তাগিদের মধ্যে রয়েছে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। বিশেষভাবে কমিউনিস্ট দল এই 'ইউনাইটেড ফ্রন্ট' গঠনে অত্যুৎসাহী। বিশ্বের সর্বত্র দেখা গেছে এই ইউনাইটেড ফ্রন্ট গঠনের ফলে কমিউনিস্ট ব্যতীত অন্যান্য দলগুলি নিজেদের স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য ও বিভিন্ন মত ও পথকে পরিত্যাগ করে কমিউনিস্ট দলের অনুসারী হয়ে পড়ে এবং তার নেতৃত্বে নিজেদের স্বকীয় লক্ষ্যকে বিসর্জন দিয়ে পরোক্ষে কেবলমাত্র কমিউনিস্ট দলকেই পুষ্ট করে। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের স্বার্থে জাতীয় স্বার্থকে বিসর্জন দেবার প্রলোভন কম নয়। কারণ কমিউনিস্ট দলগুলি কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলি থেকে নানাভাবে অর্থ, রসদ ও অন্যান্য সাহায্য পেয়ে থাকে। বিরোধী জাতীয়দলগুলি এই সাহায্যপুষ্ট শক্তি দেখে তাদের অনুসারি হবার জন্য প্রলুব্ধ হয় এবং অন্তিমে নিজেদের ও জাতীয় স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে আত্মহত্যা করে। এর দ্বারা আর যাঁরই লাভ হউক না কেন— ভারতের জাতীয় স্বার্থ নিঃসন্দেহে বিসর্জিত হয়। নির্বাচনের মাধ্যমে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করে দলীয় ও ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষার তাগিদে জাতীয় স্বার্থ ও মর্যাদাকে বিনা দ্বিধায় বিসর্জন দিতে এরা ইতস্তত করে না। অথচ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংকট ও সংঘর্ষকে দেখেও শিক্ষালাভ করেনি ভারতবর্ষ, করতে প্রস্তুতও নয়। ভারতবর্ষের সমীপবর্তী প্রতিবেশী দেশগুলিতে পুরোণো ও নতুন সাম্রাজ্যবাদের যে সংঘাত চলেছে, যার ফলশ্রুতি ভিয়েৎনাম, ইন্দোনেশীয়া প্রভৃতির পরিস্থিতি, ভারতবর্ষে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে। আশ্চর্যের বিষয়, গত ১৯ বছরে একদিকে কংগ্রেস, অন্যদিকে কমিউনিস্ট দলের আচরণ, ও কার্যকলাপ দেখেও বিরোধীদলগুলি সে শিক্ষা গ্রহণ করতে রাজী নয়! দেখে শুনে এই সিদ্ধান্তই অনিবার্য ভাবে করতে হয় যে, দেশ ও জাতি অপেক্ষা বড় ব্যক্তিগত ও দলীয় মর্যাদা ও ক্ষমতালাভ। কমিউনিস্ট দলের— দক্ষিণ বা বাম সে যে কোনো মার্কাই হোক না কেন, বক্তব্য ঘুরে-ফিরে সেই একই— রুশ অথবা চীনের জনসাধারণ কত অগ্রসর, কত সুখী, কত শক্তিশালী, এবং ভারতবর্ষের কর্তব্য তাদের নিকট হতে শিক্ষালাভ করে তাদের অনুকরণ ও অনুসরণ করা সেই সঙ্গে অতি সূক্ষ্মভাবে নিরবধি দেশের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা ও হীনমন্যতা প্রচার করা। এই অতি-পরিচিত কৌশল চলছে আবহমানকাল। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন দলের লক্ষ্যহীনতা, দুর্নীতি ও ক্ষমতাগর্বী হৃদয়হীনতার ফলে দেশের জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান দুঃসহ জীবন— যা কমিউনিস্ট দলের প্রচার ও উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে অনুকূল ক্ষেত্র হয়ে

উঠেছে। এই উভয় সঙ্কটের মধ্যে ভারত-প্রেমিক (অবশ্যই প্রতিক্রিয়াশীল!) অ-কংগ্রেসী ও অ-কমিউনিস্ট দলের চলার পথ নিঃসন্দেহে কঠিন এবং বিকৃত ব্যাখ্যার শিকার হওয়া সহজ ও স্বাভাবিক। কিন্তু, যদি দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে বিপন্মুক্ত রাখতে হয় তবে গভীর প্রত্যয়, সাহস ও বিশ্বাস নিয়ে ক্ষমতা ও পদের লোভ পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র দেশের স্বার্থ ও জাতির ভবিষ্যৎকে লক্ষ্য রেখে অগ্রসর হতে হবে। এ ব্যতীত অন্য সহজ মসৃণ পথ আমাদের জানা নেই। এই পথেরই সন্ধান দেবার চেষ্টা হয়েছে বর্তমান সংখ্যায়।

বর্তমান স্বাধীনতা সংখ্যার পরিকল্পনা করা হয়েছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের আদিপর্ব থেকে শুরু করে দেশ-বিভাগের আপসবাদী পথে সেই সংগ্রামের ধারাকে বিপথগামী করবার প্রচেষ্টার পরিচয় দান। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের হাজার সমস্যার সংক্ষেপ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা দ্বারা অহিংসা ও ভুয়া শান্তির পথে দেশকে পরিচালিত করার খেসারত লক্ষ লক্ষ মানুষকে বলি দিয়ে লক্ষাধিক নারীর সম্মান ও মর্যাদাকে ধূলায় লুটিয়ে এবং এক কোটির বেশি মানুষকে তাদের স্বদেশ ও স্বভূমি থেকে উৎখাত করে তা সপ্রমাণ করা। এত মূল্য দিয়ে লাভ হয়েছে— অন্য সহস্র সমস্যাকে বাদ দিয়ে— অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরমুখাপেক্ষী পরনির্ভর এক দুর্বল ভারতবর্ষ। আর পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে অবাস্তব নীতি অনুসরণের ফলে সারা বিশ্বে কূটনৈতিক পরাজয় এবং পাক-চীনের দিক থেকে সদা আক্রমণ আশঙ্কা। অথচ এ সম্পর্কে কোনো বাস্তব বলিষ্ঠ নীতি নেই। একদিকে যেমন জাতিকে সর্তক করা হচ্ছে সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে তৈরি থাকার জন্যে, সঙ্গে সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসা সম্বন্ধে সোচ্চার ঘোষণা চলছে। এদেশের শাসকরা কি বোঝেন না যে, মানুষ কলের পুতুল নয়? পরস্পর-বিরোধী মনোভাব ও পরিবেশকে একই সঙ্গে জাগিয়ে রাখার পরামর্শ দেওয়া যেমন অবাস্তব তেমনি বিপজ্জনক। ফলে জনসাধারণ কোনো সুনির্দিষ্ট নির্দেশ পায় না, কোন্ মনোভাব ও প্রস্তুতি তার পক্ষে বাস্তবানুগ ও উচিত। সর্বক্ষেত্রে এই অবাস্তবতা ও নীতির অপরিচ্ছন্নতা বহুলাংশে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এই সংখ্যার লেখাগুলিতে। বিশেষত ড. অশোক মজুমদার লিখিত "দেশ-বিভাগ ও নেতাদের ভূমিকা"— এই প্রবন্ধে। কংগ্রেসের নেতারা স্বাধীনতা-সংগ্রামের শেষ অধ্যায়ে কিভাবে ধাপে ধাপে অবাস্তব নীতি পথ ও মতকে অনুসরণ করে, এদেশের কোটি কোটি মানুষকে— যারা সেই নেতাদের উপর পূর্ণ আস্থাবান ও নির্ভরশীল হয়েছিল— সর্বনাশের পথে নিয়ে গিয়েছিলেন ;— যে ভুলের অভিশাপ তাদের জীবনকে করেছে ব্যর্থ ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাহীন— তার বাস্তবানুগ তথ্যবহুল বিশ্লেষণ। দেশ-বিভাগের জন্য কেবলমাত্র মুসলীম লীগ ও জিন্নাকে দায়ী করলে যে যথার্থ সত্যে পৌঁছান যাবে না, মহাত্মা গান্ধী-নেহরু-প্যাটেল প্রমুখ নেতৃবৃন্দও যে তার জন্য সমান দায়ী, এই তথ্য

উদ্‌ঘাটিত করতে হবে। প্রতিটি ভারতবাসীর এই অধ্যায়কে তথ্য-নির্ভর হয়ে জানতে, বুঝতে, বিশ্লেষণ করে সত্যে পৌঁছাতে হবে, তা না হলে বর্তমান ভারতের বৃহত্তম ট্রাজেডি— যা পরবর্তী বহুতর ট্রাজেডির জন্মদাতা তা অনাবিষ্কৃতই থেকে যাবে। ফলে ভুল প্রেমিস থেকে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছে জাতির ভবিষ্যৎ চলার পথও বিপদসঙ্কুল হয়ে উঠবে। দেশ-বিভাগের পশ্চাৎপট বোঝবার জন্য আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের ফার্মা কে, এল, মুখোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক প্রকাশিত শ্রী এস. কে. মজুমদার লিখিত চমৎকার বিশ্লেষণাত্মক মূল্যায়ন "Jinnah and Gandhi" পুস্তকটি পড়তে অনুরোধ করি। সম্ভবত এই বইতে দেশ-বিভাগের বিভিন্ন নেতাদের ভূমিকা সম্পর্কে বহু অজ্ঞাত তথ্য তাঁরা জানতে পারবেন এবং এই অধ্যায়ের যথার্থ মূল্যায়ন দ্বারা এই প্রচণ্ড ঐতিহাসিক ঘটনাকে নানা দিক দিয়ে বিচার করে, বড় বড় কথার আড়ালে নেতাদের অনুসৃত সর্বনাশাত্মক নীতি, তাদের অদূরদর্শিতা এবং ব্যক্তি-চরিত্রের নানা অসম্পূর্ণতা, ক্ষমতা লাভের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা কিভাবে এই অবিশ্বাস্য ঘটনাকে সংঘটিত করে দু দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের জীবনে চরম দুর্দশা ডেকে এনেছে, তা বুঝতে পারবেন এবং তা জেনে ও বুঝে বর্তমান কংগ্রেস-নেতৃত্বের— যে নেতৃত্ব ১৯১৯ থেকে মুখে ও কাজে মহাত্মা গান্ধীর মতামত, নীতি ও কৌশল দ্বারা পরিচালিত হয়েছে কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্ব মুহূর্তে যাঁর নেতৃত্ব তাদের আর প্রয়োজনবোধ হয়নি। শুধু তাই নয়, চরমপর্যায়ে যারা সে-নেতৃত্বকে অসুবিধাজনক জ্ঞানে বর্জন করেছে, যে মহাত্মা গান্ধী ব্যক্তিগত অহিংসার নীতি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে এই সুবৃহৎ দেশের কোটি কোটি জনসমষ্টির পরিপূর্ণ আস্থা ও আনুগত্য লাভের ফলে তাদের এমন একটা প্রান্তীয় সীমায় এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন, যেখান থেকে শেষ মুহূর্তে তাদের প্রত্যাবর্তন আর সম্ভব ছিল না— তা জানতে ও বুঝতে পারবে। অপর দিকে দেশে মহাত্মা গান্ধীর মত ও পথের একমাত্র প্রতিরোধী শক্তি, যিনি পরিপূর্ণ আত্মাবলুপ্তির, দেশ ও জাতির স্বার্থে যে কোনো ত্যাগ ও দুঃখ বরণের সঙ্কল্প যে কোনো দুর্গম পথকে একাকী অনুসরণ করবার মত দুঃসাহসিক ব্যক্তিত্ব ও প্রচণ্ড আত্মপ্রত্যয় নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন অজানার পথে, যাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল স্বদেশের স্বাধীনতা লাভ এবং সে লক্ষ্য সামনে রেখে ভারতের প্রয়োজনে মিত্র খুঁজেছেন, ভারতের শত্রুর যারা শত্রু, তাদের সঙ্গে স্বাভাবিক সম-স্বার্থের নৈকট্য অনুভব করে— তাঁর বিরুদ্ধপক্ষীয়েরা সে সময় তাঁকে ক্ষমতালোভী, ফ্যাসিস্ট, জাপানীদের তাঁবেদার ইত্যাদি আখ্যায় আখ্যায়িত করতে দ্বিধা করেন নি। কংগ্রেসের কিছু অতিপ্রগতিশীল নেতা এবং পরাধীন ভারতের প্রধানতম শত্রু সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শক্তির সহিত স্বদেশের বিরুদ্ধে গাঁটছড়া বাঁধতে যাদের প্রগতিবাদী বিবেক বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করেনি, সেই কমিউনিস্টদল সেদিন ভারতের জনসাধারণের নিকট তাঁকে হেয় ও বিকৃত করতে কোনো চেষ্টারই ত্রুটি

রাখেনি। অন্যসব নেতাদের অপেক্ষা ভিন্নতর ধাতু, প্রকৃতি, দৃষ্টিভঙ্গী ও নীতিদ্বারা গঠিত এই একটি মাত্র ব্যক্তির দৃষ্টিতে সেই দুর্যোগপূর্ণ দিনগুলির বহুপূর্বেই ধরা পড়েছিল জাতির সামনে সম্ভাব্য বিপদ। ১৯৩৮-এর ফেব্রুয়ারিতে হরিপুরা কংগ্রেসে তাই বিশ্ব-ইতিহাসের নির্ভুল ব্যাখ্যা করে সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন সুভাষচন্দ্র "an internal partition is necessary in order to neutralise the transference of power." সেদিনকার অতি-প্রবীণ, অতি-বিজ্ঞ, আন্তর্জাতিকেরা এই সব উক্তিকে শিশুসুলভ জ্ঞানে অবজ্ঞায় তুচ্ছ ও উপহাসযোগ্য মনে করেছিলেন, এ অনুমান করা কঠিন নয়। কিন্তু গান্ধী-যুগের এই একটি মাত্র নন-কনফরমিস্ট নেতা যিনি নিজের বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে গ্রাহ্য মাত্র না করে, তাঁর জীবনের আশৈশব মিশনে— বিশ্বসভায় ভারতকে তার যোগ্য মর্যাদায় স্থাপিত করবার ব্রতে— অবিচল ছিলেন। অন্যান্য নেতাদের ছিল আরো বহুতর লক্ষ্য, নীতি ও কৌশল।

উনিশ বছর ধরে দেশ কি প্রচুর প্রমাণ পায়নি কোন্ বিশ্লেষণ, কোন্ নীতি, কোন্ কৌশল নির্ভুল প্রমাণিত হয়েছে? যে নেতারা অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়েও নির্বাধায় তাদের নীতি, মত ও পথের অনুসরণ করেছেন এই দীর্ঘদিন, তার ফলশ্রুতি— দেশবিভাগ, তার পরিণতি— বর্তমান ভারত। শক্তিশালী ভারতবর্ষ অন্যের স্বার্থ অথবা ভীতি প্রদর্শনে লক্ষ্য ত্যাগ করবে না। কোনো দেশই স্ব স্ব স্বার্থকে পরিত্যাগ করে ভালোমানুষি করে না, করবে না। কিন্তু ভারতবর্ষ কখনো ইংলণ্ড, কখনো রুশ, কখনো যুক্তরাষ্ট্রকে পরম মিত্রজ্ঞানে শিশুসুলভ কৃতজ্ঞতায় গদ্‌গদ্ হয়ে যায়। চীন-ভারত যুদ্ধে যারা অস্ত্র সাহায্য করেছে, তারা নিজের স্বার্থেই করেছে ভারতের নয়, বড় জোর ভারতের ও তাদের স্বার্থ তখন মিলে গিয়েছিল। এতে কোনো সুউচ্চ নীতি অথবা ভালমানুষির স্থান নেই। কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে সিকিউরিটি কাউন্সিলে এতদিন রুশ ভারতকে সমর্থন করেছে। এর দ্বারা ভারতের প্রতি তার পক্ষপাতিত্বের প্রমাণ দেখে যাঁরা উল্লসিত হয়েছেন তাঁদের তাসখন্দের গোলকধাঁধার লাভ-লোকসান বিচার করে দেখতে বলি। পাকিস্তানের প্রতি চীন ও যুক্তরাষ্ট্র উভয়ের মৈত্রী-প্রীতির বাস্তব কূটনীতি, এবং ধর্মভিত্তিক একতন্ত্রীরাষ্ট্র পাকিস্তানের সহিত কমিউনিস্ট চীনের সম-স্বার্থের বন্ধনের গ্রন্থি উম্মোচন করতে বলি। যারা শান্তি ও অহিংসার নামে নিউক্লিয়ার অস্ত্র তৈরী থেকে ভারতকে বিরত রাখতে চান অথচ বিশ্বের দুই প্রধান আণবিক শক্তির নিকট নিরন্তর আকুল নিবেদন করে চলেছেন, তাদের ছত্রচ্ছায়ার আশ্রয় নিতে যাঁদের বিবেক, মর্যাদা অথবা অহিংসানীতিতে বাধে না নিকৃষ্টতর ও অপ্রতুল অস্ত্রে সজ্জিত করে এদেশের জওয়ানদের শ্রেষ্ঠতর অস্ত্রশস্ত্রের শিকার হয়ে প্রাণ দিতে যাদের নৈতিকতায় বিন্দুমাত্র আটকায় না, তাদের স্বার্থপর দুর্বলতার মুখোস ও নীতিহীন দৃষ্টিভঙ্গীকে নিন্দা করবার মত ভাষা পাওয়া যায় না। আমরা আহ্বান করবো ভারতের তরুণ ও যুবক শ্রেণীকে, বর্তমান ক্ষমতালোভী,

স্বার্থপর নেতৃত্বকে অপসারিত করে স্ব-শক্তি, মর্যাদা ও ঐতিহ্যে ভারতবর্ষকে প্রতিষ্ঠিত করতে, আর এই পথে নেতাজীর ব্যক্তিগত নেতৃত্ব লাভ যতদিন না ঘটছে— কারণ আমরা প্রত্যাশা রাখি সে নেতৃত্ব লাভের দুর্লভ ভাগ্য ভারতের হবে— ততদিন তাঁর জীবন, বাণী ও কর্মকে অনুধাবন ও অনুসরণ করে ভারতে সুভাষ-যুগকে আনয়ন করতে। ভারতের প্রয়োজন লেনিন বা মাও সে-তুঙ নয়— এসব নেতাদের নিকট থেকে ভারতের শিখবার যা রয়েছে তা শিখতে ভারত কোনোদিন দ্বিধাগ্রস্ত নয়— কিন্তু সে অনুসরণ করবে এ যুগের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীকে, যাঁর প্রভাব ও পথ থেকে দেশকে দূরে রাখবার জন্য বর্তমান ক্ষমতাসীন নেতৃবৃন্দের চেষ্টার অন্ত নেই ; আর যার নামোচ্চারণ করতেও সদা বিরত থাকে ভারতের একমাত্র "জনদরদী" কমিউনিস্ট দল। এই উভয়েরই উদ্দেশ্যমূলক প্রচার ও কূট-কৌশল থেকে দূরে থাক্‌তে বলবো দেশের জনসাধারণকে। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পূর্বাহ্নে বিংশতিতম স্বাধীনতা দিবসের সঙ্কল্প হিসাবে দেশকে আমরা আহ্বান করছি সুভাষচন্দ্রের পথে, সুভাষ-যুগের সূচনা করতে, কেবলমাত্র ভারতবর্ষে নয় সমগ্র বিশ্বকে বিশেষতঃ এশিয়া ও আফ্রিকার সদ্য ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণমুক্ত জনতার সামনে আমরা রাখছি এই নতুন জাতীয়তাবাদ, নতুন আন্তর্জাতিকতা,— যার উৎস জাতীয়তায়। যে জাতীয়তা পূর্ণ সার্বভৌমিকতা, স্ব স্ব ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক প্রয়োজনানুযায়ী যুগ-যুগবাহী বিশিষ্ট ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, যার আন্তর্জাতিকতার ভিত্তি পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সমমর্যাদায় আদান-প্রদান, সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও খবরদারি বা ভুয়া আন্তর্জাতিকতার আড়ালে স্কুলমাস্টার সুলভ মুরুব্বিয়ানা নয়; সারা বিশ্বের উপর 'আমেরিকান সেঞ্চুরি' অথবা রুশ-চীনের পক্ষচ্ছায়া বিস্তারের পরিবেশ রচনা নয়। স্ব স্ব প্রয়োজন, প্রতিভা, ঐতিহ্য, বিচার ও রুচি অনুযায়ী বিচিত্র, বিভিন্ন পথে সভ্যতার প্রগতি ও ক্রমবিকাশে আমরা বিশ্বাসী। ভারতবর্ষকে সেই মহান প্রয়াসের পূর্ণ শরিক ও অংশীদার করতে আমরা প্রয়াসী ও দৃঢ় প্রত্যয়ী। আমাদের নীতি— আমরা নির্ভেজাল ভারতপন্থী।

১৮ আগস্ট ১৯৬৬
সম্পাদকীয়, জয়শ্রী, শ্রাবণ, ১৩৭৩ (১৯৬৬)

চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচকমণ্ডলীর কর্তব্য

১৯৬৭, ২৩শে জানুয়ারি নেতাজী সুভাষচন্দ্র ৭১ তম বৎসরে পদার্পণ করলেন। এই ৭১টি বৎসরের পরিক্রমায় দেশ, জাতি ও বিশ্ব তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে পেয়েছে ১৯৪১ সনের ১৬ই জানুয়ারি পর্যন্ত অর্থাৎ তাঁর জীবনের ৪৫টি বৎসর। তারপর দীর্ঘ ২৫ বৎসর ধরে তাঁকে আমরা প্রত্যক্ষভাবে পাইনি। তাঁকে ঘিরে বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও

স্বার্থপ্রণোদিত গবেষণা ও রহস্যজাল সৃষ্টি হয়ে চলেছে বিভিন্ন পক্ষ থেকে, কিন্তু ভারতবর্ষের বর্তমান শাসকদের তরফ থেকে সম্পূর্ণ উদাসীনতাই শুধু নয়, উপেক্ষা চলে আসছে তাঁর সম্পর্কে। তার কারণ অনুমান করাও কঠিন নয়। বর্তমান শাসকগণ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র, সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতু দিয়ে গঠিত। উভয়ের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কর্মপদ্ধতিও সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

এই সংখ্যায় শঙ্করীপ্রসাদ বসুর নেতাজীর আদর্শ, লক্ষ্য, ও কর্ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে অতি নিপুণ তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা ও ড. পালের মূল্যায়ন, নেতাজী সম্বন্ধে রোমান্টিক ভাসা-ভাসা মতামতকে সুস্পষ্ট সুদৃঢ় তাথ্যিক ভিত্তি দিয়েছে। অপরপক্ষে বর্তমান ভারতের নেতৃবৃন্দের লক্ষ্য সম্বন্ধে অস্পষ্টতাই শুধু নয়— লক্ষ্য থেকে লক্ষ্যান্তরে অতি সহজে পরিক্রমণ তাঁদের বৈশিষ্ট্য। অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনাহীন কাজ দ্বারা তাঁরা একটার পর একটা সমস্যা সৃষ্টি করে চলেছেন এবং সেই নতুন সৃষ্ট সমস্যাকে যে কোন উপায়ে সমাধানের উদ্দেশ্যে জটিলতর সমস্যার জন্ম দিচ্ছেন— অতি আধুনিককালে পাঞ্জাব সম্বন্ধে, এবং সর্বশেষ আসামকে পার্বত্য অঞ্চল ও সমতল অঞ্চলে বিভক্ত করে একটি অভিনব জগাখিচুড়ী ফেডারেশনের সৃষ্টি করে— যাতে কোন পক্ষই সন্তুষ্ট হয়নি এবং কোন সমস্যারই মীমাংসা হয়নি। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে বিদেশী শাসনের অবসানে ঐক্য ও সংহতি স্থাপিত হবে বলেই সকলে আশা করেছিল, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় ভারত ও প্রদেশ-বিভাগ দিয়েই স্বাধীন ভারতের জন্ম শুরু হোল এবং মুখে সংহতি সম্বন্ধে বক্তৃতা যত উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে উঠছে, অপরদিকে সংহতির ব্যাঘাতকারী নীতি ততই স্তূপীকৃত হচ্ছে। ফলে দেশে শোচনীয় অবস্থা ক্রমশঃই বেড়ে যাচ্ছে। আর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বিপর্যয় সর্ববিষয়ে। জীবন-ধারণের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অপরিহার্য খাদ্য-সমস্যার কথাই ধরা যাক্— বিদেশ থেকে ভিক্ষা করে দেশের কোটি কোটি বুভুক্ষুর ক্ষুধা মেটান হচ্ছে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে কুড়ি বছর পরেও! ভিক্ষা ছাড়া অন্য কোনো সক্রিয় পন্থা আজও বর্তমান শাসকেরা বের করতে পারেননি। এরপরও প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সদম্ভে ঘোষণা করেছেন তাঁর প্রধানমন্ত্রীত্ব কালে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা, গত একবছরে অনশনে কেউ মারা যায় নি। এর অপেক্ষা নির্লজ্জতর উক্তি যে কি হতে পারে ভাবা যায় না। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের ক্রমবর্দ্ধমান ও যথেচ্ছ মূল্য-নিয়ন্ত্রণে সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে, ফলে জনসাধারণের অবর্ণনীয় অভাব ও দুঃখ সহজে অনুমেয়, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর হিসাবে যদিও তাঁর প্রধানমন্ত্রীত্ব কালে দেশে কোনো লোক নাকি অনশনে মারা যায়নি! এত দীর্ঘদিন এদেশের জনসাধারণ জীবন্মৃত অবস্থায় ধুঁকছে— মৃত্যু ও জীবনে তফাৎ করা কঠিন বটে!

এই পরিবেশে ৪র্থ সাধারণ নির্বাচন আগতপ্রায়। এবারকার নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য—

কংগ্রেসকে পরাজিত করবার তাগিদে কংগ্রেস-বিরোধী দলসমূহের সংযুক্ত মোর্চা গঠনের কথা। যদিও প্রায় তিনমাসের উপর, বিশেষভাবে বামপন্থী ঐক্যের তোড়জোড় চলেছিল, শেষ পর্যন্ত বহুপ্রকারের টানাপোড়েনের পর বামপন্থী ঐক্যের আহ্বানে রূপায়িত হয়েছে ডান ও বাম কমিউনিস্ট দলের দুটি শরিকের পরস্পরের মুখোমুখি অবস্থানে। কংগ্রেসকে হারাবার তাগিদ এখন অনেক পেছনে পড়ে গেছে— দুই শরিকের পরস্পরের প্রতি চোখা চোখা বাক্যবাণে আসর মাৎ হয়ে আছে। তা সত্ত্বেও বামপন্থী ঐক্যের জন্য সরব চিৎকারের কমতি নেই। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর, অন্যান্য দলগুলি এই ঝগড়ার দোসর হয়ে স্ব স্ব দলীয় স্বার্থ রক্ষায় ইস্তফা দিয়ে ডান ও বামের স্বার্থসিদ্ধিতে মেতে উঠেছে। কাজেই ৪র্থ সাধারণ নির্বাচন সম্পর্কে জনসাধারণের উৎসাহিত অথবা আশান্বিত হবার কিছু আছে কি? এ কথা গত ২০ বৎসরে প্রমাণিত হয়েছে নির্বাচনের মাধ্যমে কোনো পরিবর্তন আসা অসম্ভব। এদেশে বরং প্রতিবারই শাসকশ্রেণীর দম্ভ বেড়েই চলেছে আর দেশের হতাশাও তার সঙ্গে সঙ্গে তাল রেখে বাড়ছে। এই অবস্থায় এদেশের মুক্তি ও মঙ্গল কোন্ পথে আসবে এ প্রশ্ন স্বভাবিক বাঁচার তাগিদেই সর্বস্তরে ব্যাপ্ত হয়ে আছে।

এর উত্তর দিতে গিয়ে এই সংখ্যায় প্রকাশিত উপরোক্ত ২টি প্রবন্ধের দিকে পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি। একটি নিপুণ বিশ্লেষণমূলক অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের— অপরটি গভীর অন্তর্দৃষ্টিপ্রসূত মূল্যায়ন ও দিগদর্শন— ভারতের মর্যাদার অবিচলিত ধারক, প্রখ্যাত আইনজ্ঞ— সম্প্রতি পরলোকগত ড. রাধাবিনোদ পালের। ১৯৪৯ সনের, অর্থাৎ আজ হতে আঠারো বৎসর আগের লেখাটি পড়ে মনে হয় ১৯৬৭ সনের ভারতবর্ষের নিখুঁত ছবি। মনে হয় যেন ভারতবর্ষে এই দীর্ঘ ১৮ বৎসর সময় স্তব্ধ হয়ে ছিল। কেবলমাত্র ব্যতিক্রম ডঃ পালের সেদিনের বিশ্বাস, যে ক্ষমতাসীনদল তাদের প্রতি দেশবাসীর আস্থার অভাব জানতে পারলে ক্ষমতা লোভে গদী আঁকড়ে থাকবে না, স্বেচ্ছায় গদী ত্যাগ করে দেশের কল্যাণকে ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থের উপরে স্থান দেবে। কিন্তু সেই সরল, সুন্দর বিশ্বাস বিরাট পরিহাসে দাঁড়িয়েছে। লোভ, দম্ভ, মিথ্যাচার ও ভণ্ডামির জমাট অন্ধকার ভারতের দিকে দিকে। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র বলে সদম্ভ গর্জনে এই শ্মশানকে সরব করে রেখেছে এই ভণ্ডের দল। বৃহত্তম গণতন্ত্রকে অর্থের মূল্যে বেচা-কেনা যায়। গত তিনটি নির্বাচনে কত কোটি অর্থ এই রিক্ত, দরিদ্র, বুভুক্ষুর দেশে ব্যয় হয়েছে হিসাব করলে তা স্পষ্ট হবে। কোনো যথার্থ আত্মত্যাগী নির্ধন দেশপ্রেমিকের এই বিপুল অর্থের লেনদেনের মধ্যে কোনো ভূমিকা থাকতে পারেনা— কাজেই বৃহত্তম গণতন্ত্রে নির্বাচনের অর্থ হচ্ছে সেই চিরাচরিত প্রথায় বিপুল অর্থের বিনিময়ে ভোট ও কর্মী ক্রয় করবার সরব কোলাহল। এরই মধ্যে ভারতবর্ষকে চীন, রুশ অথবা মার্কিন— কোন্ পক্ষপুটে ভিড়ান যায় তারই মহড়া

চল্‌ছে প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে। এই নেপথ্যের অভিনয় ক্ষণে ক্ষণে প্রবল বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে প্রত্যক্ষে। কখনো খাদ্য, কখনো জীবিকা, কখনো শিক্ষার দাবীতে যুব-সমাজ উত্তাল হয়ে উঠে বুক পেতে দিচ্ছে বুলেট, টিয়ারগ্যাস ও লাঠির সামনে। আর ক্ষমতাসীন দল গুরুগম্ভীর নামের একটার পর একটা এন্‌কোয়ারী কমিশন বসিয়ে চলেছে ঘটনার পশ্চাতের কারণ ও তার সমাধানের পথনির্দেশ পাবার জন্য, ফলে কাগজের পাহাড় জমে উঠছে দপ্তরে দপ্তরে— গত এক বছরের মধ্যে কতগুলি কমিশন বসেছে তার হিসেব রাখাও কঠিন। কবে কমিশনের এন্‌কোয়ারী শেষ হবে, কবে সেই অনুযায়ী সংশোধন ঘটবে, এবং দেশের লোক তার ফলভোগী হবে সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই দেশের। বৃটিশের-পরিত্যক্ত গদীর নিপুণ অনুসারীরা এভাবে জনসাধারণের উত্তেজনা, বিক্ষোভ, অসন্তোষকে ধামাচাপা দিয়ে সমাজের প্রত্যক্ষদৃষ্টির আওতা থেকে সেগুলিকে ক্রমাগতই ঠেলে দিচ্ছে সমাজের অ-প্রত্যক্ষ গভীরে। ড. পাল তাঁর লেখাতে একটি অতি মূল্যবান কথা বলেছেন যে, যে-কোনো বিক্ষোভ অসন্তোষকে কমিউনিস্ট-প্ররোচনা অথবা প্রভাব-প্রসূত আখ্যা দিয়ে যে-কোনো উপায়ে তাকে নিশ্চিহ্ন করবার প্রবণতা অত্যন্ত বিপজ্জনক। এভাবে কোনো জাতীয় সমস্যার মীমাংসার নিশ্চয়ই হবে না এবং তাঁর সঙ্গে আমরা একমত যে এই সমস্যার মুখোমুখি আমাদের আসতে হবে এবং এই সব ঘটনা বাইরের প্রভাবপ্রসূত এই বিশ্বাস থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেশের অভ্যন্তরে কোন্ কোন্ কারণ ও অবস্থা এর উৎস তা অনুসন্ধান করে সে অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন আনতে পারলেই, তবে এর যথার্থ মীমাংসা হওয়া সম্ভব। ড. পালের আর একটি মতের দিকেও দৃষ্টি অকর্ষণ করছি, সব দেশের সব কালের পক্ষে, সে-দেশের সে-কালের শক্তি ও অগ্রগতির উৎস তার তরুণ-সমাজ। তাকে নিষ্পেষিত করে কোনো অগ্রগতি সম্ভব নয়। অথচ বর্তমান ভারতবর্ষে দেশের তরুণদের স্থান কোথায়? হয় তারা দেহে-মনে স্থবির, স্থিত-স্বার্থের ঘৃণ্য তল্পীবাহক হয়ে নিজেদের বিক্রীত করছে, না হয় বিশ্বক্ষমতার লড়াইয়ে তারা হয়েছে পাশার ঘুঁটি। এ দুটি অবস্থা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে না পারলে যুবসমাজের যথার্থ শান্তি ও পরিবর্তনের উৎস হওয়া অসম্ভব। কে সেই অবস্থার সূচনা করবে? ভারতের যুবসমাজের সামনে আত্ম-প্রত্যয়, ঐক্য ও বলিদানের আদর্শ নিয়ে দুর্জয় শক্তিতে কার আহ্বান দুর্বার হয়ে উঠবে? ভারতের মুক্তিযজ্ঞের হোতাদের মধ্যে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষ সকলকে লাভ করেছে একে, একে। গান্ধীজীর নেতৃত্ব, নেহরু ও তাঁর অনুসারী, অনুগামীদের এবং আরো বহু ব্যক্তির যৌথ অথবা একক নেতৃত্ব, নির্দেশ ও পরিচালনা লাভ করেছে ভারতবর্ষ। কিন্তু কোনো সমস্যার সমাধান অথবা সমাধানের পথ কি সে পেয়েছে? আশা করি ও বিষয়ে কোনো মতদ্বৈধতা নেই যে স্বাধীনতা লাভের পৃষ্ঠপট রচনা ও স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষ গঠনে নিজ নিজ ভূমিকা গ্রহণের সুযোগ সব নেতারাই পেয়েছিলেন, কেবলমাত্র একজন বাদে, যাঁর

সম্বন্ধে ড. পাল গভীর অর্ন্তদৃষ্টির সহিত বলেছেন— "সম লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ তাঁর সহকর্মীদের উপর দেশসেবার সকল দাবী অর্পণ করে সুভাষচন্দ্র নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন কি বিপুল আত্মবিলুপ্তি, মহত্ব ও মাধুর্যে" সেই ভারত-পথিক আ-শৈশব— যাঁর ধ্যান-জ্ঞান-সাধনা ছিল ভারতের মুক্তি। বর্তমান ভারতবর্ষের— বিশেষ ক্ষমতাসীন দলের— বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই আত্ম-অবলুপ্তি থেকে সেই মহান ভারত-সেবককে তাঁর যোগ্যস্থানে পাবার বরং তাদের এই শোচনীয় নীচ মনোভাবকে কুটকৌশলের জয় বলে নিঃসন্দেহে তারা আত্মতৃপ্তি লাভ করছে। কিন্তু তাদের এই আত্মতৃপ্তি ভারতকে শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে পারবে তো? সে বিশ্বাস রাখার কোনো কারণ নেই। ড. পালের সহিত কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গভীর প্রত্যয়ে আমরাও ঘোষণা করছি— ভারতের প্রয়োজন নেতাজীর নেতৃত্বের। সে-নেতৃত্ব লাভের জন্য কোন্ পথ আমাদের অনুসরণ করা কর্তব্য সেটাই আজকের প্রধানতম প্রশ্ন। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে যে সে নেতৃত্ব লাভ বিন্দুমাত্র অগ্রসর হবে না সে সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত— কাজেই আশাহীন। তবে এই নির্বাচনের মাধ্যমে যদি দেশবাসী নেতাজী অনুসারী— কোনো দল নয়,— কারণ সেরূপ কোনো দল ভারতবর্ষে নেই— কেবলমাত্র বর্তমান আছেন কিছু ব্যক্তি— এই চতুর্থ নির্বাচনের মাধ্যমে তাদেরকে নির্বাচিত করে গতানুগতিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে যদি নির্বাচকমণ্ডলী রায় দেন তবে সেটাও হয়তো হবে একটি সম্ভাবনাময় ইঙ্গিত যত সামান্যই হোক না কেন। ৪র্থ সাধারণ নির্বাচনের বৈতরণী পার হয়ে ভারতের মুক্তির পথ অনাবৃত হবে এ বিশ্বাস কারো বিন্দুমাত্র আছে বলে আমরা মনে করি না— কারো কারো স্ব স্ব মুক্তি আসতে পারে মাত্র— কাজেই আমরা দেশবাসীকে আহ্বান করছি নেতাজীর নেতৃত্বকে ভারতে সম্ভব করতে একনিষ্ঠ দৃঢ়তার সহিত তাঁদের কর্তব্য করবার জন্য দেশের স্বার্থে। এই একমাত্র বাঁচবার পথ।

২৩শে জানুয়ারি, ১৯৬৭
সম্পাদকীয়, জয়শ্রী, পৌষ, ১৩৭৩ (১৩৬৭)

দ্বিধা কেন ও কিসের

১৯৬৭-র জানুয়ারিতে; গত নেতাজী জন্মোৎসবের প্রাকালে— আমরা চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পটভূমিকার বিশ্লেষণ এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে জনসাধারণের কর্তব্য সম্বন্ধে আমাদের মতামত রেখেছিলাম। কিন্তু দেশ ও জাতির কল্যাণ অপেক্ষা নির্বাচনে জয়লাভ করে শাসন-ক্ষমতায় দখলদার হওয়া অনেক বেশী লাভজনক মনে হয়েছে

নির্বাচন-প্রার্থীদের। এদেশের নির্বাচকমণ্ডলীও দীর্ঘ কুড়ি বৎসরের কংগ্রেস একাধিপত্যে জীবনের সর্বদিকে রিক্ত, আশাহত হয়ে কংগ্রেসকে ৯টি প্রদেশে গদীচ্যুত করে বিকল্প যুক্ত-দলীয় সরকার গঠন করে। ভারতবর্ষের কুড়ি বছরের গণতন্ত্রে নিঃসন্দেহে এটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কিন্তু পরস্পর-বিরোধী লক্ষ্য, আদর্শ ও কর্মপন্থায় বিশ্বাসী এই দলগুলির পক্ষে কোন একটি বিশেষ নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করা যত সহজ, সুনির্দিষ্ট নীতি, লক্ষ্য ও ঐক্যবদ্ধ কর্ম-পন্থা নিয়ে দেশ শাসন করা তত সহজ নয়। গত ১১ মাসে তা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। বিশেষত ভারতীয় গণতন্ত্র সম্বন্ধে যত সুউচ্চ প্রশংসা, যত জোরের সহিতই করা হউক না কেন, পশ্চিমী গণতন্ত্রগুলির অনুকরণ ও অনুসরণে ভারতবর্ষে যে গণতন্ত্র চালু হয়েছে, ভারতের জনসাধারণের যথার্থ ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে এই সাধারণ নির্বাচনগুলি স্বাভাবিক স্বতোৎসারিত ভাবে কতটা প্রকাশ করছে, তার বিচার করবার সময় এসেছে।

কোনো বিশেষ রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ইতিহাস ও ভূগোল-নিরপেক্ষভাবে সফল হতে পারে বলে আমরা মনে করি না। ভারত-বিভাগ করে ভারতবর্ষের সুদীর্ঘদিনের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক সত্তাকে ধ্বংস করে, শাসন ক্ষমতায় আসীন হয়েছে কংগ্রেস ও মুশ্লিমলীগ, ইংরেজের সঙ্গে ক্ষমতার ভাগ-বাঁটোয়ারার মাধ্যমে। এই মূল প্রাথমিক ঘটনার মধ্যে নিহিত রয়েছে এই উপ-মহাদেশের দুর্ভাগ্য। তার ফলে দফায় দফায় সাম্প্রদারিক হত্যাকাণ্ড, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয়, কাশ্মীর সমস্যা, পাক্-ভারত সীমান্তের উপজাতি-সমস্যা, অনুপ্রবেশ এবং আরো হাজারো সমস্যা। প্রতিদিন যা জনসাধারণের মূল সমস্যাগুলি থেকে মনোযোগকে অপসারিত ও বিভ্রান্ত করে, একটার পর একটা গোঁজামিল-দেওয়া কৃত্রিম সমাধান সাধনের প্রয়াসে দেশকে ক্রমাগত ঠেলে দিচ্ছে একদিকে ইঙ্গ-মার্কিণী পশ্চিমী গোষ্ঠীর কক্ষপুটে অথবা কমিউনিষ্ট রুশ-চীনের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বার্থসিদ্ধির পাঁয়তারার চক্রে। এরা মূলতঃ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিরই কসরৎ দেখাচ্ছে। তবে এরা সকলেই ভারত-বিরোধী ও পাকিস্তানের সমর্থক যেহেতু, সে পথে নিজেদের স্বার্থরক্ষা সহজতর। বিশেষতঃ, কংগ্রেসের ২০ বৎসরের অভ্যন্তরীণ নীতি যেমন দেশকে অধিকতর পরমুখাপেক্ষী করেছে খাদ্যে ও অর্থনীতিতে, তেমনি তার বাস্তবতাহীন, বন্ধ্যা বৈদেশিক নীতি ভারতবর্ষকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে করেছে মর্যাদা ও বন্ধুহীন। নির্বাচনোত্তর পরস্পর বিপরীতলক্ষ্য যুক্তফ্রন্ট সরকারগুলির, এই অবস্থার পরিবর্তন সাধন আয়ত্তের বহির্ভূত ছিল। ভূমি-সমস্যা, কৃষক, শ্রমিক বা ভাষা সমস্যার কোনো সর্বদলীয় নিম্নতম সমাধান গ্রহণও এদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এই অবস্থায় ভারতবর্ষে আবার এসেছে আর একটি ২৩শে জানুয়ারি— আবার নেতাজীর জন্মদিন— কিন্তু তার সঙ্গে এসেছে কি নূতন দৃষ্টিভঙ্গী, নূতন চিন্তা, নূতন পথের সন্ধান ও ইঙ্গিত?

গত সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচকমণ্ডলী যখন কংগ্রেসকে ৯টি প্রদেশে গদীচ্যুত করেছিল, তখন কুড়ি বৎসরের দুর্দশা মোচনের উত্তর খুঁজেছিল জনসাধারণ। আশা করেছিল তাদের জীবনে হয়তো কিছু পরিবর্তন হবে। অন্ন, বস্ত্র, কর্ম-সংস্থান হয়তো বা সহজতর হবে। কিন্তু সেদিক দিয়ে এরা পূর্ণমাত্রায় নিরাশ করেছে। এটাই জাতীয় জীবনের পক্ষে সবচেয়ে অশুভ ফল। কংগ্রেসের ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন ভারতের অধিকসংখ্যক নির্বাচকমণ্ডলী চায় বলে আমরা বিশ্বাস করি না। কংগ্রেস নিজেদের সাধুতা ও সদিচ্ছার যতই প্রদর্শনী করুক না কেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে কংগ্রেস নানা শক্তি ও স্বার্থের সাহায্যে অনেকগুলি প্রদেশে যুক্তফ্রন্ট সরকারগুলিকে গদীচ্যুত করেছে ও করতে উদ্যত। এ বিষয়ে তাদের সাহায্য করেছে একদিকে নিঃসন্দেহে স্থিতস্বার্থ ও নানা দুষ্টচক্র এবং অন্যদিকে যুক্তফ্রন্টগুলির যুক্তি ও নীতিহীন আচরণ, বিশেষভাবে উভয় কম্যুনিষ্ট দলের নিজ নিজ আন্তর্জাতিক স্বার্থের উগ্র অনুসরণ। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নির্বাচিত সদস্যদের নীতিহীন দলত্যাগের হিড়িক যা রোধ করবার কোন বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। এসবের ফলশ্রুতি ভারতের তথাকথিত গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছে, দেখা দিয়েছে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যহীন আন্দোলনের নিষ্ফলা কার্যক্রম এবং দেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বয়ং-নির্ভরতাকে বিপর্যস্ত করে বৈদেশিক স্বার্থের অনুপ্রবেশ। এই নৈরাশ্যজনক অবস্থার মধ্যে জাতিকে নূতন পথের ও নেতৃত্বের সন্ধান দেবে কে? এই প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত রয়েছে ভারতের জীবন-মরণের প্রশ্ন।

একদিকে গান্ধীজীর নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে কংগ্রেস ও কংগ্রেসত্যাগীরা আর একদিকে সোচ্চার ধ্বনি তুলেছে আন্তর্জাতিক কম্যুনিজমের দেশীয় অনুগামীরা— সশস্ত্র বিপ্লবের। ভারতের বিভিন্ন দল ও নেতৃবৃন্দ ভারত সংলগ্ন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশীয়া প্রভৃতিতে চীনের অনুসরণ ও অনুপ্রবেশের ফল প্রত্যক্ষ করেছেন কিন্তু সে অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা লাভের প্রয়োজন অনুভব করছেন না। এমন কি নেতাজীর অনুগামী দল বলে যাঁরা জাহির করেন তাঁরাও না। নেতাজীকে নানা বিশেষণে ভূষিত করে অথবা চৌরাস্তার মোড়ে নেতাজীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করে রাস্তার নামরকণ করে এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যবিরোধী-বিপ্লবী শক্তির প্রতি জাতীয় কর্তব্য পালন করেছেন বলে মনে করেন। নেতাজীকে কেবলমাত্র বীর সৈনিক ও শ্রেষ্ঠ সামরিক প্রতিভা আখ্যায়িত করেই ক্ষান্ত হন তাঁরা এবং এভাবে স্বাধীনতা-উত্তর জাতিগঠনে তাঁর অবদান ও ঐতিহ্যকে প্রকারান্তরে অস্বীকার করেন। পৌষ সংখ্যা জয়শ্রীতে নেতাজীর ধারাবাহিক জীবনী লেখক পবিত্রকুমার ঘোষ সমসাময়িক তথ্য সঙ্কলিত করে নেতাজীর নেতৃত্বের রচনাত্মক দিকের সুনির্দিষ্ট নজীর উত্থাপন করে এক মহৎ জাতীয় কর্তব্য পালন করেছেন।

আজকের উচ্চকণ্ঠ বিপ্লবী দেশপ্রেমিকদের প্রশ্ন করি তাঁদের মধ্যে কয়জন তরুণ বয়স থেকে এইরূপ সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট গঠনাত্মক পন্থার চিন্তা ও অনুসরণ করেছিলেন ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রামের যুগে? যখন বিপ্লব বা বিদ্রোহ পথে পথে ছবি নিয়ে স্লোগানের বিলাস ছিল না? যখন নিজের আদর্শকে অনুসরণ ও প্রতিষ্ঠা করবার জন্য সর্বস্বত্যাগ করতে নিত্য প্রাণ দিতে হ'ত? একটি জাতির ইতিহাস মাত্র কয়েক দশকেই শেষ হয় না—। আজকের নৈরাশ্যময় পরিস্থিতিতে নেতাজীর নেতৃত্বে বিশ্বাসী, জনসাধারণ ও তরুণদের, নূতন করে দেশকে গঠন করবার কাজে ব্রতী হবার শপথ গ্রহণ করতে আমরা আহ্বান করছি। গত দুই দশকের বেশী দেশ নানা ভ্রান্তপথে পরিচালিত হবার খেসারত তারা নিজেদের জীবনে বহন করেছে, সে খেসারত যাতে আর দীর্ঘতর না হয় তার জন্য নেতাজীর লক্ষ্য, আদর্শ, কর্মপন্থাকে, তাঁর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিকে উদ্ধার, অনুধাবন ও বিশ্লেষণ করে ভারতকে স্বাধীন, সার্বভৌম মর্যাদাসম্পন্ন, স্বয়ংভর জাতি করে গড়ে তোলন তাঁরা।

বাইরে থেকে কোন নেতা এসে আমাদের জাতীয় কর্তব্য সমাধা করে দেবে না, আমাদের নিজেদেরই সে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে, যত কঠিনই তা হোক না কেন? নেতাজী সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট দিগরেখা রেখে গেছেন।

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের সমস্যা সমাধান সম্পর্কে এই একটি মাত্র ভারতীয় নেতার কোনো অস্পষ্টতা ছিল না— দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সেই ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ পরিবেশে ভারতে শত্রুর হাত থেকে স্বাধীনতা আহরণ করবার রক্তাক্ত সংগ্রামে লিপ্ত এই আশ্চর্য মানুষটি, যাকে শত্রু-মিত্র নানাজনে নানাভাবে 'জাপানী দালাল', 'দেশের শত্রু', 'ফ্যাসিষ্ট' আবার 'মিস্টিক' ও 'আধ্যাত্মিক' আখ্যায় বার বার ভূষিত করেছেন, তাঁর কঠিন বাস্তবানুগ সুদূর-প্রসারী দৃষ্টিকে অনুধাবন ও গ্রহণ করেছেন কেউ? গত কুড়ি বছরে কংগ্রেস বা অন্যান্য ভারতীয় নেতা ও দলগুলি অধিকতর বাস্তবদৃষ্টি ও আবিলতাহীন বুদ্ধির দ্বারা ভারতের মূল সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত এবং তার সমাধান করতে পেরেছেন কি? আমি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি ১৯৪৪-এর ডিসেম্বরে টোকিওতে ইম্পিরিয়াল ইউনির্ভাসিটির ছাত্রদের সম্মুখে প্রদত্ত "Some of the fundamental problems that face my Country both in the present as well as in the future" নামীয় ঐতিহাসিক ভাষণের দিকে।

বর্তমান গ্লানিজনক নৈরাশ্যের পঙ্ক থেকে উদ্ধার করে নবভারত রচনার সংগ্রাম ও স্বার্থত্যাগে ইচ্ছুক মুক্তি-সংগ্রামীদের সেই কালজয়ী দলিলকে বার বার বিশ্লেষণ, অনুধাবন ও গ্রহণ করতে আহ্বান করছি। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের সমস্যাগুলিকে গুরুত্ব অনুযায়ী নির্দেশিত করা হয়েছে।

(১) আত্মরক্ষা (Self-defence)

(২) দারিদ্র্য ও বেকারি

(৩) শিক্ষা

(৪) লিপির প্রশ্নের মীমাংসা।

এ অপেক্ষা সুস্পষ্ট নির্দেশ আর কেউ দিতে পেরেছেন কি? সে পথ অনুসরণ করতে দ্বিধা কেন ও কিসের?

২৩শে জানুয়ারি ১৯৬৮
সম্পাদকীয়, জয়শ্রী, পৌষ ১৩৭৪ (১৯৬৮)

২৩শে জানুয়ারি : সিংহগ্রীব যোদ্ধার সান্নিধ্যে

আধো অন্ধকারে সেদিন বেরিয়ে পড়েছি। প্রভাত ফেরীতে যোগ দেব। প্রতিবছর এই দিনটিতে নতুন করে পাই সেই মহান নেতাকে। কোথায় তিনি, তিনি কি ফিরে অসবেন? জানি না, এ-প্রশ্ন নিয়ে ভাবিনি কোন দিন। লোকে বলে তিনি নেই, তাঁকে আঁকড়ে রয়েছে কতিপয় পাগলের দল। নেই? কে বললে? আমি যে প্রতিমুহূর্তে তাঁর উষ্ণ স্পর্শ অনুভব করি। তাঁর কথা ভাবলেই রোমাঞ্চিত হই। কই অন্য কারুর কথা ভাবলে এমন শরীরী-অনুভূতি তো জাগেনি কোন দিন। এ কিসের শিহরণ? আমার কাছে এই পাওয়াই তো পরম পাওয়া। ওঠো ওঠো,সবাই ওঠো কে কোথায় ঘুমিয়ে আছ উঠে পড়ো। আজ যে তিনি আসছেন। তাঁর যে আজ আবির্ভাব- দিবস।

ধ্বনিত হল সম্মিলিত কণ্ঠে 'নেতাজী জিন্দাবাদ'। জয়হিন্দ। জয়হিন্দ। সমবেত কণ্ঠ গেয়ে ওঠে 'শুনিয়েছিল মন্ত্র যে জন কর কর সংগ্রাম।' ওরা 'শুনিয়েছিল' বলছে কেন? আজও কি তিনি শোনাচ্ছেন না মহামন্ত্র? বলতে ইচ্ছে হল, আজও যে তিনি শোনাচ্ছেন, আগামীদিনেও ভারত শুনবে তাঁর বজ্রগম্ভীর প্রত্যয়ী কণ্ঠস্বর। ওকথা ব'ল না, কান পেতে শোন, তিনি কি বলেন।

পথ বেয়ে চলেছে ঘুমভাঙ্গা কিশোর, তরুণ, বৃদ্ধের দল। কখনও উচ্চকণ্ঠে ধ্বনি দিচ্ছে, কখনও সমবেত কণ্ঠ গাইছে, 'তারে চিনি চিরকালের নেতাজী', 'আপস-বিহীন বিরামহীন রুদ্র কঠিন সংগ্রামে। ঝাঁপিয়ে পড় সূর্যোদয়ের তূর্য ঐ বাজে-ডাক দিয়েছেন মোদের নেতাজী।' কিন্তু সেই কঠিন সংগ্রামে কে আজ ঝাঁপ দেবে। পথ বেয়ে চলেছি, দৃষ্টি বাধা পায়, 'বাঙ্গালী গর্জে ওঠো', 'জাগো বাঙ্গালী।' কিন্তু হায় কোথায় ঘুম ভাঙ্গা বাঙ্গালীর দল। কোথায় জাগ্রত বীর বাঙ্গালী। যারা ক্লীব, হীনবীর্য দেশকে কষাঘাতে জাগিয়ে তুলবে? দেশমাতৃকার অশ্রুমোচন করবে?

নেতাজী-ভবনে এসে পৌঁছে গেছে প্রথম দল। নিঃশব্দ, ভক্তি-নম্র তাদের চলন। কণ্ঠে সেই সংগীত

"সংগ্রামের শিরোমণি তিনি
বিপ্লবে ওঠে তারি কণ্ঠ বাজি
চিরকালের নেতাজী"

শয্যা পার্শ্বে সবাই দিলেন পুষ্পার্ঘ্য। প্রণাম জানালাম। মানসপটে ভেসে উঠল শ্বেতশ্মশ্রু কোমল প্রাণবন্ত সজীব একটি মুখ। গম্ভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি যেন আমার ওপর এসে পড়লো, সমুদ্রের গভীরতা সেই-দৃষ্টিতে; যার তল খুঁজে পাওয়া যায় না, অন্তর্ধানকালীন ছবিটি হঠাৎ সজীব হয়ে উঠল, তাঁর গম্ভীর মধুর কণ্ঠ সরব হয়ে উঠল।

"কি করছ তোমরা, রাজনীতি? তোমাদের পক্ষে ওটাই সম্ভব। কিছুই বলব না তোমাদের। বলার আছেটা কি? তোমরা করবেই বা কি? 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন'? এই প্রতিজ্ঞায় জীবন-পণ করার মত কেউ আছে কি তোমাদের? দল করে করেই তো দেশের এই হাল হয়েছে। তোমরা চাও গদীতে বসতে। এই গদীর হাতছানিই তোমাদের অখণ্ড ভারত খণ্ডিত করলো। কি করেছ যখন ইংরেজ পাপচক্র আর দেশী মিরজাফর, সুবিধাভোগীরা, দেশকে দু'টুকরো করল। লক্ষ লক্ষ মানুষ ছিন্নমূল হল। কোথায় ছিল তোমাদের আজকের বক্তৃতাবাগীশ নেতারা। বিশ বছর এই ঘরে বন্দী থেকে যন্ত্রণা ভোগ করেছি, আজও করছি। কিন্তু যে মাতৃসাধনা চরিতার্থ করতে সূক্ষ্ম দেহে শয়তান ইংরেজ পাপচক্রের ব্যূহ ভেদ করে অদৃশ্য হয়েছিলাম, সে সাধনা পূর্ণ হতে বাকী নেই। তোমরা আমায় মৃত বানিয়েছ আমি মৃতই থাকতে চাই। বঙ্গ জননীর সন্তান আমি, নিজেদের দিকে তাকিয়ে দেখ। তোমাদের দুই যুগের মুখোশ এবার একে একে খসে পড়ছে। পড়বেও? হয় জাগো, না হয় মৃত্যুকে বরণ করে নিতে প্রস্তুত হও। এবার রুদ্রের ভূমিকায় আমার এই জীর্ণমৃত শরীর তোমাদের কষাঘাত হানবে। বাঙ্গালা দেশ, আমার জননী জন্মভূমি এবার স্ব-ভূমিকায় অধিষ্ঠান করবেই।'

In the inviolable and most Divine name of Ma Janani, Janmabhumi— Bengal— India— Shall arise again in Her full Glory.

হারিয়ে ফেলেছি নিজেকে, কথা বলতে পারছি না, মা একি দেখালে। জিজ্ঞাসা করলাম, অন্যদের। শুনলেন উনি কি বললেন। কেউ হাসলো। কেউ চুপ করে চলে গেল। না, না এ স্বপ্ন নয়, এ সাক্ষাৎ ভগবদ্দর্শন। আমি আত্মহারা হয়ে গেলাম দেব-দর্শনে। আমি ধন্য। ধন্য আমার নাম-সাধনা।

আজকের পুণ্যদিনে আরেকটি পুণ্য কক্ষে যাব স্থির করে রেখেছিলাম। তিনি সুভাষাখ্যা দেশনেত্রী। এসেছি হাসপাতালের একটি কক্ষে। সুভাষ-দর্শন নাকি তাঁর জীবনের শেষ এবং পরম আকাঙ্ক্ষা। দীর্ঘ এক বৎসরের অসংখ্য ধাক্কা তাঁকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি, এই বাহ্যিক ক্লেদাক্ত সংসার থেকে তাঁকে চিদানন্দ, আনন্দময় জগতে

সমাধিস্থ করে রেখেছে। আমাদের চোখে তিনি নিদ্রিতা। কি দ্যুতি, কি শান্তি সে মুখে। তিনি পেয়েছেন তাঁর অভীষ্ট দর্শন। যে চঞ্চলা কন্যা আজীবন মাতৃসেবায় আত্মবিস্মৃত ছিলেন, আজ মমতাময়ী দেশজননী তাঁকে কোল দিচ্ছেন। ক্ষণিকের জন্য চোখ উন্মীলিত হল, দৃষ্টি এসে পড়লো আমার ওপর, অব্যক্ত সে চোখে কি অসংশয়, কি শান্ত, কি নিবিড় ভাষা। যেন সেই নিখোঁজ দামাল সন্তানের সব কথা এখনই বলে দিতে পারেন।

হাঁটতে হাঁটতে কখন এসে পৌঁছে গেছি রাজভবনের কোণায় নেতাজীর বিশাল মূর্তির সামনে। দৃপ্ত বলিষ্ঠ ভঙ্গি, 'চলো দিল্লী, দিল্লী চলো'। এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো। কিন্তু কোথায় যাবো? ভারতবর্ষ পৌঁচেছে ইতিহাসের বিচিত্র চৌরাস্তায়। দক্ষিণে ও বামে পথ প্রসারিত, কোন পথে পা বাড়াবে ভারতবর্ষ? একটি প্রচণ্ড সংঘাত উত্তাল হয়ে উঠেছে। যে তাসের ঘরে বসে দক্ষিণ-বাম পাঁয়তারা কষছে, কে জানে এ ঝড়ো হাওয়া তা কোথায় মিলিয়ে দেবে। যে বজ্রগম্ভীর দৃঢ় সুনিশ্চিত কণ্ঠ আজ এলগিন রোডের বন্দী শিবিরে শুনে এলাম তা ভুলতে পারছি না। তাকে অস্বীকারও করতেপারছি না, অতি পরিচিত সে কণ্ঠ।

সূর্যাস্তের দিগন্তব্যাপী রক্ত-রশ্মির পটভূমিকায় সেই দৃপ্ত প্রতীক ভারতাত্মার কণ্ঠে পুনরায় শুনতে পেলাম, আর দেরী নেই ঃ

Yes, Yes, Yes, Bengal shall be one, one single Country. Every one. Hindus, Muslims, Britishers and others have tried to weaken, cut asunder, demoralise, debase Bengal and Bengalis.

বাংলার সেই পুণ্যক্ষণ সমাগত।

বল বল বল সবে
শত বীণা বেণু রবে
বঙ্গ আবার জগৎ সভায়
শ্রেষ্ঠ আসন লবে
ধর্মে মহান হবে
কর্মে মহান হবে
নব দিনমণি উদিবে
আবার পুরাতন ও পূরবে।

Ah, Mother, Mother, mine Mother Bengal! How far you are!
বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ।

Mother! thou shall wear the crown,
I swear! I swear!! I swear!!!
Mother! hark, hear unto me.

অবিশ্বাসী মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। ওকি ও যে মূর্তি, 'স্মৃতিটুকু থাক'। এই সান্ত্বনায় আমরা 'কৃতজ্ঞ', দেশবাসী আমরা তাঁকে যে নিষ্কম্প চিরস্থায়ী করে রেখেছি, একি তিনি যে প্রাণবন্ত হয়ে উঠলেন, চোখ দুটি ছলছলিয়ে উঠলো। সত্যি কি তাঁর কণ্ঠ শুনলাম?

কিন্তু অবিশ্বাস লুণ্ঠিত হল—
দূরে নেই আমি, দূরে নই আমি, নহি— নহি
আমি দূরে,
তোমারই বুকেতে বংগধূলিতে রয়েছি যে আমি ভ'রে,
মূক যদি থাকি,— দেখা নাহি দিই
(এবার) মাতৃপূজার নিয়মই যে এই
যবনিকা পারে, মৌন সাধনে
(মা) নিয়োগ করেছে মোরে,
দূরে নই আমি, তোমার ভেতরে, দেখো চোখ
উঁচু করে।।

আঁধার ঘনিয়ে এল, ভারত-আত্মার সেই তেজোদীপ্ত কণ্ঠ ধ্বনিত হতে থাকল। জন্মদিবসের সভায় নেতারা বক্তৃতা দিচ্ছেন। লক্ষ্যহারা মানুষ পথ খুঁজছে, পথ কোথায়। কিন্তু যাঁরা বক্তৃতা দিচ্ছেন তাঁরা পথ দেখাবেন কি করে? তাঁরা নিজেরাই নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছেন, কে দেবে তাঁদের আশ্রয়? যারা সময়ে-অসময়ে স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য নানা প্রকার নামাবলী গায়ে দেন তাঁদের চর্বিত-চর্বণ শুনতে ভাল লাগলো না, আবার হাঁটতে শুরু করলাম। আজ প্রভাতেই স্থির করে রেখেছিলাম অশ্বারোহী নেতাজীর নিকট যাবো, যাবো রাত্রি গভীরে নির্দেশ আনতে, একান্তে রাত্রি গভীরে।

দীর্ঘ এলাকা জুড়ে মোটর গাড়ির প্রবেশ নিষেধাজ্ঞা। দূর থেকে আলোকোজ্জ্বল বেদী দেখতে পেলাম। ক্রমশঃ নিকটবর্তী হলাম, অসংখ্য মূক মানুষ উর্দ্ধমুখ হয়ে রয়েছে। সুউচ্চ বেদীতে ছুটন্ত অশ্ব পৃষ্ঠে একটি অদ্ভুত ভঙ্গিতে স্তব্ধ হয়ে আছেন সেই চঞ্চল, বীর্যবান বিজয়ী বীর। এসেছিলাম নির্জন নিরালা মুহূর্তের আকাঙ্ক্ষায়, বীর যোদ্ধার নির্দেশ নেব, কিন্তু কে দেবে তাঁকে সে সুযোগ।

ছুটন্ত ঘোড়া আরোহীকে নিয়ে যেতে চায়। সে বলতে চায় কি হবে ঐ মূঢ় মুখে ভাষা দিয়ে। চলো বীরশ্রেষ্ঠ আরোহী চলো। চলো। হেথা নয় অন্য কোনখানে। সেই কোমল স্নেহঝরা মুখের একি চেহারা। ঘৃণা, বিরক্তি যেন ফেটে পড়ছে, ছিঁড়ে ফেলতে চায় ঐ মূঢ় মূক মুখগুলি। যেন এখনি সহস্র জনতার নিকট কৈফিয়ৎ চাইছেন সেই উনিশশো পয়তাল্লিশের পরবর্তী অধ্যায়ে তাদের কৃতকর্মের। যেন বলছেন অপদার্থ কাপুরুষের দল তোমরা কেন এসেছ, কি চাও তোমরা, কেন আজ আমার পথ রোধ করছো। কার কাছে যাবো আমি, তোমাদের শত সহস্র দলের প্রয়োজন মত

আমি তৈরি হইনি। কেউ বলবে এদিকে এসো, কেউ বলবে ওদিকে এসো। তোমরা চাও আরামের রসগোল্লাটি তোমাদের খাইয়ে দিই। দুই যুগ ধরে তোমাদের দৌড় দেখেছি। আমার কাছে, তোমাদের আমায় ভালবাসার, আমার প্রতি আনুগত্যের একটিই পরীক্ষা, 'Do or Die'। এই বঙ্গ জননী, জন্মভূমি খণ্ডিত বঙ্গমাতার অশ্রুমোচন করতে যদি আখেরে লাভের প্রত্যাশা ছেড়ে জেগে উঠে জ্বলে উঠতে পার তবেই আমাকে পাবে। ঐ মরে যাওয়া শরীর, ঐ বন্দীমূর্তির সজীব চঞ্চলতা দেখতে পাবে। শান্তি, নিদ্রা, বিশ্রাম ছেড়ে লেগে পড়।

"শীলনোড়া হাঁড়ি হাতা
করি বিসর্জন
সবেগেতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন।"

এটাই তোমাদের জীবনের ব্রত। ঐ ব্রতে তোমরা দুই যুগে যা পেয়েছ তাই পাবে, আমাকে নয়।

না আর পারছি না। আর অপেক্ষা করতে পারছি না। সেই সিংহগ্রীব সন্ন্যাসীর পদতলে এসে পৌঁছে গেছি। হাজার পাওয়ারের আলোয় কেবলমাত্র সেই বীর্যবান মূর্তি উদ্ভাসিত। জননী জন্মভূমি, দেশজননী, কোমল কঠিন উদাসীন চেহারায় সশরীরে যেন আমার সম্মুখে বিরাজ করছেন। যে নাম স্মরণে বহু দিন, বহু রাত্রি অতলান্ত অন্ধকারে, তলহীন একাকীত্বে ডুবে গেছি। ভয়ে আতংকিত হয়ে 'সবেগেতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন' করেছি। আজ পুনরায় হাজার হাজার বঙ্গ সন্তানের পাশে দাঁড়িয়ে পুনরায় হারিয়ে ফেললাম নিজেকে। পথহারা পথিক আমি আমায় আলোর সন্ধান দিন।

একটি অদ্ভুত ব্যাখ্যাতীত কণ্ঠ শুনছি, কি মধুর, কি দৃঢ়,কি সুস্পষ্ট সেই কণ্ঠ :

'পলিটিকস কোরো না। এই কথা চিরসত্য বলে প্রাণে ধারণ করবে। Indian Politics. Ugh! It stinks! সত্যকথা জেনে রেখ : এ জগতে Statesmen— Are a rarity, সর্বত্রই। কিন্তু, ভারতে তো Statesman নেই-ই।... হেয়, নীচ, স্বার্থান্ধ হয়ে যে দেশে astronomlical সংখ্যায় পার্টীজ এবং যেখানে Politicians Number by Legion (s) সে দেশে Stability মরীচিকা। The vagaries of wayward Politicians have debased— the very life and look of India. বাংলার তো কথাই নেই।'

আদর্শ? আদর্শ আজ নিয়তির পরিহাস মাত্র।

আদর্শ অনুধাবন করতে, সারা জীবনটাই দরকার হয়, এই আদর্শ অনুধাবনের গোঁ, জিদ, শক্তি, বাঙ্গালীর নেই। তোমরা অতীতকে পায়ে ঠেলে আজ বর্তমানকে আঁকড়ে ধরছ। অতীত তোমাদের কাছে বোঝা। ধর্ম তোমাদের কাছে প্রাচীন, স্থবির জড়বৎ। কিন্তু জানতো, খুঁটির জোরে মেড়া লড়ে। এই খুঁটো হল ধর্ম। Bind yourself

behind your back' তোমাকে তুমি তোমার পেছনে বাঁধ। পেছনে কি আছে? "Ocean of unbounded energy from which you have sparked off"। পেছনকার এই শক্তি থাকলেই মানুষ লড়তে পারবে। Struggle করতে পারবে, এগুতে পারবে, এই জন্যই চাই unbounded faith. Religion ছাড়া মানুষ চলতেই পারে না।

আমাদের দিনের শেষে রাতের ঘুম আসে। তার পরদিন ঘুম ভাঙলে গতকালের জীবনের খেই ধরে এগোতে থাকি। গতকালের অসমাপ্ত কাজগুলির জের টেনে চলি। অতীত সম্বন্ধেও তোমাদের সেই অবস্থা। এখন তোমাদের মুর্চ্ছিত অবস্থা, ঘুমের অবস্থা। এই মূর্চ্ছা ও ঘুম ভাঙলেই অতীতকে ধরে ফেলবে। মূর্চ্ছা ভাঙলেই আবার সেই অতীতের জের টেনে চলতে হবে। অতীতের ঐতিহ্যকে বহন করে চলতে হবে। অতীতকে কেউ ভুলতে পারে না, অতীতকে বাদ দিয়ে চলতে পারে?

দেশের মানুষ আজ দেশের মাটিকে হারিয়েছে। অনেকে আছেন যাঁরা বাইরের দিকে চেয়ে আছেন। কিন্তু যে মানুষ, যে জাত পেছনের খুঁটোয় নিজেকে বাঁধতে পারবে না, সে জিততে পারবে না। তারা মিলিয়ে যাবে। এটা একেবারে axiomatic truth. Communist-দের সেই অবস্থা। এবং দুদিনের জন্য Just like a flash in the pan চমকে মিলিয়ে যাবে— একটা জাতির বয়স কতো? কমিউনিস্টরা জন্মেছে কবে? এই তো আঠারো শ সালের, হাজার হাজার বছরের মধ্যে মাত্র কয়েকটা বছর ধরে এদের জন্ম। This creed is carrying its death in its own cell.

হৃদয় দিয়ে জননী জন্মভূমিকে বাঙ্গালী চায় না— ভালোবাসে না।

There is but one Test for all
One life for each to give.
I challenge! who stands? If Bengal falls?
And— who dies if Bengal lives?

সেই অত্যুজ্জ্বল আলোকরশ্মি আর সহস্র বোবা মূক বাঙ্গালী পরিবেষ্টিত অশ্বারোহী সিংহগ্রীব আমায় পথ দেখালেন। রাত কাটেনি। আমি দিনের আলো দেখতে পেলাম। বাঙ্গালী ও বাঙ্গালাকে জাগাতে হবে, জ্বালাতে হবে, কিন্তু শেষ কথাটি ভুলতে পারছি না "It is a very, very rough road that leads to the height of greatness."

চারণিক

জয়শ্রী, মাঘ ১৩৭৫ (১৯৬৯)

বজ্রবাণী

তপস্যার মত সত্য নেই ঃ
নাস্তি রাগ সমং দুঃখ
নাস্তি ত্যাগ সমং সুখ
নাস্তি সত্য সমং তপ
নাস্তি বিদ্যা সমং চক্ষু।

ঈশ্বর দয়ালু কে বলে? ঈশ্বরের মায়া নেই, করুণা নেই, মমতা নেই, আছে অপার নিষ্ঠুরতা। সব চাইতে ঈশ্বরের কাছে Ultimate জিনিস হলো ষড়ৈশ্বর্য। ঈশ্বর বলে কোনো আলাদা জিনিস নেই। যার কাছে ষড়ৈশ্বর্য থাকবে সে-ই ঈশ্বর হয়ে যাবে।

যোগী কারা ঃ শিবের উপাসক, শক্তির উপাসক। যা মা, তাই বাবা। ১২টি জ্যোতির্লিঙ্গ শিবের ভারতবর্ষে, মার ৫২টি পীঠস্থান। যাই বল আর তাই বল, যে যা ভাবে ভাবুক, মা'র কাছে কেউ নয়।

শিবকে depict করা হয় সমাধিস্থরূপে। শিব যোগস্থ হয়ে সমাধিমগ্ন। That means he is immersed totally in absolute energy in its Pristine State. এইজন্য তাকে বলি মহাযোগী। তিনি শক্তির Pristine State-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছেন। শক্তি থেকে apart তাকে ভাবা যায় না। কিন্তু শক্তি থেকে apart হয়ে গেলে শ-ব হয়ে যাবেন। যোগ সমাধিতে তিনি শক্তির সমুদ্রে ডুবে গিয়ে conductor-এর কাজ করছেন। তাঁর মধ্য দিয়ে যে শক্তি সঞ্চারিত হচ্ছে (conducted হচ্ছে) তারই কণা দিয়ে সাড়ে তেত্রিশ কোটি দেবী ও দেবতা নিজ নিজ function করে যাচ্ছেন। সমাধি ভাঙলেই সমস্ত দেব-দেবীর function শেষ হয়ে গেল। প্রলয় হল। তখন তিনি হলেন রুদ্র, শঙ্কর, মহাকাল। সব দেব-দেবীর খুঁটিরকাজ করছেন শিব।

যেটা তোমার উৎস, সে-শক্তির উৎসতে যদি অবগাহন না কর, জীবনটা শুকনো পাতার মত ঝরে যাবে।

শক্তি-সাধনা হল কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করা। মা'কেই কুলকুণ্ডলিনী শক্তি বলে। এই কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগিয়ে চালানোই শক্তি সাধনা। গুহ্যাতিগুহ্য রাজযোগের উদ্দেশ্যও তাই। তান্ত্রিক-সাধনা, মাতৃসাধনা কি শক্তিসাধনাকে কৌল বলা হয়। কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত করার রাস্তায় চলতে চলতে যেখানে রাজযোগ পৌঁছায়, সেখানে সাধকের সামনে একটি option আসে। যদি সাধক সাহস পান, তাহলে রাজযোগীরা যেখানে থেমে যাবেন তা ছাড়িয়ে এরা চলে যেতে পারেন। রাজযোগীরা এ-পথ জানেন না। এখানেই রাজযোগীদের সঙ্গে তান্ত্রিকদের পার্থক্য—

যদিও উভয়েই কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগাতে চান। যারা সত্য সত্যই তান্ত্রিক তাঁরা কখনও জাহির করবেন না যে তাঁরা তান্ত্রিক। যে বলে আমি তান্ত্রিক সে কখনও তান্ত্রিক হতে পারে না। তান্ত্রিকদের সাধন বড় দুর্গম। এরা অটল Law-এ বাঁধা। এদের Organisation-এর জাল সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে ; অবশ্যি ভারতবর্ষে এদের Nerve-Centre। তান্ত্রিকরা কখনই তাদের সাধন divulge করবেন না, তাদের হাজার টুকরোও যদি করে দেয়া হয়। তন্ত্র-সাধনা— It is the Ultimate of Ultimates.

কতকগুলি Brain Cells-এর নিজের circuit আছে। কতকগুলি inter-connected, তাদের এই inter-connection নিয়ে যে group হলো তার নিজের একটা circuit হয়ে গেল। একজনের মাথা clean shave করে দিয়ে যদি মাথায় tiny electrodes লাগান হয়, সেগুলি জ্বলবে।

The first requirement of a mystic is to have complete control over his outer movements and the next requirement is complete control over his inner currents.

মনে কর তুমি একজন General, যুদ্ধক্ষেত্রে একটা battalion destroyed হয়ে গেছে— a group of brain cells এক রকম কাজ করছে যার ফলে তোমার মনে দুঃখ শোক ব্যাথার উদ্রেক হয়েছে। ঠিক সেই সময় অপর দুজন এলেন তোমার কাছে Campaigning-এর খবর নিয়ে তোমার পরামর্শ চাইতে। তখনই তোমার প্রথম cell গুলির কাজ switch off করতে হবে। তা না হলে প্রথম cell গুলির কাজ তোমার বিচারের ওপর super-imposed হয়ে তোমার বিচারে ত্রুটি রেখে দেবে। নিজের উপর complete mastery চাই। যতক্ষণ তুমি মায়া ও মোহগ্রস্ত থাকবে, যতক্ষণ তুমি তোমার জন্য feel করবে ততক্ষণ তুমি অন্যের জন্য feel করতে পারবে না। এক কোষে দুই তলোয়ার থাকতে পারে না। হয় তুমি থাকবে, না হয় মা থাকবেন।

He is the real master who can hold himself in check'— নিজেকে জাহির করার হাত থেকে না বাঁচালে সে লোক কোন কাজ করতে পারে না।

সংসারে eccentric-রাই কিছু দিয়ে যায়। eccentric মানে স্ক্রু ঢিলে লোক নয়, out of the ordinary.

দুটো factor একটি Nation-এর ইতিহাসকে mould করে আসছে, throughout the ages (১) Your Military Strength (২) Power and Strength of your ideology. Those two things are going to assert themselves permanently for thousand years.

ভারতের সব চাইতে দুর্ভাগ্য কি জান? ২০০০ বছর ধরে কোনো Military Seer নেই। এক হাজার বছর যাবৎ এ দেশে National Military Thinking নেই। এ

Nation জানে না What is Military Thinking। এ দেশের দরকার প্রতিটি লোক যেন his or her military strategy জানে। They should speak in terms of military strength.

I do not believe in বিশ্বপ্রেম। It is a bunkum. It is a cliche. There cannot be such a thing as বিশ্বপ্রেম। আকাশে দাঁড়িয়ে বিশ্বপ্রেম করতে পারো? তার জন্যে দাঁড়াবার জায়গা দরকার হবে কিনা। যার বাড়ি নেই, যার ঘর নেই, সে করবে বিশ্বপ্রেম! What utter nonsense! You must have a centre to radiate, to radiate yourself!

আমার কারো প্রতি কোনো attachment নেই। আমি সকলকেই ভালোবাসতে পারি, কারণ ভালোবাসার স্থূলরূপ দিতে পারবো না। এটা paradoxical মনে হবে না? কিন্তু paradoxical নয়। hypocrisyও নয়। আমার কোনও মোহ নেই। মোহ থাকলেই ভালোবাসার প্রতিদান চাইবে। সে ভালোবাসা ভেজাল, খাদ মেশান, যেখানে প্রতিদানের প্রশ্ন রয়েছে। Love and Attachment যেন দুটি যমজ বোন। কিন্তু Love, প্রেম, সে কেবল দিতে জানে,তার কিছু প্রতিদানের দাবী নেই। তাকেই বলি প্রেম। এজন্যই তো আমি বলি কেবল দিতে হবে, দিয়ে যেতে হবে, শেষ পর্যন্ত প্রাণটুকুও দিতে হবে, তা হলেই সত্যিকারের প্রেমের পরিচয় দেওয়া হবে। তা না হলে Attachment, মোহ, কামনার আগুনে জ্বলে পুড়ে মরতে হবে। প্রজাপতির আগুনে পুড়ে মরা দেখেছো তো?

মহাকাল

জয়শ্রী, আশ্বিন, ১৩৭৬ (১৯৬৯)

বজ্রবাণী

There is service and service, from military to social— all are services. The higher the service, the higher the weight of responsibility, integrity and analysis and sacrifice. The highest form of service, requires the highest form of responsibility integrity and sacrifice. War (and all work connected with war, for bringing it to its successful end) for one's country demands the highest and purest form of integrity and analysis and sacrifice. it is no sentimental job. You must understand that you are at war, total final.

The higher you rise the more solitary you become,— আমার এই অবস্থা। না, মানুষ নিঃসঙ্গ বটে তবে যার যার mental development অনুযায়ী সেটা বুঝতে পারে। যারা পশুর level-এ আছে, তাদের সে বোধ নেই। তুমি নিঃসঙ্গতার

pang-এর কথা বলছো? না কোনো দুঃখবোধ নেই বরং একটা bliss আছে। একেবারে নিঃসঙ্গ বললে ভুল হবে, inner selfe-এর সঙ্গে communion, তার একটা bliss আছে।

I have got boiling fire in my vein but ice in my brain. What despicable cowardice ... Law সার্বভৌম কর। হিন্দুর Law, মুসলমানের Law চলতে পারে না। Wobly and smoky, ভাবালুতার জায়গা নেই। এখানে you must face the reality! বাইরের সমস্ত পৃথিবীটা ঘুরে মনের ভাবালুতা নষ্ট হয়ে গেছে।

আমার complete mentamorphosis হয়ে গেছে। আমার জীবনের বড় কথা হল ত্যাগ। আমি Great Men নই। সুতরাং আমার কোনও Biography -র প্রয়োজন নেই। Great Men-দের নিজেদের life-কে perpetuate করার দরকার আছে। আমার জীবন খোলাপাতার মত, সকলের কাছে, মাঁ কালীর কাছে।

আমি supremely unconcerned. তোমাদের সঙ্গে ভালোবেসে কথা বলি that's another self । একটা গাছের সঙ্গেও এর চাইতে দশগুণ ভালোবেসে কথা বলে ফেলি। আমার এই ভালোবাসার যদি জাগতিক parallel কেউ টানতে চায়, he will be sadly mistaken.

মনে রাখবে এবার আমি supremely unconcerned, কারো কাছে জবাবদিহি করবার নেই, একমাত্র আমার মা ছাড়া। তাও মধ্যে মধ্যে তিনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন আমার গোয়ার্তুমিতে। এই Freedom এতোটা নিরঙ্কুশ যে Freedom-এর কাউকে সাথী করিনি।

If I am spoiling myself I am spoiling myself only. I am sacrificing myself. I am doing it myself, I am not asking you to come along with me and sacrifice yourself.

তোমরা কি দিতে পারো? কি দিয়েছ? আমি এ-সবের বোঝাপড়া করেই ছোটবেলা থেকে নেমেছি। তোমাদেরই জিজ্ঞাস্যা করি মরণ নিয়ে যে খেলা করে তার সঙ্গে কোন যুক্তিতর্ক চলে?

মহাকাল

জয়শ্রী, পৌষ ১৩৭৬ (১৯৭০)

ভারতকন্যার শয্যা পার্শ্বে অতন্দ্রপ্রহরী

পৌষের এক শীতের রাতে সিংহগ্রীব যোদ্ধার সিংহনাদ আমাকে ঘরছাড়া করেছিল, বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে পুণরায় শহরে ফিরছি, একটি ট্রাকে একদল ছেলেমেয়ে যাচ্ছে, ট্রাকটি দ্রুত চলেছে। কোথা থেকে আসছে কোথায় চলেছে জানি না, একটি

ফেস্টুনে লেখা রয়েছে, 'গান্ধী প্রদর্শনী', চলমান প্রদর্শনী। সমবেত কণ্ঠে গান শুনে মনে হল রামধুন গাইছে। অসংযত দিশেহারা উন্মত্ত তাদের ভাব-ভঙ্গী। আমি চৌরঙ্গী রোড ধরে হেঁটে চলেছি দক্ষিণ মুখে। দ্রুত হাঁটছি, বহুদূর থেকে আজ আসছি, আজ আমায় পৌঁছতেই হবে, পার্ক ষ্ট্রীটের চৌমাথায় যখন এসে পৌঁছেছি তখন হঠাৎ মনে হল কালো ব্রোঞ্জের বিরাট মূর্তিটি যেন এগিয়ে আসছে। মন্থর গতি, ন্যুব্জ দেহ, হতাশ ও উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টির এক বৃদ্ধের পাশে চলে এসেছি। কাছে আসতেই আমি তাকে চিনতে পারলাম। শতবর্ষ অতিক্রান্ত মহাত্মার জীর্ণ শরীর, ক্লান্ত, অবসাদক্লিষ্ট, পিছনে ফিরে তাকাবার তাঁর ফুরসৎ নেই, সমস্ত শক্তি দিয়ে লাঠি হাতে জাতির জনক চলেছেন, ঋণ পরিশোধ করতে। এই ঋণ পরিশোধ এই কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত তাকে করতেই হবে। 'কতকাল দাঁড়িয়ে আছি, জানি সে এই পথেই যাবে।' কাকে যেন খুঁজছেন কার সঙ্গে তাঁরও যেন দেখা করতে হবে। সেই কটিবাস, জীর্ণ শরীর, কোমরে ঝোলান ঘড়িটি মহাকালের পদশব্দ ধ্বনিত করে চলেছে।

আপন মনে বলে চলেছেন, আজ দুই যুগ পেরিয়ে মৃত ভূতের... জীবনে যে যন্ত্রণা পেয়েছি, সেই যন্ত্রণা আমার দৃষ্টিকে করেছে স্বচ্ছ, আমার জাগতিক আকর্ষণগুলি আজ লুপ্ত হয়ে যাওয়ায় উন্মুক্ত নীল আকাশতলে দাঁড়িয়ে স্বচ্ছ অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে নিজেকে দেখার সুযোগ পাচ্ছি। আজ দেখছি সেদিন আমি দেশকে ভালোবাসতাম সত্য, বৃহত্তর বিশ্বমানবতাকে ভালোবাসতাম এবং ভালোবাসতাম সত্য, অহিংসা ও আরো অনেক মহত্তর কিছু। কিন্তু সেই সব ভালোবাসার উপর ছিল আমার নিজের প্রতি নিজের ভালোবাসা। নিজের মহাত্মারূপে, নিজের নেতৃত্ব, নিজের জনপ্রিয়তা, এমন কি শত্রু ইংরেজের চোখেও আমার ভালোমানুষরূপে প্রতীয়মান হবার দুর্দমনীয় ইচ্ছা— এই সবই ছিল আমার ভালোবাসার মূল কথা। সেদিন সুভাষের কথায় অখুশী হতাম, হয়েছিলামও যখন সুভাষ লিখেছিল— "Mahatma has failed because, he had to play a dual role in one person— the role of the leader of an enslaved people and that of a world-teacher who has a new doctrine to preach. It is this duality which has made him— the best policemen of the Englishman according to Miss Wilkinson."

গত পঞ্চাশ বছর ধরে আমার অনুগামীরা সরবে রাজত্ব চালিয়েছে। একটি ভয়াবহ বীভৎস ব্যর্থতা আজ দেশময় ছেয়ে গেছে। এই যুগকে আমার অনুসারীরা 'গান্ধীযুগরূপে' পরিকীর্তিত করেছে। কিন্তু আজ আর আমাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে হবে না, আমার কোনও আদর্শ কোনও স্বপ্ন রক্ষিত হয়নি। বার বার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বারবার প্রাদেশিক হানাহানি ভাষার লড়াই, ধর্মের লড়াই, বর্ণের লড়াই ঘটেছে। আমার ঈপ্সিত লোকেরা প্রতিষ্ঠিত হয়নি, দরিদ্র মানুষের ক্লেশ ক্রমশ দুঃসহ হয়ে উঠেছে। আমি সম্বিৎ ফিরে পাচ্ছি সেই ১৯৪৭ এর পর থেকে। কিন্তু

তারপর সুভাষের বিরুদ্ধে যে মানুষটিকে আমি দাঁড় করিয়েছিলাম, জওহর— সে আমাকেও ছাড়িয়ে গেল। সেও ইতিহাসে নায়ক হতে চেয়েছিল, দেশে-বিদেশে আন্তর্জাতিক খ্যাতির লিপ্সায় কী অন্যায়টাই না সে করেছে! আজ আমি তাকে (সুভাষকে) সে সব কথাই বলবো। ওকে বলতেই হবে।

এলগিন রোডের চৌমাথায় পৌঁছে গেছি। তিনি আমায় একটা পরিচিত কক্ষে পৌঁছে দিতে বললেন। আপত্তি করতে পারলাম না, যদিও আমাকে যেতে হবে উল্টো পথে। অল্প সময়ের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম, সেই দুর্গ-সদৃশ নেতাজী-ভবনে। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলাম, সংগ্রহশালা ঘুরে সেই পরিচিত কক্ষে যাব। সংগ্রহশালার দ্বিতীয় কক্ষে আসতেই ১৯৩৮ সালের একটি ছবিতে দৃষ্টি আবদ্ধ হলো, সুন্দর হাসিমুখে মহাত্মার পাশে অমিতবীর্য সিংহ ঈষৎ ঘাড় হেলিয়ে মহাত্মার কথা শুনছেন। দৃষ্টি নিবদ্ধ সম্মুখে, এবং বহু দূরে মনে হয় সেই অন্তর্যামী দৃষ্টি আজও আমাদের দুজনকে ভেদ করে বহুদূরে প্রসারিত। ছবিতে সিংহগ্রীব যোদ্ধার বাঁ পাশ ঘেঁসে আছেন জহরলাল। বিমর্ষ, কোনও কিছুতেই মন সায় দিচ্ছে না একটি বিরক্তির ভাব। এই চেহারাটিই আমাদের সবার পরিচিত। বহু সভায়, বহু ঘটনায় এই বিরক্তির ছোপমাখা মুখটা দেখেছি— যে নেতার মুখ দর্শনে শক্তি সঞ্চারিত হয় না, প্রাণে আনন্দ জাগে না। মহাত্মা হঠাৎ বিস্ময়কর ভাবে তাঁর হাতে তৈরি করা তাঁরই অতি প্রিয় শিষ্যটির দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন। এমন সময় দ্বার-রক্ষক খবর দিল দরজা খোলা হয়েছে। বন্দীর ঘরে আমরা চলেছি, ধূলায় আকীর্ণ সেই শয্যা, আলনাভরা সেই পাঞ্জাবী, ধুতি, চাদর, তক্তপোষে বিছানাপাতা। বহুদিন বিছানায় মানুষটি শুয়ে আছেন। মনে হল ১৯৩৯-এর ত্রিপুরী কংগ্রেসের সেই দিনগুলি। অদৃশ্য যাদুকাঠির স্পর্শে মহাকাল স্তব্ধ হয়ে গেছেন। যোদ্ধা শয্যায় শায়িত, সারামুখে দাড়ি, মাতৃদেবীর করস্পর্শে সিংহগ্রীব যোদ্ধা নিশ্চিন্ত শান্ত। সতীশচন্দ্র সামনেই উপবিষ্ট। মহাত্মার মুখের প্রতি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম। তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত, ঝুঁকে পড়ে বহুবার রূঢ় আচরিত মুখটির প্রতি তাকালেন, মৃদু-মধুর কণ্ঠে বললেন, জানো আমি তোমায় বলতে এসেছি। তুমি কি আজও অসুস্থ। 'না, মাঁ, জগজ্জননী, রয়েছেন আমায় স্পর্শ করে, কে নেবে আমায়, কার সে ধৃষ্টতা রয়েছে। দেখছেন না 'মহাকাল' আমাতে স্তব্ধ। এই ঘরটিতে বহুবার প্রবেশ করেছি। বহু সময় এই ঘরে একটি অনুভবের তাড়নায় কাটিয়েছি আজ এক নতুন বিচিত্র অভিজ্ঞতায় তন্ময় হয়ে গেলাম। সেই তন্ময়ভাবে একটি কণ্ঠ রণিত হতে শুনলাম, সে কণ্ঠ পৌষের শীতের রাতে আরেকবার শুনেছিলাম। যে কণ্ঠ বহুসভায়, বহু ঘটনায় শুনেছি। কেউ দেখল না, কেউ জানল না। লোকচক্ষুর অগোচর এমন উপলব্ধি ভবিষ্যতের ইতিহাসে পাতায় আশ্রয় নেবে। দেখলাম শতবর্ষের অভিজ্ঞতালব্ধ, বেদনাসিক্ত প্রাণের সমর্পণ আর

শত শত অমানুষোচিত ঘটনায় আক্রান্ত, অপমানিত অবহেলিত যোদ্ধার মহানুভবতা। উন্মুক্ত বিশাল সে হৃদয়। কথাটা চলছিল জহরলাল সম্বন্ধে। জাতির জনক তাঁর এই শিষ্যটি সম্বন্ধে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, ঘৃণা প্রকাশ করছিলেন। আর যার পক্ষে সেই ঘৃণা আরও তীব্রতরভাবে প্রকাশ করা স্বাভাবিক ছিল, তিনি কী উদাসীন, কী ভীষণ দরদী, তিক্ত দুঃসহ স্মৃতিভার তাঁর মানবিকতায় কালিমা লেপন করতে পারেনি। জহরলাল নেই, তাই তাঁর প্রতি ক্ষোভ জানাতে আজ তার প্রাণে বাজে, চেতনার অতীত জগতে সে চলে গেছে দরদী মরমী মানুষটি তাই মহাত্মাকে বলছেন ঃ

Oh! Give him his due! Affection ... And. Don't feel miserly at that ... for affection was his.

Of course, I know— as others do— much of his drummed-up "Legend" shall not endure.

Honest historians and critics, judging in retrospect shall not give marks for "Achievements" in both Foreign and Domestic.

Still— Affection was his ...

May be you (Mahatmaji) very aptly and correctly said ; He is non-Indian ... with his head and heart in England and only his feet in India. He shall always plan grandiose, which shall always fail...

He shall always rave; spew and curse the English for hours and hours— But shall always act Just the opposite..... (May be M. Azad, and others partially opened the cupboard to expose the skeleton)....

May be, Oh— May be many "Things"— more—

Still affection was His (personal and in abundance)

But, Motherlaud— মম সর্বস্বধন ইষ্ট দেবী জননী জন্মভূমি— is supreme and above everything ..... She requires (Demands) total all pervading— All out sacrifice of ego— person— sentiment..... Ay there's the rub!

চেতনার সূক্ষ্মতম তন্ত্রীতে তীব্রতম আলোড়নে আমার চেতনা লুপ্ত হল! দ্বাররক্ষীর উদ্বেগকম্পিত কণ্ঠ আমায় চেতনাজগতে ফিরিয়ে আনল। চতুর্দিকে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেলাম না, দ্বাররক্ষীকে জিজ্ঞাসা করলাম ইতিহাস পুরুষ কোথায়, আমার কাল পুরুষ গেলেন কোথায়? বোবা দৃষ্টিতে দ্বাররক্ষী তাকিয়ে রইল আমার দিকে। বোঝাতে পারলাম না তাকে, কাউকেই বোঝাতে পারবো না। এই অনুভূতি, এই অব্যক্ত জগতের অভিব্যক্তি কাউকে ভাষায়, বাক্যে বোঝানো যায় না। নীরব, নির্জন, মুহূর্তে দুটি মনের বিস্ময়কর যোগাযোগ, এক দিব্য উপলব্ধি। পথে নেমে এলাম। শরতের নীল আকাশ, ফর্সা রোদ। খেয়াল হল অনেক বেলা হয়ে গেছে, যেখানে যেতে চেয়েছিলাম ভোরে, সেখানে এখনও যাওয়া হয়নি। দ্রুত পায়ে ক্লান্ত

শরীর টেনে নিয়ে চললাম। পথে অনেক ভীড়, অনেক লোকজন, জন্মজয়ন্তী পালন হচ্ছে। কানে এলো 'বিপ্লবী' 'দেশনেত্রী' দুটি সম্মানার্থক সম্বোধন সম্বন্ধে কোনও বক্তার ব্যাখ্যা। শুনলাম 'আমার যে সব দিতে হবে, সে তো আমি জানি', প্রশ্ন জাগলো কে এই সব উজার করে দেওয়া দেশকন্যা, দেশনেত্রী। উঁকি দিয়ে দেখি শ্বেতপদ্মশোভিত রূপোজ্জ্বল গোলাপ। আর সেই রক্তগোলাপ, রক্তস্রোত ছড়িয়ে দিচ্ছে অগণিত ভক্তদের প্রাণে।

নীরবে চলে এলাম অন্যত্র একটি নির্জন কক্ষে পুষ্প ধূপ গন্ধে চতুর্দিকে আমোদিত। চিকিৎসাশাস্ত্রের বিস্ময়, সাধারণ মানুষের পক্ষে দুর্বোধ্য এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা। তবুও তা দিবালোকের ন্যায় সত্য। 'পরাণের সাথে খেলিব আজিকে মরণ খেলা'— এই প্রতিজ্ঞায় অনড় দেশনেত্রী। ঈশ্বরের বোধ হয় ক্ষমতা নেই ছিনিয়ে নিয়ে যান অতন্দ্র প্রহরীর দৃষ্টির সম্মুখ থেকে। একটি ছোট্ট কক্ষে বন্দী চির-আনন্দময়ী, অফুরাণ প্রাণময়ী ভারতকন্যা! সকল বেগ, আবেগ স্তব্ধ করে শান্ত, বিশ্রাম-নিদ্রায় নিদ্রিত— ভারতপথিক প্রহরারত। লাঞ্ছিত অবহেলিত দেশের মাটির ক্রন্দন আজ ভারতকন্যাকে বিচলিত করে না। উন্মীলিত নেত্রে ভারতকন্যা তাকিয়ে আছেন। দুই যুগ পূর্বের ঘটনারাজি, বহু পরিচিত মুখছবি ভেসে উঠলো স্মৃতির অতল গহ্বরে।

মাথা উঁচু করে তাকাতেই আরেক স্থির দৃষ্টির মুখোমুখি হলাম। প্রহরী নিদ্রাহীন! স্মিত হেসে বললেন, সবই তো ছিল তবুও এত হাতড়ে বেড়াচ্ছ কেন? তোমরা ভুলে গেছ তোমাদের পূর্বসূরীদের, এক মরণজয়ী বিপ্লবী চিন্তাবিদকে দেশ জানলো না। এই ঋণ একদিন দেশবাসী কৃতজ্ঞচিত্তে পরিশোধ করবে। মহাকাল অতল গহ্বরে আমাকে নিয়ে চললেন, আমি তলিয়ে যেতে লাগলাম।

চারণিক

জয়শ্রী, আশ্বিন, ১৩৭৬ (১৯৭০)

নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উর্ধ্বং ন সংশয়ঃ'

মহাকাল

With them the seed of wisdom did I sow,
And with my own hand laboured it to grow :
And this was all the harvest that I reaped :
"I came like water, and like wind I go."

And that inverted Bowl we call the sky,
Whereunder crawling Coop't we live and die,
Lift not thy hands to it for help— for it
Rolls impotently on— as thou or I,

The ball no. question makes of Ayes and Noes,
But right or left as strikes the player— 'goes;
And He that tossed Thee (LEE)down in to the field.
He knows about it all— He knows, He knows!
With Earth's First-clay they did the last man's knead.

And then of the last harvest sow'd the seed :
'Yea! The first morning of creation wrote
What the last dawn of reckoning shall read.

Charan!

I bow my humble head in humility and surrender to the Supreme Will of Mother Durgakali, She-Lee is not gone.

She lives in sublime peace and happiness in Makali
And her places, Mukul, Khoka, Tosh
Please for bear solacing
This poor grateful Beggar." (12.6.1970)

বজ্রবাণী

Men are born equal— একেবারেই ভুল কথা। Men are not born equal. Science পর্যন্ত একথা প্রমাণিত করেছে, merit-এর প্রাধান্য স্বীকার করতেই হবে। কোনো weightage নয়, scheduled caste বলে চাকুরী দিতে হবে, সে সব আর নয়। Democracy: নিজেদের ঠাঁট বজায় রাখবার জন্য এ-সব ব্যবস্থা। Secularism? জহরলালের master-রা এই বুলি শিখিয়ে গেছে। Secular বললে তো বলতে হয় ধর্মবিরোধী। জহরলালকে চেপে ধরেছিল নানা দিক থেকে, তবে কি ধর্মবিরোধীতারই নাম Secularism? সব রাষ্ট্রের একটা State Religion আছে, যারা Democracy-র কথা শিখিয়েছে তোমাদের, Mother of Parliament যাদের, তাদের তো Democracy-র পাশাপাশি State Religion, Christianity বলতে বাধেনি। State Policy তাদের Christianity নয়। তবে জহরলালের বাধলো কেন State

Religion, 'Hiudnism' বলতে এবং State Policy 'Rule of Law' বলতে? সবাই assured হতে, non-Hindu-দের ওপর Hindu ধর্ম চাপানো হবে না, Theocratic State নয় এবং Hindu ধর্মের অনুশাসন দ্বারা State Policy'ও guided হবে না। জহরলাল বেগতিক দেখে রাধাকৃষ্ণণ, এদের দিয়ে ব্যাখ্যা করালো Secularism মানে anti-religion নয়, ধর্মনিরপেক্ষতা। তোতাপাখীর মত এসব বুলি শিখেছ তোমরা। আসলে ইংরেজরা যা শিখিয়ে দিয়েছে জহরলাল তাই বলেছে। ইংরেজরা বুঝেছে আজ যদি Secularism না বলানো যায়, তা হলে divide and rule বজায় রাখা যাবে না এবং যদি ওদের দেখাদেখি State Religion, Hinduism বলে ফেলে তাহলে ভীষণ বিপদ... ঈশাহিদের সমূহ বিপদ।

ঈশাহিদের অবশ্য আর একদিকে থেকেও বিপদ এসেছে। জন্মান্তর, science-ও পরীক্ষিত সত্য বলে স্বীকার করেছে। ইংলণ্ডে তিনটি official Society আছে, Spirit নিয়ে চর্চা করবার। এছাড়া অগুণ্তি non-official Society আছে। Spirit কে ডাকা হয়, Spirit এর ছবি তোলা হয়। পূর্বজন্মের কথা স্মরণ আছে এমন লোকদের interview করা হয়, অনুসন্ধান করা হয়। Scientifically প্রমাণিত হলেও ওদের পক্ষে স্বীকার করা বিপদ, Church কখনই স্বীকার করতে পারবে না। তাহলে সমস্ত Christendom topple করবে।

Courage of conviction থাকা চাই। তাহলে ওরা ভয়ও পাবে শ্রদ্ধাও করবে। Jomo Kenyatta কিছু দিন আগে একটা বই লিখেছিল। African, বিশেষ করে ওর দেশের manners, customs ইত্যাদিকে প্রবলভাবে Justify করে। ওতো বিলেতে পড়াশুনা করেছে। সে-সময় African-দের নিয়ে হাসি-তামাসা শুনতে শুনতে ওর কান ঝালাপালা হয়ে গিয়েছিল। আফ্রিকানরা অসভ্য, মেয়েরা প্রায়-নগ্ন থাকে, চুল কামায়, ছেলেদের চুলগুলি খাড়া, খাড়া, দাঁতগুলো উঁচু, মিশকালো ইত্যাদি। Kenyatta অবশ্যি দুই বিয়ে করেছে, বিলেতে থাকতে একজন মহিলা, দেশে গিয়ে আবার একজন আফ্রিকান মহিলাকে। Kenyatta-কে ইংরাজরা দীর্ঘকাল জেলে রেখে অত্যাচার করেছে। কিন্তু Kenyatta-কে দমাতে পারে নাই। সে ওদের দেশের manners এবং customs প্রতিটিকে দেখিয়েছে sociologically, geographically, climatically কতটা উপযোগী, মায় মেয়েদের প্রায়-নগ্ন থাকাটাকেও। তার জন্য Kenyatta লজ্জাবোধ করেনি। Kenyatta-র এই বইয়ের সমালোচনায় কেউ কোনো বিরূপ কথা লেখে নাই। বরং Kenyatta-র বিশ্লেষণকে সমর্থন করেছে। Kenyatta-রও সম্মান বেড়ে গেছে ওদের চোখে।

India-র সব চাইতে বড় casualty হোলো আনন্দ, কারো মুখে আনন্দ নেই, খুব গম্ভীর, somber। Leader-রা সারা দিনরাত radioতে কতকগুলি sermon দিচ্ছে।

Radio-তে একটা প্রাণবন্ত Programme নেই ; সব insipid. আর Leader-রা যার যার গলা শুনতে ব্যস্ত, craze অন্ধ অনুকরণের। যখন ওদেশে কিছু একটা discard করতে আরম্ভ করে তখন সেটার craze হয় আমাদের দেশে। T. V. সম্বন্ধে যখন ওদের দেশে নানা প্রশ্ন উঠেছে, research হচ্ছে, আমাদের দেশে T. V. craze শুরু হল। টাকা নেই, ইন্দিরা গান্ধী ১০০ কোটি টাকা sanction করিয়ে নিল। এসব নিয়ে কেউ কিছু বলেও না। চোখের অসুখ, nerve-এর অসুখ, concentration নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। T. V. disease বলে এক ধরনের অসুখ দেখা দিয়েছে। অবশ্য T. V. Education-এর best media. সেই educational programme যদি T. V. র সাহায্যে চালু করতো, তবুও বুঝতাম।

কত আর বিলেত, Amercian ও France-এর অন্ধ অনুকরণ করবে তোমরা। জানো ওদেশের অনুকরণে দিল্লীতে Call Girl প্রথা চালু হয়েছে। Prostitution ছাড়া কিছু নয়। বিলিতি অনুকরণ, বিলিতি শিক্ষা আমাদের সর্বনাশ করেছে। Every man is born equal, Demo-cracy! সমাজে ওরা সব oppressed, এই সব শিখিয়ে আমাদের whole society-কে undermine করা হয়েছে। আমাদের বলা হয় নোংরা। Sanitation জানি না। আমাদের দেশে ছোট ছোট মেয়ে মা হয়, আমরা লেখা-পড়া জানি না ইত্যাদি। আমি Challenge দিয়ে বলতে পারি এ সবগুলিই মিথ্যা। আমাদের দেশে ছোট ছোট মেয়েরা মা হয়। আর ওদের দেশে ১১ বছরের মেয়েরা মা হয়েছে, ৮ বছরের মেয়েরাও হয়েছে, it is on record! আমরা নোংরা। ওদের দেশে great mass of unwashed are on move। এদের সংখ্যা ১০ মিলিয়ন হবে। Dustbin থেকে, রাস্তা থেকে, Backyard থেকে নোংরা খুঁটে খুঁটে খাবার খায় এরা। এদের কোন স্থায়ী বাসস্থান নেই, Current-এ move করছে। জামা-কাপড় নেই, Sanitation-এর ওরা বড়াই করে, আমি নিয়ে দেখাতে পারি বড় রাস্তা ছাড়া ভিতরকার রাস্তা-ঘাট কিরকম অপরিষ্কার, ময়লা, নর্দমার ওপর ন্যাকড়া, কাগজের টুকরো পড়ে আছে।

Morality! ওদের Health Report দেখে নাও— সিফিলিস, গণোরিয়ায় ছেয়ে গেছে— ১৮ বছরের ছেলেরাও তার victim। ওদের মস্ত বড় headache এই moral health, তারপর unmarried mothers রা by law protection পায়, hospital-এ bed পাবে ; সকলে ছুটি পাবে, তাদের নাম কেউ জানবে না। কি বলছ? এরই নাম morality?

ওদের public স্কুলে শেখায় নিজেদের দেশের সবই ভাল, আর আমাদের Public school-এ ওদের অনুকরণ করে।

আমি বলছি এই অন্ধ অনুকরণ— এটা একটা abysmal short-sightedness।

U.K.-ই তার কারণ। এমন attitude হওয়া উচিত, নিজের দেশ সম্বন্ধে বলতে হবে আমার দেশের বিষ্ঠাও অন্য দেশের চাইতে ভাল। এই অন্ধ অনুকরণের attitude thoroughly বদলাতে হবে।

নিয়ে যেতে পারবো না, না হলে দেখাতাম France এবং Russia-র upper society-তে কি রকম ইন্দ্রিয় লালসা চলছে। তবে ওদের চোখ খুলছে। আগামী ১৫/২০ বছরের মধ্যে আমাদের শাস্ত্রের মুখ্য মুখ্য জিনিসগুলি ওরা গ্রহণ করবে।

মহাকাল

জয়শ্রী, বৈশাখ, ১৩৭৭ (১৯৭০)

ভূতলোকে মহাকাল-দর্শন

১২ই জুন রৌদ্র-দগ্ধ দুপুরে এলগিন রোড থেকে একটি শান্ত শোকস্তব্ধ শবযাত্রা চলেছে। শ্বেতপুষ্প শোভিত শবাধারে সৌম্য শান্ত এক মহীয়সী নারী-মূর্তি। আর অগ্রপশ্চাতে দীর্ঘ শোকযাত্রা, অনুগামী, অনুসারী, ভক্তের দল। মাঝে মাঝে গভীর, দৃঢ়, উদাত্ত, 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উচ্চকিত করে তুলছে পথ প্রবাসীকে। এ কা'র শব— জিজ্ঞাসা করে জানলাম দেশকন্যা বিপ্লবী নেত্রী লীলা রায় চলেছেন। পিচ-ঢালা উত্তপ্ত পথ বেয়ে অন্য সকল আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার সহযাত্রী হয়েছিলাম। এক অপূর্বতীর্থে সেদিন মিলিত হয়েছিলাম, ১৮ বৎসর পূর্বে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্বাপিত হয়েছিল, যে ধূলায় তাঁর বিপ্লবী জীবন ভস্মীভূত হয়েছিল, সেই অনিল রায়ের চিতাস্থানে আমরা আরেক বিপ্লবী সত্তার ভস্মীকরণ প্রত্যক্ষ করলাম। সজল নয়নে সেই বিচিত্র ঘৃত-চন্দন-কাষ্ঠ গন্ধে একটি ভিন্ন জগতের অনুভূতি জেগেছিল। অনুভব করেছিলাম অতিপরিচিত কারা যেন আনন্দ-উচ্ছল নেত্রে সেই শবটিকে ঘিরে রয়েছে। কিন্তু সেই উপস্থিতি ছিল অশরীরী, পথক্লান্তিতে ঝিমিয়ে পড়েছিলাম চিতারই নিকটবর্তী একটি স্মৃতিবেদীর পাশে। আর সেই সময় অনুভব করলাম চারিদিকে অশরীরী আনাগোনা। কাউকে চিনতে পারছিলাম, কাউকে হয়তো ঠিক স্মরণ করতে পারছিলাম না। মনে হল ক্ষুদিরাম এসেছেন, এসেছেন কানাইলাল, সত্যেন, প্রফুল্ল, বাঘাযতীন, যতীন দাস, সূর্য সেন, প্রীতিলতা, বিনয়-বাদল-দীনেশ, দেশবন্ধু, দেশপ্রিয়, শ্যামাপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, অনিল রায়, ইন্দুমতী সিংহ ও অনিল দাস। সবাই আনন্দে উৎফুল্ল। ইন্দুমতী সিংহ তাঁর সেই দৃপ্ত ভঙ্গিমায় এগিয়ে এসে হাত ধরলেন, এসেছেন জীবন সাথীকে নিয়ে যেতে। অনিল রায়ের সেই স্নিগ্ধ স্নেহমাধুর্যঝরা হাসি, শুনতে পেলাম, অনুচ্চ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করছেন, "পথে কোনও কষ্ট হয়নি তো, তোমার", আর তাঁর

একান্ত ভক্ত অনিল দাস, কতকাল পরে দিদিকে পেয়ে কি খুশীটাই না হয়েছেন কত কথা-ই যে আজ বলার রয়েছে।

আরেকজনকেও দেখেছিলাম, সবার পরিচিত অতি নিকটের মানুষটি এদের থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়েছিলেন, যেন একটি পৃথক সত্তা। খুবই করুণ বিষাদঘন সে মুখচ্ছবি। অন্যরা সবাই যখন বিপ্লবী নেত্রীকে নিয়ে ব্যস্ত সে সময় তিনি নিরীক্ষণ করলেন এই মরজগতের আমাদের সবাইকে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রতিটি মানুষের মুখের অভিব্যক্তি দেখছেন এবং সেই অনুযায়ী তাঁর মুখেও প্রতিক্রিয়া কিছুটা দেখতে পেলাম।

চিতা নির্বাপিত হল, সবাই গঙ্গাজলে চিতার আগুন নিবিয়ে দিলাম। তারপর শোকক্লান্ত শরীর টেনে নিজ-নিজ ঘরে সবাই ফিরলাম, শূন্য রিক্ততায় বহু অনুগামী মূক হয়ে রইল।

৯ই আগষ্ট সকালে আকাশবাণীতে আরেকটি ঘোষণা শুনতে পেলাম রাজধানী দিল্লীতে সর্বত্যাগী বিপ্লবী সন্ন্যাসী মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী লোকান্তরিত হয়েছেন। সত্যই তিনি মহারাজ, রাজাধিরাজ, যে জন্য রাজকীয় মর্যাদায় যথাস্থানে তাঁর পুণ্যাত্মা অন্তিমলোকে গমন করলো। দমদমে বিরাট জনস্রোতে বহু পুরণো বিপ্লবীর বিমান ঘাটিতে সমাগম হয়েছে। হঠাৎ তীব্র কণ্ঠে হতবাক হয়ে পড়লাম, দুটি ভিন্ন জাতের ধ্বনি, কারা যেন লাল পতাকা নিয়ে ছুটে আসছে। শুরু হয়ে গেল দুটি দলের ঠোকাঠুকি। একদল বলছে 'ত্রৈলোক্য মহারাজ লাল সেলাম', আরেক দল বলছে 'বন্দেমাতরম্'। ১০ই আগস্ট দেশপ্রিয় পার্ক থেকে কেওড়াতলা শ্মশান পর্যন্ত সেই একই নৃত্য। সর্বত্যাগী অশীতিপর সন্ন্যাসী বিপ্লবী দীর্ঘ চল্লিশ বছরের কারাজীবনের ইতিহাস নিয়ে অন্তিম লোকে শয়ান আর তাঁরই মরদেহ ঘিরে চলেছে বিচিত্র নৃত্য। একদল বলছে 'লাল সেলাম', অন্যদল 'বন্দেমাতরম্'। দুই পক্ষই গায়ের জোরে, গলার জোরে তাদের মত প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। মাঝখানে সেই মহান ইতিহাসপুরুষ বিষণ্ণ নেত্রে হাসছেন। তাঁর এই মরদেহ ছেড়ে অন্তিম আনন্দলোকে যাত্রা সুরু হয়ে গেছে। ১২ই জুনের মত আজো পরপারের ব্যক্তিরা এসে ঘিরে ধরলেন। মহারাজ কেমন সাবলীল ভঙ্গীতে ওদের সঙ্গে হেঁটে চলেছেন। আমিও বিষণ্ণমনে দাঁড়িয়েছিলাম। এই কি সেই বাংলা, যে বাংলার জন্য চল্লিশটি বছর মহারাজ কারা ভোগ করেছেন। এরা কি সেই বাংলার ছেলে যাদের জন্য তিনি পদ্মাপার থেকে ছুটে এসেছেন। হায় স্বার্থলোলুপ পররাজ্য নির্ভরশীল রাজনৈতিক পাপচক্র, আজ বাংলা ও বাঙ্গালীকে কোথায় নিয়ে ফেলেছে। চন্দন কাঠের চিতায় শবদেহ স্থাপন করা হল, ঘৃত সহযোগে অগ্নিসংযোগ হল। আমি দূরে বসে ১২ই জুনের কথা ভাবছিলাম। আজ যাঁরা নিতে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে দেশনেত্রী লীলা রায়ও ছিলেন। বিচিত্র এ জগৎ! ২৮শে জুন মহারাজ দেশকন্যার স্মৃতিসভায় মালা অর্পণ করলেন, ভাষণ দিলেন ; আজ তাঁকেই

নিজে নিতে এসেছেন দেশকন্যা। আগুনের লেলিহান জিহ্বা, চন্দন ঘৃতের গন্ধে সমস্ত প্রাঙ্গণটিতে এক বিচিত্র পরিবেশ রচনা করেছে। আমি একা চিত্তরঞ্জনের স্মৃতি মন্দিরে বসে আছি কোথাও কোথাও দু একটি জটলা রয়েছে। মনে হল কে যেন পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, তাকিয়ে ঠিক চিনতে পারলাম সেদিনের সেই বিষণ্ণ যন্ত্রণাকাতর মুখ। মহাকালের রূপ নিয়ে এক দীর্ঘদেহী পুরুষ। কী অপূর্ব সে সৌন্দর্য, গৈরিক বসন, সমস্ত দেহ থেকে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। মহাকাল যেন সীমিত কায়া গ্রহণ করেছেন। এ কা'র কায়া? ভারত পথিকের?

জিজ্ঞাসা করলাম কেন এমন হচ্ছে, গতকাল যার জন্য সমস্ত দেশ কেঁদেছে আজ তারি শবের চারিদিকে নিজেদের রাজনৈতিক হানাহানিতে এরা মেতেছে। মানুষ এত স্বার্থপর কেন? তিনি বল্লেন, সেজন্যই আমরা কদাচিৎ অনন্তের অন্তরাল থেকে বাইরে এসে কায়া গ্রহণ করি। আমরা এসব দেখলে বড় বেদনা, বড় যন্ত্রণা অনুভব করি এই মর্মান্তিক দৃশ্য আমাকে চঞ্চল করে তোলে, দীর্ঘশ্বাস ফেলি। আর এই দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ঐ নরদেহটির কি মূল্য, কি অবমাননা। এই বলে অনন্তের অভিসারী মহাকাল আমায় যে ভূততত্ত্ব পরিবেশন করেছিলেন আজ সেটাই হুবহু পাঠক মহলে পরিবেশন করছি। একটি ভূতের স্ব-মুখে শ্রুত যন্ত্রণা-বেদনার ইতিহাস আমার মতই আরো অনেক পাগল অনুভব করবে সে বিশ্বাস আমি রাখি। এ কোনো তত্ত্ব কথা নয়, এ মহাকালের হৃদয়ের তীব্র হলাহল।

"প্রশ্ন তুলেছ, আমি কী?
জানো বা আমি হচ্ছি "ভূত",
একটা মস্ত ভূত...

ভূতেরা শ্মশানে-গোরস্থানে-মশানে 'হা-হা-হিঃ-হিঃ' করে হাঁসে নাঁচে কাঁদে— গায়...। কিন্তু, ভূতদের হাসা-নাচা-কাঁদা— গাওয়ার আসল সত্যটিই— জানে না— বোঝে না কেউ (তুমিও)। সবাই মনে করে, ভূতেরা ওরকম করে মানুষদের ভয় দেখাবার জন্যে। চারণ। এটাই মস্ত ভুল (আমি বলবো "অবিচার") মানুষের। ভূতেরা মানুষকে ভয় দেখাবার জন্যে অমন করে না।

ভূতেরা শ্মশানে, গোরস্থানে, মশানে অমন করে হাঁসে, নাচে, কাঁদে, গায়, 'নিজেদেরই' শবের (মৃতদেহের) ওপর, নিজেদেরই চিতার ওপর। নিজেদেরই গোরের ওপর, নিজেদেরই মরে যাওয়া জীবনের ওপর... নিজেদের বিগতকাল (গতকাল) ওর ওপর নাচে (অথবা কাঁদে) কাল-এর নিয়ন্ত্রিণী হচ্ছেন 'মাকালী, তাই-ই ভূতেরা 'মাকালীর।

চারণ! ভূতেদের প্রাণের ব্যথা, তাদের রোদন-ক্রন্দন তাদের মনের মূক হাহাকার মানুষেরা জানে না— বোঝে না— শোনে না...

নিজেদের অতি সংকীর্ণ গন্ডীর মধ্যে মানুষ নিজেকে রাখতে চায়। সেই গন্ডীর বাইরে কোনো আওয়াজেই, মানুষ চমকে ওঠে, নিজের গন্ডীর দরজা ঝট্ করে বন্ধ করে দেয়। গন্ডীর বাইরেটা "ও চীৎকার ক্যানো" দেখতে চায়— না, জানতে চায়— না, বুঝতে চায় না, ভূত (ভূতেরা) হৃদয়-চিরে-অতি-দীর্ঘশ্বাস— ফেলে, ফিরে যায় 'মাকালীর কোলে ঃ নিজের চিতার স্থানে গোরে... অনাদৃত হয়ে।

(অগ্নি গিরির-অগ্নি যেদিন চিরস্তব্ধ হয়ে যাবে, তখন যদি পারো, তবে এ মর্মকথা, একবার, শুধু একবারই মনে করো!)

হায়! ফিরে— যাবার— সময় ভূত (এরা) দেখা যায় ; যে দেশ-সমাজ-গৃহ, সে ছেড়ে গেছে— অন্যদের জিম্মায়, নিজের-আপন-জন ভেবে, (তারাই সেই— দেশ-সমাজ-গৃহকে) নিজের নিজের বাসনা অনুসারে সে গৃহ সাজাচ্ছে, কামনার অনুলেপন লাগাচ্ছে, স্বার্থের উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘিরছে.. ফিরে যায় ভূত। Four Dimensional দৃষ্টি দিয়ে, ভূত দেখে— বোঝে— শোনে— জানে ঃ গৃহের নব অধিকারীরা ভাবছে "অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করে, তার ঘর-দোর-সম্পদ-বৈভব-নাম-পরম্পরা আমরা ভোগ-দখল-উপভোগ করছি, সে যেন ফিরে না আসে! ফিরে এসে নিজের বাড়ি-ঘর চেয়ে না বসে আমাদের-ই পাওয়া জিনিস ছিনিয়ে না নেয়! অধিকারের দাবী না ক'রে বসে। তার (ভূতের) এরকম করতে পারার সমস্ত উপায় সব রকমেই বন্ধ করতেই হবে ; অসম্ভব করে দিতেই হবে, তাকে নিজেকে প্রমাণিত করার কোনো উপায়ই রাখলে চলবে না... এমন মোক্ষম উপায়-রচনা কর— যাতে সে 'এসব আমার' এ-কথা বলতে না পারে।"

ভূত হয়তো (।) হাসে (?)"
... "বিষ্ঠাবৎ" যে জিনিস ফেলে চলে গেছে, সে,
তা-ই-ই আবার।।

ফিরে যায় ভূত ঃ একটি চীৎকার করে, অট্টহাসি হেসে ঃ নব অধিকারীদের এই সব ভাবনা-বিচার প্রয়াস দেখে। (ও কি, চীৎকার-অট্টহাসি? অথবা মহাশূন্যতার দীর্ঘ বুক-চেরা কিছু?। কে জানে কে বলবে?। জানে কি কে-ও?।)

ফিরে যায় ভূত গভীর গহনে ; 'মাকালীর কাছে ; শিক্ষা নেয়, অট্টহাস্য করে— "একটা সময়ের জন্যে" সে অপেক্ষা করে— সেদিনের জন্যে ; যেদিন ঐ নব অধিকারীরা তাদের "আজ" কে "বিগতকাল" ক'রে, ওই ভূতেরই সামনে পৌঁছুবে, তখন সে প্রাণ খুলে অট্টহাসি হাসবে ঃ সেদিনের অপেক্ষা করে।

তাই ভূত হাসে। এটুকুও কেড়ে নিতে চাও চারণ? এত নিষ্ঠুর হয়ো না।

জীবনে, পাবার জন্যে, কখনও কিছু চাই-নি... চাইব না— কে আছে আমার। কা'র কাছে হাত পাতব আমি। ভূতের এরকম ভ্রম হয় না... আমার বুকের পরতে

পরতে কি যে চিহ্নগুলো চিরঅঙ্কিত আছে, তা কেউ দেখবে না— বুঝবে না। আমি চাইও না— কা-ও-কে বোঝাতে— দেখাতে ; হিসেব-নিকেশ শেষ হয়ে গেছে, কারো আমার সঙ্গে আসা না-আসার, চলা-না-চলার, আমার— একলারই বুকে বইব চির-বিপ্লবের শাশ্বত পতাকা... মৃত্যুর উদ্দেশ্য, মরে যাওয়া কি? আমি তা মানি না।

আমি বাঙ্গালী, চির— চিরকালের বাঙ্গালী আমার বুকে হয়তো বলবে, এতো chauvinism, হোক ; তবু আমি বাঙ্গালী ; বীজই যদি না রইল, বৃক্ষ-পত্র-পুষ্প ফল-সমন্বিত কোথা থেকে হবে? বাংলার অবারিত শ্যামল মাঠ, বাঙ্গলার ঋতু, বাঙ্গলার-পল্লী-শ্রী, তুলসী মঞ্চ। কোথায়, আর কোথায়। আমি বাঙ্গালী ঃ তন্ত্র ও বেদের সমন্বিত মূর্ত-রূপ-আমি, এমন অদ্ভুত-সমন্বয় আর কোনো জাতির মধ্যে নেই... পূজো শেষে বিসর্জনের— আনন্দে বাঙ্গালীর মতো মাতোয়ারা আর কোনও জাতি হোতে পারে কি? বাঙ্গালী— বিপ্লবী... মাতৃসাধক, শক্তিসাধক... বাঙ্গালীর বিপ্লব শুধু "আদর্শ" নয়, লক্ষ্য ঃ বিপ্লব— স্ব-য়ং-সিদ্ধ বস্তু... বিপ্লব আসে নিজেরই প্রয়োজনে, কারো চাওয়া না-চাওয়ার অপেক্ষা রাখে না, "চিরন্তন বিপ্লব" জরা-বার্ধক্যহীন, অমর। হয়তো রূপ পরিবর্তন হয় জানো মাত্র। এই এশিয়াতে-ও তাই হবে। অনাগত, আগত-প্রায় বিপ্লব শক্তি-সংগ্রহ করে চলেছে (কোন Particular persons, groups or combination চা'ক আর না'চাক সে আসবেই, আসবে)। এক হাতে তার ধ্বংস ঃ অন্য হাতে নবসৃষ্টি, "এক হাতে ঁমার বর-অভয়, অন্যদিকে 'মুণ্ড'-অসি', ললাটে ঁমায়ের পূর্ণিমার চাঁদ, কেশে কৃষ্ণ চতুর্দশী" সেই আমার— আমার ঁমা জননী ঃ আমার বঙ্গভূমি, আমার একমাত্র সর্বস্ব চির-আরাধিত ঁমা আমার। জীবন-সঙ্গীদের অনেকেই পেছনে পড়ে থেকে-যায়, ভূতের কে আছে, আর, দাঁড়াবার জন্যে, পাশে? কেউই নেই। চলতে হবে একলা, সঙ্গীহীন...

তবু চলতেই হবে। চরমপন্থীর, পরিশ্রান্তির অবসর থাকে না... থাকে না অবকাশ "অন্নময় কোষের" দিকে তাকাবার... মত আর পথের বিচারের গোলক-ধাঁধায় বাঙ্গালীর দিন কাটে না, এ পূজোয় সব দিতে হবে, সর্বস্ব দিতে হবে যে। আমার মা-জননী সর্বব্যাপিকা— বঙ্গ ঁমা জননীর কোলেই" এক-হয়েছেন সেখানেই আমার ঁমা জননী তাকিয়ে আছেন, অনাগত ভবিষ্যের "নাম-না-জানা ভবিষ্যের" দিকে... বাঙ্গলা বোঝে নাই...

ভূত— শূন্য।

"শূন্যের-বুকেই, ফুটে-উঠে, "পূর্ণতা",

ধ্বংসের দেবতা আমি, কখনো হতে চাই না। কিন্তু, কিন্তু যদি ঁমা জননী— আমায় বলেন— 'ম্যয়" ভূখা হুঁ' তবে-তবে-তবে যা হবে, যে মহাদ্বাদশ-সূর্যের বজ্র সংঘাত পড়বে, তার প্রস্তুতিও আছে... হাত, আমার, গোটানো কখনো ছিল না, নেইও,

থাকবে না। স্বর্গের দেবতাদের যদি, আমি নড়াতে না পারি। তবে তবে By my life, I will raise Hell !!

তারপর, তারপর, যখন 'এ আগুন' চিরকালের জন্যে স্তব্ধ হয়ে যাবে, চারণ। সেদিন তুমি জানবে অগ্নি-বীণা আর বাজবে না। সেদিন— সেদিন— বাঙ্গলার কোনো রাস্তার ওপর, চলার পথের মাটির ওপর, এই কথা ক'টা লিখে দিও : "এ মাটিতে মিলিয়ে আছে, এক সর্বরিক্ত দুরন্ত গোঁয়ার— মাতৃ-সন্তান, যে নিজের সর্বস্বত্ব নিংড়ে রক্ত অশ্রুধারা দিয়ে ঁমায়ের আগমনীর— পথ সিক্ত সিঞ্চিত-করে দিয়েছে : বৈদুর্য-মুকুট-ধারিণী— ঁমা জননী— বরাভয় করার— চিরপ্রতিষ্ঠার জন্যে..."

এই-ই আমার প্রথম জন্ম : এবং এই-ই আমার শেষ জন্ম, আর আসবো না।

মা কি চান?

ঁশ্রীশ্রীমায়ের অপার কৃপা-প্রাপ্ত সন্তান তুমি, তোমার মুখে এরকম সংশয়-বিকার শোভা পায় না—

আর একটা দিনের কথা মনে করে দেখ : দেবতাদেরও শ্রদ্ধার পাত্র মহারাজ নল-এর শাসনে এক অতি অদ্ভুত ঝগড়ার বিচার-ভার পড়লো নিরপেক্ষ বিচার হ'ল, হেরে যাওয়া পক্ষ প্রতিশোধের— challenge দিয়ে রাগে আগুন— হয়ে চলে গেলেন... বিজয়িনী ঁমা বল্লেন 'চিন্তা করো না। আমি তোমার সঙ্গে— থাকবই— অবশেষে তোমাকে পারে টেনে তুলবই'... "সর্বস্ব গ্যালো, বনে দাবানল লাগল—" বাঁচাও রক্ষা কর ; আর্তনাদ শুনে— আগুনের ঘেরার মধ্যে— ঢুকে কর্কটক-কে—বাঁচিয়ে বের করে আনলেন, কোলে করে...প্রাণে রক্ষা পেয়ে কর্কটক তাঁকে দংশন করলো। মহাতীব্র বিষের জ্বালায় ছটফট করতে করতে মহারাজা বল্লেন, "এত-কৃতঘ্ন— বিশ্বাসঘাতী তুমি যে, প্রাণরক্ষাকারীকেই দংশন করলে?।। দাঁড়াও-ও আমি মরবার আগে, তোমাকেও সাজা দিয়ে নিই"— বল্লে কর্কটক : 'হে আমার নিশ্চিত অগ্নিমৃত্যু থেকে প্রাণ-রক্ষাকারী মহারাজ নল। আমি কৃতঘ্ন নই, হতে পারিনে... আমি ত্রিকালদর্শী— কর্কটক— আপনি জানেন আমার দংশন বিষমৃত্যু থেকে স্বর্গবিজয়— অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ও বাঁচাতে পারে না... কিন্তু আপনি মরেননি আপনার সব গেছে, সর্বনাশ হয়ে গ্যাছে, তবুও, আপনাকে দেখা মাত্রই (তথা আপনার চাল-চলন ব্যবহার দ্যাখা মাত্রই) সবাই আপনাকে চিনে ফেলছে যে। আপনি আর কেউ নন স্ব-অঙ্গ দেববন্দিত মহারাজা নল... এটি আপনার বর্তমান সময়ে, অত্যন্ত ঘাতক বিঘ্ন, তাই-ই আমি আমার প্রাণ-রক্ষাকারীর উপকার করবার জন্যে দংশন করেছি। মহারাজ। জলে আপনার প্রতিবিম্ব দেখুন... আপনি আমার দংশন-বিষে অত্যন্ত কদর্য কুরূপ বিকলাঙ্গ— কুব্জ হয়ে গেছেন... এখন থেকে আপনি নির্ভয় হয়ে বিচরণ করুন, কারো সাধ্য নেই যে আপনাকে চিনে ফ্যালে— আপনি অমুক রাজ্যে— অমুক রাজার কাছে যান...

মায়েরই আদেশে আমি এমন করে দংশন করেছি.. 'অমুক' সময়ে আপনার রূপ ফিরে পাবেন,... আমার প্রাণ-রক্ষা করার— "চির-কৃতজ্ঞতার"র প্রদর্শনেই প্রতিজ্ঞা করছি যে, যে মানুষ প্রতিদিন— প্রত্যহ আপনার পুণ্য নাম সাতবার গ্রহণ করবে তাকে আমি এবং আমার বংশধররা কদাপি দংশন করবে না..."

মা কি কখনো— ও ভুল করতে পারে? ।।। ছি! একমাত্র মা-ই জানেন এবং জানতে পারেন, তাঁর বাছুর সব কথা শিশু কখনও মায়ের অন্ত পেতে পারে না— চায় না— ও— শিশুর সব কিছু কেন্দ্রিত থাকে তাঁর মা জননীর মধ্যে।...

স্থির হয়ে ভেবে দেখ-তো, চারণ। এই শরীরটার ওপরে যা যা এবং যতটা ব্যাপার ঘটেছে, সে সবের এক শতাংশও যদি অন্য কোনো শরীরের ওপর ঘটতো তবে সেই শরীর টিকে থাকত কি? তবে...

No one (of or, amongst "Them") can 'get' The 'Dead' Alive.

হঠাৎ চমকে উঠলাম, দেখলাম অন্ধকার হয়ে গেছে, কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না। আশেপাশে কেউ নেই, মহারাজের চিতা নিবে গেছে, সবাই চলে গেছে, কিন্তু অবিশ্বাস করতে ভরসা হোল না এই অচিন্ত্যলোকের কথা। মহাকাল-কথিত এই বিচিত্র বিস্ময়কর অথচ বেদনার্ত হৃদয়ের কথা। এই মহা কথন আপন প্রাণে সঞ্চয় করে রাখতে চাই, আর ক্ষীণ আশার আলোক জ্বেলে বসে আছি, কবে 'নলরাজা' আপন রূপ ধারণ করে আমাদের সবার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করবেন।

জয়শ্রী, ভাদ্র, ১৩৭৭ (১৯৭০)

গান গেয়ে যে খুঁজি তোমায়

বাংলাদেশেরই এক পল্লীতে ছিলাম, একটি মাঝবয়সী মূর্তি সামনে এসে দাঁড়ালেন, খুব দ্রুত অনেকগুলি কথা বলে গেলেন চেহারাটা চেনা মনে হল। কোথায় দেখেছি পদ্মাপারে না গঙ্গা তীরে। স্মৃতির পাতা থেকে উদ্ধার করতে সময় লাগলো। কী স্বল্পভাষী, কণ্ঠস্বরে কী দৃঢ়তা, অতিরিক্ত প্রশ্নের অবকাশ সেখানে নেই, মনে পড়ে সেই পুরোনো দিনগুলির কথা, যখন সংঘনেতারা আমাদের ডেকে হাতে তুলে দিতেন আগ্নেয়াস্ত্র, নির্দেশ দিতেন কি করতে হবে সেখানে অন্য কোনো অতিরিক্ত কথার সুযোগ থাকতো না আজ্ঞা মাথা পেতে নিয়ে কাজ করে যেতে হোত।

আমায় নির্দেশ দিলেন একটি বিশেষ স্থানে অপেক্ষা করতে হবে। বুঝেছিলাম কার কাছে চলেছি, কিন্তু কোথায় জানতাম না। একটি গাড়িতে বাংলাদেশ ছাড়িয়ে পার্বত্য অঞ্চলে চলে এলাম, তারপর গভীর অরণ্য। কখনো এসব পথে আসিনি। সকালে রওনা হয়েছিলাম, সন্ধ্যায় কোনো অরণ্যের একটি গভীরতম অঞ্চলে গাড়ি থামল,

সেখানে নেমে সবাই কিছু খেয়ে নিলাম, তারপর আবার গাড়ি বদল হল, এবার যে গাড়িতে উঠেছি তার ভেতর থেকে বাইরে কিছুই দেখা যায় না, একজন বাদে বাকী সবাই অপরিচিত যাত্রী, কোন্ দেশী তাও জানিনা। গাড়ি চলেছে, গতি দ্রুত, মাঝে মাঝে দু-একটি জায়গায় পাঁচ-দশ মিনিটের জন্য থামছে, ভোর বেলায় একটি পাহাড়ী খোলা-মেলা জায়গায় আমাদের গাড়ি থামলো, সবাই নামলাম। আমার পরিচিত ভদ্রলোক হাত মুখ ধুয়ে নিতে বললেন, একটি ছোট্ট সরোবরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা। হাত মুখ ধুয়ে চা-জলখাবার খেয়ে পুনরায় রওনা হলাম। এবার ক্রমশঃ শীত অনুভব করতে লাগলাম। আবহাওয়া পরিবর্তনে অনুভব করলাম উচ্চতর কোনো অঞ্চল দিয়ে চলেছি। শীত তীব্রতর হতে লাগলো। মাঝে দু একবার বন্ধ গাড়িতে খাওয়া সেরে নিতে হয়েছে। কোথাও কোনো নির্জন প্রকৃতির অপূর্ব ঘেরায় আমাদের শারীরিক নিত্য প্রয়োজন সেরে নিতে হচ্ছে। সন্ধ্যায় একটি স্থানে গাড়ী থামল শুনলাম এবার ঘোড়ায় চেপে যেতে হবে। শীতে বিপর্যস্ত হয়ে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে ভোর রাতে একটি সুন্দর স্থানে উপস্থিত হলাম। চারদিন ক্রমান্বয়ে চলার বিরতি হল। লোকালয়হীন, জনমানব শূন্য একটি অঞ্চল। অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, পৌরাণিক-কাহিনীবর্ণিত ধর্মরাজ্য। যে ক'জন বাড়ির বাসিন্দা প্রত্যেকেই ভিন্‌দেশী। চেহারায় কারোর টিকোল নাক, ফর্সা রঙ, বড় বড় চোখ, কারো বা ছোট্ট নাসিকা, ছোট্ট চোখের মানুষ।

চারণিকের জীবনের একটি চরমতম উপলব্ধি। বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা, তার লেখনী যে মহাশক্তির ভাবরূপ, কল্পরূপ নিয়ে অভিব্যক্ত এবার তা বাস্তবতার সৌন্দর্যে উজ্জ্বল। চারণিকের জীবন ধন্য, তার সাধনা সার্থক। আজ তাই তার আহরিত উপাখ্যানই সে পরিবেশন করবে। এ এক নতুন মহাকাব্য। ব্যাসদেবের মহাভারত, বাল্মীকির রামায়ণের আরেক নবতম সংযোজন।

বেলায় আমার ডাক এলো। একটি আলোকিত গুহার এক অংশে আমার আসন হল। সেই কক্ষে কেউ নেই, হঠাৎ একটি সুমধুর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'চারণ এসেছো?'

'কোথায়, চারণের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিনা কেন?' অপরিচিত পরিবেশে, এক বিশাল ব্যক্তিত্বের সামনে সমস্ত চাঞ্চল্য স্তব্ধ হয়ে গেছে, দম নিয়ে বললাম,— 'প্রণাম কাল-নিয়ন্ত্রক মহাকাল।' উত্তর এলো— 'স্বস্তি! স্বস্তি!!'

অল্পক্ষণ পরেই সমুদ্রের অতল গহ্বর হতে, বিরাট শূন্যতার ভিতর থেকে এক অপূর্ব শ্রুতিমধুর জলদকণ্ঠ ধ্বনিত হল। গুহার চারদেয়ালে প্রতিধ্বনিত হতে থাকলো। বাঁধ-ভাঙা জলস্রোত— আমায় যেন ভাসিয়ে নিয়ে চললো, 'যা ছিল তোমার স্বপ্ন, তোমার কল্পনা, আজ তা পূর্ণাবয়ব ধারণ করে তোমারই সম্মুখে বিদ্যমান। প্রতীকী, আজ আর প্রতীকী নয়। মনে রেখ, তুমি কোনো বিচ্ছিন্ন সত্তা নও। তুমি একটি

সম্পূর্ণ ঐতিহ্য ইতিহাস, যুগকে ধারণ করে আছ, তাই তোমার দায়িত্ব অনেক, তোমার ভুল-ভ্রান্তি ত্রুটি-বিচ্যুতির পরীক্ষক তোমার পূর্বাগামীরা, আর, সেইসব পরলোকবাসী মহৎ প্রাণ আমার এখানে উপস্থিত। শোনা মাত্র আমার সমস্ত শরীরটি ছমছম করে উঠলো। 'বুঝতে পারলে?' কথা বলতে পারলাম না। 'তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ আমি লক্ষ্য করছি, আমি তার সংবাদ রাখি, আমায় কেউ ফাঁকি দিতে পারবে না।'

কত কথা শুনি, তা কেবল শুনেই যাই, জবাব দেবার অধিকার নেই। মনে মনে ভাবি আমাদের নিজেদের সম্পর্কে কি প্রচণ্ড অহমিকা। কিন্তু সেই বিশাল গভীর ব্যক্তিত্বের কাছে আমরা বিন্দুকণাও নই। কত ক্ষুদ্র, কত তরল আমাদের মনে হয় তাঁর পাশে।

আমার এই ভবঘুরে জীবনে কতদিন শুনেছি, তিনি কেন আসছেন না। এখনই প্রকৃত সময়। দেশ এক চরমতম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে, এর চেয়ে আর অবস্থার কী অবনতি হতে পারে। তাঁর এলে এখনই আসা উচিত। এখন যদি না আসেন আর এসে দরকার নেই। আমরা তাঁকে চাইনে। উনি কি কারুর সঙ্গেই যোগাযোগ রাখছেন না। পুরোনো বিশ্বস্ত সহকর্মীদের তিনি যদি কাজে না নেন, কাদের নিয়ে তিনি কাজ করাবেন। একেবারে অবাস্তব মনে হয়। এ হতেই পারে না। নাঃ, উনি এসে আর কিছুই করতে পারবেন না।

আর এক দল বলছেন— আপানারা জানেন তিনি জীবিত? জানেন না? তবে কিসের জোরে কাজ করছেন? একজন জীবিত এটা জানা থাকলে কাজ করায় যেমন বল পাওয়া যায়, একজন জীবিত কি মৃত, এটা জানা না থাকলে কী তেমন শক্তি আসে? যে ক্ষেত্রে কাজ করবেন সেখানে 'উনি জীবিত'— এ-কথায় যেমন প্রতিক্রিয়া হবে, এ-কথায় যেমন জোর হবে, কাজে যেমন জোর হবে, 'উনি কোথায় জানি না', বললে কি তেমন হবে? হ্যাঁ, বহু প্রমাণ আছে, তিব্বত চীনের কবলে যাবার সময় একজনকে দেখা গিয়েছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমস্ত ঘটনাবলী তাঁর বিচরণেরই প্রমাণ।

কোনো সাধক অন্তর্ধানকালে যোগদর্শনে যে-সব নির্দেশ ও বিভূতি দর্শন করিয়েছিলেন তারই অনুগামী ভক্ত, আজো পাতার পর পাতা লিখে চলেছেন, সেই লেখার সার তত্ত্ব ... মহামায়া একজনকে তৈরি করছেন। সমস্ত পৃথিবীতে একটি ধর্ম থাকবে। সেই মহামায়ার স্বহস্ত আশীর্বাদ, মহাশক্তি ভারতের সম্রাট হয়ে আসছেন, খণ্ডিতকে পূর্ণরূপ দিয়ে অখণ্ড পূর্ণতায় নতুন দিগন্তের উদ্‌ঘাটন করবেন, যার সূচনা পূর্বাঞ্চলে হয়ে, তারপর সমগ্র ভারত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং ক্রমে সমগ্র বিশ্বে তা 'রেডিয়েট' করবে। 'ঈশ্বরহীন', 'গডলেস' মতবাদ আর থাকবে না।

তন্ত্রশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত ভারতের জ্ঞানীকুলের অন্যতম একজন শ্রীকৃষ্ণের রুদ্রমূর্তিতে তাঁকে আহ্বান জানাচ্ছেন। তিনি বিশ্বাস করেন ভারতের চরমতম বিপর্যয়ের কেবল

মাত্র সেই কৃষ্ণপ্রতিম পুরুষই পারেন দেশনায়কত্বের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হতে। সেই সাধক-জ্ঞানী কল্পনা করছেন সেই অনাগত ভবিষ্যতের মহারক্ষকরূপে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী শ্রীকৃষ্ণকে। অবতারপুরুষ সিদ্ধযোগীকে আবাহন করছেন রুদ্ররূপে, এই জঞ্জালেভরা ক্লেদ-কলুষিত ভারতকে মুক্ত করতে।

এককালে 'মিরাকেল চাইল্ড' নামে পরিচিত কোনো দেবপুত্র বলছেন এবার তিনি আসছেন নতুন রূপে, সম্পূর্ণ উদাসীন, নিরাসক্ত সে রূপ। তাঁর প্রতিটি বক্তব্য প্রতিটি কার্যাবলী, বিজ্ঞানভিত্তিক। বিচিত্র অলৌকিক শক্তিতে সমস্ত ঘটনাচক্রের নিয়ন্ত্রক তিনি এবং তাঁর প্রতিটি ক্রিয়াকাণ্ড, বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে তথ্যের অনড় সত্যরূপে প্রতিভাত হবে।

এ তো গেল আমাদের দৈনন্দিন জীবনের লক্ষ লক্ষ মানুষের মনের প্রতিবেদন, প্রতিক্রিয়া। একটি মানুষকে কেন্দ্র করে কত বিচিত্র অভিব্যক্তি। কিন্তু যিনি ইতিহাসপুরুষ, যোগসিদ্ধ অবতার, তিনি নির্লিপ্ত, তিনি শিবসাধনায় তন্ময়। সেই সাধনাজ্ঞান এত ব্যাপক, এত বিস্তৃত এত গভীর, এত জটিল তা চারণিকের লেখনীতে কতটুকু পরিস্ফুট হবে জানা নেই, তবু চারণিক সামান্য যতটুকু ধারণ করতে পেরেছে তা ব্যক্ত করে যাবে, বিষয় নির্বাচন নেই, বিষয়বস্তুর উপলক্ষ নেই— সমুদ্র সৈকতে উপবিষ্ট এক গুণমুগ্ধের আহৃত সকল উপাদানই এখানে পরিবেশিত হবে।

প্রথম বৈঠক

"I can defy God, at the same time I can hush away his son Prince Lucifer (Saturn) the most favourite son of God."

আমায় টেনে নামাবার কেউ নেই কারণ, আমার বন্ধন নেই। অপরিগ্রহ যে জীবনের জীবন পরিগ্রহ করেছে তার নামা বা ওঠা নির্ভর করে নিজের ওপর। নোঙর ঠিক জায়গায় আছে।

জীবন ও মৃত্যু, মৃত্যু ও জীবন, সৃষ্টি এবং বিকাশ। বিকাশ ও সৃষ্টি একটি মেডেলিয়ান-এর এপিঠ-ওপিঠ।

মা কালীই প্রসব করেন আবার তিনিই খেয়ে ফেলেন, উৎকৃষ্টতর stream-কে প্রসব করার জন্য। She my Mother, cannot be satisfied, satiation is not my Mother. Satiation is father. Woman came first, not Adam.

Energy came first. Force came first. Vibration came first. Energy কি? শক্তি কি? শক্তিই Mother.

Sin atone করা হয়। Sin amend করা চলে, মগর Blunder তা নয়।

থাকো চিরসুন্দর স্ব-তেজ বল্লরী। তোমাকে হতে হবে শাল বটগাছকে জড়িয়ে থাকা অজগর সাপের মত বল্লরী। বল্লরী জান কাকে বলে?

মনে রাখবে সাম্যবাদের ধুয়ো শুনতে ভাল লাগে, কিন্তু next step ভালো নয়।

Fanatic Jesuits হতে হবে। Jesuits are most fanatic ও totally dedicated.

মানুষ চালিত হয় মন দিয়ে, মনের ধর্ম সংকল্প, বিকল্প স্থৈর্য। সংযম থেকে মন পালাতে চায়। Discipline কে মানুষ ভয় পায়। সংযম করলে centripetal শক্তি কাজ করবে। অসংযমে centrifugal শক্তি কাজ করে। এক টন বারুদ এক জায়গায় জড়ো করে আগুন দাও, কি হবে? হুস্ করে সবটা জ্বলে যাবে। আর ঐ এক টন বারুদ থেকে .৫ আউন্স বারুদ তুমি নিয়ে নাও, plumber-এর কাছে গিয়ে একটি নলের একদিক বন্ধ করে। ঐ বারুদটুকু ভরে তা কাঠি দিয়ে ঠুসে দাও, তার মধ্যে marble ঢুকিয়ে একটি টুলের ওপর এটা স্থাপন করে যে দিকটা খোলা সেদিকটার ২০০ গজ দূরে একজনকে দাঁড় করিয়ে দাও তারপর আগুন লাগালে আওয়াজ হবে আর দেখবে লোকটি পড়ে আছে। এক টন বারুদ একটা মানুষকে মারতে পারল না অথচ ১ আউন্স বারুদ প্রাণঘাতী শক্তি পেল, কি করে সে শক্তি পেল। কারণ বারুদের যে শক্তি, তাকে সংযমিত করা হয়েছে।"

আচ্ছা আদর্শ কি? "আদর্শ" মানে ফাঁসী। কোনো রকমেরই একটা "আদর্শ"কে ধরে তার ওপর নিজেকে উৎসর্গ করা— এবং ফাঁসীর রজ্জু (নিজের হাতে নিজের) গলায় পরা, একই কথা। অন্তত, আমি তো এই-ই বুঝেছি। এ বিষয়ে কোনো রকমেরই compromise হতে পারে না। ফাঁসী কি চায়? কি নেয়?— প্রাণ।

তরুণদের মধ্যে হতাশা হত্যা, হানাহানি প্রভৃতি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল। মুহূর্তে পরিবেশ পরিবর্তিত হয়ে গেল। সেই স্নেহপ্রাণ, বাৎসল্য রস-সিঞ্চিত, প্রেমপ্রাণ, পদ্মাসনে শান্ত শিব, রুদ্র মূর্তি ধারণ করলেন। নিস্তব্ধ শান্ত অঞ্চল কম্পিত করে রুদ্র কণ্ঠে ধ্বনিত হল:

'তোমরা দাম দিয়েছ কি, দাম দাওনি, স্বাধীনতায় তোমরা ত্যাগ করনি। তোমরা আত্মোৎসর্গ করনি। তোমরা ত্যাগীদের ত্যাগ করেছ, যাঁরা আত্মোৎসর্গ করেছেন তাঁদের তোমরা ব্যঙ্গ করেছ। সহজলভ্য জিনিসের কদর নেই। যে জিনিসের দাম তোমরা দাওনি, দিতে চাওনি, যে লক্ষ লক্ষ বলিদানে তোমরা মাথা নত করে প্রণতি জানাও নি উপহাস ব্যঙ্গ করেছ, এর কারণ কি?

You have got everything in cheap. Time is a relative term. You can never get anything entirely free. Now price is being extracted. It is being extracted। কলুর ঘানিতে পিষে তেল বের করা হয়। এই অপদার্থ মানুষগুলিকে তেমনি কলুর ঘানিতে জুতে সেই ব্যঙ্গ উপহাসের প্রতিদান নেয়া হবে।

Mother Kali, she procreates only to devour herself against or to create a better calibre.

Throughout the length and breadth of India even the God will tremble।

পিশাচের নগ্ন নৃত্য কী দেখেছো? আরো দেখবে। বিকৃত মানসিকতা আ তোমাদের চোখের সামনে আসছে। ত্রাহি ত্রাহি করবে শহরে শহরে,গলিতে গলিতে। দাম নেব। প্রথম পুরো দাম দেবে তোমরা। তখন বলবো নে শাঁস নে। You cannot run away your deeds, নিজের কৃত কর্মের কাছ থেকে পালাতে চাও? এই কৃতকর্ম তোমাদের ভাগ্য, নিয়তি, বিধাতা।

আমি এইটুকু জানি ভারতবর্ষ হল বঙ্গমাতা। বাংলা হোল ভারতবর্ষ, বাংলার আঁচল ভারতের চতুঃসীমা ছড়িয়ে পড়ে সব সীমাকে ঢাকে। সম্পূর্ণ ত্রিলোকও যদি একত্রিত হয়, এই বঙ্গদেশকে, এই ভারতবর্ষকে তচনচ্ করে দিতে, ডুবিয়ে দিতে অসমর্থ হবে। আমি শুধু এইটুকু জানি। আমি জানি নিজেকে। আমি আমাকে জানি, যে কী আমি করতে পারি।

If I cannot move the Gods I will raise Hell। মনে প্রাণে আমি চাই দেবতারা জাগুন রক্ষা করুন এই ভারতবর্ষ, যে ভারতবর্ষ সুনীল জলধি থেকে উঠেছিল। "সুদুলর্ভম ভারতবর্ষম্ জন্মম।"

দেবতারা জাগরিত হয়ে এই ভারতবর্ষকে স্থির রাখুন। এই আমি মনে প্রাণে চাই, তাঁরা যদি না জাগেন, আমি দানবদের জাগাবো। I have never known to pull my punches.

ভাল লোকদের কথা— কে কোথায় আছ অর্থাৎ কেউ একজন এসে আমাদের দুঃখ দূর কর। ঘরে আগুন লাগলে তুমি তক্তপোষে শুয়ে থাকবে? আমার কথাগুলি বড় তীক্ষ্ণ, তাই না? These people will be the first persons to hang along."

কাকে ডাকছ, যাকে নিজেরা মেরে ফেলেছ, তাকেই ডাকছ, তুমি এতদিন তাহলে মিথ্যে কথা বলেছ। "Are you not mocking your own self?"

দুটি শ্যামা সংগীত 'শ্যামা মা কি আমার কালো রে', 'আয় মা বেড়াতে যাবি'। ঋষি কবির দুটি গানও হলো 'আনন্দেরই সাগর হতে এসেছে আজ বান / দাঁড় ধরে আজ বসরে সবাই টানরে সবাই টান', 'ঐ আসনতলে মাটির পরে লুটিয়ে রব।'

গান ক'টির পর একটি মানব হৃদয়ের গভীর উদাস কণ্ঠস্বর সমস্ত হৃদয় উদ্বেলিত করে তুললো, অশ্রুবারি সংবরণ করতে পারলাম না। নিজেদের অপদার্থতায় মনটা বিষাদসিক্ত হয়ে উঠলো।

গানটি শেষ হতেই বললেন, "Frankly speaking : I have ceased to care for me, I absolutely do not care what happens to my frail body or how I die. And for good reasons why? For whom? I know, now, there's no one who has shed two drops of tears on my death. And

I know best now there is no one who'll shed half a drop of tear on a desert like this fool, I feel singularly free and triumphant with this knowledge. Yes, that's it, I see and feel myself a free eagle, a free lion, a monos standing severly and ecstatically single and alone. On the highest craggy summit with all the cyclones blowing around and raging by.

.... I know this is my last mortal coil, so my only concern is to see that my 'Sadhana' is put through. And I think, my conscience is perfectly clear before God, my heart.

'Please! Please bear with this 'Mahakal'. Just a while more you know. I'll not be taking your goodness and patience— And Infinitum— don't you? Could you just imagine of 'Mahakal' emerging out of his tomb, after so, so many years. Or for that matter, of a man— who had gone suddenly dumb finding his voice after so many years? Yes, it is just like that... He simply boils— and bubbles over : trying to give expression to very many pent up things— and — thoughts (all) at the same time.

A voice speaks in me. I don't know whose, I think it was there in my infancy— in my childhood : dormant but spurring— spurring me on— and on. And, oh! I sought after it : just like a musk deer.

That 'voice' speaks; it shall be heard : Those who have gone all-out to stifle it. The 'voice' is stronger— louder now-knocking. They know it : they know. They hear the voice— 'but not the source.'

I believe and know and have faith in divine grace. I know that honest endeavours pursued with dedication are surely blessed with divine grace .... And even if the pioneer dies, his Sadhana dies not. It is taken up by other Sadhakas of the same line— and thoughts are pursued to its final glorious consummation... my Sadhana cannot— shall not fail! Matri Sadhana can never fail."

প্রথম বৈঠক শেষ হল। ফিরে গেলাম নিজের ঘরে। ঘরে ফিরে একাকী বসে ভাবছিলাম, আরেকজনের কথা যাঁকে বহু বছর আগে ঢাকা কনফারেন্সের পর লঞ্চে মুন্সীগঞ্জের পথে দেখেছি। সেবার জিতেন কুশারী গান ধরলেন, 'একলা চলরে', সেই সিরিয়াস মানুষটিও গান ধরলেন, তারপর জামা খুলে শুয়ে পড়লেন। মনে পড়ে নানা সভায়, নানা ঘরোয়া পরিবেশে কখনো হাস্যময়, কখনো গভীর চিন্তায় মগ্ন দেখেছি, কখনো তাঁরই মত কোনো সিরিয়াস কাউকে একপাশে ডেকে আলাপ করতে দেখেছি। সেই বাংলা বুলি, সেই কথা বলার ঢঙ্ অবিকল হুবহু একই রকম। সেই একটু তুতলে একটুখানি টেনে টেনে বলা— সেই শব্দগুলো যা বারবার ব্যবহৃত হোতো তেমনিই

রয়ে গেছে। তবে কথার মধ্যে কিছু নতুন উর্দু, আরবী, জার্মান, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি শব্দ মিশ্রিত হয়েছে।

দ্বিতীয় বৈঠক

"হিসেব করে দেখ কোথায় কোথায় কোন কোন খানে জানা অজানা দেশে কতো জায়গায় আমি গিয়েছি— রয়েছি। কতো বিভিন্ন প্রকারের ভাব-বিচার-সমাজ-সভ্যতা ধারার মধ্যে বাস করেছি, দেখেছি, বিচার করেছি তুলনামূলক আলাপ-আলোচনা বিশ্লেষণ বিচারে ডুবেছি। ইতিহাস ভূগোল যে-সব জায়গায় এবং লোকদের সম্বন্ধে কিছুই বলে না। কারণ ভূগোলকার ও ইতিহাসকার স্বপ্নেও এসব জানতে পারে না।

যেমন একটি জায়গা এশিয়াতেই আছে যেখানে সবাই নগ্ন থাকে। অবিকল আমাদেরই মতো চেহারা। পুরুষরা খুব লম্বা চওড়া ও বলবান, মেয়েরা আমাদেরই দেশের মতো। মেয়েদের খুব লম্বা চুল কোমর হাঁটু পর্যন্ত। গড়ন সুন্দর, Natural life সেজন্য সুন্দর হবেই। যদি দৈবক্রমে বাইরের কেউ গিয়ে পড়ে তবে পুরুষরা মেরে ফেলবে, নতুবা যদি ওদের কোনো মেয়ে ঐ বাইরের পুরুষকে আশ্রয় দেয়— আদর করে ভালোবাসে আপন করে নিতে পারে তবে বাঁচতে (হয়তো) পারে।

একটি জায়গা, সেখানে যদি তুমি দু বছর থাক লাগাতার তবে আট ইঞ্চি থেকে এক ফুট লম্বা হয়ে যাবে, সেখানকার আবহাওয়াতে রেডিয়ো একটিভিটি এমনভাবে গ্ল্যাণ্ড একটিভাইজ করে।

Ankor-এর অবাক বিস্ময়কারী মন্দির-প্রাসাদ এবং মহানগরী, কেবলমাত্র এক ভারত সম্রাটের (ও সময়— ওসব জায়গা ভারতেরই ছিল) বললে অসম্পূর্ণ হবে ওটি বাংলার অর্থাৎ ঔ মহান বিস্ময় যে নরপতি করেছিলেন তিনি বাঙ্গালী ছিলেন!

মরুভূমির মধ্যে একটি জায়গা— বিস্তীর্ণ জায়গা সেখানে কয়েকটি স্থান থেকে মাটি ফুঁড়ে আগুনের হল্কা বেরোয়। সেখানে একটি অতি বিচিত্র অগ্নিমন্দির, ভয়ানক spacious কয়েকটি বেদী, প্রত্যেক বেদী ফুঁড়ে ভয়ানক জোরে বিরাট আগুনের হল্কা বেরোচ্ছে। মন্দিরের বাইরে অনেক লোকজন থাকতে পারে— এখনো অনেক ঘর বাড়ি আছে, কোনটা ভগ্নস্তূপ কোনটা ঠিক তা নয়, ওখানে পূর্বকালেই ভারতের 'মৃতদের' চিতা দাহ করার জন্য Regularly যাওয়া আসা ছিল।

বিকরাল হ্রদের চারিদিকে— ঐ হ্রদকে কেন্দ্র করে— ভারতীয় নগরী— এবং শ্রেষ্ঠীদের আবাস ছিল— অর্ধেকেরও বেশি বাঙ্গালী।

গঙ্গা মা গঙ্গোত্রী থেকে বেরোননি। গঙ্গা really অলকা পাহাড়ের তলা ফুঁড়ে বেরুচ্ছেন। যেটি অলকানন্দা (অলকা পাহাড়ের মেয়ে) সেইটাই হচ্ছে গঙ্গা। মানস সরোবর থেকে বেরিয়ে সেখান থেকে Boring শুরু এবং অলকা ফুঁড়ে বেরোনো। এই জন্যই গঙ্গার জলের যে গুণবৈশিষ্ট্য তা পৃথিবীর আর কোনো জলে নেই।

Caspian Sea মহর্ষি কাশ্যপের তপোবন ছিল। একটি Health resort আছে Ramsarovar নাম ছিল, এখন Ramsar।

Baltic Sea-র নিকট Gulf of Buttermilk আছে, সেখানে সব চাইতে বড় দ্বীপে খুব পুরোনো প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ আছে, তার পাশে Lake আছে। নাম Lake Kali, অনেকবার সেখানে গেছি। প্রাচীন কিম্বদন্তী এখনও শোনা যায়।"

এত বিচিত্র কাহিনী শুনতে শুনতে হঠাৎ এক সময় জিজ্ঞেস করলাম সবচেয়ে সুন্দর আপনার কোন জায়গা লেগেছে, যত জায়গায় গেছেন, পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর স্থান কোনটি।

উত্তর এলো, যদি দেশের কথা জিজ্ঞেস কর তাহলে দেশ হিসেবে ভারতবর্ষের জুড়ি নেই। এই ভারতবর্ষে পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশের climate-এর Prototype পাবে। তাছড়া আরো অনেকরকম climate এখানে আছে যা পৃথিবীর অন্যত্র নেই।

এর পর পুনরায় প্রশ্ন করি, scenic beauty, অর্থাৎ সৌন্দর্য হিসেবে আপনার কি সবচেয়ে ভাল লেগেছে— উত্তর— "এই দিকচক্রবালরেখাবিহারী প্রিয়তম স্থান হল তুলসীমঞ্চ। যখন আমার মা বোনেরা গলায় আঁচল দিয়ে তুলসী মঞ্চে মাথা রাখেন ও শাঁখ বাজান সেই দৃশ্যটি আমার নিকট সুন্দরতম মনে হয়। যদি স্বর্গ বলতে কিছু থাকে আমার কাছে ঐ তুলসীমঞ্চ। দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণে, ঐ মিলন মুহূর্তে যখন প্রতিটি ঘরের সামনে মা বোনেরা প্রদীপ দিচ্ছেন, প্রণাম জানাচ্ছেন, শাঁক বাজাচ্ছেন তা-ই সবচেয়ে সুন্দর, এর চেয়ে সুন্দর কিছুই আমি জানি নে।"

জিজ্ঞেস করলেন কি হতাশ হলে! ভেবেছিলে বিরাট লম্বা-চওড়া কিছু শুনবে, না? সত্যই তাই এমন কল্পনা করিনি। বৈঠক অন্তে একাকী নির্জনে ভাবছিলাম, এমন করে দেশকে ভালোবাসতে, দেশের সংস্কৃতিকে ভালোবাসতে সেই ভারতপ্রাণ ভারতপথিকই পারেন।

তৃতীয় বৈঠক

"আমার complete metamorphosis হয়ে গেছে, আমার জীবনের বড় কথা হল ত্যাগ। আমি Great man নই, সুতরাং আমার কোনো Biography-র প্রয়োজন নেই। Great man-দের নিজেদের Life-কে prepetuate করার দরকার আছে, আমার জীবন খোলা পাতার মত, সকলের কাছে, মা কালীর কাছে।

তোমরা আমাকে অতীতের জের টেনে বর্তমানের সঙ্গে মেশাতে চাও, এই জন্যই আমাকে ভুল বোঝ। অবশ্য অতীতেও আমার লক্ষ্য সম্বন্ধে কোনো ভ্রান্তি ছিল না, যদিও জীবনের উপলব্ধি দ্বিতীয় জীবনে হয়েছে।

তখন (অতীতে) আমি একটা গণ্ডীর মধ্যে, সীমিত আবেষ্টনের মধ্যে ছিলাম। তা সত্ত্বেও অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একেবারে সাফ পরিষ্কার Programme-এর

জ্ঞান ছিল। অতীতের বর্তমানের ও ভবিষ্যতের কী সমন্বিত রূপ, আমার জীবনের লক্ষ্য, আমার জীবনের কোন্ কোন্ জিনিসের সমাবেশ হওয়ার অবশ্যম্ভাবিতাও আমি জানতাম, তারও একটা লক্ষ্য স্থির। এও জানতুম আমাকে নিজেকে জানতে হবে, mankind-কে জানতে হবে, পৃথিবীকে জানতে হবে। নইলে আমার জীবনের লক্ষ্য পূরণে সহায়ক হবে না। সংকীর্ণ আবেষ্টনের মধ্যে, তোমাদের আকর্ষণের গণ্ডির মধ্যে থাকা কালেও জানতুম আমাকে আগামীকালের দ্রষ্টা ও আগামীকালের নির্দেশক হতে হবে। এই মানব জীবনের, এই পৃথিবীর, দেশের এবং জাতির ক্রমোন্নতি যে বিধি-নির্দিষ্ট Laws দ্বারা controlled এবং চালিত হয়, সেই Law-টিকে যে জানতেই হবে এবং আমি জানবোই এটা আমি তখনই জানতুম। এই সেই দেশ, জাতি, মনুষ্য জাতি এবং world-এর progress বা অগ্রগতির কারণ যে Laws দ্বারা চালিত এবং regulated সেই Laws জেনে দেশ, জাতি ও mankind-কে চালাতে হবে আমাকে। এই যে লক্ষ্য, এই যে ধ্যেয়, এই আদর্শ এবং এই যে কর্ম এ জিনিস একটা বিরাট জাতিতে মিলিয়ে করেছি। প্রথম ক্রিয়মান হবে through India তারপর step by step অকুণ্ঠ অবিচলিত এবং অজেয় গতিতে এটা ছড়িয়ে পড়বে দিক-দিগন্তে।

শুধু একটি হিসেব মনে রেখে চলেছি ঃ সেটা আমায় দেখতে হবে, এ জীবনে একটা জিনিসের ওপরই আমার নজর রাখতে হবে যে কী, আমি দিতে পারিনি। কি আমি পাইনি এর হিসেব রাখা এ জীবনের কাজ নয়। আমার এ জীবনের কাজ হলো কী আমি পেয়েছি কি আমি দিতে পারিনি এখনো, ব্যস ছুটি।

There is no power on this earth which this time stand up before the onrush of Ma Kali's Horizon. No hurdles however strong, whatsoever hurdles may be put before it, whosoever stands before the onrush will be ruthlessly crushed.

মনে রাখবে Ma Kali is synonymous with Bengal.

To make myself markedly plain বলে দিয়েছি If I cannot move the Gods, I will raise Hell.

জীবন এবং মৃত্যু যেমন এ-প্রতিজ্ঞা তার চাইতেও অনন্ত গুণ বেশি সত্য।"

মহাকাল গভীর নীরবতায় সমাধিস্থ হলেন। আর আমি অতঃপর ভাবতে লাগলুম আঠারো বছরের যুবক একদিন এই ধরনেরই কথা বলেছিলেন, সেটি ছিল যৌবনের স্বপ্ন, আর আজ হয়তো তা সমগ্র জীবনের সাধনায় করায়ত্ত। সেই আঠারো বছরের তরুণের সেদিনের কথা কয়টি স্মৃতিপটে পাশাপাশি ভেসে উঠলো ঃ

"আমি এটা বেশ বুঝিতেছি দিন দিন, যে আমার জীবনের একটা definite mission আছে। তারই জন্য আমার শরীর ধারণ and I am not to drift in this

current of popular opinion। লোকে ভালমন্দ বলিবে জগতের এটা রীতি but my sublime self-consciousness consists in this that I am not influenced by them. যদি জগতের ব্যবহারে আমার attitude পরিবর্তন অর্থাৎ দুঃখ নৈরাশ্য প্রভৃতি আনে, তাহা হইলে বুঝিব যে আমার দুর্বলতা ; কিন্তু যে রকম আকাশের দিকে যার লক্ষ্য, সম্মুখে পর্বত আসছে, কি কূপ আসছে তার যেমন জ্ঞান থাকে না— সেই রকম যার একমাত্র লক্ষ্য mission-এর দিকে, আদর্শের দিকে— তার ওসব দিকে মোটেই ভ্রুক্ষেপ নাই। I must move about with the proud self-consciousness of one imbued with an idea, যাক আমি এখন বুঝিতেছি যে মানুষ হইতে গেলে তিনটি জিনিস চাই—

(1) Embodiment of the past.
(2) Product of the present.
(3) Prophet of the future.

(1) I must assimilate the past history in fact all the past civilisations of the world.

(2) I must study myself— study the world around me— both India and abroad and for this foreign travels are necessary.

(3) I must be the prophet of the future. I must discover the laws of progress— the tendency of both the civilisation and therefrom to settle the future goal and progress of mankind. The philosophy of life will alone help me in this.

(4) This ideal must be realised through a nation— begin with India. (আগস্ট ৩১, ১৯১৫)

এই মহাজীবন সত্যই খোলা পাতা, এই খোলা পাতার জীবন আজ বাংলার ঘরে ঘরে জীবন তরঙ্গ আনুক, এই শতধাবিভক্ত, পরানুকরণে তৎপর বাঙ্গালী সন্তান সব কিছু ছেড়ে অনুসরণ করুক এই শিবসাধককে, সে সাধক উজার করে দেবার জন্য ডালি নিয়ে গৃহদ্বারে উপস্থিত।

জয়শ্রী, পৌষ, ১৩৭৭ (১৯৭১)

'আবার আসিব ফিরে' ঃ ১

৭ মার্চ ১৯৭১ ঢাকার রেসকোর্স ময়দান। যেন সমুদ্রের তরঙ্গ। কত লোক অনুমান করা কঠিন, জোয়ারের জল আসছে, লাখে লাখে মানুষ কেবলি আসছে। কণ্ঠে একটি ধ্বনি আমার দেশ, তোমার দেশ, বাংলা দেশ। জয় জয় বাংলার জয়। একশো কুড়ি

ফুট দীর্ঘ মঞ্চ, নৌকাকৃতি সে মঞ্চ। জনসমুদ্রে একটি ভাসমান নৌকা! শেখ সাহেব স্বেচ্ছাবাহিনীর অভিনন্দন গ্রহণ করে নৌকার পাল তুলে দিলেন, পালে শ্যামল বাংলার মানচিত্র, রক্তাক্ষরে জয় বাংলা লেখা। জাতীয় সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গীত হল। আমি উত্তাল, উদ্দাম, আনন্দময় জনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে বাংলার ও বাঙালীর একটি অনুষ্ঠান দেখলাম।

'একজন' চারণিককে বলেছিলেন 'আমার সোনার বাংলা' গানটি জানো, গাও তো।' সেদিন গাইতে পারিনি, সম্পূর্ণ গানটি জানা ছিল না। এই গান গাওয়ার তাৎপর্য এবং সেই সঙ্গে তাঁর ছোট ছোট কথা আজ নতুন আলোয় ভবিষ্যত ঘটনাবলীর ইঙ্গিত স্পষ্ট করে তুলছে।

বহুদিন পরে ঢাকায় এলাম, কত স্মৃতি, কত আনন্দ-বেদনার দিনগুলি এই নগরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। রেসকোর্সের বিপুল জনতা, স্বতস্ফূর্ত কল্লোলিত দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ জনতা দেখছি আর মনে পড়ে যাচ্ছে ১৯১৯, ১৯২১, ১৯২৫ প্রভৃতি সালগুলির কথা, যে সময় সদরঘাট ও লালকুঠির মাঝখানের বুড়িগঙ্গার তীরে করোনেশন পার্কে বিপিনচন্দ্র পাল, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখেছি। ঘনিষ্ঠভাবে বাগ্মী দেশবন্ধু ও ঋষিকবির ভাষণ শুনেছি, সেই স্মৃতি ভোলার নয়। আর ভোলার নয় ১৯৪০ সালে আরেক জন বাঙ্গালীর ঢাকায় আগমন। তিনি দেশনায়ক খাঁটি বাঙ্গালী সুভাষচন্দ্র। খদ্দরের ধুতি, গিলে করা পাঞ্জাবী, সাদা শৌখিন জুতো। রামগড়ে Anti-Compromise Conference সেরে ঢাকায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছেন। নারায়ণগঞ্জ ষ্টেশন যেন ভেঙ্গে পড়তে চাইছে। ঢাকায় যখন পৌছলেন তখন বিকেল সাড়ে পাঁচটা। হাজারে হাজারে নরনারী তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়েছিল।

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অনেক কিছু লেখা নেই। লেখা থাকবে না। কারণ যাঁরা বিপ্লবের পূজারী তাঁরা কোনও কিছু আগাম প্রকাশ করেন না। যুদ্ধ যা আমূল পরিবর্তন আনে, অর্থাৎ বিপুল এবং মূলগত পরিবর্তন ঘটায় তাকে বিপ্লব বলা হয় ; সেই অর্থে যুদ্ধ একটি বিপ্লব।

আমার সাক্ষাৎকার কালে একদিন বলেছিলেন ঃ War and all work connected with war for bringing it to its successful end for one's country, demands the highest and purest form of integrity and analysis and sacrifice. It is no sentimental job. একথা সত্য।

১৯৪০ সালের একটি অন্তরালের ঘটনা আজ উদ্‌ঘাটন করতে চাই। এবং আশা রাখি আগামী দিনে আরো বহু ঘটনা উদ্‌ঘাটিত হবে।

দুদিন ধরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন হল। ২৬শে জনসভা হল। ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সহস্র বাঙ্গালী নারী-পুরুষ অত্যন্ত আগ্রহভরে দেশনায়কের ভাষণ শুনলেন।

তারপর পুনরায় দেশনায়ক কর্মীদের সঙ্গে মিলিত হলেন, রাত দুটায় সভা শেষ হল। এই পরিভ্রমণের অন্যতম উৎসাহী, ঢাকার প্রাণ, শিখাময়ী বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায় রাত দুটার সময় জিজ্ঞেস করলেন, 'মাণিকগঞ্জে যাবেন তো? আমি লোক পাঠাচ্ছি।' দেশনায়ক সন্তর্পণে একটু সলজ্জ হাসি হেসে বল্লেন, 'টাকা যে ফুরিয়ে গেল' পকেট খালি প্রচুর টাকার প্রয়োজন, তাই ভাবছি! তড়িৎমতি তীক্ষ্ণবুদ্ধির অধিকারিণী, দেশনেত্রী বল্লেন, আমার সঙ্গে দুঘন্টা সময় দেবেন, টাকার কথা ভাবতে হবে না। দুজন ছেলে সংবাদ নিয়ে সাইকেলে মাণিকগঞ্জ চলে গেল।

ঢাকার সাধনা ঔষধালয়, শক্তি ঔষধালয়, আয়ুর্বেদ ফার্মেসী, রজনী বসাক প্রমুখ কয়েকটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানের ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট নিয়ে গেলেন। যেন যাদুস্পর্শে মুহূর্তে সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

সেদিনের সেই মহাপ্রলয়ের পূর্বলগ্নে কোনো কিছু জানা সম্ভব ছিল না। কয়েকটি ঘটনায় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত নিহিত ছিল। যে দুজন সাইকেলে মাণিকগঞ্জ গিয়েছিল পরের দিন ভোরের দিকে তারা ফিরে এলো। স্বল্প সময়ে দীর্ঘ পথ যাতায়াতে তরুণ দুটি অসম্ভব ক্লান্ত, কিন্তু মহানায়কের দৃষ্টি এড়ায় নি। তিনি বললেন ওরা যাবে আমার সঙ্গে। দেশনেত্রী শুধু মাত্র বিপ্লব-কর্মে সিদ্ধহস্ত তাই নন, তিনি স্নেহময়ী জননী। স্নানের ব্যবস্থা, আহারের ব্যবস্থা করে দিয়ে, অতি স্বল্প সময়ের মধ্যেই প্রস্তুত করে দিলেন। তৎকালীন, কম্যুনিষ্টপন্থী অত্যন্ত উৎসাহী কর্মীরা মানিকগঞ্জে রটনা করেছিলেন দেশনায়ক আসবেন না তিনি অসুস্থ। কিন্তু মুহূর্তে তাঁর আগমনের ও সভার সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় জনমনে আনন্দ ও উদ্দীপনার জোয়ার এলো। ঢাকা থেকে মীরপুর, ফুলবেড়ে, তাঁকে মাল্যভূষিত করলো, পথের দুধারে, কাতারে কাতারে মানুষ, অধীর আগ্রহে আবেগভরা হৃদয়ে অভিনন্দিত করলো। সাভারে মিটিং হল, ফুলবেড়ে লঞ্চে উঠলেন। এই লঞ্চে বহু লোকের মাঝখানে হঠাৎ বিপ্লবী নায়ক অনিল রায়কে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে গোপনে জিজ্ঞেস করলেন : "দেশের বাইরে গিয়ে military গঠন করলে কেমন হয়?" সেদিনকার সেই অবস্থায় সৈন্যবাহিনী গঠনের কল্পনা বিপ্লবী, দার্শনিক, তাত্ত্বিক অনিলচন্দ্রকে নির্বাক করে দিয়েছিল। কিন্তু দেশনায়কের সেই জিজ্ঞাসা যে অচিরেই কার্যকরী হবে তা কল্পনাতীত ছিল। আজ অনুমান করা চলে মহানায়কের চিন্তা, পরিকল্পনা, দুরদর্শিতা কত গভীর ছিল। লঞ্চে বসেই 'ফরওয়ার্ড ব্লকে'র সম্পাদকীয় তিনি লিখলেন।

স্থান-কালের পরিবর্তন হ'ল। বিপ্লবী অনিল রায় নেই। বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায় নেই। বহু অকথিত ইতিহাস কালের অতল গহ্বরে চলে যাচ্ছে। কিন্তু মহাকাল অচেতন নন, মহাকাল নির্লিপ্ত নন। মহাকাল রয়েছেন ইতিহাসের চাকাকে সঠিক পথে চালিত

করতে, মহাকাল অতীতের গহ্বর থেকে আমার পূর্বকথিত সমস্ত ঘটনারাশি বিবৃত করলেন, এবং তারপর বল্লেন 'জানো সেদিনের সংগৃহীত অর্থ আমার হলওয়েল মনুমেন্টের আন্দোলনকালে ভীষণভাবে সাহায্য করেছে। সেই সংগৃহীত অর্থের একটি বৃহৎ অংশ হলওয়েল মনুমেন্টের আন্দোলনে ব্যবহৃত হয়েছিল।

গণ-আন্দোলনের একরূপ ১৯৪২-এ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু উদ্বেলিত জাতীয়তাবাদ, উত্তাল দেশাত্মবোধ প্রত্যক্ষ করলাম ৭ই মার্চ ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানে এবং তারপর গ্রামে-গঞ্জে, খালে-বিলে, শহরে-পল্লীতে। ২৫শে মার্চের রাত থেকে পাক-সেনার অতর্কিত আক্রমণ-অত্যাচারে, ভীতসন্ত্রস্ত জনতা, ত্রস্ত-চকিত জনতা, পলায়মান জনতা দেখেছি এবং ক্রমে তাদের মনোবল ফিরে পাওয়া এবং বজ্রকঠিন দৃঢ়তায় তাদের দেশমাতৃকার কালিমা মোচনে ঝাঁপিয়ে পড়াও দেখেছি। কোন্ যাদুমন্ত্রে এই একটি সুরে সমস্ত দেশকে অনুরণিত করা সম্ভব তা বলতে পারবে কাল, অনন্তকাল। মহাকালের বৈঠকে এই ঘটনাগুলি নানা ভাবে আভাষিত হয়েছিল, পরিণতিও কখনো কখনো বলেছেন? তাই চারদিকের ভাণ্ডারে সঞ্চিত অসংখ্য কাহিনী না বিবৃত করে শুধুমাত্র মহাকাল-বাচন আজ এখানে লিপিবদ্ধ করবো।

২৫শে মার্চের পরের ঘটনারাশির কথা মনে করছি, স্মরণ করছি সারা বাংলা দেশে কীভাবে প্রতিটি জেলায় অত্যাচার, নিপীড়ন, হত্যা, ধর্ষণ চলেছে। কত লক্ষ নরনারী ছিন্নমূল হয়ে ভারতের মাটিতে আশ্রয় নিয়েছে। এরই মধ্যে কত নেতার সঙ্গে সাক্ষাতের, আলাপের সুযোগ হয়েছে, সবার কাছেই ছিল ঘটনাটি আকস্মিক। পরে ক্রমশঃ তাঁরা সম্ভবতঃ আনুপূর্বিক ঘটনারাজি বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। প্রথম সারির একজন নেতার কণ্ঠে শুনলাম ঃ 'আজ আপনাদের (ভারতীয়দের) বললে shocking লাগবে কারণ নিজেদের সম্পর্কে এমন নগ্ন আত্মসমালোচনায় হয়তো আপনারা অসোয়াস্তি বোধ করবেন, তবু বলতেই হবে, স্বীকার করতেও কোনও দ্বিধা নেই। ভারত দ্বিখণ্ডিত হতো না, ভারত ভাগ আমরা করেছিলাম, আমরাই ওপার বাংলার বাঙালী মুসলমানেরা যদি বাংলাদেশ দ্বিখণ্ডিত না করতাম, কেউ তা দ্বিখণ্ডিত করতে পারতো না। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছি, আমরা রক্ত দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করছি। বাঙ্গালীর পূর্বসূরীগণ, রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন প্রমুখ যে অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা আমরা চুরমার করে দিয়েছিলাম। আমাদের পিতা-পিতামহদের সেই স্বপ্নই এবার বাস্তবায়িত হবে।'

কিন্তু একজনের কাছে এই ঘটনারাশি আকস্মিক ছিল না, যখন বসে শুনছিলাম বাংলাদেশের এক মুসলমান নেতার স্ব-মুখে এমন তীব্র আত্মসমালোচনা, তখন মনে পড়ছিল এই কথাই তো শুনেছিলাম মহাকালের কণ্ঠে ঃ

"They must pay the price, তাদের কে অধিকার দিয়েছিল যে লক্ষ লক্ষ হত্যা

কর। They must not forget একমাত্র পরিচয় হবে আমি জননী জন্মভূমির সন্তান। অন্য কোনো পরিচয় চলবে না। Personal appraoch to God that will be their personal affair. Holwell movement -এ...ঢাকার মুসলমান ছেলেরা আসতে পারে বলে খবর পাঠিয়েছিল।

এবার someone is neither going to give or ask for any question. They must pay the price with their lives".

আমি যখন লিখতে বসেছি তখন সেদিনকার এই কথাগুলি সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ স্পর্শ করছে। কিন্তু আমরা কি করতে পারছি? মনে হয় অর্জুনের যেমন বিভূতিযোগে বিশ্বরূপ দর্শন হয়েছিল, আমাদেরও সেই দর্শনই হল এ যুগে। তাছাড়া আর কিসের সাথে এই দর্শনের তুলনা করবো। সমস্ত তুলনার অতীত তিনি। সেদিন তাঁর সেই গুহার রোমাঞ্চকর পরিবেশে বলেছিলেন : মা জননী জন্মভূমির পিনাজিত অঙ্গে এমন ভয়ানক বিষফোড়ার উদ্‌গম করবো যা অবাক হয়ে দেখবে।

"East এবং West Pak-এ এমন বিকট স্থিতি..." "নাদির শাহ্ হয়ে East Pak কে কুঁচলে দেবার কাজে নাবতেই হবে।"— "যার দরুণ যদি উদ্দেশ্যের সফলতার জন্যে "পুরো নাদির শাহ্" না— হতে পারে তবেই only then there shall be found, to take his place, to become "পুরো নাদির শাহ্"।

You-and-your people let East Bengal get the whole— gamut of "the thing". Never, never, anyone of you shout and shriek for 'United Bengal' for heaven's sake... Them— Muslims of East Bengal have been so primed as to be in no mood to be United with Hindu-West Bengal. They want to চাখতে independent Muslim Bengal. Let the Muslims of East Bengal have (get) it seemingly on their own gas, first.

The next stage shall crop-up-thereafter.

Mahakal is (has had been) working so actively that পাকিস্তান shall be forced to murder কচ্ছ and তাসখন্দ।

এবারে আবার চাপা দেওয়া ধামা খোলা হবে। এবারের প্রস্তুতি এবং ধরনটা একটু অন্য ধাচেরই হবে।

...এই যে এখন ভারত সরকার এবং দেশ মনে করবেন যে এবারে আমাদের গাড়ি ঠিক রাস্তায় চলছে— এ স্বপ্ন ভাঙবে। Mahakal আশা করছে যে যখন সরকারের এ স্বপ্ন ভঙ্গ হবে, তখনো সরকার তারস্বরে 'তাসখন্দের জামিনদার'কে ডাকবে। হে তাসখন্দের জামিনদার রক্ষে কর। প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর। Mahakal shall see to it that তাসখন্দের জামিনদার' cannot come to the rescue অতিবাম দেশ' shsll be rushed "somewhere" to engage (and thus divert) তাসখন্দের জামিনদার—

entangling তাসখন্দের জামিনদার for fear (Jamindar's) of own's sake. 'Some thing' is happening rather has had been, all these years, volcanoes there are going to erupt. A leadership more brutal, more savage and aggressive (it is a must for Mahakal).

যে দুপক্ষের পা চেটে তেল মালিস করে একটি দলের শাসন টিকিয়ে রাখা সম্ভব, তাদের ইশারা নির্দেশে চলা ছাড়া আর অন্য উপায় শাসকদলের নেই। এই জীবন-মরণ সমস্যার ব্যাপারে সরকার, শাসকদল এবং পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র identically এক, এবং দুজনেরই পাঁয়তাড়া Stance etc ও identically সম্পূর্ণ ভাবে same। শাসকদল যে Western egg ও এই ultimate Truth দেশের কাছে 'গোপন' রাখতেই হবে। এবং West এর সামনেও ঐ ভঙ্গিমায় কথা বলতে হবে 'আমরা Marxist কিছুতেই নই।' অর্থাৎ Diplomatic parlance-এর স্পষ্ট অর্থ হোল আমরা Anti-Marxist বটে, কিন্তু anti-communist নই। অর্থাৎ এই বললে Socialist-দের দলে থাকা চলবে। অর্থাৎ ঘুরিয়ে Westকে (তোমাদেরই স্বার্থরক্ষার জন্য) যথেচ্ছ স্বেচ্ছাচার-স্বৈরাচার লুঠ রাহাজানি— ডাকাতি খুন আরাম আয়েস মজা ওড়াবার জন্যে যতো কিছু টাকা Etc Etc দরকার, তা যদি না দাও, তবে (সাবধান) 'জামিনদার' ও 'অতিবামের' দিকে ঝুঁকবোই,তাদেরই সঙ্গে গলায় গলায় ভাব করবো।'

They (The Westerners) are no idiots, they see this game through, and without batting an eye, laugh in their sleeves, and agree to help.

কিন্তু স্বার্থের লোভে এই শাসকেরা এত অন্ধ যে এটুকুও বুঝতে পারে না যে, তাদের সহায়তা AID etc-র set purpose-ই হোল মহারাজ ত্রিশঙ্কুর অবস্থায় রেখে দেয়া (India-কে)।

কিন্তু কেউ বোঝে না সেই কথা, বুঝেও চলতে চায়না। অন্যভাবে প্রত্যেকের কাছে—'দেশ বড় নয়, Truth বড় নয়, বিবেক বড় নয় চুলোয় যাক বিবেক সত্য, Fundamental এবং তাদের সঙ্গে চুলোতে ঠুসে দাও দেশকে। প্রত্যেকেরই একমাত্র আরাধ্য দেব হোল পার্টী, সেকসন, থিওরী, Place And Gallery।

চারদিকের নানা প্রশ্ন নানা জিজ্ঞাসা সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য নানা বিষয় হঠাৎ মহাকাল যেন নড়ে উঠলেন তার তেজোদীপ্ত সেই কণ্ঠস্বর যে একবার শুনেছে সে ভুলতে পারবে না কখনও— সমস্ত হৃদয় কেঁপে উঠবে। এক একটি কথা যেন এক একটি বজ্রশেল ঃ

I am inscrutable : If you forget it you will forget it at your peril. There is no one in this world who can fathom the Mahakal. If anybody ascribes that he is an authority on me, I would call him a darned fool. Know yourself first then try to know others. What utterly nonsensical!

আজ পর্যন্ত 'একজন' সম্বন্ধে শত শত লেখা বেরিয়েছে বই লিখেছে, লিখছে, লিখবে। America থেকে যারা Staff ইত্যাদি ভারতে আসে তাদের instruction দিয়ে দেয় তাঁর সম্বন্ধে যা যা পাবে সংগ্রহ করবে। শুধু India তেই নয়, গোটা Sohth-East Asia তে।

কে কি লিখেছেন বা লিখছেন! কেউ বলছেন দেবতা, কেউ বলছেন মাটির মানুষ, কেউ বলছেন বাঁদর, কেউ বলছেন শয়তান, কেউ বলছেন একেবারে রোমান্সে ভরা, কেউ বলছেন প্রকাণ্ড বিদ্বেন, কেউ বলছেন mediocre, কেউ বলছেন he is a stupid through and through, কেউ বলছেন শুয়োরের মতো, কেউ বলছেন ঘোড়ার মত, কেউ বলছেন he is a rabid dog, কেউ বলছেন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য একবগ্গরের গোঁয়ার, কেউ বলছেন সাধারণ মানুষ, কেউ কেউ বলছেন অবতার, কেউ বলছেন পৃথিবীর সব চাইতে বড় strategist, কেউ বলছেন Superman, কেউ বলছেন বেঁটে, কেউ বলছেন শালপ্রাংশু মহাভূজ, কেউ বলছেন লাবণ্যে ঢল ঢল কমনীয় মুখ রে, কেউ বলছেন ব্রহ্মা বুঝি একান্তে বসে তিলোত্তমার জুড়ি করতে চেয়েছিলেন, কেউ বলছেন Burmese, Naga, জাপানী, চীনাদের মেশানো কিম্ভুত চেহারা, কেউ বলছেন কন্দর্পের মত।

শুধু একটা বলাই বাকী আছে ; উনি আর কেউ নন। অমুক, ভগবান স্বয়ং। এ যদি কেউ বলে তবে বাঁচা যায়। অন্ততঃ একটা Postal address তো পাবে?...

...জাগতিক, পার্থিব, কোনো বন্ধনই আমাকে বাঁধতে পারবে না। সুতরাং যা খুশী বলে যেতে পারো, সেগুলি আমাকে স্পর্শ করবে না।

...আমি যাদের বলছি তারা আমার হতে পারে না। তারা যার যার কূলে দাঁড়িয়ে আছে। আমার মত কেউ নেই যারা দুকূল হারিয়েছে, who have burnt their boats।

এ পর্যন্ত জগতে সত্য প্রেম, সত্য প্রীতি, সত্য ভালোবাসা থাকতে পারে না, barring a few exceptions মায়ের প্রেমের মধ্যে একটু সত্যতা আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেটাও trammelled তবুও মাতৃপ্রেম এ-জগতে এখনও আছে।

আমি mysogynist নই। হতে পারি না, যে নারীদের মা বলে পূজো করতে পারে, তার পক্ষে এটা সম্ভব নয়।

আমি নিষ্ঠুর হতে পারি না। কারণ আমি নিজের জন্য কিছু করছি না। যে নিজেকে পুড়িয়ে খাক করে ফেলতে পারে, সে অপরের প্রতি নিষ্ঠুর হবে কি করে?

নিজের শক্তির যেখানে অভিমান আছে, সেখানে নিষ্ঠুর হওয়ার কথা আসতে পারে। কিন্তু যেখানে আমার a part, a role has to be played through, সেখানে একথা আসতেই পারে না। আমার নিজের সম্বন্ধে কোনো illusion নেই। আমার আসল পরিচয় আমি বাঙলার একটি ধূলিকণা। আমার নকল পরিচয় Frankenstien,

which I neither did want nor deserved. You have raised this Frankenstien, এখন Frankenstien করে Feeler পাঠানো হচ্ছে, it is too late.

হ্যাঁ মহাকাল বাংলার ধূলিকণা, বাংলার জন্য এমন টান, এমন বাঙ্গালী প্রেম কল্পনাতীত, মনে পড়ে সেদিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ scenic beauty প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন, 'বাংলার গৃহস্থের তুলসী মঞ্চ। বিশ্বের সবচেয়ে মনোরম দৃশ, সূর্যাস্ত ও সন্ধ্যার সন্ধিলগ্নে যখন গৃহস্থ বধূ প্রদীপটি হাত নিয়ে তুলসী মঞ্চে আলো দেয়, যখন তার অভয় শঙ্খ দিগন্তে রণিত হয়, তখন মনে হয় কী গভীর শান্তি, কী নির্মল আনন্দ।' এই পুরোপুরি বাঙালী সন্তানকে বাংলা ও বাঙালী চিনল না।

একা মোর গানের তরী
ভাসিয়ে দিলেম নয়ন জলে
সহসা কে নেবে ভার
তরি মোর বাইবে বলে।।

কি সুন্দর গান। জানো এই গানটা শুনেছো। প্রত্যেকটি কলি কি সুললিত, কি তার সুর। আমি পৃথিবীর কতো জায়গায় ঘুরেছি, কত দেশের গান, সুর শুনেছি কিন্তু বাংলার মত এমন মিষ্টি এমন সুললিত গান আমি কখনও শুনি নি।

Mahakal-এর জীবনটা কি দুঃসহ অবস্থার মধ্যে দিয়ে গেছে তা তোমরা কিছুতেই বুঝতে পারবে না। তোমরা আমাকে ভুল বুঝো না। আমাকে কোনো সময় মনে করো না callous cruel কিম্বা vendetta চালচ্ছি। আমার সামনে এসব কথা বলবে না। আড়ালে বললেও সে খবর চলে আসবে। যদি শুনি কোন সময়— 'এরকম কথা বলেছেন নিশ্চয়ই সেকথা শুনলে ব্যথা পাব।' কিন্তু not that I care for because the course is already settled, there is no question of veering round or altering the course of events. Don't consider the Mahakal callous cruel or carrying on a vendetta. You don't understand what vexatious dog-life the Mahakal is living. If anyone of you say at that time he is callous, cruel, I will be surprised. অবাক হব। এবং সত্যি কথা I am no more a man. Human register থেকে আমার নাম crossed out হয়ে গেছে। আমি একটা Token or Symbol মাত্র। Token or Symbol-এর personal cruelty, vengeance বলে কি থাকবে? 'ভূতে'র মানসিক পরিধি জীবিতের পরিধির চাইতে অনেক বড়।

বাঙালীর মানসিক ও চারিত্রিক পরিণতির কথা যখন ভাবি, তখন এইটা ভাবি এর পরে যা ঘটবে তার জন্য মনে উদ্বেলতা আসবে না। মহাকালের সত্য পরিচয় ... নয়, বাংলার একটা ধূলিকণা। এছাড়া যে পরিচয় লাগাও না কেন, সেটা inapt হবে, erroneous হয়।

ঐই mortal coil-এর শেষ খবর পাওয়া গেলে, এমনি ধারা যায়গায় রেখে দেওয়া, সেটা যেন সহর না হয়, metropolis না হয়। এমন একটা জায়গা যেখানে মেলা বসে, বাজার বসবে। Just below its surface রেখে দাও, কোন Tablet থাকবে না। Board না, Rod থাকবে না। মা-বোনেরা যারা ঐ রাস্তা দিয়ে যাবে তারা কেউ যেন না জানে এর নীচে একটা Body আছে। This is the highest honour I aspire.

কৃষ্ণ, চন্দ্রকেতু, বিশ্বামিত্র, প্রতাপাদিত্য সব এসেছিলেন, চলে গেছেন। কোনো চিহ্ন রেখে গেছেন কি? এটা আমার মানস ... অবশ্যি on cards এই আছে যে after these series are accomplished, তার পরে মা তাঁর ছেলেকে জাগতিক Stage থেকে সরিয়ে আড়ালে রাখবেন freeing her son from all temporal duties.

এখন মহাকাল যা করছে, তোমাদের বুদ্ধিতে প্রতিভাত হচ্ছে মহাকাল করছে। It is not so. This mortal coil is being used as a foil, যে করছে তাকে রোধ করবার শক্তি কারো নেই।

সাঙ্গ আমার ধুলো খেলা,
সাঙ্গ আমার দেনা-পাওনা।

এজন্য আমি perfectly tranquil।

আজ বাংলাদেশের যে সার্বিক জাগরণ, দেশের মাটির গভীর থেকে যে সর্বব্যাপী জাগরণ পরিলক্ষিত হচ্ছে, সেই জাগরণের পরিপ্রেক্ষিতে 'মহাকাল'-কথিত বাঙ্গালী-চেতনা, উপলব্ধি করা যায়। তিনি কতবার বলেছেন, একটি জাতি militarily think করবে, act করবে তবে সে জাতি উন্নতি করবে। আজ কি ব্যাপক সামরিক কর্ম-চেতনায় সমস্ত পূর্বখণ্ডের বঙ্গবাসী উদ্বুদ্ধ হচ্ছে, এটা কি মহাকাল নির্দেশিত, অথবা অনুমিত পথ নয়? এখনও কি সন্দেহের অবকাশ রয়েছে? না, আমি কোন অনুমানের ভিত্তিতে, কোনও স্ব-ভাবনা আরোপ করছি না। চারণিক কোনও দেশীয় অথবা আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক কেন্দ্রে আবর্তিত নয়। সে চলে মুক্ত স্বচ্ছন্দ প্রকৃতির নির্দেশে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, যে উত্থানের, যে পরিবর্তনের নির্দেশ চারণিক নানা-ভাবে তার রচনায় 'মহাকাল'-এরই শ্রুতি উদ্ধার করে বার বার শুনিয়েছে আজও সেই কণ্ঠ নিনাদিত করে বলছে, এটি আংশিক ঘটনা। আরও বাকী রয়েছে। আন্তর্দেশীয় ও আন্তর্জাতিক টানা-পোড়েন এবং তার খেলা এখনও বাকী আছে। কেন বাংলাদেশের দক্ষিণে, পূর্বে, পশ্চিমে, উত্তরে একই কথা শুনতে পাই আরেকজন কে আছেন অদৃশ্য শক্তি! আমাদের সমস্ত কিছুর পশ্চাতে এমন কি আমাদের বন্দী নেতারও inspirer তিনি! কেউ কেউ বলেছেন আমরা শুনেছি, বন্দী নেতা তাঁর দ্বারা উদ্বুদ্ধ। জানি না এর সত্যাসত্য, আমি বিচারক নই আমার কাজ বিবরণ দেয়া। কোথাও শুনেছি, একটি চাষী জোয়ান ছেলে, হাতে স্টেন গান, পরণে গেঞ্জী, লুঙ্গি,

gum-boot তার মধ্যে কোনো চালাকি, কোনো শেখানো বুলি আওড়ানোর কথা নেই, সে বলছে— 'এবার দুই ব্যাটাকে একসাথে হাজির করবো। পূর্বে তাঁকে দেখার সৌভাগ্য হয়নি এবার তাঁকে দেখেছি।'— চমকে উঠেছিলাম এমন কথা শুনে। প্রসঙ্গত মনে পড়ে গেল একদিন বলেছিলেন "চাঁটগায় যে '—' হয়েছে সেটার inspiration কোথায়? অনেকদিন যাবৎ চেষ্টা করে তৈরী হয়েছে। কয়েকবার আমার সঙ্গে দেখা করে গেছে। Inspirer-এর নাম ব্যবহার করতে চেয়েছিল। Sternly refuse করার পর আর কিছু বলতে সাহস পায়নি।" শুধু কি তাই, এই একটি অত্যাশ্চর্য নিরস্ত্র মানুষের অমন লড়াই, বিশ্বের সব শক্তিই পাঁয়তারা কষছে কিন্তু কোন শক্তিই কাছে ঘেঁষতে পারছে না। কেন? এই রচনার 'মহাকাল'-কথিত অংশগুলি বারবার পাঠ করলেই উদঘাটিত হবে। মহাকালের অস্তিত্ব তাঁর সত্তা সম্বন্ধে, তাঁরই ভাষায় ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছি। তিনি গভীর, দুর্জ্ঞেয়, এই মহাসাধক যে কোটিতে বিরাজ করছেন, যে কোটি থেকে তিনি আমাদের মত মূর্খ অতি দীন পথিকদের নানা বিচিত্র পথনির্দেশ দিচ্ছেন, তা বুঝতে হলে I-কে ভুলে, অর্থাৎ 'আমি' এই অস্তিত্ব ভুলে 'মহাকাল' ভাবনায় ডুবে যেতে হবে। এবং সম্পূর্ণ নিজেকে তাঁর মধ্যে ডুবিয়ে দিতে পারলেই এই গভীর অথচ আপাত-সহজ, হেঁয়ালি কথাগুলির সার উদ্ধার সম্ভব।

শুধু কি সেই কৃষক সন্তান! একটি তরুণ সামরিক নেতা বলেছেন, হ্যাঁ তাঁর বইগুলি চাই (পূর্ব জীবনের)। অসংখ্য, হাজারে হাজারে চাই। আমরা ছড়িয়ে দিতে চাই সমস্ত দেশময়। এ উচ্ছ্বাস নয়, এ অন্তরের কথা। কিন্তু কেন? সূর্যের আলোক সমস্ত পূর্ব দিগন্ত উদ্ভাসিত করে সমস্ত অন্ধকার দূর করে যোজন যোজন বিস্তৃত বাংলা— তথা— পূর্ব— ভারত— ভারত তথা সমগ্র পূর্ব-এশিয়া আলোকিত করবে। বাঙ্গালী সার্বিকভাবে এখনো জাগরিত হয়নি, তার ঘুম এখনো ভাঙ্গেনি। সেই ঘুম ভাঙ্গবে। যদি না ভাঙ্গে? এক নিদারুণ প্রলয়ে এক নিষ্করুণ বজ্র আঘাতে তার ঘুম ভাঙ্গবে। ক্লেদাক্ত স্বার্থপর ক্ষমতালিপ্সু নেতৃত্ব নয়, বাঙ্গালী-চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাঙ্গালী সংস্কৃতি পুনরুদ্ধারে দৃঢ়সংকল্প লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী সন্তানের আত্মবলিদানের রক্তগঙ্গায় তাঁর আবির্ভাব ঘটবে। চারণ ১৩৭৫, জয়শ্রীর মাঘ সংখ্যায় কলকাতা নগরীতে নৈশ অভিযানের একটি বিবরণ, একটি অনুভূতি বিবৃত করেছিল। আজ দীর্ঘ তিন বছর অতিক্রমণের পর পুনরায় পাঠককে সেই কথা কয়েকটি স্মরণ করিয়ে দিতে চায়।

'In the inviolable and most Divine name of Ma Janani, Janmabhumi ... Bengal, India shall arise again in Her full glory.

'বল বল বল সবে
শত বীণা বেণু রবে
বঙ্গ আবার জগৎ সভায়
শ্রেষ্ঠ আসন লবে।'

Ah Mother, Mother, mine Mother Bengal. How far you are।

বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ ঃ

Mother! Thou shall wear the crown
I swear! I swear!! I swear!!!
Mother! hark hear unto me.

মহাকালের এই আকাঙ্ক্ষা এই স্বপ্ন, বাস্তবায়িত হতে চলেছে— আজ দুই বাংলার সর্বশ্রেণীর মানুষের কাছে মহাকালের সাবধানবাণী আগামী দিনগুলির পথনির্দেশ দেবে।

There is but one Test for all
One life for each to give
I challenge! Who stands! If Bengal falls?
And,— who dies If Bengal lives?

আগামী দিনগুলির কঠিনতম সংগ্রামে মনে রাখতে হবে, সে-ই বেঁচে যাবে যে নিজেকে সঁপে দেবে প্রকৃতির কোলে— যে নিজেকে প্রকৃতির সন্তান মনে করে খেলা করতে পারবে— মহাকাল বলছেন—

"তোমাদের so called stupendous scientific progress-এর চাইতে এক জোড়া ফুলের মধ্যে, তার সৌরভ, তার অবদান, তার মিষ্টত্ব, তার সৌন্দর্য, তার স্রষ্টার মধ্যে নিজেকে যদি কিছু সময়ের জন্যও ডুবিয়ে না দিতে পারো you are already dead, পাখির গান যদি হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারো, হাওয়ায় গাছের হেলেদুলে আওয়াজ যদি পাঁচমিনিটও কান পেতে গ্রহণ করতে পারো, যদি মনখোলা হাসি আপন মনে হাসতে পারো, তাহলেই তুমি machine হবে না, নইলে you are dead, নিজেকে নিয়ে নিজে যদি খেলা না করতেপারো তুমি progress করতে পারবে না। So-called civilisation-এর inhibition-গুলি আসার ফলে তুমি নিজেকে নিয়ে নিজে যে খেলা করতে পারতে, তোমার ঈশ্বরদত্তগুণ গুলিকে, তোমার capacity-কে গলা টিপে মেরেছ। They are there as your playmates, release them."

আর সেই সঙ্গে প্রত্যেকটি বাঙ্গালী সন্তানের পথের দিশারী "It is a very, very rough road that leads to the height of Greatness."

জয়শ্রী, ভাদ্র, ১৩৭৮ (১৯৭১)

'আবার আসিব ফিরে' ঃ ২

২৫শে মার্চের পর ঢাকা থেকে বেরিয়ে উত্তর দিকে এগিয়ে চলেছি। টঙ্গি হয়ে চলেছি জয়দেবপুর। লাল মাটির ছোট ছোট টিলা, ঘন গভীর বন। ভাওয়ালের বহু পরিচিত, বহু আলোচিত বিস্তীর্ণ অঞ্চল। শৈশবে ঐ অঞ্চলে শিকারে কখনও কখনও এসেছি

মনে পড়ে যায়। কিন্তু আজ সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন মানসিকতায় সেই পথ ধরেই চলেছি। মাটির রঙ, পারিপার্শ্বিক, পরিবেশ কিছুটা বীরভূমের মত। পথের দুধারে ভয়-বিহ্বল মানুষ ছুটে চলেছে। কোথাও তুমুল গোলাগুলির আওয়াজ, অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ, অগ্নিবিধ্বস্ত জনবসতি। এরই মধ্যে আমায় খানসেনার দৃষ্টি এড়িয়ে চলতে হচ্ছে— সন্ত্রস্ত দ্রুত পদক্ষেপ। কোথাও অপেক্ষা করার ফুরসৎ নেই, হাঁটছি আর ভাবছি কোথায় এর সমাপ্তি। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, দ্রুত কোন আশ্রয়স্থলে পৌঁছানো দরকার, শুনেছি, এই অঞ্চলে বাঘের ন্যায় হিংস্র ক্ষুদ্রাকৃতি শ্বাপদ আছে। হঠাৎ মনে হল পরিবেশ আবহাওয়ার লক্ষণীয় বৈচিত্র্য, যে বৈচিত্র্য, শুধু মাত্র অনুভব করা যায় ভাষায় প্রকাশ করা চলেনা।

এই গহন অরণ্যে, নীরব নিথর ভায়বহ পরিবেশে শতশত ছিন্ন মুণ্ড ও নরদেহ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত। ভয়াবহ এই জন্য যে, শত শত ছিন্নমুণ্ড একটি বিভীষিকাময় ঘটনাকে বিবৃত করছে। ভাবছি ভুল পথে এসেছি। অকস্মাৎ দেখি একটি মিশমিশে কালো সুঠাম দেহী, সম্মুখে পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। বাজখাই গলায় জিজ্ঞাসা, কী চাই? পথের নিশানা দিলাম। বন্নে রাত্রিটা ঐ বনে অবস্থান করতে, কিছুদূরে একটি প্রাচীন দেবদেউল বলে ভ্রম হল ; রাত্রিতে ঐ দেবমন্দিরে আশ্রয় নিতে পারি কিনা জিজ্ঞাসা করায়, সেই কালো সুঠাম দেহী প্রহরী একটি অর্থব্যঞ্জক হাসিতে সম্মতি জানালো এবং নিমেষে অদৃশ্য হল। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। পুনরায় সে উপস্থিত হল এবং তাকে অনুসরণ করতে নির্দেশ দিল। একটি জীর্ণ পুরাতন বিশাল দেবদেউল, তারই সংলগ্ন একটি প্রকোষ্ঠে আমার আশ্রয় হল।

অনেকদিন পূর্বের কথা, মনে পড়ে কতদিন, কতসপ্তাহ কাটিয়ে দিয়েছিলাম শ্মশানভূমির উপর অতি প্রাচীন দেবদেউলে একজনের সাক্ষাৎলাভের আশায়। যে দেবদেউলে দিনের বেলায়ও কোন জীব প্রবেশে সাহস পেত না। জরাজীর্ণ মন্দিরের প্রতিটি পাঁজরে লুকিয়ে আছে বিষাক্ত সরীসৃপ আর রহস্যময় ভূত সহচর। আর ভূতনাথ ত্রিকালজ্ঞ মহাকালের সেটি আশ্রয়স্থল এটাই তো স্বাভাবিক।

লোকশ্রুতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চক্রযানে অবতরণ পৌরাণিক-শ্রুতি সেই অবতরণে সৃষ্ট ক্ষত অনন্তকাল নিরবধি জল উদ্‌গমনের কারণ, আর সেইহেতু পুণ্য দেবভূমি।

এটি মহাসাধনক্ষেত্র ঋষিকুলশ্রেষ্ঠ মহামুনি দধিচী এরই সন্নিকটে দেবকুলের প্রার্থনায় দেহদান করেছিলেন, চূড়ান্ত ত্যাগের সুমহান দৃষ্টান্ত, তাঁর পরিতৃপ্তিকরণে এই অঞ্চলটিতে ভারতের সকল তীর্থক্ষেত্রের সমাবেশ ঘটেছিল।

আর এই শতকের এবং বিশ্বের সম্ভাব্য-ইতিহাসের এক অত্যাশ্চর্য পুরুষ আবির্ভূত হলেন মহাসিন্ধুর ওপার হতে। শুনেছি এই অঞ্চলে মুনিকুলশ্রেষ্ঠ ব্যাসদেব মহাভারত রচনা করেছিলেন। কিন্তুএবার আর লোকশ্রুতি, পৌরাণিক কাহিনী নয়, নবযুগের

মহাইতিহাস, অভুতপূর্ব এক মহাজীবনকথার কেন্দ্র-চরিত্র শ্রীভগবানের মতনই আবির্ভূত হয়েছেন। আর তাঁর জীবনকথা জলধারার ন্যায় অনন্তকাল ভারত তথা সমগ্র বিশ্বের মানবসমাজকে সিঞ্চিত করে যাবে।

ভুলতে পারিনি সেদিনের কথা যেদিন শেষ আদেশ দিয়ে আমায় বিদায় দিয়েছিলেন। সেই বিদায়ক্ষণ তারা ভুলতে পারবে না, যারা সেদিন ঘটনা ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন দু পক্ষের অনেকেই। স্ব-পক্ষের অনেকেই সেদিন তার বিশ্বস্তদের তালিকায় ছিলেন না, কিন্তু সবাই জানতো তারাই তাঁর নিকটতম সহচর, একান্ত বিশ্বাসভাজন। একে একে সব কাজ শেষ করেছেন। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন। তাঁর বড় প্রিয় সেই 'তরবারিটির' দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছেন। একবার কাছে গিয়ে পরম স্নেহভরে ঐ তরবারির সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দিলেন, এবং তারপর এক ঝটকায় বাইরে চলে এলেন। ব্যক্তিগত ফাই-ফরমাসের একমাত্র ভৃত্যটী ছোট শিশুর মত অঝোরে কাঁদছে, কিন্তু উপায় নেই। পিছুটান, বন্ধন, মায়া, মমতা এসব তাঁর জন্য নয়। জাপ-প্রধানরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, আর বিলম্ব নয়। মহানায়ক এবার এলেন তাঁর সেনাপতিদের সম্মুখে, সবাই উদ্বিগ্ন কে তাঁর সহচর। প্রত্যেকের অভিব্যক্তি, তাঁরা প্রত্যেকেই এই সাহচর্যের একান্ত এবং একমাত্র উপযুক্ত। কিন্তু যাঁর বাছাই করার তিনি ঠিকই মনে মনে বাছাই করে রেখেছেন। তিনি শুধু একজন অদ্বিতীয় নেতাই নন, একজন অদ্বিতীয় অভিনেতাও বটে, দুই চোখে অঝোরে ধারা গড়িয়ে পড়ছে, গভীর বেদনায় সিক্ত সেই মুহূর্তটি তিনি এসে বললেন, তোমাদের কাউকে রেখে আমার মন যেতে চাইছে না। কাকে বাদ দিই, কাকে নিই! অথচ ওরা আমার ভিনদেশী বন্ধুরা মঞ্জুর করেছেন আমার সঙ্গে একটি মাত্র আসন। আমি তাই আমার কনিষ্ঠতম সেনাপতি এবং আমার অ্যাডজুটেন্ট'কে সঙ্গে নিচ্ছি। বলেই আর কোনও কথা নয় তাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে উড়োজাহাজে চেপে বসলেন। অন্যরা কেউ বোঝার পূর্বেই প্লেন দিল ছেড়ে। নির্ধারিত একটি সময়ে একটি বিশেষ স্থানে তাঁকে অবতরণ করতে হল, তাঁকে সেখানে বিশ্রাম করতে দেওয়া হবে স্থির ছিল, কিন্তু হঠাৎ কি হল, কি সংকেত এল, কারা যেন অনুসরণ করেছে। আর মুহূর্ত বিলম্ব নয়, মহানায়ক এবার সেই বিশ্বস্ত অনুগত 'অ্যাডজুটেন্টকে' বিদায় দিলেন। এই দৃশ্যটি সত্যিই মর্মান্তিক। কত ঝড়ঝঞ্ঝা কত প্রতিকূল পরিবেশে আমরা মহানায়ককে দেখেছি অবিচলিত দৃঢ়, কিন্তু সেই মুহূর্তে কী হল! অঝোরে অশ্রু ঝরছে। সেই হৃদয়-বিদারক দৃশ্য অবর্ণনীয় ; এবার আর অভিনয় নয়। তবু তাঁকে কর্তব্য সমাধা করতেই হবে, 'অ্যাডজুটেন্ট'কে বল্লেন, মনে রেখ আমার নির্দেশ, তোমায় বিস্তারিত বলতে পারালাম না। সবই আমার অত্যন্ত বিশ্বস্ত Trusted, দুজন জাপ সেনাপতিকে বলে গেছি জেনে নিও এবং সেই অনুযায়ী কাজ কোরো। কোন প্রয়োজন হলে এদের কাছে

বলো। মহানায়ক এবার উঠলেন, তারপর অজানার পথে পাড়ি দিলেন। বহুকাল পর অন্যত্র যেদিন পুনরায় একটি কণ্ঠের আহ্বানে ধাবিত হয়েছিলাম, সেদিন মহাকাল মন্তব্য করেছিলেন, 'হ্যাঁ আমার 'অ্যাডজুটেন্ট' ছিল একটি পূর্ণ মানুষ। বোধকরি সেজন্যই স্বাধীন ভারতে তাঁর আশ্রয় মেলেনি এমন অনড় অটল নিষ্ঠার সঙ্গে কেউ কারুর আদেশ মেনে চলেছে আমার অন্তত জানা নেই।

গভীর রাত্রে সেই মিশমিশে কালো লোকটি আমায় বল্লে সাধুবাবা ডাকছেন। কে? কে সাধুবাবা? আমকেই বা ডাকছেন কেন? কিন্তু প্রহরীর এমন প্রশ্নের জবাব দেবার হুকুম বোধ করি নেই, তাই আমায় সত্বর একটি প্রকোষ্ঠের সম্মুখে নিয়ে হাজির করলো এবং উচ্চৈস্বরে আমার আগমনবার্তা ঘোষণা করলো। আমি প্রণাম নিবেদন করলাম। তারপর যে কণ্ঠস্বর শুনলাম তাতে বিস্মিত হলাম। আমায় নির্বাক দেখে বল্লেন, চারণ, বিস্মিত হচ্ছো, নয়? তোমার সঙ্গে এটা অদ্ভুত যোগাযোগ।

"অবাক হয়ে যাই তোমরা গাইছ বাংলা দেশের। কেন? এই স্তুতিবন্দনার পরে তোমরা পাবে তোমাদের জমি? লাউ পাবে আর কুমড়ো পাবে? Hypocrites। আর যখন তোমাদেরই মা বোন, পরিণীতা এ গাঁ থেকে ও গাঁয়ে নেওয়া হচ্ছিল— যখন জাহাজে করে আফ্রিকাতে, মধ্য এশিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যখন ৭০ লক্ষ এদিকে পালিয়ে এসেছিল, যখন জোলা, মাঝি, মেছো তোমাদের বাড়িতে দলে দলে এসে হাজির হয়েছিল ...। আজ যখন the nemesis has taken over, every গোঁড়া muslim জানে হিন্দুরা ভীরু কাপুরুষ লোভী আত্মসুখপরায়ণ out and out selfish। যেই হাতুড়ির চোট পড়েছে ওমনি India-তে এসে পড়েছে। আজ সে 'অমুকে'র ভক্ত। জান ওরা নিজের ইচ্ছায় তোমাদের সঙ্গে হবে এক?"

"ওদেরই নেমন্তনে ঢাকায় গিয়েছিলুম। যখন যাচ্ছি সভায় তখন অনেকগুলি তথাকথিত বন্ধু আমাকে ঘিরে ধরলো, আমায় এই প্রার্থনা করতে লাগলো, ওদের কোনও কথা বলবেন না। এরা বোঝে with a thundering whip and a stern command। একেবারে কেঁচো হয়ে চলবে, যখন দেখবে যে হুকুম দিচ্ছে, he has got the power to force us to a abide by the command and the price of these men is death, কি জান? Every time তারা অপরের শৌর্যবির্যহীনতার সুবিধা নেয়।"

"এই জন্যেই কি মাতৃগর্ভে জন্ম নিয়েছ। সেই বাংলাদেশ। একদিকের বাংলাদেশ রক্ত বইয়ে দিচ্ছে, মরার দামামা পিটিয়ে মৃত শবের ওপর দিয়ে চলেছে, নিজেদের দেশকে স্বাধীন করবার জন্য স্বাবলম্বী করার জন্য, তাদের সঙ্গে যাদের মিল হয় না তাদের শেষ করে ফেলবার জন্য।"

"বাংলাদেশের অন্য একটি রূপ দেখ। রোজ ৫০টি প্রাণ হত্যা করছে। বিনা কারণে হরতাল আর বনধ, বিনা কারণে চাকুরী করবে না, তবু মাইনে চারগুণ চাই। বাংলার

দুটো রূপ। বাঃ খুব ভাল হচ্ছে। তাদের লজ্জায় মাথা হেঁট হচ্ছে না। একদিকে Total sacrifice আরেক দিকে পিশাচের তাণ্ডব। তোমরা, ইয়াহিয়ার ট্যাকশাল সব খালি, চেঁচাচ্ছ। আর শত শত কোটি টাকা East Pakistan-এ খরচের জন্য earmarked হোচ্ছে। পৃথিবীর সকলে ইয়াহিয়ার against-এ হয়ে গেছে? Even USSR টাকায় পয়সায় অস্ত্রেশস্ত্রে তাকে সাহায্য করেছে, কেন?...."

"তোমরা এ মনে করো না nemesis তোমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে চলে। nemesis চলে নিজের গতিতে।"

"Immaturity, naivete-র কিছু সীমা থাকা দরকার তাও তোমাদের নেই। তোমাদেরই একভাগ, আত্মসম্মান, মা-বোন, পুত্র-কন্যাদের সম্মান, দেশের গৌরব, সংস্কৃতির গৌরবরক্ষার জন্য পাগলের মত ঝাঁপ দিচ্ছে মৃত্যুর বুকে।"

"Anyway এত গেল বিলকুল সাময়িক একটি দেশের জাতির ইতিহাস। এটাতো একটা বুদ্বুদ মাত্র— এর কোনও দাম নেই। It is God's truth, and take it from the horse's mouth. Communism shall die at the place of its birth. Even the Gods have not the power to nullify these solemn words, But you must pay the price। জাঁতার মধ্যে ফেলে ঘুরিয়ে তোমাদের কাছ থেকে দাম আদায় করা হবে।"

এই সঙ্গে মহাকালের আরেকটি উক্তি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি— "দেশের মানুষ আজ দেশের মাটিকে হারিয়েছে। অনেকে আছেন যাঁরা বাইরের দিকে চেয়ে আছেন কিন্তু যে মানুষ, যে জাত পেছনের খুঁটোয় নিজেকে বাঁধতে পারবে না, সে জিততে পারবে না। তারা মিলিয়ে যাবে, এটা একেবারে axiomatic truth. Communist-দের সেই অবস্থা। এরা দুদিনের জন্য— just like a flash in the pan— চমকে মিলিয়ে যাবে। একটা জাতির বয়স কতো? কমিউনিস্টরা জন্মেছে কবে? এইতো আঠারশ' সালে, হাজার হাজার বছরের মধ্যে মাত্র কয়েকটা বছর ধরে এদের জন্ম। This creed is carrying its death in its own cell."

"জগৎ পৃথিবী, শুধু জগৎ পৃথিবীই নয়, বন্দনা, স্তুতি করে শক্তিকে। যদি তোমার মধ্যে শক্তি থাকে তো জগৎ স্তুতি করবে তোমাকে। আর যদি তুমি শক্তিহীন হও যদি জগতের সমস্ত কিতাবের বিদ্যা তোমার পেটে থাকে তবে তোমার কোনও উপকার হবে না।"

"বিশেষ কারণে মহাকাল এবার জমিতে পা রাখেনি। তথাপি interrior-এ কতকগুলি নদীতে তার যান constantly move করেছে up and down, cross-wise, length-wise, in a circle. No Hindu, একটা ব্যাটাছেলে, মা-বোন চোখে পড়েনি।"

"মহাকাল বেড়াচ্ছিল তার নিজের ঢঙে, দুপাশের মিঞারা বুঝে গেল একে বাধা

দেওয়া, কি interrogate করার মানেই হল বিপদকে ডেকে আনা। তথাপি পিছনের gun barrel-এ যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের Dress ও চেহারা দেখলে এটা মনে হবে না তারা স্বদেশী নয়। দেখলেই এই মনে হবে 'They are Swadeshi'। হয়তো কোথাও কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে, কোথাও খবর পেয়েছে, খাবার সময় হয়েছে, যতদূর থেকে লোক দেখেছে, জেনেছে, পেছন পেছন চলে গেছে। যত লোক এসেছে Every person is a muslim একটা হিন্দুও আসেনি।"

আমি পুনরায় বলছি ঃ "I am not a concentrated raffle. I know some cards that might be carrot or any other. হুঁ! যা বলেছি মনে রেখে দিও। যা Ratio বলেছি তা তো understatement, কিন্তু সেগুলি তো প্রত্যেকটি সত্য হবে, হচ্ছে, তোমাদের চোখের সামনে। এবং এর পরেও হবে।"

"মনে রেখ your men are in every key place (here and overseas) this time, their 'পোষাক', are legal— They simply cannot be touched and/ or detected. Under their 'পোষাক' they are working, they are in positions in all the key Capitals and on the nerve-centres which count, manipulating, pulling, suppressing, exploding, creating and forcing issues and policies, mystifying— clarifying and shaping ... all only with a single purpose :

This time : No chances. No mistakes. No failure. This is divine 'Mother Durga's works. God's work : They are (for me) synonymous with motherland Bengal— Durga-Kali-Chandi-God-Brahma-Janani-Janmabhumi's Bengal. They mean to and for me only one thing "Bengal— my only Religion."

আমরা পারি শুধু অশ্রু ঝরাতে, বিছানায় শুয়ে আকাশকুসুম কল্পনা করতে। আমরা কল্পনা করি ভারত উন্নততর একটি সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে, কেউ কেউ কল্পনা করেন দুই বাংলা এক হবে, অথবা পূর্ববাংলা সম্পূর্ণ স্বাধীন হবে এবং আমাদের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য করবে এবং এপার বাংলা ব্যবসা-বাণিজ্য করে অর্থে সম্পদে, প্রাচুর্যে ডুবে যাবে। কিন্তু এই সব কল্পনা বা আশা-আকাঙ্ক্ষাকে কর্মে রূপান্তরিত করতে আমরা ক'জনেই বা সচেষ্ট? খুঁজে কাউকেই পাব না। আমরা চাই একটা যাদু স্পর্শে কিছু একটা ঘটে যাক আমাদেরই কল্পনা অনুযায়ী, যার মধ্যে আমাদের শ্রম, আমাদের জীবনদানের কোনও প্রয়োজন নেই, অথচ উন্নত পর্যায়ে আমরা যেন বহাল তবিয়তে মাতব্বরি, বাহাদুরি ও মোড়লীটুকু করতে পারি। এই অচেতন, ঘুমন্ত, ক্লীব সমাজকে, অন্ধ মোহগ্রস্ত সমাজের সামনে সেই মহান জীবনের কিছু ঘটনার প্রকাশ করতে চাই, এবং তাঁর স্বদেশবাসী প্রতিটি মানুষকে এই জীবনের চূড়ান্ত ত্যাগের ছবি

দেখে যেন নিজেদের জীবনকে সেইভাবে রূপান্তরিত করায় সচেষ্ট হন, তারই প্রয়াস চালিয়ে যাবে চারণিক।

"এতদিন তোমরা আমায় জানতে রায় বাহাদুর ওমুকের ছেলে, ওমুক জননীর ছেলে, মা জননীর 'ওমুক' তোমাদের কিছু। তারপর জানলে দেশবন্ধুর magic wand ঘুড়িয়ে দেবার ফলে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঢুকে পড়লো রাজনীতিতে। তাছাড়াও হয়তো দু'দশজন জেনে ফেলেছে, এ সবাইকে লুকিয়ে সাধনা করে। আবার হঠাৎ কেউ জেনেছে দু'চারজন তান্ত্রিক তাঁর সাথে ওমুক ওমুক জায়গায়, বিদেশে নানা পরিস্থিতিতে দর্শন দেয়, পরামর্শ দেয়। তারপর একদিন বিদেশে গেল Supreme Command হল, তারপর মরে গেছে বা অদৃশ্য হয়ে গেছে। হঠাৎ জানলে সে জ্যান্ত মরেনি। এখনও অনেকে দেখেছে জ্যান্ত।" এত গেল জাগতিক মানুষ হিসেবে একজনের পরিচয়। বিস্ময়কর ঠেকে। এসবই স্ব-মুখে বিবৃত। শ্রোতা অধম চারণিক। মহাশ্মশানে বোধ করি গাঁজার দম চড়েছিল নইলে কমলাকান্ত অহিফেনসেবী কি করে আনন্দ মঠ লেখেন, কি করে হিন্দুর নাটমন্দির আজ অসংখ্য অ-হিন্দু মুক্তি-যোদ্ধার আশ্রয় স্থল হয়। সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়েছিল যখন প্রদীপ হাতে অন্ধকার প্রাচীন মন্দির কক্ষে আমায় নিয়ে অস্ত্রাগার দেখিয়েছিলেন কোনও সেনাপতি। এই অস্ত্রাগার চণ্ডীমণ্ডপে, যেন আনন্দমঠ রচয়িতা ঋষি বঙ্কিম মানসনেত্রে ভবিষ্যতের এই ঘটনার অনুভাবনায় স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে এত কথা লিখেছিলেন। আর সেই সঙ্গে একথাও মনে পড়ে গেল "personal approach to God that will be their personal approach."

এই কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছিল বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অন্যতম একজনের কণ্ঠে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর তার নীতি কী হবে— 'মানবিকতা' তাঁর সকল কর্মের মূলমন্ত্র। মনুষ্যত্বের মানদণ্ডে সকল কর্ম নিয়ন্ত্রিত হবে। 'ধর্ম' ও 'রাজনীতির' গোঁড়ামি চলবে না, রাষ্ট্র কাঠামো, অর্থনীতি এবং সামাজিক প্রকল্পে। কোনও বিশেষ ধর্মের কোনও অধিকার থাকবে না। যদি কেউ সেই কাজ করতে চান, যদি কোনও সম্প্রদায় সেই কাজে উদ্যোগী হয়, তার জন্য থাকবে একটি শাস্তি, 'মৃত্যুদণ্ড'; তার কোন ক্ষমা নেই। হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান ইত্যাদি প্রতিটি ধর্মাবলম্বী মানুষের রাষ্ট্রের সকলপ্রকার ক্রিয়া কর্মে অংশ গ্রহণের সমান অধিকার থাকবে।

কিন্তু এই উদার ধর্মনীতির অর্থ ধর্মশূন্যতা বা ধর্মহীনতা নয়, সেজন্য মহাকাল-কথিত সাবধানবাণী স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, "ধর্ম তোমাদের কাছে প্রাচীন, স্থবির জড়বৎ। কিন্তু জান তো খুঁটির জোড়ে মেড়া লড়ে। এই খুঁটো হল ধর্ম। —bind yourself behind your back, তোমাকে তোমার পেছনে বাঁধ। পেছনে কি আছে Ocean of unbounded energy from which you have sparked off! পেছনকার এই শক্তি থাকলেই মানুষ লড়তে পারবে। Struggle করতে পারবে, এগুতে পারবে, এই

জন্যই চাই unbounded faith, Religion ছাড়া মানুষ চলতেই পারে না।"

সত্যকথা, ইতিহাসে, দেশজননীর সেবায় কোনও জাতি, শ্রেণী, বর্ণের সীমারেখা নেই। শুধু একটি মাত্র পরিচয় জননীজন্মভূমির সন্তান। আর দেশমাতৃকার স্বাধীনতা রক্ষায় তার জীবন বলিপ্রদত্ত।

গ্রীক নাটকের পৌরাণিক নায়কের মত সত্যই একজন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, জলস্থল, আকাশ, বায়ু, ব্যোম মহাব্যোম পরিক্রমণ করে একদিন শূন্যহস্তে ফকীররূপে তাঁর মাতৃসাধনা পূর্ণ করতে আবির্ভূত হলেন মহাসাধনক্ষেত্র মহাশ্মশানে।

ইতিহাসে উজ্জ্বল ঘটনা লিপিবদ্ধ হয়, ইতিহাসে চমকপ্রদ ঘটনা সমূহ দাগ কেটে যায়। কিন্তু যে ঘটনার সাক্ষী কেউ নেই শুধু এই বিরাট প্রকৃতি, এই মাটি আর বিশাল উন্মুক্ত আকাশ তার কাহিনীও আজ সময় এসেছে জানিয়ে দেওয়ার।

মাসের পর মাস অজ্ঞাতে রাতের অন্ধকারে পরিক্রমণ স্বদেশে এসেও শত্রু পরিবেষ্টিত। এই কি আমার মাতৃভূমি যে মাতৃভূমির শৃঙ্খলমোচনে আমি ঘর ছাড়া হয়েছিলাম। গ্রীক নাটকের নায়ক ফিরেছিল এমনি ভাবেই, কেউ তাকে চেনেনি চিনতে পারেনি। কালের গতি বয়ে গেছে সবার উপর দিয়ে। কেবল একজন সাধনার বিচিত্র শক্তিতে সব কিছুকে স্তব্ধ করে রেখেছেন।

শেষ দর্শনের পর যখন তিনি অদৃশ্য হলেন, সাহায্যকারী ছিল কৃষ্ণকায় সমিতি। কিসে গিয়েছিলেন, কোথায় গিয়েছিলেন! তা কি কখনও খুলে বলবেন! কেউ কি জানে, শেষ যাত্রার পূর্বে ভাল্লুকের দেশে তিনি গিয়েছিলেন। অথচ তিনি সবার অলক্ষ্যে সেই দেশের কবরস্থ নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সমস্ত ব্যবস্থা করে এসেছিলেন। সেই মানুষের এমন বহু অকথিত ঘটনা জীবনে রয়েছে। তিনি সেই দেশে কোথায় ছিলেন, কোনও Camp-এ ছিলেন কিনা বলা দুষ্কর। কিন্তু সেই বিশাল তুষার আবৃত প্রান্তর সম্বন্ধে তার জ্ঞান, স্বচক্ষে দেখা ঘটনা যখন বলেন, তখন একজনের অস্তিত্ব এবং তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত কাল্পনিক বা তৈরী নানা সংবাদ অর্থবহ হয়ে ওঠে, সেই সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারটী পরিষ্কার হয়ে যায়।

Central Siberia-র Concentration Camp-এ শ্রমিক আছে, মজদুর আছে, কৃষক আছে, craftsman আছে, author আছে, scientist আছে, শিক্ষক আছে, মেয়েছেলে ব্যাটাছেলে আছে, কোথাও ৫ হাজার দশ হাজার, কোথাও ২৫ হাজার ; একটা দুটো নয় প্রায় ৪৯টী Concentration Camp আছে। সেখানে কি তৈরী হচ্ছে? তৈরী হচ্ছে ultra modern সব জিনিষপত্র যা দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয়। এগুলি transported হয় main শহর থেকে দোকানে দোকানে। যারা কিনছে তারা জানে না, তাদের বাবা মা, দাদা, কাকা, মামা, ভাই-বোনদের তৈরী এই জিনিষগুলি। সেখানে যে ব্যাপার ঘটে সে যদি তোমরা জানতে পারতে কাপড় ছেড়ে দৌড়ে পালাতে। খিদের চোটে মানুষ নিজের চামড়া কেটে খেয়েছে। নতুন Camp তৈরী

হচ্ছে, ১০,০০০ কয়েদীদের নিয়ে সৈন্যরা চললো। সেখানে কিন্তু একটাও চালাঘর নেই। Duty, বরফের উপর ১২ ফুট গর্ত খুঁড়ে Pillar-র বসাতে হবে, ঘিরবে নিজেদের। 'Keep your back hot by heavy work'—যে করবে না সে ঠাণ্ডায় মরে যাবে। জমে যাবে। এটা শোনা কথা নয়, মহাকাল শোনা কথা বলেন না, তাঁর সব বর্ণনা, স্ব-অভিজ্ঞতা, স্ব-উপলব্ধ সত্যরূপে বিবৃত।

এই সারাবিশ্বের একাধিপতি মহাকালের জীবন কেউ জানে? যদি কেউ জানতো— "শরীরের নাম মহাশয়, যা সহাবে তাই সয়"— এ আমাদের বাংলা দেশের পুরণো প্রবাদ। যতটা পারি চেষ্টা করি, প্রায় পৌনে তিন বছর অযাচিত ভিক্ষাবৃত্তিতে খুবই কম পেতুম তখন, ভিক্ষের যা সামান্য কিছু পেতুম তাছাড়া দিনে তিন চারবার ছাই খেতুম। জঙ্গলে জানা অজানা পাতা-ফল-ফুল বেঁটে সেদ্ধ করে খেতুম। উপোস তো লেগেই থাকতো। নিজের মেথর নিজেই ছিলুম। খোলা আকাশের নীচে নদীর ধারে গাছের তলায়, মুসলমানদের গোহত্যা হত (পরে জানলুম)। এমন জঙ্গলের মতো জায়গায় ভাঙা টীন শেডে, মাসের পর মাস কাটিয়েছি। তাছাড়া আরও আরও যে যে ভীষণ ভয়ানক অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলেছি ফিরেছি তা তোমাদের না বলাই ভাল। যদি বেঁচে থাকি তবে বলবার সুযোগ (হয়তো) হবে। 'বাঁচা' অথবা 'মরা'র জন্যে আমার কোনও কৌতুহল নেই। I have never felt the "sense of belonging the sense of being possessed or possessing."

কোনও কোনও জ্যোতিষী বলেছেন ; এঁর জীবন দীর্ঘ, অজ্ঞাত করে রাখবার উদ্দেশ্য হল, তাঁর সাধনা পূর্ণ করবার জন্য, অর্থাৎ কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিত করা, ফলে এঁর হাতে সেই শক্তি আছে যা পূর্ণ যোগসিদ্ধদের হাতে থাকে। "এত কাহিনী, এত গল্প একটি লোককে নিয়ে। আমি বর্তমানে কী এবং কোথায় তা যদি বলি বা বলতে পারতুম হয় তোমরা বলবে মস্ত একটা গাঁজা কলকেতে কষে দম চড়িয়ে যাক্ বাবা আমীর খসরুকে হারিয়ে দিয়েছে।"

"সভ্যতার পরাকাষ্ঠা তোমরা হয়ে উঠেছ, আকাশে উড়তে শিখেছ, শুধু একটা জিনিস শেখনি কেমন করে এই পৃথিবীর উপর ভদ্রতার সঙ্গে সরল সভ্যতার সঙ্গে চলতে পার। এইবার তোমরা শিখবে। Not on your own volition। শেখানো হবে শঙ্কর মাছের হাড়টা দিয়ে। পালাতে পারবে না। আফশোষ শুধু এই, যে Lesson, যে পড়া আনন্দের সঙ্গে প্রেম ভালোবাসার সঙ্গে মেলামেশা করে Class Teacher-এর সঙ্গে ভক্তির সঙ্গে শিখতে তাহলে কথা ছিল না। সে Lesson শিখবে হাড় গুড়িয়ে, মার খেয়ে, সেখানে স্নেহ, দয়া, মমতা নেই।"

"বার্মা থেকে আসার পর সারা ভারত পরিভ্রমণকালে যিনি আমার সঙ্গে ছিলেন, যে সন্ন্যাসী মহারাজ, যিনি দিনের পর দিন, রাতের পর রাত আমার সঙ্গে অনুগমন

করেছেন তিনি ও জননেতা এক সঙ্গে বসে কথা বলছিলেন। তোমরা বোধ হয় জাননা 'জননেতা' নিজেকে আরবীয় বলে গর্ব অনুভব করেন। I am an Arabian Bengalee! যাই হোক জননেতা Jinnah, Liaquat Ali-কে very filthy language-এ গালি দেন, তিনি নিজেই বল্লেন আমার Idol অমুক। পূজো করেন একজনকে। বাড়ির সামনে রাস্তায় বেরিয়ে এক ফার্লং পেরুলে একটা বাড়ি আছে একতলা। সেই বাড়ির বারান্দায় বসে 'জননেতা' ও সন্ন্যাসী গল্প পরামর্শ করছেন, আর তিন-চারজন ভেতরের কামরায় বসে আছেন, আর সেই রাস্তা দিয়ে একজন জরাজীর্ণ ন্যুব্জদেহ, হাতে বাঁকা লাঠি আলফি (আলখাল্লা) পরিহিত এক ফকীর মালা হাতে ঈষৎ উঁচু কণ্ঠে একটি বিশেষ কথা বলতে বলতে চলে যাচ্ছেন। কিছু কম করে ১০/১২ বার বলতে বলতে চলে গেলেন। জননেতা বল্লেন ; 'এ! শা... পিণ্ডির লোক, এদের পিণ্ডি চটকে তবে ছাড়বো।' আমি (মহাকাল) মনে মনে ভাবলুম দেশ উদ্ধার করবেন এই চোখ নিয়ে। যে দেশসেবী হবে, বিপ্লবী হবে, যে সৈনিক নিজেকে উৎসর্গীকৃত করবে, রোদের মধ্যে কটি রঙ আছে যার দেখার ক্ষমতা আছে, সহস্র লোকের মধ্যে সে শত্রু ও মিত্রকে বের করতে পারবে। বিপ্লবী সে-ই, যে নিজের মধ্যে বিপ্লব করে নিজের systemকে পাল্টে দিতে পারবে। নিজের former structureকে পাল্টে নতুন structure গঠন করবে। তোমাদের বোকা ছাগলের মত ব্যবহার দেখে অবাক হই। East Bengal স্বাধীন হবে not through you people! এদেশ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অন্যদের সাহায্যে? একজন ভীম হস্তের মুষ্টিবদ্ধ ধমকের ফলে U. N. পর্যন্ত হৈ হৈ করে উঠবে। আর Yahya— I do not want to spell out— In that order লেখা থাকবে, পাকিস্তান after some years it will be a line written in history that area was known for a short time as Pakistan.

ইতিহাস, নীরব, নিথর জড় পদার্থ নয়, ইতিহাস কথা বলে। ইতিহাসের বুকে জগদ্দল পাথর চাপা দেওয়া হয়েছিল তা সরে গেছে। তাই সারা বিশ্বে এমন টালমাটাল পরিস্থিতি। মহাকাল এই অঘটনের কেন্দ্রশক্তি একথা মনে রাখতে হবে।

জয়শ্রী, আশ্বিন, ১৩৭৮ (১৯৭১)

'... এসো মৃত্যুঞ্জয়ী আশা, জড়ত্ব নাশা...'

শীতের সকাল, অনেক নারী-পুরুষ-শিশু-তরুণ-তরুণী, নীরবে শ্রদ্ধাতর্পণ করছিলেন। আর একটি উদ্‌গত কণ্ঠ রণিত হচ্ছিল, তিনি আন্তরিকতায় গাইছিলেন, 'কেউ ভোলে না, কেউ ভোলে'। এক লহমায় অসংখ্য স্মৃতির দ্বার খুলে গেল, ঝাপসা চোখে ত্রিশ

দশকে একটি কিশোরীর উদ্বাপিত (inspired) কণ্ঠের কথা মনে পড়লো ; সে দিন বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে দেশনেত্রীর নির্দেশে কত দুঃসাধ্য রোমাঞ্চকর ঘটনায় কত তরুণ-তরুণী লিপ্ত হয়েছেন, আজ অর্দ্ধশতাব্দী উত্তীর্ণ বিপ্লব জীবনের কর্মময়, অগ্নিময় মুহূর্তগুলি অতিক্রমণের পরও তাঁর বিপ্লবী চরিত্রের উত্তাপ যায় নি। মনে পড়ছিল ১৯২২-২৩ সালের কথা। বাংলার বুকে দুটি যুবক-যুবতী কি গভীর নিষ্ঠায়, কী অসীম শক্তি নিয়ে একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা পালনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁদের কর্মময় জীবন যে নগরকে কেন্দ্র করে তাও ভুলতে পারি না। কতবার কাজে-অকাজে সেই শহরে ঘুরেছি গিয়েছি দেখেছি।

সাতই মার্চের একটি ঘটনার বিবরণ সংক্ষিপ্তাকারে একবার দিয়েছি। তারপর সেই দুর্যোগপূর্ণ দিনগুলিতে আমার চলার ক্ষুদ্র বিবরণও দিয়েছি। আতংক, উদ্বেগ, কোলাহল শেষ হয়েছে, একটি মুক্ত স্বাধীন রাষ্ট্রের রাজধানীতে এসেছি।

ঢাকায় প্রবেশকালে 'কুট্টি'দের সেই চিরপরিচিত কণ্ঠ আজ শুনতে পেলাম না। সেই সহজ স্বাভাবিক ব্যঙ্গোক্তি— 'আইজ্ঞা কন্ কি, এলায় যান কৈ, বাবুরে চাক্কায় বাইন্দা ল।' 'ঘোড়ায় লাজ পাইছে', 'মূলান ক্যান, মাছেবি হাসবার লাগছে।' ইত্যাদি। ঢাকার সঙ্গে যাদের সম্পর্ক তারা সেই কণ্ঠ না শুনলে স্বভাবতই অস্বস্তি বোধ করেন।

আর সেই বিপ্লবী সংগঠনের পীঠস্থান বক্সীবাজার আজ নীরব। তার সরব দিনগুলি আজ স্মৃতির পাতায় আশ্রয় নিয়েছে। নতুন ঢাকার পথ, অট্টালিকা তাকে ছেয়ে ফেলেছে, তবুও সেই দিনগুলি যেন কেবল গুমরে উঠতে চায়। ১০ নম্বর ও ৩ নম্বর বক্সীবাজার আর আমলাপাড়ার মাঠ, সার্পেন্টাইন লেক, তাঁতিবাজার-বাংলোবাজার-গেণ্ডারিয়ায় ১৯২২-২৩ সাল থেকে দেশবিভাগের মর্মন্তুদ দিনগুলি পর্যন্ত দেশনেত্রী ও বিপ্লবী জ্ঞানতাপসের কর্মচঞ্চল জীবন ভোলার নয়। মনে পড়ে কিভাবে ১৯৪৬ সালে কারামুক্তির পর এই দুই মুক্তি-পাগল বিপ্লবী নেতা দেশবিভাগ রদ করার জন্য কত চেষ্টাই না করেছেন! অবশেষে কোনও চেষ্টাই ফলবতী হয়নি। জীবনের মধুর ও কর্মময় স্মৃতি পিছনে ফেলে সমন্বয় ও স্বাধিকারের আদর্শে বিশ্বাসী দুই বিপ্লবী নেতা ফিরে এলেন পদ্মার অন্য পারে গঙ্গাতীরে।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীর স্মৃতিবহুল নীড়, কী গভীর বেদনা ও যন্ত্রণা নিয়ে তাঁদের ফেলে আসতে হয়েছিল, সেদিন তা অনুভব করারও কেউ ছিল না। লক্ষ্যহীন উন্মত্ততায় সারাটা দেশ কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির নেতৃত্বে মেতে ছিল। বিপ্লবী নেত্রীর প্রাণের আকুতি কেউ সেদিন হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি, আর সেই জ্ঞানতাপসের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি সবার অগোচরেই রয়ে গেল। কিন্তু আজ, দিন এসেছে সেইসব নিরাসক্ত নির্লিপ্ত বিপ্লবী নেতাদের জীবনের মর্মকথা তুলে ধরার। ইতিহাসের পাতায় চক্ষুর গোচর করা একান্তই প্রয়োজন। আজ যে অত্যাচার, যে অবিচার নিয়ে বিশ্বময় আলোড়নের আভাষ

পাওয়া যাচ্ছে, বিগত বিশ বছর যে লক্ষ লক্ষ নারীর জীবন বিপর্যস্ত হয়েছে, তার দিকে কেউ একবারও দৃকপাত করেনি! অথচ দৃকপাত করেছিলেন সেই প্রজ্বলিত দীপশিক্ষা অগ্নিময়ী দেশনেত্রী আর জ্ঞানতাপস, বিপ্লবী-সাধক। 'জয়শ্রী' পত্রিকার পৃষ্ঠায় সেই নারকীয় তাণ্ডবলীলার ধারাবাহিক বিবরণী প্রকাশিত হয়েছিল। আন্তর্জাতিক বিচার পরিষদে তা পেশ করার জন্য দেশনেত্রী লীলা রায়ের কত রাত্রি নিদ্রাহীন ছিল তার খবর কেউ রাখেন নি। কিন্তু তার প্রতিদানে কি পেলেন?

খণ্ডিত বাংলায় পত্রিকাটির প্রবেশ নিষিদ্ধ হল। আজ কি কেউ ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখবেন সেদিন জ্ঞানতাপস অনিল রায় কি বলেছিলেন? জানি পাতা উল্টে কেউ দেখবেন না, তাই সেদিনের তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিতে চাই ঃ

"দুই জাতিতত্ত্বকে, দুই জাতির মধ্যে ব্যবধান ও পার্থক্যকে যাঁরা বিশ্বাস করতে চান, আঁকড়ে থাকতে চান, তারা থাকুন। এই মতবাদ লীগ প্রচার করেছেন, কংগ্রেসও প্রকারান্তরে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু নেতারা যাই বলুন বা করুন, ইতিহাসের গতিকে তারা ঠেকাতে পারবেন না। পূর্বেই আলোচনা করেছি, দুই জাতিতত্ত্ব বাস্তবের ধাক্কায় ইতোমধ্যেই টলমল করে উঠেছে। ঘটনার গতি একে একদিন বিলুপ্তির পথে পাঠাবেই।

সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেবার লোক থাকবে না তা বলছিনে। থাকবে চিরকালই। স্বার্থান্বেষীও থাকবে ধর্মান্ধতাকে অপব্যবহার করে দরিদ্রের শোষণ করবার জন্য, বিত্তশালীর ভোগবিলাসের ইমারতকে পোখ্‌ত করবার জন্য। কিন্তু তাতে ইতিহাসের গতি পাল্টাবে না! মানুষকে মানবিক মর্যাদা দান করে যারা গণতন্ত্রের পথ রচনা করতে চান তাঁরা এগিয়ে যাবেন। তাঁদের কাছে, সংখ্যালঘু বা সংখ্যাধিক্যের প্রশ্ন ধর্মকে নিয়ে নয়, শোষককে নিয়ে, বিত্তবান ও বিত্তহীনকে নিয়ে নতুন মানবতার দুন্দুভি একদিন বেজে উঠবেই। সেদিন হিন্দু-মুসলমান আর সংখ্যালঘু-সংখ্যাগরিষ্ঠের এই সাম্প্রতিক কোলাহল মিলিয়ে যাবে। সেদিন জনতা এগিয়ে আসবে। তাদের জাতি থাকবে না, ধর্মবিদ্বেষ থাকবে না। শুধু থাকবে এই চিরন্তন কথাটা যে তারা মানুষ। আজকের সংখ্যাধিক ও সংখ্যালঘু সবাইকেই এই কথাটা স্মরণ রাখা প্রয়োজন।" (জয়শ্রী, ১৩৫৪, ভারতবর্ষের সংখ্যালঘু, অনিল রায়)। তাঁর প্রতিটি রচনায় সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের কথা বলেছিলেন। আজ নতুন পটভূমিকায় সেকথা কেউ স্মরণ করবেন কি?

১২ জানুয়ারি ১৯৭২। স্থান ঢাকা।

ঢাকায় সেদিন সবাই ছুটছে। ঢাকা তার পার্শ্ববর্তী এবং দূরদূরান্তের শহর গ্রাম থেকে আবাল বৃদ্ধ-বণিতা ছুটে চলেছে। যে বৃদ্ধ তার পুত্রকে হারিয়েছে, যে মাতা তার কন্যাকে হারিয়েছে, যে পুরুষ তার স্ত্রীকে হারিয়েছে, যে নারী তার স্বামীকে

হারিয়েছে— সবাই ছুটছে তাদের প্রাণপুরুষ, নয়নমণিকে দেখবে। তাদের সব দুঃখ, সব যন্ত্রণার উপশম হবে সেই নয়নমণিকে দু'দণ্ডের দেখায়। হারাণ নিধি আবার ফিরে আসছেন ঘরে।

৭ মার্চের ভিড় সেই তুলনায় কিছুই নয় পুনরায় সেই নৌকা, কত দেশ-বিদেশের সাংবাদিক, তাঁকে ঘিরে রয়েছে।

ভিড়ের মধ্যে একটি যুবক দাঁড়িয়েছিল, তার দৃষ্টি বিষণ্ণ, মুখ দুঃখ ভারাক্রান্ত। সে কি ভাবছে? ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম তার কাছে। জিজ্ঞাসা করলাম, আজ সবাই যখন এত উত্তেজিত, এত উৎফুল্ল, তখন তুমি এত কি ভাবছো! তোমার মুখে হাসি নেই কেন? চোখ দুটি চিক্ চিক্ করে উঠলো, বল্লে ঃ সবাই ভুলে গেল? আমি ভুলতে পারিনি। কি ভুলতে পারেনি সে? কেবল সে নয়, এমন অনেকের হৃদয় বিষাদঘন হয়ে উঠেছিল। প্রতিমুহূর্তে শুধু একটি নাম তারা শুনতে চাইছিল, না সে নাম তারা শুনল না। সে নাম কেউ উচ্চারণ করল না।

এক বৃদ্ধা এসে বল্লেন, বাবা সে কোথায়? কে? কাকে খুঁজছেন? সেই যে যার আসার প্রতীক্ষায় দিন গুণছি, সে এল না। অন্যদিকে আরেক সর্বহৃতা, অশীতিপর মাতা, বহু দূরে বসে ঢাকার জনসমুদ্রের ঢেউয়ের আওয়াজ শুনছেন ; তার ঘরে দেশনেত্রী আর সেই ঘরছাড়া পথিক-ফকিরের বিশাল আলোক চিত্র, বারবার দেখছেন আর বলছেন তুমি এলে না, এলে কত খুশী হতাম। প্রশ্নের শেষ নেই, চারণ তার দিকচক্রবাল বিস্তৃত ভবঘুরে জীবনের প্রতি মুহূর্তে প্রতিক্ষণে কেবল একই প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে ; তাঁর এখনই আসা দরকার, আর কবে আসবেন। অথবা, কারুর করুণ আকুতি, বাবা তাকে এনে দাও। কিন্তু না, বিরক্তি, ক্ষোভে চিত্ত ভরে যায়। উত্তর দিতে ইচ্ছে হয় না।

বিস্ময়কর ঠেকে তখন যখন দেখি পসরা নিয়ে যারা ওপারে হাটে-বাজারে ঘুরছেন,— কারা এদের খরিদ্দার জানি না— যদি তারা জানতেন, নয়নমণির ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরা বলেন, আমাদের 'Leader' তাঁর দ্বারা inspried, যদি জানতেন তাঁরা বলেন আমরা 'তাঁকে সর্বোচ্চ মহানায়ক বলে জানি,' যদি জানতেন স্বাধীন বাংলা ঘোষিত হবার পর একদিন সন্ধ্যায় একটি তরুণ সস্ত্রীক ও পুত্রসহ এসেছিলেন, এসেছিলেন পুণ্যতীর্থে, সেই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী দ্বিতীয় কেউ ছিল না, এই তীর্থ মহাতীর্থ আর সেই মানুষ ইতিহাসপুরুষ. তিনি স্বয়ং ইতিহাস, তার সম্প্রদায় নেই, জাতি নেই, ধর্ম নেই, বর্ণ নেই। তাই এই মহাতীর্থে এসে বাঙ্গালী-কন্যা প্রবেশ পথের ধূলি মাথায় তুলে নেন, শিশুর সর্বাঙ্গে সেই মহাতীর্থের পদরেণুর পরশ বুলিয়ে দেন। হয়তো এসব কথা জানলে এপার থেকে পসরা নিয়ে ওপারে যাওয়া বন্ধ হত।

যারা আলেয়ার পেছনে ছোটেন, যারা সাময়িকের প্রহসনে সন্তুষ্ট থাকেন, তাদের এইসব অলক্ষ্যের ঘটনা জানার কথা নয়। যদি সেই দৃষ্টি থাকতো তাহলে তাদের সমগ্র

কর্মে আমরা আন্তরিকতা দেখতাম, দেখতাম সেই কক্ষে, সেই মানুষটির শয্যা এত ধূলোতে ভরে থাকত না, দেখতাম, সেই প্রাণহীন বাড়িটি 'মৃত' ব্যক্তির সংগ্রহশালায় পরিণত না হয়ে একটি প্রাণোৎফুল্ল জীবনের প্রতীকরূপে ভাস্বর হয়ে থাকত।

একটি কণ্ঠ, বড় পরিচিত, একদিন স্বাধীন সার্বভৌম বেতারকেন্দ্র থেকে প্রতিধ্বনিত হল, ঘোষক বললেন আপনারা এবার একটি চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনবেন। সেই কণ্ঠ ভারী গম্ভীর। মর্মস্পর্শী। তাঁর বক্তব্য— পৃথিবীর নানা দেশে রাইফেল কাঁধে আমি ঘুরে বেড়িয়েছি। আমি, জার্মানীতে ছিলাম, জাপানে ছিলাম, এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরেছি; বিগত ন'মাস আমি তোমাদের পাশে পাশেই ছিলাম। আজও আছি।'

এ সব ঘটনা ঘটছে। তবু দেশবাসীর অবিশ্বাসের অন্ত নেই। চারণ অনুভব করছে মহাকালের জীবনের গুঢ় রহস্য, সে অগম্য জীবন পথের নিশানা আজও তার দেশবাসীকে সে দিতে পারে নি, আর এই ব্যর্থতাবোধে তার অন্তর গুমরে উঠছে। তবুও বারম্বার বলবে অনুধাবন করুন, প্রতিনিয়ত চারণের কথামালা, 'মহাকাল'-কথন বারবার পড়ুন, তবে একদিন সেই রহস্য আর রহস্যময় মনে হবে না। পূব আকাশে নতুন প্রভাতের সূর্য, ক্রমে তীব্রতর প্রখরতর হবে। সামগ্রিকভাবে তার স্বদেশবাসী যেন ভুলে না যান তাঁদের কথা, যারা তিল তিল করে এই একই লক্ষ্যে প্রাণপাত করেছেন, যেন ভুলে না যান বিগত দিনগুলিতে কার চঞ্চল পদচারণা এই ভূখণ্ডে হয়েছিল। যেন ভুলে'না যান এই পদচারণাই আগামী দিনের প্রতিটি ভূকম্পন ও সৃষ্টির মূল— তত্ত্ব, তিনি মহাকাল— সেই মহাকালের বর্ণিত ভ্রমণ বৃত্তান্তই এবার দেব।

মনে হয় রূপকথার গল্প, এবং বলেছিলেন তেমনি গল্পচ্ছলে। তাই সেই গল্পটুকুই তুলে দিলামঃ

"পক্ষীরাজ ঘোড়া হাওয়া বাতাস আকাশ চিরে উড়ে চলেছে, সোঁই-ই-সোঁ-ওঁ-ওঁ-ওঁ-। দুটো ডানা পাখার জোড়ের মধ্যিখানের ঢালু গর্তের ভেতোরে বসে আছে 'ধূলিকণা'ঃ সোনার সবুজ বাংলার একধূলিকণা। তার দুপাশে সমান বেগে চিরসঙ্গিনী হয়ে উড়ে চলেছেন পূর্ণিমা-মাসির মেয়ে নীলপরী এবং এলোকেশী অমামাসির মেয়ে লালপরী। পরণে তাঁদের, তারা গুড়িয়ে—সল্মা সিতারের চুমকি জড়োয়া দ্বিতীয়ার চাঁদের রেশম দিয়ে বোনা— পাঁচহাত লম্বা সেমিজ, স্রোতের মতন তাঁদের শরীর ঘিরে রয়েছে। লালমণি কাকার তাঁতে বোনা, নীলমণি ওড়না তাঁদের গায়ে জড়ানো। স্বপনকাকা সেই ওড়না দুটো দিয়ে গেছলেন।

সেই ওড়না দিয়ে নীলপরী আর লালপরী, ধূলিকণাকে সতর্ক-সমতলে ঢেকে রেখে, পক্ষীরাজ ঘোড়ার দু পাশ বেয়ে সমানে উড়ে চলেছেন ঃ যাতে মায়াবী দানবরাজ—ময়—ইন্দ্র-ধনুর ভেল্কী দেখিয়ে ধূলিকণাকে সুড়ুৎকরে চুরি করে উড়িয়ে নিয়ে যেতে না পারে।

"ধূলিকণার পক্ষীরাজ ঘোড়া ছুটে উড়ে চলেছে—"

গল্পটা মহাকালে লিখেছিলেন— নীল সমুদ্দুরের মধ্যখানে, হলুদছোঁয়া লালচে রঙের একটী প্রবাল দ্বীপ আছে, পক্ষীরাজ ঘোড়া যখন সেখানে জিরোবার জন্য নেমেছিলেন সেখানে বসে।

সেই পক্ষীরাজ ঘোড়া ও ধূলিকণা কোন কোন অঞ্চলে ছোঁয়া লাগিয়েছিল তার বিবরণও রয়েছে— 'বাহাদুরবাদ' ঝগড়ার চর— (গলদা চিংড়ী— মনে পড়েছিল মুক্তকেশী বেগুন), ভাগ্যকুল, ঢাকা, নবাবগঞ্জ, কায়েৎতুলি, রমনার মাঠ, কালী বাড়ী— ক্যানাল ভিউ হোটেলটি দেখতেই পেলুম না। খুব ভালো স্বাদিষ্ট চপ, কাটলেট ডিমকারী— ঢাকাই পরোটা আলুর আসল দম ক'রতো তারা), বুড়িগঙ্গা,... চট্টগ্রাম, রাঙামাটি বাঁদরকন কর্ণফুলী মাজয়ানী-ফেণী-মেঘনা। চাঁদপুর, হাজীগঞ্জ, পদ্মা, হরিশচন্দ্রপুর, খুলনা, ঝাউডাঙ্গা পিরোজপুর, বাগদা— মধুপুর দিয়ে রাস্তা গেছে, নগরবাতাসী হাটে— মহেশপুরে। বাগদা থেকে পদ্মপুকুর দিয়ে পাঁচবেড়ে— তা থেকে ঝিকরগাছার বিবহরির হাট— গঙ্গানন্দপুর হাট— হেলেঞ্চা-কুলিয়ার রাস্তা ফুটে উঠলো। রাস্তা পসন্দ নয়, সামন্ত গোপালপুর রাস্তা খুব খারাপ জলাভূমির মতন। স্বরূপনগর দত্তপাড়ার হাট তারালী— ব্যাপেরঘাটা বালটী হয়ে আমুদিয়া— ছয়ঘরের মুখোমুখি। হিজলদি সুলতানপুর চলে গেল— গোবরা ফুটে উঠল। ইচ্ছামতী চক্‌চক্ করে। যশোরের সীমা চণ্ডুরিয়া (গঞ্জ) গোবারার মুখোমুখি। কাঁচদহ বিশ্রামস্থল। পূবালী, রামনগর, যশোরের বাঁশডাঙ্গা হাট, পিপুলবেড়ে কুষ্ঠের বেনীপুর জীবননগর টাংগি, জীবননগর বাজার, টাংগী-মেদিনীপুর সাঁটাসাটি মুখোমুখি। মাজদিয়া, বিষ্টুপুর, কৃষ্ণগঞ্জের বিষ্টুপুর, চুয়াডাঙ্গার রাজপর্বতের ওপরে, ফুলবাড়ী, বৈঁচীতলার পাঁচপোটা নজরে আসে। কেষ্টনগর চোখে পড়ে। মাথাভাঙ্গা চক্‌চক্ করে। গোপালপুর কাওসমারী, কুষ্টিয়া, দৌলতপুর, মধুয়ানী— বাহিরনদী— হোগালবাড়িয়া, গোপালপুর— করিমপুর, শিকারপুর— কাজীপুর, (ধর্মদহের কাছে) মথুরাপুর, লাউবেড়ে, বামনদি, মেহেরপুর, কামদেবপুর, তেহট্টা, নাদনঘাট, বারিপোটা হাট, উজ্জলপুর, ভাবরপাড়া, বল্লমপুর, দুর্গাপুর দিনহাটা, রংপুর, সোনাতলী, ধরলাতীর নাওডাঙ্গা, লালমণিরহাট, কুরুল-কর্ণপুর।'

এই হল ধূলিকণার ব্যাপক ভ্রমণবৃত্তান্ত। একটি ছোট শিশুকে রূপকথা শোনাতে চেয়েছিলেন। তাই সেই রূপকথার শেষে লিখেছিলেন, "নাচো! আমার সোনার বাংলার সোনালী দেব-শিশু। নাচো স্বর্গের অমিয় দিয়ে গড়া ওরে আমার বাংলা মায়ের দেবকন্যা! তোমার লীলায়িত নাচের তালে তালে ঐ কোমল পা দু'খানি দিয়ে, বাংলার মাটিতে বাংলার ধূলিতে ছন্দে ছন্দে আঘাত করে নাচো। তোমার চরণ পরশ পেয়ে— বাংলার মাটি বাংলার ধূলো ধন্য হোক।"

এই বাংলাদেশ তাঁর কাছে কত নিবিড়। তাঁর সঙ্গে ঘরোয়া কথাগুলিতে পরিস্ফুট হয়।

"মুড়ি, ঢাকার মত কোথাও খাইনি। একদিন নবাবগঞ্জের একটি তক্তপোষে বসে আছি, অন্যান্যরা সবাই মেঝেতে তক্তপোষে বসে আছে এমন সময় ঘুগনি দানা হেঁকে উঠলো, জিভটা ফড়ফড়িয়ে উঠলো, ঘুগনিওয়ালা এলো, প্রত্যেকে order দিয়ে দিল, আমি তো খেলুম দু' ঠোঙ্গা। বাকিরা সবাই ২।৪।৫টা খেল। আমি হাতে ধরেই দেখি গরম। যেন কতরকমের মশলার কাঁদার মধ্যে সেদ্ধ হয়ে লেপ্টে গেছে। আর ঢাকার তখনকার দিনের প্রসিদ্ধ লস্যি, এরকম আর ভারতবর্ষের কোথাও নেই। আমি কিনে খেয়েছি, যারা আমার পাশে ছিলেন তারা বল্লেন আঙ্গুল ডুবিয়ে খান, আমি বুঝলুম না কেন? আঙ্গুল ডুবিয়ে দেখি ননীতে আঙ্গুল ফুলে গেছে যেন ননীতে punch হয়ে আছে। ২ পয়সায় একহাত লম্বা গ্লাস! Canal View হোটেল জান? Station থেকে রওনা হলে Bridge-এর ডান দিকে পড়ে। আমাকে কেউ ওখানে নিয়ে যেতে পারে নি। কিন্তু নামটা আমার ভাল লাগে।"

এই সহজ সরল মানুষটি মুহূর্তে হারিয়ে যান, তার চলার পথ কখনও সহজ সরল নয়। দুর্ধর্ষ দুর্মদ তার গতি। এবং তাঁর মনের ভাবনা এমন পর্দায় বাঁধা যা আমাদের মতন সাধারণ মানুষের অনুভব বা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। তাই ঢাকার গল্প করতে করতে কোথায় তাল কেটে গেলঃ

"You do not know, you cannot comprehend to what end your 'Mahakal' is working and with what Powers. Your imagination will be awed, your brain will reel if even by chance you could come to know even a fractional part of his present activities..."

Your 'Mahakal' is now poised for all eventuality "with the THUNDER OF THE THOR in his hand." Ponder, think over and try to fully fathom the real purport of the above phrase. If you can fathom it correctly, your breath will simply be taken away by the awfully unfathomable magnitude of the constructive destructive powers which he is now in a position to handle and press....

"... Spread over a period, shocks after shocks with mounting crescendo shall be coming. A deep, deep malign cancer is sapping out the vital saps of India. Like a devilish octopus it has spread over and caught in its tentacles the whole body and spread over outside. It has been thus for two thousand years. A most serious disease, fatal and malign, requires more than equal diagnosis and treatment..."

"Mahakal is now so prepared that even after these things— if your surgeon finds the malignancy still lingering then, and only then, he

shall tilt his Central Power Point in such a manner and stimulate, arouse and suddenly activate some powers, forces in such a direction that a great.... shall be unleashed..."

"...what is obtained too cheap— is esteemed too lightly... rude shocks are needed to jolt them up.

... In the inviolable and most Divine name of Mother Jagadamba Durga, Bhabani, Chandi— that Bengal— India SHALL arise again in her full Glory. Corrupt poeple on my motherland's soil will be completely eliminated gradually. And after a specified period dishonest persons will not have the right to exist on Indian soil. And, one rather your SAMARITAN shall lead whole world to the fourth stage of civilisation...."

তারপর যুদ্ধ প্রসঙ্গে— 'But always remember : whether war should be brutal, cathartic or a humane business is beside the point. Every one knows that no war can be conducted and fought with kid gloves. Modern war especially takes an apalling toll both in human life and property. No civilised nation risks it lightly but when it is forced on, it has to be waged in a manner that makes the opponent wince. This is done not in any vindictive spirit but in a cold calculated manner to break the opponent's morale, so that he is forced to sue for peace. Abstract principals have nothing to do with waging of war.

নিশ্চিতরূপে, চারণকে বুঝিয়ে বলছি, "Charan, Dear, Loving that you are, don't please don't plague your heart with anxious doubts about your 'Mahakal's thought, modus operandi and the consummation (সংশয়াত্মা বিনশ্যতি). That ain't help you either. This time it shall be simply impossible. Has anyone fathomed a dead? Don't-you-see the divine hands shaping things to come, by making 'Dead'?! You must understand that I am playing with the devil. And I will not let the devil himself dive deep in me and, get at my thoughts-and-workings. Inscrutable I was, this time absolutely so... this type of living, this utter Faquiri thus impaling of flesh and its impairment is the product of many, many years' deliberations and trials. এর ওপরেও যদি ভ্রান্তি-সংশয়-সন্দেহ আসে মনে— তবে এই-ই ধরে নাও যে, যখন আমি কারো কাছে কিছুই চাচ্ছিনে কাকেও টানছিনে— জড়াচ্ছিনে কাকেও কিছুই বলছিনে— জানাচ্ছিনে— ঢাকঢোল বাজাচ্ছিনে, শুধু seemingly একলা নিজের পথে শূয়োরের গোঁ নিয়ে চলে— চলেছি, তখন সে পথ জাহান্নামেরই হোক অথবা বিহিশতেরই হোক, আমাকে চলতে দাও মরতে দাও। তুমি (তোমরা) তোমার ঘর দুয়ার সংসার পরিজন নিয়ে

থাক, আমাকে ছেড়ে দাও ভুলে যাও ; ক্ষণিকের স্বপ্নের মতো, এ দেখার অন্ত করে দাও। ... যে উপায় এবং পথ এবং লক্ষ্য ঠিক করে চলেছি ; সমস্ত জীবনটাকে স্বার্থগন্ধহীন হয়ে গলিয়ে— মরে গিয়েও যার জন্যে ভূত হয়ে, আজ সর্বহৃত হয়ে নিজকক্ষ পথে ছুটে চলেছি, সে পথে চলতে দাও। সবাই-ই আমাকে গোঁয়ার— ভালমন্দজ্ঞানহীন— একগুঁয়ে বলত তাই হতে দাও। তোমরা সব নিয়ে ভালো থাক। আমি লক্ষ্যচ্যুত হব না, I simply will not compromise even with God. লক্ষ্যপ্রাপ্তি হবেই এতে সন্দেহ এব নাস্তি। এবং তার জন্যে, If I cannot move the Gods, I will stir up Hell. So Mother Durga-Kali help me! ... প্রশ্ন কোরো না চারণমাণিক। কারণ আমি এখন প্রশ্নের অতীত হয়ে গেছি। আমি চির অশান্ত-দুরন্ত বিদ্রোহী। ধ্বংস আমি চাইনে। তবুও দরকার হলে ধ্বংসও করবো.. করবো সৃষ্টিও। আমার জীবন-সাধনা, আমার নয়, বাংলার এ সাধনা আমার মায়ের সাধনা ঃ সেই বাংলার, যার প্রাণ-ঐতিহ্য-শক্তিকে নষ্ট করবার জন্যে, যাকে গলা টিপে মেরে ফেলবার জন্যে আজ এক হাজার বছর থেকে ধারাবাহিক প্রয়াস চলে আসছে। সকলেই চেয়েছে এবং চাচ্ছে যে, শুধু মানচিত্রে 'বাংলা' বলে একটা "রেখা-চিহ্ন" মাত্র থাকুক। হয়তো সোভিনিজিম এসে যাচ্ছে। কিন্তু, তা নয়। কারণ আমার courage of my convictions আছে। আমি জানি, বলেছি, আবার বলছি এবং জীবনের শেষ রক্তবিন্দু আমার বলবে ... If Bengal lives who dies? And if Bengal dies... who lives!

আমি অতি দীন হীন-অধম ঃ আমার সাধনা বাংলার প্রতি ধূলিকণার সাধনা ঃ আমি মরে গেলেও, এ সাধনার ধ্বনি বাংলার প্রতি ধূলিকণাতে ধ্বনিত হতে থাকবে, শাশ্বত কালতক।"

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বাংলার কপালে, চির কলঙ্কের টীকা লাগিয়ে সকলে বলছে, বাংলাই ইংরেজকে এনেছিল, বাংলাই ইংরেজের দাসত্ব শৃঙ্খলে ভারতকে বেঁধে দিয়েছিল ... ধিক ধিক বাংলা। ...

ভারতের পরাধীনতার জন্য বাংলাকে নিমিত্তের ভাগী করা হয়েছে। যদি পূর্ণাহুতির পূর্বেই মরে যাই, তবে, এই সান্ত্বনাটুকু অবশ্যই সঙ্গে নিয়ে মরতে পারবো যে ঃ 'যদি পরাধীনতার জন্য বাংলা নিমিত্তের ভাগী হয়ে থাকে তবে— ভারতের বাইরেও অন্যান্য দেশের স্বাধীনতাও বাংলাই এনেছে : ভারতের স্বাধীনতার জন্যেও নিমিত্তের ভাগী বাংলাই ঃ আর কেউই নয়।'

কিন্তু 'ইতিহাস' এ-কথা লিখবে কি? লিখবে কি, ইতিহাস? যে, বাংলা, নিজের কলঙ্কের টীকা, Thousands times more ধুয়েছে, স্বাধীনতা আনার জন্যেও নিমিত্তের ভাগী হয়ে? লিখবে কি ইতিহাস? যে কেবলমাত্র শক্তি-স্বরূপিণী মাতৃপূজারী বাংলাই Has met force by force? লিখবে কি ইতিহাস? যে, বাংলাই স্বাধীন ভারত

গভর্নমেন্ট প্রথম স্থাপিত করে? লিখবে কি ইতিহাস? যে, ভারত-বিভাজন বাংলা করেনি, কোটী কোটী মনুষ্যকে উদ্বাস্তু বাংলা করেনি, পৌনে কোটী- নর-নারী-বালক-বালিকা হত্যা বাংলা করেনি, লক্ষ লক্ষ নারী অপহরণ-ধর্ষণ-বিদেশে-চালান বাংলা করেনি ; একান্ত-সরল-বিশ্বাসী-ধার্মিক-নির্ভরশীল বন্ধুর সঙ্গে হীন-নীচ-বিশ্বাসঘাতকতা করে, তার পুরো দেশটাকে শত্রুর হাতে বাংলা-তুলে দ্যায় নি, ৪২০০০ +৩০০০ বর্গমাইল "স্বাধীন-ভারতের-বিরাট ভূভাগ" (যে স্বাধীনতার নিমিত্তের ভাগী বাংলা), শত্রুর হাতে, বাংলা তুলে দ্যায়নি ; এবং "সেই-সেই শত্রুদেরই কুটনাগ-পাশে" ভারতবর্ষ যে ফাঁসচে, এ বাংলার কৃত নয়?!! লিখবে কি? লিখবে কি? লিখবে কি? কে জবাব দেবে! কবির অমর লেখনী এ-কথা লাঙ্গলের ফালের মতো বুক চিরে দিয়ে, লিখে দিতে পারলো "বঙ্গ তার গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি, নিল চুপে চুপে : বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল, পোহালে শর্বরী রাজদণ্ড রূপে—"

ভালো কথা। খুব ভালো কথা। অপরাধ-মহাপাপের জন্য বাংলাকে কশাঘাত খেতেই হবে।

কিন্তু, কিন্তু, তারপর?! ক্যানো ক্যানো কবি চুপ হলেন? কোথায় সে অমর-কবি, কবে লিখবেন সে বাংলার কথা, যে বাংলা ত্রিদিব-বাঞ্ছিত-অমৃতময়ী-স্বর্ণকমলকে ফুটিয়ে তোলবার জন্য, নিজেরই বক্ষরক্ত, সমস্তটা, নিঙড়ে-নিঙড়ে ঠেলে সিঞ্চন করেছে! আজ সে কবি মূক-বধির (হয়তো) পঙ্গু।

তবু বঙ্গ, হয়ে সর্বহৃত বিনা দোষে হইয়া লাঞ্ছিত,

অকাতরে ঠেলে দেছে বক্ষরক্ত তার ;
শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে সিঞ্চিত করেছে ধরা
দেশে-ও-বিদেশে ;
শুধু এই আশে :—
"এই 'বঙ্গরক্ত-শব'-পঙ্কে
উঠিবে ফুটিয়া চিরমুক্তি শতদল ;
হাঁসিবেন জননী আমার— গৌরবে উজ্জ্বল ;
দিবেন আশিস্ মুক্তি-হাঁসি হেঁসে।
শুধু এই আশ।।"

এই কথা যিনি বলেন তাঁর পরিচয় সংক্ষেপে তাঁরই ভাষায় : "আমি জানি আমার মধ্যে কে আছে। কে আছেন, কোন শক্তি আছেন। সেই জন্যেই আমি যোগী (যোগীন), সন্নাসী, ফকির। যেমন মহানদীর প্রবাহ তার শাখা-প্রশাখা দিয়েও প্রবাহিত হয়— এবং তাদের উভয় তীর শস্যশ্যামলা জনপথ শোভিত হয়ে ওঠে। আবার এও দেখা যায় কি এই মহানদীর এবং তার শাখা-প্রশাখা নদীর মধ্যে কোনও

একটা মহাভয়ঙ্কর শক্তিশালী হয়ে গেছে— তারও দুকূলে... শস্যশ্যামল ক্ষেত আর নগর-নগরী আছে, কিন্তু সবাই ঐ নদীকে ভয় করে। যেমন গঙ্গা আর পদ্মা (কীর্তিনাশা)। গঙ্গার শাখানদী পদ্মা। দুজনেরই দুকূলে শস্যশ্যামল ধরণী নগর ও নগরী। কিন্তু গঙ্গাকে কেউ এত ভয় করে না। পদ্মাকে সকলেই ভয় করে। করে নাকি? কারণ এই যে, গঙ্গার সন্তান হয়েও পদ্মা মহা উন্মত্ত, উদ্দাম, উত্তাল-ভয়ঙ্কর— সর্বনাশা হয়ে ওঠে। ওর মধ্যে এই মহাশক্তি ভরে আছে। তাই লোকে ওর আরেক নাম রেখেছে কীর্তিনাশা। ও যেমন নিজের দুকূল শস্য-শ্যামলা-নগর-নগরী সমাকীর্ণ করতে জানে, তেমনি আবার ঐ নগর-নগরী গ্রাম ক্ষেতের চিহ্ন পর্যন্ত লোপ করতে জানে। ঠিক তেমনি ধারা আমি।"

এই যাঁর পরিচয় তাঁর দ্বারাই একাজ সম্ভব।

জয়শ্রী, পৌষ, ১৩৭৮ (১৯৭২)

'আমার যে সব দিতে হবে'

স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া সাধারণ মানুষের চরিত্র। একটি ঢেউ এলে সেই ঢেউ-এর উৎস কোথায়, ঢেউ ওঠার কারণ ইত্যাদি ভাববার মানসিকতা, অনুসন্ধিৎসু মন, সাধারণ মানুষের নেই। এই সব ঘটনার অন্তর্নিহিত কথা সাধারণ মানুষ জানতে চায় না, জানার কথা আদৌ ভাবে না। অথচ আপাতদৃশ্যমান সব ঘটনারই অন্তরালে একটা গভীর ব্যাপক 'ভূমিকা' বা 'প্রস্তুতি' রয়েছে।

বাংলাদেশের ঘটনাও সেই প্রকার একটি গভীর পরিকল্পনার সামান্যতম প্রকাশ মাত্র। ১৬ ডিসেম্বর যে ঘটনা ঘটল, এবং তারপর যে দামামা বাজছে ও ব্যক্তি-পূজার ধূম শুরু হয়েছে তাতে প্রকৃত সত্যের রেশ বিস্মৃতির তলে তলিয়ে যাবে।

আজ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, বিশ্বের যে-সব দেশে স্বাধীনতাকামী মানুষের সংগ্রাম চলেছে সেই-সব দেশের লক্ষ লক্ষ স্বাধীনতাকামী মানুষের প্রাণ বিসর্জনে, বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলির পাঁয়তাড়া অতিক্রম করে কেন এই রাষ্ট্রগুলি স্বাধীনতায় সাফল্য অর্জন করতে পারছে না। 'স্বাধীনতা'র নামগন্ধ এই সব সংগ্রামরত অঞ্চলগুলিতে নেই বরং রয়েছে এক একটি বিশেষ মতবাদের অনুপ্রবেশ ঘটান ও তার তাঁবে জনসাধারণকে আনয়নের চক্রান্ত।

অন্যদিকে সাম্প্রতিক সীমান্তের ঘটনায় দেখা যাচ্ছে একটি ঘটনা, যার সম্বন্ধে এদেশের মানুষ আদৌ ওয়াকিবহাল ছিল না, যা আকস্মিকভাবে ভারতের উপর এসে পড়ল, আপাতদৃষ্টিতে শাসকযন্ত্রের অপূর্ব দক্ষতায় তার মীমাংসা হল, যুদ্ধে জয় হল

এবং একটি স্বাধীনতাকামী রাষ্ট্র স্বাধীনতা পেল। অথবা বলা যায় একটি রাষ্ট্র, ভাষার ভিত্তিতে দ্বিখণ্ডিত হল। একদিন সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে প্রচুর রক্তক্ষয়ের মাধ্যমে যে-দেশ খণ্ডিত হয়েছিল আজ তেমনি আরও ব্যাপকতর প্রাণের বিনিময়ে সেই খণ্ডিত অংশ, ভাষার ভিত্তিতে পুনরায় দ্বিখণ্ডিত বা বিচ্ছিন্ন হল। এই ঘটনা যত সহজ, হয় তো প্রকৃতই তেমন সহজ ছিল না। চারণিকের বিচরণ সেইখানে।

চারণিক কোনও দলিল-দস্তাবেজ নিয়ে কোনও ঘটনার আদি-অন্ত শোনাতে বা অন্তরালের ঘটনারাজির খোঁজ নিতে বসেনি। ভাবাবেগের বিলাসিতা করার অবসরও তার নেই।

একটি কথাই সে বার বার বলছে— একটি জীবনের পূর্বেকার বক্তব্যগুলি খুব গভীর অভিনিবেশ-পূর্বক অনুধাবন করুন। বারংবার পঠনের ফলে তাঁর জীবনের অন্তর্নিহিত লক্ষ্য আপনার চেতনায় সহজতর এবং ক্রমশঃ স্পষ্টতর রূপ নেবে।

বৃত্তাকারে যে ঘটনারাজি ঘটে চলেছে, দেশে এবং সংলগ্ন ভূখণ্ডে, তার প্রাণকেন্দ্র বাঙ্গালী। বাঙ্গালীকে স্ব-মহিমায়, স্ব-অধিকারে প্রতিষ্ঠাদান যাঁর লক্ষ্য এবং পরবর্তী বৃত্ত এই বাঙালী কেন্দ্র থেকে ক্রম প্রসারিত হবে। অর্থাৎ বাংলা বা বাঙালী বৃত্তাকারে 'আদর্শ' Radiate করবে। অন্যভাবে বলা যাক 'বঙ্গ আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে'— এই অনুভাবনা তরঙ্গায়িত হবে ভারতে, এশিয়ায়, বিশ্বে— প্রতিষ্ঠিত হবে এক মহাসাধকের ত্রিভুবন-বিজয়ী সাধনা।

'এশিয়া জুড়ে এবং তারও বাইরে যে কী হচ্ছে তা তোমরা জানতে পারো না। তোমাকে সহজ উপমা দিয়ে বলি, একটা বড় কড়াই ফুটছে। তাতে ভাত ফুটছে। ফোটা শেষ না হওয়া অবধি সেখানে প্রলয় চলছে। তারপর ভাত বেরিয়ে আসবে শুচি-শুভ্র, অর্থাৎ সব শেষে নিষ্পত্তি, তখন আর কিছু বলার থাকবে না। বাংলা দিয়েই শুরু এই হবে প্রথম অর্ঘ্য। তারপর পরপর আরও আছে।'

চারণিকের পূর্বেকার রচনায় প্রকাশিত অংশ পাঠককে স্মরণ করতে বলি :

"স্বাধীন বাংলাদেশ তোমরা কেউ করতে পারবে না, স্বাধীন বাংলাদেশ হবে, একটা মস্তবড় বিশাল হাতের ঘুষি যখন পড়বে, ঐ উত্তোলিত ঘুষি দেখে U. N. পর্যন্ত সোরগোল করবে (জয়শ্রী, আশ্বিন, ১৩৭৮)। তারপর ছিল— 'তখন স্বাধীন বাংলা, 'it will be forced to get Swadhin Bangla established'। এটি ছিল সেদিন প্রকাশযোগ্য কথা, কিন্তু যা ছিল গুপ্ত কথা, যা সেদিন উল্লেখ করা যায় নাই, আজ সে-কথা স্পষ্টভাবে দিনের আলোতে তুলে ধরা চলে।"

"স্বাধীন বঙ্গদেশের প্রতিষ্ঠা কোনও বিশেষ মহান কৌশলীর অদৃশ্য অক্ষক্রীড়ার চালে, এক বড় শক্তির দারুণ চালে অন্যান্যেরাও চালিত হয়ে স্বাধীন বঙ্গদেশ-রাষ্ট্রের স্বীকৃতি অবশ্যম্ভাবী।"

এই কথা যেদিন চারণিক শুনল সেদিন চারণিকের সামনে যশোর দুর্গের নিখুঁত ছবিটিও অবারিত হয়েছিল এবং সেদিন চারণিক শুনেছিল ঃ "যশোর দুর্গের পতন 'বাংলাদেশ স্বাধীনতার পথে'— এই বার্তা বহন করবে।" যথাসময়ে সেই সেই কথা যথাস্থানে পৌঁছে গিয়েছিল এবং তার পরিণতি আমরা দেখলাম। আজ অনুভব করছি, কেন সেদিন অত দীর্ঘসময় ধরে তন্ময় হয়ে গেরিলা যুদ্ধের নানা কাহিনী শুনবার সৌভাগ্য হয়েছিল। সেই অতলান্ত জীবনের কত অসংখ্য ঘটনা ও অভিজ্ঞতার কথা শুনেছিলাম। কীভাবে একবার একটি হাতে মাত্র চারিটি গ্রেনেডের সামনে ১৫/১৬ জন আক্রমণকারী সশস্ত্র দলকে পর্যুদস্ত হতে হয়েছিল। সেদিন hand grenade ছোঁড়ার কৌশল-বর্ণনা শুনেছিলাম, গেরিলা যুদ্ধের তত্ত্ব শুনেছিলাম এবং গেরিলা যোদ্ধা ও regular army-র তফাৎ কোথায়, তার ব্যাখ্যা শুনেছিলাম— 'a guerilla is always alert and ready for pouncing.' এ যদি না হল he is not a guerilla। 'একটি গেরিলা একটি পেরেক পর্যন্ত বৃথা ফেলে দেবে না। কারণ একটি পেরেক দিয়েও একটি লোককে হত্যা করা যায়।'

তারপর যে বিস্ময়কর বক্তব্য শুনলাম তা আজ অনেককে ভাবিত করবে— যে সব ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে ঃ One of the major, one... সেই জন্য আপাতত আলগা করে রাখা হল। মনে রেখ একটা phrase "আপাতত", যদি তোমরা এপারে তা না হতে (অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে ছোরা চালিয়ে রাতের অন্ধকারে indiscriminate খুন করার প্রতিভা না দেখাতে এবং নারী লুণ্ঠনের বীরত্ব না দেখাতে) তাহলে বাংলার বিধিলিপিতে একজনের 'আপাতত' এই শব্দটি প্রয়োগ করার দরকার হোত না।'

এমনি কথার ফাঁকে কখন অতীত মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, একটি বেদনাবোধের রেশ শোনা যায় মহাকালের কণ্ঠে, আর আমাদের হৃদয় বেদনায় মথিত হয়ে ওঠে, শুনছি ঃ

"ঐ কথাটি হল সত্যি একেবারে অকাট্য Dry Truth তোমাদের বাংলাদেশে গেঁয়ো যোগী ভিক্ষে পায় না, অথচ অন্যত্র পায়। আর অন্যত্র তার ভিক্ষের ঝুলিতে পায় সম্রাটের গৌরব। বড় আশা ছিল Burma cross করার সঙ্গে সঙ্গে Bengal like a single person হুড় মুড় করে উঠে দাঁড়াবে— To a man। ইংরেজ Commander, Staff Command-এর Surrender করার কাগজে লিখে সই করে বন্ধ করে seal করে পাঠাতে যখন যাচ্ছে যে আমরা Surrender করছি, সেই মুহূর্তে চারজন ঢুকলে সেইখানে। ফলে Front-এ Order গেল Surrender কোর না। ওদের অবস্থা unenviable, pitiable, চাকা ঘুরে গেল। দুয়োরে ধাক্কা দিয়ে ভিখারী ভিক্ষে না পেয়ে চলে গেল আর আজও ঠিক তাই করলে তোমরা! একটা দিনমানের মধ্যে একটা দিন, আরেকটা রাত্রি। একটা দিনমানের মতো বাংলার একটা দিকে সূর্য অন্যটা তমিস্রা।'

মহাকালের ছোট ছোট কথা, কী গভীর তাৎপর্যময় ও অর্থবহ— ভবিষ্যতের কত দূর-প্রসারী ইঙ্গিত—

"যাক গে এটাই শেষ নয়।"

"স্বাধীন হবার পর ওদিকে আগুন জ্বলতে শুরু করবে, পাকিস্তান, বেলুচিস্তান।"

আরও বিস্ময়কর ঠেকে যখন স্মরণ করি ৫ / ৬ বছর পূর্বে একদিন কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, East Pakistan-এ মোটে 1 Division আছে। দেড় দিনের কাজ।' আজ একথার তাৎপর্য অনুভব করতে কষ্ট হয় না।

আমাকে আন্দোলিত, বিচলিত এমন কি উত্যক্ত করে তোলে যখন দেখি বাংলাদেশে নয়মাসের হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মানুষ মাত্রেই কেমন উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েছে। অথচ এই নৃশংসতা, অত্যাচারের ঘটনা নতুন নয়, শুধু সংখ্যাতত্ত্বের রকমফের।

যারা আজ বিশ্ববিবেক, সমাজবাদ ও মানবিকতার কথায় গদগদ তাদের ১৯৫৬ সালে Hungary-র সেই বিভীষিকাময় দিনগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। কেন সেদিন বিবেকবান সমাজতান্ত্রিক দেশের নাগরিক, রাষ্ট্র পরিচালকদের বিবেক জাগ্রত হয়নি? কেন এই বিবেকবান অতি প্রগতিশীল সাম্যবাদী রাষ্ট্রগুলি সামরিক শক্তির জোরে কতিপয় স্বাধীন রাষ্ট্রের জনসাধারণের স্বাধীনতা-অকাঙক্ষাকে পদদলিত করেছিল, কেন কতিপয় রাষ্ট্রকে তাঁবে রাখার জন্য হাজার হাজার নরনারীকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল। অথবা তথাকথিত সমাজতন্ত্র কায়েম করার, শ্রেণীহীন শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার নামে কেন মানুষের মানবিক অধিকার, তার প্রতিভা বিকাশের পথ রাষ্ট্র পরিচালক ও মতবাদের মরফিয়ায় বুঁদ হয়ে থাকা কতিপয় অমানুষের হাতে বিধ্বস্ত হবে!

কেন বছরের পর বছর একটি দেশের ওপর দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বীভৎস ধ্বংস লীলা চলবে এবং অতি মানবদরদী রাষ্ট্রসমূহ এক্ষেত্রে ঘটনাস্থলে থেকেও শুধু পাঁয়তাড়াই করবেন! কারণ তারা 'শক্তের ভক্ত নরমের যম'— এই প্রবাদে আস্থাশীল।

মনুষ্যত্বের দরবারে এইসব মুখোশ খুলে দেবার সময় এসেছে! হয়তো ভৌগোলিক অবস্থান হেতু যে প্রাকৃতিক সীমারেখা একদেশ থেকে আরেক দেশকে পৃথক করে রাখছে তার পরিণতিতে একে অন্যের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে না, কিন্তু গূঢ় অর্থে বিগত অর্ধ শতাব্দী যাবৎ কতিপয় মতবাদের আড়ালে যে অত্যাচার অবিচার চলেছে তা মনুষ্যত্বের মানবিকতার প্রশ্নে বিশ্ববাসীর সম্মুখে উম্মোচিত হওয়া প্রয়োজন। "মানবিকতা" শব্দের কোনও খণ্ডিত রূপ নেই। 'মাবিকতা' বললে যে কোনও বর্ণের যে কোনও শ্রেণীর যে, কোনও দেশের, যে কোনও সময়ের মানুষের প্রতি তার প্রয়োগ বোঝাবে।

যে সব নীতির নামাবলী গায়ে চড়িয়ে কীর্তন শুরু হয়েছে, তা অঙ্গসজ্জা হয়েই থাকবে, যদি না প্রতিটি নীতি ব্যাপকভাবে প্রতি সমাজবাসীর জীবনকে পরিচালিত করতে পারে। এই নীতিগুলি যদি ব্যক্তিজীবনে জীবনচর্যারূপে পরিশীলিত না হয়, অতলান্ধকার থেকে আলোর পথে যাত্রা শুরু হবে না। এবং আরও অনেক রক্তক্ষরণের প্রয়োজন হবে। মহাকালের ক্রীড়া চলেছে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত। সেই ফল্গুধারাকে যে ধরতে পারবে না সে অতল গহ্বরে তলিয়ে যাবে।

সারা দেশময় কত প্রশ্ন, কত জিজ্ঞাসা, কত স্বপ্ন, কত আকাঙ্ক্ষা, যুগ হতে যুগে কাল-পরম্পরা বহন করে আনছে। এক একটি ভাবনা, এক একটি বিশেষ বয়সকে হয়তো অনাদিকাল ধরেই আন্দোলিত করে আসছে। সেই নবীন, সেই তরুণ চিরকালই এক দুর্জয় বিপ্লবের স্বপ্ন দেখছে। এই 'বিপ্লব' শব্দটির যে-কোনও রাজনৈতিক ব্যাখ্যাই থাকুক না কেন, এই ভাবনাটি যুব-মানসে, নবীন-মানসে চিরন্তন। এই মুহূর্তে দেশময় তরুণ যুব-মানসে এই বিপ্লবভাবনা তাদের মুহুর্মুহু আন্দোলিত করছে। এই বিপ্লবের সংজ্ঞা কি? কে বলবে এই বিপ্লব কিভাবে সংঘটিত হবে। কারা সেই বিপ্লব করবে এবং কীভাবে করবে। সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক সকল প্রকার ক্রিয়াকর্মের সকল বৃত্তেই আজ রন্ধ্রে রন্ধ্রে পাপ কলুষ। এ থেকে মুক্তি গতানুগতিক পদ্ধতিতে সম্ভব নয়, প্রয়োজন আমূল পরিবর্তন, আর এই পরিবর্তনই বিপ্লব। এই আমূল পরিবর্তন, আইন প্রণয়ন বা লোক বদলের মাধ্যমে সম্ভব নয়, দূরান্তের একটি গ্রামের একটি দুঃস্থ কৃষক থেকে আরম্ভ করে নগরের একটি বিত্তবান মানুষ পর্যন্ত প্রতিটি মানুষের চেতনাবোধকে জাগাতে হবে। মনুষ্যত্বের মর্মকথা এদের জানাতে হবে, তবেই সেদিন বিপ্লব ঘটেছে বলা সম্ভব হবে। তাই ব্যাপকভাবে সারা দেশময়, এমন একটা পরিবর্তন ঘটানোর জন্য বিপ্লব প্রয়োজন। এই ঘটনা কারা ঘটাবে? আদর্শে ও লক্ষ্যে দুর্মদ, সংকল্পে অটল একটি সুসংগঠিত দল এই ঘটনা ঘটাতে পারে। একটি বিশাল দেশে বিচিত্র প্রকার গণ-মানসে বিপ্লবচেতনার স্ফুরণ ঘটানো প্রচণ্ড শ্রম, নিশ্চল ধৈর্য ও চরম আত্মত্যাগ সাপেক্ষ। হয়তো একটি বিপ্লবী গোষ্ঠীর পুরো জীবনটাই এজন্য বলিদান দিতে হতে পারে এবং বাস্তবতার দিক থেকে এই প্রকার জীবনচর্যা সম্ভব কিনা তাও গভীরভাবে বিচার করতে হবে। বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে নানা সময়ে যে জাগরণ দেখা গেছে, তা ভিন্ন ভিন্ন পটভূমিকায় ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে ঘটেছে। সেইজন্য নিহিত অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ও ভৌগোলিক কারণগুলি কখনও একইভাবে প্রত্যেক দেশের জন্য প্রযুক্ত হতে পারে না। 'বিপ্লব' চেতনা তখনই কার্যকরী হবে যখন প্রতিটি দেশবাসী তার দেশের জন্য যন্ত্রণাবোধ করবে। দেশের প্রতিটি কর্মে, গ্রামে-শহরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতিটি মানুষের মধ্যে এই একই যন্ত্রণাবোধ, একই প্রাণ-স্পন্দন তাদের উদ্বেলিত করবে। এই 'সার্বিক

জাতীয় ঐক্যই' দেশে বিপ্লব আনতে সক্ষম হবে। কিন্তু যেখানে তা সম্ভব হচ্ছে না, সেখানে সেই সংগঠনের চূড়ান্ত ব্যর্থতা রয়েছে।

এত প্রশ্ন, এত জিজ্ঞাসার কোনও উত্তর, কোনও মীমাংসার সন্ধান হয়তো পাওয়া যাবে একটি বিপ্লবী জীবনের অমৃত-ভাবনায়। সেই জীবন পূর্ণাঙ্গ বিপ্লবের প্রতিচ্ছবি। যাঁর স্ব-জীবনে প্রতিমুহূর্তে বিপ্লব সংঘটিত হচ্ছে এবং যে-জীবন সকল প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষার অতীত হয়ে গেছে সকল প্রকার সাধনা, উপলব্ধি, যে জীবনে রক্তমাংসের সঙ্গে মিশে গেছে, তারই কিছু ভাবনার সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়ের মধ্য দিয়ে এই একটি 'জীবনবেদ' নিরন্তর পঠন ও অনুধাবন করে দেশবাসী উজ্জীবিত ও উদ্দীপিত হবে। নিরন্তর গুঞ্জরিত হোক এই জীবনবেদ দেশবাসীর প্রতি ঘরে, প্রতি হৃদয়ে। মুকুলিত হউক ভারতমানসে সেই তাজাপ্রাণ রক্তগোলাপ।

"যা হবে final shape final permanent shape যা নেবে একটা বিরাট পরিধি নিয়ে, সেই বিরাট একটা অংশ মাত্র হল বর্তমানের ভারতবর্ষ।"

"এখন মা-বাবাকে মানবার যুগ নয়, এ যুগে ভাইয়ের সঙ্গে বোনের বিয়েতে আপত্তি নেই, অথবা ভাইবোনই সন্তানের জন্ম দিতে পারে। এখন ছেলেরা পড়বে মেয়েদের পোষাক, ছেলেরাও cosmetics ব্যবহার করবে। এখনই হল আসল Communist যুগ। ছেলে মেয়ের, মা বাপের, স্ত্রী স্বামীর, ভাই বোনের, বোন ভাইয়ের, গুপ্তকথা দলের দপ্তরে বলবে। এখন ভগবানে বিশ্বাস নেই, ঈশ্বর বিশ্বাসের যুগ চলে গেছে, সে-বিশ্বাস ভাঙতে হবে। কারণ এখন Communism এবং Socialism দুটোই এক। Capitalism আবার কী হে? এখন সব জিনিসই সবার। কলকারখানা সবার মালিক তো আমি! Brain কাকে বলে? প্রতিভা কাকে বলে? এসব মিথ্যা কথা! টুঁটি চেপে ধর, লোট, খাও, মৌজ কর, আদর্শ চার্বাক নীতি চালাও তাই সত্য, সব মিথ্যা, আমার কথাগুলোর metaphor বুঝে নাও।"

"নজর করো Western world-এর দিকে। ৫ বছর থেকে ছেলেমেয়ে জানে 'আমি' সত্তাটিকে। self-centred। এখন মা হলেন feeding bottle. মায়ের দুধ হল conditioned baby food। এখন আমরা জন্মাব Test Tube থেকে। 85% teenager কী ছেলে,কী মেয়ে তাদের Pre-marital experience রোজ আছে এবং 90%-এর veneral disease এবং ১০০০-এ ৮শো oipium, গাঁজাখোর ইত্যাদি। ১৩ বছরে western world-এর মেয়েরা মা হচ্ছে। তারা Homesexual by-law করে দিয়েছে। দিনের আলোতে placard festoon নিয়ে ওদের parade চলেছে।"

"আমার ইঙ্গিত বুঝতে পারছ? এখানে তুমি যদি বুলি কপচাও 'Call to the Nation'-এ স্বামীজী কী বলেছেন, তাহলে সবাই বলবে এগুলি বাঁধিয়ে তাকে রেখে দেবার জন্যে।"

"এই জন্যই আমি বলছি, আর বলব আমার মা-জননীর একটা বাণী আছে। আমার একটা বাণী আছে, সে বাণী জগৎ শুনবে, পূর্বের সূর্য পূবে ওঠা বন্ধ হতে পারে, এ পৃথিবী ফেটে চৌচির হয়ে যেতে পারে, চাঁদ এবং সূর্যের হাজার বছর গ্রহণ লাগাও সম্ভব কিন্তু ভারতীয় আত্মা, জননী-জন্মভূমি বাংলা দেশের বাণী জগৎকে শুনতে হবে, ধারণ করতে হবে, এ সত্য টলবে না এটা নিশ্চয় জানবে।

'তোমার বিধান কী জানি কী মায়া করে নির্মাণ

সবার অন্তরালে'

এ সম্ভব হতে পারে না যে ভারতবর্ষের মর্মবাণী পৃথিবী শুনবে না।

যদি বলি ভারতবর্ষ গীতার আদর্শে উঠে দাঁড়াবে, ক'জনকে তুমি convince করবে। এরকম সত্য, সৎবুদ্ধি মার্জিত-সংস্কৃতি ক'টা বাঙালীর কাছ থেকে তুমি expect করতে পার? বাংলা এবং ভারতবর্ষ গীতার আদর্শে স্ব-রূপে দাঁড়াবে এবং বিশ্বকে নির্দেশ দেবে। ১২ কোটি গীতা সারা বাংলায় ছড়িয়ে দাও তা ক'জনে গ্রহণ করবে? এইতো অবস্থা, সুতরাং Capitalism বা mixed Economy— এসব বুলি কবে থেকে আসছে? মোটে কয় বছর!"

"Economy কখনও manipulate করতে নেই। প্রত্যেক মানুষ তার প্রতিভা, তার ক্রিয়া পরিধি অনুসারে তাকে বাড়তে দাও।"

এই যে আজকালকার Equality-র ধুয়ো, এর মানে কী? Even spreadingof want, distribution of poverty. এই equality-র মানে কি? জঙ্গলের যত গাছ আছে তা আশ-শেওড়া গাছের size-এ কেটে দাও। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি তোমার প্রতিভা, তোমার কর্মপ্রচেষ্টা, তোমার পুরুষকার এগুলির প্রয়োগ করে তুমি এমন একটা কিছু করতে পার যাতে তুমি ১০০ শত টাকা রোজগার করতে পার। আর আমি সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ৫ টাকার বেশী রোজগার করতে পারি না। তখন যদি তোমার বুকের ওপর বসে আমি বলি ৫ টাকার বেশী রোজগার করলে মেরে ফেলে দেব— এর মানে হয়? Equality-র মানে তাহলে কী? মনে রাখবে একজন ৪০/৪৫ বছর আগে যে কথাগুলি বলেছিল কোনও বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে, তোমরা যদি চাও সেই কথাগুলিই আমায় বলতে হবে ৪০/৪৫ বছর পরও, তাহলে তোমাদের কপালে Stamp মারা হবে damned fool!"

'একজনের ১৬ বছরের diary আর ৮০ বছরের diary লেখা কী একই হবে?'

তখন Communism, particularly একটি দেশের প্রশস্তি গাওয়া হয়েছিল তাই না, তখন যে গাচ্ছিল সে সে-দেশের মাটি ও রক্তের সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে যায়নি। তারপর সে সেই দেশের রক্তের সঙ্গে মিশে গেল। স্বরূপটা জেনে নিজেকে সাবধান করে নেবে কিনা? এই যে পৃথিবীব্যাপী ইউরোপ, গ্রেটবৃটেন, আমেরিকা,

এশিয়া, আফ্রিকা, সিংহল, ভারত, এই যে বিপ্লব, এই মারামারি, শোভাযাত্রা, কাটাকাটি, ধর্মঘট, Unionism, দেশের ঐতিহ্যকে ভেঙে চুরমার করা অশান্তি by মুটে মজুর, by দু পয়সার চামার, by দোকানদার, by ছাত্র, by কলেজের কারখানার চাকুরে। এই যে হাওয়াটা বইছে, দেশের নয়। দুটি সাম্যবাদী গোষ্ঠীদ্বারা এইসব ঘটনা ঘটানো হচ্ছে। শুনে একটু ভাবিত হচ্ছ; এই হল fact, এর মধ্যে একটি হাস্যকর ব্যাপার তাতে এই মহাকালের একটু হাত আছে। এই যে লড়াই হচ্ছে একজন পরামর্শ দিয়েছে the very most special cocaine ও opium South Vietnam-এ free distribute কর। এতদিন কিছু কম হলেও a thousand ton এই দ্রব্যটি Americansরা খেয়েছে— avidly. America, the greatest might of the present world, হাজার বছর লড়ুক যদি ও North Vietnam-কে জিততে পারে, তবে আমার নামে কুকুর পোষ। মুষ্টিমেয় কয়েক লক্ষ লোক, তার against-এ কি দুধর্ষ Power, কি bombing যার ওপরে শুধু atomic bomb-ই আছে। তবু চালিয়ে যাচ্ছে।'

সোজাকথা বলছি। 2nd World War-এর পর থেকে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ৫০/৬০টি war হয়েছে তার একটায়ও America জিততে পারেনি in not a single one (thingle— reference জান, চার্চিল S বলতে পারতো না) একথা বলার জন্য বেঁচে আছি আমি।

এর ওপরেও যদি কেউ তর্ক করতে চায় that is his own luxury, his own opium, তোমার আফিমের নেশা আমি কেন ভেঙে দিই।

এই যে আদর্শ, এই যে আদর্শবাদিতা অতী...ব... নিজেকে Nation মনে করে uncompromisingly সেই আদর্শকে ধরে সেই আদর্শকে প্রাপ্তি করা— তখন তোমরা বাঙালীরা ভারতীয়রা বলবে Chanvinism এবং Chauvinism-এর ভয়ে ভূত দেখবে।

এই জন্য যদি প্রচার করতে চাও আদর্শ যদি রাখতে চাও জননী জন্মভূমির, তোমার আধি-ভৌতিক, আধিদৈবিক, কর্মকুশলতায় তোমার পুরুষকার কতটা বিকশিত করতে পারবে এবং এর সঙ্গে সঙ্গে Pre-condition হল শরীরচর্চা ও ব্রহ্মচর্য। যে বীর্যবান নয় তার শৌর্যও নেই। এই Pakistan হারল কেন, they are the most despicable lecherous। লাম্পট্য ও লড়াই একসঙ্গে চলে না। লড়াই আমিও করেছি আমার হাতের তেলো যদি দেখ দেখবে ডুমো ডুমো শক্ত হয়ে আছে। কুসুম-পেলব না হলেও এটা ঠিক, অন্যদের তুলনায় আমার হাতের তেলো একটু নরম। তাই বলি বীর্যবান হও, ধর্মবান হও, শ্রদ্ধাবান হও, নীতিমান হও, তোমার আদর্শ হোক মহান, প্রত্যেক দিকে লক্ষ্য হউক অতীব গৌরবময়, সেই লক্ষ্য-প্রাপ্তির জন্য পণ করতে হবে uncompromising endeavour এবং motto হবে no surrender,no

defeat। যেখানে surrender নেই, যেখানে defeat কোথা থেকে আসবে? That's is true real truth. এটা মনে রাখবে বিশ্বনিয়ন্ত্রী ঘুমিয়ে নেই, এর যা কিছু হচ্ছে এও তাঁরই সহস্রবাহুর চালনা, সহস্র চরণের পরিক্রমার একটা রূপমাত্র। She is driving us to a certain destiny, you cannot fight against this, you cannot divert it, her onward movement.

বুদ্ধিমান সেই যে এই সত্যটি বুঝে নিজেকে atone করতে পারে। বোকা সেই, যে এটাকে স্বীকার করে না।

ঘটনাগুলির ব্যাপকতা ও Inntricacy তোমরা ভাবতেও পারো না। শুনলে তোমাদের Brain reel করবে। কোথায় East Bengal কোথায় West Pakistan কোথায় তিব্বত, কোথায় চীন, কোথায় N. W. F. P. কোথায় বেলুচিস্তান, কোথায় Indonesia, কোথায় Africa— এতগুলি ঘটনা নিয়ে খেলা করা, তুমি ধারণা করতে পারো!

তোমরা জান না কার ছায়া গোটা Asia-র উপর রয়েছে— Mighty Cronos-এর! Nemesis নেমে আসবেই।'

মহাকাল বলছেন, তার এবার দেখতে হবে কী তিনি পাননি তার হিসেব নয়, কী তিনি দিতে পারেন নি তার হিসেব রাখতে হবে।

আর আমরা অগণিত দেশবাসী চাতক পাখির ন্যায় উধর্বমুখ হয়ে আছি, আমাদের দেখতে হবে কী আমরা পাইনি, তা নিঙড়ে নিতে হবে সেই অমৃতভাণ্ডার থেকে।

জয়শ্রী, বৈশাখ, ১৩৭৯ (১৯৭২)

পুনরাগমনায় চ

প্রথম বৈঠক

মহাকাল কথা যখন বলেন, লঘু পর্যায় ছাড়া, কার সাধ্য তখন কথা বলে কিম্বা কোনও প্রশ্ন তোলে। অদ্ভুত সমন্বয় চরিত্রে। কোমল কোন কোন অবস্থায়, কিন্তু কাজের সময় relentless, ruthless। অতীতের মানুষ হলেও এ এক নতুন মানুষ। 'A complete break with the past', অথচ মানুষটি সংশয়াতীত সত্য। যে গর্জন একবার শুনেছি তা ভোলার নয়— 'I have cheated death so often, I have been cheating death in every day of my survival. What have you done?' সব ঢং— 'ফিরে এসো'। ফিরে সে আসবে কিন্তু মানুষের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক থাকবে

না। তার সম্পর্ক অশরীরীদের সঙ্গে। যারা নিজেকে দিতে তৈরি থাকবে তাদের সঙ্গেই তার সম্পর্ক থাকবে। Others will be left behind'।

'জানিনে এ জীর্ণ বুকখানার ভেতরে যে সব ভাবনার, ব্যঞ্জনার ঘাত-প্রতিঘাত স্রোত-মর্মর ওঠে তা তোমরা জান, বোঝ কিনা। জানিনে এ হৃদয়ে যে অগ্নিদাহ, লেলিহান হয়ে এ মৃতভূতকে consume করেছে, সে কালানলের "কথা" তোমাদের ভাববার সময় আছে কিনা।

জানবার আমার বোধ হয়, কোনো উপায়ই নেই। হয়তো এ ভালই।

চারণ তোমার কথাগুলো বার বার শুনে হৃদয়কে উদ্বেলিত করে তুললো। তোমার বক্তব্যের শেষের দিকের Invocation ..... 'যার সমাধান মাত্র একজনই দিতে পারেন, যাঁর জন্য অধীর অপেক্ষা'......"

A-A-H! OH! The Pathos in your expression! Rebellious tears rolled down these shrunken cheeks .... My eyes are misty.....

য্যানো কোনো অতি গহন-গভীর জগতের ভেতরে একটি সরল বালক, পথ হারিয়ে ফেলেছে। সে ভীত-ত্রস্ত-ব্যাকুল, জাগতিক সাহায্যের আশা হারিয়ে গেছে তার, তাই অবশেষে নিরাশার আশা, অলক্ষ্য বন-দেবতাকে ডাকছে। ভীতি-ব্যাকুল-সরল হৃদয়ের সমস্ত আকুতি ঢেলে, "কোথায়, ও গো কোথায় তুমি বনের দেবতা। আমি ভীত-ত্রস্ত পথহারা বালক তোমার। পথ দেখাও সাড়া দাও, বাঁচাও তোমারই বালককে......"

ওফ! চারণ, চারণ মহাকাল স্তব্ধ অবাক হন, তাঁর নিজের ভেতরের এই আলোড়ন দেখে!! তবে কি, তবে কি সে এখনও বেঁচে আছে?

কিন্তু না, এ হল না, বলবে না। মহাকাল বেঁচে নেই নেই। সে মরে গেছে, মরেই গেছে— বাকী দাঁড়িয়ে আছে মৃতভূতের আত্মা। আর কিছুই নয়।

With, "All your erudition and discernment"— you simply cannot comprehend the state of Metamorphosis of the Ghost of the Mahakal (perhaps Mahakal thinks). How very Complete and Final.

Did Mahakal seek All this?! May be! Did "All of you" conspired, contrived— imposed and Forced "All this"? .... Perhaps.

Anyway they have raised their Frankenstein—

And Willy-Nilly they must reap their whirlwind— Ay, that they shall!...

For it is the "Nemesis, that Frankenstein.

Or it is Ma Kali Janani Janmabhumi Herself. Who forged her humblest— and most fragile Bangasantan into this form, to use Him for this awful service.. (Unto Her)?... Quite.

মহাকাল কি কি করেছে— করছে এবং করবে, কেমন কেমনভাবে, কোন কোন প্রণালীতে ধাপে ধাপে কি কি করে চলবে, মাঁ কালী জননী-জন্মভূমি কি কি রূপ গ্রহণ করবেন এবং তা কেমন করে, সমস্ত পর্যায় সমাপ্তির পর মাঁ জননী জন্মভূমি, Finally কোন রূপ গ্রহণ করে সুপ্রতিষ্ঠিতা চিরগৌরবান্বিতা রাজ-রাজেশ্বরীরূপে সুদূর দূরান্তরে নিজতাঞ্চল প্রসারিত করে বিরাজিতা হবেন, এ সব সম্বন্ধে কোনও কিছু না বলে, তোমার সমস্ত কথাগুলোর উত্তর দিচ্ছি, মনে রেখো "Verbum Sapienti Sat Est" সমঝদারকে লিয়ে ইশারাহী কাফী হোতী হৈ— 'A word is enough for a wise man'.

দ্বিতীয় বৈঠক

প্রশ্ন ঃ তিব্বতের 'সে' কি অত্যাচারী ও খারাপ লোক।

উত্তর ঃ নিশ্চয় নয়। তাহলে মহাকাল ওর জন্য এত করত না।

শিশু পরম নির্ভয়ে মায়ের কাছে ছুটে এসেছিল, কিন্তু তাকে আশ্রয় না দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করা হল, তাকে ড্রাগনদের হাতে তুলে দেওয়া হল। এর চেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা নীচতা, মূঢ়তা আর কি হতে পারে?

যখন সে অসহায় .... আত্মরক্ষার পথ খুঁজে পাচ্ছিল না— তখন একজন General Death তাকে বলল, "আমি তোমাকে ভারতে একজন প্রতিনিধি হিসাবে পথ দেখিয়ে দিচ্ছি তুমি ভারতে যাও, ভারতের জনতা তোমাকে গ্রহণ করবে, আশ্রয় দেবে। জনমতের চাপে তৎকালীন ভারত সরকারের কর্ণধার তাকে আশ্রয় দিয়েছিল। তা না হলে তার রাজত্ব উল্টে যেত।

General Shiva এবং General Death একই লোকের দুটি নাম। Shiva— ভূতের বাবা শিব। ভূতেদের হাতে মশাল দিয়ে যখন ভূতগুলিকে ছেড়ে দেয় তখন তাদের দেখে ভয় পেয়ে যায়— আর যারা তাকে জানে তাকে Death বলে, দুটো নামই সত্য।

যে জিনিস চাও তার জন্য দাম দিতে হবে। দেশের জন্য দেওয়াই হল চরম ও পরম দেওয়া। যে নিজ সুখ চায় সে অন্যকে কি সুখ দেবে? তুমি মা কালীর ছেলে, এই অভিমান কর— অন্য কোন অভিমান নয় (গর্ব অহঙ্কার), ধর্মের অভিমান— মায়ের ছেলে— এই অভিমান কর। সবই এক, এই অভিমানে শরীর চলে গেলে সে হল যজ্ঞের বলিদান।

হিন্দুরা একথা ভাবে না সপ্তদ্বীপব্যাপী তাদের রাজ্য ছিল।

America, Africa, Europe জম্বু দ্বীপ ঘিরে আছে হিন্দুধর্মীরা।

ভাবি এতটা মহাকাল আর জীর্ণ শরীর নিয়ে করতে পারবে না। তবুও মহাকালের পরিধি সুদূরপ্রসারী এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

Stalin যে তাসের ঘর তৈরি করেছিল বারো আনা নষ্ট হয়ে গেছে— চার আনা

তোমাদের সামনেই নষ্ট হয়ে যাবে। হিটলার, মুসোলিনী, রইল না। চার্চিল যে সৌধ গড়েছিল তা পরিবর্তিত হয়ে গেল। Lenin যে সৌধ গড়ে ছিল তা রইল না। রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ যা গড়েছিলেন তা-ও তাঁরা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে গেল।

মহাকাল চায় তার দেশের লোক উত্তম হোক ... মধ্যম নয়, অধমও নয়। তুমি যদি বলহীন হও তবে স্বর্গের সকল ঐশ্বর্য এনে দিলেও রাখতে পারবে না। এবার মহাকাল তা-ও হতে দেবে না— এমন করবে যা মানুষের নষ্ট করার বাইরে।

...মহাকাল নিজেকে সব সময় একজন মাতৃভূমির ক্ষুদ্রতম সেবক মনে করেন। 'যারা রক্তবীজের মত কাজ করে যাচ্ছে তাদের যখন আত্মপ্রকাশ ঘটবে তখন অবাক হয়ে যাবে।...

...দেশসেবা করবার আগে নিজেকে জানো—বাবা, পিতামহ, পূর্বপুরুষদের জানো। যদি নিজের পরিচয় দাও— তবে গিয়ে দেখ হিমালয়ে— সেখানে পরিচয় রাশীকৃত...

...চল তিব্বতে, মঙ্গোলিয়ায় বাংলার পরিচয়— কাজাখে উজবেকিস্তানে— সেখানে বাংলার নাচ, আলপনা, বাংলার কৃষ্টি Egypt-এ Egyptian-রা জানে না তাদের পূর্বপুরুষ কোথায় উঠে গেছে মরুভূমির প্রান্তরে তোমাদেরই সাধুদের প্রথা। সেই বাঙালী আজ পরপদলেহী-কুক্কুর দু' হাজার বৎসর থেকে। সিংহশাবক আজ মেষশাবক। নিজের চরিত্রকে জানো— ধর্মকে জান। ঐতিহ্যকে যারা ভুলে গেছে, প্রবল ঝাপটার মধ্যেও যারা ঐতিহ্যকে ধরবে না তারা Crushed হয়ে যাবে— সেখানে দয়া থাকবে না, মায়া থাকবে না। ঝড় উঠেছে— ঝড় উঠবে। যে নিজেকে সেরে নেবে সে থাকবে। যে মনে করবে আমরা ভূতেরও ওঝা— তারা শেষ হয়ে যাবে। তখন 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।' বললেও রেহাই পাবে না। সেদিন শতধা হবে— তবুও কার শক্তি এই পৃথিবীতে তাঁর উন্মুক্ত পদক্ষেপের সামনে দাঁড়াবে? যে দাঁড়াবে তার মহিষাসুরের মত দশা হবে।

. জননী জন্মভূমির সত্যিকারের সেবক হবার জন্য দরকার— নিজেকে তৈরি করা— যোগ্য করা।

বাংলা যদি আশা করে আমাদের 'তাকেই' ফিরে পাবে— সে ভুল, সে মরে গেছে বাংলা তাঁকে মেরে ফেলেছে। ....

নাড়ুখাবার বেলায় তুমি আমাদের— নিজ হাতে যে গাছের শিকড় কেটে দিয়েছে সেএখন কারও নয়। শুধু মা কালীর হাতের পুতুল। ভূতের কি পরিচয়? সে শুধু মা কালীর সঙ্গে ঘোরে শ্মশানে শ্মশানে। তাকে কি দিয়েছ? শুধু খোসামোদ— অন্তঃসারশূন্য। মহাকাল কারোও নয়— তার কেউ নেই .....।

... বাঙালী সব জায়গায় লাথি খাচ্ছে। কিন্তু আত্মরক্ষা করতে পারছে না। সবচেয়ে বড় ধর্ম আত্মধর্ম।.....

ঢেলে সাজাতে হবে— এইটাই কাজ।... তারপর দেখে নেবেন মালপোয়া খেয়ে ভুঁড়ি বাড়ানো।

মহাকালকে কিছু করতে হবে— সূর্য ওঠা বন্ধ হোক বা চাঁদ ডুবে যাক— যা বলে দিয়েছি তা হবেই। মহাকালকে তোমরা কি দেবে! কিছুই দিতে পারবে না। তোমাদের কাছে কি আছে? মহাকাল তোমাদের কেউ নয় Hindusthan-এর কেউ নয়!

মহাকাল অখণ্ডত্বে বিশ্বাসী। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না— টুকরো জুড়ে যাবে। কারও মাথায় খেলছে না জুড়বার কি উপায়। মহাকালের সুবিধে সে ভূত। মানুষ যখন মরে যায় তখন ত্রিকালজ্ঞ হয়ে যায়।

মহাকালের অবস্থান শুধু একজায়গায় নয়— মহাকালের পরিধি দিগন্ত।

বাংলাকে তৈরি করার জন্য চাই স্বাস্থ্য, পরদুঃখকাতরতা, সেবা, সঙ্গে চরিত্রবল— এই চারটে স্তম্ভের উপর যে মানুষ দাঁড়ায় তার ঠিকানা নেই।

তৃতীয় বৈঠক

What experience teaches the Mahakal is this : The Government and people (of any place, mark my word any place) have never learnt anything from History or acted on Principles deducted from it..

তোমরা মহাকালের সব কথাগুলো তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা কর না এই-ই তোমাদের দোষ— অসহিষ্ণুতা-বোকামী! সব কিছুই বলার সঙ্গে সঙ্গে একটি বলার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় বারে বারে ঃ "There is someone watching always over the Destiny.....

... Destiny = The purpose or end to which any person or thing is appointed,"মা কালীর Catalysis চড়কির চাইতেও মহাদ্রুত ঘুরছে। এবং তার চক্রবালরেখা একটি মহাদেশের জন্যে প্রাথমিক-এবং-প্রধানত হলেও, সে (Catalysis-এর) আবর্ত আড়াইটে মহাদেশকে আলোড়িত করে।"

'Thus' 'Thus' and 'Thus' shall be contrived, suiting the needs'— Thrown up by the 'SEETHE'.

... কাউকে "লীড" করচি, করবো এরূপ দম্ভ অহংকার— উগ্র গর্ব মহাকালের নেই। মাকালী দয়া করে তাঁর পাগল ছেলেকে, ওরূপ ভ্রম থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, বাঁচিয়ে রাখবেনও। (যতদিন তাঁরই সেবা-সাধনায় লাগিয়ে রাখার ইচ্ছে করবেন) গর্ব অহংকার, দাম্ভিকতা মাতৃসাধকের পক্ষে সম্পূর্ণবর্জিত ;এসব লক্ষ্য সিদ্ধির পথে বাধক। মাঁয়ের সামনে এই দীন মহাকাল মাঁকালীর উলঙ্গ শিশু। মহাকাল এ মাতৃসাধনায় যে Humility feel করে, তা তোমরা বুঝতে পারবে না। অন্যদেরকেও বোঝাবার আমার দরকার নেই। কারণ খুবই Simple : যার কিছুই নেবার মতন নেই, তার (অন্য

কাউকে) বোঝাবার দরকার ফুরিয়ে যায়। Mislead আমি করতে পারিনে কারণ ঃ Lead বা Mislead সেই জনই করতে পারে যে কর্মকর্তা। আমি তা নই। কর্মকর্তা আমি নই। আমি নিজেই Led। যে Led সে Lead কর্তে পারে না।

I refuse to Justify myself,

I salute the Book of Job : And in all Humility, beg you to turn your eyes and thaughts, to the vast incomprehensive fact of a world which whatever else it may be, is most certainly not a world created according to human specifications....

The world turns aside to let any man pass who knows where he is going. The ability to make up your mind inspires self-confidence, it gives you inner-power, and it commands the respect of your fellowmen.

I know thats me ... But at the same time I know, also, that every-one cannot be that fanatic... but could you Charanik not be that Fanataic.

(Standing Apart from "Everyone"?)

But in your strides : Beware of ignorance when in motion ; look out for inexperience when in action, and beware of the majority when mentally poisoned with misinformation. For collective ignorance does not become wisdom.... Nothing is difficult to a brave and faithful man!'

চতুর্থ বৈঠক

...সত্য স্নেহ-ভালবাসা প্রেমভক্তি-বিশ্বাস স্বয়ংসিদ্ধ, ব্যর্থ হয়না, ব্যর্থ হ-বে-না মাঁ কালী নিজেই দেখছেন যে....

...মনেরও গতি যে গতির সামনে স্তব্ধ হয়ে যায় সেই অসম্ভাব্য গতিতে আমার মাঁ কালী জাল বুনে চলেন। সে ইচ্ছাময়ীর আবহমান-মহাকালের বহমান ফ্রেমে যে তোমোর কাজ চলেই চলেছে নিরন্তর, বিবিধ প্যাটার্ণ ফুটিয়ে তুলে— তার প্রত্যেকটি ক্ষুদ্রতম— সূক্ষ্মতম গ্রন্থিরও দাম আছে, মহামূল্য আছে, মহান কার্যকরী সার্থকতা আছে।

...তোমার (তোমার) কাজ হলো ঃ ইচ্ছাময়ী মাঁর ইশারা— ইংগিত— নির্দেশ (প্রত্যক্ষ বাক্যও) মনের আনন্দে পালন করে চলা ....

...মুঞ্জরিত প্রতিধ্বনি গুঞ্জরিত হবেই।।
প্রতিধ্বনি অলীক, মূলহীন,— উৎপত্তিস্থলহীন,
হতে পারে না।। উৎস থেকেই প্রতিধ্বনির

উৎপত্তি-বিস্তার এবং পূর্ণ বিস্তৃত হবার
পরে উৎপত্তিস্থলে পুনরাগমন।
বিহ্বল হৃদয়টি তুলে ধরে অশ্রুজলে
মাতৃশ্রীচরণ সিক্ত করে, তাই-ই,
যুগে যুগে আমরা—তুমি আমি—
বাঙালী— কান্নাভাঙাস্বরে একটি
মাত্র নিবেদন প্রার্থনাই করি—
—পুনরাগমনায়চ—

দিকে দিকে বার্তা রটে গেছে। একটি অবিশ্বাস্য সম্ভাবনাময় সংগ্রাম জর্জরিত কতিপয় প্রাণ আজও আকুল হয়ে আছেন, কিন্তু বাকী সব ঘুমন্ত। চারণিক দীর্ঘদিন যাবৎ যে গুঞ্জরণ তুলেছিল তারই স্বীকৃত প্রতিধ্বনি মহাকাল স্ব-কণ্ঠে করেছেন। আর শেষে অমূল্য রাজমুকুট চারণকে পরিয়ে দিয়েছেন— চারণ তাতেই ধন্য ঃ

অনেক দিনের ব্যথার সুরে
অনেক চিঠির বীণা ছিল ভরে,
মন্দ্রিত তায় কয়েকখানি তান
অপূর্ব এই চারণিকের দান।।

জয়শ্রী, আশ্বিন, ১৩৭৯ (১৯৭২)

বাজল তূর্য আকাশ পথে
সূর্য আসেন অগ্নিরথে

মহাকালের নির্দেশ এসেছে তাঁর সঙ্গে পরিক্রমণে বেরোতে হবে। আমায় একটা পার্বত্য পোর্ট-এ হাজির হতে বলা হয়েছিল। একটি বিশেষ ধরনের নৌকায় ১০/১২ ঘণ্টা কুলহীন সাগরবক্ষে থৈ থৈ জলপথ অতিক্রমণের পর এক বিচিত্র জলযানের নিকটবর্তী হলাম। আনন্দ-হুল্লোড়ের মধ্যে আমি উঠে এলাম সেই যানটিতে। কত বিচিত্র বর্ণ, কত বিচিত্র ভাষার মানুষের সেখানে সমাবেশ! মহাকাল মিশে রয়েছেন এই বিচিত্রতার মাঝখানে তাঁকে যেন চেনাই যায় না এ তাঁর অন্য রূপ। এ রূপ যে না দেখেছে তাকে বিশ্বাস করানো যাবে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে একদেশ থেকে অন্যদেশে পাড়ি দেওয়ার দৃশ্যটি মনে পড়ে যায়। একটি জটিল ভয়াবহ উত্তেজক মুহূর্তে কী অদ্ভুত সহজ স্বচ্ছন্দ হাস্য। পরিহাসময় তিনি হয়ে উঠেছিলেন। যাঁর মাথার উপরে, জলের নীচে, আশে পাশে সর্বত্র মৃত্যুর হাত প্রসারিত রয়েছে তাঁর পক্ষে হাস্য

পরিহাস করা একমাত্র যোগসিদ্ধ মহাকালের পক্ষেই সম্ভব। সেদিনের তাঁর অতিমানবিক জীবনটি আমাদের নিকট অনুদ্‌ঘাটিত, কিন্তু আজ দীর্ঘদিনের একত্র অনুগমনের পর যতটুকু জানতে পেরেছি— তা থেকে অনুমিত হয়, মহাকালের গতায়াত শুধুমাত্র এই বিশ্বচরাচর নয়, এই ব্রহ্মাণ্ডের বাইরের একটি বিরাট জগতে তাঁর যথেচ্ছ গমন অনায়াসসাধ্য এবং নিয়মিত।

মনে হয় আগতপ্রায় সেই ভবিষ্যৎ দিনগুলিতে গ্রহনক্ষত্রের বিচিত্র রহস্য কাহিনী উদ্‌ঘাটিত যা হবে, বিজ্ঞান-শক্তির আজও অগম্য। সে-সব কথা মহাকালের কথোপকথনে আমার সীমিত জ্ঞানে যতটুকু আহরণ করতে পেরেছি তা ক্রমে বিবৃত হবে।

আমার এই ভ্রমণকাহিনীর, মহাকাল-রাজ্যে গমনের স্বল্পরিসর, বর্ণনাটুকু সেরে নিই।

সমুদ্রপথে বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জ অতিক্রমণের পর এক কবি দেশনায়কের রাজ্যে হাজির হলুম। যেখানে আজো দিবারাত্র অবিরাম যুদ্ধ চলেছে। অথচ সেখানে গভীর জনবসতিতে গিয়ে পৌঁছলে তার হদিস পাওয়া যাবে না। একটি বিশেষ অঞ্চলে এসে আমরা জলযান ছেড়ে সু-উচ্চ প্রাচীরে ঘেরা দেশে এসে পৌঁছলাম। কারণ যে পথে চলেছি তা এই সমস্ত দেশ ছুঁয়ে যেতে হয়। মহাকালের গমনাগমনে কোনও দেশেই কোনও জিজ্ঞাসা বা প্রশ্ন নেই, সুপ্রাচীন কাল থেকে যে রাস্তা রয়েছে, যা আজকাল অব্যবহৃত হয়ে আছে, সেই বিশাল রাস্তাটিই নানা ঘোরপ্যাঁচ খেয়ে চলেছে মহাকালের গন্তব্যস্থলে। কোনও একদেশের ভক্তদের দেওয়া উপহার একটি গাড়িতে, আমরা দ্রুত চলেছি ; ক্রমে তুঙ্গভদ্রার ড্রাগনের দেশ পাশে রেখে আমরা এগিয়ে গেলাম। একটি সংক্ষিপ্ততম পথ দিয়ে বিস্তীর্ণ উন্মুক্ত প্রান্তরে প্রবেশ করলাম, প্রবেশ মুহূর্তে একটি তীব্র ধ্বনিতে চতুর্দিক কম্পিত হল মহাকালের রাজ্যে প্রবেশ করলাম।

মহাকাল বল্লেন ঃ Europe থেকে Far East পর্যন্ত এই ফকীরের গাড়ি চলেছে, নিজের জায়গা ছাড়া যত অন্যের জায়গা দিয়ে যাই প্রত্যেক জায়গায় অপার স্নেহপ্রীতি ভালবাসা দিয়ে ঘিরে রাখে। কারণ তারা জানে, এরা প্রথম শুনেছে, দ্বিতীয়ত ঃ দেখেছে তারপর জেনেছে, এই একটি লোক নিজের জন্য চায় না, নিজের জন্য কিছুই করছে না, নিজের দুঃখ কষ্টের ভাগ কাউকে দিতে চায় না। নিজের জন্য একটি পাথরের উপরও পাথর রাখেনি। সে তার নিজের momentum-এ চলেছে। দ্যাখে সব, বলে কম, শোনে সব, মন্তব্য করে কম, খায় না, Part Play করে না। সুতরাং সে লোকটার নিজের কিছুই নেই, Bank-এ নেই, ট্যাঁকে নেই। যেখানে শুই সেখানেও তক্তপোষের মত রয়েছে, এই হল কারণ কেন এরা চুপ হয়ে যায়।”

বাংলা দেশের পুরাণো নিয়ম অনুযায়ী প্রতিপদ থেকে পূজা। ৯টা দিন দিনরাত

বিরামহীন উৎসব। দশমীর দিন বিরামহীন আনন্দ। তার সঙ্গে সব মেলানো আছে। কোথাও হচ্ছে বাংলার কথা, কীর্তন, রামায়ণ-মহাভারতপাঠ, ম্যাজিক, নাচগান, কোথাও হচ্ছে পাঞ্জাব প্রদেশের নাচগান, কোথাও হচ্ছে হৈ হুল্লোড়, চাম্বা নাচগান। কোনও ডেরায় কোনও বৃত্তের মধ্যে হচ্ছে মণিপুরী নাচ। কোথাও কথাকলি, কোথাও ভারতনাট্যম।

যেখানেই যাওয়া যাক না কেন ইচ্ছামত দেখে যাও শুনে যাও বসে যাও। যারা Leisure period-এ আছে তারা Leisure উপভোগ করছে। যারা on duty আছে তারা নয়। একেবারে ফোকটে যত ইচ্ছে পান-ভোজন চলেছে। কোনও বাধা নেই।

মহাকালের একটি রাজ্যে, একটি বিরাট এলাকা দিয়ে অনেকগুলি নদী বয়ে চলেছে তার মধ্যে একটা বিখ্যাত। এই সময়ে (তখন October মাস) বরফের স্রোত বইছে, আর তারই মধ্যে লোকে হুটোপুটি করছে তবু ঠাণ্ডাও পর্যন্ত লাগে না তাদের। পাহাড়ী নদী হলেও এটা যেন মনে না হয় লিকপিকে সিং বিরাট তার বৃত্ত, এত বিরাট যে তার মধ্যে অসংখ্য Islands আছে। এত বরফ জমে জায়গায় জায়গায় যে ৮০ টন মাল বোঝাই গাড়ি গেলেও কিছুই হয়না। এই নদীর একদিকে মরুভূমি অন্যদিকে চাষ হয়। খুব ভাল কাঠের গাছের বিস্তীর্ণ জঙ্গল আছে ; এখানে দুর্গাপূজা হয়, দোলের সময় আরেকটা পূজা হবে আর অন্যটি কালীপূজা। এছাড়া সমস্ত বছরই যতগুলি Communities আছে তার অনুযায়ী উৎসব। এমন কি বাঙালী মা-বোনের ইতু পূজা পুণ্যিপুকুর পূজা পর্যন্ত করে। মহাকাল বল্লেন, 'তাইতো বলি দূরে না থাকলে প্রেম হয় না।'

একটি Tributary নদী আছে যার নাম দেওয়া হয়েছে গঙ্গা। কেবলমাত্র ঐ নদীতে বারো মাস স্নান করা যায়, খুব বড় বড় মাছ তাতে আছে।

আর মহাকালের স্ব-রাজ্য। দেবক্ষেত্র, তপোবন— 'সেটা এমন যে যেখান থেকে একটা দিক আছে তার নীচে যদি তাকাই (অবিশ্যি খালি চোখে নয়) আর সেই Range-এর একেবারে নীচে পাদদেশ দিয়ে চলে গেছে সুপ্রাচীন কাল থেকে আছে, এখন ব্যবহার হয় না, সেই রাস্তা।'

বিজয়া অন্তে সিদ্ধি-ভাঙ্ খাওয়া হয়। যারা অভ্যস্ত নয়, পাঞ্জাবী, সিন্ধি, ইউরেশিয়ান, Local Natives, Europeans, Britishers তারাও এই ভাঙের নেশায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে।. সেখানে তোমাদের যেমন Government সেরকম নয়, সেখানে তারাই সব। সেখানে কোনও Tax নেই। অবশ্য যে unthinkable huge expenditure দিতে হয় তা সেখানকার Country people-দের দিতে হয় না। সেখানে যারা আছে অধিকাংশই in Service। মিলিটারীই হোক বা অন্য কিছুই হোক। সেখানে অনেক লক্ষ লক্ষ লোক আছেন যারা civil life lead করছে। মহাকাল বলেন

'এটা দেখেছি বাঙ্গালীদের মধ্যে কেউ ২-৪ দিনের বেশি বাংলাদেশে থাকতে চান না। তারা এজন্য আসেন যে তাদের বয়োবৃদ্ধরা এখনও জীবিত। অনেকে দুই বছর তিন বছরে একবার করে family নিয়ে আসেন। মজা দেখ, আসা যাওয়ার কোনও বাধা নেই। একটা, দুটা নয়, এমন লাখে লাখে। তারা সবাই বেধরক আসতে পারেন বা যেতে পারেন। অথচ ৯৭% আসেন না। যারা আসেন only a fraction। ১০০% আমারই আসার বিরুদ্ধে—dead against, প্রত্যেকটি পুরুষ, প্রত্যেকটি মা-বোন। একটি লোক নেই যে বলে হ্যাঁ আপনি ঘুরে আসুন।'

মহাকালের ছায়া যে রাজ্যে রয়েছে— সেখানে মানুষ ও পশুর বসতি আছে, সেখানে কারও কোনও অভাব নেই। সেখানে No Tax। No Tax শব্দের অর্থ, সর্বস্ব দিয়ে দেওয়া। এটাই সত্য অর্থ।

সেখানে আমাদের দেশের যারা যায় বা গেছে তারা আসতে চায় না। মহাকালের 'একটু বেশি সময় এখানেই কেটে যায়। যখন গুঁতোগুঁতির দরকার হয়না তখন বেশির ভাগ সময়টা কাটে গল্প বলাতে। আমরা কে কোথা থেকে এসেছি কোথায় গিয়েছিলুম এবং আমরা এখনও কোথায় আছি, কতরকমের নাম নিয়ে। এ গল্পগুলি এমন সুন্দর, বলতে বলতে যে বলে সে হারিয়ে যায়, যারা শোনে তারা আত্মহারা হয়ে যায়। সুন্দর সরল মুখ উপর দিকে ওঠানো চোখগুলি যেন হ্যাঁ করে শুনছে। ছোট্ট শ্রোতারা কোমল মুখটা 'O' form করে বলে বা comment করে, অথবা আঙুল দিয়ে বা কনুই দিয়ে গুঁতো দিয়ে কিছু একটা বুঝিয়ে দেয়। ফলে কি হল, তারা বোঝে এটা বিদেশ বিভূঁই নয়, আগে আমরা ছিলুম, এখনও আছি এবং ভবিষ্যতেও থাকবো।'

মহাকালের বৈঠক-সমুদ্র-ঢেউয়ের সঙ্গে তুলনীয়। একের পর এক ঢেউ-এর মত বিষয় আসছে তার অন্ত নেই। আবার একটি গূঢ় বিষয় থাকলেও তা বার বার ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এসেছে। এমনি একটি বিষয়, স্ব-রাজ্যের রূপরেখা।

No Tax শব্দটা ভয়ানক misleading। No Tax মানেই সব তোমার।

জানিনে Joint Family কাকে বলে। তার সঙ্গে চারণ তোমার নিজের কোনও পরিচিতি আছে কিনা? বোধহয় নেই?

মনে কর একটা family-তে দাদামশায়/ ঠাকুর্দা চার ভাই। তাদের ছেলে মেয়ে তস্য ছেলে মেয়ে একই সঙ্গে আছেন। ক্রমান্বয়ে Space বৃদ্ধি হয়। যেমন সহস্র পাখি কিলবিল করে, তেমনি পরিবারের কেউ ক্ষেত সামলাচ্ছে, কেউ বাড়িঘর সামলাচ্ছে, কেউ আত্মীয়-স্বজনের খোঁজখবর রাখার কাজে লেগে থাকেন। বয়োবৃদ্ধ-বৃদ্ধারা সবাইকে চালাচ্ছেন। তাদের ঘিরে রয়েছে তাঁদের ছোটরা— এই ছোটরা ৮০ বছরের হতে পারে, ৮-৯ বছরেরও হতে পারে।

সকল প্রকার ঘটনা দুর্ঘটনায় প্রতিটি সদস্য অংশগ্রহণ করছে। 'সপ্তডিঙ্গা সাজায়ে

মধুকর চাঁদ সদাগর'। এ ভাবনা কখনও কি তাঁর মনে জাগে যে আমি জীবন বিপন্ন করে বাড়ির সবার জন্য এত সব করছি। বাড়ির বৃদ্ধদের সম্পর্কে কি এসব ভবনা জাগে— দাদু কেন বসে আছেন? কেন কাজ করেন না? এসব ভাবনা জাগেনা। মহাকালের সমাজ, রাষ্ট্র— এমনি একটি পরিবার ছাঁচে একে অন্যের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্কে বিধৃত।

এই স্বপ্নঘেরা, দ্রষ্টা মহাযোগী অন্যমনস্ক হয়ে নিজের জীবনের ধারা কখনও ব্যক্ত করে ফেলেন— আজ চারণিকের কলম তা ব্যক্ত না করে পারছে না—

'যেদিকে এ-শরীর বেশি ঘোরে। ৩টা main General Head Quarters-এ। সেখানে এ-শরীর care free থাকে। কখনও বছরে একবার, কখনও দুবার, আবার এমনও হয় দেড় বছরে একবার; কেননা সেখানে তো থাকার দরকার নেই। সেখানকার কাজ অন্যরকম। হয়তো আসতে হল, duty হিসাবে forced কাজ— সেগুলি হল, সময় আছে হাতে, থাকবো ১৫ দিন, informally সবাইকে নিয়ে আলোচনা হল। একটা আদর্শ, একটা স্বপ্ন, তার বাস্তবায়ন ও তার ভবিষ্যৎ। এছাড়া নিজে informally কারুর বাড়িতে হোক, কোনও ব্যাপারে হোক কাউকে যদি না ডাকি কেউ আসবে না। Civilian বা Military। কারুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই। প্রত্যেকের নিজের নিজের Duty আছে। Fighting নিয়ে আছে, ordinary soldierদের উপর আছে N. C. O. S.,' J. C. O. S', Junior Commissioned, Senior Com.— তার ওপর আরো অনেকে। Usually কেউ স্বপ্নেও ভাবেনা ওঁর কাছে যেতে হবে। যখন দরকার হবে, এবং যাঁকে দরকার হবে তখন সবাই জানে উনি নিজে থেকে যোগাযোগ করবেন ও approach করার সুযোগ হবে। এবং ভুম ভুমা ভুম করে যখন কাজের জন্য বেরুতে হবে তখন আলাদা কথা। ওরা হয়তো কেউই জানে না আজ আমি কোথায়, কাল আমি কোথায়। তবে এটুকু জানে কাজের জন্য মহাকালকে অনবরত যাওয়া-আসা করতে হয়। এটা অবশ্য যাদের জানার দরকার তারা জানে। কিন্তু কেউ যখন জানল স্বদেশে আসছি, তখন বাঁধা নিয়ম, rules, regulations সব ভেঙ্গে যায়। যারা মারার ও মরার ব্রত নিয়েছেন তারাও এবং যারা সাধারণ তারাও তখন আর কোনরূপ চুপ থাকে না।

কখন কখনও যখন এইসব "Head Quarters"-এ থাকি তখন কেউ আমার কাছে ঘেঁষে না। কখনও দরকার হলে Trained লোকসব ইশারায় জেনে যায়। অবাক হই যারা সংরক্ষক, যারা পাহারা দেয়, তারা পাহারা দেয়, মা যেমন তাঁর ঘুমন্ত শিশুকে পাহারা দেন তেমনি করে। আমি জানি এবং মনে ভাবি এ আমার অপার সৌভাগ্য। কখনও আমি বেরিয়ে যাই, রাত্রিতে freezing point-এর ১০°-২০°-৩০° নীচে তখন তাপমাত্রা, চলে যাই একা। যারা জানে সঙ্গে থেকেও সঙ্গে থাকে না, এতদূরে থাকে

ছোট পুতুলের মত অন্ততঃ আমায় দেখা যায়, এমন ধারা ওরা আমায় ছেড়ে দেয়। তারা জানে কী জন্য আমি চলে যাচ্ছি। দিনে কোথায়ও যদি একলা আমি থাকি, কেউ আমার কাছে যায় না। আর যখন এসব জায়গায় থাকিনে তখন তো কোনও কথাই নেই। কোনও function-এ, কারুর বাড়িতে, Barrack বা কোন জায়গায় নিজে গিয়ে সম্মিলিত হই, তখন সবাইকে ডাকি, সবাই আসে। নিজেদের দৈনন্দিন জীবন, Duty, Work সম্বন্ধে কখনও কেউ আমাকে বলে না, বলবে না, তারা জানে এটা নিয়ম বহির্ভুত, অন্যায়। এঁকে আমরা জানলুম বলেই কী সব কথা বলতে হবে? যার যা problem নিজের কাজের, নিজের Family-র, নিজের Duty-র তার উপরে যাঁরা আছেন তাঁদের কাছে বলতে পারবেন। যে সমস্যা কারুর দ্বারা নিষ্পত্তি হল না কেবলমাত্র সেইটাই আমার জন্য রাখা হয়। সারা বছর একটি বা দুটি থাকে, অর্থাৎ General Head Quarter-এর যিনি সর্বময় কর্তা তার দ্বারা হয়নি, অথবা তিনি সেটা আমার জন্য রাখা বিবেচনা করেছেন, সেটাও কোনও H. Q.-এ বছরে একটা বা দুইটা।

এই কথার পর মহাকাল বল্লেন চারণ ক'টি গান কর। আমার মনে আনন্দ দাও। চারণ গাইল 'মোরা সত্যের পরে মন আজি করিব সমর্পণ— জয় জয় জয় সত্যের জয়।' শুনে মহাকাল বল্লেন— এটা সংকল্পের গান। সারা জীবনের গান। তারপর চারণ গাইল 'শুধু যাওয়া আসা'— এটা উদাসী রাজপুত্রের জীবন-কথা। জান কে সে রাজপুত্র? একদিন দেশ ছেড়ে চলে যাবার প্রাক্কালে ঋষি-কবির দর্শনে গিয়েছিল। রাজপুত্র কে, জানতেন তিনি, আর জানতেন আরেকজন। যাওয়া আসা, আসা যাওয়া এটা সাধারণ জীবের।

চারণ গেয়ে উঠল, 'বাঁধ ভেঙ্গে দাও বাঁধ ভেঙ্গে দাও'— কেন এই মানস 'বাঁধ'? তারপর 'তোমার আসন শূন্য আজি হে বীর পূর্ণ কর'— মহাকাল আপন মনে বলে উঠলেন, 'আসন শূন্য থাকবে কেন?'

জানি আসন শূন্য থাকবে না। আমাদের হৃদয় রাজ্যের অধিষ্ঠাতা একজনই এবং আমরা কায়মনোবাক্যে আমাদের চর্ম চোখে তাঁকে এই মর্তভূমিতে বিচরণ করতে দেখতে চাই এটাই সাধারণ লোভী, পাপীতাপী মানুষের বাসনা। আর চারণ দীর্ঘ জীবনের পরিক্রমণ ও অভিজ্ঞতায় অনুভব করেছে, দুনিয়ায় Total মানুষ নেই, নিষ্কলুষ চরিত্র নেই, তাই আমাদের এই দুর্লভ, দেবপুরুষের আবির্ভাবের, পুনরাগমনের জন্য যেন এত আকুতি! আর এও জানি, সেই ব্যক্তিত্বের নিকটবর্তী হওয়া সাধ্যাতীত, সহনীয় হবে কিনা তাও সন্দেহ যে তেজপুঞ্জের সঞ্চিত প্রকাশ তিনি তা শুধু পার্থিব নয়।

তবে চারণ তাঁর আবির্ভাবই হউক আর পুনরাগমনই হউক, নিরন্তর মহাকালের

তূর্যনাদ আকাশ পথে শুনতে পাচ্ছে এবং দেবপুরুষ ভারত-পথিক মহাকাল সূর্যের ন্যায় অগ্নিরথে নেমে আসছেন, এই ধরণীর ধূলিতে এ বিষয়ে চারণিক নিঃসন্দেহ এবং দৃঢ়প্রত্যয়ী।

জয়শ্রী, পৌষ ১৩৭৯ (১৯৭৩)

'মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল-মাঝে'—

২৩ জানুয়ারি— বাঙ্গালির—ভারত তথা বিশ্বের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। দিনের প্রথমে চারণ পেল আশীর্বাদী।

শ্রীশ্রী ঁমাকালী
স্নেহ আশীর্বাদ—
Jeebiteshu Charan...

"Awake!
For morning— in the bowl of night
Has flung the stone
That puts the stars to flight.

প্রত্যুষে নিকটেরই একটি কক্ষে চলেছে আরাধনা দৈনন্দিনের শপথ সংকল্প, শুধু নিকটের একটি কক্ষেই নয়, সেই শুভ-দিনটিতে দূর দূরান্তের বহু কক্ষে একাকী, সম্মিলিত, নানাভাবে তাঁর আরাধনা চলেছিল। ছোট ছোট সরল সদ্যপ্রস্ফুটিত শিশু মিলিত হয়েছিল তাদের স্বপ্নের, তাদের অন্তরের মানুষটিকে ভক্তি প্রেম উজার করে দিতে।

নিকটের কক্ষে— এবং দূর দূরান্তের কক্ষে সংকল্প ছিল—
'মোরা সত্যের' পরে আজি করিব সমর্পণ
জয় জয় সত্যের জয়।'

গানটি শেষ হল। সবার সম্মুখেই ছবি রয়েছে, কোথাও তা বুদ্ধপ্রতিম স্মিতহাস্যময় ভিক্ষুবেশে দিব্য ভারত-পথিক, কোথাও তা বাবু বাঙ্গালী, কোথাও সর্বাধিনায়ক, সামরিক পোষাকে। অথচ প্রতি ভক্তের আকুতি এক, এক অভিন্ন আকুতি সারা দেশময় একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে তরঙ্গায়িত হল, আর সেই মহাশক্তিমান, মহাকাল তাঁর নিভৃত কক্ষ থেকে এই একসূত্রে বাঁধা সহস্র প্রাণে মাতৃপ্রেরণা সঞ্চারিত করলেন। এই দিনটি তাই ভবিষ্যতের গর্ভে স্মরণীয় হয়ে রইল। নিকট ও দূরের সম্মিলিত সমন্বয়-ধ্যানের শেষে উদ্‌গীত হল গুরু বন্দনা।

চারণিক তার আরাধানা শেষ করলো, আর শুরু হল পূর্ণ চণ্ডীপাঠ এবং সেই সঙ্গে

হোম। তীব্র শীত, এই পাহাড়ী অঞ্চলে কোথাও ফুল পাওয়া গেল না, একধামা পাহাড়ী ফুল আহরিত হল, চারণ ও তার সাথীরা সপ্তসপ্ততিতম পুষ্প চয়নে মালা গাঁথলেন।

শ্রীশ্রী চণ্ডীপাঠ, হোম, সমাপ্ত হল। তখন বেলা ১২টা। তারপর পুণ্য আবির্ভাব লগ্নে জগন্মাতা জগদম্বা নবজাতকের বরণকল্পে প্রদীপ, তাম্রপত্র, গঙ্গামাটি, আবীর নানাবিধ উপকরণে থালি সাজিয়ে শঙ্খ, উলু ও ঘণ্টা ধ্বনিতে মহাকাল-এর বরণ করলেন। তারপর গাইলেন বন্দনা গীত 'জয় জগদীশ হরে।'

নিকটেই অবাক বিস্ময়ে চারণ ও তার নাম-না-জানা সমমনস্করা উপবিষ্ট।

চারণ গুরু বন্দনা করল—

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম।
তদপদংদর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকায়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুগুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

আর তার উত্তরে সাধক-শ্রেষ্ঠ মহাকাল যোগাসান থেকে নতুন বাণী প্রেরণ করলেন। কি অপূর্ব মাধুর্য তাঁর কণ্ঠে, কী গভীর তন্ময়ভাব সেই উচ্চারণে— প্রতিটি শব্দ যেন বহুযুগের সঞ্চিত শক্তিরূপে উপাসকদের শরীরে প্রবিষ্ট হল!

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে, নমোহস্তু তে সর্বত এব সর্ব।
অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্তং, সর্বং সমাপ্নোষি ততোহসি সর্বঃ।

পিতাসি লোকস্য চারচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুগরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোহস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোহন্যো লোকত্রয়েহপ্যপ্রতিম প্রভাব ঃ।।

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং, প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢুম।।

[তোমাকে সম্মুখে নমস্কার করি, তোমাকে পশ্চাতে নমস্কার করি ; হে সর্বস্বরূপ, সর্বত্রই তুমি, তোমাকে সকল দিকেই নমস্কার করি। অনন্ত তোমার বলবীর্য্য অসীম তোমার পরাক্রম। তুমি সমস্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছ, সুতরাং তুমি সমস্ত।

হে অমিত প্রভাব, তুমি এই চরাচর সমস্ত লোকের পিতা, তুমি পূজ্য, গুরুরও গুরু হইতে গুরুতর, ত্রিজগতে তোমার তুল্য কেহই নাই, তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ থাকিবে কি প্রকারে?

হে দেব, পূর্বোক্তরূপে আমি অপরাধী সেই হেতু দণ্ডবৎ প্রণামপূর্বক তোমার প্রসাদ প্রার্থনা করিতেছি। সকলের বন্দনীয় ঈশ্বর তুমি ; পিতা যেমন পুত্রের, সখা যেমন সখার, প্রিয় যেমন প্রিয়ার অপরাধ ক্ষমা করেন, তুমিও তদ্রূপ আমার অপরাধ ক্ষমা কর।]

জানি না এ বিস্ময়কর যোগাযোগ কী করে সম্ভব হল, সহস্র বৎসরের ব্যবধানে ইতিহাসের একটি ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

পুরাণসম ভারতীয় সাহিত্যের আদিকাব্য মহাভারতের যেমন অর্জুন ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দৃশ্য রয়েছে তেমনি আজও অর্জুনবেশী চারণ শ্রীভগবানের বন্দনায় নিযুক্ত। আর এই পুনর্মিলনে রচিত হচ্ছে ভবিষ্যতের এক নবতর মহাভারত। তফাত এই, শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জুনের আত্মসম্বিত ফিরে এসেছিল, চারণ ও তার আপামর দেশবাসীর তদ্রূপ উপলব্ধির পরও আত্মগরিমা, অহংবোধে আপ্লুত দৃষ্টি অস্বচ্ছ থেকে যাচ্ছে। সেইহেতু মহাকালকে দ্বৈত-ভূমিকাই পালন করতে হচ্ছে। তাই মহাকাল তাঁর বন্দনাগীত নিজেই গাইলেন।

দেববন্দনার পর নিজ নিজ মনোবাঞ্ছা অনুযায়ী এলো মালা এবং পরমান্ন। চারণ ভাবছে কোন্ সৌভাগ্য বলে সে আজ এই সুখের অংশীদার। তার মনে পড়ে যায় তিল তিল করে আত্মনিবেদিত স্বদেশবাসীর লক্ষ লক্ষ প্রাণের স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষার সংযমিত প্রকাশ বা অভিব্যক্তি তাঁর জীবন। তাই তার দায়িত্বভারে এবং সেই সব আকাঙ্ক্ষিত মহৎ প্রাণের গৌরবে, তার শির অবনত হয়। চারণ বারবার 'তাঁদের' প্রতি তার উৎসর্গীকৃত জীবন উজ্জীবিত সঞ্জীবিত করে তোলে।

গভীর স্নেহে শ্রীভগবান প্রণাম গ্রহণ করলেন বারবারই মহাকাল বলছেন কবে বাঙালী বিজয় সিংহের রূপ ধারণ করে 'হেলায় লঙ্কা করিবে জয়?' কবে তার সে-রূপ গ্রহণ করবে। চারণ সেইসব স্বপ্ন দেখা সংকল্পে দৃঢ় বাঙ্গালী— তথা অগণিত দেশবাসীর দ্বারে মহাকালের এই ভাবনা পৌঁছে দিচ্ছে, আর সেই সঙ্গে পৌঁছে দিচ্ছে প্রতি ঘরে সেই ঐশ্বর্য, যা বিশশতকের দেবাদিদেব মহাকাল-এর মানব দেহে পুনঃ অবির্ভাবের ফলে প্রাপ্ত।

কিন্তু এই ঘটনার পশ্চাৎপট কি! এই প্রাপ্তির পূর্বকথন কি? সে কথাই আজ চারণ ব্যক্ত করবে কেন চারণ এত কথা লিখছে— কোথায় এর উৎস মহাকালের ভাষায়—

'দেশনেত্রী—' রোজ কিছু কিছু জীবনী লিখতে বলেছেন। পাগল আর কি? এর জবাব হচ্ছে—

'আমার তো আগের একটা লেখা আছে, তবে incomplete। আগে সে সময়ে সামান্য যেটুকু লিখেছিলুম তখন মনের বেগ অন্যরকম ছিল।

তারপর এই কয়েক বছরের দিকে চেয়ে দেখো। আমার complete

metamorphosis হয়ে গেছে। আমার জীবনের বড় কথা হ'ল ত্যাগ। আমি Greatman নই। সুতরাং আমার কোনো Biography-র প্রয়োজন নেই। Greatman-দের নিজেদের life-কে perpetuate করার দরকার আছে, আমার জীবন খোলা পাতার মত, সকলের কাছে, মাঁ কালীর কাছে। আমি ওঁর কথা পুরো করবো মুখে, লিখে নয়। Biography লেখা আমার জন্য নয়।

কিন্তু এই অনুরোধে এবং এই উত্তরেরও যা 'পূর্ব-কথন' তা ৭ জানুয়ারি ১৯৬৩-তে দেশনেত্রী লিখেছিলেন যার সামান্যতম অভিব্যক্তি 'জয়শ্রী পৌষ ১৩৬৯'-এর সম্পাদকীয়তে 'যারা সাড়া দেবে তারা কোথায়?' এবং ক্রমশঃ যা স্পষ্টতর হয়েছে পৌষ ১৩৭২-এর জয়শ্রীর সম্পাদকীয়তে— 'মুহূর্তেই অসম্ভব আসে কোথা হতে।'

কিন্তু ৭ জানুয়ারি ১৯৬৩-এর পরবর্তী কয়েক মাসে দেশনেত্রীর অন্তরের ভাবটি মূর্ত হয়েছে তাঁরই ভাষায় ঃ এক আত্যাশ্চর্য সত্য উদ্ঘাটিত হল। অভাবনীয় তার সম্ভাবনা, অচিন্ত্যনীয় তার আনুষঙ্গিক সব কিছুই। আমার অনুভূতিতে বিশ্লেষণ করতে বা ভাষা দিতে চেষ্টা করবো না। কেবল বলবো "হে অঘটন ঘটন পটিয়সী দেবতা", আবার দেখলাম অকস্মাৎ কোথায় কি ঘটে—

"চির অসম্ভব আসে চির সম্ভবের বেশে।"

"তারপর এক অদ্ভুত আন্তরিকতা ও প্রেরণা থেকে ৮।১০ দিনের মধ্যে সারা দিনরাতের একাগ্র সাধনায় যা অসম্ভব মনে হয়েছিল তাই সম্ভব করা হোলো।"

Meanwhile the entire place went filling and filling with people of my motherland, poor, simple, devoid of any wordly comfort nor did they appear to show that they were missing anything. Without food, without clothes, without the elementary necessaries of the human existence, they flocked during the day and whole night they kept coming. My inner being was stirred till I could hold myself no longer.

"সারাদিনরাত এই মহাসমুদ্রের মধ্যে অবগাহন করে বলছি সমস্ত অন্তঃকরণ ভরে "ও আমার দেশের মাটি তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা"। ও আমার দেশ এই মাটি, মানুষ আমার দেবতা সব কিছু আজ তীব্রভাবে আমাকে স্পর্শ করে নম্র করেছে ফিরে এসেছে সেই তরুণী মেয়েটি যে একদিন নিজেকে দেবার বেদনায় অধীর হয়ে সব পসরা নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে "আমাকে কে নিবিরে দিতে চাই যে আপনারে" কি অপূর্ব যোগাযোগ। সে দেবার আহ্বান এলো ৩৮ বৎসর আগে তারপর থেকে চলেছি জীবনের তরী বেয়ে— কোন সে ঘাটে শেষ পারানি ঠেকাবে জানি না, ওগো বিচিত্ররূপিণী 'তোমার হাতে' দিয়েছি জীবনের পসরা তুলে। আবার এই বিচিত্র অভিযানে তাই চলছি— চল নিয়ে চল যেখানে তোমার খুশী, যেভাবে তোমার খুশী যেভাবে শেষ করতে চাও।'

'মনে হচ্ছে— কতদিন কত রাত কত মাস কত বৎসর ক্ষয়ে ক্ষয়ে এক বিচিত্র ক্ষণে সব কিছু এসে উপস্থিত হয়েছে। শঙ্কায়, বেদনায় প্রতিটি মুহূর্ত আতুর হয়ে আছে। একটি আশ্চর্য সমর্পিত জীবনের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যর্থতা, সফলতার পরিণতি কি, হে ভগবান, আমার অতি অক্ষম সামর্থ দিয়ে আমি কি করতে পারবো এই জটিল পরিস্থিতিতে!'

দেশনেত্রীর এই অনুভূতি চূড়ান্তভাবে তীব্র তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে, তার পরবর্তী ভাবনা ক'টিতে—

"এ কোন অনুভূতির রাজ্যে আমি চলে এলাম। যেখানে বিশ্বাস করবার জন্য মন উন্মুখ বিচার নয়। দেবতা, তুমি তো বিচারের বস্তু নও— সারাজীবনভর তো তোমার হাত ধরে চলছি বলে ভেবে আসছি, সে সবই কি "মিথ্যা"! সত্য কি? মিথ্যা কি? কে বিচার করে, বুদ্ধি— বিচার, মন, হৃদয় না এসবের উর্দ্ধে আশ্চর্য এক অনুভূতি যা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না, কেবল অনুভব করা যায়। তাকেই কি বলে intuition? দেবতা আমার এ বিশ্বাসকে হারিয়ে যেন মরুভূমিতে ঘুরে না বেড়াই তৃষ্ণার জলের জন্য। আজ জোড় হাতে তোমার নিকট এই একটিই প্রার্থনা "জোড় হাতে আমি অপেক্ষা করছি", সম্পূর্ণ সমর্পণ তোমার নিকট। যাই আনো, বিষকেও যেন অমৃত বলে গ্রহণ করতে পারি।

এই অনুভূতিই, এই ভাবনাই দেশনেত্রীর উৎসর্গীকৃত জীবনের পরিপূর্ণতার অধ্যায়— মহাসমাধিকথন।

মহাকাল কথার ফেরে কখনও কখনও আপন কথায় হারিয়ে যান।

I have had been a Sannyasin from birth. I heard them say that I was born in AJAPA YOGA, see consult my Kundali Horoscope (yoga). From my childhood I began hearing and perusing scriptures. As I grew up my mystic hunger also grew. I went through all scriptures and philosophies again and again. In College and University years I used to seek out, hunt out the so-called— great seers and wise men of our days and questioned— questioned— questioned them on mysticism. None satisfied me. I even left everything (once) in search of true Mystic Satguru and searched far and wide in the country and high and low in the Himalayas. None could satisfy me. It was bitter winter. I remember my my my own mother dear darling adored mother and came back at her lap and feet. The ones that really cared for my poor self are all gone....

.... To understand a man you have to understand the bed-rock on which he stands and his works. My most and only beloved mother was a direct initiated disciple of Paramhansa Deva. By every suck of

redundant- প্রয়োজনের অতিরিক্ত pester- trouble, disturb

her breast, through every kiss of her caresses, touches, tender looks and words, the Tattwa-Shakties of the Divine Mother flowed in and filled me. My father gave into me thoroughness and strength in service to others and fighting activeness, My Governor, first tutor-guardian gave me missionary sacrificing zeal and all-fighting all-overcoming stamina. Collectively this I got through heredity, birth in infancy and childhood. This is my bed-rock...

এই মহাজীবন দাঁড়িয়ে আছে যে শিলার উপর মহাকাল নিজেই তাকে বলেছেন Granite পাথর। কঠিন, কঠোর, দৃঢ়, অনমনীয় সে রূপ।

'বুঝলে চারণ, এই দীন ফকির মরে বেঁচেছে। মা তাকে বাঁচিয়েছেন, সে আর hog-ridden হবে না। পুরানো জীবনে সে কি করেছে না করেছে, তার জের আর তাকে টানতে হবে না। কোনো জবাবদিহি করতে হবে না। পুরানো সম্পর্ক, পরিচয় এগুলি তাকে আর Pester করবে না। আর তা না হলে প্রতি মুহূর্তে তাকে প্রশ্ন শুনতে হত ২০ বছর আগে তুমি এই করেছ এখন এই করছো, ২০ বছর আগে তখন এই বলেছ, এখন এই বলছো।' 'ফকিরের সে দিক থেকে কোনো অসুবিধে নেই, মা কালী তাকে ঠিক চালিয়ে নিয়ে গেছেন। তার রাস্তা পরিষ্কার, ২০ বছর আগে যা Propound করেছ, বিশেষ পরিস্থিতিতে সেটা পরে redundant হয়ে যায়। গরমের সময় যা করেছ শীতের সময় তা করবে? ১০ বছর বয়সে যা করেছ, বিশ বছর বয়সে তা করবে? Pester করলে Strong willed না হলে, তার সামনে wilt করবে?'

মহাকালের কোনও বিষয়ে কোনও কার্পণ্য নেই, তাই একদিক বল্লেন, 'মাস্টার মশাই-এর influence আমার ওপর সব চাইতে বেশি। কেন জানো? বেণীবাবুই আমার জীবনের মোড় ফেরান। Concentration, প্রকৃতিকে দেখা, প্রাকৃতিক ভালবাসা তার শক্তি সংগ্রহ করা— এসবই তাঁর শেখানো।'

'Bosom friend' যদি বল সে হেমন্ত।

সমস্ত পৃথিবী দাবড়ে এসে এই যে এখানে এসে থাকি তাহল এই স্নেহের স্পর্শ পাবার লোভে। মায়ের শ্রীচরণের যে-সেবার জন্য এ-শরীর এ-পৃথিবীতে, সে কাজে যখন লেগে থাকি তখন তো কোনও চিন্তা থাকে না। সেই point-এর বাইরে, আমার দিগন্ত এসব ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। I am absolutely of my own। সে ক্ষেত্রে একমাত্র রিক্ত ও নিঃস্ব হয়ে থাকা আমার moral duty। আমার এলাকার বাইরে যখন থাকি তখন বেশির ভাগ সময় দীন, নিঃস্ব, সন্ন্যাসী, নয়তো পথিক ফকির। গাছের তলে নদীর ধারে বা রাজদরবারে থাকতে পারি। I have never played false with my ownself। পৃথিবীর সঙ্গে false অথবা true বিচার করার প্রয়োজন নেই। আমি যদি আমার কাছে true থাকি তবে কোনও কিছুতেই ভাবি না। আমার সঙ্গে যদি

অতি সাবধানে আস্তে আস্তে খোঁড়, সেইখান থেকে একটা জিনিস বের হবে, যারা মরে গেছে, যারা দুরে গেছে তারাও কাঁদতে শুরু করবে!

জানো কোথায় কোথায় গেছে এ শরীরটা?

এই পৃথিবীতে একটা দেশ আছে সে দেশে কতকগুলো জায়গা আছে যেখানে লোকেরা থাকে না তার থেকে সামান্য দূরে পাহাড়ী বসতি, মনে কর ২০০ হাত উঁচু, ৪০ হাত গোল, হয়তো ওজন করলে দাঁড়াবে ২০০০ টন, বড় বড় নিখুঁত সুন্দর পাথরের মুখ ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। কোনগুলি ঠিক ভাবে দাঁড় করানো, কোনো কোনোটা আবার মাথা নীচে ঠ্যাং উপরের দিকে।

আমেরিকার একটি জায়গায় নাম নাজকা, সেখানে একটা রেখাচিত্র আছে তা ৪০ হাজার ফুট উপর থেকে দেখা যায়। ওটা কেন তৈরি হয়েছিল, কেউ বলতে পারে না।

পিস্— উপসাগরে— একটি মন্দিরের একটা Panel। একটা বিমানে একটি বিমান চালক চালাচ্ছে, তার একটি সুন্দর নিখুঁত চিত্র আছে।

Athens-এর National Museum-এ একটা বিরাট ফলক আছে। বিশ্ব Planetarium-এর নিখুঁত চিত্র আছে তার সবটা তুলতে পারেনি। তোলার সময় ভেঙ্গে গিয়েছিল।

British Museum-এ এসেরিও Crystal Lens আছে, Bagdad মিউজিয়ামে ইলেট্রিক্যাল মোটিভেটেড ব্যাটারী আছে, সেগুলি যে কত লক্ষ বছরের তা কেউ বলতে পারে না।

একটা Pillar, যার weight হল 20 thousand tons, মানুষের তৈরি এখনো পর্যন্ত খাড়া দাঁড়িয়ে আছে, একটা জোড়া নেই।

একটি মন্দিরে অতি সুন্দর জোড়া পাথর আছে তা কত কোটি বছর আগে করেছিল কেউ বলতে পারে না।

Mexico-তে El Castelo বলে একটা জিনিস আছে। Bolivia-র Stone slabs দিয়ে তৈরি ইয়া চওড়া ইয়া লম্বা রাস্তা। এটা যে কোথায় গেছে তা কেউ বলতে পারে না। Scientist-রা atomic machine দিয়েও ঐ stone slab-এ দাঁত ফোটাতে পারে নি।

Russia-র একটি গুহা আছে, তার মধ্যে অতি সুন্দর, অতি অদ্ভুত প্রস্ফুটিত ছবির পর ছবি যা মনে করিয়ে দেয় অনেক এদেশের কথা।

Spain-এ একটি নদী আছে। মনে কর ৪০টি marble দাও, এই যে জল চলছে Bed-টায় হাত দিয়ে সমান করে যতটা লম্বা করতে চাও একটার পর একটা মার্বেল বসিয়ে যাও। কতদিন পরে দেখবে জমে পাথর হয়ে গেছে।

গোবি মরুভূমিতে একটা বিরাট জায়গা আছে— অনেকখানি জায়গা— সে অংশটা Pure Glass হয়ে আছে মাটি বালি কিছুই নেই।

একবার কোনো একটা জায়গায় বিদ্বানমণ্ডলীর মধ্যে একজন বিদ্বান পুরুষ, মানুষের Civilisation ইত্যাদির হিসাব বলছিলেন, বল্লেন ১৮ বছরে Generation আমি আর থাকতে পারলুম না, বল্লাম এই ১৮ বছরের Generation কোথায় পড়েছেন। তিনি বল্লেন এটা তো আজকাল চালু, আমি বল্লাম চুলোয় যাক, তোমাদের মাপকাঠি, লিখে নাও ৩০ বছরে একটি Generation। তোমরা যেমন dwarf সেই রকম dwarfish ১৮ বছরের Generation হবে না?

এর পর মহাকাল এক অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসলেন তাঁর সংক্ষিপ্ততম বক্তব্য এক গভীর তাৎপর্যের ইশারা ঃ

'তোমাদের হিসেবে আমার কত বয়স? বল্লাম ৭৫-এ পড়বেন। 'কী? আরও ৪৬ বছর থাকতে হবে? না, অতদিন পোষাবে না। বাঃ ববাঃ এত বছর? নাঃ stage-এ বসে ছেঁদো পোষাক পরে এই নাটক করা পোষাবে না। এতে প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে না?'

মানুষ কোথা থেকে এল?

'মানুষ স্বেদজ-জলজ-অণ্ডজ-জরায়ুজদের কোনোই প্রাণী, জীব-যোনি থেকে, ধাপে ধাপে— ক্রমোন্নয়ন করে তৈরি হয়নি। মনুষ্য, একটি পৃথক— স্বতন্ত্র— মননশীল কর্মযোনি, অর্থাৎ "মনুষ্যযোনি"— সম্পূর্ণ একটি ডিরেক্ট সৃষ্টি। কর্মানুসারে সে নিজেই তার গতি— তথা— পরিণামের বিধায়ক। "চিন্ময়ের" প্রত্যেক মনুষ্যের নিজের নিবাসের, এই-ই রহস্য কারণ।

পূর্ণরূপে মনন-চিন্তন-কর্ম স্বাতন্ত্র্য এই, আদ্যাশক্তি সৃষ্ট মানুষ, আদ্যাসৃষ্ট চরাচর বিশ্ব-তথা ব্রহ্মাণ্ডে যথেচ্ছ বিহার-আচরণ করার স্বাতন্ত্র্য রাখে। এবং প্রথম আগমনের পর অনে-এ-এক সময় তক বিভ্রান্ত-না-হয়ে পূর্ণানন্দময়-ই থাকে— 'পরমা পূর্ণানন্দময়ীর সন্তান— হয়ে, তারপর— এই কারণেই ধীরে ধীরে সে তার স্বাতন্ত্র্যকে অনুভব উপভোগ অপপ্রয়োগ করে দেখবার ইচ্ছে করে, এবং— তারই ক্রমিক ফলস্বরূপ, সূর্যের সহস্র দিশায় বাহু (মন) প্রসারিত করে— ভ্রাম্যমাণ হয়। হিং টিং ছট।।

কিন্তু হৃদয়ে তাঁর যে ঈশ রয়েছেন-ই এবং শীর্ষশিখরে যে পরমাতিপরমের স্বয়মাবস্থিতি, সেখানে বিকৃতি নেই।

এবং এই কারণেই মানুষ চিরকাল চেয়েছে-চায়-চাইবে— চির শাশ্বতপরম-আনন্দ-সৌন্দর্য-সুখ-শান্তি। নিজ পূর্ণ কর্মস্বাতন্ত্র্য উপভোগের জন্যে, সে ভ্রাম্যমাণ

হয়েছে, সহস্র দিশায়-গতায়াতে সে, নিজেরই তৈরি গোলকধাঁধায় চলেই চলেছে, দিশেহারা হয়ে। মনের গভীর-সুগভীর-তলে সে একটা ভুলে-যাওয়া স্বপ্নের মতন অনুভব করে তার ভেতরের ঐশীস্থিতিকে, শুনতে পায় বাণীর-ভাষ, আভাষ পায়, "তাঁর"— তার-ই জন্যে অপার ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষার।।

তাই-ই দৌড়োয়— দৌড়িয়েছে— সে তার নিজসৃষ্টি গোলকধাঁধার LABYRINTH-এর প্যাঁচে প্যাঁচে। তার নিজেই নিজের হারিয়ে ফেলা সঠিক পথটি খুঁজে বেড়ায়, গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে— সে-তার নিজেকে পুনরায় পাবার জন্যে শাশ্বতপরম সৌন্দর্যকে, সুখকে, আনন্দকে, শান্তিকে-পাবার জন্যে।।

এই মানুষ্য দেহে যে ঐশীসত্তা রয়েছে, প্রত্যেক মনুষ্যদেহেই আছে, সেই ঐশীসত্তার চলতি নাম জীবাত্মা। তার যখন প্রথম গতিপথের শুরু হল অর্থাৎ main source থেকে তাকে যখন টেনে আনা হল সে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য (ভাববার মনে করবার এবং সেই অনুযায়ী কাজ করবার স্বাতন্ত্র্য) নিয়ে লক্ষ হাজার বছর ধরে adventure-এ বেরোয়। শুরু হল তার স্বতন্ত্র পথে চলা। এর ফলে মাকড়সা যে জালে ঘুরে মরে মানুষেরও সেই দশা হয়। এবং যতই সে পাগল হোক, আমাদের পরিভাষায়, অসুর-দৈত্য-পিশাচ হয়ে যায়। কিন্তু তার ভেতরের ঐশীশক্তিটা রয়েছেই তা তার কর্মের জাল বোনায় চাপা পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু এসবের মধ্যেও সে আনমনা হয়, তাই তো কি চাচ্ছি, কি হচ্ছে, কোথায় চলেছি? মানুষের সব চাইতে বড় জিনিস উদর উপস্থ, তার সব পরিতৃপ্তিকরণ করেও সে আনমনা হয় বৈ কি! সুখের সন্ধানে সে সমানে জাল বুনে চলেছে ভেতরে যিনি আছেন তিনি সমানেই ডাকছেন ওরে ফিরে আয়, আমি তোর জন্য অপেক্ষা করছি। সেখানে ধমকানো, ভয় দেখানো নেই, কঠোর তাড়না নেই, সেখানে স্নেহের প্রীতির ডাক, ফিরে আয়। এই ডাকটা কখনও কখনও সে শুনতে পায়, আনমনা হয়, কিন্তু একটা দিন আসে, আসবে, যতদিন পরেই হোক, যত জন্ম পরেই হোক তাকে বলতে হবে আমার এ প্রাপ্তি শেষ হোক, তাকে ডাকতে হবে, যদি তুমি কোথাও থাক আমায় আশ্রয় দাও, আমি শ্রান্ত-ক্লান্ত। আমি নিজেকে নিজেই মেরে ফেলছি, আমাকে বাঁচাও।

আর যে প্রথম থেকেই জেনে নিয়েছে আমার শরীর, আমার ভেতরের যে ঈশ তারই মন্দির, আমার শরীরকে সেভাবে রাখতে হবে, এ শিক্ষা যে প্রথম থেকে পেয়েছে, সে নিজেকে ধাপে ধাপে তার ঈশ্বরের উপযুক্ত সার্থক করে তোলে। এই মনুষ্য জীবন হোল কর্ম-জীবন। এই শরীরের একটা অংশ ধর্মক্ষেত্র ও আরেকটা অংশ কুরুক্ষেত্র। এই খানে ঠিকভাবে যে লড়াই করে জেতে, সে মুক্তি লাভ করে।

যে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে ভুল পথে চালিত করে অনেক অলি-গলি তৈরি করেছে, তার পার হতে অনেক দেরী হয়, অন্যজনের চলার পথ সহজ সরল, সে পার হয় তাড়াতাড়ি।

ভার্জিল প্রভৃতি পাশ্চাত্য মহাজ্ঞানীদের লেখা পড়ে দেখ পরিষ্কার করে তারা বলে যাচ্ছেন, আমাদের এই পাশ্চাত্য জগতের যে সভ্যতা, যে জ্ঞান লাভ করতে করতে আত্মার সন্ধান পেয়েছি, সে সন্ধান এঁসেছে প্রাচী থেকে।

প্রতিটি মানুষের মধ্যে যে জ্যোতি-স্ফুলিঙ্গ,তাই ঈশ্বরের জ্যোতি। চোখে যেটি সর্বশেষ বোঝা যায়, ধরা যায়, তাই জ্যোতি।

'রূপম রূপম প্রতিরূপম বভূবঃ' নিজেকে নিয়ে খেলা করার জন্য, শত সহস্র পুতুল তৈরি করলেন আর প্রতিটির মধ্যে নিজে গিয়ে অধিষ্ঠাত্রী হলেন।

এই সৌর জগতে Balancing factors কি কি যদি জান— I challenge to propound it. এই যে পৃথিবীটা বাঁই বাঁই করে ঘুরছে এর Balancing facator কি? জান এই সময়টার আগে পৃথিবী কেমন করে ঘুরতো? এত সময় আগে পৃথিবী যে ঘুরতো সে সময় একটা ব্যাপার ঘটানো হয় তার ফলে for split of a second পৃথিবী দাঁড়িয়ে পড়ে এবং তারপর উল্টো ঘুরতে শুরু করলো।

জিঘাংসা প্রতিহিংসা এবং দম্ভ— এই তিনটি আমার মধ্যে নেই। I know what is Power। যে শক্তিহীন সে প্রতিহিংসাপরায়ণ, যে বলহীন সে জিঘাংসাপরায়ণ, যে কাপুরুষ ভীরু, সে-ই দম্ভ দেখায়। তোমাদের মঙ্গলের জন্যই এসব কথা বলি কিন্তু তোমরা অবহেলায় সেগুলি ফেলে দাও। কিন্তু একটা দিন আসছে যখন তোমরা বারে বারে মনে করবে একজন আমাদের পইপই করে বলতেন তিনি আর বলবেন না, একজন হন্যে হয়ে আমাদের বোঝাতেন তা শুনতাম না। হৃদয়ের সঙ্গে বিচারের যখন tug of war হয় সাধারণত পার্থিব ক্ষেত্রে টাকায় ১০ আনা হৃদয় জেতে আর ৬ আনা বিচার জেতে। হৃদয় অনেকটা মেয়েমানুষের মতো। এ-সত্য আমি জানি এজন্য বাড়ি থেকে চলে গেছলুম, তখন থেকে ঠিক করে নিয়েছিলুম হৃদয়ের আওয়াজ শুনবো না, তারপর হল পুনর্মিলন। ঠকাবার, ঠগাবার চেষ্টা করলুম কিন্তু শেষে ছোঁয়াছুয়ি হয়েই গেল। তখন বুঝলুম যাঁরই এটা খেলা হচ্ছে, Surrender করলুম। হৃদয়ের জিত হোল, বুদ্ধি হার মানলো, আমি হার মানলুম। এর ফলে কিছু সময় পরে দুটো মনস্তাপ আমি পেলুম। সে মনস্তাপ এত মর্মন্তুদ, যা আমি জানি। এ মর্মব্যথা আমি আগে পাইনি কখনও। কিন্তু এই দুটি মনস্তাপের হাত থেকে আমি নিজেকে বের করে নেব।

মহাকালের এই যোগাযোগ বিস্ময়করই বটে। কিন্তু এই যোগাযোগ তাঁরই ভাষায় : একটি রুক্ষজীবনে মাধুর্য এনেছে। অথচ বহুপরিচিত ব্যক্তির এখনও গোঁড়ামি কাটেনি, এখনও সদম্ভ উক্তির শেষ নেই। চারণ বেদনার্ত হয় যখন দেখে, আজও মানুষে মানুষে রেষারেষি, ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতার অন্ত নেই। মহাকালের পদতলে বসে ব্যথিত চিত্তে আজও তাই এই পরশ্রীকাতরতা, মিথ্যা চাতুরী, যা বারবার সংঘবদ্ধতাকে খণ্ডিত করে তুলতে চায়— তার অবসান কামনা করছে। মহাকালের দৃষ্টি বদ্ধ নয়,

একদিন অতীত-চারণায় বল্লেন— 'হায় মরি রে আমার দুঃখে পরাণ জ্বলে/আমার হাজার টাকার বাগান খেল / পাঁচসিকের ছাগলে'— এই পাঁচসিকার জন্যই অনিল রায়ের শ্রীসংঘ খণ্ডিত হয়েছিল। সামান্য ঈর্ষা, সামান্য ক্ষমতা-লিপ্সা, পরশ্রীকাতরতার জন্য এক একটি ভাল সংগঠন শেষ হয়ে গেছে। অপ্রাপ্তির জন্য কত মানুষ Frustrated হয়ে গেছে।

চারণ মহাকালকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'মানুষ এমন Frustrated হয় কেন? যে মানুষ তার জীবন ও লক্ষ্য সম্বন্ধে জানে তার মনে হতাশা বা Frustration আসবে কেন?

Frustration for the general run of people-এর জন্য। কর্মই যার দেবতা, যে নিজের সহজাত কর্মকে দেবতা বলে জেনেছে সে তো মুক্তির অধিকারী হয়ে গেল। সাধারণ মানুষ তা করে না, তাই Frustration। 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন' এইটের ছাঁচে সাধারণ মানুষ নিজেকে গড়তে পারে না। 'এইটের ছাঁচে ঢালতে পারে কারা তার একটা ratio আছে— প্রতি আড়াই লাখে একজন। এটা set Calcutation, এর নড়চড় হবেনা। 'আড়াই লাখ কর্মীর মধ্যে একজন মুক্তির অধিকারী হন'। এটার লক্ষার্থ হল এই— যদি প্রত্যেকটি লোকই 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'-এ নিজের স্বরূপকে লাগাতে পারত তবে মায়াময় পৃথিবী খতম হয়ে যেত। এই ratio শ্রীভগবান নিজের শ্রীমুখে উচ্চারণ করেছিলেন :

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।।

সহস্র হল শ্রীভগবানের দেওয়া unit। সহস্র মনুষ্য পশু নয়। সহস্র মনুষ্য দেহধারী মনুষ্য, মনুষ্য নামধারী পশু নয়। যাঁরা মনুষ্য নামধারী মনুষ্য তারা ভগবানকে (ভগবানের অস্তিত্বকে) বিশ্বাস করে। যারা মনুষ্য নামধারী পশু তারা ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। মনুষ্য নামধারী মনুষ্যের মধ্যে একজন্য সেই বিশ্বাসটি কাজে ক্রিয়া করবার পন্থায় লাগে অর্থাৎ সাধনায় ছোটে। বাকীরা বিশ্বাস করে, তারা সাধনায় নামে না। এক হাজারে একজন মোটে সিদ্ধি লাভ করে। বাকী ৯৯৯ জন পিছুলে পড়ে, কেউ হয়তো Regimentation পারে না, এক হাজারে একজন সিদ্ধ। অর্থাৎ মুক্ত পুরুষ। অর্থাৎ তার জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে ছুটি হয়ে গেছে। কিন্তু সে মনুষ্যদেহধারী। এই সিদ্ধপুরুষদের কদাচিৎ কখন এক আধজন তত্ত্বরূপ জানতে পারে। তত্ত্ব— ঈশ্বর কোন একটা Single element দ্বারা তৈরি নয়। নানা প্রকার নানাবিধ element দ্বারা ঈশ্বর তৈরী। এই element-ই হল তত্ত্ব। কোন কোন element-এ ঈশ্বর তৈরী তার জ্ঞান হয় কদাচিৎ এক আধজনের।

একশো জন সিদ্ধপুরুষ বসে আছেন। জল ছাড়া কাজ হয় না, জল দিয়ে শরীর

শুদ্ধি হয়, অপবিত্রতা দূর হয়, বীজাণু থেকে বাঁচা যায়, পিপাসা নিবৃত্ত হয়। জলের একটি নাম জীবন, অন্যটি অমৃত। এত যে জলের বৈভব, সেজন্য প্রত্যেক ভালমানুষ জলকে শ্রদ্ধা করেন। একশো জন জলের পূজা করছেন, সবাই মুক্ত হয়ে গেছে। একজন জলের দিকে তাকিয়ে বলছেন : হে ঈশ্বর হাজার বলিহারী দিই যে কি অদ্ভুত ভাবে তুমি চকমা দিয়ে রেখেছ। কেমন নিজেকে চুরি করে রেখেছ, এরা সবাই তোমার পূজা করছেন বটে আমি এই রূপে তোমার পূজা করবো না— আমি তোমার প্রকৃত রূপে পূজো করবো। জল তুমি আর চকমা দিতে পারবে না।

'ডুব ডুব ডুব সাগরে ওরে আমার মন'

জল তুমি হলে H_2O— এই দুই গ্যাসের একত্র মিলনে (পরিমাণমত) উদ্ভূত। জলরূপী স্থূলরূপ নিয়ে দাঁড়িয়েছে। এতো তোমার নকল রূপ। তোমার আসল রূপ Hydrogen ও Oxygen। এ দুটির একটি খেলেই মরবো। Hydrogen ও Oxygen-এর সমুদ্রে ডুব দিলে মরবো। যাতে না মরি, তোমার অপার মহিমা তুমি জলরূপ স্থূলরূপে আমাদের বাঁচাচ্ছ। তাই বলি Hydrogen, আমি তোমার Hydrogen-এ ডুব দিয়ে বেরিয়ে এসেছি, Oxygen-এ-ও ডুব দিয়ে বেরিয়ে এসেছি আমি যে 'জ্বলার'। কচ্চিৎ ব্যক্তি তত্ত্ব পান। যারা মুক্ত হন তারা জ্বলে যেতে চান না। জ্বলার সঙ্গে সব জ্বলে গেল। তা-ই মুক্ত, সিদ্ধ, উন্নতি অবনতির আনন্দে জ্বলে গেল।

'পাশ বদ্ধ ভবেৎ জীব।' মুক্তি ও বন্ধন ; তোমাকে বেঁধে রেখেছে তোমার মন। মন Conditioned হচ্ছে সংস্কার দ্বারা। সংস্কার হল, মনের ওপর যে ছাপটা invariably লেগে গেছে। একটি কাজ করছো, কাজটা মনের ওপর কোনও প্রভাবই বিস্তার করছে না, এটা সংস্কার নয়। অন্য কাজে মনে গেঁথে যাচ্ছে— তা সংস্কার। মন একটি স্রোতের মত। নদীর তলা থেকে নদীর surface পর্যন্ত নানান স্তরের current আছে, মন exactly তাই, মনের তেমনি সব নানাবিধ স্তর আছে। উপরের স্তরের একটু নীচেই আরেকটি স্তর আছে— এমন স্তর চলতে চলতে একেবারে নদীর Bottom-এ যে স্তর রয়েছে, তুমি গঙ্গার মাঝখানে ডুব দিও, দেখবে পাঁকে ডেবে যাচ্ছ। সেই পাঁকটা Stationary নয়, এটাই মনের Bottom Layer। ওই Layer অন্ধকার, এই Layer কে চালু করছে তোমার Brain, এই Bottom Layer থেকে যে pressure উপরে দিচ্ছে তার উপরে next layer-কে agitated করা হচ্ছে। এই ভাবে 4th layer agitated হয়ে Top layer-কে কাজ করাচ্ছে। মনকে চালাচ্ছে Brain, তোমাদের ভ্রূণ science এটা স্বীকার করেছে। এই মনকে যদি তুমি কাটতে পার, তাহলে কেল্লা ফতে। জীব, মনুষ্য, এই মন দ্বারা বদ্ধ— তোমার বাঁধবার ৮টি পাশ (মানে বন্ধনরজ্জু) দ্বারা বাধা। 'পাশাৎ বদ্ধ যঃ স পশু'। এই পশুকে, যে পাশবদ্ধ তাকে জীব বলে পাশমুক্ত সদাশিব।

মুক্তির নানান Stages আছে, মুক্ত পুরুষরাও একটা নির্ভুল নিয়ম শৃঙ্খল-এর অধীনে বিচরণ করেন। কখনও তাদের উপরে higher stage-এর পুরুষরা duty দিয়েছেন। সেটা তাঁরা করতে বাধ্য, তারা Rebel করতে জানেন না। They know the laws of creation thoroughly.

এক জায়গায় কতকগুলো সন্ন্যাসী এবং তাদেরই ভক্ত একটি সুন্দর মনোরম আশ্রমে থাকেন। সেই আশ্রমের ব্যবস্থা খুব ভাল, গরমকালে সেখানে ফুলকপি খাইয়ে দিল। ঐ আশ্রমের পথে যাচ্ছিলুম ভাবলুম ঢুঁ মেরে যাই, ঠিক করেছিলাম খুব ঘুমিয়ে নেব এখানে। শুয়ে শুয়ে Arabian কেতাব পড়ছি। ইতিমধ্যে আশ্রমের অধিকারী বল্লেন, আসুন না, এরকম করে বন্ধ করে রাখা কি ভাল। জিজ্ঞাসা করলুম কি হচ্ছে? বল্লেন Planchet। সমস্ত টেবিল জুড়ে একটা সাদা sheet top pin দিয়ে আটকে দেয়। একটা কোনও আত্মা (ওঁরা সবাই সৎ পুরুষ) কিছু লেখাচ্ছিলেন হঠাৎ তা বন্ধ হয়ে গেল। হঠাৎ এমন একটা মোড় খেল যিনি লিখছিলেন তাঁর হাত ঘুরে গেল। Pencil বাঁই বাঁই করে সমস্ত টেবিলটা ঘুরতে আরম্ভ করলো। সবাই এ অপার অনুগ্রহের জন্য স্তব পাঠ করতে শুরু করলেন। বোঁ করে Pencil ঘষে বাঁ হাতের নীচের কোণে এল। Pencil এ- কোণ থেকে ও-কোণ পর্যন্ত লিখলো। Swami Vivekananda। আমার শরীরের সমস্ত রোমগুলি খাড়া হয়ে উঠলো। Genuine— তা তখন অনুভব করলাম। তারপর হাত চলতে শুরু করলো, জিজ্ঞাসা করছেন, 'Why here, carrying thou, is it, get along, forward on your way'। আমি উঠলুম বাইরে গিয়ে ইশারা করলুম তখন রাত একটা। যে কাপড় পরেছিলুম তা পরেই বেরিয়ে পড়লুম। সন্ন্যাসীরা কেউ কিছু বল্লেন না তারা আমার চরিত্র জানতেন এ-ক'দিন Rest করার ফলে বল্লুম এ-কদিন যে রাস্তা পার করিনি দু'দিনে তা পার করবো।

জীবনকে প্রমাণিত করে মৃত্যু, আর মৃত্যুকে জীবন। এই দু'টোকেই যে ভেংচি কাটতে পারে আমার দোস্ত হোল সে-ই। এই ভেংচি কাটার গুণে আট হাজার লোক নিয়ে যখন বেরিয়ে গেলুম, তখন মোটে দু'শ লোক। যদি তা না জানতুম, তাহলে যে বিশ্বাসঘাতক এ প্রচেষ্টা করেছিল সে তাতে সফল হয়ে যেত। দেখ জগন্নাথ ঠাকুর কেমন ভেংচি কেটে আছেন।

অসীম নিজেকে সীমার মধ্যে সীমিত করে। মানুষ জগতের সামনে এই জন্য থাকেন যাতে বুদ্ধিমান পুরুষ ঐ সীমার মধ্যে অসীমের স্থিতি দেখে এবং বুঝে ঐ সীমাকে medium করে সীমার রশ্মিকে ধরে অসীমকে যাতে বুঝতে পারে। অসীম চান মানুষ তাঁর অসীমত্বটা বুঝুক এবং বুঝে তাকে প্রাপ্ত করবার অর্থাৎ নিজেকে উঁচু করবার প্রচেষ্টায় লেগে যাক্। অসীম জানে মানুষের সীমিত গণ্ডীর মধ্যে হওয়ার দরুণ, তাঁকে গ্রহণ করা মানুষের অসম্ভব হবে। তাই তিনি নিজেকে সীমার মধ্যে রেখে

নিজেকে তুলে ধরেন মানুষের চোখের সামনে। এই সীমার মধ্যে অসীমকে মানুষের সামনে তুলে ধরলেন তাকে বুঝবার জন্য। এই সূত্র ধরে সে অসীমের নাগাল পেয়ে যাবে, সীমা একটা Symbol খোলা অসীমকে মুক্ত অসীমকে পাবার জন্য। এই solar system তোমাদের পক্ষে অসীম, এই 'অসীম' মানুষ ঝট করে বুঝতে পারেনা। এই solar system যে কি, এই যে তার অবাধ Pulsation, তা বোঝাবার জন্য এই প্রকার solar system সীমিত রূপ নিলেন একটা atom এর মধ্যে। Atom-এর solar system এর exact replica রয়েছে, একটুও নড়চড় নেই। মধ্যখানে সূর্য, চারিদিকে গ্রহনক্ষত্র বাঁই বাঁই ঘুরচে। Solar system-এ যেমন ধূমকেতুর উদয় হয় তেমনি Atom এর মধ্যে ধূমকেতুর উদয় ও অস্ত হচ্ছে। মানুষের কাছে এটা দেওয়া এই জন্য যে তোমার সামনের অনন্ত রহস্যকে এর মাধ্যমে জানা। মানুষের discernment খুইয়ে ভুল বুঝলে। এটা তোমরা মনে কর না এ জগতের নিয়ামক, you tiny people। এ জগতের নিয়ন্ত্রক নির্ভুলভাবে কাজ করে চলেছেন, তুমি এবং আমি নিজেদের মানস বিকাশের স্তর অনুসারে কেউ বলছি ভাল, কেউ বলছে মন্দ। আমাদের Comment এর কোনও value নেই। যেমন India's pleasure or displeasure, adverse comment or praise, moralizing, theorising এর কোনও effect অন্য কোনও দেশের ওপর নেই, you are living in a fools' paradise। যদি যোগদর্শন পড়, কণাদ যদি পড় তাহলে দেখবে তাতে Atom-এর কিরূপ ভাবে কত প্রকারের বিশদ করে বলা হয়েছে যার একটি অংশমাত্র socalled modern scientistsরা বুঝতে পারেন। এই যে atomic fission হচ্ছে তা complete হয় না, partial হয়। যদি complete fission হোত তাহলে একটা সামান্য atom দরকার হোত পৃথিবী ওড়াতে। তোমরা জান না তোমাদের যম তোমাদের পাহারা দিচ্ছে। সেটা হল anti—। পৃথিবীতে যে Atom আছে এরই একটা anti-atom আছে সেটি পৃথিবীতে নেই। মজা কি জান, সেই anti যদি পৃথিবীর কাছাকাছি আসে পৃথিবী থাকবে না। সেই Anti-Atom-এর Region-এ, এই পৃথিবীতে যা হচ্ছে তার উল্টো হয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে। একটা পিঁপড়ে চলেছে তাও, আরও ২ হাজার মাইল গতিতে যা চলেছে তাও, সবই প্রতিফলিত হচ্ছে। তোমাদের যারা নিয়ামক তারাও ২৪ ঘণ্টা অতন্দ্র প্রহরী হয়ে দেখে যাচ্ছেন। you can proceed to a point not beyond that, ধ্বংসের একটা সীমা রেখা আছে, তারপর নয়।

You do not know the laws that govern the laws of creation. I am an embodied person who have got the first-hand knowledge of it.

You are spinning your own path, like the wife of Ulyssess; not only you but everyone.

হাসি লাগে তখন যখন দেখি এক একটা রকেট চলেছে চাঁদ ইত্যাদির দিকে। তোমরা লিখছো মহাকাশযান— that is not মহাকাশ— ওটা আকাশ। সকলের ওপরে একটা creation— creation একটা নয় বাপু, অগুণতি creation আছে, এক একটা creation-এর সব চাইতে ওপরের যে layer তার ওপরে আর creation নেই। এক একটা creation যে layer দিয়ে ঢাকা বা আবদ্ধ তাকে বলে মহাব্যোম। এর function জান? মানুষের every thouoght, every action সেখানে প্রতিফলিত হচ্ছে এবং স্বায়ীভাবে সেখানে গেঁথে যাচ্ছে। You cannot escape। এই প্রতি মানুষের প্রত্যেকটি thought, প্রত্যেকটি word, প্রত্যেকটি action for ever and ever for eternity। Creation যখন খতম হবে তখন এই নতুন ব্যোমে য়ে photo গুলি রইল তদনুরূপ হবে। প্রলয়, খণ্ডপ্রলয়, মহাপ্রলয়। প্রতি মহাপ্রলয়ের বার আমরা তা-ই করি যা আগে করেছি। এই জন্য আমি সাবধান— আমি এমন কিছু করিনি যা পুনরায় করতে হবে। কারণ আমার গতি ওটা ফুঁড়ে ওপারে, এ এক অদ্ভুত record। মহাবোম হল recorder of thoughts, recorder of words recorder of deeds। সাধনা একটা পর্যায়ে পৌঁছুলে নিজের প্রাণ শরীরকে স্থুল শরীর থেকে বার করে নেওয়া যায়। অভ্যস্ত হয়ে গেলে এই প্রাণময় শরীর নিয়ে you can go anywhere। You resolve and you are there। এই গতি মনোময়। এমন সাধকও আছেন তাঁরা এই মহাব্যোমের record consult করতে পারেন। creation তো সব সময় reborning, তারা যা জানেন না, আমি তা জানি। তারা অঙ্ক জানেন না, Ratio জানেন না, Calculation জানেন না, Tangent জানেন না, তারা তাই দশ হাজার বছর আগের ঘটনা হয়তো এখন দেখছেন।

মহাকালের বৈঠকে বিষয়ের অন্ত নেই, অন্তহীন ভাবনা, অন্তহীন জীবন-বেদ সমুদ্রের ঢেউয়ের মত একের পর এক এসে আছড়ে পড়ছে, চারণ তারই কিছু এই রচনায় দিতে চেষ্টা করছে। চারণ মনে করে সে-ই কেবল নয়, সামগ্রিকভাবে সমগ্র দেশবাসী এই এক অদ্ভুত জীবন-ব্যাপ্তি জানুক। জলস্থল-অন্তরীক্ষ, ব্যোম, মহাব্যোম, গ্রহনক্ষত্র, আকাশ মহাকাশ, কোনও কিছুই তাঁর অগম্য নয়, অজানা নয়। চারণ তাই, এই সবগুলি দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ভবিষ্যতে এই সব বিচরণ-অভিজ্ঞতা নিয়ে আরও বহু অজানা তথ্য ও রহস্যময় কাহিনী প্রকাশের সম্ভাবনা রইল। চারণ যে কারণে নবযুগের নবীন মহাভারত, বিশ শতকের শ্রেষ্ঠতম মহাকাব্য বলছে, তা যারা এই ভূমিকা পাঠ করবেন, তাদের সংবেদনশীল মন দিয়ে তা অনুভব, উপভোগ ও উপলব্ধি করতে পারবেন। মহাকালের কর্মকাণ্ড,ব্যাপ্তি, গভীরতা অনুমান বা কল্পনা-সাপেক্ষ নয়। তাই কারও কারও কাছে এই কাহিনী গল্প বা কল্পনাবিলাস মনে হতে পারে। চারণ শুধু এটুকুই বলবে, এই মহাকাব্য একবার পড়ার জন্য নয়,বহুবার পড়তে

হবে, তবে তার সত্য উদঘাটন হবে, সত্য বিকশিত হবে। আত্মগরিমা, দম্ভ, এইসব বাধা অতিক্রম করতে না পারলে মহাকালের 'জীবনচর্যা' অনুধাবন করা যাবে না। আমরা এই পৃথিবীর অধিবাসী, জ্ঞানে, কর্মে অভিজ্ঞতায়, tiny people, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণী। আমাদের বিদ্যা-বুদ্ধি, ভাবনা-চিন্তার দৌড় সীমিত। মহাকালের বিস্তৃতি ব্যাপক। তাই মহাকাল-বচন পাঠে প্রয়োজন, ধৈর্য্য, সহনশীলতা, অধ্যবসায়, বোধ ও অনুভূতি এবং সর্বোপরি DEDICATION। অর্থাৎ, সম্পূর্ণ Surrender, সেই এক এবং অদ্বিতীয় মহাসাধকের পদতলে।

মহাকালের প্রতিটি কথা গভীর, সুদূর বাণীবাহক— 'যদি তুমি নিজেকে উপহাস করতে না শেখ, নিজেকে নিয়ে যদি খেলা করতে না শেখ, তাহলে কিন্তু তুমি ঠকে গেলে এ জীবনে। নিজেই নিজেকে ব্যঙ্গ, উপহাস করতে শেখ, খেলা করতে শেখ, নিজেই একলা দাঁড়িয়ে লড়াই করতে শেখ! অ-সুখে নিজেই নিজেকে বলতে শিখে যাও, আনন্দে সফলতায় চোখ রাঙিয়ে নিজেকে বলো : দেখ রাবণ হয়োনা যেন। ভয়ানক Hazard, ভয়ানক Risk, crucial decisions। Problems যখন আসবে প্রথমে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করবে। অর্থাৎ নিজেকে নিয়ে যদি এরকম ধরনে থাকতে পার তবে তোমার জীবন সার্থক নইলে তুমি হেরে গেলে।

তোমার জীবনে ২৪ ঘণ্টায় অনেক incident হয়, যদি নজর করো দেখবে কতকগুলো হীরে ঝকঝক করছে, বাকীগুলো সোনার মতো দ্যুতিময়ী। সেগুলি রেখে দেবে। Storage করার ভার তোমার ওপর, পরিমার্জন সাজানোর ভার তোমার ওপর। আনন্দের অমৃতময়ী আস্বাদন পাবে ব্যাথার মধ্যেও যদি খুঁজতে না জানো অমৃতও তোমার কাছে গরল হয়ে যাবে। শুধু মনের ফেরে সব কিছু নির্ভর করে, তুমি কীভাবে মনকে ব্যবহার করছো। তুমি মনের দাস।

মন হল তোমর গোলাম। তোমার হুকুমবরদার। এই হুকুমবরদারকে যদি ঠিকভাবে চালিত করতে পার তোমায় শিব করে দেবে। যদি তা না করতে পার তুমি পশুতে পরিণত হবে।

সাধারণভাবে মোটামুটি আমি এটুকু জানি, কীর্তন যেকোনো কীর্তনই গাও, একটি কীর্তন রাখতে হয়। যারা সাধক ভক্ত এক সঙ্গে বসে ভক্তিরসের চর্চাদির পর একসঙ্গে কীর্তন করেন, পরের পর কয়েকটি কীর্তন না করে একটি কীর্তন ঠিক রাখা উচিত যেটি সবাই একসঙ্গে গাইবে, তারপর সবাই একই ভাবে একই সঙ্গে মণ্ডলীভাবে বসে একটি কীর্তনই একই ধূনে যদি করা যায় তাহলে সেই জায়গায় ভাগবৎ শক্তি অবতরণ করেন। এবং সেটা Physically বোঝা যায়। এদের মধ্যে হৃদয়ের দিক থেকে যে সব চেয়ে ভাল তার মধ্যে ভগবদ্ কৃপার স্রোত প্রকাশ হয়ে যায় ধীরে ধীরে অন্যদের মধ্যে। অবশ্য এই প্রকাশের লক্ষণ আছে। সদগুরু বা সৎপুরুষের শিষ্য না হয়ে

সৎপ্রেমী যদি এই প্রোগ্রামটা ঠিক করে নেয়, ভগবদ্ ধারা তাদের মধ্যেও এমনি ভাবে বর্ষিত হবে। Provided they follow this rule। আসলে আমরা বর্তমান সময়ে, মুসলমানদের আগমনের প্রথম সময় থেকে হিন্দুরা বানচাল হয়ে গেল, সেই হল প্রথম পরাধীনতার সূত্রপাত। তারপর ইংরেজ। ফলে আমাদের হিন্দুদের ভক্তি বিশ্বাস, নিজেদের সংস্কৃতি বিশ্বাস, সব কিছুকেই উপহাস করতে লাগলাম। এসবকে উপহাস করাই Elite, Progressive, Civilized society-র স্বরূপ। We have become so many empty shells।

যে কোন লোকের— পুরুষ এবং স্ত্রীলোক নির্বিশেষে— শুধু তার requirement হল চারিত্রিক সংযম। এবং শারীরিক-মানসিক শুদ্ধি। এই দুটি চারিত্রিক সংযম যার থাকে, For the sake of expression or experiment করতে চায় তাহলে প্রথমে একমাস চারিত্রিক সংযম করে নিক, তারপর মানসিক সংযম করে নিক। যে অত্যন্ত mediocre সেও এক-দেড়বছরে সূক্ষ্ম শরীরকে স্থূল শরীর থেকে বের করে নিতে পারবে। আর আমার এমনি এমনিতেই হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ একদিন দেখলুম আমি বেরিয়ে গিয়েছি। যোগীদের পক্ষে এটা অত্যন্ত lesser achievement। এটা ফেলনাও নয়, এটা মনে কর একটা রূপার টাকা। তখন তুমি ভেবে দেখ তোমার শরীর, that is the real you, তোমার স্থূল শরীরের সামনে দাঁড়াল। তোমার সঙ্গে তোমার শরীরের যোগসূত্র রয়েছে। এই বেরুনোরও পাঁচটি নিয়ম আছে, হঠাৎ যেদিন বেরুলাম সেদিন জানতুম না পরে জানলুম সেটা highest cardre-এর বেরুনো। এর এটাকে control করে চলা ফেরার কথা এখন বলবো না। গর্ভাবস্থার পরে যেমন শিশু থেকে চলা ফেরা রপ্ত হয় তেমনি এইভাবে বেরিয়ে আসার পরও তোমার গতি হবে Unrestricted চন্দ্রসূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, Milky Ways after Milky Ways,— অবাধ তোমার গতি।

মানুষ অন্ধ, মানুষের অন্ধত্বের সীমা আছে। সাধারণ মানুষ অন্ধ নয়, তাদের চোখে ছানি পড়েছে, অর্থাৎ কোনো কোনো সময় ছানির চিকিৎসা করলে সারবে না, আরাম হতে পারে। Government-এর declared policy হল space track সম্বন্ধে secret যা কিছু Public-কে জানিও না। এই যে Unknown flying object লক্ষ লক্ষ Public দেখেছে, এটাকে Government level-এ একটি Government-ই স্বীকার করেছে, তাহোল Brazil। যতবার moon rocket-এর পাশে পাশে একটি Unknown object চলেছে এবং প্রত্যেকবার Base-এ ধরা হয়েছে। তা Public এর কাছে disclose করা হয়নি। এসমস্ত লুকিয়ে রাখা সত্ত্বেও কিছু কিছু বেরিয়ে যায়-ই। এই অজ মূর্খেরা একটা জিনিসের হদিশ কি আজও পেয়েছে, যেমন একটি craft যাচ্ছে আকাশে, তার প্রত্যেকটি জিনিস Perfectly কাজ করছে, কিন্তু হঠাৎ তা অদৃশ্য

হয়ে গেল। এরকম অনেক news বেরোয়, একটা জাহাজ চলেছে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল, কোনো trace নেই। তার জন্য ডুবরী নেমেও trace করতে পারে না, তাছাড়া কতরকম খবর আসে। অমুক লোক অমুক জায়গায় বেরিয়েছেন তার পরে কোনো, খবর নেই। No trace।

চাপ চাপ ধোঁয়া উঠতে দেখেছ? এ রকম যখন কাঠকয়লা, ঘুঁটের চাপ চাপ ধোঁয়া ছড়িয়ে উঠছে, miniature মেঘের মত, তাকিয়ে দেখবে অনেকগুলি line এর মত, স্রোতের মত কতকগুলি হয়। অনেকটা এইরকম তোমাদের পৃথিবীর মাটি ছুঁয়ে আছে atmosphere। মাছের atmosphere হল জল, তোমাদের চারিধারে রয়েছে এমন বিভিন্ন density-র চাপ বা স্তর। এরকম বিভিন্ন স্তর একটার উপর একটা রয়েছে। যত উপরে উঠছো তার density কমছে। এরই মধ্যে তোমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আছে। ধোঁয়ার মধ্যে যে shaft তৈরী হয়, এরও মধ্যে এমনি shaft আছে। ধোঁয়ার মধ্যে যেমন ফাঁকা জায়গা আছে, পৃথিবীর ওপর এমনি ফাঁকা ফাঁকা জায়গা। এগুলি তোমার চোখে পড়বে না, Radi screen লাগিয়ে দিলেও চোখে পড়বে না। এমন চক্রের মধ্যে পড়লে তুমিও উধাও হয়ে যাবে। এই Unseen funnel-এর মধ্যে aeroplane পড়লে vanish হয়ে যায়, without any trace। আর ফিরে আসবে না এই পৃথিবীতে। এমন অনেক আছে। আমি মোটে ১৫/১৬টি জানি কিন্তু আমার জানার বাইরে এমন অনেক আছে। কত বিচিত্র এই সৃষ্টি, যদি কেউ বলে এরকম কেন, সে কেনর জবাব সে পাবে না, কারণ যে জিজ্ঞাসা করছে সে জবাব পাবার উপযুক্ত নয়। এমন অনেক ঘটনা আছে, formation-এ aeroplane যাচ্ছে হঠাৎ দেখা গেল একটি aeroplane অদৃশ্য হয়ে গেল। যেদিন এর কারণ জানতে পারবে সেদিন ত্রাহি ত্রাহি রব উঠবে। যেদিন আমি প্রথম জানলুম সেদিন আমার সঙ্গে আমার চক্রের দুজন ছিলেন।

সনাতন হিন্দুধর্ম নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, মহাকালের বৈঠকে। একজন বলছেন ঃ আপনি নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির, যাকে Realisation বলা যায়, প্রত্যয় নিয়ে বলছেন আমি যেটুকু বলবো বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে বলবো, তাও অসম্পূর্ণ হবে, কারণ এ বিষয়ে আমার গভীর জ্ঞানও নেই। তবে সনাতন হিন্দুধর্ম বলতেই দুটি পূর্বসর্ত আমার মনে দেখা দেয় (১) 'চাতুর্ববর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ'— এই বর্ণাশ্রম (২) জন্মান্তরবাদ transmigration। বর্ণাশ্রম, যে সমাজ, যে পরিবেশে সৃষ্টি হয়েছিল, সে পরিবেশ আর নেই, বহুদূর তা ভাঙতে সুরু করেছে, কাজেই এই সর্তটি আমার কাছে anachronistic। দ্বিতীয়ত, জন্মান্তরবাদ আমার ken-এর বাইরে। সুতরাং ও-সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে পারবো না, যদিও জাতিস্মরদের অভিজ্ঞতা

খবরের কাগজে প্রায়ই পড়ি। সুতরাং সনাতন হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে আমার কোনো আবেগ নাই। আপনি জিজ্ঞাসা করবেন, তাহলে তোমার লক্ষ্য কি, কি নিয়ে তুমি চল? আমি একজন সাধারণ মানুষ, সাধক নই। অবশ্য average-এর চাইতে ওপরে, লেখা-পড়া শিখেছি, একটা রাস্তায় চলবার চেষ্টা করেছি। আমার ধ্যান-ধারণা sense-perception-এর জগতেই মোটামুটি সীমিত। আমি জানি এই sense-perception-এর জগৎ খণ্ডিত, এটা relative reality, বিজ্ঞানও আজ সেকথা স্বীকার করে। বিজ্ঞানের কাছে বস্তুর পরিচয় কতকগুলি sense-perception-জাত data মাত্র ; বস্তুর content, পরিপূর্ণ পরিচয়, বিজ্ঞানের আওতার বাইরে। মানুষের মনন সে ফাঁক পূরণ করে বস্তুর পূর্ণ পরিচয় জানতে পারে। দৃশ্যমান জগতের পেছনে নিহিত Reality-র তত্ত্বের সন্ধান আমি জানি এবং অদ্বৈতবাদের আত্মন ও ব্রহ্মাণের অস্পষ্ট ধারণাও আমাকে শক্তি দেয়। এ-টুকুই আমার পক্ষে যথেষ্ট এবং ব্যবহারিক জীবনে কতকগুলি Ethical values আমাকে মোটামুটি sense of direction দেয়। যেমন sense of right and wrong, to live not for self,— নিজেকে বিলিয়ে দিতে চেষ্টা করা, to fight injustice, ইত্যাদি। এগুলি যে সবই অনুসরণ করছি তা নয়, এগুলি sense of direction দেয় ; প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমারও যথেষ্ট স্খলন রয়েছে, কিন্তু কোনো দিকে যেতে চাচ্ছি, সেটা এই ethical মূল্যমানগুলি নির্ধারণ করে দিচ্ছে। সবাই তো আর সাধক হতে পারে না? এটা যদি আমি করতে পারি "I am worth my salt."

মহাকাল ঃ তুমি ken-এর বাইরে, এটা কি কথা বললে, কারো ken-এর বাইরে হলেই সেটা মিথ্যা হয়ে যাবে? ঠাকুর যখন বলতেন মা কালী দেখে এলাম, কি তাঁর সঙ্গে কথা বলে এলাম, কেউ কি তাঁকে বলতে পারতো আপনি মিথ্যা কথা বলছেন। ওটা আমর ken-এর বাইরে! এ-রকম যদি কেউ বলে, তখনই তাকে কেটে ফেলা উচিত।

ভূত, প্রেত, আত্মা সবই আছে। President Roosevelt যখন কোনো important decision নিতেন তার আগে তার একজন medium ছিল তাকে আনতেন। জানো, White House-এ Abraham Lincon-এর আত্মা রাত্রে আসেন। কারো অনিষ্ট করেন না। জীবাত্মার হাজার হাজার ছবি তোলা হয়েছে England-এ, তা জানো? শরীর থেকে যখন বার হয়ে যায়, তার আগে ছবি তোলা হয়। যোগীরা astral plane-এ চলাফেরা করতে পারেন, জানো। একটা ঘটনা বলি, recorded ঘটনা, প্রমাণিত ঘটনা। কুলদা ব্রহ্মচারী একবার কোথায় জানি যাচ্ছেন ট্রেনে, তাঁর সঙ্গে আর একজন সাধক আছেন, ময়লা কাপড়-জামা পড়া সঙ্গে কোনো জিনিস পত্র নেই। সে কামরায় একজন Retired Officer, বাঙালী আছেন। কথায় কথায় জানা গেল, ঐ ময়লা কাপড় পরা সাধকটি একটি ধর্মসভায় যাচ্ছেন। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল

সেটা তিব্বতে! কিন্তু আর মোটে দুই-তিন দিন পর সেই সভা। Retired Officerটি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি করে পৌঁছাবেন, সেখানে যেতে তো অন্ততঃ কুড়ি-পঁচিশ দিনের কম লাগবে না। আপনি কি করে যাবেন?' তবুও সেই সাধু বললেন, তিনি যেতে পারবেন। তখন সেই Retired Officer একটা সাদা কাগজে একটা চিঠি লিখলেন একটা খামে ভরে সেই চিঠিটা সেই সাধুর হাতে দিয়ে বললেন, বেশ আপনার জায়গায় আপনি পৌঁছে এটা ডাকে ফেলে দেবেন। চিঠিটা ঠিক সময় সেই Retired Officer-এর কাছে পৌঁছায় এবং হিসাব করে দেখা গেলো সাধু সেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই তিব্বতে পৌঁছেছিলেন।

আরো দুটি প্রমাণিত ঘটনা বলছি। Paris-এ একটি ভারতীয় ছেলে সোরবোঁ ইউনিভারসিটিতে স্থপতিবিদ্যা পড়তে যায়। তার গান্ধারবিদ্যায় পারদর্শিতা ছিল। গান্ধারবিদ্যা জানো? সঙ্গীত। তার সঙ্গে একটা বড় বীণা ছিল, বীণা বাজাতো। সোরবোঁতে তার একজন বান্ধবী হ'ল। সেই মহিলা বীণা দেখে সেরকম একটি চায় এবং বাজাতে শিখতে চায়। তাকে একটা বীণা আনিয়ে দেয় এবং সোরবোঁ ছেড়ে দেশে আসবার আগে তাকে বাজানোও শেখায়। কয়েকটি Tuneও শিখিয়ে দিয়ে যায়। সেই মেয়েটি সিন নদীর ধারে নির্জন জায়গায় বসে বীণায় সেই Tune বাজাতো। দেখা গেল যখনই সে তন্ময় হয়ে বাজায় মাটিতে কার একটা profile মত ফুটে ওঠে। বার বার এরকম ঘটার পর অনেক পরীক্ষা করে দেখা গেল ওটা সরস্বতী দেবীর। তারপর খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে Tuneটা তন্ময় হয়ে বাজালে এই ঘটনা ঘটতো, সেটা ছিল সরস্বতীর-বন্দনা।

লণ্ডনের আর একটি recorded ঘটনা। একটি মেয়ে meditation-এ বসতো, সে সময় কিছু দূরে একটা screen থাকলে কিছু সময় বাদে সেই screen-এ একটা সাপের মূর্তি দেখা যেত, তারপর শিবের মূর্তি। তাঁর মাথায় সাপ। সেক্সপীয়রের একটা কথা আছে না 'There are many things in Heaven and Earth— than you can dream of.'

আর পূর্বজন্মের স্মৃতি নিয়ে আবার জন্ম হয়েছে এরকম তো হাজার হাজার ঘটনা recorded হয়েছে। তার অনেক verified-ও হয়েছে।

যে সব cliche-এ শিখেছ সব ভুলে যাও আমি তোমাদের fair warning দিচ্ছি। সে-সময় এমন অবস্থা হবে তখন agitate করে কিছু পরিবর্তন করবার সুযোগ থাকবে না। willy-nilly তোমাদের মানতেই হবে। আমাদের tradition আমাদের culture re-established হবেই। নানাভাবে Propaganda করে দেখান হচ্ছে Chinese culture অনেক বড় অনেক পুরনো, আর আমাদের যতসব সাক্ষ্য সেগুলি নানাভাবে আমেরিকা, ইউরোপে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

পশ্চিম-উত্তর প্রদেশেতে জন্মান্তরের নানা ঘটনা, একটা কুকুর একদিন খায় না, কিছুতেই খাওয়ানো যায় না। দেখা গেল একাদশীর দিন খায় না।...

সাপ এসে বৌকে ঘুমের মধ্যে ঘিরে থাকতো। বউটি ঘুমের ঘোরে কথা বলতো, বাইরে থেকে শোনা যেত, কিন্তু জেগে উঠলে কিছুই মনে করতে পারতো না। Trance-এ বউটিকে ফেলে তার থেকে জানা গেল সাপটি তার পূর্বজন্মের প্রেমিকা। সাপ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। বউটির স্বামী মারা যাবার পর খুব উতলা হয়ে পড়ে। তারপর থেকে সাপটি এসে ঘুমের মধ্যে বউটিকে association দিয়ে সান্ত্বনা দিত।

আর একটি ঘটনা। নিজের প্রত্যক্ষ, উত্তর প্রদেশে। একটি সাপ এসে ঘরে ঢুকে থাকতো। বাড়ির কর্ত্রীর ছোট ছেলেটি কিছুদিন আগে মারা গেছে, নাম দয়াশঙ্কর। বউটি সাপটিকে তাড়ালো না। দুধ খেতে দিত, রোজ আসতো,রোজ দুধ খেতে দিত। কেউ জানতো না, একদিন বউটি ঘুমিয়ে আছে, ঘুমের মধ্যে মাই খাচ্ছিল কে জানি, জেগে উঠে দেখে সেই সাপ। তারপর প্রায়ই এই ঘটনা। বউটি সাপটাকে দয়াশঙ্কর বলে ডাকত। সাপটা কোলে লাফিয়ে উঠতো। সবাই দয়াশঙ্কর বলেই মেনে নিল। বাবা বলতো ২১/২ বছরের শিশু কি পাপ করলো যে সাপ যোনিতে জন্ম নিয়েছে। কাকা বলে কথা ঠিক সাপ দেবতা। সুতরাং দেবতা হয়ে জন্মেছে।

জীবাত্মার মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত বার বার সে মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করছে। জীবাত্মার বয়সটাই মানুষের আসল বয়স। এক জীবনেও তার মুক্তি হতে পারে বহু জীবনও গ্রহণ করতে পারে। দেবযোনিতে মুক্তি পাওয়া যায় না। দেবযোনির দেহ ভোগের দেহ, তাই দেবতাদেরও মোক্ষলাভের জন্য মনুষ্য জন্মগ্রহণ করতে হয়।

তিনটি চরিত্রের সমাবেশ যেখানে ঘটবে, সেখানে ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে মনে করতে হবে। মাকালীর কাজের জন্যে এই তিনের সমাবেশ দরকার,ভীষ্মের নিরঙ্কুশ ব্রহ্মচর্য, শকুনীর loyalty ও revenge, শ্রীকৃষ্ণের দ্রষ্টা ও নির্লিপ্তভাব। মহাভারতে কি ঘটবে সবই শ্রীকৃষ্ণ জানেন, সবই তিনি করাচ্ছেন, অথচ তাঁকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। তিনি একেবারে আড়ালে। এটাই সকলের আদর্শ হওয়া উচিত।

আমার দিগন্তের লোকেরা মেনে নেয়, তারা মনে করে এই লোকটা যা বলছে, ভুল হতে পারে না। জীবন দিয়ে যে কথা বুঝেছে, তাই বলছে! আমার কোন তর্কের অবসর নেই। ওরা বোঝে এই লোকটা সব দেখে নিয়েছে ভূত-ভবিষ্যৎ, তারপর চলছে। খুব উঁচুতে দাঁড়িয়ে যেন সব দেখছে। সুতরাং তাদের কোন সংশয় নেই। তোমরা যদি বিশ্বাস না করো, শুনে রাখ। তারপর যখন দেখবে সব মিলছে, তখন বিশ্বাস কোর, তখন মেনে নিও যা বলছে এই লোকটা।।

সংশয় সন্দেহ মাথাচাড়া দেয়। অবিশ্বাস দানা বাঁধে। চারণের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। মহাকাল-ই বলেছেন, দুর্গত, অন্ধকারে নিমজ্জিত দেশকে, লক্ষ্যহীন দিশেহারা

দেশবাসীকে স্ব-চেতনায়, সচেতন ভূমিকায় প্রতিষ্ঠা করাই চারণের কাজ এবং সেটাই চারণের মুখ্য ভূমিকা। অতীতেও এমনি সংকটকালে চারণেরা দেশকে জাগিয়েছেন, আজও চারণ তোমার ভূমিকা তাই।

চারণ মহাকাল রাজ্যে যাবার পথে একটি দেশ-এর নাম করেছিল, সেই দেশটিতে তখন যুদ্ধ চলেছিল। মহাকালের নানা ইঙ্গিত এবং স্বার্থহীন ঘোষণা আজ অবিশ্বাসী সবজান্তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। কিছুদিন পূর্বে যে ঘটনা ঘটল, বিশ্বের শক্তিশালী দেশ তার পর্বত প্রমাণ দম্ভ নিয়ে প্রচুর পাঁয়তাড়া, লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে অবশেষে পৃষ্ঠাপ্রদর্শন। কারণ যুদ্ধরত দেশের বিভিন্ন সময় যে বৈঠক মোলাকাৎ ভিনদেশীদের সঙ্গে হয়েছে, সেই মোলাকাৎ বৈঠকের একদিকে ছিলেন, মহাকালের ভাষায়,— 'A Pride of 9 Generals and a shadow behind them'। এই ছায়া কার, কোন কায়ার সেই ছায়া তা চারণ বলতে চায় না, কারণ সেই ছায়া বিগত কয়েক দশক যাবৎ সারা বিশ্বে নানা অঘটন-ঘটন ঘটিয়ে চলেছেন। এই একটিমাত্র ছায়াতেই বিশ্বের একের পর এক পট পরিবর্তন শুরু হয়েছে। যাই হোক 'এ pride of 9 Generals and a shadow behind them'-এর প্রথম বৈঠক যে-সময় হয়েছিল সেই সময় মহাকাল ছিলেন সেই দেশের Guest। আর এই মহামান্য Guest-এর Host ছিলেন সেই সেনাধ্যক্ষ কবি হো-চি-মিন। মহাকাল সেদিন চারণকে জানিয়েছিলেন শুধুমাত্র তাঁর অবস্থান সংবাদ একটি ছোট্ট চিরকুটে, আজ সেই চিরকুটটি এখানে প্রকাশ করছি :

"আজ আমি বহুদূরে, এটা সিংহের গুহা। সিংহ এখানে আমাদের Host-এর ভূমিকায়। আদর-আপ্যায়ন-প্রিয়-সম্ভাষণ পান-ভোজন মনোবিনোদায়ক নানা সূচীর-নিত্য নবীনত্বে কোনো কম্‌তি নেই। এখন আমি একা। বাগিং নেই, আমার জন্য নির্দিষ্ট মহলে। আর— আর দুটি গেস্টের মহলেও কি-এই সৌজন্য দেখানো হয়েছে?! বোধ হয় না।। তবে তারা অতীব চতুর বাগিং তাদের কাছে নিষ্ফল হবেই।

সুন্দর, অতি সুন্দর, এই পরিবেশ! আলো নিভিয়ে দিয়েছি, সংগ্রামীদের ছুটি দিয়েছি। জানালা তিনটিই বে-উইণ্ডো, খুলে দিয়েছি; সামনের বারান্দার সামনে পাহাড়, বাগানে জ্যোৎস্না, সমুদ্র পাহাড়টির-গা-থপথপিয়ে চঞ্চল আদর করছে। কত শান্ত! কত স্বর্গীয়। কত শান্তি বহনকারী পরিবেশ। আমিও আপ্যায়িত হচ্ছি হাজার রাজা রূপে, সিংহেরই গুহায় সিংহের দ্বারা। অদ্ভুত বিচিত্র আমার আরাধ্যা মাঁ মহাকালীর নাট্যরচনা? আরো ততোধিক আশ্চর্য, সিংহের হৃদ্যতায়— হৃদয়মনের ভাবনায়— "এই অতিথির" "প্রতি"— কোনো খাদ নেই, শঠতা নেই,— খলতা— চাতুরী নেই। কেন? মাঁয়ের কুশলপটরচনা।

আশ্চর্য এক উদাসীনতার মধ্যে মন আমার ভাবহীন হয়ে গেছে দূরে সুদূরে—

নিরন্তরগর্জনে গর্বিত মহাবলশালী পাখায় ভর করে অতিকায় বম্বারস্ চলেই চলেছে— সু-উচ্চে। এখান থেকে দূরে, দূরে, চোখ ধাঁধাঁনো প্রচণ্ড তীব্র জ্বালা সংগে ধ্বংস দহনকারী বজ্রপাত হয়ে চলেছে। একটি বিরাট ড্রামার ব্যাকগ্রাউণ্ড শব্দেরই মতন।"

পরে বৃহৎ শক্তির হস্ত উত্তোলন ও পলায়নের প্রাক্কালে মহাকাল তাঁর সেদিনকার অবস্থানের প্রাসাদের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ

"সে জায়গাটা সমুদ্রের মধ্যে ওঠে একটা পার্বতীয় mountaineous country। যে জায়গাটায় আমি আছি, যেটা main mountain body সেই body-র ওপরে এটা নয়। Main body র একটা ছোট Projection পাহাড়। সেটাও যেন পাহাড় কন্যা।... সমুদ্র এই পাহাড়টিকে জুড়ে অর্ধবৃত্তাকারে ঘিরে আছে, সমুদ্রের ছোঁয়া পর্যন্ত ধাপ কাটা আছে, রাণীদের, অন্তঃপুরীদের স্নানের জন্য। ছোট্ট পাহাড়ী লতা-গুল্মের গাছ লাগানো আছে। এটা কোনও king-এর অন্তঃপুরবাসীদের প্রমোদভবনের জন্য এই আয়োজন। Mainland-এর সরু জায়গাটা যেখানে জুড়েছে সেখানে Fort। neck উপরে যেখানে শেষ হল— তারপরই হল মস্ত চওড়া ৮০ ফুট রাস্তা। এই পাহাড়ে যে Royal অন্তঃপুর বা রম্যপ্রাসাদ আছে সেখানে Host-এর মধ্যে যিনি প্রধান, আমায় দেখাতে নিয়ে গেলেন। মন আমার কোন্ সুদূরে হারিয়ে যায়। শিল্পীর কী অপূর্ব সব সৃষ্টি। পাহাড়ের জায়গায় জায়গায় পরীদের খেলবার বসবার জন্য গোলকধাঁধার মত রাস্তা সৃষ্টি হয়েছে। সিঁড়ি রচনা করা হয়েছে আর তার উপর রম্য-প্রাসাদ। এই complex-এর তিনটি স্তর আছে— একটি সমুদ্রের ধারে, তার পেছনে একটি, তারও পেছনে আরেকটি। দুদিকের দুটি solid structure-এর মাঝখানে, খাঁজের মধ্যে যে জানালা তা বেউইণ্ডো। সামনের দিকে এরকম দশটি। তারমধ্যে সাজানো রয়েছে সুন্দর সুন্দর মূর্তি। একটি মূর্তি, একটি হান্ট্রেস্, হাতে তার ধনুক আর তীর, পাঁই পাঁই ছুটছে, মাথায় লম্বা চুল, অর্ধেক লটকাচ্ছে, সঙ্গে হরিণ পাঁই পাঁই ছুটছে, হঠাৎ পায়ে বা গোড়ালিতে কিছু লেগেছে, ঝুঁকে যেন সেটা দেখছেন, সাদা পাথরের তৈরী অপূর্ব দৃশ্য। আমার Host হরিণটির পেটের মধ্যে টিপে দিলেন হঠাৎ সব আলো হয়ে গেল। এমনি সব শিল্পকীর্তি চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। হোস্ট সব ঘর দেখিয়ে তার case থেকে তাঁর দেশের সব চাইতে দামী সিগার দিয়ে বললেন, কী ভাবছেন? Host বললেন যদি এবাড়ি পছন্দ হয়। আমার নিজের সঙ্গী ছিল ১৯ জন, ইশারায় চোখে চোখে কথা হয়ে গেল। বললাম, এটাতেই আমরা থাকবো।"

সেই haunted বাড়িতে মহাকাল ছিলেন, তার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে দীর্ঘসময় তিনি যা যা করেছিলেন তা ভবিষ্যতের জন্য রইল। শুধু এটুকু মনে রাখতে হবে, তিনি তারও পূর্বে ড্রাগনের দেশের জেনারেলদের সঙ্গে এসেছিলেন তাদের আত্মীয়-বন্ধু হিসেবে, সে সময়ই তাঁর সঙ্গে বর্তমান Host-এর পরিচয় হয়, তখন তাঁর নাম ছিল 'Anand'

পরে হো-চি-মিন। মহাকাল এসেছিলেন একটি বৈঠকে ছায়ারূপে। সেই বৈঠকে বিপক্ষ শক্তিগুলিকে একে একে তিনি যে ভাবে নাস্তানাবুদ করেছিলেন এবং অত্যাচারী বৃহৎ রাষ্ট্র হাত গোটানোর পর যেসব তথ্য আজ প্রকাশিত হচ্ছে তার কাহিনী একদিন সারা রাতভর চারণের সৌভাগ্য হয়েছিল শুনবার।

১৯৩৩ সালে লণ্ডনে রাজনৈতিক সম্মেলনে একটি কণ্ঠে স্বাধীন দেশের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য শোনা গিয়েছিল ঃ

"Free India will not be a land of capitalists, landlords and castes. Free India will be a social and political democracy. The problems of free India will be quite different from those of present day India and it will therefore be necessary to train men from to-day who will be able to visualise the future, to think in terms of free India and solve those problems in anticipsation. In short, it will be necessary to educate and train from to-day the future cabinet of free India."

একথা সেদিনও যেমন সত্য ছিল আজও তেমনি সত্য। আজও তাই প্রয়োজন। নতুন ভারত, নবীন ভারত, আদর্শ পথে চালিত করতে হলে যে মুষ্টিমেয় ব্যক্তি প্রয়োজন, যে গোষ্ঠী প্রয়োজন তার জন্য এই কথাগুলি ভাবা দরকার। মহাকালের বর্তমান ভাবনা, অতীতের সেই দেশনায়কের ভাবনার সাধনা-লব্ধ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপ্রসূত ভাবনা। সেই ভাবনার ফলশ্রুতি 'মহাকাল রাজ্য' সম্বন্ধে স্বল্প পরিসর বিবরণ চারণ পূর্বে দিয়েছে।

অতীতে দেশনায়ক বলেছেন, প্রতিটি মহৎ বৃহৎ আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয় ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা থেকে এবং এ-কাজটা আরম্ভ হবে ভারতেই ।

"Our first task will be to gather a group of men and women who are prepared to undergo the maximum sacrifices and sufferings which will be necessary if we are to attain sucess in our mission. They must be whole-time— workers— "freedom— intoxicated" missionaries— who will not be discouraged by failure or deterred by difficulty of any kind and who will vow to work and strive in the service of the great cause till the last day of their lives".

আজও মহাকাল সেই আহ্বানই বারবার জানাচ্ছেন। আগামী দিনের উন্নত, দীপ্ত ভারতবর্ষের জন্য প্রয়োজন এই প্রকার একদল দেশসেবক— যারা প্রতিজ্ঞায় কঠোর, আদর্শে অনড় এবং কর্মে দুর্মদ। যাদের একটি মাত্র আকাঙ্ক্ষা মহাকাল সাধনায় আত্ম-বলিদান।

কারা সেকাজ পারবে, যাদের মন ও শরীর একটি বিশেষ সাধনার মাধ্যমে পরিশীলিত।

"When those morally prepared" men and women are available they must be given requisite intellectual training so that they may be able to realise magnitude of their task."

আর সেই সঙ্গে বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বৈজ্ঞানিক ও বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনা তাদের করতে হবে, কারণ অন্ধ অনুকরণ নয়, সচেতন সঠিক ভাবনা, ও সঠিক পদচারণা। এই যুদ্ধে জয়ের জন্য এই সব প্রাথমিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হলেই যুদ্ধে নামা সম্ভব হবে।

মহাকালের নিকট একটি পুস্তিকা ছিল 'কেন এই সংকট' : গতি কোন দিকে'। সেই পুস্তিকার শেষাংশের দুটি অংশ উদ্ধার করছি যার মধ্যে মহাকাল নিজের বক্তব্য প্রয়োগ করেছেন। পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল সেপ্টেম্বর, ১৯৬৭।

ভারতের একটি মিশন আছে ঃ শ্বাশ্বতবাণী আছে

নেতাজীর সেই বাণী আজ দেশপ্রেমীদের উদ্বোধিত করুক, যে বাণীর উদাত্ত আহ্বান সর্বকালের জন্যে ভারতবর্ষে অনুরণিত হবে ঃ "ভারতের একটা মিশন আছে বিশেষ বাণী আছে, তা শোনাবার জন্যই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতবর্ষ বেঁচে রয়েছে। এই স্বপ্ন আমার কাছে জীবন্ত সত্য এই স্বপ্ন থেকেই আমি উদ্দীপনা লাভ করি প্রাণে, আমার কাজ করার প্রেরণা আনে। এই স্বপ্নের অভাবে আমার বেঁচে থাকাই অসম্ভব হতো।"

সঙ্কট মোচনের নিশানা :
বহির্মুখিনতা থেকে স্বধর্মে প্রত্যাবর্তন

আজ ভারতের এই বাণীকে শোনাবার এবং প্রতিষ্ঠা করবার আহ্বান এসেছে। ইঙ্গ-নেহরু-নেতৃত্ব ভারতবর্ষের এই শাশ্বত মিশনকে ভুলিয়ে দিয়ে ভারতবর্ষের অন্তর্লীন স্বকীয়তাকে উপেক্ষা করিয়ে এবং করে, ভ্রান্তিপূর্ণ আন্তর্জাতিয়তার চমকে, দেশকে বিভ্রান্ত করে রেখেছিল। ভারতবর্ষ "আত্মানং বিদ্ধি" এই ঋষিবাক্য ভুলে গিয়ে ও আপন মানসিক ঐশ্বর্য ও আত্মিক শক্তির ও ভৌমশক্তির বিজ্ঞানভূমি থেকে সরে গিয়ে বহির্মুখিনতার শিকারে পরিণত হয়েছিল। যে জাতি স্বাধীনতা ও স্বধর্ম বিচ্যুত হয় তাদের ধ্বংস অনিবার্য। ইঙ্গ-নেহরু-নেতৃত্ব বহির্মুখিন, পাশ্চাত্য ভূমিতে তার উৎস নিহিত, তেমনি নিহিত বৈদেশিক ভূমিতে ভারতের অভ্যন্তরে রুশ-চীন-মার্কিন আনুগত্য সম্পন্ন শক্তিগুলির। ভারতের বর্তমান সঙ্কট এই বহির্মুখিনতার সঙ্কটও বটে। তাই নেতাজীর সেই বাণী ; 'ভারতের একটি মিশন আছে'— তার সামগ্রিক পরিপূর্ণতার মধ্য দিয়ে সঙ্কট মোচনের নিশানা রয়েছে! এই আহ্বান আজ শিরোধার্য করে নিয়ে এগিয়ে যেতেই হবে। এগিয়ে চলো! এগিয়ে চলো!!!

"জাগো! আপরাজিতা অমোঘ মহাশক্তির সন্তানগণ, একটা জলস্থল— ব্যোম্-ফাটিয়ে দেয়া ভৈরব-চণ্ডী হুঙ্কার দিয়ে উঠে দাঁড়াও। একটা প্রচণ্ডতম অপ্রতিহত বিজয়নাদে দশদিক কম্পিত করে, জননীজন্মভূমির যুদ্ধনাদে অতিপ্রচণ্ডতম আঘাত করো! আঘাত করো!!৷ সর্বগ্রাসী দাবানলের জ্বালা নিয়ে ছড়িয়ে পড়, এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো। মোহহীন নির্মম বজ্রপ্রহারে, সমস্ত বিশ্বের ভীতিকম্প জাগুক। ঐ দ্যাখো খড়্গ-খর্পধারিণী তোমাদের মা দাঁড়িয়ে তোমাদের ডাকছেন। মারো! মারো!! মারো!!! সমস্ত প্রকারের শত্রুদের ধ্বংস করে চিরগৌরবময় স্ব-এবং-সুরাষ্ট্র প্রাপ্তি করে মাতৃচরণে উপহার দাও। কান, পেতে শোন! ঐ ঐ শোন! শুনতে পাচ্ছো না মায়ের ডাক, রসাতলের বুক চিরে জননীজন্মভূমির ডাক উঠে আসছে। চিরে ফ্যালো তোমাদের ক্লীবত্বের ভীরুতার সংশয়ের আবরণ ; জননী জন্মভূমির উন্মাদ বিজয়ীরণোন্মাদে এগিয়ে চলো, রসাতল থেকে মাকে উত্থিত কর, বহু-বহু-সহস্র বৎসর ব্যাপী অটল গৌরবময়ী মহিমামণ্ডিত মাঁকে— তার শাশ্বত সিংহাসনে স্থাপিত কর। এসো বীরমাতার, সন্তানেরা, এসো। এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো ঐ যে! সর্বৈশ্বর্যমণ্ডিতা, পূর্ণাঙ্গিনী মা— আসছেন। ত্বরান্বিত হও, বিজয় প্রাপ্ত করো।"

এই আহ্বানে সাড়া দেবার জন্য চারণ দেশময় তাঁর আহ্বান ছড়িয়ে দিচ্ছে।

এই সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ যিনি পরিপূর্ণতাকেও ছাপিয়ে যাচ্ছেন। তাঁকে চারণের এই ক্ষুদ্র পরিসর ভূমিকায় কিছুতেই আঁকা যাবে না। তবুও তাঁর দিগন্তব্যাপ্ত কর্মকাণ্ড এবং জীবন উপলব্ধির ইশারা মিলবে।

চারণকে মহাকাল দীর্ঘব্যবধানের পর প্রথম যোগাযোগে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা দেশবাসীকে জানানো প্রয়োজন— "আমার কথা বার বার পড়বে, এবং যত পড়বে দেখবে তার অন্তর্নিহিত নতুন নতুন ভাবভাবনা revealed হচ্ছে। আমি কখনও কোনও লেখা একবার পড়ে রেখে দিই না।"

চারণ তাই দেশবাসীকে আহ্বান জানাচ্ছে নবযুগের নবীন মহাভারতের ভূমিকা বারবার পড়ে আত্মসচেতন হউন।

মহাকাল আজ আমাদের শিয়রে উপস্থিত, পার্থিব, অপার্থিব, জাগতিক, বহিঃজাগতিক নানাবিধ উপাচার নিয়ে তিনি উপস্থিত তার অংশ মাত্র গ্রহণ করতে পারলেই আমার দেশবাসী অমৃতলোকের অধিকারী হবে। মহাকাল রয়েছেন অসীম রহস্য মাঝে তাঁর আপন মহিমা নিলয়ে। গণনাহীন, দেশ, অনন্ত চরাচরে অনন্তকালে তাঁর দীপ্তি ছড়িয়ে আছে। চারণ বিশ্বাস রাখে সারা দেশব্যপী হৃদয়মথিত এই আকুতিই রণিত হবে— "এক তুমি তোমা মাঝে— আমি একা নির্ভয়ে।"

চারণের প্রার্থনা সে যেমন ভাবছে মহাকালের ডাকে সাড়া দেবার জন্য সে প্রস্তুত থাকবে, তেমনি সে বিশ্বাস করে, দৃঢ়পণ, মৃত্যুভয়লেশহীন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ

সংখ্যাতীত স্বদেশ-বাসী সব বাঁধন টুটে আকুল হৃদয়ে অপেক্ষা করছে একটি ভাবনা নিয়ে ঃ

"চিত্ত মম যখন যেথায় থাকে সাড়া যেন দেয় সে
তব ডাকে"

ঐ মহামানব আসে-র একটি রচনা বাদে সবকটি প্রকাশিত হয়েছিল জয়শ্রী পত্রিকায়। এই পত্রিকা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মহাকাল বলেছিলেন—

"It must always be borne in mind that "A daily is a revolver, A weekly is a rifle and a "Monthly" is a "cannon".

Bear that in Mind and Act!

আর এই সম্পূর্ণ রচনা একত্রে যেদিন পাঠ করা হল মহাকাল মহাভারত পাঠের ন্যায় সুর করে বললেন ঃ

মহাকাল কথা অমৃত সমান
চারণিক কহে শুন দেশবাসীগণ।।

দোল পূর্ণিমা, ১৩৭৯ (১৯৭৩)

প রি শি ষ্ট

INTERPRESS
INTERNATIONALER BIOGRAPHISCHER
PRESSEDIENT

সুভাষচন্দ্র বসু

অধুনা ক্রমশ নানা ঘটনা পরম্পরায় এই তথ্য প্রতীয়মান হচ্ছে যে বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিমান দুর্ঘটনায় নিহত বলে ঘোষিত ভারতের বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র বসু এশিয়ার রাজনৈতিক পটভূমিকে নিজের হাতের মুঠোয় আনার জন্যে সুযোগের অপেক্ষায় আছেন।

শ্রীবসু : দৃষ্টিপটের অন্তরালে অপেক্ষারত মানুষ
BABU BOSE : MANN HINTER DEN FRONTEN

বিগত অক্টোবর মাসে ভারতবর্ষের প্রান্তে এক অতর্কিত আণবিক বিস্ফোরণ ঘটেছে। সে বিস্ফোরণ অবশ্য রাজনৈতিক প্রকৃতির এবং পরীক্ষামূলক মাত্র। কিন্তু এর অবশ্যম্ভাবী ফল সুনিশ্চিতভাবে ফলেছে। কয়েকদিনের মধ্যে বেতার ঘোষণায় জানা

গেল, বিগত বিশ্বযুদ্ধে নিখোঁজ ভারতীয় বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র বসু পিকিং-এর কমিউনিস্ট বেতার কেন্দ্র থেকে ভাষণ দিতে পারেন।

'—অবশ্য এই রহস্যময় ঘোষণার পর আর কিছুই শোনা যায়নি, তবু একথা কেউ-ই বলেন নি, যে শ্রীবসু সত্যিই বেঁচে আছেন, এ সম্পর্কে তাদের সন্দেহ আছে। আর এক কথা,— ঠিক যে মুহূর্তে হিমালয়ের উত্তরপ্রান্তে এই ধরনের এক যুগান্তকারী রাজনৈতিক বিস্ফোরণ ঘটলো, সেই সময়েই শ্রীবসুর এক কালের সহকর্মী, বর্তমানে তাঁর প্রচণ্ড বিরোধী, ভারতের বর্তমান সরকারের কর্ণধার, শ্রীনেহরু প্রেসিডেন্ট ট্রুমানের আতিথ্যে ওয়াশিংটনে অবস্থান করছেন, এ ঘটনা কি নিতান্তই কাকতালীয়? বেশীর ভাগ আমেরিকানেরই আশা ছিল শ্রীনেহরু এ বিষয়ে মৌনতা অবলম্বন করবেন। শ্রীনেহরু তা' করেছেন। অবশ্য তিনি একথা বলেছেন, আমন্ত্রণ পেলে তিনি মস্কোতেও যেতে পারেন। তিনি কি এই পরিবর্তনের সূচনাতেই বুঝতে পেরেছিলেন যে এই ঘটনা এক প্রচণ্ড আণবিক শক্তিসম্পন্ন মানুষের আবির্ভাব সূচনা করছে? লেনিন যেমন ১৯১৭র বৈপ্লবিক মুহূর্তে জার্মানীকে যাত্রাপথ হিসাবে বেছে নিয়ে রাশিয়ায় পৌঁছেছিলেন, শ্রীবসু আর একবার ভারতবর্ষের স্বার্থে সেই পন্থাই হয়তো অবলম্বন করেছেন। ...... ইনিই সেই বসু যিনি ১৯৪২ সালের মে মাসে হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাতের মাত্র এক বছরের মধ্যেই অভাবনীয় পন্থায় সোজা টোকিওতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। যুদ্ধের অগ্নিদাহে পর্যুদস্ত, দগ্ধপ্রায় পৃথিবীর পূর্ব গোলার্ধে লেলিহান শিখার মধ্যে এই দুঃসাহসিক অভিযান কি করে সম্ভব হলো সে রহস্য আজও উদ্‌ঘাটিত হয়নি। তবে একথা নিশ্চিত যে হিটলার তাঁকে দূরপাল্লার বিমান, ইউবোট, এবং ব্লকেড ব্রেকার ও অন্যান্য যুদ্ধ সরঞ্জাম দিয়ে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিলেন। সম্ভবতঃ শ্রীবসু ইউ-বোটকেই তাঁর যাত্রাপথে প্রশস্ত বলে মনে করেছিলেন। ১৯৪১ সালের জানুয়ারিতে ভারতবর্ষ থেকে গোপনে নিরুদ্দেশ হওয়ার যাত্রাপথও কম বিপজ্জনক ছিল না। মাত্র ষোলো বছর বয়সেই স্কুলের ছাত্র শ্রীবসু পিতৃগৃহ ত্যাগ করে পর্বতসঙ্কুল হিমালয়ের পথে নিঃসহায় যাত্রী হিসাবে পা বাড়িয়েছিলেন,— মন্দিরে মন্দিরে অনন্ত সত্যের সন্ধানে ফিরেছিলেন এই ধর্মপ্রাণ তরুণ! এই প্রচণ্ড ইংরেজবিদ্বেষী ব্যক্তিটি কেমব্রিজের কলেজে থাকাকালে ছদ্মবেশধারণের কলাকৌশল সুনিপুণভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। ১৯৩২ থেকে ১৯৩৫ সালের মধ্যে ভিয়েনায় থাকাকালে তিনি এক প্রবাসী ভারতীয়ের কাছে মুখের মেক-আপ্ (শিক্ষা) আয়ত্ত করেছিলেন। এই সময় সেই ভারতীয় ব্যক্তিটির তত্ত্বাবধানে 'ঈশানপুরের বাঘ' নামে এক চলচ্চিত্র জার্মানীতে তোলা হচ্ছিল। বসুরও এই শিক্ষা অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর কাজে লাগলো, যখন তিনি তাঁর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা থাকা সত্ত্বেও ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঈঙ্গ-ভারতীয় শাসক গোষ্ঠীর চোখে ধূলো দিয়ে কাবুল পৌঁছুলেন আফগানিস্থানের জার্মান রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে

সাক্ষাতের ইচ্ছায়! কিন্তু সেখানে তিনি তাঁর প্রয়োজনীয় জার্মানী যাওয়ার ছাড়পত্র পেলেন না। অবশেষে ইতালীয় দূতাবাসে তাঁর ইতালীয় নামকরণ করে ইতালীয়বাসী হিসাবে এক মিথ্যা ছাড়পত্তর দিলেন। শ্রীবসু এই ঘটনার প্রায় দশ বছর আগে ভিয়েনার পথে রোমে মুসোলিনীর আতিথ্য স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু এবার তিনি যত দ্রুত সম্ভব হিটলার ও রিবেনট্রপের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ব্যগ্র ছিলেন। তাঁর প্রথম লক্ষ্যস্থল ছিল বার্লিন। তিনি একজন জার্মান ইঞ্জিনিয়ারের সহকারী হিসাবে জার্মান সীমান্ত অতিক্রম করলেন এবং অতঃপর একজন নবাগত বিদেশী ভ্রমণকারীর ছদ্মবেশে মস্কো পরিদর্শনের ব্যবস্থা করলেন। ককেশাসের পথে মস্কো যাত্রা ভালই হোক, মন্দই হোক, তাকে যেতেই হবে। ভারতবাসী শ্রীবসু ইতালীয়ান ভাষা বিশেষ জানতেন না, রুশভাষা কিছু কিছু বুঝতে পারতেন কিন্তু সোভিয়েৎবাসীরা তাঁর হাবভাবে বেশ সমজদার মনে করেছিল। তিনি ছাড়পত্র বিভাগে কোন কথাবার্তা বলেন নি। প্রায় এক সপ্তাহ যাবৎ তিনি ট্রেনে একটি আরামদায়ক কামরায় বসে প্রচুর চা, দুধ, ভড্‌কা আর গোমাংস খেয়ে ঘুরে বেড়ালেন। উচ্চ শ্রেণীর বর্ণ হিন্দুর পক্ষে এই নিষিদ্ধ খাদ্য গ্রহণ এক অসমসাহসিকতার পরিচয়। কিন্তু বিপ্লবী সংস্কারমুক্ত শ্রীবসুর কাছে এই ধরনের প্রয়োজনীয় কোন কিছুই অন্যায় ছিল না। রুশবাসীরা জানতেন যে শ্রীবসু ১৯৩৩ সাল থেকে' বলশেভিক ও ফ্যাসিস্ট নীতি খুব ভালভাবে শিক্ষা করেছেন, ক্রেমলিনে তাই শ্রীবসু যথেষ্ট হৃদ্যতার সঙ্গে সমাদৃত হয়েছিলেন। এমন কি তিনি যখন হিটলার ও জাপানীদের পক্ষে যুদ্ধ সমর্থন করেছিলেন, তখনও মস্কো থেকে তাঁর বিরুদ্ধে একটি শব্দও উচ্চারিত হয়নি। ১৯৩৩ সালের গ্রীষ্মকালে তিনি একদিন বলেছিলেন, "কোন এশিয়াবাসীই নাৎসীবাদের নীতিকে সমর্থন করতে পারেনা।" অথচ ১৯৪২ সালে যখন তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য আবেদন স্বদেশবাসীর কাছ পেশ করলেন, তখন তিনি এই বিশ্বাসের অনুবর্তি হলেন যে ইংরাজের শত্রুপক্ষ জার্মানী ও জাপান "স্বাভাবিকভাবেই" মুক্তিকামী ভারতবাসীদের সমর্থন করবে।

কিন্তু বার্লিনে শ্রীবসুর সময় খুব ভালো কাটলো না। তিনি মাসের পর মাস এক হোটেলের নির্জন ঘরে অপেক্ষা করে রইলেন— নিশ্চয়ই কোন সাড়া পাবেন এই আশায়। অবশেষে নিদারুণভাবে হতাশ হলেন যখন দেখলেন রণোন্মত্ত হিটলার, মিত্র সোভিয়েৎ ইউনিয়নের ওপরই ঝঁপিয়ে পড়েছে। তিনি মন্তব্য করলেন "এই বিশ্বযুদ্ধে, এই ঘটনা সবচেয়ে মারাত্মক ত্রুটি।" শ্রীবসু এবার কেবলমাত্র জাপানের ওপরেই কিছুটা ভরসা করলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জাপানের যোগদান বিদ্যুৎগতিতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পটভূমিতে রাতারাতি অভাবনীয় পরিবর্তন আনলো, শ্রীবসু বিশ্বরাজনীতির দাবা খেলায় এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করলেন। তিনি সিঙ্গাপুর জয় করে সেখানে এক ভারতীয় বিপ্লবী সরকার গঠন করলেন। জাপানী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত আজাদ হিন্দ-ফৌজ

বাহিনী নিয়ে তিনি ব্রহ্মদেশের ওপর দিয়ে ভারতবর্ষের পথে অগ্রসর হলেন, এ পথ শ্রীবসুর পূর্ব-পরিচিত। মান্দালয়ের জেলে বন্দী হিসাবে যাতায়াতের পথ। ভারতবাসীদের কাছে এই বিদ্রোহী ভারত-সীমান্ত অভিমুখী সৈন্যবাহিনী মোটেই বিশ্বাসঘাতক হিসাবে গৃহীত হয়নি, বরং বীর হিসাবে সাদরে সম্ভাষিত হয়েছিল। আর তাদের 'নেতাজী' হলেন স্বয়ং শ্রীবসু।

ভারতবর্ষে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে, মৃত্যুর পূর্বে যাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়, তার আয়ু আরও বৃদ্ধি পায়। বিগত যুদ্ধের প্রথম ভাগেই একবার শ্রীবসুর বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে বলে সংবাদ রটেছিল। এই অসত্য সংবাদ সারা ভারতবর্ষ থেকে সেই মানুষটির পরিবারবর্গের প্রতি শোকবার্তা আর অজস্র ফুলমালার বন্যা এনে দিয়েছিল, যাকে ইতিমধ্যে সরকারীভাবে বিশ্বাসঘাতক বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও তৎকালীন ভারতীয় নেতা নেহরুর সঙ্গে এই আলোচনায় গান্ধী একমত হতে পারেন নি। গান্ধী তাঁর সবচেয়ে বিপজ্জনক বিরোধী ব্যক্তিটি সম্পর্কে বলেছিলেন, 'যাই হোক না কেন তিনি আমাদের মাতৃভূমির শত্রু নন, তিনি দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে অনেক অগ্রসর হতে সাহায্য করেছেন। ১৯৪২-এর এপ্রিল মাসে এই দুঃসংবাদের পর গান্ধী শ্রীবসুর মায়ের কাছে শোকবার্তায় বলেছিলেন, "তিনি ভারতবর্ষের মহান ও বীর সন্তান।" কিন্তু তার মাত্র অল্প কিছুদিন পরেই এই মৃত বলে ঘোষিত ব্যক্তিটির কণ্ঠস্বর দূরান্তর থেকে বেতারে ঝঙ্কৃত হল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পরই আবার শ্রীবসু মৃত বলে ঘোষিত হয়েছেন। এবারের ঘোষণাও সরকারী এবং সমগ্র মিত্রপক্ষের যুক্ত তদন্ত কমিশনের ঘোষিত ফলশ্রুতি। যদিও টোকিও থেকে প্রচারিত বেতার বার্তায় বলা হলেছে, শ্রীবসু ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট তারিখে এক জাপানী বিমানে তাইহোকু বিমান বন্দর থেকে ফরমোজা যাত্রার পথে দুর্ঘটনায় আহত পরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন; তবুও সারাবিশ্ব এই ঘোষণায় বিশেষ আমল দেয়নি, ভারতবর্ষে তো কেউ এই কথা বিশ্বাসই করেনি। দুর্ঘটনার এক বছর পরে ১৯৪৬ সালের ২১শে অক্টোবর মিত্রপক্ষীয় তদন্ত কমিশন এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন যে সত্যই শ্রীবসু ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট তারিখে ফরমোজার জাপানী মিলিটারী হাসপাতালে অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। কিন্তু গান্ধীর মত ব্যক্তিও অনেক পরে ঘোষণা করলেন, তাঁদের মতে শ্রীবসু এখনও জীবিত আছেন। ভারত সরকার জানালেন, তাঁরা শ্রীবসুকে মৃত বলে ঘোষণা করতে পারেন না। শ্রীবসুর বড় ভাই ভারতের জাতীয় সম্মেলনে বলেছেন; 'কিছুই জানি না'। এমনকি আমেরিকান সৈন্যদের টোকিও প্রবেশের দিনপর্যন্ত যে সমস্ত জাপানী নাগরিক সেখানে ছিলেন, তাঁদের কাছ থেকেও কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি। শ্রীবসুর দেহরক্ষী শেষযাত্রার দিন তাঁর সঙ্গে এক বিরাট রহস্যময় পেটিকা দেখেছিলেন। যে বিমানে স্বাধীন

ভারতবর্ষের জন্য সংগ্রামের প্রয়োজনে সংগৃহীত প্রায় বিশকোটি ডলার মূল্যের ধনরত্ন ছিল বলে শোনা যায়।

সেই অর্থেরও কোন হদিশ নেই, শ্রীবসুরও না। কেউই অগ্নিশিখা পরিবেষ্টিত মৃতদেহ দেখেনি। বহু পূর্ব-এশিয়া সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিই অবশ্য জানেন যে আত্মসমর্পণের সময়ে ঘোষিত তালিকায় জাপানীরা বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিরই "বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর" কথা উল্লেখ করেছিল। সুভাষচন্দ্র বসু পঞ্চাশ বছর বয়সেও একজন দৃঢ়দেহী অভাবনীয় মানসিক বলশালী এবং অসামান্য ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিক ছিলেন। জাপানের সঙ্গে তাঁর বাহিনীর সম্মিলিত অভিযানের ফলাফল সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু এই দৃঢ়চেতা দূরদর্শী মানুষটি যে অদূরভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন পন্থা চিন্তা করে রাখেন নি একথা ভাবা যায় না। এখনই বা অদূর ভবিষ্যতে রাজনীতির বৃহত্তম খেলার মঞ্চে এশিয়ার জাতীয়তাবাদের নবজাগরণকে কিভাবে কাজে লাগাবে, তা কি তিনি জানতেন না?

১৯৪৫ সালে মিত্রপক্ষের যুদ্ধের বিজয়ে সমগ্র চীন দেশে যে হট্টগোল সুরু হয়েছিল, তার মধ্য দিয়ে তাঁর কাছে রাখা অজস্র সোনার বিনিময়ে কোন রকমে সোভিয়েৎ এলাকায় গিয়ে পৌঁছতে পারলেই তিনি নিশ্চয়ই বিশেষ বিমানে মস্কোয় বা অন্য কোন নির্জন পল্লীতে গিয়ে আত্মগোপনের ব্যবস্থা সহজেই করতে পারতেন। তা'হলে তাঁর বিশেষ স্টীমারে আইরিশ ফ্রী স্টেট গোপন যাত্রা, যার খবর কোন ব্রিটিশ বন্দর কর্তৃপক্ষই কোন সূত্রে পায়নি অথচ ব্রিটিশ কম্যুনিস্ট পার্টির কর্মকর্ত্তা গ্যালহার এবং আইরিশ সরকার ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা প্রসঙ্গে এই সংবাদ উল্লেখ করেছেন এর অর্থ কী? বর্তমানে লাল চীনে মাও সেতুং-এর জয়লাভ ক্রেমলিনের সহায়তায় শ্রীবসুদের ঐরকম এক অপ্রত্যাশিত বিজয় সুযোগ দিতে পারে বলে ধারণা করা যায়। চীন ও ভারত দুটি সমঅবস্থার দেশ। চীনের কুও মিন টাঙ-এর মতো ভারতেও এক একতাবাদ দল আছে বটে, কিন্তু চীনে যে অবস্থা বেধেছে ঠিক তেমনিভাবে ভারতবর্ষেও একটু কৌশল ও অস্ত্র প্রয়োগ করে একই অবস্থার সৃষ্টি করা সম্ভব।

ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষ বিশ্বাস করে একযুগের অবসানে এমন এক পরিবর্তন আসবে যার সুদূরপ্রসারী ফল সে দেশকে স্বার্গরাজ্য করে তুলবে। বুদ্ধের মত মুখশ্রী-সম্পন্ন, যোগসাধনায় পারদর্শী শ্রীবসু একদিন, ভারতবর্ষের মাও সেতুং হয়ে উঠবেন। ইতিমধ্যেই তিনি ভারতবাসীর মনে শ্রদ্ধার আসনে আসীন এবং তাঁর একজন প্রতিনিধি ভারতবর্ষে রয়েছেন। তিনি শ্রীবসুর ভাই শরৎচন্দ্র বসু যিনি লাল চীনের নতুন সরকার গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই তাকে স্বীকার করে নিখিল এশিয়া যুক্তরাষ্ট্র পত্তনের আহ্বান জানিয়েছেন। এবং তাঁর আহ্বান জানানো সম্ভব হয়েছে তাঁর স্বনামধন্য অধুনা

অজ্ঞাতবাসী ভাইয়ের জন্যই। প্রতি বছর ভারতবর্ষে মহাসমারোহে বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে শ্রীবসুর জন্মদিবস পালিত হচ্ছে। ভারতের রাজধানীতে 'নেতাজী' (যার অর্থ ফুয়েরার) নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে শ্রীবসুকে স্মরণ রেখেই। বর্তমান বছরের জুন মাসে শ্রীশরৎ বসু জাতীয় মহাসভায় নির্বাচিত হয়েছেন।

আর এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে তাঁর সুইৎজারল্যাণ্ড ভ্রমণ। এই সুইৎজারল্যাণ্ডেই একবার লেনিন অজ্ঞাতবাসী ছিলেন। শ্রীবসুর রাজনীতিচিন্তার গতি আজ সারা পৃথিবীর মানুষই প্রায় জানে। আজ যদি তিনি ও মার্শাল স্টালিন একমত হন, তা হলে যেভাবে তিনি বার্লিন ও টোকিও রেডিও থেকে স্বদেশীবাসীর উদ্দেশে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তেমনিভাবেই তিনি পিকিং রেডিও থেকে ভাষণ দিতে পারেন কিন্তু তিনি এখনো তা করেন নি। তাঁর প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের প্রভাব শুভ্র হিমালয় শিখর পার হয়ে সারা ভারতভূমিতে বিস্তার করেছে। শ্রীবসু যদি বেঁচে থাকেন এবং সেই সম্ভাবনাই সমধিক— তবে পৃথিবী আবার তাঁর বাণী শুনতে পাবে, একথা নিশ্চিত।*

২৮.১০.১৯৪৯
ইন্টার প্রেস
আন্তর্জাতিক জীবনী সংগ্রাহক সংস্থা।
AUSGABE POLITIK
335/1949

*মূল জার্মান ভাষা হইতে অনুদিত। এই প্রবন্ধটির বিশেষ উল্লেখ— "চাই নিরবচ্ছিন্ন প্রস্তুতি" সম্পাদকীয়তে রয়েছে। এটি দুষ্প্রাপ্য বিবেচনায় সংযোজিত হল। প্রকাশক।

উত্তরপর্ব ১

চারণিকের নিবেদন

আদিপর্ব প্রকাশের পর উত্তরপর্ব প্রকাশের তাগিদ আসছিল, অবশেষে এ পর্যন্ত জয়শ্রীতে যা পত্রস্থ হয়েছে উত্তরপর্বে সংকলিত হল।

আদিপর্ব প্রকাশের পর মহাকালের একটি চিরকূট চারণ পেল, "বলতে লজ্জা নেই পড়তে পড়তে আমি ডুবে যাচ্ছিলুম, অবাক অনুভূতিতে আমি ভরে উঠেছিলুম, অনির্বচনীয় মহান সুন্দরতা সমুদ্র তরঙ্গ আমার সামনে উথলে উঠছিল।"

"ভাবতে লাগলুম : এসব কথাই তো আমি লিখেছি— 'বুঝলুম'; কিন্তু কী করে "এমন লেখা" লিখতে পারলুম। কী করে? কী করে?

সমস্তটা পড়ার পর মনে পড়লো—
অনেকদিনের অনেক ব্যথার সুরে
অনেক চিঠির-বীণা ছিল ভরে
মন্ত্রিত তায় কয়েকখানি তান
অপূর্ব এই চারণিকের দান।"

চারণিকের শ্রেষ্ঠতম প্রাপ্তি।

১ বৈশাখ ১৩৮৯

দ্বিতীয় খণ্ড

স্বাধীনতার স্বাদ

একটি শিশু কলকাতার জনবহুল রাস্তায় বসে একটি পরিত্যক্ত 'বেল'-এর অংশ খুঁটে খুঁটে খাচ্ছিল, তার সারা দেহে অপুষ্টির ভয়াবহ চিহ্ন রয়েছে। একটি বিবস্ত্রা নারী অত্যন্ত ব্যস্ত একটি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের একধারে পড়ে রয়েছে, আর শহরের আবর্জনা ফেলার বিশেষ স্থানে কুকুর, গরু ও অন্যান্য জীবদের সঙ্গে একটি স্বাধীন দেশের পঁচিশতম জন্মদিবস সমারোহে পালনের পরও দেখা যাচ্ছে অভুক্ত নরনারী খাদ্যের সন্ধানে মরীয়া হয়ে যা পাচ্ছে তাই খাচ্ছে। 'গরিবী হঠাও' স্লোগানের কি সুন্দর উদাহরণ! অন্য একটি চিত্র। সাধারণ নির্বাচন কেন্দ্রে জনৈক ভোটদাতা ভোট দিতে গিয়ে শুনলেন ভোট হয়ে গেছে। অন্যত্র আরেকজন ভোটারকে বলা হল নির্দিষ্ট ভোট বাক্সে ভোট না দিলে তিনি ছিন্নমুণ্ড হবেন। কোথাও বা দল বেঁধে বোমা পিস্তলের ভয়ে প্রকৃত ভোটদাতা পালালেন, যে দলের জোর ছিল তাদের জয় হল। ভারতের সংবিধানের মৌল অধিকারের ও গণতন্ত্রের জয়যাত্রার এমনি একটি রূপ আমরা স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী পালনের পূর্বে দেখেছি।

স্বাধীনতা-উত্তর পঁচিশ বছরের নিষ্কলুষ শাসন, ও শাসিতের কাহিনী পরে শোনাব। সে কাহিনী সবারই জানা, আর সেই সুউচ্চ আদর্শবাদের কাহিনীর মর্মন্তুদ দৃশ্য দিয়েই পঁচিশ বছর পূর্বে এক রক্তস্নাত গভীর রজনীতে কতিপয় চরিত্র নানা অশুভ শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে লাখো লাখো মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণাকে চাপা দিয়ে একটি দেশের ইতিহাস রচনা করেছিলেন। সেদিনের সে ইতিহাস আজ স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী পূর্তি উৎসবে কেউ স্মরণ করবে না, কিন্তু চারণিক ভুলতে পারে না, কারণ সেদিন লক্ষ লক্ষ মানুষের দুঃখ-বেদনায় জর্জরিত, উৎক্ষিপ্ত কতিপয় মহাপ্রাণকে নিকটে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল তার। সেদিন যারা অবহেলিত ছিলেন তাঁদের কথা, তাঁদের বক্তব্য-ফেলে আসা সেই বিষাদঘন দিনগুলির প্রকৃত চিত্র আজ চারণিক দেশবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিতে চায়।

১৫ আগস্ট ১৯৪৭! স্বাধীনতার-স্বাদ ভারতীয় বিপ্লব-সাধনার কতিপয় সাধক উপলব্ধি করেছিলেন। সে স্বাদ যন্ত্রণার, বেদনার। স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রয়াসে ব্যক্তিজীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অবহেলা করে, একটি মহত্তম আদর্শ প্রতিষ্ঠাকল্পে যে-সব ব্যক্তি আত্মনিবেদন করেছিলেন দেশমাতৃকার চরণতলে, তাঁদের স্বপ্ন চূর্ণ হয়েছিল ১৫

আগস্ট ১৯৪৭ সালে। কারণ ভারতের জাতীয়'কংগ্রেসের কতিপয় নেতা সেদিন ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাঁরা সেদিন গদিতে আসীন না হয়ে পারছিলেন না— "The truth isthat we were tired men, and we were getting on in years too. Few of us could stand the prospects of going to prison again— and if we had stood out for a united India as we wished it, prison obviously awaited us," (Leonard Mosely *Last days of British Raj*, Epilogue, p. 185) ১৯৬০ সালে লিওনার্ড মোসলের নিকট ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর এই স্বীকারোক্তি। মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে সাম্প্রদায়িক বিষফল বপন করে যে স্বাধীনতা উৎসব পালিত হল তারই আটচল্লিশ ঘন্টা পরের ঘটনা সম্পর্কে তদানীন্তন কংগ্রেস সভাপতি লিখেছেন : "The very next day news of communal troubles began to cast deep gloom in the Capital. It was the news of murder, death and cruelty. It was learnt that in the East Punjab, Hindu and Sikh mobs had attacked Muslim villages. They were burning houses and killing innocent men, women and children. Exactly the same reports came from the West Punjab. Muslims were killing indiscriminately men, women and children of Hindu and the Sikh communities. The whole of Punjab, East and West, was becoming graveyard of destruction and death." (Moulana, Azad, *India Wins Freedom*, p. 209)! না, ঘটনার সূচনা শুধুমাত্র স্বাধীনতা দিবসের আটচল্লিশ ঘন্টা পরে শুরু হয়েছিল তা নয়, ১৯৪৬-এর ১৬ আগস্ট কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহ রূপ পরিলক্ষিত হয়েছিল, '১৬ আগস্ট ১৯৪৬ সূর্যোদয় হইতে তৃতীয় দিবসের সূর্যাস্ত পর্যন্ত— মোসলে বলেন,— 'the people of Calcutta hacked, battered, burned, stabbed or shot 6000 of each other to death and raped and maimed another 20,000', (Leonard Mosely, *Last days of British Raj*, P 1) এই ঘটনার ইন্ধন যুগিয়েছিলেন, কতিপয় স্বার্থান্বেষী ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক ব্যক্তি, এবং সাহায্যকারী ছিল তাদের অনুচর গুণ্ডার দল, অথচ এই ঘটনায় তথাকথিত সর্বভারতীয় নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নিলেন হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায় ভিত্তিতে দেশবিভাগ বাঞ্ছনীয়। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু উপলব্ধি করেছিলেন,... 'it was inevitable and it would be wisdom not to oppose what was bound to happen...it would not be wise for me to oppose Lord Mountbatten on this issue,' জহরলাল নেহরুর সেদিন আর কারাগারে যাওয়া সম্ভব ছিল না, তাই অখণ্ড ভারতের কল্পনা পরিত্যাগ করে শুভবুদ্ধিদ্বারা পরিচালিত হয়ে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকেও ভারতবিভাগে বাধা দেওয়া সঙ্গত মনে করলেন না। ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ গভীর রাত্রে, অর্থাৎ ১৫ আগস্ট, অন্ধকারে যখন তার কক্ষে প্রবেশ করছে সেই মুহূর্তে জহরলাল নেহরু এবং ভারতের ভাগ্য নিয়ন্তাদল দ্বিখণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা

দিবস প্রচুর সমারোহে পালন করলেন। আর অন্যদিকে শতশত মৃতদেহ ও ছিন্নমূল নরনারী, বীভৎস হত্যালীলার স্মৃতি নিয়ে দু স্বাধীন দেশের রাজধানী থেকে দুটি ট্রেন রওনা দিল। ইতিহাসে এই ঘটনার নজীর নেই।

কিন্তু যে বিপ্লবী নেতৃত্ব অতীতকে ভুলতে পারেন নি, শতশত শহীদের রক্তদান ভুলতে পারেন নি, যাঁরা সেই স্মৃতি বয়ে এগিয়ে চলেছিলেন তাঁদের বেদনাহত ভাষা চারণিক ভুলতে পারে না :

"কত রক্ত কত প্রাণ বিসর্জনের মূল্য দিয়ে ভবিষ্যতকে তিলে তিলে গড়ে তুলছিল এই দেশ। স্বাধীনতার সোনার মন্দির দূরে, মেঘের পরপারে দেখা দিয়েছে। এমন সময় ব্রিটিশ ষড়যন্ত্র এই জয়যাত্রাকে বহুদূরে পিছিয়ে দিল। আমাদের নেতৃবৃন্দের আপস মনোভাব এই সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থসিদ্ধির সহায়ক হল। তার নাম ভাগ্যের বিড়ম্বনা। যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম করেছেন আজ তাঁরা ক্লান্ত হয়ে পড়লেন আর শান্তিতে ক্ষমতালাভের আশায় ভিক্ষার হাত বাড়ালেন।

...সব উদ্বেগের অবসান করে গত ৩রা জুন রহস্যের উদ্‌ঘাটন হয়েছে। স্বাধীনতার স্বরূপ আমরা জানতে পেরেছি। ইতিহাস বিধাতা আমাদের অগোচরে অন্তরালে বসে নিশ্চয় দুঃখের হাসি হেসেছেন। পৃথিবীতে অনেক দুর্ঘটনা ঘটে। কিন্তু চল্লিশ কোটি নরনারীর এত বড় পরাজয় এবং এত বড় শোচনীয় মূঢ়তা ইতিহাসে আজো অজ্ঞাত।

কোথায় বীরভোগ্যা স্বাধীনতা আর তার সূর্যোপম জ্যোতির্ময় মহত্ব! আর কোথায় এই কীটদষ্ট জীর্ণ মাকালফল আর তার বাহ্য চাকচিক্যের লজ্জাকর ফাঁকি। চার হাজার বছরের ইতিহাস অখণ্ড ভারতবর্ষ আজ খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যাবে। কত সুখ-দুঃখ সংগ্রামের রক্তাক্ত ইতিহাস পিছনে পড়ে রইল। কত মনীষীর সাধনা, কত আন্দোলন, কত ঝড়তুফান তিলে তিলে এই বিপুল ভারতবর্ষকে গড়ে তুলেছিল। আজ এক আঘাতে সেই ভারতবর্ষ ভেঙে পড়লো। রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ, তিলক, দাদাভাই, নৌরজী, লাজপৎ রায় থেকে চিত্তরঞ্জন পর্যন্ত নেতৃবৃন্দ যে মনোময় ভারতবর্ষকে কল্পনা করেছিলেন তার সমাধি এ যুগের নেতারা রচনা করলেন।

...পৃথিবীর যত প্রগতিশীল পত্রিকা সবাই ব্রিটিশ প্ল্যানকে একবাক্যে নিন্দা করেছে— কেবল যাদের জীবন-মরণ দীর্ঘদিনের জন্য অভিশপ্ত হয়ে গেল তাদেরই নেতারা উল্লাসের সহিত একে বরণ করলেন। ইতিহাসের কী শোচনীয় ট্রাজেডী।" (সম্পাদকীয়, জয়শ্রী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪)।

হাহাকার করে উঠেছিল সেই সব সর্বস্বত্যাগী বিপ্লবী প্রাণ, তাঁরা একদিকে 'Direct Action'-এ কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় ছুটে বেড়িয়েছেন কি হিন্দু কি মুসলমানদের প্রাণ বাঁচাতে, অন্যদিকে পূর্ববঙ্গে তাঁদের রক্তের মাটিতে তীব্র বেদনা নিয়ে ছিন্নমূল হিন্দুদের বাঁচাতে ছুটে গেছেন। সে-সংবাদ ইতিহাসে আশ্রয় নিয়েছে। তাঁদের

আর্ত কণ্ঠ শোনার কেউ ছিল না, মদমত্ত তথাকথিত নেতৃকুল ক্ষমতা গ্রাসের লোভে বারবার এই সব সর্বস্বত্যাগীদের প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্রত্যাখ্যাত হয়ে আশাবাদী বিপ্লবী লিখেছেন :

"বিচ্ছিন্নতার সর্বনাশকেও সইতে হবে। বারবারই তো সর্বনাশ কত জাতি কাটিয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষও কাটিয়ে উঠবে। আজকার রাশি রাশি অন্ধকারই সত্য নয়। যে-সূর্য অস্তমিত হয়েছে তার নবোদয়ও সত্য। সেই প্রভাতের আশায় ভারতবর্ষের জনসাধারণ আবার ঐক্যের সংগ্রাম ও সাধনা আরম্ভ করবে। যাঁরা ঐক্য এবং গণ-মঙ্গলের দিকে আছেন তাঁদেরই আজ সংগঠনের দুরূহ কাজ শুরু করতে হবে। সেখান থেকে আবার নূতন ঐক্য গড়ে উঠুক। যারা মিথ্যা, রঙীন আশা দেখিয়ে বিভাগের সুফল কীর্তন করেছেন এতদিন, তাদেরও ভুল ভাঙুক।" (জয়শ্রী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪)।

ভুল অনেকেরই ভেঙেছে তাই ১৯৭১ মার্চে আর এক নতুন রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে পূবের মানুষ পশ্চিমের শাসন হতে মুক্ত হল। একটি সংগ্রামের মাধ্যমে পূবের মানুষ পশ্চিমের শাসন হতে মুক্ত হল। একটি অখণ্ড দেশের পরিবর্তে তিনটি দেশ হল। এর কোনো প্রয়োজন ছিল কিনা ইতিহাসে মহাকালের দরবারে এসবেরই বিচার হবে সন্দেহ নেই। মনে রাখতে হবে ইতিহাসে কোনো কিছুই কোনা হ্রস্ব পথে অর্জন করা যায় না। স্বাধীনতার সংক্ষিপ্ত কোনা রূপ নেই বিপ্লবের সংক্ষিপ্ত কোনো পথ নেই।

এই জীর্ণ অসুস্থ সমাজ পরিবেশ কেন? কে তার জন্য দায়ী? তার বিচারের দিন আগত। বিগত ছাব্বিশ বছরের খতিয়ান নিলে চারণিকের সামনে এই অশুভ দিকগুলিই বেশী করে প্রকট হয়ে ওঠে।

জাতির মেরুদণ্ড যে কিশোর ও তরুণ সমাজ, তাদের জীবন গড়ে উঠছে একটি জীর্ণ পক্ষাঘাতগ্রস্ত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির নিয়ন্ত্রক সরকারী দপ্তরগুলি দুর্নীতির পীঠস্থান। ফলে পরীক্ষার্থী পরীক্ষা হলে সদর্পে নকল করার দাবী করে, শিক্ষা-অধিকরণ থেকে কর্মচারীরা মোটা দক্ষিণার বিনিময়ে পরীক্ষার ফলাফল অনুকূলে প্রকাশের সংবাদ নিয়ে যায় পরীক্ষার্থীর বাড়িতে। এ-দৃশ্য, এ-সংবাদ, আজ আর কাউকে বিচলিত করে না।

স্বাধীনতা-উত্তর ছাব্বিশ বছর যাবৎ সকল রাজনৈতিক দল একটি কাজ সুষ্ঠুভাবে করেছেন, তাহল তাদের সকল কাজে ভারতের তরুণ যুবসমাজকে যথেচ্ছভাবে দাবার ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার করা। এই সব রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষী মানুষের কবলে পড়ে সমগ্র ভারতের কোটি কোটি তরুণ যুবক তাদের তারুণ্য শক্তির অপচয় করেছে, দেশ গঠনের আনন্দ থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে।

এই অন্যায়, এই বঞ্চনার শেষ কোথায়? ভারতের তরুণ সমাজকে ত্রিশদশকে উচ্চারিত দেশনায়কের সতর্ক বাণী চারণ স্মরণ করিয়ে দিতে চায় :

"যৌবনের উচ্ছ্বাসই— সৃষ্টির তরঙ্গ। আজ পর্যন্ত জগতে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে তার পশ্চাতে রয়েছে এই শক্তিময় যৌবন। সব সময়ে এর রূপ বাইরে ফুটেনা বলেই একে অস্বীকার করা যায় না। এই সৃষ্টি-শক্তি বিভক্ত হলেই পরস্পর আত্মঘাতী শক্তির উদ্ভব করে জাতিকে বিনষ্ট করে।' ...যুবশক্তিকে মুঠোর ভিতর পুরে আপন কাজ হাসিল করতে সকলেই উন্মুখ। ..জগতের সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী (imperialist) এবং রাজতন্ত্রীশক্তি (aristocratic) এ-ভাবেই যৌবনকে আপন স্বার্থে নিয়োজিত করে আসছে এবং যেদিন দেশের যুবমণ্ডলী সূক্ষ্মদর্শী ও সজাগ হয়ে উঠে, সেদিন অত্যাচারী শাসকের সিংহাসন ধূলিসাৎ হতে আর বিলম্ব হয় না। ...আমাদের তথাকথিত নেতার দল এ সত্য মোটেই বুঝতে চান না। নিজেরা যেমন হুজুক ভালবাসেন, ছেলেদেরও তেমনি তাতেই মাতিয়ে রাখতে চান— নিজের স্বার্থসিদ্ধি করতে। সে স্বার্থ দেশের স্বার্থের সঙ্গে কতটুকু জড়িত? বড় বড় কথার ফাঁকে ছেলেরা শুধু exploited-ই হয়ে আসছে।"

সেদিন সেই সভায় যুবসমাজের উদ্দেশে দেশনায়ক বিদ্রোহ-বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। আজ চারণ মনে করে, যুব-সমাজের আত্মসচেতন হয়ে যুবশক্তির শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা প্রয়োজন। তাঁর সেদিনের ভাষায় :

"আমরা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছি যে, যে কোন একটা হুজুককে দেশের কাজ বলে মানতে আমরা রাজী নই। আমাদের একটা নির্দিষ্ট কর্মপন্থা ও লক্ষ্য রয়েছে। আমরা চাই ধর্ম, সমাজ এবং রাষ্ট্রের নামে যে ভণ্ডামী চলেছে, তাকে ভেঙ্গে নূতন করে গড়তে। এই ভাঙনকে সফল করে তুলতে যতটুকু আয়োজন করা দরকার, তার রীতিমত ব্যবস্থা না করে আমরা বাতুলের ন্যায় কোন কাজে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত নই।"

যুবসমাজ সেদিনও যেমন আত্মকলহে লিপ্ত ছিল এবং ফলে শতধা বিভক্ত ছিল, আজও তেমনি আত্মকলহে লিপ্ত শতধা বিচ্ছিন্ন। এই আত্মকলহ ও শতধা বিচ্ছিন্ন যুব-সমাজের জন্য কে দায়ী ভাবা দরকার। দেশনায়ক নেতৃত্বের চরিত্র সম্বন্ধে সেদিন যে মন্তব্য করেছিলেন ভিন্নতর পরিপ্রেক্ষিতে আজও তা মর্মে মর্মে সত্য।

..."আমাদের এই হতভাগ্য দেশে প্রায় সমস্ত ব্যাপারই একটা অদ্ভুত ধরনের। এখানে দলাদলি সৃষ্টি হয়, বিভিন্ন ব্যক্তিকে আশ্রয় করে। নূতন ও পুরাতন দাদার গণ্ডি ক্রমে ক্রমে বেড়েই চলেছে ; এবং একই শক্তি পরস্পর বিরোধী আবর্তের সৃষ্টি করছে। মুখে এদের দেশোদ্ধারের বড় বড় বুলি। কিন্তু কাজে দেখতে পাই, এদের দেশের কাজ মানে— পরস্পরের কুৎসা রটানো ও পরস্পরে শত্রুতা সাধন।"...

..."এ সমস্ত দাদাদের প্রভাব থেকে যুবশক্তিকে আজ সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করতে হবে। যে মত সত্য, সে পথ সত্য, সে মত এবং পথকে সমস্ত জাতি গ্রহণ করবেই।"

একটি দেশ অর্থাৎ একটি জাতি (জাতি = ভারতীয়) কেন্দ্রিক দেশ গড়ার পেছনে

একটি আদর্শ ও একটি লক্ষ্য বাঞ্ছনীয়। ভারতের তথাকথিত স্বাধীনতা এসেছিল লক্ষ্যহীনতা ও আদর্শ ভ্রষ্টতার মাধ্যমে। তাই বিগত ২৬ বৎসর জাতীয় জীবন যেমন লক্ষ্যহীনতার পথে ছুটেছে তেমনি আদর্শহীনতা জাতীয় জীবনকে আষ্টে-পৃষ্ঠে গ্রাস করেছে।

তাই স্মরণ করি, ..."প্রত্যেক ব্যক্তি বা জাতির একটা ধর্ম বা আদর্শ (ideal) আছে। সেই ideal বা আদর্শকে অবলম্বন ও আশ্রয় করিয়া সে গড়িয়া উঠে। সেই ideal কে সার্থক করাই তার জীবনের উদ্দেশ্য এবং সেই ideal বা আদর্শকে বাদ দিলে তার জীবন অর্থহীন ও নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে।" (হুগলী জেলা ছাত্র সম্মেলনে দেশনায়কের ভাষণ ১.৭.১৯২৯)।

স্বাধীন ভারতবর্ষের আদর্শ কি? কোন্ সে আদর্শ যাকে অবলম্বন করে ভারতের নাগরিক বড় হবে? ভারতীয় বলে গৌরব বোধ করবে!

চারণিক লিখতে পারে না, দূরাগত কালের কত কচিমুখ, কত তরুণ, কত প্রবীণ, আদর্শের উজ্জ্বল কত জানা-অজানা মুখ ভীড় করে দাঁড়ায়। তাদের মুখে বেদনার তীব্র আর্তি। তারা যেন বলতে চান এই মাটিকে ভালবাসি বলেই আজও পারিনি তোমাদের ছেড়ে যেতে। চারণিক এই অনুভবের যন্ত্রণায় হারিয়ে যায় আনন্দ মধুমাখা আদর্শের অতীত পাদপীঠে। চারণ পারে না এদের বেদনার ভাষা ফুটিয়ে তুলতে।

চারণ পারে না, বিশদশক থেকে যে সাধক-দেশনায়ক ধূনি জ্বেলে বিশ্বসভায় এই পুণ্যভূমি ভারতের প্রতিষ্ঠাকল্পে গভীর সাধনায় লিপ্ত তাঁর মর্মবাণী ব্যক্ত করতে। চারণ জানে না কবে কি ভাবে ত্রিকালজ্ঞ মহাকাল তাঁর 'মনোময় রাজ্য' প্রতিষ্ঠা করবেন।

চাই সংগঠন, চাই ব্যক্তি। চাই মানুষ। এই চাহিদা আজকের নয়, এই চাহিদা সেই বিশদশকের। "অভাব— উপযুক্ত সংঘের। সংঘের মধ্যে সামরিক কঠোরতা আনিতে হইবে। কঠিন নিয়মানুবর্তিতার উপর যদি গড়িয়া উঠে তাহা হইলে ঐ সংঘ অটল হইয়া সকল প্রকারের ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করতি পারিবে। ...ভবিষ্যতে আমাদিগকে এমন একটা আদর্শ সংঘ গঠন করিতে হইবে যে, একদিকে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা বজায় থাকিবে এবং অপর দিকে সংঘের ভিতর সকল প্রকার মত ব্যক্ত করিবার সুযোগ ও অধিকার সকলের থাকিবে। একদিকে Democracy এবং অপরদিকে Military Discipline। এই উভয়ের সমন্বয়ে আদর্শ সংঘ গঠিত হইয়া থাকে।"...

"...আজ আমাদের প্রধান অভাব উপযুক্ত নেতার। নেতা আকাশ হইতে আসে না— সংগ্রামের ভিতর দিয়া এবং কঠিন সাধনার সাহায্যে, সর্বদেশে নেতা গড়িয়া উঠে।" (দলাদলির হোক অবসান, বৈশাখ ১৩৩০)।

"জাতি গঠনের মূলে আগে চাই খাঁটি মানুষ। খাঁটি মানুষ হতে হলে আদর্শের গভীর নিষ্ঠা চাই। স্বদেশসেবাকে সাময়িক বৃত্তি বা কালযাপনের উপায় স্বরূপ বিবেচনা

করলে চলবে না। ...যে ব্যক্তি নিজে খাঁটি নয়, তার বক্তৃতার মূল্য কি— রচনার দাম কি? প্রাণই প্রাণকে জাগাতে পারে এবং সে বিশ্ব-বিজয়ী-প্রাণ মানুষ লাভ করতে পারে না যতদিন না সে সর্বস্ব খোয়াতে প্রস্তুত হয়েছে। ...মানুষ যে হতে চায় তাকে অন্তরের সহিত বলতে হবে—

"এনেছি মোদের দেহের শকতি
এনেছি মোদের মনের ভকতি
এনেছি মোদের ধর্মের মতি
এনেছি মোদের প্রাণ
এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ
তোমারে করিতে দান।"

জাতির প্রাণের সহিত নিজের প্রাণের একত্ব অনুভব না করতে পারলে দেশাত্মবোধ কি তা মানুষ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। জাতির জীবনের সহিত নিজের জীবন মিশিয়ে দেওয়ার ফলে যার মধ্যে প্রকৃত দেশাত্মবোধ জেগেছে শুধু সেই ব্যক্তিই নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে ও নূতন জাতি সৃষ্টি করতে পারে। সকল সাধনার গূঢ়তত্ত্ব একই ভাবে বিভোর হয়ে যাওয়া, জীবনে-মরণে, শয়নে-স্বপনে একই ভাবের দ্বারা ওত-প্রোতভাবে অনুপ্রাণিত হওয়া।"

...জাতি একটা মনগড়া কাল্পনিক বস্তু নয় ; একটা বাস্তব সত্য। ব্যক্তি যেমন সত্য জাতিও সেরূপ সত্য, ব্যক্তি ছাড়া জাতি হয় না— জাতি ছাড়াও ব্যক্তি হয় না। জাতির একটা আত্মা (collective soul) আছে— একটা শিক্ষা (culture)— একটা অতীত আছে— একটা ভবিষ্যৎ আছে। জাতির সুখ দুঃখ বোধ আছে— জন্ম আছে মৃত্যু আছে। একথা যে উপলব্ধি করেনি, সে জাতির স্বরূপ কিছুই বোঝেনি।" (দেশবন্ধু ও জাতিগঠন, 'আত্মশক্তি' ১লা জুলাই ১৯২৭)।

চারণিকের আলোচনা দীর্ঘ হয়ে পড়ছে, উপায় নেই, পূর্বকথন না বললে বর্তমানের হ্রস্বতম গভীর বাণীবাহী বক্তব্য দুর্বোধ্য ঠেকবে। মহাকাল-রাজ্যের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা চারণিক ইতোপূর্বে তার রচনায় দিয়েছে। সে-রাজ্যে, প্রতিটি মানুষ তার প্রতিভা ও ক্রিয়ার পরিধি অনুযায়ী বাড়ছে। STATE শুধু মাত্র পর্যবেক্ষকের কাজ করবে। যে নীতি স্থাপিত হবে, সেই নীতির ভাঙচুর করে কেউ নিজের কাজ হাসিল করছে কিনা, STATE সেটুকুই দেখবে, ব্যাস। যে অন্যায় করবে তার একটিই শাস্তি, মৃত্যু। কোনো প্রশ্ন নেই, কোনো জিজ্ঞাসা নেই। ভারতবর্ষে এই শাসন, এই ন্যায়ের বিধান কি করে প্রতিষ্ঠা হবে? এমন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কতকগুলি পূর্বসর্ত রয়েছে। ভারতেরও সেই 'পূর্বসর্ত' পরিপূরণ করতে হবে, আজকের পরিপ্রেক্ষিতে হবে না, সামগ্রিক ভাঙচুর এবং তারপরই একমাত্র নবীন ভারতের নতুন বিধান প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

তাই প্রাথমিক কয়েকটি প্রস্তুতি, ক্ষয়ক্ষতির লাঘবের জন্য মহাকালের বক্তব্য, দেশবাসীর করণীয় :

"যে গ্রামে ৫০০ মানুষ আছে, সেখানে একটি Upper Primary স্কুলস্থাপন, শারীরচর্চার ব্যবস্থা করা, fanatical দেশপ্রেমের বই, কবিকথা, দেব-দ্বিজে জন্মভূমিতে অখণ্ড ভক্তি জাগ্রত করতে হবে। অর্থাৎ জন্মভূমিকে জানো, তোমার দেশকে জানো, এই ভাবনা নিয়ে শিক্ষা দিতে হবে। আমাদের বীর গাঁথা, বাঙ্গালীর শৌর্য-বীর্য, বাঙ্গালী চাষীদের বীরত্বের সত্যকাহিনী, বাঙ্গালী ওঝাদের মন্ত্রশক্তি ইত্যাদি কাহিনী শোনাবে।

দেশজ চিকিৎসার একটি করে কেন্দ্র। কবিরাজী অথবা Homeo bio-centre। আর সকল কাজের পূর্বে একটি সর্ত 'No Politics'। এটি তোমাদের Sacred duty মনে রাখবে। সমস্ত কাজের জন্য প্রয়োজন প্রাণের প্রেরণা ও আদর্শের প্রতিষ্ঠা।

তাই বার বার বলছি, Fanatical Jesuits হতে হবে, অর্থাৎ আদর্শ রক্ষার্থে যদি আগুনে পুড়েও যাই পালাবো না। হাতটা আদেশ অনুযায়ী আগুনে পুড়িয়ে ফেললে তবু পালাবে না, এমনি দুর্জয় সংকল্পের কর্মী চাই। দেশসেবক হতে হলে এই মন চাই।

মহাকাল সংক্ষেপে গ্রাম উন্নয়ন, রাস্তা তৈরী, উৎপাদন preservation ও distribution, sanitation, health ইত্যাদি প্রসঙ্গে বললেন।

গ্রামে গ্রামে ধর্মগোলা স্থাপন কর। একটি ধর্ম-গোলা ও একটি লক্ষ্মী গোলা। লক্ষ্মী গোলায় প্রত্যেকে নিত্য একমুঠো করে ধান দেবে। ১০ হাজার মণের ধর্মগোলা করলে, দ্বিতীয় বছর ভরা গোলাটি থেকে ৫ হাজার মণ বাজারে ছাড়বে খালি গোলাটি ভরবে, তৃতীয় বছর আবার আরেকটি থেকে ছাড়বে। এমনি করে প্রতি বছরই ৫ হাজার মণ করে মজুত হবে। ধর্ম গোলা করলে একটি নিয়ম মানতে হয়, ধান খুব ভাল করে শুকিয়ে পরিষ্কার করে ভরতে হয়। নিমের পাতা দিয়ে গোলার কীট ও রোগ বীজানু মুক্ত করতে হয়। নিমপাতা কীটনাশক ও প্রতিষেধক। নিমপাতা যেমন গোলার চারদিকে লাগাবে তেমনি নীচের দিকেও লাগাবে।

গ্রামসেবীর দল মাসে একটি করে পুকুর সংস্কার করবে। যে পাঁক পাওয়া যাবে তার চারগুলি চারধারে বিছিয়ে একটি Bed তৈরী করবে। সেখানে ফল মূলের গাছ লাগাও। স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নিমগাছ লাগাও, তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায় এমন গাছ লাগাও যা Fuel রূপে ব্যবহৃত হতে পারে।

যতবেশী গাছ লাগাবে তত বেশী অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টির হাত থেকে রেহাই পাবে। সু-বৃষ্টি, সুফল পাবে। কেরোসিন তেল দিয়ে মশা মারো। ম্যালেরিয়া রোধ কর।

কোনও কিছু বিক্রী করে দু পয়সা লাভের প্রয়োজন নেই, আগে গ্রামের লোক খেয়ে বাঁচুক তারপর বাড়তি পচে যাবার মতো যদি কিছু থাকে তা বিক্রী করবে।

নদীর Bed-এর সংস্কার কর। কীভাবে নদীর সংস্কার সাধারণ মানুষ তাদের উদ্যোগে করতে পারে মহাকাল তা বোঝালেন! তাতে বন্যা বন্ধ হয়ে যাবে। চার বছরে একটি complete নদী চওড়া হবে, গভীর হবে ও পোক্ত হয়ে যাবে। তীরে তীরে যেখানে মাটি জমা হবে সেখানে নিম গাছ, গভীর শিকড়ওয়ালা গাছ ও দুর্বা লাগাবে। যে দুর্বা মাটির গভীরে শিকড় ছড়িয়ে দেয়।

গ্রামে সিনেমা নয়। একলাখ জনবসতি আছে এমন জায়গায় সিনেমা দেখাবে। গ্রামে, পালাগান, যাত্রা, কবির লড়াই, দেশাত্মবোধক গান, রামায়ণ মহাভারত পাঠ।

চারণের মনে হয়েছে, মহাকাল সংক্ষেপে যেসব ইঙ্গিত দিয়েছেন তা হল তাঁর মনোময় রাজ্য প্রতিষ্ঠার কতিপয় পূর্ব শর্ত। মহাকালের কর্মযজ্ঞের কেন্দ্রীভূত বক্তব্য, মানুষ গড়তে হবে। মনুষ্য নামধারী মনুষ্য চাই, পশু নয়। এবং তবেই দেশ বাঁচবে, তবেই ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে। তা না হলে, আজকের মত তিলে তিলে মানুষ ঐ রাস্তার ও ডাস্টবিনের খাবার খেয়ে মরবে। বস্ত্রহীন কোটি কোটি মানুষ সারা দেশময় ঘুরে বেড়াবে তারপর একদিন, ঘুম ভাঙবে। সেদিন মানুষে মানুষের মাংস খাবে, এই অত্যাচারের প্রতিশোধ সেদিন অবহেলিত মানুষেরা নেবে।

মাতৃপূজার প্রাকালে চারণের দীর্ঘতর প্রসঙ্গ আলোচনায় মন সায় দিচ্ছে না। আনমনা করে দেয় মহাকালের শ্যামা গানের আকুতিতে।

মহাকাল একটি শ্যামা গানের পর মাতৃবর্ণনায় ডুবে গেলেন।

"আমি নিজে যা জানতে পেরেছি আমার জ্ঞানে বাঙালী আর দুর্গা-কালী Synonym। আর বাঙালী বঙ্গদেশের ভৌগোলিক পরিস্থিতির, প্রাচীনতম বৈদিক যুগ থেকে, বাঙ্গালীরা by nature ভক্ত-প্রেমী। ভক্ত ও প্রেমের সঙ্গে সম্বন্ধ হল ভাবের, বুদ্ধির নয়। বাঙ্গালীরা ভাবপ্রবণ ভগবান বশিষ্ঠ বাঙ্গালী, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি অষ্টবক্র বাঙ্গালী! আর মায়ের শরীরের কতকগুলি কর্তিত অংশের কয়েকটাই বাংলায়। দুর্গাপূজার প্রথম প্রচলন বাঙ্গলায়। ভগবানকে পাওয়া যায় ভাবনার দ্বারা। এজন্য ভগবানকে বলা হয়েছে ভাববিগ্রহী। তিনি তোমার বুদ্ধি চাতুর্যে ধরা পড়েন না। এই পশ্চিমীয় হাওয়া সর্বনাশ করছে। এখনও আমরা বন্যায়, বানে চেঁচাচ্ছি। এখন তো এসব কমে গেছে এর আগে এসব হাজার গুণ বেশী ছিল। তখনও বাঙ্গালী ছিল। তখন তারা জানতো এটা অভিসম্পাৎ নয় এটা বরদান। এজন্য যেখানে বান হতো, কুচবিহার দিনহাটা অঞ্চলে ছনেছাওয়া বাড়ি নদীর ধারে তৈরী করতো, ভেঙ্গে গেলে ক্ষতি নেই। ঠিক যেমন ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে তীরে জেটিগুলি দেখ temporary। আমাদের পূর্ব পুরুষরা শেখাতেন যেখানে বন্যা হয়ে যাবে সেখানে বীজ ফেলে দাও চার বছরের ফসল উঠবে। এই বাঙ্গালীর একশত বছর পূর্বের চেহারা দেখ। জঙ্গলে বাঙ্গালী মেয়েরাও বিপদে পালাত না। প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একখানা পাঁঠার অর্ধেকখানা

খেতেন। তাঁকে টেনে তুলতে হোত না, এটা তাঁদের ছিল normal diet! যিনি আমাকে রাজনীতিতে এনে ফ্যাসাদে ফেললেন তিনি ভরা পেট খাওয়ার পর দুই হাঁড়ি রসগোল্লা খেয়ে ফেলতেন। ওঁর কাছে আমি তো পিঁপড়ে। বর্ধমানের মহারাজার পুরোহিতের ছেলের নাম জান কী? ডাকনাম ছিল ঢেকি ঠাকুর।

বাঙ্গালীরা ভাবুক কেন হল? এতগুলি নদীর দ্বারা বাঙ্গলার মাটি সিঞ্চিত, অতি আয়াসেই বাঙ্গালী তার বছরের খাওয়া পেয়ে যেত। সে যুগে তাদের পরবার মত মসলিন ছিল, এণ্ডি ছিল, মুগা ছিল, রেশম শিল্প ছিল। এই যে অল্প আয়াসে জীবন নির্বাহের বস্তু প্রকৃতি দিতেন, জলভরা মাঠ, ফলভরা বন, ফলে হাতে প্রচুর সময় পেত। ফলে ঘরে ঘরে কীর্তন, কথা, গান নাচ পূজো অর্চনা, সব ভাবের ঘরে পালানো। কিন্তু তোমাদের সর্বনাশ হলো (একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মহাকাল চুপ করে গেলেন)— কি সে কেন, কেমন করে গেলে সর্বনাশের পথে?

বিশ্বাসী বাঙ্গালী, ভক্ত বাঙ্গালী, পূজারী আপন ভোলা, সরল, সিধা সৌন্দর্যের পূজারী, শ্যামলিমার মধ্য থেকে যার হৃদয়-মনে শ্যামলিমার স্নিগ্ধ স্পর্শ লেগে আছে। সুতরাং এই বাংলার অপরূপ দিব্য সত্তার মাকে মেয়ে ভেবে ডাকা, এত মাধুর্য আর কেউ ভাবতে পারে, আর কেউ দিতে পারে! এখনো দেখ বাঙ্গালীরা মেয়েকে মা বলে ডাকে। পাবে এমন হৃদয়টি বাংলা ছাড়া আর কোথাও? শ্বশুরের উপর তম্বি করছে বৌমা। বাঙালী মা দুর্গাকে বাপের বাড়িতে আনে। বাঙালীর মা দুর্গার মা হল, বাবা হল। সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী জানে দূর্গাকালী আদ্যাশক্তি। তাই কাঁদেও তাঁরই কাছে। আর ভগবান কী বলছেন, 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে,' যে আমাকে যেরূপ ভাবে ভাবনা করে, বোঝে, চায়, আমি তার কাছে ঠিক অনুরূপ ভাবনা হই।

রামপ্রসাদ দেখ মা তার মেয়ে হয়ে কাজ করছেন, কথা বলছেন, এ নয় যে আকাশ থেকে আসছেন। বামাক্ষেপা, তারাক্ষেপা, শ্রীশ্রীঠাকুর কত উদাহরণ দেব! গোড়াটা কোথায়? ভগবান আদ্যাশক্তিকে দেবতারা স্তব করছেন মা বলে। বাঙালীরা দুর্গাকালীকে তাই ডাকে মা বলে।

"আদর্শ মানে ফাঁসি। এই ফাঁসি অন্য ফাঁসির চেয়ে কঠিন। সম্পূর্ণ আত্মবলিদান। আমার কাছে এই একটিই মূল্য আছে। নিষ্কলুষ চরিত্র, আমি আশা করি না। তবুও আদর্শ চরিত্র গড়ে তোলার চেষ্টা কর। জানি না চারণ তোমাদের সঙ্গে আমার এ দেখা শেষ দেখা কি না, জানি না, জানিনা আবার দেখা হবে কিনা, বিপ্লবী দেশনেত্রীর সঙ্গে যে জীবন সে এক platform-এ ছিল। এবং আমার সঙ্গে চারণ তোমার পরিচয় ভিন্ন Platform-এ। আমার (মহাকালের) যদিও কোনও ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ নেই, তবুও তোমাদের প্রতি ভালোবাসা সেটা ভিন্ন ব্যাপার।

সার্থক হোক তোমাদের জীবন। নিজেকে হারিয়ে ফেল না।"

মহাকালের চারণকে এই গভীর স্নেহ-আশীর্বাদ সাড়া দেশময় তরুণ বাঙ্গালীর হয়ে

চারণ পেতে চায়। এই আশীর্বাদ সার্বজনীন। আর তারপরই মহাকালের বিচিত্র সাধক কণ্ঠ থেকে পথ-নির্দেশ, দৈনন্দিনের সাধনার বাণী এলো— মনে রেখ—

"Many men have been capable of doing a wise thing ; more a cunning thing; but very few a generous thing.

জয়শ্রী, ভাদ্র ১৩৮০

সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩

পথের শেষ কোথায়!

আলো নেই, কেবল বিজ্ঞানের অগ্রগতির প্রতীক বৈদ্যুতিক আলোই নয়, সমগ্র দেশে মানুষের প্রাণে বেঁচে থাকার আলো নেই। এই আলো, মনুষ্যত্বের আলো। ক্রমাম্বয় মূল্যবৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতা দেশবাসীকে দিশেহারা করে দিয়েছে। একটি দিনকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে প্রতিটি মানুষ নিয়োজিত রয়েছে কেরোসিন তেল, রেশন, রুটি, দুধ, বাস, মিনি বাস অথবা, ট্যাক্সির লাইনে। প্রতিমুহূর্তের এই সংগ্রামে জর্জরিত মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক অবিচার অনাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মানসিকতা হারিয়েছে বলা যায়, দেশবাসী ধুঁকছে, এক চূড়ান্ত অবসাদে তারা ঝিমিয়ে পড়েছে। এরই মধ্যে যাদের সামান্যতম প্রাণশক্তি রয়েছে তারা ভাবছেন কোন্ সে কর্মসূচী নেব, যার আহ্বানে সমগ্র দেশ আবার জাগরিত হয়ে রণ হুঙ্কার দেবে? কিন্তু ভুল সেখানেই, কেবল বাহ্যিক নয়, চাই সমগ্র দেশে প্রকৃত মানুষের উদ্বোধন। এই বিরাট দেশের দুঃখে-দারিদ্র্য, অন্যায়-অবিচারের পরিসমাপ্তি হতে পারে যদি শুধুমাত্র দেশময় মানুষ তৈরীর আন্দোলন সুরু হয়। দেশের কাজে যারা কর্মী তারা যদি দক্ষ কারিগর না হয় তাহলে দেশ গড়ে উঠবে কোন্ শক্তিতে। ভারতবর্ষে এই আহ্বান জানিয়েছিলেন স্বামীজি এবং তারপর সুভাষচন্দ্র। কিন্তু সেই আহ্বান আমাদের মরমে পশে নি। আজো যদি দিকভ্রান্ত হয়ে আমরা সাম্প্রতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পরিচালিত হই তাহলে লক্ষ্যচ্যুত পথভ্রষ্ট হয়ে দেশকে আরো দীর্ঘকাল অন্ধকারে, অন্যায় অবিচারের কারাগার ঠেলে দেব।

নতুন বছরে তাই, চারণিক মহাকালের জীবনবার্তা উপহার দিচ্ছে। এই 'জীবনবাণী' প্রতিটি মানুষ উপলব্ধি করুক এবং নিজেদের উদ্বোধিত করুক এই তার আকাঙ্ক্ষা। চারণ মনে করে দেশের মুক্তি সেই পথে। মানসিক প্রস্তুতি একটি বড় অধ্যায়, চারণিক জানে সেই প্রস্তুতি চলেছে নানা ক্ষেত্রে, বিচ্ছিন্ন নানা অঞ্চলে, তবুও আরও ব্যাপকভাবে, সামগ্রিকরূপে তা হওয়া প্রয়োজন। মহাকালের সঙ্গে কী ভাবে যুক্ত হওয়া যায়— মহাকাল বলছেন :

"এই পৃথিবীতে, মায়ের প্রসব করা এই শিশুটিকে যে কোনো মুহূর্তে মনের কাঁটায়

ঘুরিয়ে দেবে— axiomatic truth— মহাকালের সঙ্গে contact হয়ে যাবে— এটা স্বতঃসিদ্ধ।"

মহাকালের এ বিষয়ে নিজের প্রথম অভিজ্ঞতার কথা বল্লেন :

"প্রথম প্রথম যখন এ বিষয়ে চিন্তা করতুম না তখন তো একবার automatic rifle-এর গুলি থেকেই একজন বেঁচে গেল। পাহাড়ের উপরে আমি রয়েছি, অনেকখানি দূরে ১৫০০ গজ দূরে একজনকে আমি ঠিক করলুম কাত করবো। Hazy area, তবুও Telescopic Rifle, focus ঠিক হলে, লক্ষ্য অব্যর্থ হবেই। উপুর হয়ে শুয়ে triggerটি যখন টানবো, তখন হঠাৎ চঞ্চল হয়ে পড়লুম, trigger টেনেছি, আর সেই লোকটি লাফিয়ে সরে গেল। অবশ্য সে বাঁচতে পারলো না, আমার সাথীরা সঙ্গে সঙ্গে তাকে কাত করলো। যাই হোক আমি সেই চঞ্চলতার source খুঁজতে লাগলুম, life-এ ঐ একবারই আমার এমন হয়েছিল। তাকে খুবই গালাগালি দিয়েছিলুম। এরকম যদি কর তাহলে তো crucial মুহূর্তে সর্বনাশ করবে। তারপর next stage এ আমার promotion হল। তখন থেকে নির্ভাবনা হয়ে গেল। তোমরা যেখান থেকে যেভাবে Genuine সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে এই মানুষটি সম্বন্ধে চর্চা বা চিন্তা কর আমি একটি স্লিপে লিখে রেখে দিই।

এই মায়ের ছেলে প্রতি মুহূর্তে যোগস্থিত। আমি হাসি কাঁদি তোমাদের সঙ্গে কথা বলি, বকি ঝকি, খাই দাই, অসুখে পড়ে থাকি এ সমস্ত আমার যোগভূত অবস্থা। এটা হল বাহ্যিক কলের পুতুলের মতন। আমি অন্য জিনিস। অনেক সময় দেখ না, আমি চুপ হয়ে যাই। তার কারণ হল এইখানে।

সব চাইতে মুখ্য চাবি-কাঠি হল মন। এই যে চাবি-কাঠিটি মানুষের হাতে রয়েছে এইটি যদি সে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে তবে অসম্ভব কিছুই নেই। এই চাবিকাঠি ব্যবহার করার যোগ্যতা আসে তখন যখন কোনো মানুষ তার মনকে বজ্রের ভেতরের চুম্বকের মতন, পাথরের মতন মনকে একাগ্র করতে পারে। মনকে একাগ্র করার চারটি phase। প্রতিটি phase-এর ২ মাস, ৮ মাসে rudiments করায়ত্ত হয়। তারপর তাকে ঘষে মেজে শাণিত করতে হয়। তারপর তাকে ব্যবহার করতে হয়। Complete mastery পেয়ে গেলে ইচ্ছেমত যে কোনো দিকে একেবারে সূচ্যাগ্রবৎ একত্রিত করতে পারে। এটা সব সময় জানবে যে-সমস্ত সাধু-দরবেশ-ফকির মায়ের শৃঙ্খলাভঙ্গ করেন automatically তিনি পূর্ণ সিদ্ধ নন, তিনি ছোটো ছেলের মতন কাজ করছেন। অর্থাৎ তিনি বিধাতা-নির্দিষ্ট নিয়মগুলো ভাঙ্গছেন বলে শাস্তি পান। যারা সত্যই disciplined, তারা discipline of creation ভাঙ্গবে না। তারা তো astute ব্যারিস্টার কিনা, যেটুকু কমতি ছিল তা তাঁর নামেই cheque কেটে দেন। তাই তাঁরা শাপও দেন না বরদানও করেন না।

চার প্রকার যোগ, চার প্রকার চরম অবস্থিতি। মন্ত্রযোগের চরম মহাভাব,

লয়যোগের চরম মহালয়, হঠযোগের চরম হঠবোধ। এই তিনজনের কাঁধে চড়ে বা একজনের কাঁধে চড়ে রাজযোগে পৌঁছান যায় তবে যাত্রা সেখানেই শুরু। সবগুলি বেরিয়ে দেখলুম সব ফাঁকা।

সেদিন ছিল পরম পুণ্যদিন, মহাকাল যেদিনটিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, আমরা ভাগ্যবানেরা তাঁকে প্রণাম করে ধন্য হলাম। তিনি বল্লেন, "আজকের দিনে তোমাদের জীবন উৎসর্গীকৃত হোক। তোমাদের জীবন Disciplined হোক, discipline-এর synonym হল Obey, Obeyর synonym হল dedicated life আর discipline Obey dedication-এর synonym, sacrifical offering। পারবে জীবন দিতে, প্রাণ উৎসর্গীকৃত করতে?"

অন্য এক সময়ে মহাকাল তীব্র তীক্ষ্ণ ভাষায় বলেছিলেন :

'Why my order was flouted? তোমরা সৈনিক হবে, সৈনিক হবার মুরোদ আছে? সৈনিকের একটিই পরিভাষা Discipline. Discipline শব্দের অর্থ Discipline concerns a person's own self. Disciplined is that person who has effaced his ego for a given idea. নিজের superior, নিজের থেকে মান্য-গণ্য, বড় এঁদের ইচ্ছা, আদেশ, উপদেশ, আজ্ঞা, নির্দেশ, অনুজ্ঞা এবং কঠোর শাসন— এসবই বোঝাবার জন্য এতগুলি নাম করে দেওয়া হল, একটাই অর্থ, order, command। একজন সেপাইকে বলে দেওয়া হল, ঐ খামারের খোওয়াগুলি এদিকে stack কর, he is not doing which is known as work। এ সব যা বলা হল তা হল order। তোমরা ঠিক এর উল্টো, নিজেদের intellect, নিজেদের সুবিধে-অসুবিধে inject করে দাও নিজেদের কার্যে এবং নিজেদের মধ্যে। You cannot hold on to anything, even all your endeavours shall become so many failures on the rock of your ego being injected between you and your work, 'Discipline' এমন একটি জিনিস যা না হলে, সাধক ও যোগী হওয়া extremely impossible, যোগীদের প্রথম শিক্ষাই হল controlling himself, outer ও inner। চেয়ারে বসে আছে তো বসে আছে, দরকার হলে পা-টাও নাড়াবে না। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় তার চাকর। That is discipline. মহাকালের এ একরূপ। কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি তিনি সহ্য করেন না, ক্ষমা করেন না। অথচ মিলনের পর যেদিন বিচ্ছেদের দিন আসে সেই দিনটা বড় করুণ। কঠোর কঠিন যে মানুষটি তাঁরও উদ্বেলতা আসে, আর সেই উদ্বেল মুহূর্তে মনের যে ইশারা পেলাম তা মর্মস্পর্শী।

"স্নেহের বাঁধনের স্বাভাবিক প্রকাশ 'যেতে নাহি দিব'। এ জিনিসগুলি যদি না থাকে, এই ব্যবহার এবং ভাবনার আদান-প্রদান যদি না থাকে, স্নেহ-মমতার বহিঃপ্রকাশ হল না। এগুলিতে স্বভাব মিষ্টি করে। এই পৃথিবীতে কেউ থাকবে আর কেউ যাবে,

আর যদি সত্যি দৃষ্টিতে দেখা যায়— 'যায় না কেউই'। 'যেতে নাহি দিব'— এটা প্রাণী মাত্রেরই ~ াবজ। এই 'যেতে নাহি দিব' গন্ধর্ব-গান্ধর্বী, কিন্নরী, অপ্সরী, দেবতা-দেবী, স্বর্গের অধিপতি চার দিকপালের একদিকপাল 'ইন্দ্র', তিনিও বলেন 'যেতে নাহি দিব,' তাঁরও উপরে যাঁরা, তাঁরাও বলেন একই কথা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, মহাবিষ্ণু, মহারুদ্রও বলেন 'যেতে নাহি দিব।' কালও বলেন মহাকালও বলেন। অথচ নিয়ামক যিনি তিনি মুচকি হাসেন। তিনি প্রত্যেককেই সময় মতন নিয়ে নেন বা যেতে বাধ্য করেন।

কেউ কাউকে ধরে রাখতে পারে? প্রত্যেকে ধরে রাখতে চায়। 'যেতে নাহি দিব'। মানে নিজের শক্তিকে আমি প্রয়োগ করছি, সেই শক্তিকে আমি যেতে নাহি দেব। এই কথা বলতেন মহাকাল, মহাবিষ্ণু।

সবাই গোড়ায় ভুল করে, শক্তি যে soul, সে হাসছে। Electricity যেখানে থেকে তৈরী হচ্ছে আসল মালিক তো সেই জায়গাটা। যাওয়া এবং মায়ের কাজ করা এটাই সত্য। আসতে না পারা সম্পূর্ণ একটা chance। দিগন্তের বাইরে সুযোগ পেলেই আমি চলে আসি। আসল সত্য পাওয়া এবং কাজ করা। ফিরে আসা-না-আসার মধ্যে আমার কোনো control নেই।

এই জগৎটাই তো মা'র খেলা, এই জন্য খেলা বাড়িঘর করেছে। আমি গলে গিয়ে মাকে পেলুম। গলে গিয়ে মাকে পেলুম তাই আমার নাম পাগল। তুই গল automatically তুই পাগল। মাকে পেতে চাও তবে মা'র মধ্যে তুমি গলে যাও। একটি লবণের ডেলা সমুদ্রে পড়ে গলে মিশে গেল।

মা জননী জন্মভূমির ধূলিকণা আমি। বাংলার, বঙ্গ জননীর ছোঁয়াচটা পাই তোমাদের কৃপায়। তোমাদের এই ছোঁয়াচের বিশেষত্ব এই যে তোমরা entirely বঙ্গ সন্তান। তোমাদের স্পর্শ মানে বিপ্লবী দেশনেত্রীর স্পর্শ। তোমাদের স্পর্শ মানে বিপ্লবী দার্শনিকের স্পর্শ। এরমধ্যে একটি সুন্দর মমতা মাখানো স্পর্শ দেয়।

এখন যেখানকার এ শরীর সেখানেও বাঙ্গালী আছে, এক নয় অনেক। তাদের মধ্যে অনেকেই Indian National। কেউ পরিবার সমেত, কেউ একা। তাদের অনেকেই বছরে একবার Indiaতে এসে নিজের বাড়িতে থেকে চলে যায়। সেই সব বাঙ্গালীদের সঙ্গে তাদের ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বল্লে চুলকুনির মুখটা পাওয়া যায় না, যা চারণ তোমাদের সঙ্গে পাওয়া যায়। They intensely hate you people. এই যে hatred তা এত intense, এত গভীর, মধ্যে মধ্যে অবাক হয়ে যাই। কারণ তাদের sacrificial offering আছে, যা তোমাদের নেই।

তাদের একমাত্র আগ্রহ প্রার্থনা, বিনয় আনুরোধ আপনি যাবেন না। ঠিক তেমনি ধারা করে রয়েছি যেমন আমরা হিমালয়ের ওপার থাকতুম। অত vast region এ আমাদের কোনো Law problem নেই।

প্রথম তিনবছর ছোট ছোট ছিল। ওখানে যে-সব Law framed হল তা

কিভাবে? সবাই এক সঙ্গে হও, তৈরী কর। কিছু কম করেও whole Asiaর প্রত্যেকটি দেশের লোক আছে European ও American ও আছে। সেখানকার indigenous যারা, তাদের Law ছিল Law of jungle, survival of the fittest.

Whole Congress এই Law pass পাস করলো, যারা এবং যে এই Law disrupt করবে, চুরি করবে, ডাকাতি করবে, anti কিছু বলবে, বা করবে, বা dare করবে নির্দিষ্ট অনুশাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার, Social Law ভাঙবার চেষ্টা করবে,— only punishment is death, by shooting, axing, hanging or by any other means. যখন এই শরীর যে Region এ থাকে, তখন ওরকম punishment এর জন্যে এই শরীরের মোহর দরকার হয়। যে Region -এ থাকেনা সেখানে Military Government অর order দেয়। প্রথম দু'এক বছর এই punishment হয়েছে তারপর civil life এ কোনো মৃত্যুদণ্ড নেই। Military misconduct এ কোনো মৃত্যুদণ্ড নেই। তবে তাদের মৃত্যুদণ্ড কেমন করে হল? কোনো Battle, skirmishes -এ কাজে গাফিলতি হয়েছে তার punishment হয়েছে। ফলে হাজার case এ এক আধটা case এমন lapse হয়।

তারা জানে কার সঙ্গে কথা বলছে, আর আমি জানি এরা আমারই মতন নিজের দেশের বাইরে sacrificial offering নিয়ে রয়েছে।

কল্পনাতীত যা ঘটবে, যে ঘটনা ঘটবে তাতে আসমুদ্র হিমাচল কোনো পথে কোনো হিন্দু বা মুসলিম পালাতে পারবে না। একটা ইঁদুরও পালাতে পারবে না। You cannot adore your parents, your ancestors ! Be blasted, let parution gets you. The world does not know, you do not know...what is going on.

This is the War total and final. No surrender, no defeat. War means concentration and dispersion. Dirperse the enemy over as long an area as possible and give him a concentrated blow, to defeat him.

If you want to deal with the enemy on his own ground you will not succeed. Do not give him any inkling of what you are going to do, keep him guessing and take him by surprise.

Do not meddle in others' business. Set yourself to your own task and leave the rest to General Shiva, who will take the charge of the situation.

Be a true son of Janani Janmabhumi and remember the do's and don'ts of your task. If you do not do it, you will be left behind.

Remember war is a matter of cold calculation. No debate, no surrender, no defeat, It is total and final.

একটি মহাজীবন সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত সচেতন। সেই মহাজীবন সম্বন্ধে কোনো

একটি গ্রন্থের বিশেষ অংশ প্রসঙ্গে তার বক্তব্য জানালেন, মনে হয় এই নির্দেশ যথাযথ মহলে পথের সন্ধান দেবে। 'লেখক বইতে তন্ত্রসাধনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে এক জায়গায় সমাধি সম্বন্ধে বলেছেন, ঐটে ভুল। এটাই হচ্ছে দোষ, যার যে বিষয়ে সাধনা নেই তার সেই সাধনা বিষয়ে লেখা উচিত নয়। সমাধি শব্দটি সাধক ও সাধনার বইগুলিতে যত্র তত্র ব্যবহৃত হয়। মহাভাব, মহালয়, মহাবোধ এই তিনটি উত্তীর্ণ হয়ে তিনের ঘাড়ে পা দিয়ে বা একটিতে ভর দিয়ে সাধনার পরবর্তী স্তর রাজযোগের পথে চলতে হয় ; এই রাজযোগেই মহাভাব বা সমাধি হয়।

ইতিহাস পাল্টাবে, ইতিহাসের যা আকর বস্তু তা ভুল হলেই ইতিহাস ভ্রান্ত হতে বাধ্য। মহাকাল বলেন তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান থেকে, এবং তা আগামীদিনের ইতিহাস রচনায় এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করবে। কি সে পরিবর্তন আসছে, প্রাচীন সব ঘটনায় কিসে রদবদল হতে চলেছে তার সামান্য ইশারা মহাকালের ভাষায় চারণ যা বুঝেছে লিখছে ঃ

তাজমহল ছিল হিন্দু রাজার প্রাসাদ ও মন্দির। তাজ কেন, সিক্রি ফতেহপুর, আগ্রার দুর্গ, এবং লাল কেল্লা এসবই হিন্দুরাজার প্রাসাদ, এত যার সৌন্দর্য সেই তাজমহল কি এক দু' বছরের কসরতে তৈরী হয়? এ কি ভেল্কি? 'পিরামিড' দেখ, ওর মধ্যে হিন্দু-স্থাপত্য, হিন্দু-ইঞ্জিনিয়ারদের পূর্ণ হাত আছে। হায়দ্রাবাদের চারমিনার হিন্দু ইঞ্জিনীয়ারের তৈয়ারী। ময়ূর সিংহাসন কোথায় আছে জানো? আমি বলবো না, তবে আমি জানি কোথায় আছে। কেউ কেউ বলে ইরাণে আছে, ওটা মিথ্যে কথা।

যীশু ছিলেন নাথ সম্প্রদায়ের লোক। যীশুর গুরুই তাঁকে আদেশ দিয়েছিলেন ভারতের বাইরে গিয়ে ধর্ম প্রচার করতে, অথর্ব বেদ থেকে এবং হিন্দুশাস্ত্র থেকে নিয়ে যীশুর বাণী তৈয়ারী হয়েছে। যীশুর সঙ্গে ছিলেন 'জন'। আর ঈশা ও মা মেরিয়ান দুজনেই এদেশে আছেন। আজো আছেন।

আমি আছি বেঁচে এইসব সৃষ্টি এই সব ঘটনা একে একে প্রকাশ করবো এবং প্রমাণও করবো।

জয়শ্রী, বৈশাখ ১৩৮১
মে, ১৯৭৪

'কী ভেবে বাগান রচেছিলে, কী হল বাগানের'

'শ্যামা মা কি আমার কালোরে।' 'আয় মা বেড়াতে যাবি।' গান দুটি গাইছিলেন এক বিস্ময়কর শিল্পী। এক নিরভিমানী বিপ্লবী শিল্পী! যে শিল্পীর প্রকাশ হয় একমাত্র মহাকালেরই আসরে। ঠিক স্থানে মনের মতো মানুষ পেলে কল্পলোকবাসী, আত্মভোলা কমলাকান্তের মনের দুয়ার খুলে যায়!

আর মহাকাল, তিনি তাঁর এই আত্মভোলা মিষ্টভাষী সেবকটিকে পেলে প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় মাতিয়ে তোলেন। মহাকাল এলাচ লবঙ্গ সেবন করছেন, আর বৈদ্যশাস্ত্রী কমলাকান্তকে জিজ্ঞাসা করছেন ছোট এলাচের গুণ, বড় এলাচের গুণ, লবঙ্গ, কিসমিস কত কি, অন্তহীন জিজ্ঞাসা। প্রতিটি বিষয়ে খুঁটিনাটি। কখন খেতে হয়, কিভাবে খেতে হয়, কি কি গুণ, কি কি দোষ ইত্যাদি। আর আত্মভোলা কমলাকান্ত সাবলীল ভঙ্গিতে একের পর এক বলে যাচ্ছেন। আবার কখনো আলোচনা হচ্ছে নানা সাধকদের নিয়ে। সে সময় কমলাকান্ত কবি, অপূর্ব তার বাচনভঙ্গি।

সেই আপন ভোলা কমলাকান্ত নেই! চারণ ইতিপূর্বে দেশনেত্রী, মহারাজের ভূতলোক যাত্রাকালে কতিপয় অনুভূতির বর্ণনা দিয়েছে, আজো সেই অনুভূতি তাকে নতুন দিগন্তের ইশারা দিচ্ছে। মহাকাল তাঁর 'ভূত পরিবারে' একে একে তাঁর প্রিয়জনদের তুলে নিচ্ছেন। এই জাগতিক পরিবেশে এদের তিনি যেভাবে চান তা হয় তো তিনি পান না, তাই মহাকাল তার একান্ত নিকট দুনিয়ায় এঁদের নিয়ে নিচ্ছেন। দেশনেত্রী, বিপ্লবী দার্শনিক, এঁরা সবাই তাদের প্রিয় কমলকে নিতে এসেছেন 'মাকালীর দিগন্তে'।

কমলাকান্তের ছেঁড়া কাথার তলায় যে কটি চিরকুট পাওয়া গেল চরাণ তা এখানে উদ্ধার করছে— এসবই মহাকালের কথা কমলাকান্তের আসরে।

Oh, you simply cannot understand how terribly floating the Ghost of the Dead shall have to be! The Ghost of the Dead shall have to float in and out...shall have to float here-there and "other places", like a 'spectre' at some places and like a 'spectre' at "other" places...Prince Lucifer somewhere in some Erebus, ...and somewhere as Gabrieb... If the 'Game' permits, I might allow myself several visits to the place... if the Game permits (it is quite on the cards), then I shall have to vanish— only to appear "on the scence, after it has been enacted." The Game requires "All this". And if it worth it— And the Ghost has to take all those in his Ghostly stride. Aye! I say the Game is worth it... It is a Game the like of which the world has not witnessed for the last thousand years... meticulously schemed and drawn up piece by piece, rehearsed-inaction again and again and perfected with utmost patience and care. It is not for nothing that Ghost of the Dead has denied himself every worldly care and sacrified unto utter nothing-ness. Everthing that this world— and flesh could offer. Yes, dear one, the Game is worth this 'Naramedh'. The Tempo has already quickened and the crescendo SHALL hand with it bitterly— anguishing is to be unleashed again... and again... and ...again (I wish to Durgakali small though, the last again is not forced.)

বিমুগ্ধ তুমি নও কমলমণি! বিমুগ্ধ এই Dead-er GHOST. I am not given to sycophancy, it is Not my blood and against my grains.'

'আমার' 'দুঃখ বেদনা' বলে কিছু আছে কি? Dead-এর Ghost-এর দুঃখ বেদনা কেমন করে থাকবে? সুতরাং তার বাড়বার কমাবার প্রশ্ন কোথায়? ওতো সবই বলিদান হয়ে গেছে, "Dead"-এর "Ghost" কেমন করে হত?

হয়ত "একজন" তখনকার দিনে জানবার বোঝবার চেষ্টা করত, কিছুটা বুঝত জানত, বোঝবার চেষ্টা করত, "এ পথ সত্যি সত্যিই তোমার পথ নয়, '—' বলে, মোড়বার চেষ্টা করত। আবার এও বলত "জানি, তুমি আমার কথা শুনবে না"... ইত্যাদি (সে ছিল গায়কবন্ধু)।

আর... তোমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে কখনো কখনো A shadow from those forgotten wanes tries to elongate itself beyond the lost Horizon...তাই-ই কিছুটা Spilled হয়ে পড়ে যেন?... জানি না... হতে পারে, হয়ত তোমার "ভাব-ব্যঞ্জনা— অনুলেপন" (কখনো কখনো) Dead Ghost-এর মুছে ফেলা রং-এর (Ranger) সঙ্গে মিলে যায়... কে জানে?

অনুযোগ-অভিযোগ— Judgement— শুনে মুচকিয়ে হাসতুম। কি ... কিন্তু ...

সময়ে সময়ে এক অসীম শূন্যতা, এক সীমাহীন একাকীপণ-বিষাদ-ব্যথা আমাকে ছেয়ে ফেলত— ব্যথিত করত (ঠোঁটে থাকত "সেই মুচকি হাসি" ছদ্মরূপ জগতের সামনে তুলে ধরে) ... মনে ভাবতুম ; "দেখ ওঁরা সবাই কেমন নিজের নিজের রাগি আলাপ করে থাকেন! এ যেন ঠিক দূরবীণের উল্টোদিক দিয়ে দেখা হচ্ছে। একথা বোঝাবার এবং বলবার একজনাও নেই যে, "—" নিজের মনের কথা, হৃদয়ের ভাব, মস্তিষ্কের গভীরগহন বিচারের অংশ নিজের বিচার-ভাবনা, কার্য-পদ্ধতির ভেদ কাকে দেবে? কার কাছে "—" হৃদয়ের দ্বার খুলবে? এমন কেউ আমাদের মধ্যে আছে কি যে ওর মন-হৃদয় বুদ্ধির সঙ্গে নিজেরও মন হৃদয় বুদ্ধি এক করে দিয়ে মেলাবার চেষ্টা পর্যন্ত করেছে! ওর মধ্যে যে রাগের আলাপ চলে, সে রাগের খবরটুকুও কেউ নেয় কি? কে আছে, আমার "দুঃখ ও বেদনার" কথা বলছ কমল?!! বোধহয় একটু মনের কোনও লুকোনো কোণে, হাসি আসছে। (তুমি জানকি না জানি না) কোন এক ভুলে যাওয়া সময়ে ছোট, মাঝারি বড় অনেক ব্যাপার সামনে আসতো, যার দরুণ বাড়ির সবাই এক স্বরে নিজেদের মধ্যে (একে অন্যকে) বলতেন (বেশীর ভাগ সময়ে আমাকে শুনিয়ে) "হু"...— কে এখনও জান নি? ও আজ পর্যন্ত কোনো দিন কাউকেও নিজের মনের ভেদ দিয়েছে? ..."SHIMLER" ... কখনো ওর মনের কথা জানতে পেরেছেন কি? কি যে ও ভাবে, কী যে ও করবে, কী যে করবে না কখনো

ও নিজের মনের কথা কাউকে বলে না। শিবও যদি স্বয়ং ওর পেটে ঢোকে, তবে তিনিও ওর মনের কথা জানতে পারবেন না। ওকে ঘাঁটিয়ে .... চেষ্টা করে কি হবে।" ইত্যাদি, প্রভৃতি অনেক বাক্যবাণ বর্ষিত হত। প্রায় হামেসাই। আমি শুধু মুচকি হাসতুম...। হাঁ সবাই-এ-ই দেখতো 'ও' সব শুনছে আর মুচকিয়ে হাসছে। কিন্তু কমল ওঁরা সবাই সত্যিই বলতেন "কেউ আমার ভেতরের কথা জানতে পারতেন না", ... কে ওকে বোঝবার সত্যি চেষ্টা করেছে? ও নিজের কথা কাকে বলবে— কাকে?

কমলা! মনের এই কথাগুলো ঠিক বই কি... তাই চুপ হয়েই থাকতুম।

দূরবীণ সোজা করে দূরে দেখলেই মুস্কিল। অলীক মায়া সৃষ্টির জায়গায় আসল রূপ এসে পড়ে চোখের সামনে। তাই এরকম "বোকামী" কেউ করতে চায় না।

আমি নেই কমলা! চাইও না থাকতে, কারণ— দরকার ঈপ্সা, স্পৃহা, আমার মধ্যে থেকে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে।

যা আমরা করছি, তা নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে। (শুধু এই টুকুই আমার ঠিক আছে? খণ্ডিতা জননী জন্মভূমি পূর্ণা হবেন। Godless, greedy, creed (of communism) খতম হবে। Already I have splitted in two. And the worse devilish one has been splitted in three.

...অনেক মানচিত্র বদলে যাবে। ব্যস্ The Ghost of the Dead-এর সাধনা শেষ হবে।

"তোমার কথাগুলো" এ হৃদয়কেও নাড়া দিয়ে দিল, (Ghost of the Dead-এর হৃদয়' বলে কিছু থাকতে নেই।)।

আমি দেখেছি ; যখন যখন তুমি হৃদয়-মন-প্রাণ দিয়ে কথা বল, তখন তখন আমার বুকের মধ্যে 'এক অপূর্ব সাড়া জাগে'— মনে হয় "কমলার এবং মৃতের হৃদয়ের কতকগুলো তন্ত্রী এক সুরে বাঁধা আছে। তাই এমন হয়।'

তাই মহাকাল— একদিন পরম তৃপ্তির সঙ্গে কমলাকান্তের 'বৈদ্য-শাস্ত্রী'য় আলোচনা থেকে সাধকদের বিচিত্র কাহিনী ও উপলব্ধি প্রসঙ্গ শুনতে শুনতে কমলাকান্তের জীবনের মর্মবাণী উচ্চারণ করেছিলেন,—

'কী ভেবে বাগান রচেছিলে,
কী হল বাগানের।'

শিল্পী কমলাকান্তের বাগানে ক'জনই বা পৌঁছাতে পেরেছেন? ক'জনই বা এই আপন ভোলা মানুষটির পরিচয় পেয়েছেন। এক বিস্ময়কর পরিস্থিতিতে দেশনেত্রীর 'বাণীবাহক' বৈদ্যশাস্ত্রী কমলাকান্ত যেদিন মহাকালের pulse পরীক্ষা করছিলেন, মহাকাল সেই ঘটনার উল্লেখ করে একদিন বলেছেন, 'যেন একটি পানসি নৌকো, আলো আধারিতে দুজন বসে আছে, খুব ভালবাসাবাসি দুজনার।' কমলাকান্ত সেদিন

ঘটনাচক্রে মহাকালেরই হাত ধরে ডুবন্ত জীবন তরীকে ভাসিয়ে তুলেছিলেন, তাই তাঁর কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না। অহরহ মনে করতেন, আমি তো চলেই গিয়েছিলাম, যদি না মহাকাল আমাকে টেনে তুলতেন। হয়তো মহাকালের আপন যজ্ঞে কয়টি বছরই কমলাকান্তের প্রয়োজন ছিল, সেই গূঢ় রহস্যের মর্ম কে ভেদ করবে! .

জয়শ্রী, শ্রাবণ ১৩৮১
আগস্ট, ১৯৭৪

"নিশানা দেখ প্রদীপে তার, দ্বিগুণ জ্বলে নেভার মুখে"

'তোমার বচন করিব রচন সাধ্য নাহি নাহি।
তুমি না কহিলে কেমনে কব প্রবল অজেয় বাণী তব,
তুমি যা বলিবে তাহাই বলিব আমি কিছুই না জানি।'

চারণ নিমিত্তমাত্র। সত্যদ্রষ্টা ঋষি কবির বাণীই চারণের জীবন নিশানা।

শতবর্ষ পূর্বে বাংলার একটি চিত্র—

"খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে আরম্ভ করিল, আগাছা খাইতে লাগিল। ইতর ও বন্যেরা কুক্কুর, ইন্দুর, বিড়াল খাইতে লাগিল, অনেকে পলাইল, যাহারা পলাইল তাহারা বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল। যাহারা পালাইল না, তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।" (ছিয়াত্তরের মন্বন্তর প্রসঙ্গে)।

পরাধীন দেশে, মীরজাফর, উমিচাঁদ প্রভৃতি দেশীয় শত্রুর চক্রান্তে লাখে লাখে মানুষ সেদিন পথে-ঘাটে পচে মরেছিল, অনাচার, ব্যভিচার দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিল, বাংলা নিঃশেষিত হয়েছিল।

শতবর্ষ পরে, স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে, ২৭ বছরের অপূর্ব কৌশলী শাসনে বাংলার আরেক রূপ—

'ধান-চালে উদ্বৃত্ত জেলা পশ্চিমবঙ্গের শস্যভাণ্ডার, বর্ধমান জেলার গ্রামাঞ্চলের অনেক মানুষের মুখে আজ দানা শস্য জুটছে না। ভাত-মুড়ি তো দূরের কথা, এক আধ মুঠা খুদের কণা থেকেও তারা বঞ্চিত। মানকচু, কচুশাক, শালুক ডাটা, গুগলি, শামুক, শুশনি, কলমীশাক, ঘাসের গোড়া— অর্ধসিদ্ধ বা কাঁচা— এই দিয়ে উদরপূর্তি করছে।" ২২.৯.১৯৭৪।

এই গেল বর্ধমানের কথা।

আর মুর্শিদাবাদ— 'সাড়ে নয় লক্ষ ক্ষেত মজুর নিঃস্ব, বিপন্ন বেকার, বেকার এক লাখ জেলে, জোলা তাঁতি, বুনো কচু নিয়ে গরিবে গরিবে মারামারি'। ২৪.৯.১৯৭৪।

বস্ত্রের অভাবে গ্রামের মেয়েরা দিনের বেলায় কুলুপ এঁটে বসে থাকেন, অন্ধকার হলে বেরোন।

আর পদ্মাপারের বাংলা, সদ্য পশ্চিমীশাসনমুক্ত বাংলায়, সরষের তেল ৪৫ টাকা সের, লঙ্কা ৩০ টাকা সের। কাতারে কাতারে মানুষ গঙ্গাপারের বাংলার পানে ছুটছে।

চারণ বিস্মিত নয়। তার বিস্ময় আরও গভীরে। এখনও দেশবাসী সম্বিৎ ফিরে পাচ্ছে না, এখনও মানুষ কোন্ স্বপ্নে বুঁদ হয়ে আছে সেই জানে, আর মীরজাফর, উমিচাঁদের দল দেশকে চরম বিপর্যয়ের পথে নিয়ে চলেছে।

চারণকে মহাকাল ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পুনরাবৃত্তির এক রেখাচিত্র বারম্বার দিয়েছেন।

...চাল মজুত কর, গ্রামে গ্রামে ধর্মগোলা স্থাপন কর, অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দু-তিন বছরের জন্য মজুত করে রাখ। এমন দিন আসছে কোথাও খাদ্য পাবে না, তখনই এই stock যোগান দেবে। শুধু খাদ্যই নয়, পানীয় জল সম্বন্ধে বক্তব্য পাড়ায় পাড়ায় Tubewell অনুযায়ী বাড়ি বাড়ি জল distribution-এর তালিকা করে রাখ। শহরের সমস্ত জল polluted হয়ে যাবে, তখন Tap water-এ চলবে না।...

মহাকালের কোনও বক্তব্য, কোনও ইশারা ইঙ্গিত সাধারণ মানুষের সময় কালের নিরিখে বিচার্য নয়। কিন্তু মুশকিল সেইখানেই, শুধু সাধারণ মানুষ কেন, বিদ্বান, দেশ সম্পর্কে সচেতন, দেশভাবনায় ভাবিত ব্যক্তিরাও সেই ভুলই করেন। মানুষ, তার এই স্থূলজগতে নিজের অর্জিত জ্ঞান-সাধনাই চূড়ান্ত মনে করে সবকিছুর বিচার বিশ্লেষণ করে। কিন্তু মহাকালের দুনিয়া মহাকালের ভাবনা এই সমস্ত গণ্ডীর উর্দ্ধে। তাঁর বক্তব্য, বিশ্লেষণ-উর্দ্ধে, বিচার-উর্দ্ধে, তাঁর বক্তব্য একটি সহজ বাক্যে বলা যায়— 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু'। এই বিশ্বাসে self বা ego নেই। তারাও মীরজাফর, তারাও সেই দেশ-শত্রুর কাজ করছেন, যারা মহাকালের সংশ্লিষ্ট ইতিহাসে স্ব-ভাবনা আরোপ করছেন। ক'জন সেকথা বুঝতে পারেন? ক'জন পারেন পঞ্চাশ বছরের জীবনযাত্রা এক নিমেষে পরিত্যাগ করে একটি আদর্শ, একটি বিশ্বাসের মূলে নিজেকে সমর্পণ করে দিতে! তিনিই পারেন যিনি সত্যের হাতছানি পেয়েছেন, যাঁর অমৃতলোক সম্বন্ধে উপলব্ধি হয়েছে। দেশনেত্রী সেই ব্যক্তিত্ব।

মানুষকে বিচার করতে পারেন মহাকাল— এক কথায় চারণের চিন্তার কারণ যে মানুষ, তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করলেন মহাকাল— এক সত্যদ্রষ্টার বাণী উদ্ধার করে—

"You can understand people better if you look at them— no matter how old or impressive or important they may be— as if they were children .... For most men never mature they simply grow taller. (ওঁর mature শব্দটির অর্থ হোল জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ)— এ বাণীর সত্যতা পরদেশী পথিক সত্য জেনেছে ব্যবহারিক জীবনে।

আবার চারণ বিশ্বাসী অবিশ্বাসী, সকল মানুষের সামনে মহাকালের হৃদয়ের প্রতিবেদন নিবেদন করছে :

"পরদেশী মৃত পথিক, মাকালী'র জননী জন্মভূমির উন্মাদ সন্তান। হয় তো, সে পাপহীনও? কে জানে? মৃত চিরন্তন পথিকের হাতে ভানুমতীর পিটারী নেই, সলোমনের যাদুদণ্ড নেই, নিত্য নবীন আশার— ইংলিশ ইণ্ডিয়ান পলিটিক বাগজাল নেই। আছে শুধু অবিরত মাতৃসাধনা, মায়ের যজ্ঞ, মাতৃ হোমানলে সর্বস্ব আত্মাহুতি। কাউকেই এই মৃত, এই আত্মার আপাত বিকট-ভয়ঙ্কর আহুতি যজ্ঞে শামিল হতে ডাকচে না। কারণ সে (মহাকাল) ভালই জেনেচে— জানে— আগুনে ঝাঁপ কেউ দেবেনা। সবাই মহাহবিঃই পেতে চায়— খেতে চায়। তবে তাই হোক, তাই-ই হোয়েচে হবে।"

শতশত মানুষ, হাজারে হাজারে ভক্ত রয়েছেন মহাকালের, কিন্তু মহাকাল ব্যক্ত হয়েছিলেন এক হৃদয় নিঙড়ানো পূজারিণীর কাছে তিনি দেশনেত্রী। পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস পিছনে ফেলে মুক্ত দেশনেত্রী মহাসাধক মহাকালের ডাক শুনেছিলেন, কারণ সেই ডাকে আসমুদ্র হিমাচলের অন্তর্নিহিত মানবাত্মার ডাক ছিল! একদিকে এই অবিস্মরণীয় আত্মনিবেদন, (যার চূড়ান্ত ইতিহাস একদিন হয় তো চারণ উদ্‌ঘাটন করবে) অন্যদিকে মানবাত্মার মুক্তি সাধক মৃত মুক মানুষটির partial release of pent up forces। এই পুনর্মিলনের প্রাথমিক দিকের কিছুটা চারণ উদ্‌ঘাটন করছে—

দেশনেত্রীর ভাবনা—

"A strange spell has come upon me. A mixture of deep and unknown foreboding of my sojourn and dislike in daily trivialities and exactings. My whole being is yearning for an unusual horizon and mission that would raise me up from this morass and free me for the eternal journey— where to? Who knows who cares? But before I finish up, I certainly want to re-live my life intensively and purposefully so that the years I have travelled shall be re-lit by a glowing, by an uncommon rare sunset."

মহাকাল এই মানসিকতার কাছেই released হয়েছিলেন— "pent up" জিনিস যখন বেরোবার পথ পায়, তখন তা কেমনভাবে বেরোয় তাও কি বোঝেন না?

হয় তো আর "বেরোবার" সুযোগ-সময়-পরিস্থিতি থাকবে না ; হয়তো আবার pent up অবস্থায় থাকতে হবে এই আশঙ্কায়— "সে আরো জোরে আরো হিস্‌স্ হিস্‌স্ কোরে বের হতে চায়— যতোটা পারে, নিজের অংশকে মুক্ত আকাশের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চায়।"

তাই-ই বলে যাই, কি বলে যাচ্ছি, কীইবা বলতে চাইচি, কী বলবো, এ সবের কোনও চিন্তাই আসে না। অগোছালো যা' তা' বলি। তাই হোক। অবোধ্য বলি, তাও

ভালো। উচিত-অনুচিত-সমীচীন বলি? তা ভাববার বালাই নেই ; কারণ pent up-এর কাছে— উচিৎ-অনুচিতের বালাই নেই! তার কাছে সব কিছুই ভালো সৎ-দিব্যসত্য। সে ভালোমন্দ সত্য-অসত্য-উচিত-অনুচিতের বাইরে। এ সবের কিছুই তাকে ছুঁতে পারে না— তাই-ই কখনো ভ্রূণস্থ শিশুর মত আঁক পাঁক করি— কষ্ট দিই; কখনো সদ্যজাতের মত কাঁদি ; কখনো শিশুর কলকাকলিতে ভরে তুলি, কখনো দুরন্ত বালকের চীৎকার তুলি ; কখনো অবলা শিশুর gurgling তুলি ; বালকের "বড়োদের নকলে" কথা বলে দেখি, কৈশোরের গাম্ভীর্যের ভান করবার চেষ্টা করি ; পঁচিশ বছরের হয়ে আধাপাকাবিজ্ঞ হতে চাই ; চল্লিশ বছরের হয়ে ম্যাচিয়োড়ের বুলি বলি ; আশীবছরের হয়ে মাথা নেড়ে নেড়ে উপদেষ্টা হয়ে যাই ; দুশো বছরের হয়ে জগৎ পিতার মতন বাক্য উচ্চারণ করি, দু হাজার বছরের হয়ে অনন্তের সঙ্গে একান্ত হবার বাণী আউড়ে যাই ; পাঁচ হাজারের বছর ছুঁয়ে— মহাকালের হুঙ্কার দিই। Partial release of pent up forces : বাঁধ ভাঙা বান। আর কিছু নয়?"

"যার আবাহন নেই, বিসর্জন নেই ; পুনরাগমানায় চ বলার কেউ নেই : তার কাছে— তার pent up force-এর আংশিক নিষ্ক্রমণও যে কী তাও কি বুঝবেন না?"

কোথায় কোন বিচার কোন বিশ্লেষণ হল কি, হল না সে বিষয় নিয়ে চারণ উদ্বিগ্ন বা বিচলিত নয়। যে কমিশন বসেছিল একটি দুর্জ্ঞেয় রহস্য উদঘাটনের জন্য, তার বক্তব্য কি হতে পারে তা মহাকাল স্পষ্ট দ্বিধাহীন ভাবে বলেছেন— "তার (বিচারকের) হাত দেশের প্রধানের হাত, তাঁর আঙ্গুল প্রধানেরই আঙ্গুল। কাজেই প্রধানের কলমই বিচারক ধরেছেন।" অর্থাৎ এটা একটি Command Performance.

চারণ দেশবাসীকে ego পরিত্যাগ করে পুনরায় মহাকাল-বাণীতে আত্মনিবেদনের আহ্বান জানাচ্ছে। কারণ যে মহাবিপ্লব ঘটতে চলেছে তা কেউ রুখতে পারবে না।

"মাকালীর অনেক রূপে অনেক কাজ করে যেতে হয়। মা কালীরই অনেক রূপের মধ্যে একটি রূপ হল "বিপ্লব", তাই বিপ্লব স্বতঃসিদ্ধ। বিপ্লব শাশ্বত।

যুগে যুগে বিপ্লবের প্রয়োজন হয়েছে, হয়, হবে। বিপ্লবকে কেউ ডেকে আনতেপারে না। 'বিপ্লব' Is the supreme Dictator, কারণ মা কালীই "বিপ্লব"; তাই-ই যুগে যুগে মাকালী সন্তান প্রসব করেন, বলিদান নেবার জন্যে। তাঁরই পুজোয় তাঁরই বেদীতে, তাঁর যজ্ঞে আহুতিরূপে তাঁরই প্রসবিত সন্তানকে তিনিই নিয়ে নেন। বিপ্লব স্বরূপিণী মা কালী তার বিপ্লবের লীলায় ধাপে ধাপে প্রতিপদক্ষেপে সন্তানদেরই শেষ আহুতি নিয়ে— কার্য সমাধা করেন।

মা কালীই তোমার— আমার মধ্যে বসে, চালাচ্ছেন আমাদেরকে। কোন সন্তানটিকে, তার মাথা সিঁদুরে রাঙ্গিয়ে— মন্ত্র পাঠ করে, তিনি বলিরূপে গ্রহণ করবেন, এর নির্ণয় তো একমাত্র তাঁরই ... ওপর।

সেদিনের দিনগুলোর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে দেখ। সেই বিপ্লবী বাংলার

জ্যোতির্ময় দিনগুলো। যার জ্বালা বাংলা থেকে সারা ভারতবর্ষে— ভারতের বাইরে দূর দূরান্তরে ছড়িয়ে ছিল। (এখনো আছে)। বিপ্লব স্বরূপিণী মা কালী প্রতিপদক্ষেপে, বেছে বেছে কত শত-সহস্র সন্তানের (মেয়ে ও ছেলে) বলিদান নিয়েছেন।...

বিপ্লবিনী মা কালীর গতিরোধ করার শক্তি এবার কারোর নেই। দাম দিতে হবে বই কি! বলিদান তো দিতেই হবে। মাকালীই হোলেন "কালী"। কাল হোল কাল— Time। সেই জন্যই কালকে শিবকে দিগম্বর উপাধি নিয়ে বোঝাতে হয়।

সেই স্বয়ং কালকেও (দিগম্বর বাবা শিবকেও) যিনি আত্মসাৎ করেন (খেয়ে ফেলেন, কুক্ষিগত করতে পারেন) তিনি হোলেন "কালী"—মৃত পথিক ফকিরের মা কালী।

মায়ের রূপরাশিকে contain করতে পারে এমন কোনো বস্তুরই সৃষ্টি হয়নি। হতে পারে না, তাই, অনন্যোপায় হয়েই— মা আমার দিগ্বসনা।

মা আমার Time এবং Time— কালকে গ্রাসকারিণী— নিয়ন্ত্রিণী— কালী। কার, কোন্ অহংকারী মূর্খের সাধ্য যে তাঁর গতি এবং নিয়ন্ত্রণের পথে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়।

তাই মহাকাল বলেন—

চলেদ্ধি হিম বা শৌলো মেদিনী শতধা ভবেৎ।
দৌ পতেচ্চ সনক্ষত্রা ন মে মোঘং বচোভবেৎ।
শুষ্যেত্তোয়নিধি ঃ "কৃষ্ণে", ন মে মোঘং বচোভবেৎ।
সত্যং তে প্রতিজানামি "কৃষ্ণে" বাষ্পো নিগৃহ্যতাম্।
হতা মিত্রাস্ত্রিয়া যুক্তান চিরাদদ্রক্ষসে পতীন্।।
অহং চ তৎকরিষ্যামী দৈবচ্চ বিধিনির্মিতাম।

I tell you that there is no force which can nullify this onsurge.

এই জন্য এই "মৃত" কে অদৃশ্য এবং মৃত থাকতেই হবে।

There are levers— after levers— in rows which are being levered; and wheels— within wheels— which are turning— grinding— turning— churning turning.

"The moving finger writes ; And Having writ
Moves on! Nor all "their" piety nor wit
Shall lure it back to cancel half a line,
Nor all "their" tears wash out a word of it."

ভারতে দুঃশাসন, মীরজাফররা মৃত্যুর পূর্বে শেষ চেষ্টা করে নিচ্ছে।

জয়শ্রী, আশ্বিন ১৩৮১
অক্টোবর, ১৯৭৪

একটি নাম, একটি দিনের আবেগতাড়িত অর্চনায় সীমিত হয়েছে। জিজ্ঞাসা অনেক, আর সেই জিজ্ঞাসা মুহূর্তের চঞ্চল মনের প্রকাশমাত্র, তার গভীর কোনো তাৎপর্য নেই। দেশময় একটি 'ঘটনা'র সত্যাসত্য যাচাইয়ের কত আয়োজন, কিন্তু কোনো কিছুর প্রতি সেই একনিষ্ঠ অধ্যবসায় নেই, সব কিছুই ক্ষণিকের উন্মাদনা, ক্ষণিকের হুজুগে মেতে ওঠার এক বিচিত্র শিথিলতায় নিঃশেষিত ঃ এই শৈথিল্য ব্যক্তিবিশেষের নয় সমগ্র জাতির।

বহু সংবাদ, হাতে হাতে, মুখে মুখে রটে যায়, তার সত্যাসত্য একটি নামে পাগল, নিষ্ঠাবান ভক্তেরাও যাচাই করেন না, অথবা তাকে প্রতিষ্ঠা করারও কোনও দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে আসেন না।

এমন অনেক সংবাদ নানাভাবে চারিদিকের এসে জমে আছে, যা সম্প্রতি বহু আলোচিত বিশেষ অনুসন্ধানী কমিটিতেও জমা পড়েছিল, কিন্তু তার কোনো প্রতিক্রিয়া হয়নি। যাঁরা একটি সংবাদ, একটি নাম নিয়ে অত্যন্ত উৎসাহী এবং ইতস্ততঃ সংবাদপত্রে নানা সংবাদ আকস্মিক ভাবেই নিজেদের বাচালতা দমন করতে না পেরে বলে গেলেন তাদের উপলক্ষে মহাকাল বলেছিলেন— চারণ এঁদের (এই সাংবাদিকদের) জিজ্ঞাসা ক'র— 'China-র Premier, Paris-এ Press Conference-এ বসে categorically বলেছিলেন নানা কথা— তাঁকে কেন, এই উৎসাহী সাংবাদিকেরা জিজ্ঞাসা করছেন না?

'China-র Premier' কথার কথায় বলেছিলেন এই যে বিরাট Organisation, এই যে বিরাট army এতে ৫০ লক্ষ আছে কি ৭০ লক্ষ আছে সেটার প্রশ্ন হচ্ছে না, এই যে পৃথিবীর সমস্ত দেশের লোক নিয়ে বিরাট কাজ চলেছে প্রত্যেক major গভর্নমেন্ট জানে এদের কাজ হল foreign domination থেকে মুক্তি পাওয়া। Foreign Power-কে South East Asia থেকে হটে যেতে হবে।' —এই সংবাদ জেনেও ঐ সাংবাদিকেরা চুপ করে আছেন কেন? কারণ জিজ্ঞাসা ক'র।

Macnamara যতদিন পর্যন্ত Govt-এর key position-এ ছিলেন ততদিন চুপ করে ছিলেন, IMF এ Chairman হওয়ার পর বলেছিলেন 'so and so-র মৃত্যু সম্বন্ধে প্রচারিত সংবাদ সম্বন্ধে আমাদের Categorically অন্য খবর আছে।'

মহাকালের সংক্ষিপ্ত কথোপকথনের সঙ্গে চারণ সেই সব প্রচারিত সংবাদগুলি কিছু উদ্ধার করছে, উৎসাহী পাঠকেরা তা যাচাই করুন। যদি তা সংবাদরূপে সত্য হয় তবে তা প্রতিষ্ঠায় যত্নবান হবেন, চারণ আশা রাখে।

'The Chinese Premier Mr. Chou-en-Lai yesterday told French television viewers that the era when the American and Russian

supremacy could decide the fate of the world, had ended for ever...There is in the world to-day one Super Power who will force the American satellite armies to withdraw completely from the Asian Countries.'

Mr. Chou said : 'Around the world there is a fearless army whose strength no one knows. They may be 60,00,000 or there may be 70,00,000...There may be millions who wear no common uniform, speak no common tongue, but have common aim, Their enemies are different, but their aim and mission are same...They are well trained, well organised and scattered around the wohole world.'

'In the ninth Congress of Chinese Communist Party, Mr. Mao-Tse Tung declared that India is her Ulterior brother...This thorough change of Mao's mind is due to generous disposition of an "Onlooker" who had been to China for a considerable Period in exile.'

'At the time of Chinese adversity when Mr. Mao-Tse Tung became very bewildered, "Onlooker" with His irresistable Power helped him a lot to get main Chinaland freed from the clutches of imperialist bloc in a single play at dice.'

(London, May 23, 1970)

আর একটি সংবাদ, কে ইনি জানি না ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর Assistant হবেন হয় তো নামও চারণের জানা নেই, যতটুকু ছিন্নপত্র তার হাতে এসে পৌঁছেছে, এবং যা তার ধারণা সেই 'কমিশনে' পরিবেশিত হয়েছে তা এখানে তুলে দেওয়া হল—

I solemnly affirm and state on oath that it is also a fact that one evening (the date may be 26th or 27th of December, 1945) I was called by Sri Jawaharlal Nehru on Telephone to come to the residence of Sri M. Asaf Ali with typewriters as he had a lot of work to be typed by me, which I complied. After getting typed some papers from me, Sri Jawaharlal Nehru drew out a paper from the pocket of his achkan and asked me to make 4 copies for him. The said paper was a hand-written matter and was somewhat difficult to read. Now what was written in that paper, I am trying to reproduce from my memory:—

"Netaji Subhas Chandra Bose proceeding by aeroplane from Saigon arrived to-day 23rd August, 1945 at Dairen (Manchuria) at 1.30 afternoon. The said plane was a Japanese bomber-plane which could hardly accomodate one man. It was full of gold (in the shape of bars, ornaments and jewellery) Netaji carried two attache cases one

in each hand. On alighting from aeroplane, Netaji took tea with bananas. In the meantime the aeroplane was unloaded in a motor jeep standing nearby. When Netaji finisished tea, he along with four others (out of whom one was Japanese named General Shidey and others have lapsed from memory), took their seats in the said motor jeep. The said jeep proceeded to the Russian territory. After about 3 hours the said jeep returned and informed the Pilot of the plane who flew back to Tokyo."

After handing over the said paper to me for typing Sri Jawaharlal Nehru went to Mr. M. Asaf Ali on being called by the latter and remained busy in conversion with him for 10 to 15 minutes. I could not complete the work because th name of the writer on that letter was not readable and I kept waiting for Sri Jawaharlal Nehru to come and tell the name. In the meantime I went through that leller several times and this all that I could remember to the present day, Sri Jawaharlal Nehru, too could not discern the name of the writer and he asked me to pull out the papers and hand over to him as they were.

I solemnly affirm and state on oath that thereafter Sri Jawaharlal Nehru gave me 4 papers from his writing pad to make 4 copies of a letter which he would dictate to me on typewriter, which I also complied. The contents of the said letter, as far as I could remember, were as follows :—

Mr. Clement Attlee
Prime Minister of England
10, Downing Street
London

Dear Mr. Attlee

I understand from most reliable source that Subhas Chandra Bose, your war criminal, has been allowed to enter Russian territory by Stalin. This is a clear treachery and betrayal of faith by the Russian as Russia has been an ally of the British-Americans, which she should not have done. Please take note of it and do what you consider proper and fit.

Yours sincerely,
Jawaharlal Nehu

চারণ যখন এই সংকলন করছে সেই সময় মহাকালের ভ্রাম্যমাণ কোনও কর্মী একটি চিরকুট রেখে গেলেন, সেই চিরকুট তুলে চারণিক দেখছে, এক শীত-জর্জর রাত্রিতে নিদ্রালু নয়নে চারণ যে কথা লিখেছিল তাতে অনেক ভুল রয়ে গেছে। যাঁরা চারণিকের 'ঐ মহামানব আসে' আদিপর্ব পাঠ করেছেন তাঁরা ৮৮ পৃষ্ঠার চৌদ্দ লাইন থেকে চারটি লাইন সংশোধন করে নেবেন। এই সংশোধন মহাকাল নির্দেশিত—

"Estonia-তে (এখন সোভিয়েত রিপাবলিক), Baltic Sea-তে ; Baltic— বর্তমান State-এর Sea-তে স্থিত সব চাইতে বড় Island টাতে— যার নাম হোল SAARE, ঐ কালীহ্রদটি অতীব প্রাচীন। "নানান প্রকারের প্রবাদ, কাহিনী, কথা, ওখানকার বাসিন্দারা বলেন। অনেক Mysterious Legend, ঐ হ্রদের সঙ্গে জড়িত আছে। SAARE Island-এর, most beautiful part-এ এই কালী হ্রদ। বার্চ, পাইন, ওক, প্রাচীনতম যুগের বিরাট— গহন গম্ভীর বন। শত শত পাখীর কলকুঞ্জন। অবিশ্বাসনীয় বিরাট বিরাট boulders উল্টানো অবস্থায় পড়ে আছে— বিরাট এলাকা জুড়ে। অতি প্রাচীন বিশাল বিরাট প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ এখনও দাঁড়িয়ে, সুপ্রাচীন দুর্ভেদ্য মহাদুর্গ। (মনে হয় : কোনো-এক-কালে, একটি মহাভয়ঙ্কর catastrophe-র মতন কিছু হয়েছিল) Old-Royal-castle-এর চারিদিকের Fortifications-এর অবশিষ্ট কাঁচা ভাগ বেশ দেখা যায়— আজও।

(বাটার মিল্ক।। "সী-অভ্-বাটার মিল্ক" হয়ে গ্যালো, চারণিকের স্বপ্নদেশের জগতে)।

এই নিখুঁত, পূর্ণতার প্রকাশই মহাকাল। তাঁর প্রচণ্ডতম কাজের মধ্যেও এক দীনতম চারণিককে সংশোধনের বার্তা পাঠাতেও ভুল হয় না।

কোন্ দূরদেশে, কত শ্রম, কত ত্যাগে যে মনোময় দেশ গড়ে তুলেছেন সে সম্বন্ধে এক সময়ে যা বলেছিলেন তা আগামী দিনের পথের দিশারী—

"ওটা শুধু ভারতবর্ষ নয়, এই জন্য ভারতের বাইরে গড়ে তুলেছি। What the present day Bharat leaking, lacking and forgetting and forgotten, আমরা সেগুলোও করবো।"

জয়শ্রী, পৌষ ১৩৮১
জানুয়ারি, ১৯৭৫

"কেউ বুঝলে না, কেউ শুনলে না, আমি কি সুরে গাইছি গান"

দিনটি ছিল ৬ মার্চ ১৯৭৫। গণতন্ত্র, সমাজবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতার ত্রিবর্ণ পতাকার জৌলুসে ত্যক্ত বিরক্ত, দিন দিন দুর্নীতির নির্লজ্জ প্রকাশে জর্জরিত স্বাধীন ভারতের নাগরিকেরা রাজধানীর পথে তাদের মনের ছবিটি রেখেছিল। এই ছবি দুটি দৈনিকে মেরুতুল্য ব্যবধানে প্রচারিত হয়েছে— এই দিনটিরই ছবি তুলে ধরেছেন একটি 'দেশপ্রেমিক' (Patriot) দৈনিকে— 'Free ride for some, free food for others'— মিথ্যাকে সাজিয়ে প্রচার করা যাদের ধর্ম তারা ঠিকই এক বিশাল স্রোতে অবিশ্বাস্য কতিপয় খরকুটোর সন্ধানে তৎপর হয়েছেন, এই পত্রিকা চিরাচরিত নির্ভেজাল পদ্ধতিতে বিবৃত করেছে 'Most of them were forced to join the Procession by the shop-owners employing them. They were "Plainly told" they would loose a day's wages if they did not show up at the ground.' এই সত্যবাদী দেশপ্রেমিক পত্রিকার সাংবাদিক খুঁজে পেয়েছেন কতিপয় স্কুলের ছাত্রকে, যাদের খাদ্য ও ভ্রমণ খরচের প্রলোভন দেখানো হয়েছে, দলবদ্ধ ভিখারী হরিদ্বার থেকে এসেছিল, বিনামূল্যে খাদ্য ও একদিকে পাঁচটাকার প্রস্তাব ছিল তাদের সামনে, সেই চাষী যাকে ফসলের সময় চলে আসতে হল, আর ছিল ডাকাতির দাগী আসামী, আনন্দমার্গী এবং সেই ধরনের ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের মানুষ।

রাজধানীর অন্য একটি পত্রিকা 'মাতৃভূমি'-র (The Motherland) সংবাদদাতা বলেছেন, কী ধরনের জনতা এই উত্তাল সমুদ্রে ছিল? মজুর, এমনকি কার্যরত মজুর তার factory পোষাকে, ছাত্র, কৃষক, আইন-জীবী, চিকিৎসক, ব্যবসায়ী, স্কুল-কলেজের শিক্ষক, সমাজসেবী ও সর্বশেষে রাজনৈতিক নেতারা।

এই সাংবাদিক, এই সমাবেশকে একটি 'মিনি ভারত' রূপে বর্ণনা দিয়েছেন, They came from all the regions including Kerala and Tamil Nadu in the South, Assam and Manipur in the East and Jammu and Kashmir in the North.'

চারণ সেই বিশাল সমুদ্রে একজন দর্শক। যেমন ছিল ৭ মার্চ ১৯৭১ সালে ঢাকায় রেসকোর্সের ময়দানে আর ছিল ১৭ মার্চ ১৯৭২ সালে সেই মাঠে যেখানে দুই রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী মিলিত হয়েছিলেন। এসবই ইতিহাসের পাতায় সাম্প্রতিক ঘটনা, চারণের সুযোগ ঘটেছিল সেই দৃশ্য দেখার। পশ্চিম-রণাঙ্গনের ক্রীড়া অনুধাবন করে যে মহানায়ক পূর্বের রণাঙ্গনকে স্বদেশের স্বার্থে ব্যবহার করতে হাজার হাজার সামুদ্রিক দূরত্ব অতিক্রম করে একদিন হাজির হয়েছিলেন টোকিও, সিঙ্গাপুর অন্যান্য শহরে, মনে পড়ে সেদিনের স্বতঃস্ফূর্ত স্বাগত অভিনন্দন সেই যোদ্ধা-সন্ন্যাসীকে, সেই দিনটিও ছিল

সমগ্র এশিয়ার ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ। ৬ মার্চ ১৯৭৫ শুধু দিল্লীর বুকে নীরব-সরব পথ যাত্রা নয়, শুধু দুর্নীতি, গণতন্ত্রহত্যাকারী শাসক ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে সংহত প্রতিবাদই নয়, ৬ মার্চ ১৯৭৫ একটি ভবিষ্যৎ বিস্ফোরণের ইশারা মাত্র, জনসমুদ্রে চারণ বিপ্লব তীর্থের তীর্থ যাত্রীদের হৃদয়ের স্পন্দন শুনছিল।

মহাকালের বৈঠকে মূল্যবোধের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে চারণের আলোচনা চলছিল, মহাকাল বলছিলেন ঃ মানুষের চারিত্রিক ও মানসিক পরিবর্তন আনার movement দরকার। যতক্ষণ না পর্যন্ত জনসাধারণের মধ্যে বেশ sizeable অংশের আদর্শ মানসিক ও চরিত্রগত উন্নতি না হবে ততক্ষণ কিছুই হবে না। তবে যদি বল সকলের মধ্যেই এমন একটি ভাবনা আসবে, এটা কখনই সম্ভব নয়, সম্ভব হতে পারে না। সাধারণ মানুষ নিজের জীবনকে চালায় উচ্চশ্রেণীর মানুষের আদর্শের অনুকরণ করে, সমাজের শীর্ষস্থানীয় যে সমস্ত ব্যক্তি এবং পরিবার, তারা যেরকমভাবে চলবেন তাদের দেখাদেখি সেই সমাজের সাধারণ বর্গও automatically সেইভাবে চলবে, এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা যে সমাজের একেবারে নীচের স্তরের সাধারণ বর্গ নিজে থেকেই বদলে যাবে। একটি পরিবার হল একটি সমাজ, পরিবারের উচ্চবর্গ মা বাবা, তাঁদের যে আদর্শ সেই পরিবারের সাধারণ বর্গ ছেলেমেয়ে ভাই-বোন, চাকর-চাকরাণী, দারোয়ান ইত্যাদি সবাই কর্তাবাবু ও মা ঠাকরুণের আদর্শে নিজেদের জীবন চালায়। এই জন্যই আমাদের দেশে বহু প্রাচীনকাল থেকে নীতি বাক্য চলে আসছে— "যথা রাজা তথা প্রজা", 'যথা প্রজা তথা রাজা' অসম্ভব।

সুতরাং সারা দেশময় যে তরঙ্গ আজ উঠেছে, সেই তরঙ্গে শাসকবর্গের মানসিকতার পরিবর্তন হবে এই আশা-নিরাশার দোলা চলবে তবে কেউ যদি উচ্চশ্রেণীর একটি আদর্শ সংগঠন করতে পারেন, কর্মে যারা সংচালকরূপে কাজ করতে পারেন, পরিবারের আদর্শ মা বাপের মত, তাদের যদি প্রকৃত অনুশীলন করানো হয়, তাহলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এরা নাবিকের কাজ করবে। এবং এরাই আপামর সাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হবে। এদের আদর্শ ও ধারা দেখে সমস্ত সাধারণ বর্গ automatically সেই পথে চলবে। কিন্তু কেউ যদি চান নিম্নবর্তী সাধারণ মানুষদের transform করে ঐতিহ্যের বিপ্লব আনবো, তা কখনই সম্ভব নয়। সব সময় মনে রাখবে দেশ, সমাজ ও পরিবারের শীর্ষস্থানীয়দের উপর নির্ভর করছে সেই units গুলি কী ভাবে চলবে।...

সচেতন মানুষেরা সমবেত হয়, 'পথ জিজ্ঞাসায়' পথের সন্ধান করে। চারণ স্বচ্ছ চিন্তায় ভবিষ্যতের দৃঢ় পদক্ষেপের ইঙ্গিত দেখে। "'বাম', 'দক্ষিণ', 'প্রগতিশীল' প্রতিক্রিয়াশীল— রাজনীতিতে যারা কৌলিন্যের আসনে বসেছেন— তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ ঢাকবার জন্য এবং নিজেদের সেখানে স্থায়িত্ব দেবার জন্য এই বিশেষণগুলি তারা প্রয়োগ করে থাকেন।"

মহাকাল-এর বিশ্লেষণ :

"Corruption গঙ্গাজলে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দেব তা হতে পারে না, যে নিজে incorruptible এবং uncorrupted সেই এই কাজ করতে পারে"।

জয়শ্রী, ফাল্গুন ১৩৮১
মার্চ, ১৯৭৫

"প্রতিদিন তব গাঁথা গাব আমি সুমধুর"

মহাকাল সম্বন্ধিত কোনো লেখাই যখন চারণ লিখতে বসে, তার খেই হারিয়ে যায়। কোথা থেকে আরম্ভ করবে, কোন কোন বিষয়ে আলোকপাত করবে। দেশবিদেশে ভ্রাম্যমান 'স্কাউট' নানা সময়ে নানা ছিন্নপত্র চারণের ঝোলায় ফেলে দিয়ে যায়, আর যখন সুযোগ ঘটে চারণের মহাকালের বৈঠকে বসার, তখন চলে ফল্গুধারা। সে ধারায় চারণ পরম আনন্দে অবগাহন করে, কিন্তু সীমিত জ্ঞান নিয়ে মহাকালের অন্তর্দেশীয়, আন্তর্জাতিক, জাগতিক, বহির্জাগতিক নানা আলোচনার সবটা সমঝে নিতে পারে না। তবু চারণ এক নবতম মহাভারত, নবতম রামায়ণের খসড়া লিখে চলেছে। দেশ, মাটি, মানুষ, সমাজ, রাষ্ট্র, রাষ্ট্রনীতি এই বিষয়গুলি নিয়ে মহাকাল আলোচনা করেন সত্য, কিন্তু এই মহাসাধকের 'হেথা নয় অন্য কোথা'র beyond this world-এর, ব্যোম, মহাব্যোমে মানব জীবনের গূঢ় রহস্যের তত্ত্ব আলোচনায় আনন্দ বেশী। অথচ সেই অমূল্যরত্নরাজী সংগ্রহ করে রাখার ক্ষমতা চারণের নেই, যোগ্যতাও নেই। এক বিস্ময়কর অনুভূতি নিয়ে চারণ শুনে যায়। চারণ স্থির করেছে আজ যেমন মন চায়, ঝোলায় যা যেমন উঠবে তা-ই পরিবেশন করবে।

ছিন্নপত্র ১

"আজ আটদিন হল, লিখে রেখেছিলুম চিঠিগুলো, দফায় দফায় লিখেছি প্রত্যেক দফা লিখে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারার আগেই "এমন কিছু হচ্ছে যার উপযুক্ত ব্যবস্থার" কাজে (অন্যসব দৈনন্দিন কাজ স্থগিত রেখে) নিজেকে লাগাতেই হচ্ছে।

উপরি উপরি এই টানা পোড়েন, ভেতরের রুক্ষতা শুষ্কতা বাড়িয়েই দ্যায়। ভাবি কোন্ সে লগন ছিল যে লগনে এই শরীর ধরায় নেবেছিল।

সীমাহীন চলার পথে, দিব্য আকাশ থেকে টপকে পড়া স্নিগ্ধ শিশির কণা ঃ মনে করেছিলুম, এই স্নিগ্ধ কণার হাল্কা ছোঁয়াচ পেলে, ভেতরের দহন জ্বালায় কিছু শান্তি, কিছু শীতলতা পাবে। ক্ষণিকের তরেও জ্বালার-হল্কা স্তিমিত হবে। কিন্তু হায়রে! মূঢ় আমি চিরন্তন পথিক।

অজানা আশার আনন্দ নিয়ে তাকিয়ে দেখি, দূরের— সুদূরের এক স্নিগ্ধ শান্তিময় প্রদীপ-জ্যোতির পানে। চিরজাগরূক স্নিগ্ধ নেত্র দিয়ে, সে প্রদীপ-জ্যোতি চির আবাহন নিয়ে জেগে আছে— যাতে, শ্রান্ত পরদেশী পথিক ফকীর দিশেহারা না হতে পারে। শান্ত স্নিগ্ধ মধুর-নীরব-ইশারা, A Beacon— Beacons!"

ছিন্নপত্র ২

"পৃথিবীর মাটি ছোঁয়া থেকে— উপরে উপরে— উপরে এই ভাবে পরের-পর স্তর আছে। সর্বশেষে মহাস্তর তক্। এই "উপরে— উপরে— উপরে তারও-তারও-তারও-উপরে" যদি বোঝো, তবে এটা দাঁড়ালো = পৃথিবীর চারদিকেই— সবদিকই ঘিরে। পৃথিবীর এই পরপর উপরি উপরি স্তর (স্তরস্রোত) বেষ্টনীর মধ্যেই, নিজের পথের গতি প্রাপ্ত হয়ে ঘুরে ঘুরে নেচে চলেছে। প্রকৃত সত্য এই যে, পৃথিবী ঘোরে (নৃত্যে আবর্তনছন্দে) ছয়টি পোজে (পাক্কা নৃত্যপটু মেয়ে)।।

চারিদিকের (উপরের) স্তরস্রোতের যে পরপর আবরণসমূহ (এই রক্ষাকবচগুলো না থাকলে, নিমেষেই পৃথিবী ভেপোরাইজড হয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে!) (তারা) পৃথিবীর ঘোরার সঙ্গে নিজেদের গতির-স্থিতির 100% নিখুঁতভাবে 'একমিল' রাখে। এই সব স্তরের কনস্টিটিউটিং পারটিকলস্-এর ডেনসিটি সর্বত্র সমান একরকম নয়। কোথাও কোথাও ঐ ডেনসিটি এতই কম যে, পারটিকলগুলো অনেক দূর দূর ছড়িয়ে বিছানো। ফলে এই সব অতীব সূক্ষ্ম (মানুষের হিসেবে) বরাবর ডেনসিটির জায়গাগুলো দেখাও যায় না— বোঝাও যায় না— ধরাও যায় না। এই জন্যেই (মানুষের মগজকে চমকে না দিয়ে) বোঝাবার জন্যে বলা যায় = "ব্ল্যাক স্পট" "ব্ল্যাক প্যাচ" "ব্ল্যাক হোল" এই প্রায়শূন্য ডেনসিটির প্যাচগুলি উপরের নীচের সমস্ত স্তর নিয়ে (ভেদ করে?) "টানা" (বিস্তৃত' টানেলের মত বলা চলে। এর লম্বা বিস্তৃতি, কোনো কোনো বিশেষ স্তর পর্যন্ত চলেও শেষ হয়। অর্থাৎ এই জায়গাগুলো সূক্ষ্মজায়গা।

ফলে, এই অলমোস্ট Blank ডেনসিটির (না-দেখতে পাওয়া) প্যাচে-হোলে-স্পটে যে জিনিস বা যা কিছুই পড়ুক না ক্যানো— য়্যাকেবারে সাক্ড অদ্রষ্টব্য হয়ে যায়, এবং হুউশ করে সাক্ড। (খুব বেড়ে মজার কথা, কি বলো? goose flesh হচ্চে না, কি?! য়্যাঁ!)।

মানুষের স্থূলচোখের দৃষ্টিশক্তি সীমিত। সূক্ষ্ম জিনিস দেখতে পায় না। যোগীদের সূক্ষ্মশরীরে ভ্রমণ, দেবতাদের, যক্ষ-রক্ষ-জিন্দ-পরী-গন্ধর্ব-অপ্সরা-ভূতযোনি-প্রেতযোনি, আমাদের চারিদিকে প্রায় সব সময় (ভূতযোনি) সর্বত্রই ঘুরছেন, যাচ্ছেন— আসছেন— দাঁড়াচ্ছেন ; সাধারণ আমরা দেখতে পাচ্ছিনে। কিন্তু তাদের সত্তা সত্য।

এই দীনাতিদীন পথিক ফকীর "মৃতভূত" তোমাদেরকে মিথ্যা ভাওতা দ্যয়নি।

অর্বাচীন 'সাইনটিস্টরা" ও (scientist), জানতে পেরেছে নিশ্চিতরূপে ANTI বা BLACK অ্যাটমের অস্তিত্ব। কিন্তু ধরতে পারেনি। অ্যান্টি বা ব্ল্যাক আটম্ বস্তু, রীজান Region, গ্লোবস আছে। এই গ্লোবের বাসিন্দা আছেন। এই সব জিনিসে আয়নায় দেখার মত উল্টো প্রতিফলিত হচ্চি আমরা।

এই Anti বা Black পৃথিবীর লোকেরা, আমাদের চাইতে অনেক অনেক বহু উচ্চস্তরের। এই Truth সব সময়ে মনে রাখবে ঃ আমাদের মা জননীর সৃষ্টির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণাটি পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত।

ঐ Black বা Anti জগতের "ওঁরা" ইচ্ছা মতন, নিজেদের যানবাহনে বেড়িয়ে বেড়ান (অবশ্যই তাঁদেরই বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে)। কখনো কখনো (ভেরী-ভেরী-রেয়রলী) অন্য গ্যালাকসীর দিকেও এগোন। বাট দে আর নেভার য়্যাল্লাওড ট্রান্সগ্রেসিং প্রোটেকিটিং-বেল্টস্। বি-কজ-কন্ট্যাক্ট মীনস্ ক্র্যাশ ব্যামমডাস্ট।

১৯৪৯-এ সর্বপ্রথম, ওঁদের জগতের সীমারেখা দেখতে পাই, —দূ-উ-র থেকে। প্রথমে তো বুঝে উঠতে পারিনি "ঐ দূরে, ঐ আভাসের মতন কী? কি ওদিকে?..."

[এই পত্র এসেছিল চারণের 'ঐ মহামানব আসে' আদিপর্ব গ্রন্থের ১৮৯ পৃষ্ঠা ও ১৯৪ পৃষ্ঠার বক্তব্যের আরো সহজ ও বিস্তৃত ব্যাখায়।]

চারণ অভিভুত হয়ে পড়ে যখন ভাবে এ কোন্ ভাগ্য যার জোরে চারণ মহাকালের এমন অপার করুণা, অনুপম স্নেহের অধিকারী হল, মনের মণি কোঠায় ছলছলিয়ে ওঠে স্বপ্নালু— বৃটিশ গোয়েন্দা বিভাগের ভাষায়— দেশনেত্রীর Large luminous চোখ দুটি। তাঁর আশীর্বাদে আজ এই সুযোগ।

মহাকালের আরো অনেক বক্তব্য প্রকাশের ছিল, যা পত্রাভাবে আগামী দিনের জন্য তোলা রইল।

বৈঠকে

মহাকালের বৈঠকে একটি বিষয় আলোচিত হয়েছিল, বক্তব্যের সঙ্গে সাম্প্রতিক কোনো কোনো ঘটনার ছায়া ছিল। বিস্ময়কর এই যে, যখনই কোনো ঘটনা পূর্ণতর রূপ নিতে যাচ্ছে, final shape নিতে যাচ্ছে, বা সেই final shape-এর কাজ শুরু হয়ে গেছে মহাকাল চারণের ধারণায় তার পূর্বমুহূর্তে এই সাধারণ অবুঝ শ্রোতাদের সে ঘটনার ইশারা দেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মার্কিণ শক্তির পরাজয় এবং কবি-রাষ্ট্রনেতার রাজ্যের স্বাধীনতার কথাও তিনি এমনি এক মুহূর্তে দীর্ঘ রাত্রিব্যাপী অনর্গল বলে গিয়েছিলেন। কারণ তাঁর ভাষায় 'তোমাদের পূর্বাহ্নে বলা মানে আরও পাঁচজনকে তোমাদের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া এবং ফলে সমস্ত পক্ষকে সচেতন করে দেওয়া'।

মহাকাল এই বৈঠকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি দেশে একটি খরস্রোতা বড়

নদীতে ভ্রমণের একটি বর্ণনা দিলেন। আর সেই সঙ্গে বলেছিলেন— "একটি রাজ্যে যার অস্তিত্ব নেই, সেই রাজার অত্যাচারে দেশবাসী অস্থির, কিন্তু তার একজন অত্যন্ত বিশ্বস্ত মন্ত্রী ছিলেন। তিনি সব সময় এই মহারাজার সব "Protect" করে কাজ করতেন। It is Historical fact। আমি শুধু রাজ্যের নামটা নিলাম না। Crown Prince, বল্লেন তিনি একজন Citizen হয়ে থাকবেন। অনুপরিমাণ বীজকে রোপণ করে করে তাকে প্রতিপালিত করলে একদিন এক বিরাট মহীরুহ হয়ে দাঁড়াবে। এই Crown Prince একা এক সংগঠনের মাধ্যমে monarchy থেকে presidentship শাসনতন্ত্র প্রচলন করলেন।"

আজ চারণ ভাবছে এ কোন রাজ্য, কী ঘটনাই বা ঘটলো সম্প্রতি, মহাকালের মাতৃযজ্ঞের কোনো আকস্মিক আরোপিত ঘটনা নেই, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসেবে তা বাঁধা, নির্ধারিত পথেই এগিয়ে চলেছে।

জয়শ্রী, বৈশাখ ১৩৮২
২০ মে, ১৯৭৫

দিন আগত ঐ

চারণ প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেনি। কয়েকটি ধারাবাহিক লেখা সে লিখছিল, এমন সময় এক বিপত্তি ঘটলো। প্রতি সাক্ষাতেই মহাকাল চারণকে বলতেন, তোমরা একাগ্রচিত্তে বসলে সহজেই কয়েক ঘণ্টায় একটি বিদ্যা অর্জন করতে পার, তোমার সূক্ষ্ম শরীরকে তোমার স্থূল শরীর থেকে বের করে আনতে পার। আর বিদ্যেটা রপ্ত হলে তুমি যা ভাববে তাই বাস্তবায়িত হবে। তুমি ভাবলে 'তুমি সহস্র মাইল দূরে একটি স্থানে' 'you resolve and you are there' এই ভাবনা ও ফলপ্রাপ্তির বিস্ময়কর বিদ্যার্জনের সাধনা চারণের সহজ সাধ্য মনে হয়নি কিন্তু মহাকাল প্রায়শই বলেন, একাজটা তোমরা নিজের অজ্ঞাতসারেই [মহাকালের ভাষায় ঃ প্রত্যেক মানুষই কিন্তু, নিদ্রাবস্থায় (সে বুঝতেও পারে না। কেউ-কেউ বুঝলেও সঠিক ভাবে ধারণা করে— একটা স্থির ধীরভাবে ব্যাপারটা জেনে, লাভবান হতেপারে না) প্রাণময় (বা সূক্ষ্মশরীরে) শরীরের স্থূল শরীর থেকে উদ্‌গমন (উদ্‌গমন = বাহির হওয়া) দুই রকমের হয় (১) বিজ্ঞাত উদ্‌গমন (২) অজ্ঞাত উদ্‌গমন। নিদ্রাকালে হয়। অজ্ঞাত উদ্‌গমন মানব মাত্রেরই— নিদ্রাবস্থায় এক অতি আবশ্যক কর্ম। এ সত্য তোমাদের বৈজ্ঞানিক ঢঙেও প্রমাণিত হয়েছে যে, জাগ্রত অবস্থায় প্রাণশক্তির যে ক্ষয় ক্ষতি হয় তারই পূরণ হেতু নিদ্রাবস্থায় অজ্ঞাত উদগমন হয়।] কিছুটা কর, যখন ঘুমিয়ে থাক, তোমরা যে স্বপ্ন দেখ তা প্রকৃত সত্য, তোমার স্থূল শরীরের বিশ্রামাবকাশে সূক্ষ্ম সত্তাটি তোমার ভাবনা নিয়ে বাইরে

আসে এবং তখন সে দেখতে পায় বাড়ির আলসেতে তেমনি আরও অনেক সত্তা পা ঝুলিয়ে বসে আছে। এই বসে থাকা পর্যন্তই তার ক্ষমতা, কারণ ঐ সূক্ষ্ম সত্তা কোনও অনুশীলনের ফল নয়।

চারণ আনমনে বসেছিল নানাভাবনা আলোড়িত করছিল মন। একটি দৃশ্যে উদ্বেলতা আসছিল একটি প্রেক্ষাগৃহে একটি সামাজিক ছায়াচিত্র হচ্ছে, সে সময় স্বাধীনতা পূর্বকালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন জাতীয় নেতাদের নানা ঘটনার উপস্থাপন হচ্ছে। প্রথম এলেন জাতির জনক কোনও বৃহৎ সভায় ভাষণ দিচ্ছেন, তারপর এলেন তাঁর প্রিয় জওহর। তারপর আজাদ, ইত্যাদি, কিন্তু দর্শকেরা নীরব নিথর প্রাণহীন, এমন সময় চারণের চমক ভাঙলো প্রেক্ষাগৃহ করতালিতে গমগম করে উঠলো, তাকিয়ে দেখলো পর্দায় দেশনায়ক সামরিক বেশে অভিবাদন গ্রহণ করছেন— সিঙ্গাপুরে। জনমনের এই আবেগ-মথিত সাড়া চারণকে ব্যাকুল করে তোলে। কী অপরাধ, কী হিমালয় প্রমাণ বাধায় এঁকে দেশবাসী দূরে সরিয়ে রেখেছে।

আকস্মিক ঘটনা ঘটল, মহাকাল চারণের সামনে দণ্ডায়মান, আর চারণ দুটি সত্তায় বিভক্ত, একটি স্থূল শরীরী সত্তা অন্যটি স্থূল-দৃষ্টির অগোচর সূক্ষ্মসত্তা। নিমেষে মহাকাল এক জ্যোতির্ময় আলোক-সত্তায় রূপান্তরিত হলেন আর চারণ তাঁরই অনুগমন শুরু করলো।

চারণ চলেছে, মহাকাল নিয়ে চলেছেন, অথবা চারণ কি ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে—

'আকাশের অ-নে-ক স্তর আছে। এমনিতে তো, চলতি কথায় ওপরের আকাশকে ব্যোম বলা হয়। কিন্তু আকাশের সবটাই-ই ব্যোম। এই আকাশের (ব্যোমের) ব্যাপ্তির পরিধির শেষ হল মহাব্যোমে অথবা, অন্যশব্দে মহাব্যোমকটাহে (এই শব্দটাই ঠিক)। মহাব্যোম কটাহদ্বারা এক একটা ব্রহ্মাণ্ড ঘেরা থাকে! ব্যোমের বা আকাশের অনেক গুণ— অনেকরূপ— অনেক ক্রিয়াকর্ম— অনেক রকমের শক্তি অনেক Duty আছে। প্রাণদায়ী— মৃত্যুদায়ী— ধারক বাহক সঞ্চালক— রূপ-অরূপ কারক— রূপ অরূপদায়ক— প্রতিফলক— Recurrent— সংরক্ষক etc ইত্যাদি ওস্তাদি প্রভৃতি...

তাহলেই তোমার বুঝতে একটুও অসুবিধে নেই যে, এই আকাশ OR ব্যোম্ তোমার আমার, (সর্ব জীবযোনি) প্রাণীর মধ্যেও রয়েছে। তোমার তৈরি হওয়ার একটি প্রধান তত্ত্ব = আকাশ, এটা তো জানোই।

এই আকাশ OR ব্যোম (ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুৎ-ব্যোম) তুমি আমি ঘোড়া গাছ মাটি পৃথিবী ভেতর-বাহির— সব কিছুরই ভিতরে-বাইরে-চারিদিকে-দশদিকে— ব্যাপ্ত; এটা বুঝতে তোমার মোটেই অসুবিধে নেই। সুতরাং তোমার দ্বারা যা কিছু মনন-বচন-শরীর দ্বারা হচ্চে তা সবই তো অতি স্বাভাবিক ভাবেই "রেডিয়ো" (রেডিয়েশন) টেলিভিশন— টেপমেগনেটিক-রেকর্ডার-ডিস্করেকর্ডার— গুণধর্ম বিশিষ্ট, তোমারই

ব্যোম OR আকাশতত্ত্ব দ্বারা (তোমারই ভেতরে-ও-এবং) বাইরে ও— বাইরের ব্যোমে i.e. আকাশে ঃ রেডিয়ে-টেড-টেলিভাইজড্— ম্যাগনেটিক্যালিটেপরেকর্ডেড এবং ডিস্করেকর্ডেড হচ্চে এবং হবেই।

মনে রেখ সৃষ্টির অনুপরমাণু, তুমি আমি সবকিছুই = ম্যাগনেট এবং ম্যাগনেটিক গুণধর্ম-বিশিষ্ট।

আসল সত্য এই যে (যদি না জানো, তবে চমকে উঠো না! আমি নিজে জানি এবং হামেশাই এটি দরকার মত ব্যবহার করি ; কর্ত্তে হয় Rather) তুমি আমি সবাই সবকিছুই হচ্চি— ভাইব্রেশনস্ মাত্র (আর কিচ্ছু নয়) যাকে সলিড বলো— তা সবকিছুই "ভাইব্রেশনস্-এর ভয়ঙ্কর ডেন্স-অ্যাণ্ড-গ্রস ফ্রিকুয়েন্সির-স্পন্দন— সমষ্টি মাত্র।

"কায়ামনসা বাচা যা কিছু হয়" তার কোয়ালিটি ভেদ আছে। অনেকগুলোই উপরের দিকে চালিত হতে পারে ; উপরের কোনো কোনো স্তরে হয়তো তার রেডিয়েশন ফ্রিকুয়েন্স এবজরবড হয়ে যায় মানে ধরা থাকে। কতকগুলো খুবই অল্প, আরো উপরে ধরা থাকে। আবার দু একটা মাত্রই একেবারে মহাব্যোমে— রিসিভার রেকর্ডার তক্ পাড়ি দিল।

—মহাব্যোমে এই পৃথিবী-এবং সম্পূর্ণ সৃষ্টির সবকিছুই প্রতিফলিত হয়ে ধৃত হয়ে চলে। (কত যুগ i.e সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি) নিত্য নৈমিত্তিক খণ্ড প্রলয়-মহাপ্রলয়— দুইটি সন্ধি শক্তি etc. সব কিছুই।...

চারণ মহাকালের সঙ্গে ভেসে চলেছে। স্তরের পর স্তর। তরঙ্গের পর তরঙ্গ। নির্মল আনন্দে হাল্কা হয়ে চারণ আনন্দ সাগরে ভেসে চলেছে। আর মহাকাল এক জ্যোতির্ময় প্রাণময় আলোক সত্তা। সেই জ্যোতির্ময় সত্তা অতি দ্রুতবেগে কোথায় অদৃশ্য হল, চারণ তা অনুমান করার পূর্বেই এক তপস্বীর তপোবনে উপস্থিত। চারণ মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো, সেখানে কত পরিচিত জন, প্রথমেই চারণের দেখা হল বিপ্লবী দার্শনিকের সঙ্গে। তিনি স্মিত হেসে বললেন সময় নেই বড় ব্যস্ত। চারণ মনে মনে ভাবছে এখানে কিসের ব্যস্ততা, এই বিস্ময়কর রাজ্যে তো কাউকেই বোধ করি মুখে প্রকাশ করতে হয় না, এই অনুভূতির রাজ্যে, বিপ্লবী দার্শনিক অনুভব করতে পারলেন চারণের ভাবনা 'তোমাদেরই জন্যই, আমরা আমাদের পার্শ্ববর্তী সকল স্তরের সত্তারা এবং উর্ধ্বতন সত্তারাও একই কর্মে লিপ্ত। কিছু ভেব না, শুধু সাবধানে থেকো, তিনি (মহাকাল) ফিরে পাবেন তার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা'। মনে পড়ে যায় চারণের মহাকাল বর্ণিত ভূততত্ত্বের কথা, নলরাজার উল্লেখ ইত্যাদি— একীভূত লোক?— এরা যে সবাই ব্যস্ত একই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য এদের না আছে বার্ধক্য, না আছে জড়া, এরা চির যৌবনের দূত, অসীম অনন্ত শক্তির অধিকারী এরা। চারণের দেখা হোল

দেশনেত্রীর সঙ্গে, মহাকাল বহুবার বলেছেন— তোমাদের দেশনেত্রী আমার এখানেই আছেন। আজ তা মনে প্রাণে বিশ্বাস না করে পারল না চারণ। দেশনেত্রীর প্রিয় গান হচ্ছে, 'কি পাইনি তার হিসাব মিলাতে' 'জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান', আর বিপ্লবী দার্শনিক তাঁর পুরনো বন্দী-জীবনের এসরাজটি নিয়ে বসেছেন গাইতে— 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী'।

চারণের সমস্ত শরীরে ব্যথা, শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, আচমকা যেন নিদ্রাভঙ্গ হল, এ কি এত দীর্ঘ সময় কোথায় ছিল? কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে, সবারই কণ্ঠ রুদ্ধ, ভীত সন্ত্রস্ত। কীসের ভয়? চারণ বুঝতে পারে না।

১৯৪৭ সালে যে রক্তাক্ত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে একটি দেশে স্বাধীনতা এসেছিল দ্বিখণ্ডিকরণের মাধ্যমে, সেই মসীলিপ্ত দিনটিতে প্রত্যুষে সংবাদ এলো স্বাধীনতালব্ধ স্বজাতি-শাসিত রাষ্ট্রের কর্ণধার তার আত্মীয় পরিজনসহ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন। চারণের মনে পড়ে যায় যেমন স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ে এক একটি অঞ্চল মুক্ত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে কাতারে কাতারে এপার বাংলার মানুষ ছুটেছিল ওপারে, সে সময় চারণের কাছে মহাকালের বজ্রনির্দেশ 'ওপারে যেওনা' মনে পড়ে। তেমনি শেষ সাক্ষাৎকারের সময় মহাকাল অকস্মাৎ একদিন বলেছিলেন তোমাদের সকল ক্রিয়াকর্ম, আত্মীয়-পরিজন সন্দর্শন ইত্যাদি সবই ১৯৭৫ সালের অষ্টম মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের পূর্বে সারবে। ১৪ইর পর ওদিকে কিছুতেই থাকবে না। এ কথার তাৎপর্য এবং তার গভীরতা আজ চারণের মনে বিস্ময় জাগায়।

ক্ষণস্থায়ী সাময়িক চাঞ্চল্যকর কী হয় না, হয় এই দোলায়িত যে জীবন যাত্রা, জীবনভর এই যে নৈরাশ্যময় দিন গোনা তার সমাপ্তি সংগীত বোধ হয় শুরু হয়েছে, নিত্য নবীনের আগমনী ধ্বনি চারণ শুনতে পাচ্ছে। তাই মহাকালের চিরন্তন লোকোত্তীর্ণ জীবনচর্যা জীবনভাবনার কথা চারণ বারবার দেশবাসীকে শোনাচ্ছে, স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

বাঙ্গালীর সংস্কৃতি, বাঙালী গৃহস্থ ঘরের অনুপম দৃশ্যগুলি কখন-সখনও যখন মহাকাল অঙ্কিত করেন তখন বিস্ময়কর লাগে এই বাউণ্ডুলে ভবঘুরে মানুষটি কখন এতো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাদের গার্হস্থ্য-জীবন দেখলেন। মহাকালের বৈঠকে একদিন বাঙালী ঘরের গৃহিণীরা কিভাবে স্বামীকে পরোক্ষে ইশারায় তাদের সব কথা বলছেন, এবং সেই বলার মাধুর্য বর্ণনায় মহাকাল মায়ের একটি রূপ চিত্রিত করলেন।

বলছেন বাঙালী মা বসে আছেন, তার কোলে একটি, একটি পিঠের দিক থেকে চড়ছে, একটি হয় তো আঁচল ধরে আঙ্গুলই চুষছে আর মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, আরো একটি হয় তো মার থুতনি ধরে টেনে কিছু একটা বোঝাতে চাইছে, আর সেই মুহূর্তে গভীর স্নেহে সিক্ত মাতৃ-মুখমণ্ডলের অপার মহিমা বর্ণনাকালে মহাকাল বলছেন—

কী হাসি সে হাসি, কোন্ সে ছটা, সে চোখের দৃষ্টিটা কেমন, কোন্ সে বাৎসল্য প্রেমের সমুদ্র ভেতরে উথলে ওঠে। অপূর্ব ! কলি যুগে সব জায়গায় ভেজাল। কিন্তু এখনও কোনও কোনও ঘরে এই মাতৃত্ব রয়েছে তাই দুনিয়া টিকে আছে।'

' আমাদের হাসি লাগে বাংলাদেশের পুরোনো সংস্কৃতির মায়েরা কেমন ইসারা করে তাদের স্বামীকে বলে দেন, আর কেউ না বুঝলেও স্বামী ঠিক বুঝে ফেলেন।'

'আমার সঙ্গে কিন্তু মায়ের সম্পর্ক অন্য রকম। আমি সব সময় মার সঙ্গে ঝগড়া করি। মা কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে একজন পূর্ণ Dictator। সব সময় পাশা ফেললেই মায়ের দিকে বারো আনা। আমি মধ্যে মধ্যে ভয়ানক বিদ্রোহ করি। আবার কখনো কখনো যখন খুব ভাল থাকেন আর দেখেন যে ছোঁড়াটা নেহাৎ একেবারে বয়ার বাগ মানছে না তখন 'ও, আর পারিনা' এই ভাব দেখান। (বলতে বলতে কোথায় যেন মহাকালের মন তন্ময় হয়ে যায়। কিছুক্ষণ সব নীরব।) মায়ের এমন কতকগুলো কীর্তি আছে বা ব্যাপার আছে, বা phases আছে অর্থাৎ মা কাজ করছেন এমন সময় বাবা কোথা থেকে এসে গলাখাকরী দিতে লাগলেন যেই মার দৃষ্টি তাঁর ওপর পড়লো, তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। সাধে কি আর মায়ের নাম বাবা জপেন। অবশ্যি এই দুই জনাই,— না বাবা বলবো না। বলে ফেললেই আবার কী ব্যাপার করে বসেন, ওরে তুই বলেছিস? এই জন্যই আমি আপ্রাণ চেষ্টা করি মা এই শব্দ সম্পর্কিত কোনও প্রসঙ্গ না ওঠে।'

মহাকাল মাতৃসাধক, চির-উদাসী পথিক ফকীর। তাঁর কর্মসাধনা অন্তহীন নয়। ভাঙাগড়ার কারিগর এবার মায়ের পূর্ণ মর্যাদা স্ব-ভূমে প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত কর্মে লিপ্ত হচ্ছেন, তারই বার্তা বয়ে আনছে নানা লোক থেকে, 'দিন আগত ঐ'। চূড়ান্ত ধ্বংস ও পরিপূর্ণ সৃষ্টির জন্য প্রস্তুতিই যার একমাত্র পরীক্ষা।

জয়শ্রী, আশ্বিন ১৩৮০
অক্টোবর, ১৯৭৫

'দিবস রজনী আমি যেন কার আশায় আশায় থাকি'

১১ ঘণ্টা একটানা বিশ্ব চরাচরের আনুপূর্বিক ইতিবৃত্ত সম্বন্ধিত দুই সহোদর ভ্রাতার আলাপ, সংলাপ, আলোড়ন, বিলোড়ন, মনের নানা ইশারা চারণ শুনে তার ছেড়াপাতায় সংযোজন করে যখন অগণিত উৎসুক চোখের দিকে চাইছে তখন সে অকূলে ভেসে চলেছে। তবু চারণ তাগিদ অনুভব করে কিছু একটা বলার, যে বলার শোনার আকাঙ্ক্ষায় বিগত কয়েকটি বছরে চারণের সঙ্গে এক বিশাল জনসমুদ্রের

অকথিত অলক্ষ্য সেতু-বন্ধ রচিত হয়েছে, সেই অসহায় নিরুপায় চোখের আর্তি চারণ উপেক্ষা করতে পারে না।

আশ্চর্য, এত ভাবনার মধ্যে একটি পরিবেশিত সংবাদে চারণের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়—
WORLD NEWS...Jerusalem Dec. 21, 1975.

A spokesman for Israeli Foreign Minister Mr. Yigal Allon has confirmed a report which appeared to-day in a Israeli news-paper Yedioth Aharomoth that Mr. Allon had secret meeting during a lightning two-day visit to Europe a week ago, reports A.F.P.

The news-paper citing reliable sources said that his 'secret and personal mission' had probably been to Switzerland where he had met with a political figure of the greatest importance. The spokesman said he had visited two European capitals.

Amrita Bazar Patrika
21-12-75

মন্তব্য নিস্প্রয়োজন। এমনি এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব পৃথিবীর এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত আজ দাপিয়ে চলেছেন। ধাপে ধাপে তার কর্মসূচীর উন্মোচন হচ্ছে।

চারণের ১১ ঘন্টার ঝড় কাগজে কলমে হয়েছিল, আর এই ১১ ঘন্টার ঝড় বিশ্বমানচিত্রে ছিল ড্রাগনের দেশ, সমাজতন্ত্রের জিম্মেদার ভাল্লুকের দেশ, তৈল রাজত্ব, স্বদেশ ও 'সোনার বাংলা' গানের দেশ।

ড্রাগনের দেশের সঙ্গে মহাকাল আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ তাই উভয়ের আলাপ-আলোচনা এত নিবিড়— 'একজন বলছেন দণ্ড আমি পেয়েছি তথাপি ভগবান আমার ছেলেকে নিয়ে নিলেন, It was his words 'God has punished me'এবং তারপরে দীর্ঘ ৫ বছরে আমাকে আত্মনির্বাসিত জীবন যাপন করতে হয়েছে, আর ভুল হবে না।'

অপর জন উত্তর দিলেন, 'যদি পুনরায় ভুল করে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রাচীন ভীম দুর্যোধনের নাট্য শুরু করতেই হয় তাহলে আগামী সময়ে যে ব্যাপক গুতোগুতি লাগবে সেই গুতোগুতির পাল্লা যে কোনও একটি পাল্লা বেশী ভারী করে একজন কি করতে পারে এটা তুমি ভালই বোঝ।

একজন বলছেন— 'সত্যি আপনার জন্য ভয় হয়— একটা হাতীকেও পিঁপড়ে ভেঙ্গে ফেলতে পারে কিন্তু যখন ভাবি উনি 'মৃত' মৃত হওয়াতেও এঁর প্রাপ্তি করবার কিছু নেই খোয়াবারও কিছু নেই, জীবিত হলেও যাঁর প্রাপ্তিও কিছু নেই খুইয়ে ফেলবারও কিছু নেই। যেখানে প্রাপ্তি এবং অপ্রাপ্তির বন্ধনই যার নেই তাকে নাড়াচাড়া করতে একটা অজানা ভয়ের প্রশ্ন ওঠে বৈকি'।

অপরজন সহোদর বন্ধুর বুকে হাত রেখে বল্লেন ভয় আপনার?

তিনি জবাব দিলেন 'আমি তো ভয়শূন্য নই তাই যদি হতে পারতুম তবে পুত্র হারানোর মত দুঃখে ভগবানের প্রতি আমার অভিযোগ আসতো না, আমার ভেতরে কাব্য ছিল এবং আছে বলেই একজন অভিনেত্রী আমার জীবনে দ্বিতীয়বার স্থান পেল। প্রাপ্তির যেখানে আশা আকাঙক্ষা, অপ্রাপ্তির ভয় তো সেখানে। আপনার শক্তির উৎস হল আপনার সীমাহীন একলা পথ এবং শব অবস্থা আর আপনার অবস্থায় লোকে স্বীকার করুক আর না-ই করুক অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে শঙ্কা জাগায়।'

চারণের দৃষ্টিপটে বিশ্বরঙ্গমঞ্চের নানা ঘটনাবলী অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত উন্মোচিত হয়ে পড়ে, কিন্তু যার প্রতিফলনের নির্দেশ চারণ পায়নি। তাছাড়া কতটুকুই বা চারণের বোঝা সম্ভব, একই বৈঠক, মাতৃসাধনা, সাহিত্য সম্রাট শরৎচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র দের গান কত কি প্রসঙ্গে এবং অবলীলা আলোচনা চলেছে তার ইয়ত্তা নেই। আজ মনে পড়ে এমনি কোন এক বৈঠকে তারাশঙ্করের সমগ্র রচনার আদ্যোপান্ত আলোচনা করে, প্রতি গ্রন্থের চরিত্র চিত্রণ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ, উদ্ধৃতি সহযোগ করেছিলেন তার ইয়ত্তা নেই। এবং তারই মধ্যে অকপটে বলেছিলেন 'জান ঐ মানুষটির সঙ্গে আমার কী সম্বন্ধ ছিল?' চারণ কেবলি ভাবে কবে কে কিভাবে এই মানুষটির বিরাটত্বের সামান্যতম বৈজ্ঞানিক ভাষায় 'মডেল' তৈরী করবে।

১৯৪৫ ও ১৯৭৫ এই ত্রিশ দশকের ব্যবধানে, একটি মানুষ তার জাগতিক সকলপ্রকার শক্তির উর্ধ্বে যা বুদ্ধি ও অনুভবেরও অগম্য এক দৈবী শক্তির অধিকারী হয়েছেন তা চারণ ব্যাখ্যা করতে পারে না। কোনো একটা প্রসঙ্গ আলোচনায় উঠলে তার আদি ও অন্ত সম্বন্ধে কোনো ফাঁক থাকে না। রন্ধনই হোক আর সঙ্গীতই হোক।

চারণ অনুভব করে যদি তার অগণিত পাঠক কায়মনোবাক্যে একাগ্রচিত্তে এই বিস্ময়কর ব্যক্তির পূর্ণরূপটি অনুভব করতে, হৃদয়ঙ্গম করতে চেষ্টা করেন তাহলে আগামী দিনের ঘটন-অঘটন অনেক কিছুই তাদের কাছে সহজবোধ্য হবে। শুধু তাই নয় যে মানুষের মধ্যে দেশের সংস্কৃতি, দেশের ঐতিহ্য, ইতিহাস, শিল্প, সাহিত্য সংহত রূপ নিয়েছে, যিনি এ সমস্তকে আত্মস্থ করেছেন, করে অচলকে চলমান করেছেন, এই সামগ্রিক জীবনে চলমানতা এনেছেন, যার মন আজও কৈশোরের লীলা খেলায় বিন্দুমাত্র দ্বিধান্বিত নয় তাঁকে— মহাকালকে— জানা সহজ হবে— বোঝা সহজ হবে— এবং তাঁকে প্রণাম করে তাঁরই পথে অনুগমন করার সংকল্প নেবে।

পৃথক পৃথক সময়ে চারণ যা শুনেছে তার একটি ক্রমিক সংখ্যা দিয়ে বিবৃত করছে :

বৈঠক ১

একদিন মাকে জিজ্ঞাসা করলাম আচ্ছা পুতুলেরও মন আছে কি? মা জিজ্ঞাসা করলেন তুই কি বলিস? বল্লাম হ্যাঁ আছে। মা বল্লেন তুই বড্ড এচড়ে পেকেছিস। আগে

জানতুম না পরে জেনেছি chaitanya in comatoze। মারণাস্ত্র মরণযজ্ঞের হোতা, হোতা ততক্ষণ যতক্ষণ impersonal।

মা খানিকক্ষণ চুপ থেকে ডান হাতটা উঁচু করে ইসারা করলেন, মার থাপ্পর!

—মহাকালের মায়ের সঙ্গে এভাবেই সংলাপ চলে। আর সেই কথা বলতে বলতে কখনো কোনো সুদূর গহনে সমাহিত, কখনো অঝোরে বর্ষণ।

"আমি অপেক্ষা করছি, মা আমাকে এই farcical stage act থেকে কবে সরিয়ে নিয়ে কোলে তুলে নেবেন? যদি বল farcical কেন? ভীষ্ম আমি, শশধরা বসুন্ধরার ধর্মত আইনত অধিকারী আমি— I declared I am stepping aside from the path of ruling and reigning the world। পিতৃদেব দেখলেন, তাই ত এত বড় renouncing। এত বড় সন্ন্যাস। তিনি বরদান করলেন ইচ্ছামৃত্যু।

আমার ইচ্ছামৃত্যুতো বরদানের অপেক্ষা রাখে না, এটা তো inherent, এর চাইতেও বড় নাটকীয় জীবন দেখাতে পারো কী চারণ? মা সবই জানেন তাই বল্লেন আচ্ছা।

বিদ্রোহ আমি করিনে, তবে বিদ্রোহের সুর শোনাবার অধিকার আছে তো?

বলেছিলুম, না হয় আমাকে কোলেই তুলে নিন। বল্লেন সে কেমন করে হবে? প্রসব করেছি আমি কোলেও তুলে নেব আমি। আরেকটু সময় যাক এমন সুন্দর জায়গায় রাখবো, তখন তুমিও সব ভুলে যাবে।

কর্মই জীবন— Discipline— ব্যাপকার্থে সাধনা— আজ নয় কাল, এখন নয় পরে— দেখছি চেষ্টা করছি এই ধরনের কোনো উত্তর চারণের তরফ থেকে হওয়ায় মহাকাল বল্লেন—

আমার জীবনে এবার এসে করবো তার স্থান নেই। যা করতে হবে তা করতেই হবে, তার মধ্যে এবার বা অমুকের প্রশ্ন নেই। এ জীবনে সব সময় মনে রাখতে হবে এবার নেই, সব সময় এই মুহূর্তে। আমার রাস্তায় every one of us live by the surviving seconds। We know it, এখন আছি এই বাঁচারও শেষ এই মুহূর্তেই হতে পারে। This is the reality। প্রত্যেকের জীবনের এটাই reality।

বৈঠক ২

পামীর থেকে Alps পর্যন্ত নিয়ে যেখানে সমুদ্র মিশেছে এই Himalayan Region কে I know like my palm। Badrinath-এর নিকট মানাগাঁও, বসুধারা অলকা শতপন্থ, ব্রহ্মকুন্ড, রুদ্রকুন্ড, শিবকুন্ড, থুরীর মঠ— এটা হল লামাদের Indiaর দিকে last very reknowned monastary— এই থুরীর মঠ আমাদের খুব প্রিয় ছিল। সপ্তঋষি বলে একটা জায়গা আছে তা এমন সুন্দর তার চারদিকে ৭টি পাহাড় মধ্যে একটি সুন্দর

হ্রদ। যেখানে মিশেছে সেখানে শত সহস্র গুল্ম। আমি প্রায়ই ওখান দিয়ে pass করতুম। ঐ জায়গা দিয়ে যেতাম কারণ আমাদের তিন চারটে থাকার জায়গা আছে। আমি একটা standing order দিলাম, এখানে যারা হাগবে মুতবে, তাদের shoot them। একবার ঐদিকে আমি আসছি, সঙ্গে আমরা মোটে দুজন, হঠাৎ অবাক হয়ে দেখলুম যে একজন পাহাড়ী ভূজ গাছের ডাল ভেঙ্গে একটি লাঠি করেছে আর গুন গুন করতে করতে আসছে। আমাদের ভাব হল এমন একটি সুরক্ষিত জায়গায় যা কেই জানে না, অন্যে জেনে ফেল্লো। উল্টে ঐ পাহাড়ী জিজ্ঞাসা করলো আপনারা রাস্তা ভুল করে এসেছেন কি? ওর ধারণা আমরা যাত্রী, পথ ভুল করে এসেছি। লোকটি বল্লে, 'ত্রিশূল'-এ যাব তাই এই পথে short cut যাচ্ছি। ঐ সমস্ত এলাকায় হাজার রকমের রঙ-বেরঙের ফুলের মেলা। হ্রদ থেকে পাহাড়ের একটু উঁচু পর্যন্ত। পাহাড়ীটি বল্লে, ভুলেও যেন এই ফুলের গন্ধ শুকবেন না বা খাবেন না কারণ এসব দেবতাদের স্থান। মনে পড়ে গেল কালিদাসের দেবতাত্মা হিমালয়ের কথা। "বসুন্ধারা"-তে এক সাধুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, আমার মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় যে জড়িবুটি খেয়ে অদৃশ্য হয়ে যাই। সময় থাকলে হয়তো এর সেবা করে জেনে নিতুম, তবে আমার দরকারও নেই সময়ও নেই।

একটি লতা আছে— তার একটি মাত্র গুণ আছে, একটি বিশেষ দিনে বিশেষ নক্ষত্রের স্থানে স্নান করে লতাটি সমূলে উপড়ে শিকড়ের নীচের অংশটি ছিঁড়ে ডান হাতের মধ্যে শক্ত মুঠিতে ধরে রাখলে কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখবে একটি বিশেষ আসরে এসে পৌঁছে গেছ। সেখানে স্বাস্থ্যবান ও স্বাস্থ্যবতী নারী পুরুষ নাচ গান করছেন। গন্ধর্ব ও অপ্সরা দেবযোনির, এঁদের বিভিন্ন জায়গায় এমন আসর আছে। যদি সেটি ধরে রাখতে পার দেখবে ঐ নাচ গানের পর তুমি পুনরায় নিজ স্থানে পৌঁছে গেছ।

বৈঠক ৩

"Democracy can function only in a disciplined population. Indisciplined Democracy is nothing but mobocracy or factionalism. It is synonymous with Demonscracy."।

International dealings এ there is no eternal friend or foe.

বৈঠক ৪

'পথের দাবী' proscribed হয়েছিল জান? তখন সর্বক্ষণ ওটা আমার সঙ্গেই থাকতো। হাসতুম, শরৎবাবু ওর মধ্যে একটা impossible action ভরে দিয়েছেন। সব্যসাচীকে প্রথমে যে ভাবে দাঁড় করিয়েছেন, ঐ cadre-এর লোক, উনি ওকে দিয়ে যা যা করিয়েছেন, করবে না। করতে পারে না। ওত যেন Typical নাটক। ঐ cadre-এর

একজন Revolutionary ঐ কাজ করতেই পারে না। প্রথম কথাই হল বিপ্লবী কখনো মেয়েমানুষের মুখ শুঁকতে দেবে না, সে স্বর্গের দেবীই হোন বা অন্য কেউ। দ্বিতীয়ত ঐ রকম পরিবেশে ঐ রকম কাজ করতে পারে না। তৃতীয় হল, একজনকে গুলি করতে পিস্তল ওঠালেন, একজন মেয়েমানুষ হাত ধরলেন আর গুলি miss হোল। যে ভাবে চরিত্র delineation হয়েছে তা আমার রুচিতে বাধে। delineation অন্যভাবে হলেও চলত।

একবার কোনো একটা Railway junction-এ wait করতে হলে সে Junction এ কলকাতা থেকে লম্বা পাড়ি দেওয়া ট্রেন থামল। আট-দশ জন দৌড়ে আমার কাছে এল, কেষ্টদা (কৃষ্ণচন্দ্র দে) পাঠিয়েছেন— বল্লে কেউ আপনাকে দেখে তাঁকে বলেছেন তাই তিনি পাঠিয়েছেন। কাছে গেলাম, হাত দুটি ধরে বললেন একটি গান শোনাই— এটাই তাঁর আমার সঙ্গে সাক্ষাতের রীতি ছিল— তিনি গান শোনাচ্ছেন, এদিকে যাকে গান শোনাচ্ছেন তার দিকে তাকিয়ে ভীড় জমে গেল। গার্ড এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল— signal এর নিশানা বগলে চেপে ধরে। ২০ মিনিট পর গান শেষ হলে, ট্রেন ছাড়লো। দুটি আপেল ওঁর হাতে তুলে দিলুম। সারাজীবন চলতে চলতে এই ছোট ছোট হীরে, এই মণি মাণিক্যের কুচো জমা রয়েছে কখনো কাঁদি কখনো বিষণ্ণ হয়ে উদাস হয়ে যাই।

যখনই এই দেশে কোনো কর্মবীর এসেছেন আমরা তাড়াতাড়ি তাঁকে দেবতা বানিয়ে নিজেদের দুর্বলতা ঢাকি। রামচন্দ্র দেবতা ছিলেন না, শ্রীকৃষ্ণ দেবতা ছিলেন না, তাঁরা আমাদের মতনই মানুষ। নিজেদের দুর্বলতা, নিজেদের ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতা নীচতা স্বীকর করবার ক্ষমতা নিজেদের নেই তাই তাঁদের দেবতা বানিয়ে নিজেদের দুর্বলতা ঢাকি। এটা আর কিছুই নয় তাঁদের ক্রিয়াত্মক দিকটাকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা।

মহাকালের এক অন্তরঙ্গ অভিন্ন হৃদয় বন্ধুর কথা দিয়ে চারণ এবারকার কাহিনী শুরু করেছিল, সেই কাহিনী লিখতে লিখতে দ্বাপার অক্ষরে একটি ইতিহাসের যবনিকা হল। ১৩৮১ পৌষ সংখ্যায় প্যারী বৈঠকে জনৈকের উক্তির উল্লেখ ছিল, ১১ ঘন্টার শ্রুতিলিখনে সে প্রসঙ্গও উল্লেখিত হয়েছিল, একজনকে বিশ্বের সেরা Diplomat-এর শিরোপা দিতে দ্বিধা হয়নি মহাকালের এবং এক সময় বলেছিলেন, বড়ভাইকে নির্দেশ দেওয়া আছে রাজ প্রাসাদোপম চিকিৎসাকেন্দ্রেই যেন সে থাকে আরামে, তার বিশ্রাম দরকার।

মহাকাল-এর এত অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকা সত্বেও— 'আমি অন্তত নিরঙ্কুশভাবে নিঃসঙ্গ। আমার কোনও সঙ্গী নেই। কিন্তু পৃথিবীতে কেউ সঙ্গী ছাড়া থাকতে পারে না। আমারও একটা twinself আছে। এই পৃথিবীতে প্রত্যেকটি মানুষ যখন জন্ম নেয় তার সঙ্গে সঙ্গে তারই সঙ্গে জন্ম নেয় একটি twinself এটা হোল একটা

unalterable law। Twinself কারুর ভেতরেই থাকে কারুর বাইরে। ভেতরের twinself অদৃশ্য অশরীরী হয়ে সব সময় সঙ্গে থাকে, এর কাজ হোল নিজেরই যমজ আত্মাকে পরামর্শ দেওয়া ভালমন্দ বলে দেওয়া। আমার twinself আমারই ভেতরে।

এ পৃথিবী কিসে চলে? এ পৃথিবী চলছে ভাবনার উপর। এই ভাবনাই মানুষকে দেবতা বা পিশাচ করে। তাকে উঁচুতে নিয়ে যায় অথবা গভীরতম গহ্বরে ফেলে দেয়। কোনো স্ত্রীলোককে মা ডাকছে এই ভাবনা তোমায় পিশাচ হতে দিচ্ছে না। একটি মাত্র ঘরে পিতা যখন তার কন্যার দিকে তাকাচ্ছেন তখন কি স্নেহের ভাবনা ঝরে পড়ছে। ভাই যখন তাকাচ্ছে তখন তার বোনকে রক্ষা করার সঙ্কল্প জেগে উঠছে। তার ছেলে যখন তাকাচ্ছে তখন প্রেম উদ্বেল হয়ে উঠছে। আর স্বামী যখন তাকাচ্ছেন বাসনা জাগছে।

কত বিষাক্ত জীব আমায় ভালবাসে। বোলতা ভোঁ করে আমার কাছে এসে থমকে থাকে। এই সমস্ত জায়গায়ই কাজ করছে ভাবনা।

চিন্ময়ী ও মৃন্ময়ী মায়ে তফাৎ নেই। মৃন্ময়ী মা ঐ চিন্ময়ী মায়েরই অংশজাতা।

তোমরা কামনাকে বল প্রেম। যতক্ষণ পর্যন্ত, শারীরিক সম্বন্ধ আছে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রেমের গন্ধ পর্যন্ত নেই, ছোঁয়াচ নেই। প্রেমের সিংহদ্বার খুলবে তখন যখন দৈহিক, শারীরিক ঐহিক সম্বন্ধের ইচ্ছা শেষ হবে। প্রেমের ভগবান দাঁড়িয়ে আছেন অধীর হয়ে ঐ দরজার ওপারে। সিংহদ্বার খুলে যাবে সেই মুহূর্তে মুহূর্তে তুমি ঐ সম্বন্ধগুলি ত্যাগ করবে। উপনিষদে তার একটি কথা পাবে 'প্রেম স্বরূপ ভগবান'। কোথায় খুজচ তাঁকে? তিনি রয়েছেন তোমারই ভেতরে। কামনার দীপশিখা বুজিয়ে দাও প্রেমের দীপ শিখা জ্বেলে দাও। পলতে দুটো, তেল একটিই। প্রেমের জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান শুধু তুমিই হলে না, জ্যোতির্ময় করে দিলে তোমার ভগবানকে। তোমার মায়ের মুখ আলোকিত হল। রাস্তা তোমার শেষ হল।

মনে রেখ সৌন্দর্য বিকশিত হয়, এই সৌন্দর্য সর্বব্যাপী দৈহিক, চারিত্রিক, প্রাণের অন্তঃকরণের (মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার একটু ব্যাপক অর্থে এই চারটি নিয়ে) হৃদয়ের, প্রজ্ঞার, বুদ্ধির কাজের সৌন্দর্য পার্থিব জীবনের প্রতিটি segment এর সৌন্দর্য আকর্ষিকভাবে বিকশিত হয়, তার উপযুক্ত আবরণ যদি থাকে তবে।

মূলকথা হল যতক্ষণ তুমি সত্যি সত্যি পরিত্যক্ত হওনি in the same token তুমি সব কিছু পরিত্যাগ করনি, ততক্ষণ পর্যন্ত এটা তোমার বোঝা অসম্ভব সত্যিকারের ভালবাসা কি! যতক্ষণ আমি আমার soil স্পর্শ করে ছিলাম ততক্ষণ আমি জানতাম না কতটা ভালবাসি, আজ আমি নির্বাসিত, পরিত্যক্ত। যার কোনো Nationality নেই, দিগন্তে দাঁড়িয়ে তাকে তাকিয়ে থাকতে হয়, যেদিকের মাটি তার দেবতা, বুঝতে পারি কত ভালবাসি, হতভাগ্য আমি যখন সে মাটি ছুঁয়ে ছিলাম তখনও বুঝিনি সে মাটির

দাম। (মহাকাল অঝোরে কাঁদছেন আর আমরা কজন উদ্বেলতা নিয়ে হৃদয় নিঙরানো বেদনা নিয়ে হতবাক হয়ে বসে আছি।)।

জয়শ্রী, পৌষ ১৩৮২
জানুয়ারি, ১৯৭৬

'আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিল'

পৌষ ১৩৭৭-এ দেশনেত্রীর পত্রিকায় যে সাক্ষাৎকার লিপিবদ্ধ হয়েছিল, যে ভৌগোলিক পরিবেশে মহাকাল ও চারণের সাক্ষাৎকার, তার পরিণতি এত বেদনাময় চারণ ভাবতেও পারেনি। আর এই বেদনা কে-ই বা অনুভব করবে! সেই অকৃত্রিম বন্ধু, যে বন্ধু মহাকালকে সহোদর ভাই বলতে দ্বিধা করেন নি, যাঁর মনের একান্ত আকাঙ্ক্ষা, কেন জন্মদাতা দুজনের জন্ম একই মায়ের গর্ভে দিলেন না— তিনি আজ নেই। সেই অবিচল, Granite সদৃশ অটল অনড় সঠিক মানুষটিও আজ বিচলিত। বন্ধু বলতে, একান্ত আপন জন বলতে আজ এই একজনই ছিলেন, তিনিও চলে গেলেন। আর এই একটি দেশ একটি জাতি যে বিরাট ব্যক্তিত্বের অন্তরালে খেলা করছিল, সমগ্র জাতির পিতার দায়িত্ব যিনি একাই বহন করছিলেন সেই পিতার সন্তানেরা অর্থাৎ দেশবাসী, তার নিকট-জনেরা অসহায় ব্যাকুল নেত্রে তাকিয়ে আছেন মহাকালের দিকে। তারাও জানেন এই গভীর নিঃসঙ্গতার দিনে সাহস-শক্তি, পরামর্শ ও উপদেশদাতা তো ঐ একজনই, যাঁর নিজের বলতে কিছু নেই, আপন বলতে কিছু নেই। কে জানতো বিশ্বরঙ্গমঞ্চে যে নাটকের একটি দৃশ্য ১১ ঘণ্টা একটানা লিপিবদ্ধ করেছিল চারণ, যে কথপোকথনের নায়ক মহাকাল ও ড্রাগনের দেশের মহানায়ক তিনি এত শীঘ্র শেষ শয়ানে আশ্রয় নেবেন।

কুরিয়র বার্তা নিয়ে এলো, চারণ চরৈবেতি। আর চারণ তো চিরন্তন চরৈবেতির জীবনই চায়। মহাকালের কণ্ঠ রুদ্ধ, তাঁর কাছে বার্তা এসেছে সংক্ষিপ্ত, অথচ গভীর তার আবেদন— বার্তা— 'আমার আত্মীয় বন্ধু সহায়ক ....তাঁর আমাকে নিকটে পাবার ইচ্ছা।' মহাকালের গতি দুরন্ত। এই ধূলোমাটিতে গড়া চারণ রইলো পিছে। শুধুমাত্র ঐ সংবাদটির আশ্রয়ে আর তারপর সব গভীর অন্ধকারে, বিষাদ ক্লিষ্ট, বেদনাময় দিন।

একটি দিনের কিছু আলাপ-আলোচনা-অন্তরঙ্গ কথা এখানে চারণ উদ্ধৃত করছে— এর উৎস— এর তাৎপর্য এবং এর পটভূমিকা ইতিহাসেই আশ্রয় নিল আজ।

"এমন বন্ধু সাথী পাওয়া জন্মজন্মের সৌভাগ্য। তা না হলে আজ এমনধারা হোত না, আমি জানি কেন আমার বন্ধু কী উদ্দেশ্য নিয়ে সে সময়ে নিজের সওয়ারীতে এত ঘুরিয়েছেন। প্রায় ১৫/২০ মিনিট মহাকাল ও তাঁর সাথী চুপ।"

"হঠাৎ স্বপ্নউত্থিতের মত বল্লেন ওহ্ হো হো আপনার জন্য specially রাখা সিগারেট এবং সিগার বলিনি। উঠে একটা cabinet খুলে দুই বাক্স শিশুর অনাবিল হাসিতে মুখটা উজ্জ্বল করে নিয়ে এসে সামনে রেখে দিলেন। একজনার চোখ সজল হয়ে উঠল।"

"এই বাইরের দানবাকৃতির ভেতরে স্নেহের উৎস ফল্গুধারার মত বয় যাঁর মধ্যে তাঁকে জগৎ যতই ভুল বুঝুক একজন কখনই বুঝবে না। মনে মনে বল্লেন মহাকাল। আর আরেকজন যেন বিড় বিড় করে বলছেন সেই চলে গেছলেন তখন থেকেই রেখে দিয়েছি।"

একদিন নানা কথা বিশদ বর্ণনের পর মহাকাল যে কটি কথা বলেছিলেন তাও আজ স্মরণে আসছে—

"গভীরতম কৃতজ্ঞতায় হৃদয়ভরে উঠলো আমার পরম বন্ধু রক্ষাকর্তার ইশারা স্মরণ করে।

ওফ্ কত বেশী করেছেন করছেন। কত বেশী ওঁরা জেনেছেন জানছেন অনাগত ভবিষ্যতের সম্বন্ধে ওদের রেখাঙ্কন কত নির্ভুল। আমার কল্যাণের জন্যে তাদের সাবধানতার ইশারা স্মরণ করে চোখে জল এল। মনে মনে বল্লুম তোমাদের কাছে শিখবার অমার অনেক বাকী। আমার উপদেষ্টা এবং গুরু তোমরা। মা জননীকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রণাম করলুম। ওখানকার মাটি ছেড়ে দিলুম।

চারণ লিখতে পারছে না তাকে উদ্বেল করে তুলছে। বারান্তরে যদি কখনো স্থিতি আসে আবার চেষ্টা করবে— তবে একটি চিরকূট কী উদ্দেশ্যে কাকে জানি লেখা হয়েছিল তা উদ্ধার করে চারণ অনাগত ভবিষ্যের পানে চেয়ে রইল।

I bow to thee, O noble!

Nobility invests— a person (or, a family ; a dynasty ; a lineage) who has seen —endured— suffered, much, to— the— brim; and has the rarest fortune of finding in them— and garnering,—seeds of wisdom and truth, and in the process— truly, unconsciously sacrifices himself up. On the alter as "offering to the cause; this transforming his life—into a beautiful song-of praise unto the First cause ..

He becomes "Sowndarya Laharee"—personified
May be— you are that Noble;

Your words were "whispering rose petals'
To My mind : They floated in ; in their scents
Perfumes of tender— affectionate supplication
and love, they softly caressed me in my—,

And with infinite grace said : remember, us,
too, O Wayfarer!
I bow to thee once again O noble!

চারণ গাইতে পারছে না, তার কণ্ঠ স্তব্ধ, বেদনায় যন্ত্রণায়। দূরে সারা দেশময় রুদ্ধ কণ্ঠ বেদনাজর্জর ক্ষুব্ধ মানুষের মিছিল। চারণ ভাবে আবার কবে গাইবে? কবে অশান্ত উদ্বেলতা শান্ত হবে!

জয়শ্রী, ভাদ্র ১৩৮৩
সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬

'আমি লহরে লহরে তরঙ্গে তরঙ্গে খেলছি'

প্রজাতন্ত্র দিবস, দেশের রাজধানীতে উৎসবের ধুম পড়েছে। সে সময় পার্বত্য এক নির্জন পল্লীতে চারণের ভিন্‌দেশী মহাকাল-অনুগত ভক্তদের সঙ্গে দিন কাটছিল। পূর্বদিন রাত্রে মহাকাল তেরঙ্গা পতাকা পাঠালেন, নির্দেশ এলো পতাকা উত্তোলন করতে হবে, উত্তোলনের মুহূর্ত সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং অবনমিত করতে হবে সূর্যাস্তের সময়। প্রত্যূষে চারণ গাইল 'বন্দেমাতরম্' গান। মহাকাল তাঁর কণ্ঠ মেলালেন, এক বিচিত্র তরঙ্গে নতুন দিনের আবহ সৃষ্টি হল।

চারণের মনে পড়ে গেল একটি বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার বিবরণ— বাঙ্গলারই এক উদাসী মাতৃসাধক এক রৌদ্র উজ্জ্বল দুপুরে নীল আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে নিবিষ্ট মনে শুয়েছিলেন, ভেসে যাওয়া মেঘের মত একের পর এক দৃশ্য ভেসে যাচ্ছিল, উদাসী মাতৃসাধকের যে দৃশ্যের সঙ্গে ভাবনার কোনও খেই ছিল না ; তাই বিস্ময়কর ঠেকেছিল। অথচ এমন একটি দৃশ্য যা মনকে আন্দোলিত করে সমগ্র চেতনায় শিহরণ জাগায় আর সমসাময়িকতার সঙ্গে যার সুদূরপ্রসারী সম্বন্ধ রয়েছে। মাতৃসাধক দেখলেন— 'নীল আকাশে অনেকগুলি পতাকাহীন দণ্ডের আনাগোনা, ক্রমে দণ্ডগুলি তেরঙ্গা পাতাকায় সারা আকাশ ছেয়ে ফেললো, আর সেই পতাকার ঢেউ থেকে ভেসে এল এক বিরাট ছায়া ; ছায়া নিকটবর্তী হলে এক অতি পরিচিত, একান্ত আপন ও বহু আকাঙ্ক্ষিত মহানিষ্ক্রান্ত সন্ন্যাসী-যোদ্ধার কায়ায় রূপান্তরিত হল। মুহূর্তে কয়েকটি বিশাল তেরঙ্গা পতাকা সন্ন্যাসীর পশ্চাৎভূমি রচনা করলো। অকস্মাৎ পাতাকাগুলি থেকে রক্তক্ষরণ শুরু হোল, তারপর সব অন্ধকার। অন্ধকার থেকে একটি মূর্তি বেরিয়ে এল, পরণে কালো কাপড়, মূর্তিটি মাতৃসাধকের দৃষ্টির নিকটবর্তী হলে দেখা গেল সেটি নারী-নেত্রীর ; ধীরে তা অপসৃত হল।'

উদাসী মাতৃসাধক পরমপুণ্যবান। এই দৃশ্য দেখা কোনো স্বপ্ন বা কল্পনা নয়, এটি

প্রকৃতিই একটি Vision। দেশময় অগণিত নারী-পুরুষ এই দৃশ্য দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় দিন রাত্রি ইষ্টদেবতার কাছে আকুতি জানাচ্ছেন, আর সেই আকুতির সংহতরূপের প্রতিফলনই উদাসীন মাতৃসাধক আকাশে দেখেছেন।

অন্যত্র, গ্রহনক্ষত্রের হিসাবে পারদর্শী পণ্ডিতকুল বার বার ছক মেলাচ্ছেন আর বার বার সেই একই উত্তর— ভবিষ্যতের সূচনা ঘন অন্ধকার, চরম দুর্যোগের মধ্যে। তারপর আলোর ঝলকানি নতুনের আবির্ভাব। ক্ষমতাসীন ক্ষমতাহীনে পর্যবসিত। শাসক শাসিতে পরিণত।

আর, কোনো খ্যাতনামা মন্দির গাত্রের প্রাচীন ফলকে বর্তমান ও আগামীদিনের শাসনের উল্লেখ ; বর্তমান বুঝিবা নারী-শাসনের আর— ভবিষ্যত সন্ন্যাসী-শাসনের কাহিনীযুক্ত।

স্বাধীনতার রূপান্তর একটি বৃহৎ কারাগারে, মহাকালের ভাষ্যে যেখানে ৬৫ লাখ মানুষের নির্যাতন। তবু দেশ জাগে না, মানুষের জন্ম হয় না। মনে পড়ে মহাকালের বার বার উচ্চারিত একটি প্রতিজ্ঞার অনুরণন 'দেবতারা না জাগলে দানবদের জাগরিত করবো।' বর্তমান প্রসঙ্গে সামান্য কটি কথা কিন্তু গভীর অর্থবহ—

'নিজের Ego ছাড়বে না কেউ, তারই ফলে এই পরিস্থিতি। দেশের যাঁরা সমঝদার যারা দেশের কথা ভাবেন তাঁরা এ-সব দেখে দুঃখিত হন। বিচক্ষণ ব্যক্তিরা এই সব জোনাকি পোকার মত দল দেখে হাসেন। রাত্রে জোনাকি পোকায় আলোর কাজ হয়না দরকার হয় প্রদীপের, লণ্ঠনের। ...এদেশের অসংখ্যদলই তার একমাত্র অভিশাপ। একজন বহুকাল যাবৎ সবার একত্রিত হওয়ার কথা বলছেন। নিজেদের Identity না রেখে এক হওয়া দরকার অথচ সেটাই কেউ চায় না।' " 'লালকুর্তা' দলের strategy প্রথমে ভয়ংকর প্রতিপক্ষ হয়ে মস্তবড় share দাবী করা, যদি দেখে ওদের চীৎকারে প্রতিপক্ষ দাবী মেনে নিয়েছে তাহলে তো ভালকথা ; যদি তা না মেনে নেয় তখন দু একটি দাবী place করে কিছু হাতিয়ে নেওয়া। সেই সঙ্গে প্রকাশ্যে বা গুপ্তভাবে ভাল্লুকের দেশ চাপ দিতে থাকবে'।

—এই কথা কটি এত শীঘ্র সত্য প্রমাণিত হবে ভাবা যায়নি। সচেতন সজাগ মানুষ রাজনৈতিক দাবা খেলার এই বিচিত্র লীলা গভীর মনোযোগের সঙ্গে দেখছেন।

সেই সঙ্গে মহাকালের কড়া ইঙ্গিত— 'গাঢ়' 'ফিকে' 'আধা লাল' কোনোটির সঙ্গেই মিলিত হবে না।' একথা মহাকাল বারবার বলেছেন আবারও বর্তমান পরিস্থিতিতে সাবধান করে দিলেন।

নির্বাচনে কে জিতল কে হারল এ বিষয়ে মহাকাল উদাসীন। এইসব সাময়িক ঘটনায় তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ নয়। যুদ্ধোত্তর পুনর্মিলনের পর এই দীর্ঘ ১৫/১৬ বছরে কত ঘটনা ঘটে গেল যা চারণ প্রত্যক্ষভাবে জানে, মহাকালের নির্দেশিত ছকেই ঘটে

চলেছে। [যে দেশে ১২ বছরের মেয়ের নাম ভোটার তালিকায় ছাপা হয়, পরলোকগত মায়ের নামও ভোটার তালিকায় পাওয়া যায়, অথচ গৃহকর্তার নাম ভোটার তালিকায় নেই, যে দেশে এই ভোটার তালিকা ভিত্তি করেই নির্বাচন হয়, সে দেশে নির্বাচন আর যাই হোক সোজাপথে যায় না]

মহাকাল নিরুদ্বেগ, উদাসীন, তবু সারাদেশময় নানাভাষাভাষী অতিথিদের চাঞ্চল্য দেখে মাঝে মাঝে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে এক আধটু যা বলেন তার তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। রাজনৈতিক দলগুলি সম্পর্কে মহাকাল একযুগ পূর্বে যে ভবিষ্যৎ পরিণামের কথা বলেছিলেন তার তাৎপর্য চারণ ও সমমনস্করা আজ দ্বিধাহীন চিত্তে অনুভব করছে। চারণ 'জয়শ্রী'তে মাঘ ১৩৭৫ (ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯) সালে যে রচনা দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ ঘটিয়েছিল ; ভারতীয় রাজনীতির মূল সমস্যায় মহাকালের সেদিনকার বক্তব্য এই ভুলে-যাওয়া দেশবাসীকে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিতে চায় ঃ

'Indian Politics! Ugh! It stinks! Statesmen are a rarity, সর্বত্রই। কিন্তু, ভারতে তো Statesman নেই-ই। ... যেখানে Politicians Number by Legion (s) সে দেশে Stability মরীচিকা। The vagaries of wayward Politicians have debased the very life and look of India!'

চারণ এই বিরাট দেশব্যাপী সাগরমন্থনে উথাল-পাথাল জনতার ঢেউয়ের স্পর্শ পেতে দেশময় ঘুরে বেড়াচ্ছে আর বারবার আশার আলোর সন্ধানে উন্মুখ জনতার আবেগ তাকে আবিষ্ট করে তুলছে, চারণ প্রতিনিয়ত অনুভব করছে, 'militant nationalism' অবারিত হোক। কেবল মাত্র এই একটি অমোঘ অস্ত্রই দেশে অনাচার অবিচার দুর্বলতা কলুষ থেকে মুক্তি দিতে পারে। জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ মানুষ সংঘবদ্ধ সংহত রূপ নিতে যাচ্ছে। তারই মহড়া চলেছে দেশব্যাপী সাগর মন্থনে। আর দিগন্তে অমৃতভাণ্ডার নিয়ে মহাকাল ধীরে আর্বিভূত হচ্ছেন লোক চক্ষে। চারণের এই ভাবনা সংশয়হীন। শুধু চাই আত্মনিবেদন। মহাকাল এই আত্মনিবেদন ও আত্মউদ্বোধনের একটি মহান রেখাচিত্র এঁকেছিলেন একটি গানের প্রেক্ষিতে। সেই মনোরম উপাচার চারণ আগামী দিনে পত্রস্থ করবে। আজ শুধুমাত্র সেই রেখা-চিত্রের মর্মকথা এখানে উল্লেখ করছে।

জাতীয়তাবাদী দেশবাসীর প্রাণপুরুষ মহাকাল। তাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা প্রার্থনা পুনরাগমনায় চ। অথচ এই পুনরাগমনের পথে বাঁধা কোথায় অথবা তার সামান্য কর্তব্য পালনই বা কোথায়?

'প্রাণের দেবতা চান আত্মনিবেদন। তিনি চান সর্বস্ব সমর্পণ। আর কি সুন্দর সে নেয়া। জ্ঞান, অজ্ঞান, কর্ম, অকর্ম, ইহকাল, পরকাল সর্বস্ব দিয়ে যখন তার পায়ে পড়তে হয় তখন তার হৃদয়ের দেবতা প্রসন্ন হয়ে তার শিষ্যকে বুকে তুলে নেন।

ভক্ত, প্রেমী, সাধক নিজেকে সর্বস্বান্ত করে তার আরাধ্যকে পেলেন। আরাধ্য সেই দীন সর্বস্বান্তকে বুকে তুলে নিলেন। আর দর্শকরা দেখলেন সেই দীনতম সেবক আরাধ্যে রূপান্তরিত হয়ে গেছেন, কে দিল কে নিল? যে চেয়েছে সে হয়ে গেল দাতা, আর যে দাতা সে হয়ে গেল গ্রহীতা। আরাধ্য হৃদয়ের সর্বস্বদেবতা হয়ে গেলেন সেই ভক্ত আর ভক্ত হয়ে গেলেন সেই আরাধ্য। কী এই পরিণতি! অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অগ্নিরাশির মধ্যে মিলে গেলেন।'

[কথা বলতে বলতে কি হল হঠাৎ মহাকাল বলতে শুরু করলেন তোমরা কথা বলো, শিগগিরই কথা বলো, 'আমি তলিয়ে যাচ্ছি। আমি তোমাদের ভাবনা থেকে ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি।' চারণ ও ভিন্ দেশী শ্রোতারা কথা শুরু করলেন। চারণ এই ঘটনা বার বার ঘটতে দেখেছে, একি ভাব সমাধি! কে জানে! এ যে পরম শান্তি, পরম প্রাপ্তির পূর্বক্ষণ কোনো সন্দেহ নেই।']

আগামী দিনের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করেই মহাকাল অপেক্ষা করছেন, তাই তিনি এই মুহূর্তে এত নিরুদ্বেগ, এত শান্ত। সমগ্র দেশব্যাপী জাতীয়তাবাদী শক্তি তাকে বরণ করে নিক, সূর্যের মত তার উপস্থিতি সরব ঘোষণার অপেক্ষা রাখে না, আত্মসমর্পণ আত্মবিসর্জনের মধ্যে সেই বরণ সম্ভব।

চারণ সেই মুহূর্তের অপেক্ষায় নিবিষ্ট আরাধনায় রয়েছে। আর গাইবে না পথের শেষ কোথায়, কী আছে শেষে। কারণ সেই চিরঅজ্ঞাত শেষের উত্তর মহাকাল চারণকে জানিয়ে রেখেছেন। এই মুহূর্তের দেশময় উত্তেজনা তাই চারণকে স্পর্শ করে না, করে উদাস, দেয় অনাস্বাদিত প্রাপ্তির পরমতৃপ্তি।

জয়শ্রী, ফাল্গুন ১৩৮৩
৬ মার্চ, ১৯৭৭

'ওগো পথের সাথি নমি বারম্বার'

চারণের আজ বড় আনন্দ। মহাকালের ডেরায় কোথা থেকে তাঁর প্রিয় গানগুলির রেকর্ড ও একটি গ্রামফোন যন্ত্র সংগ্রহ করে হাজির হয়েছে চারণ। মহাকাল কতকাল চারণের কাছে এই গানগুলি শোনানোর আর্জি পেশ করেছেন। কিন্তু বাউণ্ডুলে চারণ, চালচুলো নেই যার, তারপক্ষে এ সাধ মেটানো সম্ভব হয়নি। সামনে শ্যামাপূজা তাই মায়ের অনেক ক'টি গান সঙ্গে এনেছে চারণ আর আছে বাঙলার নানা গুণীজনের গাওয়া গান। প্রিয় গাইয়ে কানা কেষ্টর গান, স্বামীজী রচিত গান, 'মন চল নিজ নিকেতনে'— 'চারণ গাওনা স্বামীজীর ঐ গানটি'— এই হুকুম গত একযুগের, আর অক্ষম চারণ বারবারই বিষণ্ণ কণ্ঠে জানিয়েছে 'জানা নেই', 'শেখা হয়নি'। আজ বড়

আনন্দ, রেকর্ডে একেরপর এক গান বেজে চলেছে। মহাকাল পরম আনন্দে ইজিচেয়ারে আমেজ করে শুনছেন।

কখন যন্ত্র থেমেছে, ভাবে বিভোর চারণ গাইতে শুরু করেছে মহাকালের প্রিয় গান 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদেরই বসুন্ধরা'— গান শেষ হল— মহাকাল মন্তব্য করলেন— "একথা শোনানোর জন্য এ শরীর। 'ভায়ে মায়ের এত স্নেহ'— একথা শহরে তত সত্য নয়, তবে হয় তো গ্রামে এখনো সত্য। 'চারণ আমার মানসপটে এঁকে দিল এই সম্পূর্ণ পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম আমার পল্লী বাংলার আমাদের সময়ের বাংলার রূপকে। এই রূপকে আমি হৃদয়ের গভীর নিভৃততম স্থানে লালন করি।"

উদাসী মহাকাল একগভীর জীবনবেদ পরিবেশন করলেন— 'এই আমার শেষ মনুষ্য-শরীর। আর মনুষ্য-শরীরে জন্মগ্রহণ হবে না।'

চারণের শরীরে এ কিসের তাপ লাগছে, আচমকা চারণ সম্বিৎ ফিরে পেল। জীর্ণ শয্যায় শুয়ে ভোর রাতে এক কল্পনার বাস্তবায়িত রূপ স্বপ্নে দেখলো, আর সারাটা দিন এমন আনন্দ স্বপ্নের পক্ষপুটে ওম্ নিতে থাকল।

বাংলা মায়ের হৃদয়ের সন্তান মহাকাল বাঙলা ভাষার জন্য আজ আকুলিবিকুলি করেন, একটু কথা একটু গান তার হৃদয়ের অপার তৃপ্তি, অনন্ত অমৃত সঞ্চয় করে।

মহাকাল কথা বলতে বলতে দু'লাইন গাইলেন—

'এস নীপবনে ছায়া বীথি তলে এস'— আমার জীবনের সাথী যদি 'কাউকে বল, তাহল সারাদিন বাংলায় কেউ কথা বল আমি শুনি। সারাদিন খাওয়া দাওয়া ভুলে আমি থাকতে পারি।'

"ওদিকে কতকগুলি Hospitals আছে যেখানে patient-দের গান করানো হয়, একথা আমাদের দেশে অনেকদিন পূর্বে বলা হয়েছে। দুটি রাগিনী আছে যা Record বাজিয়ে শোনালে দু আড়াইগুণ ফসল বেশী ফলবে।"

"যাঁরা এই সঙ্গীতশাস্ত্র ও গন্ধর্ব বিদ্যা একটু অনুশীলন করেছেন, তারা দেখেছেন একটু নিয়ম মত এসব করলে automatically আসে self-control, power, আনন্দ। Chest-এর disease cured হয়ে যাবে, throat আর chest একেবারে Top Conditions-এ থাকবে। ওঁ— সঠিক উচ্চারণে তিনটি অংশে ঘা দেয় এবং ঐ তিনটি জায়গাই vital। বারবার উচ্চারণে ঐ তিনটি অংশের যে কোনো রোগ সারিয়ে দেয়। এটা দেবপ্রণব।"

"আর দেবীপ্রণব বলে দেব না। মহাশক্তি বীজ ৬টি। এই ৬টি বীজ পর পর অথবা একটিই repeat করে যাও, repeat করার সঙ্গে সঙ্গে দেরী হবে না, এর influence অনুভব করবে। ওঁ নিয়ে বীজ মন্ত্র ৭টি। এই পুরুষ ও শক্তির সমন্বয়ে সাতটি বীজ মন্ত্র। এই ৭টি বীজমন্ত্র তোমার শীররে vital অংশ ৭টিকে vibrate

করায়। এগুলি prophylactic ও therapeutic। preventive ও curativeও বটে।"

"এই ৭টি বীজ উচ্চারণে heart vigorously vibrate করবে। শেষের অনুস্বার নাক দিয়ে বেরুচ্ছে। ফলে respiration purified হচ্ছে। Oxygen purified হয়ে ভেতরে যাচ্ছে।"

"গলা, তালু, নাক এবং heart-এর উপরের অংশ vibrated হয়। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, ফুসফুস ও digestive system ঠিক হয়ে যায়।

Rectum ও anus-এর ব্যাধি ঠিক হয়ে যাবে।

Liver, পিলে, stomach ও intestine-এর অসুখ সারবে।

কেবল এই ৭টি বীজ যদি সঠিক উচ্চারণের অভ্যেস করা যায় তাহলে শরীর ঠিক হয়ে যায়। রোজ না হলেও বিশেষ বিশেষ দিনে এটা করলে তাও ভাল হয়।"

দীর্ঘ অব্যক্ত যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে চলেছে দিন। যে সময় অভিব্যক্তি ছিল না, যন্ত্রণা শুধু ভেতরে গুমড়েছে, প্রকাশের পথ ছিল না, তারপর এল ঢেউ, বাধভাঙা ঢেউ, এর জোয়ার, সব ভাসিয়ে নতুন দিনের সূচনা হল। কিন্তু অনাগতের ভাবনা কোথাও নেই, সৃষ্টির 'শিল্পীমন' নেই কারুর, তাই গড়ে ওঠে না কিছুই, কেবলই হতাশা, পুঞ্জীভূত হতাশা চারিদিকে অক্টোপাশের মত জনমানসকে বেঁধে ফেলতে চায়। পরস্পর নিন্দা, কাদা ছোঁড়াছুড়ি, অথচ সামগ্রিক কোনো ভাবনা নেই, ক্ষমতাও নেই। সমস্যা ও তার মৌলিক সামাধানে কেউ মন দেয়নি, দেয় না। ক্ষমতায় পৌছান এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠানই যেখানে লক্ষ্য, জীবনের ব্রত, সেখানে আর কি আশা করা যেতে পারে? রাজনৈতিক দলের গঠন শুধুমাত্র কৌশল, গোষ্ঠিতন্ত্র মিথ্যাচারের একটি সামগ্রিকরূপ, আদর্শবাদী, সত্যনিষ্ঠ মানুষের সেখানে স্থান নেই। ফলে দেশের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে, যা রাজনৈতিক দলেরই কর্মকাণ্ড, সেখানে তারই প্রতিফলন ঘটেছে। সাধারণ মানুষ বাইরের এই রূপটিই দেখতে পায় এবং সেই অনুযায়ী তার মানসিকতা বা চিন্তাভাবনা গড়ে ওঠে, অর্থাৎ এই সীমাবদ্ধ দৃশ্যপটে তার সিদ্ধান্ত হয়ে যায়, চারণ সেকথা ভাবে না, ভাবতে পারে না। আদর্শ ও সংকল্পের বেদীমূলে যাদের জীবন বলি প্রদত্ত, তাদের নিঃশব্দ কর্মের সংবাদ সংখ্যায় কম হলেও অগ্রাহ্য করার নয়। দৃশ্যপটের অন্তরালে এই ত্যাগ, আত্মবলিদানের ভূমিকার বুকেই মহাকালের অধিষ্ঠান হবে। সৃষ্টির প্রয়োজনে অন্তরালের কর্মীরা অন্তরালেই থেকে যাবেন, তাদের কেউ জানবে না। দশবছর পূর্বে মহাকাল দেশনেত্রীকে ভবিষ্যতের যে রূপরেখা এঁকে দিয়েছিলেন, তার আভাস দেশনেত্রী চারণকে দিয়েছিলেন এবং চারণের যতদূর মনে পড়ে তা হল, আত্মপ্রকাশের মঙ্গল মুহূর্তের সূচক— নানা জাতের লালকুর্তাশক্তি ও জাতীয়তাবাদী শক্তির লড়াই, এবং তারপর দেশে দেশে লালকুর্তা সম্প্রদায়ের নিজেদের মধ্যে লড়াই, সংঘর্ষ এবং সেই ভুয়া রক্তিম সাম্যবাদী আন্তর্জাতিকতার অবসান। ভারত ক্রমে শক্তির শিখরে অধিষ্ঠিত ও সব দিয়ে বলীয়ান হয়ে উঠবে।

কখনো কখনো মহাকাল নিজেকে ব্যক্ত করেন, এবং স্বাভাবিক জীবনের স্বাদ-আহ্লাদ ব্যক্ত করেন, কিন্তু তিনি যে সাধারণ নন, তাই যে কোটিতে তিনি শায়িত, কথার ফেরে মুহূর্তে সেই ভাবনা জগতে তিনি প্রত্যাবর্তন করেন। সাধারণ অভাব অনটন ক্ষুদ্র গণ্ডীর বেড়াজালে আবদ্ধ চারণ ও তার অন্য সহচরেরা মহাকালের এই বিস্ময়কর কোটির অধিষ্ঠান অবস্থার ভাবনা-স্রোতের ফল্গুধারায় অনির্দিষ্টকালের জন্য অবগাহন করতে পারে না। তার সেই সামান্য সঞ্চয়ই বা কম কি। মহাকালের ভাবনায় বা ইচ্ছায় কোনও প্রাপ্তি নেই, কোন Attachment নেই, চারণ ভাবে যদি সম্ভব হত পূর্ব জন্মের কথা বলার, তাহলে সেই সূত্র ধরে আজকের ব্যাপকতর, গভীরতর জীবন বোঝায় কিছুটা সুবিধে হোত। আর 'মহাকাল' একদিন কথা প্রসঙ্গে বলেও ছিলেন— 'গত জন্মের সব আনুপূর্বিক, যা যেমন পাবে প্রকাশ করে দাও।'

"এদিকের বীজটা দৌলতপুরে যাওয়ার জন্য হয়ে গেল। ওখানে গিয়েই এই পর্দার আড়ালে কি আছে, এরকম Activity আছে জানতে পারলুম। নিয়ে গিয়েছিলেন মাস্টার মশায়। তখন আমার মাথা একদিকটায় ভোতা ছিল। কলেজ ম্যাগাজিন-এ লেখা ইত্যাদি সবই আমাকে করতে হত। আর অধ্যাপক ওটেন ছিলেন এই ম্যাগাজিন-এর Chief।"

সেই ঘটনা, যে ঘটনা প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে নানাজনে নানা কথা বলেছেন, লিখেছেন, কিন্তু স্বকর্ণে নতুন জীবনে পূর্বজন্মের কথা শোনা এবং আজ দেশবাসীকে জানানোর আনন্দ অপার—

'লাইব্রেরীতে ঢোকা এবং বেরুনো এরই মধ্যে ঘটনা হয়ে গেছে। রাতের অন্ধকারে অত্যন্ত প্রণম্যা পূজ্যা ঘটনা জানালেন— এবং বলে পাঠালেন এই ব্যাপার হয়েছে— 'সু' যেন বাঁচায়। প্রথম শুনে মুখ থেকে বেরিয়েছিল— সে কি? ছেলেমানুষ তো ছিলুম, ভাল বল মন্দ বল তখন একটা আদর্শ ছিল। 'সু' কে বলিস ও যেন বাঁচায়— সেই যে আমার মুখ বন্ধ হোল আর কেউ খোলাতে পারলেনা। পরমপূজ্য স্যার আশুতোষ— তাঁকে বার বার প্রণাম করি তিনি বারবার চেষ্টা করেছিলেন আমি কিছু বলি। Immature মনে বারবার ধ্বনিত হচ্ছিল 'আমার ছেলেকে বাঁচা'— সুতরাং একচুপ আর হাজার চুপ! মহাভারতে পড়েছিলুম যেখানে সত্য কথা বল্লে মহান অনিষ্ট হবে, কারো প্রাণ যাবে, সেখানে মিথ্যা না বল্লেও সত্য বল্লে সর্বনাশ হচ্ছে, তখন মুখ বন্ধ করে থাকবে keep quiet। যদি কোনো দিন হঠাৎ উদ্দাম স্রোত বয় তাহলে চুপি চুপি লিখে দেব তিনি কে ছিলেন। 'সু' তো ফেঁসে গেল, আর একদিন তিনিই মা জননীর কাছে কেঁদে বল্লেন। বাবা একেবারে ক্ষেপে গেলেন।"

চারণ গাইছিল 'ওগো পথের সাথি নমি বারম্বার
পথিক জনের লহো লহো নমস্কার।।"

"এর মূল কথা কি, কি বলতে চাইছেন কবি?" চারণ বলেছিল চিরন্তন গতিশীলতাকে বোঝাচ্ছেন। উত্তরে বল্লেন— "নদীর মধ্যে যদি একটি নোঙর বেঁধে থাক, তাহলে দেখবে নদী ক্রমান্বয়ে চলেছে, এর শেষ নেই। বিদায় তোমার মধ্যে, কাঠিন্য তো তোমার মধ্যে, নিজের ভ্রান্তি দূর করো দেখবে মায়ের অপার স্নেহ নিয়ে নদী তোমায় আলিঙ্গন করছে। নদীর অপার স্নেহের মধ্যে কোনো বিষণ্ণতা কোনো কাঠিন্য নেই, এইসব তোমার মনের বিকার তোমার মনের সৃষ্টি।"

'মানুষ কিছু জানে না। কি বা জান মানুষ!'

একদিন বোর্ণিওতে— ওদিকে অনেকগুলি জায়গা আছে জঙ্গলে ভর্তি এবং অনেকগুলি দ্বীপ এখনও কেউ যায়নি— আরেকটি জানোয়ার— তার হাতির মত শুঁড় আছে— দুটো বড় বড় পাখা পাখীর ডানার মত— প্রায় ৩/৪ হাত লম্বায়, চারটে পা— বাজপাখী বা মস্ত বড় শকুন যাকে বলে তার মত পায়ের আঙ্গুলগুলো— পায়ের নীচের দিকটা ছাগলের পায়ের মত, আর শরীরটা Royal Bengal Tiger-এর মত। ছবিতে যেমন পক্ষীরাজ ঘোড়ার পাখা দেখ, অবিকল সেরকম পাখা— চোখটা কুমীরের (মানুষ-খেকো কুমীর) মত। কুমীর দুরকমের মাছ-খেকো, মানুষ-খেকো। Central ও Eastern Borneo-র যে প্রাচীন দ্বীপগুলো জঙ্গলে ভরা সমুদ্রের দিকে আছে সেখানে এদের দেখা যায়। জাকার্তার Zoo Director ও এসব জানেন। Pre-historic কালের অনেক কিছু আছে এদিকে। এসব দিকে কেউ কোনো দিন যায় না।"

"আমার অনেকগুলি খারাপ অভ্যেস হয়ে গেছে, কেউ যদি কিছু লেখে, কিছু গান শোনায়, আমার মনে নানারকম প্রশ্ন জাগে, বিচার হয়। যখন তুমি গাও, আমি শুনি এবং তখন তোমার আর আমার মধ্যে মনের এবং জীবনের মেল ঘটাবার চেষ্টা করি।"

এই মিলন ঘটে বলেই চারণ সেই মুহূর্তগুলিতে অন্য জগতে অন্য কোটিতে প্রবেশ করে, আর এই মিলন-মুহূর্ত নানা সময়ে ভাবনার মাধ্যমে উপস্থিত হয়, যা সেদিন স্বপ্নের মাধ্যমে হয়েছে। শুধু চারণই নয়, এই অনুভূতি তার স্বদেশবাসী অনেকেরই হবে যারা মহাকাল ভাবনায় নিজেদের মগ্ন করতে পারবেন।

"দিন ও রাত অবাধ ছন্দে চলেছে— ever-flowing। এই Mother Earth বসে আছেন সময়ের মধ্যে কালের মধ্যে, আকাশের মধ্যে, space-এর মধ্যে। Mother Earth is spinning in the space। গতি— একই মানে হল সময়, কাল ইত্যাদি। What is motion— motion হল vibration এরই নাম।

পৃথিবী ঘোরা এত tremendous, তা বোঝাই যায় না।

এই পৃথিবী space-এ ঘুরছে। পৃথিবী space-কে বলছে না, ভালোবাসার মিলনের নিষ্ঠুরতার প্রণাম নাও।

পৃথিবী কিছুই বলছে না। পৃথিবী space-এ শূন্যে রয়েছে। তোমাদের solar system এবং তার চাইতেও বেশী অনেক কিছু ঘিরে একটা জিনিস আছে তার নাম হচ্ছে Milky Way। আবার Milk Way তে ঘেরা লক্ষ ছোট বড় পৃথিবীতে ঘেরা Milk Way নিয়ে তোমরা সময়ের গতির মধ্যে চলেছ।

"The whole creation, the entire creation কে ধারণ করে আছে সময়, কাল, আর তাকে ধারণ করে আছে গতি। এ-সব কিছুতে একটা vibration আছে, What is vibration— vibration itself is the mother of all creation, everthing। Vibration is life and death is also vibration। তুমি vibration-এর সমষ্টি। যে বিছানার উপর বসে আছ তাও vibration-এর তৈয়ারী। তোমার ঘর vibration-এর একটি solid রূপ। আকাশ বাতাস সবই এক একটি vibration-এর রূপ। এই vibration-এর আসল নাম প্রাণ। This is the alpha and omega of everything seen or unseen, comprehensible or incomprehensible। এই প্রাণই force, এই শক্তি, এই vibration-কে encircle করে রয়েছে। The entirety of unlimited creation, it is floating, it is being supported, it is being shaped, reshaped and altered by this প্রাণশক্তি। এর vortex, অনেকটা egg shape-এর মত। প্রথমে ছিল একটাই sphere বিরাট vibration-এর তাড়ায় sphere ফাটলো। একটা sphere এ তুমি অন্যটায় অন্যরা। এই দুইটি sphere ঘুরে রয়েছে প্রাণ। এই দুইটি sphere-এ যেখানে যা কিছু হচ্ছে it is being recorded there, এই কাল, সময় সব সময় vibrate করছে ; যে vibrate করছে তার গতি আছে, যার গতি আছে তার ছন্দ আছে। এই প্রাণ অন্ধকার রাত্রে জোনাকির মত।

মহাকালের জীবনভর সাধনা, অভিজ্ঞতায় আজ আর কোনো সংবাদ, কোনো গুপ্ত তথ্য তাঁকে পরিবেশন করতে হয় না, কারণ তিনি জানেন কিভাবে কেমন করে কোথায় এই পৃথিবীর ছোট বড় সব কিছু recorded হচ্ছে, আর তিনি অবলীলাক্রমে তা থেকে পড়ে নিচ্ছেন যেটুকু দরকার।

"তোমার শরীরটা একটা whole universe। তোমার শরীরের মধ্যে নদনদী পাহাড়-পর্বত, উর্বর জমি, চন্দ্র, সূর্য, বাতাস, জীবন, মৃত্যু সব রয়েছে ও ঘটে চলেছে। প্রতি মুহূর্তে তোমার শরীরে লক্ষ প্রাণীর মৃত্যু ও জন্ম হচ্ছে। এই universe-এর বিলকুল হুবহু prototype তোমার শরীর। তোমার শরীর যে তৈরী হল— প্রাণশক্তি— Vibration দ্বারা তৈরী হল। পা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত Vibration shape করছে। প্রাণকে ইংরাজীতে বলা হয় Life Force। এই প্রাণশক্তি vibrated হচ্ছে তোমার মধ্যে। একবার এই space থেকে প্রাণশক্তি তোমার শরীরে ঢুকছে— space মানে বৃহত্তম, বিরাটতম প্রাণসমুদ্র। এক একটি ছোট vibration তোমার মধ্যে

ঢুকছে আবার ফট্ করে বেড়িয়ে যাচ্ছে। Day and Night এই তাড়া হচ্ছে। মরছ তুমি কখন তা নির্ভর করছে এই প্রাণশক্তি ঢোকা না ঢোকার ওপর।

এই space-এর মধ্যে যে ছবিগুলি ধরা হয়ে গেল তা ঘুরে ঘুরে আসছে। ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে চলেছে, সত্যযুগের ছবি ঘুরে দ্বাপর, ত্রেতা, কলি, ইত্যাদি ; তারপর আবার সত্যযুগ। এই জন্য শাস্ত্রীয় কথাটা এসেছে Nothing dies। ঘুরে ঘুরে এমন একসময় আসবে যখন প্রাণশক্তিতে একটা বিরাট বিস্ফোরণ হবে এবং everything will be obliterated —শুধু থেকে যায় স্পন্দন। এবং everthing gets themselves—dissolved and concentrates as a single mighty atom. এই অপূর্ব সময়ের বর্ণনা রয়েছে ঋগ্‌বেদ্-এর প্রসিদ্ধ নাসদীয় সূক্তে।"

চারণ, সংস্কৃতে অজ্ঞ, বেদ-উপনিষদ তার পড়া নেই, আর মহাকাল জগতের সকল ধর্মের মূল গ্রন্থগুলি পাঠ, তার বিশ্লেষণ, পরস্পর তুলনা সবই করেছেন। তাই মহাকাল গভীর তত্ত্ব আলোচনায় যে বিবিধ শাস্ত্র উদ্ধার করেন, চারণ তখন শব্দের ঢেউয়ে খেই হারিয়ে ফেলে। মনে মনে ভাবে এক্ষেত্রে মহাকালের প্রিয় সেই বিপ্লবী তাপস, অনিল রায়ের উপস্থিতির প্রয়োজন ছিল।

"নাসদাসীন্নো সদাসী ত্তদানং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরোযৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্ম্মন্নম্ভঃ কি মাসীদ্গহনং গভীরম্।।
নমৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্নআসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়াতদেকং তস্মাদ্ধান্যন্নপরঃ কিঞ্চনাস।।"

ঋগ্‌বেদ ১০।১২৯।১-২

Everything ends there, everything then suspended। স্পন্দন কেবলমাত্র একটি মাত্র বিন্দুতে। সেই একটিমাত্র বিন্দুর মধ্যে tremendous concentrated অবস্থা একীকৃত হয়ে গেল। কাল ends, সময় ends, আকাশ বাতাস মহাকাশ, মহাকাল প্রাণ মহাপ্রাণ বিলীন হয়ে concentrated হয়ে একটি বিন্দুর মধ্যে বিলীন হয়ে গেল।'

"মা মা আর কিছু বলবো না, আমার শরীর কাঁপছে কোথায় উপরে উঠে যাচ্ছে—নীচে নামি।" কিছুক্ষণ চুপ, চারণ ও তার সঙ্গী-সাথীরা চুপ, বিস্ময়ে হতবাক্।

মহাকাল কথার খেই ধরে আবার বলতে শুরু করলেন— স্পন্দন। স্পন্দন। তোমার স্পন্দন আমার স্পন্দনের চাইতে কম দ্রুত হওয়ায় you are engulfed by my স্পন্দন। এই স্পন্দনকে যিনি কাবু করেছেন তিনি মৃত্যুঞ্জয়। এই গতি, এই vibration, এই কাল। মহাকাল আকাশ একে রূপ দিয়েছেন আমাদের সাধকরা মহাকালের নটরাজরূপে, মহাকালীর নৃত্যময়ীরূপ।

এই প্রাণশক্তিরও particles আছে তারও atoms and molecules আছে, এই

প্রাণশক্তিই সব সৃষ্টি করে। জগতের যা কিছু তার তৈয়ারী মশলা moleculcs। particles.

ব্রহ্মাণ্ড = ব্রহ্মার অন্ত কারণ shape ডিমের মতন। অনন্ত কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে মহা shape-এ ঘেরা রয়েছে সেই মহান shape = মহাকাল ও মহাকালী। এজন্যই কালের বুকে কালী নাচছেন।

আমি একা রয়েছি— অনন্ত কোটি কোটি রূপে সৃষ্টি করবো সেই প্রাণ। এই শক্তির সঙ্গে সঙ্গে একটি করে জিনিসের উদ্ভব হবে sphere, sphere-এর density কাজ করছে যা কিছু হচ্ছে তার photo হচ্ছে। sphere-এর উপরে একটি অংশ, নীচে আরেকটি, দিনরাত্রি কাল, তৈরী হল, সূর্য, চন্দ্র, অন্তরীক্ষ, ভূয়োলোক, মহালোক, স্বলোক, জনলোক, তপলোক, সত্যলোক সব তৈরী হল। 'যথা পূর্বং অকল্পয়' তলতলাতল অতল বিতল সুতল নিতল রসাতল।

এ সব দেখা যায় ওপরে চড়তে বা নিজের মধ্যেই ডুবতে ডুবতে তার ইশারা করতে পারা যায়, alegorically বলা যায়। কিন্তু তা বলতে যাওয়া ধৃষ্টতা। ঋষিরা, যাদের পায়ের ধুলোও আমি ছুঁতে পারি না, তারাও বলতে গিয়ে থেমে বলেছেন, 'অবাঙ মনসা গোচর'।

কোনো একটি মন্ত্র, কারও একটি নাম একই প্রকার modulation, একই প্রকার sound volume-এ repeat করতে থাকো, তা তোমার মধ্যে vibration তুলছে, vibration তুলতে তুলতে তোমার পা থেকে শিখা পর্যন্ত, তোমার সমগ্র শরীর পূর্ণ হয়ে যাবে। তখন সেই শিখার কেন্দ্রবিন্দু থেকে vibration বেরুতে থাকবে, vibration বন্ধ না করলে ঐ vibration চালু হল, তুমি যে মন্ত্রের vibration তুলছ সেই vibration-এর লক্ষ্য, যে destination সেই মন্ত্রের vibratory source যেখানে, ঐ মন্ত্র চালু হয়ে সেখানে পৌঁছাবে। যে মুহূর্তে সেই Source পৌঁছল তোমার সামনে ঐ মন্ত্রের শক্তি প্রত্যক্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল, তখন বলা হয় অমুক সাধকের তাঁর ইষ্টদেবতার প্রত্যক্ষ দর্শন হয়ে গেল।

প্রাণের দেবতা চান আত্মনিবেদন। তিনি চান সর্বস্ব সমর্পণ আর কি সুন্দর সে নেয়া। জ্ঞান-অজ্ঞান, কর্ম-অকর্ম, ইহকাল পরকাল সর্বস্ব দিয়ে যখন তার পায়ে পড়তে হয় তখন তাঁর হৃদয়ের দেবতা প্রসন্ন হয়ে তার শিষ্যকে বুকে তুলে নেন। ভক্ত-প্রেমী-সাধক নিজেকে সর্বস্বান্ত করে তার আরাধ্যকে পেলেন। আরাধ্য সেই দীন সর্বস্বান্তকে বুকে তুলে নিলেন। আর দর্শকরা দেখলেন, সেই দীনতম সেবক আরাধ্যে রূপান্তরিত হয়ে গেছেন। কে দিল কে নিল! যে চেয়েছে সে হয়ে গেল দাতা আর যে দাতা সে হয়ে গেল গ্রহীতা। আরাধ্য হৃদয়ের সর্বস্ব-দেবতা হয়ে গেলেন সেই ভক্ত আর ভক্ত হয়ে গেলেন সেই আরাধ্য। ওয়াহ্ ওয়াহ্। কী এই পরিণতি। এই পরিণতি যারা

দেখেন নি তারা কেমন করে বুঝবেন। সাধ্য সাধক সাধক সাধ্য হয়ে গেলেন। এখানে ইষ্টদেবতা আরাধ্য দেবতার বলিহারী। কী 'Transformation, কী climax লোকে বলবে। এর মধ্যে Transformation বা Climax বলে কিছু নেই, আগুনের স্ফুলিঙ্গ বিরাট অগ্নিরাশির মধ্যে মিলে গেল, আর কিছু নেই, লোকে এসব বোঝে না।

যদি বল সাধক ধন্য হল, তা নয় ধন্য হলেন ইষ্টদেবসাধ্য। ইষ্টদেব বলেন, আমি তো চিরকালই চেয়েছি মানুষ আমার কাছে আসুক, ভক্তির পিপাসা মেটাবার জন্য, আমি ভক্তি বারি পাই না। তৃষ্ণার জল ভক্তি দিয়ে তিনি তৃষ্ণা মেটালেন। ইষ্টদেবতা বল্লেন, আমি ধন্য হলাম।

মুক্ত হওয়ার পরও দশটা stage পার হয়ে সেই মুক্ত পুরুষ লীন হয়ে যান ইষ্টদেবতার মধ্যে। তখন যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে আপনি কাকে পেলেন— আপনি কার মধ্যে প্রবেশ করলেন— তখন তিনি উত্তর দেন আমি আমাকে পেলুম।

'ওগো পথের সাথি নমি বারম্বার'— যে গানটির পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্টি থেকে আরম্ভ করে মানুষের সাধনার মুক্তি পর্যন্ত সমগ্র বৃত্ত আলোচিত হল তার সমাপ্তি এখানে ঘটলো।

NASA-র বিজ্ঞানীরা বলছেন আমাদেরই একমাত্র সভ্যতা নয়। কারণ অদ্ভুত অদ্ভুত signal আসছে যা থেকে বলা হচ্ছে, আমরা আছি! মান আর না মান, তোমরা যত কিছুই করনা কেন তোমরা এ পৃথিবীকে কিছুই করতে পারবে না।

আমি যদি দিগন্তের কাজে না লেগে থাকতুম, আমি তোমাদের একটা জায়গায় নিয়ে যেতাম। যদিও সেখানে লক্ষ লক্ষ লোক যাচ্ছে, সেখানে একটা জায়গা লুকোনো আছে— কবেকার যখন এই পৃথিবীতে এমন কতকগুলি convulsion হোল যে তার ফলে পৃথিবী টুকরো টুকরো হয়ে গেল। And I know the place। বলি না এজন্য যে যার হাতে এটা পড়বে সে হবে Mars Saturn-এর incarnate, সে হবে এদের যুগ্ম প্রতিনিধি।

তাহলেই বোঝ আমি যদি এই পৃথিবীর শত্রু হতাম তাহলে বলতাম খোঁড় ঐ জায়গা।

তোমাদেরই ভারতবর্ষ যা নিয়ে Illiad লেখা হল। তার প্রমাণ একজন ফারাও। তাঁর মৃত্যু হল যখন, তার মৃতদেহটি জ্ঞাতি-শত্রুদের হাতে না পড়ে, সেজন্য তাঁর মা তোমাদের দেশের কিনারায় এনে রেখেছেন কবর দিয়ে।

মা কালীর অসীম কৃপা আজকালকার শয়তানদের হাত এখনো সেখানে লাগেনি।

কোথা থেকে কোন প্রসঙ্গ। প্রতিবেশীর প্রসঙ্গে ক্ষণেকে সেই উদাসীন, শাস্ত্রজ্ঞ, মহাজ্ঞানী মানুষ কঠিন রূঢ় হয়ে পড়লেন। তাল কেটে গেল—

'If I now speak out about Bangla Desh and why this newborn

nation may not... But take it from this দিক্‌চক্রবালবাসী, I say the sayings of the doers and digest.'

এই সেই ব্যক্তি, যার কোনো বক্তব্যে, প্রশ্নে, সংশয়ের অবকাশ নেই, তিনি কারক, তিনি কারণ।

আবার সেই উদাসীন— পথিক— তার দিগন্তে হারিয়ে যান— 'আমি ভুলে গেছি এ যন্ত্রটি (এ শরীরটি) আমার। যতদিন ভুলে আছি ততদিন যিনি যন্ত্রী তিনি এটা বাজিয়ে যাবেন।'

জয়শ্রী, শ্রাবণ ১৩৮৪
২০ আগস্ট, ১৯৭৭

"ছিন্নপাতার সাজাই তরণী"

এই লেখাটি শুরু করার পূর্বে একটি ছক বা বিশ্বরাজনীতির ঘটনাবলীর সূচীরূপে দেশনেত্রীকে মহাকাল কোনো একসময়ে পাঠিয়েছিলেন এবং সম্ভবত তা থেকেই একটি চিরকুট দেশনেত্রীর কাছ থেকে চারণ পেয়েছিল— আজ আর তার উৎস হদিশ করতে পারছে না, সেটি চারণের কাগজপত্রের স্তূপীকৃত জঞ্জাল থেকে আকস্মিকভাবেই উঁকি দিয়েছিল, তারপর সে কোথায় হারিয়ে গেল আর খুঁজে পাচ্ছে না, ইচ্ছে ছিল এবার সেই ছকটি উদ্ধার করার।

তবু মহাকালের ভাষায় যা বারবার নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে, পুনরায় চারণ মহাকালের অননুকরণীয় ভঙ্গিতে ব্যক্ত করছে—

"যে যাই করুক যারা যতো চেষ্টাই করুক না কেন—

There's absolutely no darned power (on Earth) which can, or shall be able to, reverse-or-check The Dead's swirling— onwards and achieving his ends..."

দীর্ঘ অনুপস্থিতি, দীর্ঘদিনের যোগসূত্রহীন অবস্থা তারপর অকস্মাৎ হলো যোগাযোগ, যদিও ষাটের দশকের যোগাযোগের পূর্বে দেশনেত্রীর কাছে নানাসূত্রে বার্তা পাঠানোর চেষ্টা হয়েছে অথচ এদেশের পরশ্রীকাতর, স্বার্থান্ধ মানুষের ব্যক্তিগত লিপ্সা, আত্মাভিমানের তাড়নায় সেদিন এই বার্তা পৌঁছানোর বাধা হয়েছিল, ষাটের দশকে এইসব বাধা অতিক্রম করে অকস্মাৎই যোগাযোগ স্থাপন হোল। আত্মনিবেদিত প্রাণ, দেশনেত্রী সর্বস্ব ত্যাগ করে সেই গভীর ব্যাপক সাধক মহাকালের চরণে নিজেকে উৎসর্গ করলেন। আর এই উৎসর্গীকৃত জীবন ও তাঁর জীবনদেবতার পারস্পরিক কিছু অভিব্যক্তি চারণ লিপিবদ্ধ করতে চায়। যারা চারণের এলোমেলো কথার মালা পড়েন

বা পড়তে আগ্রহী তাদের চারণ বারবারই স্মরণ করিয়ে দিতে চায় মহাকাল কথন ও তৎসংশ্লিষ্ট যে কোনো কথনই যারা পড়বেন তাঁরা তাদের অনুভূতি, হৃদয়, সেই স্তরে নিয়ে যেতে না পারলে কোনো আলোই উদ্ধার করতে পারবেন না। পার্থিব বিচার বিশ্লেষণে মহাকাল কথন বিশ্লেষিত হবে না এটাই চারণের অনুভূত ভাবনা।

দীর্ঘ যোগসূত্রহীন জীবনের পর অকস্মাৎ যাটো দশকের যোগাযোগের পর মহাকাল কোনো একসময় ব্যক্ত করেছিলেন ঃ

"আগের জীবনেও আমি কেঁদেছি ঃ অনেক অবস্থায়। অনেকের জন্য যখন কান্না আসতো, নিজেকে (য্যানো) সামলাতেই পারতুম না, কিন্তু তারপর, তারপর মনে হয়েছিল আমার কান্নার উৎস শুকিয়ে গেছে, আমার কাঁদবার কিছু নেই কেউ নেই, আমি চিরনিঃসঙ্গ। মমতাহীন, চির একেলা ভেবে, 'একটা নিষ্ঠুর— নির্মম কঠোর সুখ অনুভব কর্তুম, আমি নিশ্চিন্ত, পূর্ণ নিশ্চিন্ত। তুমি জগতে সম্পূর্ণ একেলা, তোমার কেউই নেই, হবে না হতে পারে না। তুমি শুকনো প্রাণহীন আগুন জ্বালাও, ফাটিয়ে দাও— গুড়িয়ে দাও— ভূমিকম্পই আনো অথবা আগ্নেয়গিরি জাগাও, কারো জন্যে আর তোমাকে চিন্তা করতে হবে না আর'। চীৎকার করে হেসে ফেলতুম ... কিন্তু এখন দেখছি আমি কারো জন্যে কাঁদতে পারি। কী আশ্চর্য!!"

"আমার প্রয়োজন? কী যে আমার এই পার্থিব জগতে প্রয়োজন তা আমি জানি নে। আমার প্রয়োজনের কথা কাকে বলবো? কে শুনবে, কে ঠিক বুঝবে, কেউ নয়, কেউই নেই— কেউই হবে না। কী হবে প্রয়োজন চর্চা করে। না, না, না, কোনো প্রয়োজন নেই কারো হাসির, কারো কান্নার, পেছুটান এই ভিক্ষুর জন্যে। আর নয় ... জীবন নদ বয়ে এসে, সমুদ্রের কিনারে দাঁড়িয়ে আছি ঃ শুধু অপেক্ষা করছি কবে ঐ অনন্তের তরঙ্গ এসে, টেনে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে আমাকে, ঐ অনন্তের কোলে।"

"না, না, আমি কারও ওপর যথেচ্ছচার করিনি, করিনে কর্তে পারিনে! একথার সাক্ষী মা কালী স্বয়ং।"

"একমাত্র আমাকে, আমাদেরকে যে-কাজ সাধনা পুরো করতেই— হবে, (যদি মা কালী জননী জন্মভূমি চান তবে, আমার মরে যাবার আগেই) আমার সেই জীবন-সাধনা ছাড়া, আর কোনো কিছুর initiative আমার হাতে নেই, একথা সত্য। ... কেবলমাত্র আমাদের সাধনার initiative and consummation আমার হাতে ; consummation হবেই হবে ; তা কেউই রুখতে পারবে না, যদি আমি মরেও যাই— তবেও হবে।"

একটি চিঠির উত্তরে মহাকাল লিখলেন ..."তুমি যে চিঠিটুকু লিখেছিলে বাহক সজ্জন মারফৎ— ঠিকভাবেই পেয়েছিলুম, ধন্যবাদ। পড়লুম, এবং ভাবলুমও। কিছু বলবো কি?...

সমাজে থাকতে হলে "সামাজিক ভদ্রতার" দরকার নেই, একথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু, আসলে, "সামাজিক ভদ্রতা"টি কি? "Social etiquette and courtsey",Hypocrisyরই রূপান্তর নয় কি?

"এবং এই ceremonies-of-civility-র আদান-প্রদান হয় (দরকার হয়) Civil Beings-দের মধ্যে।"

"কিন্তু আমিও কি তাই? আমি জানি ; আমি তা নই। হ্যাঁ, আমি "তা" নই। হয়তো, তুমি বলবে, তবে আপনি কি?! ;তবে কি বলবো আপনি একটি Illusion?— A Phenomenon? অথবা..."

যদি উত্তরে বলি, "হ্যাঁ, আমি সেই-রকমেরই একটা কিছু, হয়তো ;" —তবে কিছু ক্ষতি হবে কি? ভুল হবে কি? Illusion!!

যদি তুমি অন্যভাবে বিশ্লেষণ করে দ্যাখো তবে এ কথার যথার্থ তাৎপর্য বুঝবে। Is a phenomenon, an Illusion, in any way less than God? And what do we know of God that is not Illusion? How could we know God?

What we can know are certain attributes নয় কি? We can recognise the unavoidable, we can recognise the ultimate. The final-and-complete-and unfailing negation— beyond which there are no question and no further answers....

And because of this I am Dead ... And (my) Death is the only recognizable form of the God (Kali), only a complete knowledge of non-being is a true knowledge of God (Kali). All other talk of the supreme being is superficial and false.

["Illusion-এর 100% সত্য অর্থ, অন্তিম লক্ষ্যার্থ হল = Death = Non-being = এটুকু জানো বোধহয়?]

তাই-ই বলছিলুম : তোমার ঐ সাধারণ, সামাজিক— ভদ্রতার বাণী বিন্যাসটুকু, অন্যদের (ভদ্রদের) জন্যেই, সযতনে তুলে রাখো। আমার তরে না রাখাটাই ঠিক হবে।

হৃদয়ের গভীরে যে ধ্বনি স্বতঃউৎসারিত হয়, তা হল মাকালীর বাণী। সেই দহর থেকে উত্থিত, spontaneously, যা তুমি চাও, তা "শিশুর মতন স্বর্গীয়— সরল— আনন্দগর্বি" নিয়ে "দিব্যোজ্জ্বল আনন্দ"।

পাঁচ বছরের একটি শিশুকে তার কোনো ভালো এবং সুন্দর কাজের জন্যে স্নেহভরা-প্রশংসা করে দেখেছ কখনো?

সেই দিব্যশিশু, তার ভালো-সুন্দর কাজের জন্যে, হৃদয়ভরা স্নেহপ্রশংসা শুনে— তোমার মুখের (চোখের) ওপরে তার চোখের দৃষ্টি তুলে ধরে ; তার মুখমণ্ডল একটি অবর্ণনীয় সুন্দর আভায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে : চোখ দুটো তার "একটি অপরূপ"

আনন্দগর্ব— তোমার প্রতি ভালবাসার ঔজ্জ্বল্যে "Deeply S-o-f-t এবং আভাযুক্ত হয়ে যায়।

তোমার ঐ প্রাণঢালা প্রশংসা সে অনুভব করে! স্বপ্নের স্পর্শেরি মতনই সে তার হাত দুটি দিয়ে হয়তো তোমাকে ছোঁবে— ধরবে, অথবা তোমার কোলের উপরে মুখটি রাখবে ঃ অথবা সে-চোখ দিয়েই, তোমাকে তার সবটুকু দিয়ে— ছুটে যাবে মায়ের কাছে, দিদির কাছে তার আনন্দের পশরা গল-গল-কল-কল করে ছড়িয়ে দিতে।।

সেখানে "ভদ্রতা" নেই, এটিকেটের মুখোশ নেই। আছে সত্য দিব্য— অপরূপ— God * মাকলী।

সেখানে, "... আমি ওই আত্যন্তিক মর্মস্পর্শী ভাবনার যোগ্য নই ; ... যা কর্তব্য... তা পালন করতে চেষ্টা করছি...।"

এ জগতে আজকের দিনে, দহরের স্বতঃস্রোতপ্রবাহ প্রায় শুকিয়ে গেছে। তাই, যদি কখনও সে মন্দাকিনী স্বতঃপ্রবাহিত হয়ে তোমার দিকে যায়, তাতে অবগাহন কর।

সেই চিরকুট পাওয়া গেলনা— কিন্তু অন্য একটি ছেঁড়াপাতা হাতে এল যা এখানে Record করে রাখা চারণ প্রয়োজন বলে মনে করছে, চারণের ছন্নছাড়া ভবঘুরে জীবনে এসব কখন কোথায় তলিয়ে যাবে তার ঠিক ঠিকানা নেই।

Minister
Information & Broadcasting India
New Delhi
4th December 1965

Dear Shri Kamath,

In my desire not to take more time of the House, I didnot mention certain points which I should like to convey to you.

My father was sometimes irritated with Netaji but his irritation was the kind that one might feel for the younger brother if he does something of which one does not fully approve. But apart from this, he had regard and even affection for him.

It was he who made a very special effort to popularise 'Jai Hind' slogan and we find that with his going it is being used less and less. But I am impressing on all our workers and at my meetings that this is the best slogan for us and should not be given up. At the time of the INA trials, there were strong opinions amongst our leaders of the

Congress that we should not interfere or take up this question. It was my father who insisted and fully identified himself with their cause...

Yours Sincerely
Sd/ Indira Gandhi

Shri H. V. Kamath M.P.
New Delhi

এই চিঠি এবং সেই সঙ্গে পরবর্তীকালে ভবিষ্যতের জন্য তুলে রাখা 'Capsule'-এর ইতিহাস অন্য কথা বলে। ভারত-পথিকের অপ্রতিরোধ্য নেতৃত্বকে নানা অপচেষ্টায় অবদমন করা যায় নি, যাবে না, এটা ক্ষমতালোলুপ, ক্ষমতালিপ্সু একটি পরিবার কোনও দিন বুঝলো না, দুঃখের এবং ক্ষোভের কথা। তারই সঙ্গে স্বার্থান্ধ, অর্থলিপ্সু কতিপয় আত্মীয় চরিত্র ঐ পরিবারটির চক্রান্তে সহায়ক হোল। ইতিহাসই তার জবাব দেবে। দিনও সমাগত।

কয়েকদিনের হুটোপুটির পর তোমরা আবার ভালোর দিকে যাবে, হুটোপুটির শেষে ভালোর দিকে চলা শুরু হবে— শীঘ্রই।"

ড্রাগনের দেশের তিনটি ব্যাপার জানতে পারবে (১) তুমুল (২) medium তুমুল (৩) নৈমিত্তিক। —Eastern Europe-এর ঘটনায় তোমরা খুশী হবে, অন্য পক্ষের লোকেরা দাঁত খিঁচিয়ে থাকবে। সংক্ষিপ্ত এসব মন্তব্য। কিন্তু তার সম্পর্ক সমগ্র বিশ্বকে নিয়ে, এবং পরিণাম পরিণতি দূরপ্রসারী। অবুঝ চারণ এবং তার সঙ্গীসাথীরা এই বিশালতা বুঝতে পারেন না। তাই বার বার প্রশ্নে জর্জরিত করে তোলে মহাকালকে মহাকাল ধৈর্য ধরে শোনেন, কখনও উত্তর দেন, কখনও নীরবতায় কিছু জ্ঞাপন করতে অসম্মতি জানান। কখনও দুর্বোধ্য রহস্যময় জগত প্রসঙ্গে এমন দীর্ঘ কাহিনী ফেঁদে বসেন শ্রোতৃসমাজ কাহিনীর ভারে বিচলিত হয়ে পড়েন। আগামীদিনের দু-তিনটি ইঙ্গিতের পরই বিরক্তিতে বললেন, "কতবার বলেছি— একবার নয় দুবার নয়। সে কথা পুনরায় জিজ্ঞাসা করো তাতে অসোয়াস্তি বোধ করি। সব চাইতে বড় গুণ পরের শক্তিতে শক্তিমান হওয়া নয়। যত বড়ো sacrifice-ই দিতে হয় আমরা দেবো, কিন্তু বড়ো হতে হবে নিজের শক্তিতে, শক্তিমান অপরের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে নয়।'

পূর্ণতা প্রাপ্তির পূর্বে মহাকাল লক্ষ্য ও পূর্ণতা প্রাপ্তি নিয়ে উদ্বেগহীন উদাসীন। লক্ষ্য পূর্ণ হলে মহাকাল ও চারণ এই দুইয়ের মধ্যে স্বচ্ছন্দ আলাপের সুযোগ কম, কারণ সেটা হবে নতুন দিগন্ত। এজন্য মহাকাল এই স্বল্প ব্যবধানের সময় ; সাধনা, জীবনবেদ, ব্যক্তির বিকাশ, আত্মোন্নতি এসব প্রসঙ্গে অধিক আলোচনা করতে ভালবাসেন। চারণ মনে করে আগামী দিনের উজ্জ্বল, শুভ্র, তীব্র, তীক্ষ্ণ দিনগুলিতে দেশবাসীকে অনেক সচেতন, আত্মবিকাশের চেষ্টায় অনেক বেশী ব্রতী হতে হবে।

"যে জীবন মা আমাকে যাপন করাচ্ছেন তা যদি না করাতেন তোমাদেরই মতন পার্থিব জীবন হোত, এলাকার জন্য আমি ঐ জায়গাটি নিয়ে নিতাম। ওজায়গাটি নেওয়া আমার পক্ষে খুব কঠিন নয়।"

"এই শরীরের পূর্বে কতকগুলি শরীর তুমি নিয়েছ, সৃষ্টির প্রথমে তোমার প্রথম span থেকে নিয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত সমস্ত একটা জায়গায় খুব সুন্দরভাবে ধারণ করা আছে। যোগ সাধনা করতে করতে তোমার শরীরের সমস্ত কেন্দ্রের mastery যখন হবে তখন সেই centre activate করে দিলে commencing from your primordial journey তোমার সামনে উদ্‌ঘাটিত হবে। সমস্ত pegion-holeগুলি অনাবশ্যক material দিয়ে cluttered up করার পক্ষপাতি আমি নই। আমি যা করবো, যা ভাববো, চারটি জিনিসই Tied হয়ে জমা হচ্ছে।

এই সময় মহাকাল আসরে শ্রোতাদের কারুর চলনে ত্রুটিতে ক্ষিপ্ত মহাকাল বলেন— "এটা জেনে রাখবে তোমরা যা শুনছো এ সুযোগ পৃথিবীতে আর কারো হয় নি, হবে না। এসব ব্যাপারে যাঁরা আমার co-actor তারা তো co-actor হিসেবে সমস্ত Drama টাই জানে তাদের একথা এ ওকে শোনাবে সে প্রসঙ্গই আসে না। এ Drama কাউকে শোনাবার প্রশ্নই উঠছে কোথায়, যা তোমরা শোনো তা আমি ছাড়া আর কেউ তোমাদের শোনাবে না। কারণ আমার যারা সাথী তাদের কোনও প্রয়োজন নেই তোমাদের শোনাবার। দেখা সাক্ষাৎ নেই, পরিচয় নেই, সুযোগও নেই। সেই সঙ্গের একজন actor তোমাদের পরিচয়ের সূত্রে কিছু শুনিয়ে গেল। মন দিয়ে না শোন, বুদ্ধি দিয়ে না বোঝ, সে দোষ তো তোমাদের। Narrator-এর কোনো obligation ছিল না তোমাদের শোনাবার। অহেতুকই স্নেহবশে শুনিয়ে দিলেন। এই উঁচুপদস্থিত লোকদের যে জিনিস পুরোপুরি জানবার ক্ষমতা বা উপায় নেই তারা অনেকখানি জানেন বোঝেন, তাঁদের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অধ্যবসায় দ্বারা এই খবরগুলি জানতে হয়, আর তোমরা শুনছ from the horses' mouth, এই জিনিসগুলি শুনতে, collect করতে তোমাদের ঢিলেমী তার দোষ কার।"

সমাধি থেকে নীচে নামা এগুলি যখন practically জানলুম তখন বুঝলুম ওঁরা সমাধিতে থাকতে কেন নানা ধরনের বিচিত্র ব্যবহার করেন।

সমাধি মানে মুক্তি নয়, শারীরিক প্রয়োজনীয় জিনিস মুক্তি নয়। সে-সব জিনিসের তার দরকার হয়। সমাধি যখন ভাঙবে তারপরই দরকার হবে আহার। যে যোগীর সমাধি প্রাপ্তি হয়েছে he is not above the requirements of upkeeping his physical body। অনেক ফেচাং আছে এর মধ্যে। তিনি যদি বলেন শরীর ত্যাগ করলুম শরীর অমনি বলবে ত্যাগ কর দেখি। সেটা অন্য জিনিস। অর্থাৎ যিনি সমাধি লাগিয়েছেন তার একদিন চোখ খুলতে হবে, সমাধির স্তর থেকে নীচে নেমে এসে

চোখ খুলতে হবে। সমাধির ওপরও অনেক স্তর আছে। এই হল কারণ যে জন্যে শ্রীশ্রীঠাকুর সমাধি থেকে নীচে নেমে জেগে উঠতেন আর ঐরকম অর্ধ-উন্মাদ অবস্থায় কাটাতেন। ওঁর সহজ সমাধি হোত কারণ ওঁর মহান সুবিধে ছিল, তিনি স্কুলে না পড়ায় সহজ সরল শিশুর মত ভাবনার স্রোত ওঁর মধ্যে ছিল, তাই কোনও জিনিস চোখে এলে কানে গেলে ভাব সমাধি হয়ে যেত, তারপর সহজ সমাধি। সহজ মানে সহজাত সমাধি। সহজ সমাধি ঠাকুরের কেন হোল কারণ পূর্বজন্মে যতটা করায়ত্ত হয়েছিল এজন্মে কিছুটা এগুবার পর সেই রাস্তা বা সিঁড়ি ধরে ফেল্লেন, তারপর তরতর করে এগিয়ে যেতে লাগলেন। মুস্কিল হল এসব অনেক কথা বলা উচিত হলেও আমি বলতে পারিনে, কারণ বলা উচিত যদি আমি বলি সে সত্যটা আমার জানাশোনা প্রীতিভাজন কি শ্রদ্ধাভাজন কেউ কোন কথা বলে গেছেন সেটা উল্টে যাবে তাতে সেই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির মনে ব্যথা লাগবে তিনি ভাববেন এই ব্যক্তি কেন এসব কথা বল্লো। না বল্লেও তো পারত। সেজন্য অনেক কথা আমি তোমাদের বলিনে।

আমি অনেক সময় আপন মনে আগড়ুম-বাগড়ুম কথা বলি। জগদম্বা— জগডিম— জিগিডিম। একঘন্টা ধরেই হয়তো এই কটি কথা আওড়ে যাচ্ছি, অর্থাৎ জগতের ডিম, এই ডিম ফুটে জগৎটা বেরিয়ে এল। এই জন্যেই আমার খেলা করার সাথীর অভাব নেই। 'ছিন্নপাতার সাজাই তরণী— আমার সমস্ত গত জীবনের টুকরো টুকরো পাতা কুড়িয়ে নিয়ে আমি খেলা করি। আনমনা যেন দিক্-বালক। আমিও দিক্‌যাত্রী, দিক্‌বাসী। দিক্‌চক্রবাল রেখার চিরন্তন যাত্রী আমি। আলবেলা ঢঙের ভাসানো মেঘের ভেলা আমারও তাই। কী জীবন, কী সাথী, কোথায় সাথী কেউ নেই কোথাও নেই।

যারা দিগন্তের মধ্যে এক আধজন তো নয়, গুণতে গেলে যে বহু হয়ে যায়, তথাপি তাদের মধ্যে এমন অনেক আছেন যাঁরা আমারই জন্মভূমির। হয়তো তাঁরা একটা special আপনত্ব নিজত্বভাব পোষণ করেন। তাঁদের মধ্যে more than ¾ th সপরিবারে, স্বজন, স্বদেশী হওয়ার দরুণ তাদের অন্যদের চেয়ে আবেগ বেশী। তাঁরা চান তাঁদের সর্বস্ব নিঙড়ে দিয়ে একাকীত্বপণ মানসিক দূরত্ব দূর করে দিতে। আমার নিতান্ত নিঃস্বভাব দূর করার কথা ওরা নিজেদের মধ্যে সব সময় আলোচনা বিচার ভাবনা করেন। Thus, far and no further। এ ভাবনা, এ বিচার এ আলোচনা ওঁদের মধ্যেই সীমিত তা ওঁরা জানেন। যদি এই ঢেউ আমার পর্যন্ত পৌঁছতে যায় তাহলে আমার নিঃসঙ্গতা বাড়বে তাও ওঁরা বোঝেন। The relationship with them vis-a-vis collectively with them। আমি so-called leader-দের মত প্রভুত্বের নেশায় মত্ত নই ; আমার more than ½ a dozen একেবারে তৈরী— 'with the same identically functionally equal with me'। এই মুহূর্তে যদি

আমি না থাকি সঙ্গে সঙ্গে আমার জায়গা নেবার লোক আছে। as smooth as oil। যদি আমি তোমাদের কর্ণধারের মত হোতাম তাহলে এটা হোত কি? সর্বস্বের চাবিকাঠিটি আমার, এই মিথ্যা দর্প আমার নেই।

সত্যি সত্যি এই পৃথিবীতে যদি আমার কেউ থাকত তাহলে এত গভীরভাবে আপন আত্মা বলে তারা আমায় মনে করত না।

এই কণ্ঠ এই বাণী সারা দেশময় রণিত হচ্ছে। দেশের শত্রু, দেশের শুভ প্রচেষ্টার ঘাতকেরা এই দামামা শুনতে পাচ্ছেন। বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী সবাইকে চারণ মহাকালের কণ্ঠে বলতে চায়—

There is always a voice saying the right thing to you somewhere— If you only listen to it...

And if and when you, Charan, shall know to listen and grasp : Then : It is wonderful what strength of purpose and boldness and energy of will are aroused by the assurance that we are doing our duty.

As for me? "Where is nothing so fatal to character— as half-finished TASKS ... "And I know, that, the truly illustrious are they who do not quote the praise of the world, but perform the actions which deserve it."

মানুষের রেজিষ্টার থেকে আমার নাম— কেটে গেছে।

জয়শ্রী, আশ্বিন ১৩৮৪
সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭

'স্বপ্নে আমার মনে হল'

প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে চারণ আপাতত শান্ত হয়ে বসেছে লিখতে। ক'দিন একটানা উথাল-পাথাল ঝঞ্ঝা বয়ে গেল তার ভেতর দিয়ে। নিজেরই অজ্ঞাতে অহং বোধ তার মধ্যে দৃঢ় মজবুত ভাবে আসীন হয়েছিল। মহাকালের কণ্ঠধ্বনিতে তার স্বম্বিৎ ফিরে এলো আর সেই সঙ্গে মানসিকতার এমন পরিবর্তনের ক্ষমাহীন অপরাধে বিদ্ধ চারণ চেয়েছিল কলম চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে। কিন্তু তাও বোধ করি অহংবোধের পরিচায়কই হোত। নানা বিচার; নানা বিশ্লেষণ, নানা জিজ্ঞাসায় চারণ কিছুকাল যাবৎ উদ্বেল মানসিকতায় কাটাচ্ছে। ৩০ বছর পার হয়ে গেল, চোরাগোপ্তা পথে আপসের পাঁকে কলুষিত হয়ে ক্ষমতা হস্তান্তরে ব্যক্তিত্ব, আত্মমর্যাদা, নীতি, আদর্শ সবই ভুলুণ্ঠিত। দীর্ঘ সময় ধরে চলেছে বাক্‌বিস্তার ও অপশাসন। অসহায় মানুষ আজও নিতান্ত

অবহেলায় শীতের রাতে পথে প্রাণত্যাগ করে। আর মৃতের সৎকারে পাড়াপ্রতিবেশী গণ্যমান্যরা হিমসিম খান, কারণ বিগত ৩০ বছরে কেবল কানুনই বেড়েছে বজ্র আঁটুনিই বেড়েছে, মানুষ তার হঁসটুকুই হারিয়ে ফেলেছে।

নতুন যুগের 'বেদ মহাকাল-কথন'। কেবলমাত্র শ্রুতির মাধ্যমে চারণ পরিবেশন করছে, এই মহান বাণী সংরক্ষণে অনুপযুক্ত, ফলে হয়তো কখনও একাধিক ভুলসহ সেই বার্তা পরিবেশন করছে। এই ভুল পরিবেশনে চারণের ইচ্ছাকৃত অবহেলা নেই।

সেই ত্রুটি, সেই অপরাধ এবং চারণের অক্ষমতা স্বীকার করে নিয়ে চারণ মহাকাল-কথন যতটা সম্ভব পরিবেশন করে যাবে। পাঠক তার ভক্তি এবং হৃদয় দিয়ে তাকে অনুধাবন করবেন, এই আশা।

চারণ আজ দ্বিধাহীন চিত্তে বলতে চায় '১৮৯৭' সালে যে মহাপ্রাণের আবির্ভাব ঘটেছিল সেই মহাপ্রাণ আর মহাকাল, এক এবং অভিন্ন। কিন্তু সেদিনের দেশনায়ক এবং আজকের মহাকাল আসমানজমিন ফারাক। অথচ সে বিশ্লেষণে চারণ যাবে না কারণ তার অধিকারী সে নয়।

'এই পৃথিবীতে কেউ কাউকে ভোলাতে পারে না। ভগবান শিবকে বলে ভোলানাথ। মানুষ ইচ্ছা করে ভোলার ভান করে। অর্থাৎ নিজে নিজেকে মানুষ ভোলা তৈরী করে। মানুষ মুগ্ধ হয় নিজের ভাবনায়। যা কিছু করছে তা নিজের ভাবনা নিয়ে। ফুল তাকে মুগ্ধ করছে না, মানুষ নিজের ভাবনার আবেশে ফুলটার দিকে তাকিয়ে সেই আবেশে নিজেই নিজেকে ভোলাচ্ছে। মা'র দিকে তাকিয়ে ছেলে মুখে হাসিচ্ছটা নিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরছে। পুত্র স্বভাব নিয়ে মাতৃরূপী আয়নায় Reflecting হয়ে পরম মধুর ভাবনায় সে মুগ্ধ হচ্ছে। প্রত্যেকেই নিজেই নিজেকে রাগাচ্ছে, বিরক্ত করছে, ভোলাচ্ছে। একটি Reflected mirror করে নিয়ে। কেউ কাউকে ভোলায় না। শুধু তফাৎ— যিনি নিজেই নিজেকে ভুলিয়ে দিয়ে ১০০% ভোলাতে পারেন তিনি ভোলানাথ। সেই ভোলানাথকে জাগাবার জন্য মা'র এত circus। এজন্য বাবা হলেন অনন্তকাল বহমান মহাকাল। অনন্ত সাগর, অনন্ত বহমান মহাকাল, এই অনন্ত বহমান মহাকালের উপর নৃত্যরতা কালী। মহাকাল, মহাকাশ, মহাশিব, শিব। 'মহাকালের কোলে এসে গৌরী হলেন মহাকালী'— এ গানটা তো আমার খুব প্রিয়। 'অনন্ত শূন্যের মধ্যে বাজে আমার হাসিকান্না।'

'কী জীবন! বাড়ি নেই, ঘর নেই, আপন জন নেই, পরের জন নেই, জিনিস নেই, পত্তর নেই, ব্যাস। কি সুন্দর, মা একেবারে ঝাড়া হাত পা করে দিয়েছেন। এমন কোনো জিনিসই রাখেন নি যার জন্য মরার সময় মনটা কেমন করতে পারে।'

এই ভিখারীর কাজ হল Consummation of his ordained mission। Personally তার কি হল না হল it does not matter.

আমি বিশ্বাস করি Brute terror of armed strength, যুদ্ধের Brute terror হল, a major surgery। এ surgery-র প্রয়োগ নিতান্ত দরকারে; সাময়িকভাবে এর দরকার। For General purpose, for all times এ সর্বনাশা। For all times বিচারশীল, মননশীল ব্যক্তিদের দিক-নির্ণয় করে চালনা করা। এটা মনে রাখতে হবে এই surgery করার পর surgeonকে সরে যেতে হবে। Tragedy হল surgeon এর নেশা ধরে যায়, যে surgeryর পর সরে না দাঁড়ায়, he becomes a terror। নিয়ম হল surgeon surgeryর পর General practitioner-এর হাতে দেবে— যাঁরা বিদ্বান, বুদ্ধিমান বিচারশীল ব্যক্তি।"

..."এই intelligentiaকে যদি জাগাতে পার তবে কাজ হবে। আমি white-washing করতে চাইনে, বাঙলার মাটিতে, বাঙলার জল-হাওয়ায় এতটা ক্র—ন্তি আছে, তার কারণ কি জান, আমি নিজে মনে প্রাণে অনুভব করি বাঙলা and Mother Kali synonymous। Mother Kali— অর্থ ব্যাপক। সমস্ত দেবতা এবং দেবী মণ্ডলীর ভেতরের সমস্ত শক্তি যখন নির্বীয হয়ে গেল, আসুরিক শক্তির কাছে নতজানু হয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পরে তাদের উপরের স্তরের শক্তিদের কাছে ভিক্ষা চাইলেন, তখন ঐ উপরের স্তরের সকলের ভেতরে যে তেজ, আত্মিক তেজ বেরিয়ে একটি তেজ-পিণ্ড সৃষ্টি হল, সেই তেজ-পিণ্ড মূর্তি লাভ করল, মা দুর্গারূপে। দেবশক্তির চেয়ে আসুরিক শক্তি বেশী। প্রথম আবির্ভাবে একটি বিরাট ক্রোধের সৃষ্টি হল এবং সেই বিরাট ক্রোধ concentrated হয়ে ভুর মধ্য থেকে বেরুলেন মাকালী। এদের উপরের যে status সে Status হল মহাকালী। The highest force নিজেকে ত্রিধা বিভক্ত করে সামনে দাঁড়িয়েছিলেন, মহাকালী, মহালক্ষী, মহাসরস্বতী। এই তিনজনের Sphere তিন রকমের একটু তফাৎ আছে। মহাকালী মহাসরস্বতীর মধ্যে— নমনীয়তা স্নেহময়তা আছে। মহাকালী এমনই একটি শক্তির concentrated রূপ যাঁর মধ্যে এসবের স্থান নেই। এঁর উপর কোন শৃঙ্খল নেই। এঁর চাল হল, নীচ থেকে উঁচু পর্যন্ত সবকিছুকেই কেড়ে নিজের অপ্রতিহত শক্তিকে চালিত করা। সুতরাং এই যে কালী, আমি বিশ্বাস করি, আমি অনুভব করি বাংলা and Kali are synonymous। এই জন্য আমি মধ্যে মধ্যে লিখি Durga Kali। কিন্তু এত সুন্দর চেহারা আর কারুর নেই। What is Kali। আমি ছবিতে দেখি হাসি পায়। অনন্ত এই যে মহাকাশ— তিনিই হলেন মহাকাল-পরসী— তাঁরই বুকে নাচছেন মহাকালী— তাঁরই নাচনের ফলে হিরণ্যগর্ভ প্রকাশিত। এই সৃষ্টিতে যত কিছু অতি সূক্ষ্ম রূপে concentrated হয়ে রয়েছে। সেই রেণু অণু হয়ে যখন ফুল রূপ নেয় তখন তুমি গন্ধ পাও। এই বিরাটের নীচের দিকে পাদ, উপরের দিকে শির। এই বিরাটের ১২টা করে spoke বা চাকা ।

তাতে কি আছে? সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাণুর অবস্থান। এই ১২টাই হলেন আদিত্য। দ্বাদশ আদিত্য। এই সৃষ্টি অনাদি, নশ্বর নয়। চলেছে চলেছে চলবে। কেতাবের পাতায় পড়— এ সৃষ্টি অনিত্য।

জয়শ্রী, পৌষ ১৩৮৪
জানুয়ারি ১৯৭৮

'আঁখি মোর ঘুম না জানে'

চারণ নীরবতার সাধনা নিয়েছিল। যে মহাসাধক অন্তিম সাধনায় নিমগ্ন সেই গভীর নিমগ্নতার স্পন্দন, তড়িৎ প্রবাহ্ অনুভব করবে বলে চারণ নীরবতায় ডুবে ছিল। ১৮ আগস্ট ১৯৪৫ সাল থেকে যে ইতিহাস রচনার চেষ্টা চলছিল, যে ইতিহাস রচনায় দেশের বহু তথাকথিত জ্ঞানীগুণী যুক্ত হয়েছিলেন হঠাৎ এমন কি ঘটনা ঘটল যাতে দেশের শাসক-নেতা সেই সৃষ্ট ইতিহাসকে বাতিল করে দিলেন, এসংবাদ পত্রিকার। অনেক ঘটনা এমন ঘটে যায়, অথবা দৃশ্যত ঘটে, স্থূল চোখে বাইরে থেকে সাধারণ মানুষ সেটুকু দেখে। দৃশ্যপটের অন্তরালে কত ঘটনা ঘটছে তার পশ্চাতের আনাগোনা চালাচালির কতটুকু খবর সাধারণের কাছে পৌঁছয়। সাধারণ বাইরেরটুকু নিয়েই কখনো তৃপ্ত কখনো অতৃপ্ত। সাম্প্রতিক একটি তৈরী করা ইতিহাসকে বাতিল করে waste paper basket ফেলার যে ঘটনা তাতে চারণ তৃপ্ত নয়। চারণের কোনো ব্যক্তিগত মতামতের স্থান নেই। মহাকাল স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন— "Air crash-এ death concoction— এটা বলা দরকার। তিনি আছেন কি নেই— এটা redundant—air crash সেদিন সেখানে হয় নাই, এটা বানানো কথা।" এই বানানো কথা কি সাম্প্রতিক নেতার ঘোষণার পরও রয়ে গেল? এ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর চারণ পায় নি। পুনরায় এই concoction প্রসঙ্গে মহাকাল ঃ আরেকদিনের আরেকটু কথা—

'Plane crashটা concoction— এই পর্যন্তই থাকবে। concoction পর্যন্তই থাকবে এই concoctionটা undo করবার জন্য Govt. কে বলতে হবে, যেমন capsuleটা তুলে ফেলে Govt. ভারতবর্ষের ইতিহাসকে বিকৃত করবার অপচেষ্টার প্রতিকার করেছেন।'

কিছুদিন পূর্বের আরেকটি ঘটনায় সংবাদপত্রের কিছু সংবাদে মহাকালের প্রতিক্রিয়া, ঠিক বলা উচিৎ নয়, মহাকাল এই সকল ঘটনায় বিন্দুমাত্র বিচলিত নন, কিন্তু তাকে ঘিরে চারণ ও সাথীদের নানা প্রশ্নের জবাবে—

'সারা জীবন প্রতিজ্ঞা করে ব্রহ্মচারী থাকবো বলে তারপর মরণের দিকে ঝাঁপ দেবার মুখে শেষে ডোবায় পড়ে শামুকে পা কাটলো।

চারদিকে S-S (Secret Service) চব্বিশ ঘন্টা পাহাড়া দিচ্ছে, চারদিকে কাজের ব্যস্ততা সে সময়, সে মাসগুলো এমন অবস্থায় ছিল কি মনে হ'ত শরীরটা ফেটে যাবে; যখন এই রকম প্রায় হয়ে যাবার যোগাড় তখন একজন ইসারায় বললো অমুকের সঙ্গে কথা বলতে পারো কাজ হোতো। কথা বলতে বলতে সেই বড় হলের এক প্রান্তে নিয়ে যাওয়া হল আর কিছু বলা হল— যা plan দেওয়া হয়েছে সেটা মঞ্জুর হয়েছে।

এই কথা আলোচনা করতে ঘেন্না করে। যে লোকটি আগুনের ভেতর ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে, সে কি এমন নৃশংস এমন অত্যাচারী এমন হত্যাকারী হবে সে-অবস্থায় একটি মেয়েকে বিয়ে করতে যাবে। আর কোনো মেয়ে যদি সে-অবস্থায় সম্পর্কে আসবার জন্য বলে, তাহলে সেই লোকের পক্ষে এটাই তাকে বলা স্বভাবিক যে আগে বিপদ থেকে উদ্ধার হয়ে নি, তারপর এ-সম্বন্ধে বিচার করতে হবে।

সদ্যজাত শিশু এবং সদ্যপরিণীতাকে আগুনে ফেলে চলে গেল! আর সেই মহিলাও রাজী হয়ে গেলেন! দাদাদের আবার বাংলায় লেখা হোতো কবে? আর দিন, তারিখ, জায়গার নাম একেবারে চিঠির নীচে— এটাও কখনো ঘটেনি।'

'কোনো মানুষ যখন crucial hazardous কাজ হাতে নেয়, তখন সে-মানুষটা কিছুতেই স্ত্রীসঙ্গ করতে পারে না। সে সময় সঙ্গে স্ত্রী থাকলে সে মানুষের সর্বনাশ হয়ে যাবে কোনো secret কাজ hazardous কাজ, কোনো national or international সংবাদকে full proof করতে হলে কেবল একজনকে সেটা আগলে রাখতে হবে— দুজন তাতে জড়িয়ে থাকলে সর্বনাশ হয়ে যাবে, সে কাজ আর হবে না।'

এমন এক পরিস্থিতিতে, ঘটনাচক্রের এমনি পরিণতি যে এই ঘৃণ্য সাজানো ঘটনাগুলি সম্পর্কে মহাকালের মুখ খুলতে হল। আর চারণ ও তার সাথীদের স্তব্ধ নিঃশ্বাসে সে কথা শ্রবণ করতে হল। ইতোপূর্বে এই প্রসঙ্গে কেউ কোথাও উল্লেখ করেছেন, এবং সেই সব বইয়ের উল্লেখ করলে বলেছেন, 'খবরদার এসব ইতর আলোচনা আমার কাছে পেশ করবে না, আর কখনোই ঐসব বই আমার কাছে আনবে না।'

কিন্তু সেদিন তীব্র বেদনা থেকেই হয়তো এত কথা বল্লেন! এ-প্রসঙ্গে সর্বশেষ উক্তি—

'চিঠিটা forgery। ছোটবেলা থেকে চিঠির ওপর একটা মাঙ্গলিক চিহ্ন থাকত।'

একটি মহৎ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি আত্মবিস্মৃত, আত্মচিন্তায় মগ্ন নন এইটাই স্বাভাবিক, আর মহাকালের বাণীবাহকের পরিচয় তো সেখানেই। মহাকালের বাণীবাহক, চিরন্তন বিপ্লবী সে-ই যে একদিন দেশনেত্রীর আদেশে ঝড়ঝঞ্ঝা অগ্রাহ্য করে দেশনায়কের পরিক্রমণ সংবাদ দূর পল্লীতে গভীর রাত্রে পৌঁছে দিয়েছিল। হয়তো

অনেকে ব্যাখ্যা করবেন সেটি তারুণ্যের উন্মাদনায় করেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে যৌবনে, পুনরায় যেদিন দেশনেত্রী প্রেরিত হয়ে মহাকালের সংস্পর্শে এসে আত্মাহুতি দিলেন, প্রতিষ্ঠা, সম্মান, পরিচয়ের তুঙ্গে থেকেও যিনি নিমেষে মহত্তম সাধক বিপ্লবীর কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিঃশেষ করতে পিছপা হন নি সেই দিনটিতে আবার সেই চল্লিশ দশকের কিশোরের ডাক পড়লো। এই ঘটনা এই অন্তরালের কথা কেউ জানলো না, অথচ এ-কথা ইতিহাসের খাঁটি মুক্তোগলানো কথা— সেই যুবক বর্তমান ভবিষ্যৎ চিন্তা না করে দিনের পর দিন যে কায়িক, মানসিক এবং অন্যান্য সংগ্রাম করলো, তার জন্য তাঁর কোনো শ্লাঘা নেই, কোনো অতৃপ্তি নেই আত্মপ্রচারহীনতায়। কিন্তু চারণের প্রশ্ন জাগে যদি কোথাও মহাকালের কর্মকাণ্ডে প্রচারহীনতায় অতৃপ্তির ছোঁয়া থাকে, কোথাও মহাকালের বাণীবাহক পরম শ্লাঘায় বুঁদ থাকেন তখন তাঁর পরিপূর্ণ বিপ্লবীর পরিচয়ে কিন্তু খাদ থেকে যায়ই। আশার দীপ জ্বেলে কত বিপ্লবীই তো আজও দিন গুণছেন, কারো কানে আজও বাজছে, আমরা মিলবো, আবার একত্রে কাজ করবো এবং আমরা একত্রে মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করবো, দেশত্যাগের পূর্বে এই কথা মহাকাল বলে গিয়েছিলেন, আজও অপরিবর্তিত মগ্ন সে বিপ্লবী।

কিন্তু মহাকাল এই সব বিষয়ের মধ্যে আবদ্ধ নন। তিনি মনুষ্য জীবনের ঊর্ধ্বে রয়েছেন, তাই মুহূর্তে তিনি অন্য জগতের আলোচনায় চলে যান। যে আলোচনা আনন্দ-স্বরূপের আলোচনা। যে আলোচনায় মহাকাল তন্ময় এবং চির আনন্দময়। ক্লান্তির রেশ সেখানে নেই, সময়ের গতিময়তা সেখানে অবান্তর।

"যার মন পুরানো স্মৃতিকে লালন করে সে মনের দিক থেকে পরম ধনী।

যার discernment যত fine ততই তার মধ্যে বাড়বে wisdom। wisdom যখন nourished হতে থাকে তখন সে আস্তে আস্তে upper plane-এ যায়, যখন razor-sharp discernment দিয়ে সূক্ষ্ম চিন্তায় প্রবেশ করা যায়।

একেবারে শৈশবের কথা ভাবলে, মনে করতে হবে তার আগে কি হয়েছিল, তার আগে কি হয়েছিল— এইটে করতে করতে যখন finally holed হয়ে যাবে, হতে হতে point finesse হয়ে যাবে তখন you will enter the intelligence which you knew when you were remaining in the foetus.

এ-কথাটা তোলার আসল কারণ— একটা ছোট্ট কথা, তোমার জীবনে শুধু এ-জন্মটাই নয়, তোমার বর্তমানে যে রাস্তা দিয়ে যাতায়াত সেই রাস্তার পরিমাণটাকে তুমি বলছ এই আমার আয়ু। তোমার জীবন শুধু এই রাস্তাটুকু নয়। ধর তোমার এই পথটা ১০,০০০ বছর আগে শুরু হয়েছে। তোমার জীবনের পরিক্রমায় একটা ছোট্ট অংশ তোমার মনে দেখা দেয় একটু জীবনে, যখন তোমার মন ঘুর ঘুর করছে এবং আনন্দে ডগমগ হয়ে যাও তাতে, তা হলে বুঝে দেখ তুমি এর আগে যে-রাস্তা পরিক্রমা করেছ,

সে-সবটা মনে পড়লে কি আনন্দই না তোমার হবে!

অনন্ত প্রকারের শক্তি আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের plasticity আছে।

চিৎ হয়ে বিছানায় শুয়ে চোখ বুজে তোমার ইষ্ট দেবতাকে মনে মনে পূজা করবার কথা ভাবলে। কিছুক্ষণ পরেই তোমার শরীরে শক্তির বাহুল্য হয়ে গেল, তোমার শরীরে আরো শক্তি জড়ো হওয়ার দরুণ এই বাহুল্য। তুমি থেমে যাবে। কিছুক্ষণ বাদে শক্তির ভারসাম্য ফিরে এলো।"

একদিন মহাকাল তাঁর সাম্প্রতিক পরিক্রমণের কথা বলছিলেন। "I had to undertake this hazardous solo journey by myself. Hazard শুধু এই জন্য যে দিগন্তের কেউ guard করবার বা সাহায্য করবার থাকবে না। যেতে হবে প্রথমে 'ক'তে, 'ক' ডিঙ্গিয়ে আরেকটা জায়গায়, সেখান থেকে ডিঙ্গিয়ে একটি sea-shore-এ, অন্য দেশের লোক যারা আমার বন্ধু তাদের কাছে, তারপর তোমাদের প্রতিবেশী সবার সঙ্গে দেখা করে বলে দিতে হবে আমি যে বলেছিলুম এটা পাকা কথা, বারবার আসতে পারবো না। ভ্রূকুটি করতে হবে না, Line যখন cross করলুম, রাস্তা এত সুন্দর ৬টা Lane, শেষ পর্যন্ত আসলুম যেন velvet-এর ওপরে। এই তল্লাটে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হল গা গুলোন, মাথা ঘোরা ও পিত্তকষ্ট। এ কষ্টের কথা আমি তোমাদের কি বলবো। ছোটবেলার Blind faith তুলসীপাতা চিবুতে আরম্ভ করলুম, লেবু চুষতে আরম্ভ করলুম। দিগন্তের বাইরের চারজনকে word দেওয়া ছিল যার গোড়াপত্তন পূর্বেই হয়েছিল, তাদের কাজ দেখতে আসতে হল।

ভালোবাসা, প্রেম স্নেহ এ-যে কী জিনিস এর সত্য মর্ম সেই জানে যে এসব থেকে নির্বাসিত। তোমরা কি বুঝবে 'এ বোঝা', তোমাদের বোঝা সম্ভব নয়। (এ কথা বলে মহাকাল বাঁধভাঙ্গা কান্নায় ভেঙে পড়লেন) আমি যে বাঙালী তারপরে আবার মহান।

মন্থনের সময়ে এবং পরে পথিকের অস্তিত্ব কি হবে?

বাংলার আত্মভোলা সাধক গেয়েছেন,

'ভয় পেও না পাগলা...
আমি চাইব নাকো শালডোশালা
বালাখানা ঘোড়ার গাড়ি
আর ঝুড়ি ঝুড়ি টাকার থলি
যে যার মত চেয়ে নিল

পৃথিবীর সবাই দীন ভিখিরীর ঝোলা থেকে যা নেবার নিয়ে নিয়েছে। অমূল্য রত্ন, মণিমাণিক্য সবই নিয়ে নিয়েছে, তোমাদের জন্য দেবার কিছুই নেই, আছে কেবল গাঁজার কল্কে, আর সিদ্ধির পাতা।"

মহাকালের আসরে বিষয় ও বিষয়ান্তরের কোনো নির্ধারিত সূচী নেই, কখনো ব্যক্তিগত কখনো নৈর্ব্যক্তিক কখনো জাগতিক কখনো অন্যলোকের আলোচনা।

"আমার ওদিকে আর কাউকে আনতে চান না। এখন তিনি মিন-মিন করছেন আর কাউকে নিতে চান না। তাঁর চারজন assistant আছেন। তাঁর ওপর ভার আমি থাকি বা না থাকি ১২ মাসে তের পার্বণ করে যাওয়া। ইনি ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ। আমার cook-এর একটি Team আছে। তারমধ্যে একজন authority অর্থাৎ ছোটোখাটো ডাক্তার। উনি আমার সামনে বসেন না। অন্যান্য Full General-এর সামনে অবশ্য টেবিলে ঠ্যাং তুলে বসেন। তাঁর একটা Fad আছে, গোঁ জিদ্, সেটি হল আমার জন্য any poultry chicken ducks মুরগী, তিতির বটের, কবুতর, ঘুঘু all sorts of poultry and birds আমি যেখানে পৌঁছে যাই, পুরো kitchen সব লোক এদিকে দাঁড়িয়ে তিনি oven এ অধিষ্ঠান, পুরো roast করতে তিনি expert, এমন দিনও গিয়েছে ১২টা roast হবার পর আমি এসেছি। airtight container-এ করে আধঘন্টা রেখে দেন, তার বেশী দেরী হলে আবার আরেকটি হয়।

ভট্টাচার্যি মশাই প্রথম প্রস্তাব করেন মোষ বলি। বাঙালীরা খায় না, অন্যেরা ভক্তিভরে নিয়ে যান। তিনি বলেন মহিষাসুর বলি যদি না হোলো তাহলে পূজা কি? এঁকে আনি রাঙামাটি নামে আসামের একটি অঞ্চল থেকে।"

আরব-ইসরায়েল সম্পর্কের কথা একদিন বৈঠকে উঠেছিল। 'তোমাদের perspective আর আমার perspective একেবারে আলাদা। ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আরবরা তো first shot অনেক আগেই ছুঁড়েছে যেদিন থেকে বলেছে ইসরায়েলকে exist করতে দেব না। আরব দেশগুলির কোনো root আছে? এরা তো সব......। Battle of Smarna-র পূর্বে আরব দেশগুলি কোথায় ছিল? সেদিন সব Ottoman Empire-এর মধ্যে ছিল এরা। আর এই যুদ্ধের পর তুর্কীর খলিফ চৌদ্দ দেশে ভাগ করে দিল। Palestine-এ Chirst যেদিন crucified হন সেদিন the sky suddenly became dark and there were some constant tremors. তখন এই Jewরা তাদের সমস্ত নারীজাতিরা cross-এ উনি ঝুলছেন, ওঁর সামনে তাদের ছেলেমেয়েদের রাখছে, আর কাঁদছে, দয়া চাইছে। তখন Jesus বলেছিলেন,Weep mothers of Jerusalem, weep. Weep for your own selves, weep for your men-folk, weep for your children for henceforth for 2000 years, you shall roam over the world as a homeless tribe, living in the life of utter degradation and servitude, despised by the whole world hated by everyone. Weep, mothers of Jerusalem weep for 2000 years. After that by the Mercy of My Father shall return and find your hearth and home.'

এমন জলদগম্ভীর কারুণ্য নিয়ে কথাগুলি বেরিয়ে এলো, মনে হলো যেন যিশুর পদপ্রান্তে বসে শুনছি। কোন্ অতীতের করুণাঘন বেদনার্ত বাণী মনকে অশ্রুসজল করে তুললো।

'Jew মাত্রেই fanatically, unswerving faith ওরা রাখে, ওদের religion ও scripture-এর ওপর। তাদের সেই ancient culture ওরা বাঁচিয়ে রেখেছে as it is। ২০০০ বছরের buffeting ওদের সব নষ্ট করেছে কিন্তু faith in their religion, faith in their destiny, faith in Old Testament in tact আছে।

এই জন্যে they have implicit confidence in their faith, এই perspective না রাখলে could you achieve any thing? What sustains a man, it is faith. বুঝলে হে? তোমাদের সঙ্গে এইখানে আমার তফাৎ।

দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর নতুন করে যোগাযোগের পর একদিন কয়েকটি কথা বলেছিলেন, এই কথাগুলি চারণের আশেপাশের রাজনৈতিক কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে খাটে। চারণ এসবে লিপ্ত নয় তাই তার প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির উদ্বেগ নেই। বেদনা জাগে দেশনেত্রী যে আত্মবিলোপে ডুব দিয়েছিলেন, তাঁর অনুগামীরা সেই আদর্শে সংহত হলেন না কেন?

'আদর্শের জন্য যে মুহূর্তে পুরানো ঘর ছেড়ে দিয়ে এলে সে-সময় তোমাদের নূতন বর্তমান ঘরে না ঢুকে যদি ছোটো কোনো জায়গা বেছে নিয়ে কোনো নাম ছাড়াই Grass-root tend করতে তাহলে এত দিনে a force to reckon with হতে পারতে। আর তোমাদের তো জোর ছিল, যে লোক এ পৃথিবী ছেড়ে যায় নাই তার পুনরাগমন হবেই সেটাই তোমাদের শক্তি দিতে পারতো। তা না করে নামের মোহে বাঁধা পড়ে গেলে। এতো লোক চলে গেল, আত্মদান করে গেল, তাদের কথা তোমরা কেউ ভাব না। তোমাদের কাছে এসব বৃষ্টির ফোঁটা, গা থেকে মুছে ফেলেই চলে গেল। আমার কাছে এসব ঘটনা প্রতিটি রক্তবিন্দু। আমার মধ্যে যা হচ্ছে তা দেখবারও কেউ নেই, বোঝবারও কেউ নেই, অনুভব করারও কেউ নেই।"

কিত্‌না বদল গয়ে ইন্‌সাঁ
সূরজ না বদ্‌লা চাঁদ না বদ্‌লী
না বদ্‌লা আস্‌মান
কিত্‌না বদল গয়ে ইনসাঁ

সুর করে গাইতে গাইতে মহাকাল বল্লেন ঃ

এই দুটো লাইনই মনে ধরে, গেঁথে রয়ে গেছে। সূর্য বদলান না, চাঁদ বদলায় না, আসমান বদলায় না আর মানুষ কত বদলে গেছে? এই কথাটা কত সত্য।

A whirlwind which might or may transform itself into a cyclone

of appalling density and momentum. You are all pawns, willy-nilly, in A GAME..... সবাই মনে করছি we are the main actors, but the bitter thing is here— তোমরা কেউ main actor নও। Out of Bounds হয়ে থাকে বহু লোক যারা নানা Securityর কাজে কর্মে জড়িত রয়েছেন। তাদের বাইরের কারুর সঙ্গে মেলামেশার অধিকার নেই, বড়জোর টেলিফোনে কথা বলতে পারে। যারা মৃত্যুকে নিয়ে খেলা করে— তারা তো condemned হয়েই আছে they are already dead. Dr. Faustus এর বইয়ের মত তাদের জীবন একটা চুলের অগ্রভাগের ১০০ ভাগ যদি ভুল হয় এঁদের, তবে সর্বনাশ হবে। সেই পরিবেশ থেকে যারা বেরিয়ে আসে তাদের চাকচিক্যময় পোষাক সত্ত্বেও তাদের মুখে-চোখে একটা বিষাদের ছায়া পড়বে— তা কেবলই বলছে 'I am dead !' 'I am dead !' 'I am dead'!

মহাকাল বচন বেদ সম। চারণের কোনো সংশয়, কোনো প্রশ্ন, কোনো নবতর কৌতূহল নেই। মহাকালের পরিচয় নিয়ে তাই কোনো তথ্য, কোনো তত্ত্বের সন্ধান তল্লাশ করার প্রয়োজন হয় নি, চিরন্তনী বিপ্লবীর কষ্টিপাথরে যে দেশনেত্রী মহত্তমার পরিচয়ে নির্ধারিত তাঁর আত্মবলিদানই চারণের কাছে শ্রেষ্ঠ ও অভেদ্য সত্য।

নিয়ত কানে বাজছে একটি কথা— এই ধ্বনি দেশময় নতুন দিন আনবে, সূচনা করবে সূর্যোদয়ের—

'মহাকাল কারুর দাক্ষিণ্যের উপর কোনোদিন নির্ভর করে নাই, করবেও না। সে যখন আসবে তখন এমনি-ই আসবে সেজন্য কারোর সম্মতি, অনুমতি এ-সব দরকার হবে না। ঝড়ের মত আসবে সে।'

জয়শ্রী, আশ্বিন ১৩৮৫
সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮

'না জানিয়া পথ ভ্রমিতেছি পথে'

একটা দিনের কথা মনে পড়ে, মহাকাল কোনো কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে আছেন, চারণ গাইল, 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদেরই বসুন্ধরা'— মহাকাল গভীর উদাসীন কণ্ঠে যেন স্বগতোক্তি করলেন : 'you must translate these ideas in your life not as a show-piece for parading but following your own inner garden in its splendour and heavenly beauty.'

তোমাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ কাজ এত বেশী, তোমাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপূর্ণ, তোমাদের জাগতিক, সাংসারিক কর্তব্য পালন এতো— unalterable যে you cannot spare a period for whom you profess unalterable allegiance,

everlasting devotion and unquestionabale faith— যখন তোমরা এতটা পার না— আমিও তো in the same token বলতে পারি 'I cannot spare a single moment to waste my life's time outside my horizon's works. That's the only, I repeat only one, for which I am.'

'As you do not need me vitally I do not need you casually.'

কথা ক'টি নিয়ত কানে বাজে। চারিদিকের নানা ঘটনাবলী নানা কথার পৃষ্ঠে সেদিনের উদাসী মহাকালের স্নিগ্ধ মমতা মাখানো ক'টি কথা আর সেইসঙ্গে স্বার্থান্বেষী প্রতি পদক্ষেপে সংসারী হিসেবী মানুষের প্রতি শাণিত শ্লেষ চারণকে মহাকাল মণ্ডলের দায়িত্ব ও কর্মের নিশানা দেয়।

'তোমাদের যে যে অবশ্য করণীয় কাজগুলির দাম বেশী, আমার একমাত্র মাতৃসাধনার দাম তার চেয়ে অনন্তগুণ মহান মনে করি এবং আমার প্রাণের শেষ নিঃশ্বাসটাও যেন দিতে পারি এই জন্য, তোমাদের জন্য 'দিগন্তে'র বাইরে I have no time।'

আজ শুধু মহাকালের কথা, মহাকালের কণ্ঠে বেশী করে বলতে চাই। বার বার তিনি চারণ এবং তার সমদর্শীদের Ego-র বিষময় ফলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছেন, বোঝাতে চাইছেন মহৎ প্রচেষ্টা শুধু ব্যক্তিগত Ego এবং স্বভাবজ পরশ্রীকাতরতায় কীভাবে বিনষ্ট হয় তার বহু উদাহরণ, যুক্তি উত্থাপন করেছেন। যারা জীবনের চাওয়া-পাওয়া তুল্য মূল্যে বিচার করে, তাদের কাছে এসব কথা তত্ত্ব বস্তু হয়ে সিন্দুকে আশ্রয় নেয়, প্রাণে স্পর্শ করে না।

কিন্তু মহাকালের কোনো বক্তব্যে জাগতিক, সাংসারিক attachment নেই, তাঁর সব বক্তব্যে বন্ধনহীনতা মুক্ত সরলতা রয়েছে।

'Observing a particular so-called day is immaterial, you have your own life to lead, but I have no life, I have only life to perform a command performance, that performance have not been written by me. I have only been given the role as a stage actor on the complete direction by the director.

If you have time I might persuade some bit of mine. Let the play may entirely overgo.

"কর্মবীজ এবং কর্মরহস্য তোমরা কিছুই জানো না। মনুষ্যমাত্রেই কর্মবীজ ও কর্মরহস্যের অধীন। শত সহস্র জন্মের সংস্কার প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আছে। এই যে সংস্কার এই হল কর্মবীজ। সংস্কার তোমাকে ছাড়বে না, তুমি চালাকি করে তোমার কর্মের চোখে ধুলো দিতে পারবে না। তোমার কর্ম তোমায় চালিত করবে। মানুষের by nature খারাপ কর্মগুলি তাকে goad করবে। এই খারাপ কর্ম বা সংস্কারগুলি যা নীচের দিকে টানে তাকে কর্ম বিপাক বলে।

কর্মরহস্যই কর্মবীজ। তুমি তাকে ত্যাগ করতে পার না সেও তোমাকে ছাড়বে না, কারণ কর্ম তোমাকে জড়িয়ে ধরেন, তোমার মধ্যে যে শুভ ও অশুভ কর্মসংস্কার আছে সেটা তোমায় ভোগ করতেই হবে, যে কর্মবীজ তুমি ভোগ করতে পার নি তা তোমার মধ্যেই থেকে যাবে। তুমি যদি সেই balance টিকে রগড়ারগড়ি করে খতম করতে না পার, তাহলে শত সহস্র বৎসর তোমার মধ্যেই তা থেকে যাবে। হাজারটি গাভী ও একটি বাছুর তার মাকে চিনে ঠিক তার কাছেই যাবে ঠিক তেমনি পূর্বকৃত যে কর্ম তা তার কর্মকর্তার দিকে যথানিয়মে চালিত হবে, তিনি যেখানেই থাকুন না কেন। কামনা-বাসনা-ইচ্ছা, নদীর মত, নদীর স্রোতের মত চলেছে ; তার দুটি রাস্তা শুভ ও অশুভ। আর সংস্কার এমন সে অশুভ রাস্তায় চলে বেশী কারণ সে উপর থেকে নীচে নামছে, সেইজন্য তোমার একমাত্র কর্তব্য হল নিজের পৌরুষ, বিক্রম দেখিয়ে অশুভ স্রোত থেকে শুভ রাস্তায় নিজেকে চালনা করা।

একদিন মহাকাল বার্তা পাঠালেন— দিনটি মায়ের আগমনীর আনন্দ দিন—

'Love in its purest quality means total negation of ego.

Thus elevating him to the sublime state of sacrifice.'

কতবার বলেছি একবার নয় দু'বার নয়। সেকথা যদি পুনরায় জিজ্ঞাসা করো, তবে অসোয়াস্তি বোধ করি।... সব চাইতে বড়ো গুণ— পরের শক্তিতে শক্তিমান নয়, যত বড়ো sacrifice-ই দিয়ে আমরা দেব, কিন্তু বড়ো হতে হবে নিজের শক্তিতে, শক্তিমান অপরের শক্তিতে বলীয়ান হয় না।...

একটি আলোচনার অংশত চারণ উদ্ধার করেছিল আজ সেই কথোপকথনের খানিক আবার উদ্ধার করছে— "একজন স্নিগ্ধ স্বরে উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, কিছু বলবো, তোমাদের প্রশস্তি, অবাক হয়ে দেখলুম এই city-র ১৫ লক্ষ নিবাসীদের জন্য deep underground-এ একটা পুরো city with all modern amenities হাট বাজার দোকান বাসগৃহাদি সব এত সুন্দর করে তৈরী করা হয়েছে যা ১০টা atom bombও নষ্ট করতে পারে না, আমি অবাক হই এবং সত্য কথা আমি কৃতজ্ঞতা বোধ করি, তারপর দেখছি হিসেব করে বিশ বছর আগে জীবনের যে সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিসের যা দাম ছিল এখনো সেই একই দাম রয়েছে, অথচ সাধারণ মানুষের উপার্জন ২৫ গুণ বেড়েছে। সেদিন একটা Public Hotel-এ দেখলুম ৩০ পয়সার তিন course খানা পেট ভরে খেয়ে চলে যাচ্ছে। আমার চোখে জল এল, আমার দেশের কথা ভেবে। আপনি আমার ...। হ্যাঁ হ্যাঁ করে উঠলেন তা নয় তা নয়, যে উপকার এদেশ পেয়েছে যা বারবার ১০।১২ বার চেষ্টা করেও আমাদের পক্ষে পাওয়া অসম্ভব হয়েছিল, সেই অসম্ভবকে সম্ভব কর্তে চিরকালের জন্য কৃতজ্ঞতার ঋণের শেকড়ে আমরা বাঁধা। সমস্ত হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস করি, ভালোবাসি, নির্ভর করি এবং পরামর্শ করি ও সহায়তা পাই।

তবুও একটা শঙ্কার ছায়া সব সময়ই থাকে একটা কঙ্কালের মত spartan জীবনযাপন আপনার দেখে।'

দু'জনের একজন মহাকাল, অন্যজন এ জগতের মায়া ত্যাগ করেছেন।

'তিনি যেচে বল্লেন ওদেশটা তোমাদের। ইংরেজদের। ইংরেজদের বুদ্ধি ছিল— প্লেটে যদি সুখাদ্য পরিবেশন করা হয় তা যে ঠেলে দেয় সে বোকা। তারপরের stageটা হোল কেবল মাত্র একটা corollary। শাসকের বৈদেশিক নীতিজ্ঞান তথা Strategic Horizon fix করবার কুশাগ্র বুদ্ধি থাকা দরকার। এতবড় মহামূর্খ শাসক কে হবে যার নিজের দেশের geographical সীমা সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই নেই, সে শাসক সর্বনাশা শাসক যে নিজের frontier manned করতে ভুলে যায়। unmanned খালি frontier পাশের দেশকে ডাক দিয়ে বলে আমি খালি পড়ে আছি, আমি নিঃসঙ্গ, তোমরা এসো, আমাকে ভরে তোল, আমার জীবনকে পরিপূর্ণ করে দাও। তোমাকে বোধহয় মনে করিয়ে দিতে হবে না তেত্রিশ হাজার মাইল যখন আমারা নিয়ে ঐ দুর্গম জনমানবহীন এলাকা Sixth Lane রাস্তায় পরিণত করে দিলুম তা তোমাদের সে সময়কার দেশের কর্ণধার জানতেনই না। জানলেন ৬ বছর পরে Traders-দের কাছ থেকে খবর পেয়ে। আজ নিজের অকর্মন্যতার লজ্জা, লজ্জাহীন হয়ে ঢাকবার জন্য তোমাদের Parliament-এ দাঁড়িয়ে বল্লেন, এসব দেশে কেউ যায় না, যেতে পারে না, থাকতে পারে না, কারণ ওখানে একটা দুব্বো ঘাসও নেই। সোজা কথায় এর অর্থ হোল এ জিনিসটা গেলে আমাদের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। আর তোমাদের Parliament-এর সদস্যরাও হাততালি দিয়ে বাহবা দিলেন।'

এসব প্রসঙ্গ এখানে চারণ উদ্ধার করছে এজন্য যে মহাকাল কীভাবে কত নিকটে কাদের সঙ্গে সময়ে অসময়ে রয়েছেন তার সামান্য ইশারা। বিশ্বের নানা ঘটনায় মহাকাল স্পষ্টতঃ অথবা ছায়ারূপে বিরাজ করেছেন তার নানা নজীর নানা রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনেছে। সবই যে তার বোধমগ্য হয়েছে বলা যাবে না, কারণ এই আন্তর্জাতিক টানা পোড়েন, Strategy ইত্যাদি প্রসঙ্গে গভীর ইতিহাস ও বিশ্লেষণ সাপেক্ষ, যা চারণের বুদ্ধির ও বোধের অগম্য।

চারণের ব্যস্ততা রয়েছে, বসে লিপিবদ্ধ করার ফুরসৎ নেই। মহাকালের ডাক বার বার তাকে আন্দোলিত চঞ্চল করে তুলেছে অথচ মহাকালের ক'টি কথা লিখতে হবে। নানা সময়ে নানা চক্রে বৈঠকে একজন অংশীদার নয়, একজন দর্শক হিসেবে কেবল শুনে যায়, কেউ দাবি করেন 'তাঁর মত এত ভাল 'তাঁকে' কেউ জনেন না'। কেউ বলেন, একথা আপনি কি করে জানলেন, হতে পারে না কারণ আমিই একমাত্র Trusted। খেলা চলেছে সর্বত্র। ঘুমন্ত দেশ ঘুমন্তজাতি মাঝে মাঝে গরম লোহার আঁচে চমকে ওঠে, আবার ঘুমিয়ে পড়ে। তার ইন্দ্রিয়াতীত সকল শিল্পকর্ম আজ স্তব্ধ

হয়ে গেছে, জাগতিক ভোগের লিপ্সায় বুঁদ এ জাতি কেবল রসগোল্লা পান্তুয়া খেয়ে পরের কাঁধে চড়ে জীবন কাটাতে চায়, কিন্তু মহাকালের আগামী দিনের ঘটনার কেন্দ্রস্থলে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তা চূর্ণ বিচূর্ণ হবে। যত কথা কাহিনী যা রচনা চলেছে, বা এতদিন রচনা হয়েছে সবই কোথায় সঞ্চিত রয়েছে, কারণ মহাকাল, চারণ ও তার সহযাত্রীদের বৈঠকে বলেছেন, ওসব বই এনো না, ওসব সংবাদ তথ্য আমার কাছে পরিবেশন কোরো না, আমার ঘেন্না হয়, ওগুলো preserve কর, আমার messenger তোমাদের কাছে যাবে তখন ওসব handover করো এবং প্রতি কর্মের জবাব কর্মকর্তাদের দিতে হবে।

ইতিহাসও পাল্টায়, ইতিহাস লেখা হয়, মহাকালের নির্দেশে— কারণ জীবন একটি আংশিক, হঠাৎ করে গড়ে তোলা বিষয় নয়— তাঁর সকল কর্মের ও ভাবনার একটি অখণ্ড, সার্বিক রূপ।

লুকিয়ে যেবার গেলুম একটা দেশে, একটা খবর পেয়েছিলুম সেজন্য বর্তমানে যাঁকে তোমরা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক বল অর্থাৎ তাঁদের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলুম। একটি মাত্র তাঁদের কন্যা 'দরজা খুলে দিলেন'। কে-আপনারা? একজন আমার দল থেকে গিয়ে তাকে বল্লো, আপনার বাবাকে গিয়ে বলুন, আধ মিনিটও দেরী হল না, মুখ্য কথাকটি বল্লুম, আপনি যে Compile করছেন, আপনিও কি নিজের দেশ, নিজেদেরই জাতির জয়গান করবেন? সত্যকে আপনিও কি ঢাকবেন? আপনি সত্য বলবেন এই প্রার্থনা নিয়ে এসেছি। ততক্ষণে তাঁর স্ত্রীও এসে গেছেন। স্বামীর আগেই উনি এগিয়ে এসে বল্লেন, তুমি ওমুক? বুড়ী হয়ে গেছি। I knelt down there and wept। তাঁর স্বামী তাড়াতাড়ি এসে তুলে নিলেন, সামলাবার পর বুঝলুম মেয়েটি বিদ্যুতের মত দৌড়ে দরজা জানলা ভেতর থেকে Lock করছে। তাঁরা প্রতিজ্ঞা করে বলে দিলেন। আমার আহ্লাদে হৃদয় গলে গেল। একটি অত্যন্ত করুণ ও মর্মস্পর্শী প্রশ্ন করে বসলেন সেই দুহিতা,বাবাকে এই নিষেধটুকু করতে আপনি নিজের জীবনটাকে বিপদের মধ্যে দিয়ে নিয়ে এলেন। এটা করেছেন কি? জবাব দিলেন তার বাবা, দেশের জন্য হাজার বার হাজার জীবন দিতে প্রস্তুত। আমাদের আশারও অতীত নিষ্কলুষ সত্য কথা তিনি তাঁর প্রকাশিত বইয়েতে বলেছেন। তোমরা কি বুঝবে এই হৃদয়ের কথা।

এবার আমি যাচ্ছি পরপর এতগুলি ব্যাপার মা ঘটাচ্ছেন তার মধ্যে। এতগুলি ব্যাপারের মধ্যেও চোখের ওপর একটিই ছবি ভেসে থাকে— তা হল জননী জন্মভূমির।

জয়শ্রী, পৌষ ১৩৮৫
জানুয়ারি, ১৯৭৯

স্বার্থান্বেষী, ক্ষমতা লিপ্সু, আত্মসর্বস্ব মানুষে দেশ ছেয়ে গেছে। চতুর্দিকে অপদার্থ চরিত্রহীন মানুষের আস্ফালন। রাজনীতি-ব্যবসা কেবলমাত্র দল, সম্প্রদায়েই নয়, মানুষে-মানুষে আত্মীয়-পরিজনে। চারণের কাছে হাস্যকর ঠেকে যখন সে দেখে এমন কেউ আস্ফালন করছে যে নিজে ও তার পারিষদেরা সবাই সুবিধাবাদের শিরোপা নিয়েই এই ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছে। এই সুবিধাবাদীরা একটি ঘটনাকে জবরদস্তি কারুর ওপর চাপাতে সর্বপ্রকার চাতুরীর আশ্রয় নিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করে না। সত্যাসত্যের গূঢ় তত্ত্বে না হয় নাই গেলাম। আর যে তাঁর আইনসিদ্ধ উত্তরাধিকারী তার বিষয়েও না-ই বা বল্লাম। একজনের চরম ত্যাগ, বলিদান আর তার নামকে মূলধন করে কতিপয় সুবিধাবাদী তাদের মনমতো ইতিহাস রচনায় তৎপর যার আদি অন্ত সবটাই রচনা ... এরা অন্যের মুখোশ খুলতে বদ্ধপরিকর— চারণ শুধুমাত্রই কৃতকর্মাদের নিজেদের মুখোশটি সাবধানে রক্ষা ও সজোরে আঁকড়ে থাকতে বলে— পাছে স্বরূপ বেরিয়ে পড়ে। ধৃষ্টতা তাদেরই যারা অর্থের লোভে জৈবিক লালসায় 'মহানিষ্ক্রমণ' কেন্দ্র করে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের অভূতপূর্ব ভূমিকা মূলধন করে বাজার মাৎ করছে। অথচ ভূমিকা যে কি, কী তাদের অবদান তা চরণকে খুঁজে বার করতে হবে না। ইতিহাস তার নিজের পথেই চলবে। 'মহানিষ্ক্রমণ' নামক ঘটনা যেমন দ্বিতীয় ব্যক্তির বুদ্ধিতে হয়নি তেমনি আবির্ভাব-এর ঘটনাও যদি ঘটে তাও কারুর বুদ্ধি পরামর্শে হবে না। এ বিষয়ে চারণ নিঃসংশয়। এই পরিকল্পনা একজনেরই— কারণ তিনি পরিষ্কার বলেছেন—

If I am spoling myself, I am spoiling myself only, I am sacrificing myself. I am doing it myself. I am not asking you to come along with me and sacrifice yourself.

তবু দুষ্কর্মাদের ভয় প্রতি মুহূর্তে।

সমসাময়িক নানা ঘটনায় চারণের মনের প্রক্ষেপ গিয়ে পড়ে স্মৃতির অতলে— যাদের জীবনের মূলধন একটি ঘটনায়— যে ঘটনায় একজন কাউকে সঙ্গী করেছিলেন বলেই স্থান হয়েছিল— ক্ষণিকের সে অভিনয়— অথচ সেই মহাকাণ্ডের স্পর্শ পেয়েও যাদের মহিমান্বিত জীবন-চর্যায় মনুষ্যত্বের উদ্বোধন হল না— তারা নয়— যাঁর জীবনটাই অসংখ্য কীর্তির মালা— যাঁর জীবন স্ব-মহিমায় উজ্জ্বল— তিনি নীরবেই অন্তরালে চলে গেলেন— তিনি বিপ্লবী দেশনেত্রী— আবির্ভাবের ঘটনা যাতে ঘটে অথবা যে দুঃসহ অবস্থায় একজন নিঃস্ব মানুষ যে-ভাবে দিন অতিবাহিত করছেন তাঁর মহাজীবনে সামান্য স্বস্তি— সামান্য আনন্দদান— এই দেওয়ার তাগিদে নিজের

এতদিনের সঞ্চিত জীবন-ইতিহাস পরিত্যক্ত, কারণ দেশনেত্রীর জীবন ছিল 'আদর্শ'-এর যুপকাষ্ঠে বলিপ্রদত্ত।

মহাকাল ও দেশনেত্রীর নবপর্যায়ে যোগাযোগ নয়, পুনর্মিলন। মহাকাল নিজেই একদিন বলছেন— 'আপনি (Lee) যেটাকে INDIRECT সম্বন্ধ বলেন (বর্তমানে) আমি এ-সম্বন্ধকে Indirect বলে মনে করতে পারিনি, প্রথম থেকেই। এত 'Direct', এত সত্য, এত নিকটতম সম্বন্ধ হতেই পারে না। চোখ ভুল করে এবং করতে পারে ;হৃদয় কখনো ভুল করে না, Intuition কখনো ভুল করে না। এ আমার নিজ জীবনের বহু বহু বারের অভিজ্ঞতা। আমি, আপনাকেও, (আপনাকে "ও" নয়) এক সাধিকা-কর্মযোগীরূপে দেখেছি, দেখি, দেখচি। কর্মযোগীর Intuition (যাকে, অন্তর-অনুভূতি বলা যেতে পারে) নির্ভুল হয়। Intuition আসে (প্রাপ্তি হয়) Little ego 'স্বাহা' হওয়ার পর : অহংবুদ্ধির পূর্ণ বিসর্জন— এবং নিঃস্বার্থতা : এই-ই চিত্তশুদ্ধি (chittwa-shooddhi) আনে। সংস্কারমুক্তি এবং সাধনার অনুশীলনই, কর্মযোগীর ভেতরে গভীরতম-অধ্যাত্মবুদ্ধি চির প্রজ্জ্বলিত করে দেয় (একেই spiritualism স্তর বলে)। এই অবস্থাই means-and-ends-এর দ্বন্দ্ব মুক্ত করে দেয়। আপনি (আমার চোখে) সেই কর্মযোগী। জয়ে অথবা পরাজয়ে, কর্মযোগী নিজের সংযম হারান না। 'জীবন-সাধনা সিদ্ধির পথে' চলতে চলতে (হয়তো, কখনো) কর্মযোগীর, কোথাও ত্রুটির সম্ভাবনা হতে পারে, কিন্তু blunder কখনো করতে পারে না (আসতে পারে না) কারণ intuition তাকে রাস্তা দেখিয়ে দেয়। Where reason fails, intuition or instinct succeeds! আপনি জানেন আমার জীবনে, এই-ই (ঘনঘোরতম অন্ধকারেও) রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছে। আমি আপনাকেও তাই-ই জানি। আপনার নিজের জীবনেও এর প্রচুর প্রমাণ আছে।

"আপনি বলেছেন, 'জীবনের এই সময়ে, এমন আশ্চর্যজনক অদ্ভুতভাবে আপনার সংগে পুনরায় যোগাযোগ সম্বন্ধ (I vehemently Protttest! It is not 'যোগাযোগ' It is "Poonarmilon") বিধাতার নির্দেশ ছাড়া হতে পারে না— এ আমার পূর্ণ বিশ্বাস... তাঁরই অলক্ষ্য ইংগিতে...!'

'এরকম সুখ, আরাম পাব, বা নেব (কারও কাছ থেকে) এ-আশা হৃদয়ের এক কোণে পোষণ করে, আপনারই এই ফকীর, ভেতরে (এপারে) পা রাখেনি। এ জীবন যে 'এ ফকীরের অঙ্গের ভূষণ' হয়ে গেছে। ওপারেও severely spartan।।"

Eternal Ice-এ ঢাকা একটি Pinnacle-এর Thaw আনা, গর্বের বিষয় নয় কি? শ্যামলতাহীনকর্কশ— Granite-পর্বতের ভেতর থেকে ঝরণার সৃষ্টি করা, গর্বের বিষয় নয় কি? আবেগহীন নির্মম অন্ধকারের সামনে, শান্তশ্রীমণ্ডিত তুলসী-মঞ্চের স্নিগ্ধ-সুন্দর-দীপশিখা— গর্বের মহিমা নয় কি? 'মৃতের'-দৃষ্টিকেও স্নিগ্ধপরশে আবিষ্ট করতে, আর কেউই পেরেছে কি?'

'তবে?

সব গর্ব গৌরব, আপনারই!'

দেশময় 'আদর্শ'হীনতার মেলা বসেছে। আদর্শের পতাকাবাহীরাও বুঝিবা আজ পথভ্রষ্ট বিভ্রান্ত। নইলে দেশময় দলছুটের রাজনীতি চলবে কেন? সাময়িকের দৃষ্টিতে কালোত্তীর্ণ দিগন্ত কেউ দেখতে পাচ্ছেনা। জীবনের সর্বস্তরে লোভ আকাঙক্ষা ভোগের লিপ্সা এক চরমতম রূপ নিয়েছে। আত্মগর্বে মত্ত সবাই, সব বিচার-বিশ্লেষণের সেরা বিশ্লেষকরূপে প্রত্যেকে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর। এই অভিজ্ঞতায় কারুরই না আছে ইতিহাস-জ্ঞান, না আছে দেশপ্রীতি, না আছে সেবার প্রকৃতি।

এক 'দিশেহারা' পথের সন্ধানে মহাকালকে একদা লিখেছিল— চারণের আজকের এত কথা লেখার মধ্যে সেই কথা ক'টিও ভেসে উঠছে— 'যে জীবনের সঙ্গে আমরা আকস্মিকভাবেই যুক্ত হয়ে পড়েছিলাম, যাঁর জীবনের তাপ আমাদের তপ্ত করে রেখেছে তার কিছুই পারিনি গ্রহণ করতে, এই আধার হয়তো বা তার উপযুক্ত ছিল না, তারপর তাঁরই আশীর্বাদে যে সমুদ্র সৈকতে বার বার খেলা করার সুযোগ পাচ্ছি, তাঁর সাধনবায়ু সেবনে সুযোগ পাচ্ছি। কেন আমরা পারি না কিছু করতে, কি সে গুণ যার অভাবে আমরা জীবনটাকে কেবল ক্ষয়েই যাই। গড়তে পারি না, এই প্রশ্নের, এই জিজ্ঞাসার উত্তর পাই না কোথাও।'

'x সবাইকে খুশী করতে চায়। সবাইকার কাছে ভাল থাকতে চায়, এজন্যে কোনো character নেই। আমরা সম্পূর্ণ অন্যরকম। যার সঙ্গে মিশবো না, তার সঙ্গে ভাল করে হাসতে পারবো না। ঐটাই তো পারলুম না। যদি কারুর সঙ্গে শত্রুতা করতে হয় সটান বলে দেব। এই জন্যেই আমার বন্ধু বা আপনজন নেই।

এই পৃথিবীতে এত হাসাহাসি এত বিরোধ, এত সংঘাত তার কারণ misunderstanding। understanding করবার জন্য যে মানস-স্তরের দরকার, সেই মানস-বিকাশ স্তরে খুব কম লোকই পৌছতে পারে। অবশ্য সে-সব স্তরে সবাই যদি পৌছাতো, তাহলে তো মায়ের মায়ার খেলা তো আর হোতো না!'

পুনর্মিলনে মহাকালের কাছে দেশনেত্রীর প্রথম প্রশ্ন ছিল কতদিন অপেক্ষা করতে হবে সাধনার সিদ্ধি বা পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য। মহাকাল এই ধরনের কোনো প্রশ্নের জবাব আক্ষরিক ভাবে দেন না। রূপকের মাধ্যমে সে উত্তর আসে। রূপকের পরিমাপ কুড়িবছর মনে হয়েছিল। সন তারিখ নয়, সেই সময়-সীমা সেদিন শুনে দেশনেত্রীর বার্তাবাহীরা চমকে উঠেছিলেন। অথচ আজ মনে হয় কত দ্রুত সেই সময়টা পার হয়ে নির্ধারিত সময়ের নিকটবর্তী আমরা এসে পড়েছি। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ে যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন, যারা নিয়মিত চারণের মাধ্যমে মহাকাল-কথন পড়েছেন, তারা কতটুকু প্রস্তুতির চেষ্টা করেছেন? জানা নেই। প্রস্তুতির কোনো পরিচয় অবশ্যই চারণ

আজ অবধি পায়নি। অন্যদিকে নিয়তই চারণকে একটি বিজ্ঞ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। এত বয়সে কি করতে পারবেন, এই দেশে এই পরিস্থিতিতে এলেই বা কি হবে? গণতন্ত্র, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, সামাজিক সাম্য এসবের যাঁরা প্রবক্তা তারা পুঁথিপড়া তত্ত্বের মানদণ্ডে বলেন— ভারতবর্ষের মানুষ নেতাকেন্দ্রিক, কোনো নেতা, কোনো ধর্মীয় পুরুত, কোনো মহাপুরুষ দেশ উদ্ধার করবে এই বিশ্বাসে ভুগছে। আত্মনির্ভর, স্ব-নির্ভর, মানুষ যতদিন না পর্যন্ত আপামর ভারতবর্ষে জেগে উঠছে ততদিন প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবে না। কিন্তু কোনো গণতান্ত্রিক দেশে, কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশেই কি নেতাহীন দেশ চলছে। পরিবারে যেমন একজন কর্তা প্রয়োজন, পল্লীতে যেমন প্রয়োজন একজন মোড়ল তেমনি রাজ্য ও দেশ পরিচালনায় একজন উপযুক্ত নেতা প্রয়োজন। আজ প্রকৃত অর্থে নেতৃত্ব দেবার মত কোনো ব্যক্তির কোনো চরিত্র নেই বলেই দেশের এই হাল। অবস্থা বিপাকে যে রাজনীতির গাঁটছড়া হচ্ছে, তাতে না আছে নীতি না আছে নৈতিক দায়িত্ব। এই ক্রিয়াকলাপে রাজনীতির খেলোয়াড়রা তাদের মনমত ব্যাখ্যা তৈরী করে ফেলছেন। মহাকালের ভাষায় 'Leader-রা যার যার গলা শুনতে ব্যস্ত। Democracy— নিজেদের ঠাঁট বজায় রাখার জন্য এইসব ব্যবস্থা।' Democracy can function only in a disciplined population, indisciplined Democracy is nothing but mobocracy or factionalism.

'সাধনের পথে প্রত্যেকটি জিনিসই জরুরী। সাধন সম্বন্ধে যদি leniency দেখাও সে-সাধন করবে কি করে। সিদ্ধি প্রাপ্তি করতে পারবে না। আমার Horizon এর লোকেরা জানে কি unbearable strain এই লোকটা বহন করছে। তারা তাই তার এই strain একটু লাঘব করতে চেষ্টা করে।'...

...'Daily যে লোকটা মৃত্যুর অপেক্ষা করতে থাকে তার কি রকম strain, যাতে ওরা pin-point করতে না পারে তার জন্যে কতরকমই না ব্যবস্থা নিই, শুনলে হেসে ফেলবে।'...

লোককে কখনও overstretch করতে নেই। যে ১৫° stretch করতে পারবে, তার কাছ থেকে ১২° আদায় কোরো, এর বেশী কোরো না। তাহলে তার Capability নষ্ট হয়ে যাবে। Capability অনুপাতে আদায় করতে হবে।...

আমি যখন মহিলাদের বিশেষ করে আমাদের দেশের কথা ভাবি, তখন আমি তাতে ডুবে যাই। তারা সর্বদ্রষ্টার মত। Silently whole working schedule-এ এমনভাবে gear চড়িয়ে দেন, ঠিক যেন সব কিছু যন্ত্রের মত চলে যাচ্ছে। দেবীত্ব ও মাতৃত্ব একসঙ্গে বিরাজমান। অপূর্ব মা দুর্গা-কালীর এই সৃষ্টি। তাঁরাই তো এই রূপ নিয়ে আছেন, সেজন্য। এঁদের জন্যে এখনও পৃথিবীটা ভাঙচুর হয়ে যায়নি। প্রলয়ের জলে ডুবে যেত কবে, ওঁরা যদি এই রূপ না নিয়ে থাকতেন।

এটা একটা universal truth যে intuition মেয়েদের মধ্যে inherently alive পুরুষদের মধ্যে এ-ঘটনা rare।

Prime Minister even in a democracy when the occasion demands should be ruthless.

উদ্যোগীনাংহি পুরুষসিংহম উপৈতিলক্ষ্মী।

সঠিক রাস্তায় সঠিক আদর্শ ও সঠিক ভাবনা নিয়ে সঠিক ভিত্তিতে কাজ করে যাওয়া— আজ আমাদের এটাই একমাত্র কর্তব্য। আশার প্রদীপ জ্বেলে চারণ সেই উদ্যোগী পুরুষদের অপেক্ষায় আছে।

জয়শ্রী, ভাদ্র ১৩৮৩
সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯

'চলো বহি নির্ভয় বীর্যের বার্তা'

সেই এক প্রসঙ্গ নানা ভাবে নানারূপে বার বার এসে ভীড় করে। কোথাও কোনো শতায়ু যোগী জানান হিমালয়ে সাক্ষাতের বর্ণনা। যোগীশ্রেষ্ঠ ধ্যানস্থ সে রূপ, শতায়ু-যোগী বর্ণনা করেন, অশীতিপর এক তরুণের দেহশ্রী ও সামর্থের, তবে সংশয় সেই উচ্চকোটি থেকে এই ধূলিধূসরিত মানবজমিনে তিনি পদার্পণ করবেন কিনা। কিন্তু দেশনেত্রীর অক্ষম সৈনিকেরা আজও পথ চেয়ে আছে, তাদের দৃষ্টি দিগন্তে, যেখানে নবসূর্যের রক্তিমাভ বিদ্যমান। চারণ আনমনে চলেছিল, মনের অতলে মহাকালের ভাবনা আনাগোনা করছিল, এমন সময় এক ঝলক সুবাসে চলমান যান আমোদিত হল। মহাকাল ব্যবহৃত একটি প্রিয় সুবাস। মহাকাল-ভাবনা এবং সেই মুহূর্তে মহাকালের শরীরী উপস্থিতি— এক অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা। অথচ অবিশ্বাসের ছোঁয়া যতক্ষণ মনের কোণে থাকে ততক্ষণ মৃদু মৃদু মনোহারী সুবাসে আমোদিত হতে থাকে চারণের আশপাশ। মনে পড়ে যায়, তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়িত কণ্ঠ— 'যে কোনো মুহূর্তে মনের কাঁটা ঘুরিয়ে দেবে— আমার সঙ্গে Contact হয়ে যাবে— এটা স্বতঃসিদ্ধ।'

কোনো ভক্ত কোনো প্রক্রিয়ায় বসেন, 'অন্যলোকের' উপস্থিতি অনুভূত হয়, নানা কথা, একটি সম্ভাব্য ঘটনার ইঙ্গিত পরিবেশিত হয়, এবং আশ্চর্য, নির্ধারিত সময়ে 'ঘটনা'টি ঘটেও। জাতীয়তাবাদী-মানস প্রায় সারা দেশ জুড়ে একটি বাসনাকে লালন করছে, বিশ্বব্যাপী মাঝে মাঝে যে ঠোকাঠুকি চলেছে তা একটি সংহত রূপ নিয়ে চূড়ান্ত বিস্ফোরণ ঘটাক, আর সেই সঙ্গে মুখোশপরা মানুষগুলির মুখোশ খসে পড়ুক।

চারণের উদ্বেলতা নেই, উৎকণ্ঠা নেই। বারংবার আসমুদ্র হিমাচল যে

রাজনৈতিক চোরাকারবারী চলেছে, যার অন্য নাম গণতন্ত্র— এবং যে গণতন্ত্র বহু বিশেষিত— তার প্রতি চারণের মোহ নেই। কারণ খোলা চোখে যে নিলর্জ্জ কাপুরুষোচিত রূপ সে দেখেছে তাকে সে বিস্মৃত হতেপারে না। এই গণতন্ত্র ডলার-রুবলে ক্রীত। স্বাধীনতাউত্তর তেত্রিশ বছর ধরে যতটা সম্ভব মানুষের মুখে অন্ন না দিয়ে, শিক্ষা না দিয়ে, বস্ত্র না দিয়ে গণতন্ত্রের সৌধ নির্মাণ করা হয়েছে। এই গণতন্ত্রী মুখোশের অধিকারী প্রতিটি রাজনৈতিক দল। আর যে প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল একটি 'ফ্রন্টের' আড়ালে বামপন্থার পতাকা নিয়ে চলেছেন, যারা বিশ্বরাজনীতিতে 'সমদূরত্বের' শ্লোগান শোনান তাদের চোরাপথে রুবলের বিনিময়ে ভুরি ভুরি প্রগতি-সাহিত্য প্রচারের কাণ্ড-কারখানার খবর কে রাখে? চারণ দর্শক, সে দেখে— দেশময় এই ভেজালের কারবার— সে দেখে বেড়ায়, বলে না কিছু। তার কাছে সেই পৌরাণিক গল্পের 'প্রাণ'টি রয়েছে। তাকেই আগলে রয়েছে, এবং আগলে থাকবে পরম লগ্নের ক্ষণটি পর্যন্ত। আজ থেকে বিশবছর পূর্বে বার্তা এসেছিল, ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের উচ্চ কোটিতে একটি 'গ্রন্থির' বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মহাকালের বিচরণ-ভূমি। বিশ্বরাজনীতি আজ কেন্দ্রীভূত সেই অঙ্গনের সীমান্তে।।

বিগত বিশ বছরে একদিকে দেশ ও দেশবাসী যেভাবে চলেছে, তার ছবি, তার প্রক্ষেপ, অন্যদিকে এক সীমাহীন নিঃসঙ্গ জীবনের ব্যথাতুর কাহিনী, বার বার চারণের মনের কোণে নাড়া দেয়। গত দশবছর নানা সময়ে চারণ এই মানুষটির মনের নানা অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছে, কিন্তু তার ঢেউ কতটুকু আবেগ প্রবণ তাঁর দেশবাসীর হৃদয় ছুঁইয়েছে চারণ জানে না। কতজন দেশবাসী এই মহাজীবনের 'অমৃতকথন' পাঠ করে জীবনকে দৃঢ় প্রত্যয় ও সংকল্পে মজবুদ করেছে চারণ তারও হিসেব রাখে নি। যদি একজনও তা করে থাকেন তাহলে চারণের এই 'অমৃতকথন' পরিবেশন সার্থক।

দীর্ঘ নিঃসঙ্গতা, কঠোর আত্মগোপনীয়তার পর অকস্মাৎ দেশনেত্রীর সঙ্গে সংযোগ এবং সেদিনের বাধভাঙা কান্না, বাধভাঙা আবেগের প্রত্যক্ষদর্শী চারণ। সেদিনের সেই আবেগমথিত অভিব্যক্তি চারণকে চিরকাল আন্দোলিত করবে।

আজ লিখতে বসে বহুদিন পূর্বের একটি স্মৃতিচারণ মনে পড়ে যাচ্ছে। দীর্ঘ ব্যবধানের পর প্রথম সাক্ষাতেই বাধভাঙা স্মৃতির জোয়ার বয়ে গিয়েছিল। কত ঘটনা, কত কথা "Dead man took nothing from 'you' (Bengal— India— and home) he gave and left his everything and worldly wealth and matter to you, he took away nothing, he kept nothing for himself, he did nothing for himself, he wanted nothing for himself or his personal aggrandisement and for power. He gave himself to India. He gave something to India and he effaced himself away. He again shall be giving something to Bengal— India— South-East Asia. And he shall

again efface himself away. He is a Dead Man, he is a Mystic, It was only Dilip who always tried to turn him away from Desh-Seva and turn me a Mystic.

I shall tell you two things more : he has no rancour for Bapu though Bapu (because Bapu got twice defeated) in his fight against him and was so rattled that he gave up his Congress menbership and also started a whispering campaign (against your Dead Man) and Cong, thought otherwise. Your Dead Man has no rancour because Bapu at last turned a volte-face and preached fighting for freedom and honour (which was your right creed) ; and because hearing and becoming stimulated and emboldened (he was a mere figure-head and marionette in the hands of—) by the radio exhortations of your Dead Man, he stoutly opposed partition and during the last fateful meeting he wept like a child before them and sobbed out praying against partition (this faquir has documentary evidence) but he was overridden roughshod. Also, it has been kept a secret that your Dead Man went with Bapu's full blessings and concurrence of the inner committee. No your Dead Man bore no rancour.

Brave and intrepid son of Mother Bengal, you begin keeping dossier of men and-groups-and-parties who are anti-national, who are working only for self or party or other interest. Choose your subjects with care. Fill in you cards irrefutably. So that they could not refuse when confronted.

Also I would like to have the names of those persons whom you approached, who gave lip-sympathy but no help. Even now your Dead Man can devastate a region of India, if he was foolish.

Brave Soldier! I wish that, from now on, you build up a fanatically-fire-eating— band of everlasitng patience-faith-and stamina who shall keep on practising-practising-practising—

The hour of Bengal is coming. Bengal's frontier is not the Himalayas. Yes brave sons of Mother Bengal!

Mother! Though SHALL wear THE CROWN.

I swear! I swear!! I swear!!!

মহাকালের দৃষ্টি সর্বত্র। গভীর মমতা, স্নেহ, ভালবাসা একটি সাময়িকীকে কেন্দ্র করে, সে সাময়িকী দেশনেত্রী-প্রতিষ্ঠিত। কত সময়ে, কত নির্দেশ, উপদেশ আদেশ বর্ষিত হয়, কিন্তু সবই কি চারণ ধারণ করতে পারে, সবই কি সে সময় মত তা যথাস্থানে পৌঁছে দিতে পারে— আজ এক নির্জন মুহূর্তে যখন মানচিত্রে নানা পদচিহ্ন

খুঁজে বেড়াচ্ছিল সে সময় আকস্মিকভাবে প্রকাশনের বিষয়ে মহাকালের কিছু মন্তব্য সহ কাগজ হাতে এল।

"সব চাইতে বড় কথা হল তোমরা বা তোমাদের প্রকাশনের আদর্শ থাকা চাই। আদর্শহীন কাজ, আদর্শহীন জীবন wayward জীবনের মত। কেউ Cater করে Box-অফিসের জন্য। Box-অফিস কাকে বলে? নিম্নপ্রকৃতির খোরাকের জন্য। আদর্শ রাখ— chaste, honest এবং noble idea তোমাদের পাঠকের সামনে। তাতে যেন প্রবৃত্তির নিম্নগতির গন্ধ না থাকে। প্রবৃত্তি = Nature। প্রবৃত্তি স্বভাবত নিম্নগামী। সেই নিম্নগামী প্রবৃত্তির জন্য সাধারণত মানুষের মধ্যে নিম্নগামী ভাবগুলি এসে যায়। এজন্য নিম্নগামী প্রবৃত্তিগুলি, আদর-স্নেহ, প্রার্থনা করে উর্দ্ধগামী করাতে হয়। আমার নিজের জীবনে আমি জানি... এটা একটা মেয়েমানুষের মুখোশ মাত্র। এটা আমি নিজের জীবনে জানি। এই মুখোশগুলি তুমি যদি ঠিক জায়গায় আঘাত কর খুলে পড়বে। জীবনভর কাউকে অবিশ্বাস করে থাকার চাইতে বিশ্বাস করে থাকা ভাল।

...যাওয়া আসা দেড়দিন থাকা মা কালীর Horizon সংক্রান্ত 100% নয়, যদিও কিন্তু scrutiny করে সরেজমিনে দেখবার জানবার জন্যে। সুতরাং Horizon-কে সঙ্গে নেওয়া যুক্তিযুক্ত (এবং সম্ভবও) ছিল না। এই গরীব অর্ধমূর্খ গোঁয়ার জংলী-প্রায় মানুষের যাতায়াত গতায়াত। রাস্তায়ই শরীর বুড়িয়ে গেল। ... দেড়দিন বোধহয় ছিলুম। পুনরায় ঐ অবস্থায়-ই (অসুস্থতা) সত্ত্বেও বেরুতেই হল। এবার সীমানায় ঠিক ওপারে। ... মারী-ইণ্ডাসের দিকে একটা কোনো বিশেষ ঘটনা ঘটাবার। যার ওপরে ঘটবার, তাকে চিনতুম, জানতুম 'এক' সময়ে। তখন তো তিনি ভালই ছিলেন। সময়ের নিয়তি তাকে " একজন অতি বিশেষের" সঙ্গে জুড়ে দেয়। যে 'সংস্থা' কাজটি করে শুনলুম, সে সংস্থা সম্বন্ধে আমি জানতুম। তথাপি তারা যে এতটা নিপুণতা অর্জন করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল। সুতরাং যেতেই হল। তাদের 'কাজ' তারা করেছে। প্রথমবারে— এপারের একটি অতি বিস্তীর্ণ-ব্যাপক, বিশাল ঘন-ঐতিহাসিক-গহন বন-পাহাড়— 'লম্বা (তথাকথিত— বাবুদের প্রায় অগম্য) সীমা জুড়ে— দেড়শো-র বেশী আস্তানা— (আড্ডা— বা শাখা বা 'যা বোঝ') স্থাপিত হয়েছে। activity-র জন্য। সে সব জায়গায় — শিক্ষকরা আছে (এবং নিয়মিত আসা-যাওয়া করে)— trained cadre ও আছে (এরাও in rotation যাওয়া-আসা করে ; এবং এদিকের লোক trained হচ্ছে)। নানা রকমের নানা "কাজের" নানান পরিবেশ— পরিস্থিতির জন্যে। ঐ বিস্তীর্ণ লম্বা এলাকার বিস্তীর্ণভাবে ছড়িয়ে থাকা। যত্র তত্র hamlets-এর বাসিন্দাদেরও শেখানো হচ্ছে "কী করে কী কী করতে হয় এবং তৎ তৎ দ্বারা নিজেদেরকে লাভান্বিত করতে হয়। তোমাদের শাসন-ব্যবস্থা— প্রশাসন প্রজাতন্ত্র, ওদিকে কেবল নাম মাত্রই। ফলে আরো সুবিধে।"...

ঠিক করেছিলুম 15th বেরুবো, 20th রাতে ফিরব। দ্বিতীয়বারে যেখানে

গেছলুম সেখান থেকে 'তারা' সরে সেই এলাকারই অন্যত্র কয়েক জায়গায় "কিছু করেছে"। সেদিকে "তারা" কিছু সময় পর্যন্ত "চলাফেরা" করবে। তরপর ঘোরাপথে অন্য channels-এ যাবে। সেই "অন্য channels-এ uncouth লোকটির পক্ষে যাওয়া (এবং তাদেরকে) uncouth ভাবে সাহায্য করা, অ-সম্-ভ-ব। কারণ সেই অন্য channels এর অনেক সংস্থা Horizon-এর ক্ষেত্র। সুতরাং, "চোখের সামান্যতম— চাউনীর ধরনও বিশেষ অর্থ ব্যক্ত করতে পারে"— এই শাশ্বত সতর্কবাণীটির খেয়াল রাখতে হবে, পদে পদে। সুতরাং ওর দিকে অগ্রসর নাস্তি। সেদিকে "তারা" কিছু সময় পর্যন্ত থাকবে, সেটা ভালো জায়গা নয়, মারী-ইণ্ডাসের দিকে (দ্বিতীয় বারে) যে গেছলুম, এবারে ঠিক সেদিকেও যাওয়া নয়। ...ঘেঁষে তেরছা সামান্য নীচে পশ্চিমে বান্নু ছাড়িয়ে (বাঁচিয়ে) আরো পশ্চিমে একটি সরু পার্বত্য নদী আছে, সেইটে ধরে, তারই আড়ালে আশ্রয় নিয়ে যাবার 'রাস্তা' uncouth লোকটির। সে নদী ... পার করেছে। আবার দরকার "লোকটির"।

দু'বারের পর্যটন। ধীরে ধীরে পা দুটো বেশ ফুলে উঠেছে— বিলো ফ্রিজিং পয়েন্টের গুঁতোয়।

পূর্বেও এমনি তাঁর সঙ্গীসাথীদের দায়িত্বে, কর্তব্য সম্পাদনে তাঁকে মাইলের পর মাইল পদচারণা করতে হয়েছে, পায়ে ঘা হয়ে গেছে তবু ভ্রূক্ষেপ নেই। যখন নারী-বাহিনীর নারীরা ওঁকে জোর করে বসিয়ে পায়ের জুতো খুলে, সামরিক আচ্ছাদন খুলে খোলা পা বের করলো তখন দেখা গেল, সে-পায়ে ঘা হয়ে পোকা ধরে গেছে। তবু, সাধক যোদ্ধার ভ্রূক্ষেপ নেই, কোনো কষ্টই তাঁর কাছে কষ্ট নয়, একটিই ব্যথা আদর্শ, লক্ষ প্রতিষ্ঠায়, মাতৃ-সাধনায় জীবনপণ। সেই মানুষের পরিবর্তন নেই, আজো ইঙ্গিত, পরম লক্ষ্যের জন্য এবং কোনো সাথীর প্রয়োজনে দুঃসময়ে দুর্যোগ-ঝঞ্ঝা, দুর্গম পথ অতিক্রম করতে হয়। আজো কানে বাজে সেই মরমী সাধকের অন্তরের গুঞ্জন—

"To Everything there is a season
And a time to every purpose under the heaven."

জয়শ্রী, পৌষ ১৩৮৩
২২ জনুয়ারি, ১৯৮০

প্রিয়! য্যানো প্রেম ভুলো না! এই মিনতি করি হে!

বিরাশি সালের পুণ্যদিনটিতে সর্বস্বপণ করা মাতৃচরণাশ্রিত মহাসাধকের চরণস্পর্শ করার সৌভাগ্য হয়েছিল চারণের। কিন্তু কোন্ পরিবেশে? বর্ণনা করতে সমগ্র হৃদয় বেদনায়, ব্যর্থতায়, আত্মগ্লানিতে উদ্বেল হয়ে ওঠে। একই দিনে তাঁর মাতৃভূমির

মহানগরীতে চতুর্দিকে উৎসবের মেলা, পাড়ায়পাড়ায় গলিতে গলিতে আবালবৃদ্ধবণিতা, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, নানা পেশার, নানা রঙের মানুষ এই উৎসবে স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে নিজ নিজ হৃদয়ের আর্তি অনুযায়ী তাদের উপাচার সাজিয়ে তুলছে। কেউ এই উৎসবের আয়োজনকে ব্যঙ্গ করে বলেন 'নেতাজীপূজা'। যে গৃহ থেকে তিনি নিষ্ক্রান্ত হয়েছিলেন সেখানেও এই দিনটিতে কতমানুষের ভীড়। প্রত্যূষে সূর্যোদয়ের পূর্ব থেকে লোকসমাগম। কত কীর্তিমান মানুষ, যাদের মধ্যে কারুর বিরুদ্ধে এমন অভিযোগও ছিল সামরিক বাহিনীতে কোর্ট মারশাল অর্ডার হয়েছিল, কিন্তু আকস্মিক কোনো ঘটনায় হুকুমটি কার্যকর হয় নি, তিনিও রেহাই পেয়ে গেলেন। সে রকম অপরাধী বিশ্বাসহন্তা ব্যক্তিরাও আজ মহান প্রেমী-দরদী মানুষ হয়ে এই সভায় ভাষণ দিলেন। আন্তর্জাতিক সম্মেলন, দেশ-বিদেশের কত মানুষ। এমন মানুষও আছেন যাঁরা কিছুই জানেন না 'দেশনায়ক সম্পর্কে'। বিদেশ থেকে আগত নবীন গবেষক তিনিও মঞ্চে উপবিষ্ট। দেশময় একজনকে কেন্দ্র করে কতনা ষড়যন্ত্র। ষড়যন্ত্রকারীদের পরম পরিতৃপ্তি, কোনো বাধা নেই, কোনো বিপক্ষ আওয়াজ নেই, তাদের ভাবটা যেন অসত্য কেমন সুন্দর পরিকল্পনা মত সত্যে রূপান্তরিত হচ্ছে। আর একাজে লিপ্তব্যক্তিদের মধ্যে অগ্রগণ্য তাঁরই নিকটজন। একটি মৃত্যু প্রমাণ করতে না পারলে অনন্ত ভোগ-লালসার পরিতৃপ্তি হয় না, একজনের রাজঐশ্বর্য পরিত্যাগ ফকিরের বেশ আর অন্যদিকে তাঁরই নিকটজনদের নিরন্তর অর্থের লালসা, কোথা থেকে কিভাবে কতটুকু পাওয়া যাবে। দিল্লীর মসনদে যাঁরা আছেন তাদের আরো কৃপা চাই। আর এই চাটুকারিতায় কতিপয় সংবাদপত্রও অংশ নিয়েছেন। অথচ এদেরই সমাজে প্রতিষ্ঠা। এরাই তাঁর খবরদারীর ইজারাপ্রাপ্ত। অর্থের বিনিময়ে এক ঐতিহ্যময় অট্টালিকা বিকিয়ে গেল। তবু সেই নিঃসঙ্গ মহানায়কের ঐতিহ্যে পরিজন-পরিচয়ের এরাই বাহক।

চারণ এই চিত্রের অন্য দিকটির প্রতি অন্ধ, দায়িত্বহীন, আত্মসর্বস্ব তাবৎ দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। চারণ মনে করে এই আত্মসর্বস্ব স্বার্থান্ধতাই জাতি ও দেশের কাল।

কোন পরিবেশে এ বছর চারণ মহাকালের দর্শন পেল! চিকিৎসক বিহীন এক অবর্ণনীয় পরিস্থিতি। এ পাশ-ওপাশ হবার ক্ষমতা নেই। তীব্র যন্ত্রণায় মাঝে মাঝেই তাঁর বেদনার্ত কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। বিশ্বস্ত চিকিৎসক গাঁয়ের বাইরে গেছেন সেজন্য তিনি না আসা পর্যন্ত বিনা চিকিৎকায় কাটাতে হবে। সেই সঙ্গে তীব্র শৈত্য-প্রবাহ বয়ে চলেছে। এই উত্তুঙ্গ অঞ্চলে তা যে কি যন্ত্রণাদায়ক তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তবু পুণ্যদিনটি এলো, মহাকাল শয্যা থেকে উঠতে পারলেন না। চারণ ও তার সাথীরা প্রত্যূষে আম্রপল্লব দিয়ে দরজায় মাঙ্গলিক রচনা করেছেন, তারপর মহাকালের শয্যাপার্শ্বে গিয়ে

তাঁকে প্রণাম জানালেন, মাতৃভূমির রক্তগোলাপ ও গাঁদাফুলের মালা নিবেদিত হল, পরম আনন্দে তা গ্রহণ করলেন। তারপর বললেন চারণ গাও 'মন চল নিজ নিকেতনে'। চারণ জানাল, যিনি বলছেন তাঁরইতো গাইবার কথা, আজকের পুণ্যদিনে তাঁর কাছ থেকেই শুনবো। সাধক মহাকাল তার জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলে অপূর্ব মধুর কণ্ঠে গাইলেন 'মন চল নিজ নিকেতনে'— সমগ্র পর্ণ-কুটির এক দেবভূমিতে রূপান্তরিত হল। তারপর একে একে গান : 'কেউ ভোলে না কেউ ভোলে', গাওয়া হল। মহাকাল বললেন, একজন ভুলতে চাইছে অতীত দিনের স্মৃতি। গীতার বিশ্বরূপ দর্শন ও পুরুষোত্তম যোগ অধ্যায় পড়া হল। সমস্ত দিন এক পরম আনন্দ মাধুর্যে অতিবাহিত হল।পুরণো দিনের কত গল্প, কত কথা। নিশা একাদশ দণ্ডে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে চারণ ও তার সাথীরা তাদের ডেরায় ফিরে এলো।

মধ্যরাত্রে চারণ ভাবছিল, এই কি সেই পুরুষসিংহ যাঁর প্রতাপে পৃথিবীর এ-কোণ থেকে সে-কোণ কম্পিত সে উদ্বিগ্ন আগামীদিনের ঘটনারাজি কোন পথে অতিবাহিত হবে তার চিন্তায়। কবে এই ঘরছাড়া মানুষটি ঘরে ফিরবেন, আপন আলয়ে একটু এলিয়ে বিশ্রাম নেবেন।

কত ঘটনা, কত কথা সময়ের স্রোতে নব নব রূপ নেয়। দেশনেত্রীর পত্রিকার যেদিন সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হচ্ছিল, যেদিন রাষ্ট্রপতি মঞ্চে অন্য নানামতের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এক সারিতে স্বাদেশিকতার বীজ মন্ত্র, জাতীয় জাগরণের অভীমন্ত্র, 'বন্দেমাতরম' গানের মুহূর্তে দাঁড়িয়েছিলেন, আর দেশনেত্রী তাঁর স্বপ্নালু দুটি আঁখি মেলে দেখছিলেন অগুণতি ভক্ত, গুণগ্রাহী, আবিষ্ট সমাবেশকে ; তখন চারণের কণ্ঠে বাজছিল দেশনেত্রীর বলিপ্রদত্ত সেই শপথ বাক্য, যা কিনা চারণ শুনেছিল মহাকালেরই কণ্ঠে—

"ডিক্রেয়ারীং লাইফ লং আনফ্লিংচীং
ফেইথ্ অ্যালিজিয়েন্স
ওবিডিয়েন্স ডেডিকেশন
অ্যাণ্ড এভার লাস্টিং লাভ
সারেণ্ডার...." 'সত্য ঘোষণা করতেন, সগৌরবে— আনন্দাপ্লুত হয়ে।'— দেশনেত্রীর প্রতিজ্ঞা, তাঁর শপথ মহাকালের প্রতি, আর সত্যদ্রষ্টা সর্বত্যাগী সাধকের দেশনেত্রীর বিস্ময়কর আত্মত্যাগ বুঝতে ভুল হয় না, তাই বারবার ভূষিত করেছেন, তাঁর সত্যঘোষণা, বর্ণনা করেছেন মহাকালের কর্মে দেশনেত্রীর আনন্দাপ্লুতা অবস্থাকে।

বিচলিত বিবশ চারণকে মহাকাল চিরকুট পাঠালেন, ভুলো না, প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকা তোমাদের নিত্যপূজ্যা-নিত্যা— দেশনেত্রীকে। ভুলো না, ক্ষণিকের জন্যেও, চ্যুত হয়ো না তাঁর আদর্শ থেকে প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকার আদর্শ (জীবনটাই) ছিলো ;

ত্যাগময়ী— সেবাময়ী— স্নেহময়ী— প্রেমময়ী, সত্যকেই একমাত্র ধারণকারিণী, সত্যাশ্রয়ী তাঁর সত্যের প্রদীপে, অনেকেই আলোক প্রাপ্ত করেছেন। তাঁরই প্রদীপকে আরো উজ্জ্বল করে তুলে ধরো।

এই-ই তোমার পাবণ-কর্তব্য।

তিনি স্বার্থ সঞ্চয়িনী ছিলেন— না।

তুমিও হবে না।

চারণের ঐ এক দোষ। ঝুলিভরা তার মহাকালের অসংখ্য বার্তা। অসংখ্য বাণী। আর ছিয়াশি বছরের নানা ঘটনা, নানা ইতিহাস। কখনো সেই বর্ণনা রাগত, কখনো উদাসীন নির্লিপ্ত নিবেদন। আর মহাকালের সাথী সেই বহু প্রচারিত দুর্ঘটনার পূর্বের সঙ্গীসাথীদের নানা সময়ের নানা জবানবন্দী। আকস্মিকভাবেই এক সাথীর জবানবন্দী বেরিয়ে এলো চারণের ঝোলার মহাফেজ ভাণ্ডার থেকে—

ইংরাজিতে বিবৃতির স্বাক্ষরকারী দেবনাথ দাস। তারিখ ২৭.৩.৫৩। তিনি সম্ভাষণ. করছেন—Mothers, Sisters and Brothers of India, Jai Hind! I am placing before you my first report on Netaji Subhas Chandra Bose, as the Ex-General Secretary, the Indian Independence Leagu Headquarters, East Asia, and as the Special Officer entrusted with a great mission as per order of Netaji on 17.5.45 and 16.8.45)— সেই বিশদ এবং বিস্তৃত বিবরণ যদি কখনো স্থান সংকুলান হয় পত্রস্থ করা যাবে, তবে সেই বিবৃতির চতুর্থ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত একটি অংশের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দেবনাথ দাস লিখছেন— "On the 26th August just a week after the reported death of Netaji, the Chief of the Japanese Military Intelligence Dept. met at Hanoi together with a Military Officer from Towloon— the seat of Marshal Terauchi's Headquarters and told "Don't believe the plane crash as a real crash ; you adjust your movements and plans in accordance with the alternate plan of Netaji"— প্রশ্ন এই মানুষটি কি শেষদিন অবধি অটুট ছিলেন। ইতিহাসে তার জবাব মিলবে। এমনি আরো কত জবানবন্দী, কত কথার ভীড়।

"Up from Earth's centre, through the seventh gate I rose; and on the Throne of Satan state...

And many knots unravel'd by the road;
But, not the knot of Human Death and Fate
There was a door to which I found no key!
There was a veil past which I could not see
Some little talk awhile— of me-and-thee There seemed—
And then no more of thee and me."

সেই সিংহদ্বারে অপেক্ষারত অতিথি। দেবতা ভারতভাগ্যবিধাতা মহাকাল আগত, কিন্তু দ্বাররক্ষীর চাবি কোথায়?

পুণ্যদিনটির যন্ত্রণাকাতর মহাকালের পার্শ্বে অসহায় চারণ, কিংকর্তব্যবিমূঢ় চারণ ভাবছিল একদিন অন্য প্রসঙ্গে মহাকাল আপ্তবাক্য শুনিয়েছিলেন তা আজ আক্ষরিক সত্য :

"This is one of the sad conditions of life,
That experience is not transmissible
No man will learn from the sufferings of another
He must suffer himself....

দেশবাসীর কাছে আজ চারণের এটুকুই নিবেদন, আগামীদিনের ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ দিনগুলির জন্যে।

জয়শ্রী, পৌষ ১৩৮৮
জানুয়ারি, ১৯৮২

উত্তরপর্ব ২

তব চরণ লাগি' আছি কান পাতি

গুরুতর অসুস্থতার মধ্যে ফেলে এসে চারণ নিদারুণ মানসিকা যাতনায় দিন অতিবাহিত করছিল, কিন্তু উপায় নেই, সংবাদ প্রাপ্তি ও প্রেরণের একটিই অবলম্বন, ক্যারিয়ার। তার গতি দুরন্ত বেগময় প্রয়োজন অনুসারে। সেই প্রয়োজনের তালিকায় চারণ অনেক পশ্চাতে, কাজেই বার্তাবাহক এল শুভসংবাদ নিয়ে পূর্ণিমার পুণ্যলগ্নে। দিনটি ছিল রাখী পূর্ণিমা। মহাকাল-চারণের পুনর্মিলনের সূত্রে একটি পুণ্য দিন। ভুল বলা হল, এ পুনর্মিলন চারণের সূত্রে নয় এই পুনর্মিলন দেশনেত্রীর সূত্রে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রণাঙ্গনে যবনিকা পতনের পর নাটকের যে পরিসমাপ্তি, তারও দীর্ঘদিন পর পুনরায় পর্দার অপসারণ এবং মঞ্চে মহাকালের আবির্ভাবের দিনটিকে একদিন দেশনেত্রী 'যোগাযোগ' শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে সেই মুহূর্তটির বর্ণনা করেছিলেন, আর মহাকাল তৎক্ষণাৎ সেই শব্দ শুধরে 'পুনর্মিলন' শব্দ ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কারণ এই 'পুনর্মিলন' গভীর ও তাৎপর্যময়। সেই প্রথম দিনটিতেই আগামীদিনের বিশ্বের পরিস্থিতি, দেশের অবস্থা, এবং এই পর্যায়ে পৌছতে মহাকালের যে ভূমিকা, কীভাবে সেই ভূমিকা তিনি পালন করবেন ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেশনেত্রীর কাছে পরিবেশিত হয়েছিল। দেশনেত্রী এই বিশাল কর্মকাণ্ড অনুধাবন করেছিলেন, যেমন পূর্বে জীবনের প্রতিটি কর্মে তার রেখাঙ্কন আমরা দেখে এসেছি, কিভাবে কত নিপুণতার সঙ্গে তিনি তাঁর প্রতিটি কর্মের প্রতিটি পরিকল্পনার নিষ্পত্তি করেছেন, আজো তেমনি এই গভীর গুরুদায়িত্বটি তিনি অনুধাবন করলেন। এবং একে একে তার উপর ন্যাস্ত দায়িত্বসমূহ পালন শুরু করলেন। এই দায়িত্ব পালনে বহির্জীবনে রাজনৈতিক মঞ্চে তিনি আর আরোহণ করলেন না। জীবনের অন্তর্মুখীন ক্রিয়াকর্মে নিজেকে নিযুক্ত রাখলেন। এই কাল আত্মোপলব্ধির কাল, এই সময় আত্মআবিষ্কারের কাল। তারপর কখন গভীর নিদ্রায় শান্ত সমাহিত হয়ে ক্রমে ইতিহাস হয়ে রইলেন। এ-সবেরই সাক্ষ্য চারণ, কিন্তু সেই কারিগর, মহাকাল, আগামীদিনের নতুন বিশ্বের স্রষ্টা মহাকাল তাঁর কাজ করে চলেছেন বিরামহীন। এই বিরামহীন কর্মযজ্ঞে চারণ বা তাঁর সঙ্গীসাথীদের কোনো ভূমিকা নেই শুধু দেশনেত্রীর স্নেহধন্য সে-সুবাদে মহাকালেরও স্নেহধন্য পরম আশীর্বাদপূত ভাগ্যবান। এই মুহূর্তে মহাকাল চরম দিনটির জন্য অপেক্ষারত এটাই চারণের অনুভব বা উপলব্ধি। কিন্তু সেই চরমদিনটি বিশ্বময় এক চরমতম টালমাটাল পরিস্থিতি। এই জটিল পরিস্থিতির উদ্ভাবনা স্বদেশেও সমভাবে অনুভূত হবে।

বিস্ময়কর একটি স্মৃতি জেগে উঠেছে চারণের মনের কোণে, মহাকাল এক তীর্থক্ষেত্রে অবস্থানরত, এবং অদূরে আনন্দস্বরূপিণী মাতৃদেবীও অবস্থানরত। মহাকাল দর্শনপ্রার্থী এবং তৎপর নানা কথা এক সময় কিছু অনুরোধ কিন্তু প্রস্তরসম কাঠিন্য নিয়ে মহাকাল

সব প্রত্যাখ্যান করলেন। একজনের জীবনে আক্ষেপ রয়ে গেল অনুরোধ রক্ষিত হল না, আরেকজন তাঁর মহান কর্মে অবিচল রইলেন। আজ তিনি ইতিহাসের কোলে। একজনের পরম সহায়, পরম আশ্রয়, মা আনন্দস্বরূপিণী, চিরনিদ্রায়। আর তাঁর কন্যা অসহায় বিহ্বল।

মহাকাল-এর বিচলিত হলে চলে না। এবারের কর্মকাণ্ডে প্রতিটি পদক্ষেপ মাপা, বিজ্ঞান প্রযুক্তির শেষ পরীক্ষায় পরীক্ষিত। এবং তারপর উপলব্ধির পরমতম স্তরে পরীক্ষিত। এখানে হাসি-কান্না, আলাপ-আলোচনা, আনন্দ-বেদনার স্থান নেই। এখানে নির্দেশক একজন, পরিকল্পক একজন এবং তার প্রয়োগাত্মক কর্মে যারা নিযুক্ত তারা প্রত্যেকে মহাকাল কর্তৃক পরীক্ষিত। তাদের কোনো প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা নেই। যেমন বলা তেমনি করা। এই ভূমিকায় সারা দেশ সারা বিশ্বময় মহাকাল-নিযুক্ত-সত্তারা প্রস্তুত।

তারও বাইরে সেই স্বপ্নের জগৎটি যাদের কাছে স্নেহবশে উন্মোচিত হয়েছিল চারণ তাদের মধ্যে একজন। দীর্ঘকাল অতিবাহিত হল, চারণ স্বপ্নের বিষয়টি বাস্তবে রূপ দিতে এতদিন এগিয়ে আসে নি। আজ সে যন্ত্রণাতাড়িত, একটি স্বপ্নের দূরের দর্শক হিসেবে তার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া ও পরিজনকে সেইভাবে সাজিয়ে তুলতে উদ্যোগী।

এই পরিবেশটিতে একটি স্বশাসিত সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। যে সমাজ-ব্যবস্থায় পিতামাতা সংসার পরিবারের সন্ধানে সমাজ তার আদর্শ রূপ নেবে। প্রতিটি ব্যক্তি যেমন স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে এবং ক্রমে তা একটি বৃহত্তর সমাজে রূপান্তরিত হবে। এই Unit-এর ক্রমবর্ধমান রূপ আগামীদিনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দ্বন্দ্বহীন আদর্শ রাষ্ট্রের বাণীবাহকরূপে পরিগণিত হবে।

আজকের দ্বন্দ্ব, পরস্পরের অন্তর অনুভবের অভাবে। এই অভাব ব্যক্ত করার এবং গ্রহণ করার যে ভাষা পরস্পরের সমতলে বিনিময় হয় না। স্থান ও কাল অনুযায়ী একজনের মনের কথা, এক্ষেত্রে মহাকাল বর্ণিত সমাজের কথা, চারণের মাধ্যমে তার নিকটবর্তী মানুষজনের কাছে পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন, Transmit করা প্রয়োজন।

দেশনেত্রী ও বিপ্লবী দার্শনিক তাঁদের জীবনের প্রতিটি কর্মে, প্রতিটি পদক্ষেপে আত্মত্যাগের এমন একটি আদর্শ, স্বর্ণ উজ্জ্বল জীবন-সাধনা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, যা তাঁদের নিকটবর্তী মানুষজনেরাও অনুভব বা অনুসরণ করতে পারেন নি। স্থান ও কাল ভেদে সেদিনে তাঁদের সে ভূমিকা অন্য মানুষদের কাছে তাদের উপযুক্ত ভাষায় রূপান্তর বা ব্যক্ত হয় নি, তাই সে উপলব্ধি পরিপূর্ণ হয় নি। আজ সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সেই ভূমিকা আজকের পৃষ্ঠপটে প্রকৃষ্ট বলে অনুভূত হচ্ছে। দিকে দিকে তারই সাড়া মিলছে। চারণ তারই প্রতিষ্ঠায় মহাকাল আশীর্বাদে নিযুক্ত।

এই উপলব্ধির জগতে দেশনেত্রীর নিকটতম সহযাত্রী আজ ভিন্নলোকবাসী। সেই সদাহাস্যময়, সদা উন্নত মস্তক হরিবিষ্ণু কামাথ আজ তাঁর দিদির নিকটস্থ। প্রতি সাক্ষাৎ অন্তে যাঁর একটি মন্ত্র ছিল 'কদম কদম বঢ়ায়ে যা' 'March Onwards, March

Forward'। হরিবিষ্ণু তাঁর কথার সঙ্গে এগিয়ে গেলেন। দেশ রইল পিছনে। এবার দেশ ও মানুষ এগোবে কি হরিবিষ্ণু, তাঁর দিদি উভয়েই ইষ্ট মহাকাল পেতে?

১২ অক্টোবর ১৯৮২

জয়শ্রী, আশ্বিন ১৩৮৯ (১৯৮২)

'যত দেখি তত বাড়িতেছে বিস্ময়'

৯ জানুয়ারি প্রত্যুষে দলে দলে বিপ্লবী সতীর্থরা মিলিত হয়েছেন সেই ছোটো খাটো, স্বল্পবাক, অথচ জেদি একগুঁয়ে সংকল্পে অবিচল বিপ্লবী সত্যরঞ্জন বক্সীর মহাযাত্রায়, এসেছেন শ্রদ্ধা জানাতে। ভিড়ের মধ্যে চারণও ছিল। চারণ সংগোপনে স্বল্পপরিসর ঘরটিতে প্রবেশ করলো, প্রণতি জানালো। সে ভাবছিল কোথায় সে গরিমা, কাকে আজ বলবেন, তিনিই একমাত্র যোগসূত্র নিরুদ্দিষ্ট মহানায়কের। একটি দিনের কথা মনে পড়ে যায়, তখন নড়াচড়া কম, বিছানায় শুয়ে বলছিলেন, শেষ সাক্ষাতের হৃদয়মথিত সেই প্রতিজ্ঞাবাণী, আমরা মিলব, একসঙ্গে কাজ করবো, আবার একসঙ্গে অন্তিমলোকে যাত্রা করবো। কিন্তু কই আজ তিনি যে একা চললেন! সেই মুহূর্তে চারণের হাতে এসে আরেকটি হাতের স্পর্শ পড়লো। একটু দূরে তাকে নিয়ে যাওয়া হল, এবং মহাকালের বার্তা ক্যুরিয়র চারণকে অর্পণ করলো। বিস্ময়কর যোগাযোগে বিমূঢ় চারণ। ক্যুরিয়র মারফৎ সেই মহাযাত্রার লগ্নে নববর্ষের শুভেচ্ছা এলো। সত্যই মহাকাল সর্ববিরাজমান। সম্ভবত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মহানায়কের প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে মহাযাত্রায় ক্যুরিয়রের যোগদান। চারণ দেখছিল সেই ভিড়ে রয়েছেন এমন কেউ যাঁরা আজো দেশনায়কের অনুসন্ধান করে চলেছেন, এমন কেউ যাঁরা নানা সংবাদ এক কেন্দ্র থেকে অন্য কেন্দ্রে পাচার করেন, আর সেই নায়কেরা যারা সীমান্তের এক অতীত ঘটনাকে নানা রঙে রাঙিয়ে আজ ইতিহাসের এক মহান অধ্যায়রূপে চিত্রিত করছেন নিজেদের।

পুনরায় শুভদিন এলো। দীর্ঘ বৎসরাধিককাল নিদারুণ শারীরিক কষ্টের পর মহাকাল সুস্থ হয়ে উঠছেন। স্বাভাবিক আনন্দ হাসি গানে এবারের পুণ্যদিনটি কাটলো। মহাকাল পরম আনন্দে সে দিনটিতে যুদ্ধোত্তর অজানাপথে যাত্রার বর্ণনা দিচ্ছিলেন। কীভাবে এক সামরিক মহানায়কের আতিথেয়তায় প্রথম দিকটা কাটলো। আনুপূর্বিক সে ঘটনার বিবরণ। অনুসন্ধানকারীরা আজো অনুসন্ধান চালায়, সুযোগসন্ধানী গুপ্তচরেরা কাজ করে যায়, আর কতিপয় সঙ্কল্পবদ্ধ বিপ্লবী প্রাণ আজ্ঞাবহন করে চলে। শুধুমাত্র একজনের সামান্যতম স্বস্তি সামান্যতম আনন্দের প্রতিদানে। পাওনা কিছুই নেই, দেবার কোনো তাগিদ বা অধিকার নেই, মহাকালের যতটুকু গ্রহণীয় ততটুকুই দেয়, ধন-মান্যতা ততটুকুই যারা দিচ্ছেন। আর এইসব কর্মের সুদূরে রয়েছেন সেই

অগ্নিময়ী, স্নেহময়ী দেশনেত্রী। পুনর্মিলন মহালগ্নে তাঁর পরম ত্যাগকে যারা নিত্য প্রণাম জানায়।

মহাকালের ডেরায় এদের যাতায়াত আজো পূর্বের ন্যায়। বার্তা আসে আনন্দময়ী সাধিকার সূত্রে। প্রস্তর কঠিন মহাকাল অবিচল। বিশবছর আগে ১৯৪১ সালের পর পুনরায় যেদিন পাদস্পর্শ পড়ে স্বদেশের মাটিতে মহাকালের সেদিনকার ঘটনার কথা মনে পড়ে। যে-দিনগুলিতে আনন্দময়ী সাধিকা ছিলেন প্রতিবেশী পরিজন। মহাকালকে সাধিকার অর্গলমুক্ত করতে কত প্রচেষ্টা। তীব্র আবেগে সেই দিনগুলির স্মৃতি বিস্মৃতির তলে ডুবিয়ে দিতে চান।

হঠাৎ বারবার উল্লেখিত হয় 'নামব্রহ্মের' প্রচারক ওঁঙ্কার বিজয়ীরকথা। শেষ মুহূর্তে মায়া-ত্যাগের সংবাদও কেমন করে মহাকাল-ডেরায় পৌঁছে যায়।

আরো অনেক ব্যস্ততা। আন্তর্জাতিক ঘনায়মান পরিস্থিতির জটিলতা বৃদ্ধি পায়, সুযোগসন্ধানী ও মীরজাফরেরা যত তৎপর হয়, আই মাটি খুঁড়ে খোঁজে সেই অমিত বীর্যবান পুরুষকে। কিন্তু নলরাজার বিষকালো পর্যায় উত্তরণের পর প্রকৃত সময়ে তাঁর আত্মপ্রকাশ। এই মুহূর্তে বিশ্বব্যাপী বিরাট রঙ্গমঞ্চ আর নয়। একাধিক সমশক্তিমান শক্তিধরেরা ইউরোপ, মধ্যএশিয়া, আমেরিকা, রাশিয়ার কর্মযজ্ঞে নিযুক্ত। তাঁরা অখণ্ড অটল শক্তিতে কাজ করে যাচ্ছেন। রণক্ষেত্র প্রস্তুত। আর 'আমি যে মহাকাল'— তিনি নিযুক্ত স্বদেশ আর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে এক ঐক্যবদ্ধ অভ্যুত্থানে, যার কেন্দ্রস্থল স্বদেশ, অহরহ একটিই গান তার কণ্ঠে গীত হচ্ছে 'ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে'।

'জয়শ্রী', পৌষ ১৩৮৯
জানুয়ারি ১৯৮৩

কোন্ খেলা যে খেলব কখন...

হিমশীতল এক নিঝুম রাতে চারণ একাকী মহাকাল আবাসে বসে ভাবছে কোন্ সুদূর অতীত থেকে আজকের পরিবর্তিত পরিস্থিতি। চল্লিশ দশকের গোড়াকার একটি ঘটনা। যে ঘটনা পরবর্তীকালে 'মহানিষ্ক্রমণ'-এ নামাঙ্কিত, এই মহিমাময় ঘটনায় কতিপয়ের ভূমিকা একভাবে চিত্রিত অথচ 'ইন্টিলিজেন্স রিপোর্ট-এ' ভিন্ন চিত্র। একি ব্রিটিশ গোয়েন্দা দপ্তরের অপদার্থতা না কোনো কৌশলীর সুচতুর ভূমিকার প্রক্ষেপ। মহাকাল পরিকল্পনা তাঁর সুদূরপ্রসারী ছক এবং সেই ব্যাপক পরিকল্পিত কর্মছককে বিপ্লবী দেশনেত্রী ও বিপ্লবী দার্শনিক জ্ঞানতাপসের কী ভূমিকা এসবের আভাস মেলে

ইন্টেলিজেন্স স্পেশ্যাল ব্র্যাঞ্চের দীর্ঘ রিপোর্টে, সেই ভাবনা অনুসন্ধানী গোয়েন্দার দৃষ্টিতে কিছু অংশে প্রতিফলিত এবং জয়শ্রী ফাউণ্ডেশনের তথ্যানুসন্ধানী বিভাগ ও দেশপ্রেমী ইতিহাস গবেষকদল কর্তৃক সংগৃহীত সে-সব তথ্য বিভিন্ন কলমে উদ্‌ঘাটিত হবে। চারণের কোনো বক্তব্যই কষ্টকল্পিত নয়, ইতিহাসের কষ্টিপাথরে নিকষিত। যে সব ঘটনা এতকাল নানা ব্যক্তি স্বার্থ, দলস্বার্থে চাপা দেওয়া ছিল, অবলোপের চেষ্টা চলেছিল, তা উন্মোচিত হবে। এই উন্মোচনের পরিকল্পনা দেশনেত্রী স্বয়ং একটি স্মরণীয় মুহূর্তে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু অনন্তের হাতছানিতে তাঁর সে উদ্যোগ বাস্তবে রূপ দিতে পারে নি, 'জয়শ্রী ফাউন্ডেশন' তারই পূর্ণায়নের কাজে নিযুক্ত।

চল্লিশ দশকের গোড়াকার কথা, সিংহগ্রীব যোদ্ধার ডাক এসেছে দেশনেত্রীর সাক্ষাৎকার প্রয়োজন, কিন্তু এমনই কলুষ কর্দমে ভরা এই সমাজ, যে সমাজে দেশ বড়ো নয়, উৎসর্গীকৃত প্রাণের মূল্য নেই, কুৎসা ও পরচর্চাই প্রধান উপজীব্য। ক্ষুদ্র রাজনীতি ও কলুষিত-সমাজ-পরিবেশে সেই মহৎসাক্ষাৎকার হল না। ব্যক্ত হল না মহত্তম যোদ্ধার কল্পনা বিপ্লবী দেশনেত্রীর কাছে একটি সংগোপন ইঙ্গিত সাক্ষাৎকারে। যোদ্ধা ছদ্মবেশে বহুদূরে সীমান্তের ওপার থেকে পুনরায় উদ্যোগ নিলেন বার্তাপ্রেরণের। বার্তাবাহী বার্তা নিয়ে এলো, কিন্তু পরশ্রীকাতর রাজনৈতিক পরিবেশ ও পরিজন এই যোগাযোগের অন্তরায় হয়ে রইলো। ফলে কি হল, একটি ঐতিহাসিক ঘটনা একটি বিপ্লবাত্মক কর্মকাণ্ড অসমাপ্তই রয়ে গেল।

কিন্তু ঢাকা থেকে মাণিকগঞ্জ যাবার পথে বিপ্লবী দার্শনিকের সঙ্গে আভাসে ইঙ্গিতে যে ভবিষ্যতের সামান্যতম আলোচনা হয়েছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে অনুমেয় পরিস্থিতিতে বিপ্লবী জ্ঞানতাপস কারারুদ্ধ অবস্থায় মুক্ত সাথীদের বার্তা পাঠাচ্ছিলেন ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর, প্রস্তুতি চলছিল সারা বাংলা জুড়ে এবং ভারতের নানা বিশ্বস্ত কেন্দ্রে, লিফলেট, বুলেটিন ছড়িয়ে পড়ছিল দিকে দিকে। একটি ব্লু প্রিন্ট তৈরি হয়ে গিয়েছিল। কী ভাবে গণআন্দোলনের সামিল হতে হবে আর সেই সঙ্গে যারা কঠোর যারা কঠিনতম অঙ্গীকারে দ্বিধাহীন, তাঁরা বিপ্লববহ্নিতে আত্মোৎসর্গের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। কিন্তু পরশ্রীকাতর, মেরুদণ্ডহীন, লোভী স্বার্থপর কতিপয় ব্যক্তির মসীলিপ্ত ভূমিকায় সেই পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেল। সিংহগ্রীব যোদ্ধা তাঁর বাহিনীসহ দরজায় এসে ফিরে গেলেন, এই বিপত্তির কারণ তথাকথিত মিত্র অথচ ক্ষমতালোলুপ গোষ্ঠী, বৃহত্তম দলের বিশেষ কয়েকটি পরিবার এবং গণযুদ্ধের ও ফ্যাসীবিরোধী আন্দোলনের প্রবক্তা চরম সুবিধাবাদী দল। ইতিহাসের এই অধ্যায় এবার উদ্‌ঘাটিত হবে।

ইতিহাসের এই ঘটনা, এই বিপর্যয় বারবারই অনুষ্ঠিত হচ্ছে, হয়তো আরো হবে। ক্ষমতা হস্তান্তরের পরবর্তী যুগে দেশনেত্রী ও বিপ্লবী দার্শনিক তাঁদের হৃদয়ের উদারতা নিয়ে বৃহত্তর স্বার্থে এগিয়ে এসেছেন, মিলিত হয়েছেন, মিলন সম্ভব করেছেন

নানাজনের কিন্তু পোষাকী ভদ্রতা শোভনতার অন্তরালে হিংস্র খল, চাতুর্যে ভরা দল বা ব্যক্তি সেই মহান উদারতার কোনোই মূল্য দেয়নি। ধুলুণ্ঠিত করেছে এঁদের মহানতার।

চার দশক অতিক্রান্ত। বিশ্ব পুনরায় আরেকটি যুদ্ধের ঘনায়মান পরিস্থিতির সম্মুখীন। দেশে কে কোন্ পক্ষ নেবে তারই পাঁয়তারা চলেছে। সুবিধাভোগীরা তাই দল বাঁধছে। কিন্তু প্রকৃত জাতীয় আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ জাতীয় স্বার্থে উৎসর্গীকৃত প্রাণ আজও নিষ্ক্রিয়। প্রগতিশীল বাম দলটি এবারও 'পোলারাইজেশন'-এর কাজে ব্যস্ত। নানা অছিলায় নানা রঙ-বেরঙের দল ও ব্যক্তির একই মঞ্চে সমাবেশ ঘটেছে। ক্ষমতালিপ্সা, ক্ষমতায় অধিষ্ঠানের মধুর আকাঙ্ক্ষা। এদের একই মঞ্চে হাজির করেছে, এরা সেই উদ্দেশ্যে গা ভাসিয়েছেন। বারংবার মহাকালের নির্দেশ, বিশ্লেষণ, বিশ্বের শক্তিবর্গের আনুপূর্বিক একটি ব্লু প্রিন্ট-এর আভাস পাওয়া সত্ত্বেও ক্ষমতা হস্তান্তর এবং তার অব্যবহিত পূর্বে যে সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডে যেভাবে প্রগতিবাদীরা এবং অহিংসপন্থীরা ভিড়েছিলেন আজও পুনরায় তারই পুনরাবৃত্তি ঘটছে, প্রগতিবাদী নন এমন ব্যক্তি ও দলেরা দেশ ও জাতীয় ঐতিহ্য বিস্মৃত।

প্রগতিশীলদল একদিকে ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে গোপন আঁতাত করে চলেছেন। কারণ সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের ছক রচিত হয়েছে ভিন্‌দেশে। যে-দেশে স্বাধীনতার সামান্যতম সংকেতে আজীবন সাইবেরিয়া বাস অথবা মৃত্যু। এই প্রগতিবাদী দেশের আজ্ঞাবহ দলটি নির্দেশিত টাস্ক একে একে করে চলেছে, আর এই টাস্ক-এর ছকে ক্ষমতাসীন দলও বাদ নেই। পণ্যের মূল্যে এইসব দল ও ব্যক্তি বিক্রীত। একাজে রুবল অনেক সহজ লভ্য হয়ে গেছে। এই এজেন্সীর বৃহত্তম এজেন্ট ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে গোপন আঁতাতের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দলগুলিরও নানা ছলে একত্রিত করার কাজে নেমেছেন। ফলকথা, অসংগঠিত এক এক জন ব্যক্তি এবং তার প্রভাবিত দলগুলির, সেই সেই ব্যক্তির নানাপ্রকার আকাঙ্ক্ষা দ্বারা পরিচালিত হয়ে এই সমাবেশে ভিড়ছে। বৃহত্তম এজেন্টের অসুবিধা এরা একা চললে কখনোই সমগ্র দেশবাসী এদের বিশ্বাস করবে না, এদের যে-কোনো পদক্ষেপে নানা প্রশ্ন জাগবে তাই যাদের দেশময় একটা পুল আছে, তাদের একই মঞ্চে উপস্থিত করা এবং দেশের জনমানসে একটি বিরোধী শক্তির পরিবেশ গড়ে তোলা। বিচিত্র এই যে যে-সব ব্যক্তি তাদের মহিমা নিয়ে তাদের দল নিয়ে এই মঞ্চে উপস্থিত হন, তারা বোঝেন না, বৃহত্তম এজেন্টটির গূঢ় মতলব। এদের একমাত্র ধ্যান এবং জ্ঞান কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় আসীন হওয়া। এরা নিজেদের গরিমা, নিজেদের পরিচিতি বিকিয়ে দিয়ে, বুদ্ধি, দূরদৃষ্টি সব বন্দী করে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্রে অধিষ্ঠানের মোহে আবিষ্ট। অপরদিকে বৃহত্তম দল এইসব ব্যক্তি বা দলকে একই মঞ্চে ভিড়িয়ে তাদের একটি বৃহৎ কর্মযজ্ঞের ক্রীড়নকে পর্যবসিত করেন। কর্মযজ্ঞের সমস্ত সূচী, অনুষ্ঠান একে একে একটি দলই রচনা করবে এবং দিনে দিনে

বৃহত্তম প্রগতিবাদী দল অন্য সবাইকে গ্রাস করবে। কিন্তু প্রকৃত জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী, দেশ ভাবনায় ভাবিত ব্যক্তি ও দল আজও এই সমাবেশে যুক্ত হয়নি, নানা অছিলায় তারই চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চলেছে। আগামীদিনের ঘটনাবলী তারই পরিচয় দেবে, এবং এই টানাপোড়েনে কে জেতে কে হারে তা স্পষ্ট রেখাঙ্কিত হয়ে থাকবে।

সমাবেশ যা-ই হোক, ঘটনা যা-ই ঘটুক, যে শক্তিবর্গ আজ তা পরিচালিত করুক না কেন, চারণ নির্দ্বিধায় ঘোষণা করতে পারে সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল হয়ে স্বার্থান্ধ মুখোশ খুলে পড়বে, প্রগতিবাদীরা কোন্ অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হবেন তারাই বলবেন, চূড়ান্ত বিপর্যয় এবং সেই মহত্তম দিনটি সমাগত। এবার মহান সৃষ্টি ব্যর্থ হবে না, জাতীয় বিপ্লব প্রতারিত হবে না, হতে পারে না। চারণ মহাকাল বার্তার শেষতম বার্তাটি দিয়ে ভবিষ্যতের কর্মযজ্ঞে নিজেকে ভাসিয়ে দেবে— দেশবাসী এতদিনের মালা গাঁথা উদ্ধার করে যদি তার পদক্ষেপ নির্ধারণ না করেন, সে দায়িত্ব ও দায় তারই, চারণের বলার কিছুই নেই।

"চারণ! আমি নিজে, অপরোক্ষ (নিজ অভিজ্ঞতায়, প্রত্যক্ষভাবে) ভাবে জানি— জেনেছি ঃ এই বিশ্ব জগতে কোনো কিছুই হারিয়ে যায় না, হারিয়ে যায়নি, হারিয়ে যাবে না, যেতে পারে না। বহুবার এই সত্য নিজে দেখে— জেনে,— এর আগেও বলেছি, আজও বলছি।

স্মৃতি হারায় না। এ জগতে, সব কিছুই, নিজ নিজ স্বরূপে যেমন-কে তেমোনই ধরা থাকে।

"As human beings, we are, at all times, radiating energy, which is soaked and stored by items around us. Even our thoughts radiate and electrical field which leaves an imprint on objects in the form of energy. According to (Russia's) eminent scientist Genady Sergeyev : Every human being leaves an electrical imprint— energitical imprint— as well as an informational imprint, on objects that he touches or is close to. Every object around us has magnetical characteristics of its molecules. It is then that it become a natural magnetic recorder. Even over a brief period, man can record the information of his entire life on a near by object. By "brief," I mean— in a split of a second."

"চারণ! কতোদিন পূর্বে ওপরের কথাগুলো আমি বলেছিলুম, বুঝিয়ে ছিলুম তোমাকে? (হয় তো তখন আমার কথাগুলো হাস্যকর বলে উড়িয়ে দিয়েছিলে) এখন, এই হালের বৈজ্ঞানিক প্রমাণে তো বিশ্বাস করবে?

চারণ! আমি তো কিছু-ই নই। আমি তো, একটা আলেয়া মাত্র। এটাই তো সত্যি।

আলেয়ারও উদ্গম আছে, জীবন আছে, কার্য আছে, কিন্তু মরণ (মৃত্যু, শেষ) নেই। আলেয়া জন্মায় (উদ্গম হয়) দেখা দেয়, তার কাজ করে যায়, দৌড়োয় স্থির হয়,

অদৃশ্য হয়ে যায়, এক জায়গা থেকে অদৃশ্য হয়ে ফের অন্য জায়গায় জ্বলে ওঠে, প্রকাশময় হয়, কিন্তু ধরা দেয় না।

শুধু এই টুকুই (বলেছি— এবং— পুণরায়) বলে রাখি,

আমি যাহা যাহা বলে এসেছি— এবং বলছি (বলে যাচ্ছি) তা সব মিলিয়ে যাও দেখে যাও!

প্রত্যেকটি হয়েছে— হচ্ছে— হবেই

ঘটিত হয়েছে— ঘটিত হচ্ছে— ঘটিত হবে-ই-ই-ই।

আমি নেই-ই। আমার অস্তিত্ব নেই।...

আমার অস্তিত্ব— আমার কার্য সাধনায়,— কাজে— মাতৃসাধনায়— তাঁরই নির্দেশে

All them— and-those years, Last years,—
And, all these years ; Folded in
And folds upon themselves ;
And the distance between us
Filled with unsaid things.

জয়শ্রী, পৌষ ১৩৯০
১৫ জানুয়ারি ১৯৮৪

'কতভাবে বিরাজিছ বিশ্ব-মাঝারে'

সারা দেশময় একের পর এক ঘটনারজি ঘটে গেল, যে ঘটনার ঝড় বয়ে গেল, চারণের পক্ষে সেই সময় গুলিতে স্থির অচঞ্চল বসে কোনো ভাবনা লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর ছিল না। ঘটনা প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে সংঘটিত হচ্ছে এবং ক্রমে সেই মহা ঘটনার নিকবর্তী হতে চলেছে চারণসহ দেশবাসী।

একটি বছর রক্তক্ষরা বিধান নিয়ে জন্ম নিয়েছিল। আর এই রক্তক্ষরা বছরের প্রতিটি মুহূর্ত যেন রক্তক্ষয়ী সংঘটনের জন্যই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল। রাজ্যে রাজ্যে তারই ঈঙ্গিত দেশবাসী দেখেছে। বৃহত্তর রূপ পাঞ্জাব এবং দীর্ঘ সময় ব্যাপ্ত, এবং চরমতম রূপ নিল খোদ রাজধানীর রাজগৃহে। এমন রক্তপ্লাবন এমন উৎসাদন ইতিহাসে কচ্চিৎ ঘটে। দীর্ঘদিনের সঞ্চিত যন্ত্রণার এক বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

উত্তাল জন সমুদ্র রাজধানী প্লাবিত করে একটি শকট বয়ে নিয়ে চলে রাজমহিষীকে। কিন্তু নীরব একটি গৈরিক ছায়াও চলে নিকটে। আবেগ আপ্লুত জোয়ার গণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডে তার ছাপ ফেলে।

কিন্তু তারপর। মহাকাল উচ্চারিত সাবধান বাণীর ঈশারা শুনতে পায় চারণ, বুঝতে পারে কত দিন কত বছর পূর্বে বারবার সাবধান করা সে বাণী। দেশময় গুপ্তচর ছেয়ে গেছে। এই মুহূর্তে সীমন্ত রুদ্ধ করে এদের আবদ্ধ করে মৃত্যুদণ্ড না দিলে চরম বিপদ। কে লাল, কে ফিকে লাল, কে অন্য রঙের তা বিচারের সময় নেই। গুপ্তচর মাত্রেই সাম্রাজ্য-লোভী, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির চর। সে ক্যাপিটালিস্ট দেশজই হোক অথবা তথাকথিত সমাজবাদী দেশজই হোক। উভয়ের চরিত্রই এক এবং অভিন্ন।

'যে আমি'র সন্ধানে দেশময় গুপ্তচর, নানাশক্তির নানাবেশের মানুষ অতন্দ্র প্রহরী, 'সে আমি' multiple আমির ভূমিকায় অবতীর্ণ। দীর্ঘ সাধনায় এই এক একটি শক্তিধর আমির সৃষ্টি হয়েছে এবং এঁরা বিরামহীন ভাবে Gap হীন পর্যায়ে লক্ষের দিকে এগিয়ে চলেছেন।

এই লক্ষ্য পূর্বের প্রতিজ্ঞা, ধ্যান, জন্মাবধি একটি শিশু বালক কিশোর যুবক প্রবীণ যোদ্ধা তারপর স্থিতধী মহাসাধকের মধ্যদিয়ে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত। আর এই ধারায় ঘটনা প্রবাহ এবং জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়গুলি উন্মোচিত। কিন্তু আজকের মহাকাল তন্ত্রসাধনার উচ্চতম কোটিতে পৌঁছে এই জাগতিক মণ্ডলের উন্নতি বিধানে স্বদেহে অবস্থানরত। কারণ এ যে মাতৃসাধনা। দেশ ও মাতা অভিন্ন।

যা যা বলেছি, মিলিয়ে দ্যাখো এবং দেখে যেও ঠিক ঠিক মিলবে, মিলচে— মিলে যাবে।

"Yea, the first morning of creation wrote
What the last dawn of rckoning shall read—"

'জয়শ্রী' পৌষ ১৩৯১
১৫ জানুয়ারি ১৯৮৫

তার অন্ত নাই গো

আগামীদিনের ঘটনাবহুল দিনগুলিতে অতীতের অনেক ঘটনাই হয়তো হারিয়ে যাবে। বিশেষত যে ঘটনাগুলি নিতান্তই ঘরোয়া। যে ঘটনার সাক্ষ্য কাছের মানুষ, অন্তরঙ্গ মানুষ, এবং তারা ভিন্ন অন্য কেউ সেসব ঘটনার সাক্ষ্য নয়। মহাকাল তাঁর স্ব-ভূমিকায় অবতীর্ণ হলে পুরণোদিনের বা বিশেষ মুহূর্তে দেশনেত্রীর বার্তাবাহীদের সঙ্গে অথবা চারণের সঙ্গে বিশেষ সঙ্গোপন নিকট পরিবেশের ঘটনাগুলি আর কোনো দিনই ঝাপ খুলে বার হবে না। এই মুহূর্তে মনে হয় সেই সুযোগ নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। এখন একটা বিরতির মুহূর্ত। ভবিষ্যতের আকস্মিক, গভীর ব্যাপক ঘটনারাজি সংঘটিত

হবার ফাঁকে সেই অসাধারণ, ব্যক্তিত্বশালী, সর্বগুণান্বিত মহাকালের কতিপয় ছোট্ট ঘটনার বিবরণ লিখি। এই আসরের দেশনেত্রী নির্দেশিত কর্মীদের কতজনই তো সুবর্ণ মুহূর্তের পূর্বেই অন্যলোকে চলে গেলেন। তাদের মধ্যে কবিরাজ কমলাকান্ত, মহাকালের সদানন্দ শৈলেন্দ্রসুন্দর প্রমুখের নীরব সেবা বিস্মৃত হবার নয়। আরো কতো সেবক যাদের কথা আজও স্ফুটতর হবার সময় হয়নি।

যাক্ যা বলছিলাম। মহাকালের নিত্যসেবা কেবল মাত্র অতিথি সমাগমেই দিনে দুবার। তার মধ্যে একটা চা জলখাবার অন্যটি আহার। সকালে আটটা নটার সময় একটি চা-পর্ব। কখনো সখনো সেই চা-পর্বে তিনি যোগ দিতেন। আমাদের মতো অতিথিরা সমবেত হলে, ভালো পাউরুটি sliced নয়, slice নিজে করবেন, ভালো মাখন, তাও সুন্দর লালচে টোস্ট হলে তা ভালো করে ঝেড়ে তাতে পুরু করে মাখন এবং মরিচ বা চিনি লাগিয়ে দেবেন, flavoured চা, খুব ভালো plain cake, কলকাতার পুরণোদিনের সেরা কয়েকটি দোকানের cake এবং বিশেষ ব্যক্তি কর্তৃক ক্রীত না হলে না-পসন্দ ; cream cracker biscuit sealed tin-এ অথবা Golden Puff বিস্কিট। সন্দেশ, রসগোল্লা, জলভরা, পিঠে, পাটিসাপটা, নারকেলের চিংড়ীমুড়ো ইত্যাদি।

দীর্ঘ মজলিশি মেজাজ সাধারণত পাওয়া যেত, গভীর রাত্রে মাতৃ আরাধনা ও মহাপ্রসাদ গ্রহণের সময়। যা বলছিলাম, একদিন এমনি অতিথি সমাগমে রাত্রির ভোজের আয়োজন হয়েছে। মহাকালের নিত্য প্রসাদ গ্রহণ যদিও খুবই সামান্য কিন্তু আয়োজনটি ছিল বেশ জমকালো। একটি বিশাল কাঁসার থালায় মাছ যা যা হবে, মাংস যদি হয় তাও, ভাজা, ডাল, অন্য কোনো তরকারি, ঘি, দই, সন্দেশ সবই সাজিয়ে আরেকটি বড় থালা দিয়ে ঢেকে নিয়ে মহাকালের আসনের সামনে রাখতে হতো। একটি বড় কাঁসার গ্লাসে কাঁসার ঢাকনা সহ জল দিতে হতো। বাংলা দেশের অতিথি সমাগমে তাঁর প্রিয় ইলিশ মাছ যেতই স্বদেশ থেকে, সঙ্গে যেত প্রিয় দই, পিঠে, সন্দেশ— ছাঁচে তৈরী ; বাংলার মায়েদের হাতের তৈরী পিঠে সন্দেশ তাঁর বড় প্রিয়। মাতৃসাধক মহাকাল সব কিছু জগন্মাতা মহাকালীকে উৎসর্গ করে তবে প্রসাদ গ্রহণ করেন এবং তার অতিথি ভক্তদের ভাগ করে দেন। যা যা তাঁকে আমরা যা নিবেদন করতাম তা মহাপ্রসাদরূপে ফিরে ক্রমান্বয়ে আসতো আমাদের প্রত্যেকের নামে যা থেকে আন্দাজ করা যেত কত সামান্য ছিল তাঁর আহার্য। ঐ সামান্য অংশই তিনি আস্বাদন করতেন, গ্রহণ করতেন মজলিসি মেজাজে ঘণ্টা খানেক, কখনো তারও বেশি সময় নিয়ে। এই সময় তাঁর নানা বিষয়ে চলতো গল্প, আলাপ আলোচনা। অতীত চারণ, ভবিষ্যৎ ঘটনাবলি অথবা আহার্য বিষয় নিয়ে নানা কথা।

একদিনের কথা খুব মনে আছে, অতিথি ও দেশনেত্রীর বার্তাবাহীদের মধ্যে

কবিরাজও রয়েছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, বড় মুস্কিলে পড়েছি কোন্‌টা আগে গ্রহণ করি, মাছ না মাংস। মহাকাল প্রসাদ গ্রহণের পূর্বে বলতেন আমি শ্রীশ্রীমায়ের মহাপ্রসাদ পাচ্ছি তোমরাও পাও। এই আজ্ঞা পেলেই আমরা প্রসাদ গ্রহণ করতে পারতাম। সেদিন কোনটা আগে গ্রহণীয় জিজ্ঞাসার উত্তরে কবিরাজ বল্লেন, যদিও মাছ মাংস দুই-ই থাকলে সাধারণত আমরা মাছ প্রথমে খাই এবং মাংস খাই পরে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মাছ গুরুপাক মাংস সহজ পাচ্য। সেবার ইলিশ মাছ কিভাবে ঠিক থাকবে ভেবে, তিনচার দিনের পথ, হাঁড়িতে নুন দিয়ে ময়দা বা আটা দিয়ে মুখ এঁটে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তার প্রিয় ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ, ধুয়ে রান্না করেছেন, কিন্তু খেয়াল করেননি, নুন দেওয়া মাছে নুন দিতে হয় না। ফলে ভাজা বা ঝোলের মাছে নিয়মমাফিক নুনে এমন অবস্থা হলো, মুখে দিতেই জিভটা অসাড় হয়ে গেল। মহাকাল তাঁর আসন থেকে চেঁচিয়ে বল্লেন, নুনটা একটু বেশি হয়ে গেছে, না? তবু আমি প্রসাদ পাচ্ছি। এতো ভালোবাসতেন ইলিশ! এরপর বহুবার ঐ দুস্তরপথ অতিক্রম করে ইলিশমাছ নিয়ে যাওয়া হয়েছে Ice Box-এর ব্যবস্থা করে। যে পথে অন্যযাত্রীদের সঙ্গে কিছুটা যেতে হোতো খুব সাবধানে এই মাছভর্তি বাক্স নাড়া চাড়া করতে হোতো। মহাকালের নৈশভোজ শেষ হতে কোনো দিন রাত বারোটা কোনো দিন মধ্যরাত্রি হয়ে যেত।

একদিন গল্প করলেন রুশদেশের এক রাজ পরিবারের বাড়িতে নিমন্ত্রণ। Host অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি তার স্ত্রী ও কন্যা অপূর্ব রূপসী, কিন্তু মহাকালের আসন তাঁদের কাছে এক সীমাহীন উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত, তাঁদের special cook-কে দিয়ে কতো রকম রান্না সেবার করিয়েছিলেন, আমার Contingent-এর সবাই মহানন্দে ভোজ খেলেন, Host জানেন আমি কি খাই, আমি একটা preparation খেলাম, সে যে কী অপূর্ব স্বাদ তা কি বলবো, আজও মুখে লেগে আছে। তারপর আনমনা মহাকাল রুশভাষায় কতগুলি কথা বল্লেন। আমরা নীরব শ্রোতা, হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন কী হে তোমাদের কোনো সাড়া পাচ্ছিনা কেন? তোমাদের হয়ে গেছে নাকি? আমরা ইতস্ততঃ করে বল্লাম এই হল? যাঃ তোমরা একেবারেই বেরসিক। সত্যিই তাই, স্বল্পাহারি মহাকাল ভাবটা দেখাতেন কী প্রচুর পরিমাণ ভোজ্যই না তিনি গ্রহণ করছেন, এবং এরপরই তাঁর হয়তো অন্য নানা কাজে গভীর রাত পর্যন্ত অতিবাহিত হতো। যেখানে চারণ বা তার সঙ্গী-সাথীদের প্রবেশাধিকার ছিল না। খাবার পর মুখশুদ্ধি একটু চাই, অথবা ভাল সিগারেট দু-একটা।

মহাকালের দেশ-বিদেশের যাত্রাপথে একবার হিমালয়ের উত্তুঙ্গ অঞ্চলে সকলে এক আশ্রমে উপস্থিত হয়েছিলেন। আশ্রমগুরু নিজহাতে মহাকালের জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা করেছিলেন। এখানেই মহাকালের সন্ন্যাসী-যোদ্ধার কণ্ঠস্বর শোনার সৌভাগ্য

হয়েছিল এবং যে বিশ্রাম নিতে সেদিন ক্লান্ত মহাকাল ঐ আশ্রমে এসেছিলেন, সম্ভবত একদিনের মেয়াদের পরই তাঁকে ছুটতে হয়েছিল সন্ন্যাসী-যোদ্ধার তাড়নায় অন্যত্র। সে উপস্থিতি ছিল— অন্য জগতের, যে জগতে বিচরণ মহাকালের পক্ষে নিত্যকালীন।

এতো গল্প, এতো অবসর কেবল বাংলার অতিথি অভ্যাগতের জন্য, দেশনেত্রীর স্নেহভাজনদের জন্য। নইলে নেই আহার, নেই নিদ্রা, স্নান দৈনন্দিন কৃত্য সবই তখন আতিশয্য। অবসর বা আগ্রহও নেই কোনো কিছুতে। তখন কেবল কাজ আর কাজ। সে রূপ— ভিন্নরূপ।

'জয়শ্রী', আশ্বিন ১৩৯৩
২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬

"আমায়, সকল রকমে কাঙ্গাল করেছে গর্ব করিতে চূর"

লিখতে বসে কতকগুলি কথা মনে আসছে তেমনি লিপিবদ্ধ করছি। মহাকাল কতপ্রসঙ্গে কত কথা বলেছেন। সে সব সুবিন্যস্ত করে বলা নয় লিখতে বসে যেমন কথামালা আসছে তেমনি লিখছি—

"যে মহান Legion আমরা। যে The Noblest Legion-de-Honour-এর একটি ক্ষুদ্রতম কণামাত্রই আমি। যে Noble legion-এর Legionary তোমরা (Body) তোমদের জীবনে রূপ দিয়েছ— যে মহান বিজয়ধবজা তোমরা কখনো নোয়াওনি, তথা— সর্বস্ব বলিদানেও, কাউকেই (কারো দ্বারা) নোয়াতে দাওনি;

সেই-ই তোমাদের জীবন শরীর দ্বারা গঠিত— সংহত Legion-এর Legionar's জীবন তো এখনো রয়েইছে এবং থাকবে— ও।

কারণ Legion মরতে পারেনা, মরতে জানে না, কখনো মরেনা। "Legionares-de-Honor"— is Synonym of FAITH.

হ্যাঁ FAITH

সে সময়ের জীবনের দিনগুলোতে ভেতোরের বাইরের কতো কতো লোকেরাই না কতো কথাই বলেছেন— বলতেন... Reasonings-এর শেষ ছিল না ; Reasoning out-এর ধারাপ্রবাহ চলতো! "FAITH" শব্দটি এবং "FAITH"-এর ওপর। ... হাসি লাগতো (আসতোও) প্রায় ক্ষেত্রেই। আশ্চর্যও হতুম, সবার ভ্রম দেখে। সকলে (তাঁরা বা তাঁদের বর্গের) আপ্তবাক্য (আর্যবাক্য, ঋষিবাক্য) ভুলে যেতেন (ইচ্ছে করেই কি? OR কোনো বিশেষ কারণে কি?) Does Lord God want us to have proof of "THE" presence so that it will substantiate our FAITH?— AND...

And if FAITH needs evidence; it is still FAITH? (To this Question of mine "No answer can be given" ; was (and is) the reply.

To those who believe, no explanation is necessary.

To those who don't believe no explanation is possible."

Faith অকৃত্রিম, সর্বব্যাপক। বিপ্লবী সত্তার পূর্ণবিকাশের একটি মহান সর্ত Faith। দেশনেত্রীর সঙ্গে মহাকালের পুনরায় যোগাযোগের পর্বে অজ্ঞাত মুহূর্তগুলির সাক্ষী একজনই। দিবসরজনী আরাধ্যের সামান্য সেবা, তাঁর স্বস্তিবিধানে কী সীমাহীন ত্যাগ, কী বিষয়ব্যাকুলতা, শঙ্কায় বেদনায় ব্যাপ্ত সে সমর্পিত দিনগুলি, সেই নিদ্রাহীন নিশিযাপনের প্রত্যক্ষদর্শী একজন। রামচন্দ্রের জন্য মহাবীর প্রাণত্যাগ করতেও পিছপা ছিলেন না, সমর্পিত জীবনের অত বড় উদাহরণ মেলাভার, দেশনেত্রীর জীবনও সেই সমর্পণে উজ্জ্বল। রামের সেতুবন্ধে মহাবীর থেকে কাঠবেড়ালীরও ভূমিকা ছিল। মহাকালের পুনরাগমন অধ্যায়ে দেশনেত্রীর নির্দেশে, তাঁরই অনুগামী অনুসারী কতজনের কত ভূমিকা। উল্লেখ্য অনেক কিছু ব্রজবাসী ব্রজনন্দন, সদাশিব সদানন্দ, তৃপ্তি-অতৃপ্তি সব মিলেমিশে এক। সত্তা একটাই— দেশনেত্রী। সংগোপনে ঘরের মা বৌয়েরা যা বারেবারে সাজিয়ে দেন উপাচার— অতি প্রিয় মালপোয়া ইত্যাদি— তার সাক্ষ্য ব্রজবাসী-তারসাথী 'বড়লেড়কা' বা অন্য কেউ। কিন্তু কালের মহাস্রোতে দাগ কেটে রাখে একটিই দান— তা সর্বস্ব সমর্পণ— দেশনেত্রীর— বাকী সব চারণের ভাবনায় 'এহ বাহ্য'। দেশনেত্রীর নিদ্রাহীন রাত্রি-জাগর মুহূর্তগুলি, অন্যসবার সেবা কর্ম ত্যাগ ম্লান করে দেয়। পৃথিবীর ইতিহাসে এমনভাবে জীবন উৎসর্গের দ্বিতীয় কোনো নজীর আছে কিনা চারণের জানা নেই।

মহাকাল ভাবনায় আত্মমগ্ন চারণ তার সত্তা হারিয়ে ফেলে, মহাকাল কখন সংগোপনে জুড়ে বসে চারণ সত্তায়, তাই চারণের কলম স্ব-ইচ্ছায় চালিত নয়, সে সত্তা অনুভব ব্যঞ্জনা। মহাকালই একদিন বলেছিলেন 'মধ্যে মধ্যে তোমার ভেতর থেকে এমনকতকগুলি মানসিক gesture বেরোয় মনে হয় সমস্ত হৃদয়খানিই তোমার মধ্যে রেখে দিই।' এই তীব্র অনুভূতি এই একাত্মতার কথা যেদিন মহাকাল অকস্মাৎ ব্যক্ত করলেন সেদিন সেই কথার পরই পরমসাধক মহাকালের অন্য অবস্থা— 'আমি হারিয়ে যাচ্ছি তোমরা কথা বলতে থাক নইলে আমি ডুবে যাচ্ছি, ঝটপট কথা বলো, আমাকে ধরে রাখ।' মহাকাল সান্নিধ্যে চারণের এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা।

বারংবার মহাকাল কথনে দেশনেত্রীর যোগাযোগ-পরবর্তী দিনগুলির অনুভবের অনুপম সংক্ষিপ্ত উক্তি কটি বিস্মরণের আশঙ্কায় আবার চারণ উদ্ধার করছে। বেদনা উল্লেখে, যন্ত্রণামুক্ত সর্বস্ব সমর্পণের অনুভব যেন বহুজনে প্লাবিত হয়। অন্তত দেশনেত্রীর নিকটজনে।

'এক অত্যাশ্চর্য সত্য উদঘাটিত হলো। অভাবনীয় তার সম্ভাবনা, অচিন্ত্যনীয় তার

আনুষঙ্গিক সব কিছুই। আমার অনুভূতিতে বিশ্লেষণ করতে বা ভাষা দিতে চেষ্টা করবো না। কেবল বলবো "হে অঘটন ঘটন-পটিয়সী দেবতা," আবার দেখলাম, অকস্মাৎ কোথায় কি ঘটে—

"চির অসম্ভব আসে সম্ভবের বেশে।"

'তারপর এক অদ্ভুত আন্তরিকতা ও প্রেরণা থেকে ৮।১০ দিনের মধ্যে সারা দিনরাতের একাগ্র সাধনায় যা অসম্ভব মনে হয়েছিল তাই সম্ভব করা হোলো।'

যোগাযোগের এই অধ্যায় মহাকালের ভাষায় 'পুনর্মিলন'— এই অধ্যায়ের সূচনায় দেশনেত্রীর অনুভব কাব্যময় ভাষায় বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে ঃ

"A strange spell has come upon me. A mixture of deep and unknown foreboding of my sojourn and dislike in daily trivialities and exactings. My whole being is yearning for an unusual horizon and mision that would raise me up from this morass and free me for the eternal journey— whereto? Who knows— who cares? But before I finish up, I certainly want to re-live my life intensively and purposefully so that the years I have travelled shall be relit by a glowing, by an uncommon rare sunset."

তারপর দেশনেত্রীর যাত্রা এক মহাতীর্থে। এবং সেই যাত্রাস্থলের অভিজ্ঞতা ও পরবর্তী গভীর অনুভব দেশনেত্রীর ভাষায় ঃ

"Meanwhile the entire place went filling and filling with people of my motherland poor, simple, devoid of any worldly comfort nor did they appear to show that they were missing anything. Without food, without clothes, without the elementary necessaries of the human existence, they flocked during the day and whole night they kept coming. My inner being was stirred till I could hold myself no longer."

"সারা দিন রাত এই মহাসমুদ্রের মধ্যে অবগাহন করে বলছি সমস্ত অন্তঃকরণ ভরে 'ও আমার দেশের মাটি তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা'। ও আমার দেশ এই মাট, মানুষ আমার দেবতা সব কিছু আজ তীব্রভাবে আমাকে স্পর্শ করে নম্র করেছে ফিরে এসেছে সেই তরুণী মেয়েটি যে একদিন নিজেকে দেবার বেদনায় অধীর হয়ে সব পসরা নিয়ে ঘুরে বেরিয়েছে— 'আমাকে কে নিবিরে, দিতে চাই যে আপনারে'— কি অপূর্ব যোগাযোগ। সে দেবার আহ্বান এলো ৩৮ বছর আগে তারপর থেকে চলেছি জীবনের তরী বেয়ে— কোন্ সে ঘাটে শেষ পারানি ঠেকাবে জানি না, ওগো বিচিত্ররূপিনী 'তোমার হাতে' দিয়েছি জীবনের পসরা তুলে। আবার এই বিচিত্র অভিযানে তাই চলেছি— চল নিয়ে চল যেখানে তোমার খুশী, যেভাবে তোমার খুশী যেভাবে শেষ করতে চাও।" 'মনে হচ্ছে— কতদিন কত রাত কত মাস কত বৎসর

ক্ষয়ে ক্ষয়ে একবিচিত্র ক্ষণে সব কিছু এসে উপস্থিত হয়েছে। শঙ্কায়, বেদনায় প্রতিটি মুহূর্ত আতুর হয়ে আছে একটি আশ্চর্য সমর্পিত জীবনের সকল আশা— আকাঙক্ষার ব্যর্থতা সফলতার পরিণতি কি হে ভগবান, আমার অতি অক্ষম সামর্থ্য দিয়ে আমি কি করতে পারবো এই জটিল পরিস্থিতিতে!"

"এ কোন্ অনুভূতির রাজ্যে আমি চলে গেলাম। যেখানে বিশ্বাস করবার জন্য মন উন্মুখ, বিচার নয়। দেবতা, তুমি তো বিচারের বস্তু নও— সারাজীবনভর তো তোমার হাত ধরে চলছি বলে ভেবে আসছি, সে সবই কি "মিথ্যা"। সত্য কি? মিথ্যা কি? কে বিচার করে, বুদ্ধি— বিচার, মন, হৃদয়, না এসবের ঊর্দ্ধে আশ্চর্য এক অনুভুতি যা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না, কেবল অনুভব করা যায়। তাকেই কি বলে intuition? দেবতা আমার এ বিশ্বাসকে হারিয়ে যেন মরুভূমিতে ঘুরে না বেড়াই তৃষ্ণার জলের জন্য। আজ জোড় হাতে তোমার নিকট এই একটিই প্রার্থনা "জোড় হাতে আমি অপেক্ষা করছি," সম্পূর্ণ সমর্পণ তোমার নিকট। যাই আনো, বিষকেও যেন অমৃত বলে গ্রহণ করতে পারি।"

দেশনেত্রীর এই অনুভূতি, এই সমর্পণ, ভারতের ইতিহাসে চির উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। Faith কোনো বিচার বিশ্লেষণ, কোনো প্রমাণ তথ্য নির্ভর নয়। তা অতলান্ত গভীর। সেই ১৯৬৩ সালের ৭ জানুয়ারি যোগাযোগ থেকে ১৯৬৮-র ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দেশনেত্রীর দিনের পর দিন রাত্রি জাগরণ কিসের উৎকণ্ঠায়, কিসের সাধনায় সে কাহিনী বৃহৎ ও ব্যাপক। সুযোগ হলে একদিন তা ব্যক্ত হবে।

গতবার লিখেছিলাম— এখন বিরতিকাল। সে কথা পূর্ব কথিত অংশ থেকে স্মরণ করিয়ে দিতে লিখছি—

..."I shall have to vanish— only to appear on the scene," after it has been enacted"...

এই বিরতি মুহূর্তে, কর্পূরের উবে যাওয়া-কালে, পার্থিব বিষয় আশয়-এর তালিকা রচনা চলেছে। সংখ্যাতত্ত্বে সে তালিকা দশসহস্রাধিক উত্তীর্ণ। এই তালিকা, ব্যক্তির অনুসন্ধান সে সব কাজ স্তব্ধ হয়ে নেই। অন্তঃসলিলা ফল্গুধারা বহমান আসমুদ্র হিমাচল জুড়ে। তার সন্ধান কে রাখে। চাপা দেওয়া ধামা খোলার অপেক্ষায় অপেক্ষমাণ চারণ।

"আমার জীবনের মর্মবাণী— আমার সকল ব্যথার হয়নি সমাপন— That is the source of srrength."

'জয়শ্রী' পৌষ ১৩৯৩
১৭ জানুয়ারি, ১৯৮৭

'তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি'

আজ লিখতে বসে দ্রুত পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের ঘটনাবলী স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে। নবতর যোগাযোগের আশ্চর্য রোমাঞ্চকর ঘটনা। চারণ কি লিখবে কতটুকু লিখবে তার কোনো কূলকিনারা পায়না, ব্যস্ততা, চঞ্চল বিচরণ সব নিয়ে তার খেই রাখা মুস্কিল। মহাকাল দিগন্তব্যাপী কর্মকাণ্ডে উথাল-পাথাল। তার খেই ধরে ক্ষুদ্র-বৃহৎ চিরকুট আজন্মের পূর্বের সব মিলে মিশে একাকার। গত পঁচিশ বছরে চারণের যোগসূত্র মহিয়সী অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নেই। যাকে মহাকাল এক ক্ষুদ্র চিরকুটে একদিন লিখে পাঠালেন "We are and am one with you in your feelings and thoughts. Your life "A POEM ON-A-FLAME"। দেশনেত্রীর পরিচয় এই একটি বাক্যে মহাকালের অভিব্যক্তিতেই সম্ভব।

সেই সঙ্গে সেদিনের বাণী ছিল LIFE'S "BUOYS-ETERNAL" ARE LOVE-FAITH, PATIENCE AND UTTER-DEDICATION.

At least them are for ME
And, if they are for ME—
They are for you too.

সময়ের গতিবেগে কত কিছু হারিয়ে যায়, স্মৃতি রোমন্থনে কত কিছু আবার ভেসে ওঠে। একদিনের বৈঠকে বলেছিলেন 'কতদিনের হুটোপুটির পর তোমরা আবার ভালোর দিকে যাবে,— 'ড্রাগনের দেশের তিনটি ব্যাপারের কথাও বলেছিলেন তুমুল, মিডিয়াম তুমুল ও নৈমিত্তিক। আর বলেছিলেন Eastern Europe-এর ঘটনায় তোমরা খুশি হবে।

আরো মনে পড়ে, Godless, greedy creed (of communism) খতম হবে। Already I have splitted in two, And the worse devilish one has been splitted in three.

আবার বলেছিলেন Communism shall die at the place of its birth. Even the gods have not the power to nullify these solemn words. কমিউনিস্টরা জন্মেছে কবে? এই তো আঠারশ সালে ; হাজার হাজার বছরের মধ্যে মাত্র কয়েকটা বছর। This creed is Carrying its death in its own cell.

মহাকালের বাণী অমৃত সমান। কত কথা কত উপদেশ কত নির্দেশ, চারণ তার প্রিয়জনদের বারম্বার সে বার্তা এনে দিয়েছে। প্রস্তুতি চাই, আগামীদিনের ব্যাপক কর্মকাণ্ডের বনিয়াদ তৈরি কর। কিন্তু কোথায় সে প্রস্তুতি এ মহলে কেবলি কল্পনা, ভাবনার মেলা। দিন থেমে থাকে না। পূর্ব ইউরোপে ঝড় উঠেছে, ড্রাগনের দেশে আগুন জ্বলছে, আর সমাজতন্ত্রের জন্মভূমি লেনিন-স্তালিনের দেশে উথাল-পাথাল।

মহাকাল কোথায়, দেশের এক কেন্দ্রে বছর কয়েক আগে এক সংবাদ, দেশময় তোলপাড়, দীর্ঘ বিশাল তালিকা সবই নিস্তরঙ্গতায় পর্যবসিত।

চারণ মহাকালের কথা মনে করিয়ে দেয় : I shall have to vanish— only to appear "On the Scene" after it has been enacted."

দিন আগত ঐ!
চারণ তাই স্মরণ করে মহাকালের

একটি লিপি—

"Some nook, some corner
each can fill
which none else can
and none else will".

'মুহূর্তেই অসম্ভব আসে কোথা হতে
আপনারে ব্যক্ত করি আপন আলোতে।'

নিদ্রিত দেশবাসী জাগো। আমার ভাইবোনেরা জাগো। তৈরি হও, আর যে সময় নেই।

'জয়শ্রী', পৌষ ১৩৯৬
জানুয়ারি ১৯৯০

তুমি কি শুনেছ মোর বাণী

প্রথম পর্ব

দীর্ঘ নিরবতার পর আবার চারণ তার কলম ধরেছে। নীরব দর্শকের ভূমিকায় আর কতকাল বসে থাকা চলে। একটি ব্যক্তিকে নিয়ে কত সমস্যা। কোথাও 'রহস্য' উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা, কোথাও মৃত্যুর সত্যতা প্রমাণে ব্যস্ততা, চিতাভস্ম নিয়ে নানা গল্প-গাঁথা— কোথাও বা যুদ্ধকালীন সংগৃহীত আজাদ-হিন্দ সরকারের রত্নভাণ্ডার বা গুপ্ত তহবিল করায়ত্ত করার নানা অপচেষ্টা। এসব কলাকৌশলে দেশ নায়ক গঠিত দলেরই এক ষড়যন্ত্রী 'ফ্রিডম ফাইটার', আজাদহিন্দ-বাহিনীর কতিপয় সুযোগ-সন্ধানী ও নিকট আত্মীয়-পরিজন যাঁরা মনে করেন তাঁরাই সব কিছুর স্বত্বাধিকারী। কিন্তু বিস্ময়কর নবপর্যায়ে যোগাযোগের কেন্দ্রমণি তাঁর স্নেহধন্য অনুরাগীর মনেও কেন সংশয়ের বিবশতা। 'রহস্য' 'রহস্য' রবে কেন এই আর্তনাদ।

চারণ ঘরছাড়া বাউন্ডুলে জীবনে সময় মতো কোনো সংবাদ সংগ্রহ করতে পারে না। অথবা তার ঝোলায় সময়ের সীমাবদ্ধতা নেই। আকস্মিক একটি দৈনিকের জনমত

কলমে একটি সংবাদ তাকে বিস্মিত ততোধিক ক্ষিপ্ত করে তুলেছে। মহাকাল প্রসঙ্গে কিছু তথ্য পরিবেশনের মেজাজ ছিন্ন হয়ে যায়, সংবাদ পত্রেরদ্রুত কিছু বলতে গিয়ে— এই অসামান্য ব্যক্তিটির কথাও বাদ দেয়া যায় না, যেমন লিখতে ভোলেনি মহাকাল-প্রিয় কমলাকান্তের কাহিনী। দেশনেত্রী প্রেরিত দূত— মহাকাল পদতলে যে একদিন পরম বিশ্বাস ও আস্থার পাত্র তাঁর এ-কী পরিণতি! দেশনেত্রী পরিজনের কি কেউ নেই? চারণ ভাবতে পারে না। কারণ ভূতের অনুগামী ভূতেরই নামান্তর। সংবাদটি এরূপ— শিরোনামা— 'স্বাধীনতা সংগ্রামীর জীবনাবসানের করুণ কাহিনী'— স্বাধীনতা সংগ্রামী অনিলচন্দ্র যৌবনে (১৯৩২খ্রীঃ) পুলিশের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা এড়িয়ে দীর্ঘ পরিক্রমার পর ব্যাঙ্ককে আশ্রয় নেন ও সেখান থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নানাভাবে অনুপ্রেরণা যোগান। পরবর্তী অধ্যায়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সংস্পর্শে আসেন ও কিছু গোপনীয় কাজের দ্বায়িত্ব পেয়েছিলেন। স্বাধীনতার পর দেশে ফেরেন ও কেন্দ্রীয় সরকারের তাম্রপত্র ও পেনশন পান। কিছু দিন যাবৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী ছিলেন ও দুবার PGতে ভর্তি হন। গত ২৪ অক্টোবর (১৯৯০) রাতে হৃদরোগের প্রকোপ বাড়ায় আবার PGতে ...ভর্তি হন। পরের দিন সকালে... রোগী তখন প্রচণ্ড শ্বাসকষ্টে ভুগছেন। নাকে অক্সিজেনের নল কিন্তু কোনো ইন্ট্রাভেনাস স্যালাইন নেই। ওই অবস্থায় তাঁকে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে নিয়ে যাওয়া হয়নি। রোগীর চোখ ঘোলাটে বাক্‌শক্তি রহিত। ময়লা তোষক, ততোধিক ময়লা বালিশ। রাতে বোধহয় বমি করেছিলেন— মুখের কোণে শুকনো হয়ে লেগে রয়েছে। কোনো পরিচারক পরিচর্যার নেই।' স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে ফ্রি বেড প্রাপ্তিই তার পক্ষে যথেষ্ট। চূড়ান্ত অবহেলায়, কোনো পরিচর্যা-বিহীন সেই বিপ্লবী অনিল দাস মুক্তি পেলেন। কিন্তু দেহ মুক্তি পেলনা— ডোম সার্টিফিকেট সহ মৃতদেহ ওয়ার্ড থেকে বাইরে এনে ১৫৯ টাকা দক্ষিণা দাবি করে, মৃতের পরিচয় পেয়ে ১০১ টাকায় মরদেহ তাঁর অনুগামীদের হাতে সমর্পণ করে'।

দেশনায়ক যার নিকট 'ট্রান্সমিটার' দিয়ে, দেশনায়কের বেতার যোগাযোগের দায়িত্ব দিয়ে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সীমান্ত থেকে বিদায় দিয়েছিলেন— যার নির্দেশনামার উল্লেখ ছিল দায়িত্ব-প্রাপ্ত কাজ করে যেও— আমি প্রয়োজনে যোগাযোগ করবো— বহুকাল পর— সেই একনিষ্ঠ কর্মী, দেশনেত্রীর গ্রামের সন্তান তাঁর প্রিয় 'রেণু'— অনিল দাস— মহাকাল সমীপে প্রেরিত হয়েছিলেন— এই সমর্পণ— এই আত্মবলিদান ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

স্বাধীন গণতান্ত্রিক সাম্যবাদের পতাকাবাহী রাজ্যে মানুষের এমন অবহেলা— শুধু মাত্র সাধারণ মানুষ— গড্ডালিকা প্রবাহে জীবন যাপনের মানুষ নয়— যে মানুষের জীবন বলিপ্রদত্ত তারই এই পরিণতি! তবে মৃত ভূতের কী পরিণতি হবে? মহাকাল

ভবিষ্যৎদ্রষ্টা তাই সে পরিণতি— দেশবাসী— মানুষজনের আবেগ তাঁর কাছে অজ্ঞাত নয়।

সূচনায় যে কথা লিখতে বসেছিল চারণ, অর্থাৎ দীর্ঘ যোগাযোগহীন অবস্থার পর, ১৮ আগস্ট ১৯৪৫ বিশ্বের চোখে একটি ঘটনা এবং তারপর নানা মন্তব্য আলোড়ন বিলোড়ন, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গনের অগ্নি নির্বাপিত। কারণ তার সহযাত্রী ফাঁসির আসামী, ফাঁসীর মঞ্চ থেকে নেমে এল, তারপর ঘটনা পরম্পরা, ক্ষমতা হস্তান্তর, দেশ বিভাগ, রক্তাক্ত বাংলা তথা ভারত, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের নতুন জয়ধ্বনি, যুদ্ধকালীন মন্বন্তর, তারপর আরোপিত দাঙ্গা ও পূর্ববঙ্গে হিন্দুমেধযজ্ঞ। এসবের পর আবার পীতবর্ণের দেশের মানুষ পূর্ব সীমান্তে এই ঘুমন্ত ক্লীব জাতিকে জাগাতে আক্রমণ করলো, আর সেই সঙ্গে হারিয়ে যাওয়া ভস্মাধারে আশ্রিত 'মৃত ব্যক্তিটির' কণ্ঠস্বর— সাক্ষাৎ— বিপ্লবী দেশনেত্রীর ছাড়পত্র সহ মহাকাল দর্শন— সেদিনের প্রথম সাক্ষাতের কিছু কথা মহাকাল-ভাষায় চারণ আজ ব্যক্ত করবে।

এই বৈঠকে কথা প্রসঙ্গে দেশনেত্রীর প্রতিনিধি মুকুল বলেছিল, 'লোক একেবারে ক্ষেপে উঠবে যদি আপনার বন্ধু পরিচালিত সরকার কোনো অন্যায় কর্তে চায়।— তবে আগে মনে করতুম হয়তো একটা political earthquake হবে এখন বুঝি তা হয়তো হবে না।' মহাকাল বললেন, কোথায় তোমার ক্ষেপে ওঠার মতো লোক? সব মরে গেছে। ভূমিকম্পের তো কথাই নেই। এই দুটো যদি হোতো এতোদিন ধরে শৌলমারী গড়াতো না। যদি ক্ষেপে ওঠার এবং earthquake-এর মতো বারুদ থাকতো তবে শৌলমারীর প্রথম সূচনাতে দপ করে আগুন জ্বলে উঠত। যে দিকটার প্রতি তোমার নজর এড়িয়ে গেছে। সেদিকটা কারণটা হচ্ছে এই যে, যদি বোঝা যেত যে— অমনধারা (ক্ষেপে ওঠা earthquake) হবেই। তবে অমনধারা করে শৌলমারী হোত না— অন্যরকম করা হোত বা করতে হত। আগুন ক্ষেপানোর এবং ভূমিকম্পের Bomb অমন ধারা করে ছেলেখেলার জিনিস নয়। তুমি কি স্বপ্নেও ভাবতে পার যে একটা Live Bomb দিয়ে খেলোড়ির দল ছোঁড়াছুড়ি লাফালাফি করছে— তাকে গড়াচ্ছে— তবুও বেঁচে আছে? একি হতেপারে? এটাও হিসেব করে দেখনি তোমার Deadman কি? Your Deadman is a live Bomb with a burning fuse নয় কি? He has had been such from his childhood, is 'not an empty bomb' with an unlighted fuse'

The 'Combine' is no fools. They can well handle the situation from A to Z বা কতো সুন্দর রঙ্গমঞ্চ। Or The combine knows these fundamental rules ; (a) the public memory is proverbially short (b) the public will come to believe in anything which will be constantly and

repeatedly propagated to them over a long period (c) ordinarily the public is incapable of remaining— in a highpitch for a long time. (d) the overwhelming mass of the public are stupid and fools. They are mere rabbles, they could be used in any way and for any purpose by any unscrupulous man or Party. The public lose interest in anything which is long protracted. These are fundamental facts JN (the Combine) is using these rules to his entire advantage.

চারণ, একটা কথা বলি, এর আগে বলিনি, কারণ এ ধরনের কথা তোমার ম্যাগনাকার্টায়-তেই আছে। তোমার Deadman শুধু বিশ্বাসই করেন না— তিনি সত্যই প্রত্যক্ষরূপে জানেন যে স্বয়ং শ্রীশ্রীমা জগদম্বা দুর্গা কালীই তাঁর ভেতরে বসে তাঁকে চালাচ্ছেন। যা কিছু শৈশব থেকে তিনি করেছেন এবং এখনো করছেন—তা সব শ্রীশ্রীমা জগদম্বাকালীই করছেন। তিনি যন্ত্রমাত্র। এই পূর্ণ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ফলেই তিনি বার বার ডাক দিয়ে বলেন "আমার একটা ভাষা আছে— বাণী আছে— সেটা হচ্ছে মায়েরই বাণী মাঁরই ভাষা। আমার মাঁর একটা ভাষা আছে— ভাব আছে দেবার জিনিস আছে। তা জগৎকে একদিন শুনতে হবে এবং মানতেই হবে। আমার মার দান পেয়েই জগৎ চিরমুক্ত চির উদ্বুদ্ধ হবে। (প্রত্যেক কথার ভেতরের গভীর— আসল অর্থ বুঝে নিও)। তিনি জানেন, পূর্ণরূপে জানেন, মা জগদম্বা দুর্গাকালী— তাঁরই কাজ করাতে হবে, এই জন্যই— "স্বয়ং শয়তান" যত বড় এবং যত— চক্রান্ত—' বেড়াজাল— ষড়যন্ত্র ইত্যাদি করুক না কেন মা তার ছেলেকে বের করে নেবেন-ই। প্রমাণ শত শত আছে। সব চাইতে বড় প্রমাণ— Mac Arthur-এর final report— এবং তার পরও সেই report and resultant efforts সত্ত্বেও— এতদিন পর্যন্ত এভাবে থাকা। এই জন্যই মা জগদম্বা দুর্গাকালীর ছেলের জন্যই— শৌলমারীর খেলা করবার চৌখড়ি পাততে হোল। প্রথম থেকেই যেমন যেমন JN Combine এক একটা চাল চেলেছে যখন আমরা সেকথা আপসে চর্চা করতুম তখন এমন কথা উঠে পড়তো— যা বলবার নয়, হাসতে হাসতে আমার পেটে খিল ধরে যেত।

এখন আমি মনে মনে কি বলি জানো? আমি (মনে মনে বলি) সাবাস্। ভায়া সাবাস্। বাহাদুর খেলোয়াড় তোমরা। ভায়া যখন খেলাটা এতদিন ধরে খেলতে খেলতে এতদূর গড়িয়ে এনেছ তবে আর একটু গড়িয়ে নাও, খেলার মজা পুরো হোক— খেলার ময়দানের দর্শকদেরও পুরো আনন্দ হোক— টিকিটের দাম উঠে আসবে। ব্যস ঘর দুয়োর— আত্মীয় স্বজন কুটুম্ব জানাশোনা— অজানা— সবই তো এখন তোমাদেরই হয়ে গিয়েছে— তাঁদের পেটভরে দিয়েছ কতভাবে। তবে আর দেরী কেন? সাজ সরঞ্জাম মাল মশলা সব তৈরি। দেরী করে লাভ কি? ব্যস্ এইবার

একদিন যতগুলো Party members এবং অন্যান্য Party— Committee সোসাইটি এবং Public membersকে পার— এক মহতী সভায় একত্র করো সব আত্মীয় এবং বন্ধুবান্ধবদেরও করতে ভুলো না, ইউরোপ থেকে উড়নপরী এবং পরীজাদিকেও আনতে ভুলো না— ব্যস্ ঐ মহাসভায় শৌলমারীর (বামুনের ছেলে— নিজেরই বলা পরিচয়) স্বামীজী এসে নিজেকে, নেতাজী বলে পরিচয় দিয়ে প্রকট হউন! চারিদিকে জয়জয়কার হোক। সানাই, জয় ঢাক বাজুক— আনন্দ— মধুর— অশ্রু মিলন হোক। যদি এমন ধারাটা করো ভাই, তবে বড় ভাল হয়। নেতাজী তোমাদেরই হয়ে যাবেন— মৃত্যু পর্যন্ত। চারদিকে তোমাদেরই মত চরে ঘুরে বেড়িয়ে— লড়াইয়ের জন্য বক্তৃতা করে বেড়াবেন। হয়তো একটা ভারী চাকুরী অথবা পদও নেবেন। যেমন ধারা বাংলাদেশ—বাঙ্গালী— এবং নেতাজীর দরকার— সবই তোমরা পেয়ে যাবে— ভায়া এই এতটুকু বাকি আছে খেলার। টিকিটের পুরো উশুল হতে শুধু এই টুকুই বাকি। মারো তাক্ কষে ফুটবলে কিক 'গোল' হয়ে যাক। হাততালি বেজে উঠুক— জয়হিন্দ— জয়হিন্দ।

এতটা হয়ে গেলে খুব ভাল হয়। সব দিক থেকে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। কেন যে 'নেতাজীর' শৌলমারী আশ্রম থেকে সভার মধ্যে এমন ধারায় বেরিয়ে এসে প্রকট হওয়া— এখনো হয়নি— এটাই চিন্তার কথা। আমরা expect করেছিলুম যে এর কিছু আগেই নেতাজী শৌলমারী থেকে অথবা ওখান থেকেও কোনো বিশাল জনসভায় গিয়ে আত্মপ্রকাশ ঘটাবেন— এসব সভায় যুক্তি তর্কের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তারপর 'নেতাজী'র পক্ষে সবই clear sailing নয় কি? কিন্তু, and it is a very big 'কিন্তু', মনে কোরনা যে এরকম নেতাজী এসে গেলেও The Horizon shall be clear, মোটেই নয়। এবং ঠিক তার উল্টো। অর্থাৎ যদি এরকমটি হয়ে যায়— তবে নেতাজী বাংলায় এলেন বাঙ্গালীর ধন। তিনি দেশভর ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। যা করবার করতে লাগলেন। It amounts to this : 'The Combine একদিক থেকে এক সমস্যা থেকে ঝাড়া হাত পা হয়ে গ্যালো। তখন The Combine shall be free to concentrate all their মাইক্রোস্কোপস্, দূরবীনস্, ম্যাগনিফাইং গ্লাস-র‍্যাডার স্ক্রীন, ব্লাড— far and wide— for that one purpose"একে বলে "parallel bluff" অর্থাৎ The Combine' আশাকরবে যে নেতাজী যখন এসে গ্যাছেন তখন "অন্যপক্ষ" কিছু না কিছু Carefree একটু না একটু অসাবধান হবেই (কিন্তু নিশ্চিত মত হয়ে)— এবং "অন্যপক্ষে" সেই "একটু অসাবধান" হওয়াই Combine এর হাতে "হেয়ালীর চাবি" দেবে। তখন হয়তো যে 'ভয়ানকভূত কাঁধে চেপে আছে তাকে "ওঝাদের দ্বারা সরিয়ে ফেলা" সম্ভব হবে।

এই জন্যই তোমার "Dead man" carries something within him, is fully sufficient to bring eternal sleep within 6 seconds.... that something cannot be activated accidentally... no one of the Combine can ever expect to get him alive. জয় মাঁ।"

চারণ-এর আজকের despatch এই পর্যন্তই থাক। সে ওয়ান্ডারার— ঘুরে বেড়াচ্ছে দূর দূরান্তে। পথে কুরিয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ। ঝোলায় দিয়ে দিলে স্বস্থানে পৌঁছে যাবে। আরো অকথিত কাহিনী বারান্তরে। চাকা ঘুরছে, ঢাকনা খুলছে, নতুন দিনের নতুন সংবাদ অনেকানেক।

'জয়শ্রী' পৌষ ১৩৯৭
জানুয়ারি ১৯৯১

দ্বিতীয় পর্ব

পৌষের শীতে ক্যুরিয়রের ব্যাগে চারণ কিছু সংবাদ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। তারপর ঠিকানা বিহীন ভ্রাম্যমান জীবন। বিগত দিনগুলিতে কোনো ক্যুরিয়র সংবাদবাহীর সুযোগ ছিল না। আর কেউ ওপথেও যাচ্ছিল না ফলে যোগসূত্রহীন। এক বিচিত্র গহন যাত্রাপথে কেবলি ঘটনা রাশি। সমুদ্রের জলরাশির মতো তরঙ্গায়িত ঘটনা রাশি।

চারণ ভাবছে দেশনেত্রী প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত যে 'বাণীবাহক'-এ মহাকাল কথন চারণের কলমে কখনো সখনো প্রকাশিত হয়েছে তার হীরক জয়ন্তী সমাগত। সুবর্ণজয়ন্তী আয়োজনে চারণ নিকটেই ছিল। আজ বহুদূরে— পত্রিকার আর্থিক দুর্যোগ চারণ অনুমান করতে পারে। দেশনেত্রীর বাণীবাহক— মহাকাল বাণী-প্রচারক এই একটি মাত্র পত্র আজও তার অস্তিত্ব আপসহীন সংগ্রামে সঞ্জীবিত রেখেছে।

স্বদেশে একবার এক বৈঠকে মহাকাল বলছিলেন, "সবচাইতে বড় কথা হল তোমার বা তোমাদের প্রকাশনের আদর্শ থাকা চাই। আদর্শহীন কাজ, আদর্শহিন জীবন way ward জীবনের মত। কেউ cater করে Box অফিসের জন্য— নিম্নপ্রবৃত্তির খোরাকের জন্য যা করা হয়। জয়শ্রী যেন তা না করে। chaste, noble and honest আদর্শ রাখো তোমার পাঠকের সামনে। তাতে যেন প্রবৃত্তির নিম্নগতির গন্ধ না থাকে। প্রবৃত্তি = Nature। প্রবৃত্তি স্বভাবত নিম্নগামী। এই নিম্নগামী প্রবৃত্তির জন্য সাধারণত মানুষের মধ্যে নিম্নগামী ভাবগুলি এসে যায়। এজন্য দরকার আদর, স্নেহ, প্রার্থনা দিয়ে নিম্নগামী প্রবৃত্তি গুলি ঊর্দ্ধগামী করা। আমার নিজের জীবনে আমি জানি সমাজে বেশ্যা কুলোটা বদমাইস ইত্যাদি আখ্যা মেয়ে মানুষের মুখোশ মাত্র। এই মুখোশ গুলো

যদি তুমি ঠিক জায়গায় আঘাত হানো খসে পড়েবে এবং তোমার সামনে প্রতিভাত হবে মায়ের সুন্দর মুখ। জীবনভর কাউকে অবিশ্বাস করার চাইতে বিশ্বাস করে থাকা ভাল। It is my conviction এবং it is my theory. তোমাদের 'জয়শ্রী'কে এমনি করো। পাঠক পাঠিকাদের পছন্দটা জানতে চেষ্টা করো। ছবি বিজ্ঞাপন, এসব ক্ষেত্রে পৃষ্ঠা নম্বর থাকে না তা নয়, ডাইনে অথবা বায়ে উপরে অথবা নীচে সব সময় পৃষ্ঠা নম্বর দেবে। আরেকটি কথা যারা পূজনীয়, যাঁরা পুরমপূজ্য, যাঁরা এই পৃথিবীর স্তম্ভ-স্বরূপ তাদের নিয়ে খেলা করো না।

সাহিত্য দুরকম— একটা প্রচারত্মক ও একটা ক্রিয়াত্মক। এটা এমনিভাবে করো, তেমনি করো না— এটা হল ক্রিয়াত্মক। আর প্রচারাত্মক দশটি কথার মধ্যে একটি মাত্র সত্য কথা।

আরেকটি কথা বলি, ভালো লাগবে? যে সভায় ভয়ানক ঝড় বৃষ্টিতেও আমাদের সভা হলো পূর্ণ আর কংগ্রেসের সভা গেল ভেঙে সেই সময়ে শ্রীযুক্তা রায়ের চেহারাটা যেমন ছিল, সেই চেহারার মুখখানি জয়শ্রীর front Jacket-এ, একটা টাকা যত বড় সেই সাইজের oval shape-এ সেই মুখখানি, সেই চওড়া পাড় চওড়া কপাল সেই মুখখানি, বোঝা যায় না এমন হাসি— যদি ছাপতে পার— এটা আমার সাধের কথা, তোমাদের কাছে এটা necessity নয়, যদি সম্ভব হয় কোরো। তবে অন্য চেহারা নয়, Thats only.

মহাকাল দেশনেত্রীর পত্রিকাকে এমনিভাবেই ভালোবাসেন। চারণ আজ তার দুর্যোগপূর্ণ দিনে পাশে দাঁড়াতে পারছে না, মহাকাল প্রতিবেদন, মহাকাল কী ভাবেন পত্রিকাটি সম্বন্ধে জানাল। মহাকাল ভক্ত, অনুরাগী, চারণের কলমের জন্য যারা উদ্গ্রীব তাদের দায়িত্ব এই পত্রিকার নিত্যকার প্রয়োজন মেটানো, আগামী দিনের দুর্যোগপূর্ণ দিনগুলির জন্য, বিপ্লবী সম্পাদকের পাশে দাঁড়ানো। একদিন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তাঁর স্বদেশবাসীর কাছে স্বাধীনতার বিনিময়ে প্রাণ চেয়েছিলেন, যোদ্ধা-সন্ন্যাসী, প্রবাসী স্বদেশবাসী দ্বিধাহীন চিত্তে উজার করে দিয়েছিল সম্পদ ও প্রাণ, সেই যোদ্ধা-সন্ন্যাসীর আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে। আজ তেমনি উজার করে অর্থ ও সাহচর্য দিয়ে এই একটিমাত্র 'বাণীবাহক' 'জয়শ্রী'কে সঞ্জীবিত করতে হবে। প্রকাশনের সর্বকাজে চাই অবারিত অকুণ্ঠ দান। পরিণতি চারণ অনুভব করবে দূর থেকে। স্বদেশে অধিষ্ঠান কালে কার্যকর হবে আরো ব্যাপকতর প্রয়াস।

উদাসী পথিক ফকির, মহাকাল কতবার কত সময় ছোট ছোট বার্তা পাঠিয়েছেন— তারই একটি দেশনেত্রীর উদ্দেশে—

HUMBLE BEGGAR WISHES YOU : FAR-REACHING HORIZON GLORIOUS VICTORY UNALLOYED AFFECTIONATE

LOVE BLESSINGS FOND FEELINGS MEMOIRS. ON THIS YOUR YOUR DAY. TAKE GOODCARE OF THYSELF. LORD BLESS YOU. DEAR

PILGRIM

"যতক্ষণ তুমি আদর্শকে মনে রাখবে ততক্ষণ তুমি আদর্শকে মান না। যখন আদর্শ তোমার সত্তায় বিলীন হয়ে তোমার সমস্ত সত্তাকে সে নিজে গ্রাস করবে Then and then only you shall forget value of আর্দশ। আমি আর তুমি, তুমি আর তোমার আদর্শ দুটি পৃথক সত্তা। কিন্তু আদর্শ তোমার মধ্যে প্রবেশ করে আপন সত্তা বিলীন করে ফেললো, তুমিই থেকে গেলে। আদর্শের দোহাই যতক্ষণ দিচ্ছ আদর্শ তখনো তোমায় পায়নি। Thou and Meএর অর্থ তো দুজন হল। Thou— আদর্শ, Me— আমি। ভক্ত আর ভাবনা দুজন। ভক্ত নিজের মধ্যে ভাবানকে মিলিয়ে দিলেন— এটা হোল তাই। এক ঘটি জল হল তুমি আর মহা সুমুদ্র হল আদর্শ। এক ঘটি জল নিয়ে তুমি সমুদ্র মাঝে দাঁড়াও, তখনো ঘটি বলছে সমুদ্রকে 'তুমি বিরাট আমি সীমিত, অসীম তুমি' আমার চারদিকে সীমার গণ্ডি, এই কথাগুলি শুনতে শুনতে তুমি ঘটিকে উপুর করে দাও, তখন জিজ্ঞাসা কর, ঘটির জল কলবলিয়ে বলবে আমি মহা সমুদ্রে মিলে গিয়েছি, সমুদ্রের অসীমে আমি মিলে মিশে আপন অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছি, শত চেষ্টা করলেও আমার পূর্বতন অস্তিত্ব খুঁজে পাবে না। (এই বলে মহাকাল একটি জলদ গম্ভীর 'মা' ধ্বনি দিলেন)

দেশনেত্রীর বার্তাবাহী চারণ প্রায় তিনদশক পূর্বে যখন মহাকাল সকাশে গিয়েছিল, দীর্ঘদিন তাঁরই সেবাকল্পে অবস্থান করছিল, সে সময়, মাসটা এমনই শ্রাবণ-ভাদ্র মাস যে কথা চারণ পূর্বেও উল্লেখ করেছে— সেই ভাবনাই এক বৈঠকে ব্যক্ত হয়েছিল— যা আজ বিশ্বকে চমকিত করছে— ঘটনার পর ঘটনা প্রবাহ— আজ বিশ্বের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত আলোড়িত হচ্ছে— আর চারণ সবজান্তার মত গুম্ হয়ে বসে আছে। মহাকাল বলেছিলেন "যা আমরা করছি, তা নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে। (শুধু এইটুকুই আমার ঠিক আছে) খণ্ডিতা জননী জন্মভূমি পূর্ণা হবেন। Godless, greedy creed (of Communism) খতম হবে Already I have splited in two. And the worse devilish one has been split in three. (হয়তো বাইরের কেউ এখনো জানেন না)। আমার মত পরম হিতাকাঙ্ক্ষী রক্ষক Beloved মাতুল and strategical adviser তাদের আর কেউই নেই।

পাঁচ-ছটা revolt and fighting and uprisings হয়ে গেছে। কিন্তু স্বপ্নেও কেউ সন্দেহ করতেপারে নি— Strategical Adviser মাতুলই (ক) বার বার revolt করাচ্ছেন। (খ) General Death (গ) General Shiva।

অনেক মানচিত্র বদলে যাবে।

ব্যস্ The Ghost of the Dead-এর সাধনা শেষ হবে।

মহাকালের সাধনার ক্রিয়া চলেছে। ত্রিশ দশক পূর্বে যে-সব কথা অবাস্তব, কল্পনা-জগতের হেয়ালিপণা বলে অনুমিত হত, মহা বিজ্ঞ জনেরা এসব কথা কখনো শুনলে বিজ্ঞের ব্যঙ্গ হাসি হাসতেন— তাদের অনেকেই আজ আর ইহলোকে নেই বাকিরা আজ কি ভাবছেন জানিনা, চারণ মন্ত্রমুগ্ধ। মানচিত্র বদলেছে— বদলাচ্ছে।

আজকের এস্তোনিয়া, লাটাভিয়া, বালটিক, লিথুয়ানিয়া ইউক্রেন— প্রভৃতি অঞ্চলের উল্লেখ নানা সময়ে নানা ভাবে মহাকালের বৈঠকে পাওয়া গেছে। প্রতিটি অঞ্চলের নানা ভৌগলিক অবস্থান, মাহাত্ম্য, সবই মহাকাল নানা সময়ে বিবৃত করেছেন, বৈঠকের শ্রোতারা অথবা বৈঠক অন্তে চারণ যতটুকু তার কলমে ধরতে পেরেছে— তার ইশারা ইঙ্গিত কি কখনো অর্থবহ— কার্যবহ হয়েছে— হয়নি। কারণ, সন্দিগ্ধ মন, বিচার বিশ্লেষণে তা অতলে তলিয়ে গেছে। মহাকাল তর্কাতিত, তাঁর ব্যক্ত বিষয় সুদূরপ্রসারী আনাগত ভবিষ্যের— চিরন্তন চিরসত্য। ক্রটি আমাদের, যারা শুনি বা যারা পড়ি। ধৈর্য্য নেই অধ্যাবসায় নেই। ঘটনা ঘটলে বলি তাই তো!

চারণের গত despatch-এ প্রথম সাক্ষাতের যে বিবরণ দিয়েছিল তা ছিল অসম্পূর্ণ— তার আরো কিছু এখানে উদ্ধার করি— চারণের অবসর বড়ই কম— স্মৃতি মন্থন করে সব সাজিয়ে তোলা বড়ই কঠিন— নিত্য যে ঘটনা রাজি জমা হচ্ছে তাতে প্রতিদিন সেদিনকে অতীত করে— আগামী দিন আসছে— এই নিত্যকার ঘটনার সামাল দেয়া দুষ্কর।

..."শুধু একটা কথা মনে জাগে, জেগে ওঠে বার বার। বুকটা টনটন করে ওঠে যখনই এই কথাটা মনে ওঠে। কারণ আমি আসলে যে-ই হই না কেন, আমারও মানুষেরই শরীর, মন-প্রাণ-হৃদয় আছে। চারণ, মনে রেখ— শিডিউল-এ যেমন লেখা আছে তেমনি করেই আঘাত আসবে (শুধু মার কাছে প্রার্থনা করো যেন "সব চাইতে Terrible আঘাত না দিতে হয়। আমি এটা পারত পক্ষে চাই নে।) সেই সময়ে— অথবা সেই— সেই সময়ে J. N. Combine— এবং নেতাজী J. N. এবং দেশবাসী কি করবে? কি বলবে? কি ভাববে? কত কিছুই বলবে, ভাববে। কিন্তু যারা থাকবে না? যখনই এই কথাগুলো মনে ওঠে— ব্যথা পাই। তখন বড্ড এলোমেলো ভাবনা আসে। আমার কেউ নেই, কিছু নেই, স্বার্থও নেই, সুখ নেই আরাম নেই ; মারা গেলে কেউ কাঁদবার নেই বেঁচে থাকলেও কেউ হাসবার নেই। আহা করবার কেউ নেই। তবে, তবু কেন এসব করে এসেছি— করছি? শুষ্ক মায়ের শ্রীমুখখানি দেখে বুকটা চেপে ধরি— বুক বাঁধি।

ঠিক বলেছ! অতি কঠোর সত্য বলেছ : "নিজের— নিজেদের শক্তিতেই আমরা আমাদের কাজ করে যাব। কারুরই দয়ার উপর এবার নির্ভরশীল আমারা নই। এ শিক্ষা

এর আগের বারে পেয়েছি। কোনো "Out side ভারতবাসীর এবার একথা বলবার উপায় এবং সুযোগ এবং গর্ব হতে পারবে না যে আমি এই করেছি আমরা সেই করেছি।" এটা তো নিশ্চয় করেই সব কাজে হাত দেওয়া হয়েছে।

তোমাকে— তোমাদেরকে শত শত কোটি ধন্যবাদ— আর্শীবাদ আমি এবং মা দিচ্ছি যে তুমি এবং তোমরা একথা স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না যে তোমাদের "তিনি" Can ever be of J.N. UK. USA Combines ধন্যবাদ। আমার মার স্নেহাশীষ নও।

তোমার ফকীর।

'জয়শ্রী', শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৯৮
আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ১৯৯১

"দৈবাচ্চবিধিনির্মিতাত্"

দমকা হাওয়ার মত এদিক থেকে সেদিক ছুটে বেরিয়েছে, ফুরসৎ পায় নি চারণ দু দণ্ড বসে কিছু লিপিবদ্ধ করে। বিগত তিন দশক যাবৎ মহাকালের নিরন্তর ব্যস্ততার পর এই মুহূর্তে তাঁর শিব অবস্থা— তিনি মহাসমাধিতে যোগস্থ। দর্শন-অদর্শন— গোচর, অগোচর সব অনুভব উপলব্ধির অতীত। তাঁর বিচরণ ক্ষেত্র শুধুমাত্র লৌকিক গ্রহ উপগ্রহই নয় অজ্ঞাত অলৌকিক মহাদিগন্ত তাঁর গতির অন্তর্ভুক্ত। বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে বিচিত্র ঘটনারাজি— যার অন্তর্ভুক্ত শ্বেত ভল্লুকের দেশ, ড্রাগনের দেশ, পূবদিগন্ত আর চল্লিশ দশকে ভারত পথিক অতিক্রান্ত নানা অঞ্চল ও দেশসমূহ। এক উত্তাল তরঙ্গ সারা দেশকে আলোড়িত করে দিয়ে গেল, নানা প্রশ্ন দ্বন্দ্ব, ব্যক্তি দল গোষ্ঠি ও জনজীবনকে প্রহরে প্রহরে শান্ত-অশান্ত করে তুললো। অন্তর্দেশীয় ঘটনাবলীর রেশ আন্তর্জাতিক মানচিত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করে। নানা জনের নজর পড়ে এই হতভাগ্য দেশের ওপর। কিন্তু শুধুমাত্র কিছু দ্বন্দ্ব বিক্ষোভই এর কারণ নয়, আরো গভীর সত্য রয়েছে এর পেছনে। আসমুদ্র হিমাচল— কন্যাকুমারী থেকে হিমালয়— কোহিমা ইম্ফল থেকে কচ্ছ (রান অফ কচ্ছ) প্রাচীন ভারতের মানচিত্র (অখণ্ডভারত) জুড়ে ভবিষ্যতের এক সম্ভাবনাময় ইঙ্গিত। দুইশত বছরের সাম্রাজ্যবাদের রেশ আজো কাটেনি, আজও শ্যেন দৃষ্টি রূপান্তরিত হয়নি মঙ্গলময় দৃষ্টিতে, তাই প্রায়শই এই সব লোভী গণতন্ত্রের ভেকধারী দেশসমূহের লোলুপতা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। চারণের একটিই আকাঙ্ক্ষা যেদিন মহাকালের বাণী বাহকেরা যুদ্ধ সমাপনান্তে আনন্দ উৎসব করবে— সেদিন এই কলম শান্ত হবে। দূরে একান্তে চারণ গাইবে তার হৃদয়ের আনন্দ গাঁথা। প্রত্যাশিত সেই মুহূর্তের জন্য যত উন্মুখতা।

বিজ্ঞানের অশেষ গতি থমকে দাঁড়িয়েছে— বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের ব্যাপকতা নিয়ে

ভাবতে শুরু করেছেন, আধুনিক বিজ্ঞান আজ উপলব্ধি করছে প্রত্যেক সূত্রই বাস্তবতার এক একটি নির্ধারিত অনুমান— এই সূত্র সমূহও একটি সীমায় আবদ্ধ— সেই সীমার বাইরে বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা রুদ্ধ। তাই প্রয়োজন হয়ে পড়ে নতুন সূত্র সন্ধানের অথবা অনুমান সমূহের বিবর্তনের। কিন্তু চেতনার রাজ্য ভিন্ন— তার গতি সীমাহীন— ব্যবহারিক অবিদ্যার আঁধার অপসৃত হলে সেই গতি প্রাপ্তি হতে পারে। সাধক সেই গতিতে স্থিত।

তিন দশক যাবৎ যে কর্মকাণ্ড দেশময় মহাকাল সাধন করে গেলেন তার বীজ বপন ত্রিশ দশকের গোড়ায় কিন্তু চল্লিশ দশকে তা চরম আঘাতের প্রস্তুতি নিতে পারে নি। এক ব্যাপক ত্যাগী ব্রহ্মচারী সম্প্রদায়— আত্মনিবেদিত শৈশব থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। আরাধ্য একজন যিনি লোকচক্ষুর অন্তরালবর্তী। নির্দেশ উপদেশ নিরন্তর বর্ষিত হয়ে আজ শাখা প্রশাখায় পল্লবিত। সমগ্র রাজনৈতিক দল উপদলে সর্বত্র তার বীজ বিস্তারিত ভীতি ও আতঙ্ক সেই কারণে। এই সর্বগ্রাসী ভারতীয় চেতনা আগামী দিনের মুক্ত মন্ত্র।

চারণের মনে পড়ে বিস্ময়ও জাগে কেন মহাকাল পুনর্মিলনের কালে একটি বিশেষ অঞ্চলে এত দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেছিলেন— সেই অঞ্চলটি সরযূ নদীর নিকটবর্তী সীমারেখা। বার বার সেই অঞ্চলের রহস্য উন্মোচনের কথা ব্যক্ত করেছেন, সেদিন উপলব্ধি করে নি চারণ কি সে রহস্য। আজ দেশময় এই আলোড়ন চারণকে বিচলিত করছে। সেই দীর্ঘ অবস্থানকালে নানা সংঘ নানা ব্যক্তির আনাগোনা— ব্যাপক নির্দেশ গভীর পরিকল্পনা ও আলোচনা। এসব ঘটনার সামান্য দর্শক মাত্র চারণ, পার্শ্ববর্তী কোনো কক্ষে গুপ্তভাবে বন্দী মহাকাল নির্দেশে। কারণ পুনর্মিলনের পর দেশনেত্রীর বার্তাবহদের যে কর্মকাণ্ড সাধনের নির্দেশ ছিল তার কোনোটাই পূরিত হয়নি। সবই অপূর্ণ থেকে গেছে শুধুমাত্র মহাকাল সেবা, ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও স্বস্তি সাধন ব্যতীত। সেই ইতিহাস দীর্ঘ, সে ঘটনারাজি ক্রম ঘটায়মান দৃশ্য উন্মোচিত হবে নিঃসংশয়ে।

চারণের শেষ ডেসপ্যাচের পর অন্যত্র ঘটে গেছে অনেক ঘটনা। সেই ঘটনার মধ্যে উল্লেখ্য দেশনেত্রীর অন্যতম সারথী সুনীল জলধি সম মহাসমুদ্রের সেই উত্তাল তরঙ্গ ত্রিশ দশকের সেই যুবক— বিপ্লব সাধনার অন্তিম সাগ্নিক— মহাকাল সান্নিধ্যে যাত্রা— মহাপ্রয়াণ। চারণ আজকের ডেসপ্যাচে পুনর্মিলনের কিছু আলাপ সংলাপ বার্তা বিনিময় এবার নিবেদন করবে। মহাকাল দরবারে এই খাঁটি সেবকটির পরিচিতি ছিল আমের মুকুল অভিধায়।

পুনর্মিলনের পর একটি পত্রে মহাকালের আপন সত্তার অভিব্যক্তি পাওয়া যায়।

প্রিয় ভক্তের কাছে একমাত্র সে অভিব্যক্তি সম্ভব। কারণ যে ভক্তকে মহাকাল মনে করতেন একটি হীরের টুকরো।

'তুমি যে চিঠিটুকু লিখেছিলে, বাহক-সজ্জন মারফত— ঠিক ভাবেই পেয়েছিলুম। ধন্যবাদ। পড়লুম এবং ভাবলুমও। কিছু বলবো কি? সমাজে থাকতে হলে, "সামাজিক ভদ্রতা"টি কী? Social etiquettes-and courtesy' Hypocrisy-রই রূপান্তর নয় কি?

এবং এই ceremonies-of-civility-র আদান-প্রদান হয় (দরকার হয়) civil being দেরই মধ্যে।

কিন্তু আমিও কি তাই? আমি জানি আমি 'তা' নই। হঁ্যা, আমি 'তা' নই। হয়তো তুমি বলবে, "তবে আপনি কি? কে? তবে কি বলবো, আপনি একটি 'Illusion? A Phenomenon? অথবা..?

যদি উত্তরে বলি, "হ্যাঁ, আমি সেই রকমেরই একটা কিছু হয়তো"— তবে কিছু ক্ষতি হবে কি? ভুল হবে কি? Illusion।

যদি তুমি অন্যভাবে বিশ্লেষণ করে দ্যাখো তবে— একথার যথার্থ তাৎপর্য বুঝবে : Is a *phenomenon*, an *illusion*, in any way less than God? And what do we know of God that is not *illusion*? How could we know God? ... What we can know are certain attiributes ...নয় কি? We can recognise the unavoidable, We can recognise the ultimate, the final— and complete and unfailing negation— beyond which there are no question and no further answers...

And, because of this : I am, Dead ... And (My) death is the only recognisable form of God (Kali). Only a complete knowledge of non-being is a true knowledge of God (Kali). All other talk of the supreme being is superficial and false.

(Illusion -এর 100% সত্য অর্থ, অন্তিম লক্ষ্যার্থ হল = Death = Non-being. এটুকু জানো বোধ হয়?)।

তাই-ই বলছিলুম : তোমার ঐ সাধারণ-সামাজিক ভদ্রতার বাণী বিন্যাসটুকু, অন্যদের (ভদ্রদের) জন্যেই সযতনে তুলে রেখো। আমার তরে না রাখাটাই ঠিক হবে।

হৃদয়ের গভীরে যে ধ্বনি স্বতঃ উৎসারিত হয়, তা হোল 'মাকালীর বাণী। সেই দহর থেকে উত্থিত spontaneously, যা তুমি পাও, তা "শিশুর মতন স্বর্গীয় সরল আনন্দগর্ব" নিয়ে, "দিব্যোচ্ছ্বল আনন্দ" পেতে শেখ।

পাঁচ বছরের একটি শিশুকে, তার কোনো ভালো এবং সুন্দর কাজের জন্যে, স্নেহভরা প্রশংসা করে দেখেছো কখনো?

সেই দিব্য শিশু, তার ভালো সুন্দর কাজের জন্যে, হৃদয়ভরা স্নেহ প্রশংসা শুনে— তোমার মুখের (চোখের) ওপরে, তার চোখের দৃষ্টি তুলে ধরে ঃ তার মুখমণ্ডল একটি অবর্ণনীয় সুন্দর আভায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে চোখ দুটো তার, "একটি অপরূপ আনন্দ-গর্ব তোমার প্রতি ভালোবাসার ঔজ্জ্বল্যে" deeply s-o-f-t এবং আভাযুক্ত হয়ে যায়।

তোমার ঐ প্রাণঢালা প্রশংসা সে অনুভব করে। স্বপ্নের স্পর্শের মতনই সে তার হাত দুটি দিয়ে হয়তো তোমাকে ছোঁবে— ধরবে অথবা তোমার কোলের ওপরে মুখটা রাখবে। অথবা সে চোখ দিয়েই, তোমাকে তার সবটুকু দিয়ে ছুটে যাবে মায়ের কাছে দিদির কাছে— তার আনন্দের পসরা গল গল কল কল করে ছড়িয়ে দিতে।

সেখানে 'ভদ্রতা' নেই, এটিকেটের মুখোশ নেই। আছে সত্য, দিব্য অপরূপ God— মাকালী।

সেখানে, "...আমি ঐ আত্যন্তিক মর্মস্পর্শী ভাবনার যোগ্য নই ;... যা কর্তব্য... তা পালন করতে চেষ্টা করছি ..."।

এ জগতে আজকের দিনে, দহরের স্বতঃস্রোত-প্রবাহ, প্রায় শুকিয়ে গেছে। তাই যদি কখনো, ঐ মন্দাকিনী স্বতঃপ্রবাহিতা হয়ে তোমার দিকে যায়, তাতে অবগাহন করো।'

সাক্ষাৎকারের প্রয়াসে এবং নানা কর্ম সাধনার উদ্দেশে মুকুলসহ অন্যরা দেশনেত্রী প্রেরিত সেবকবৃন্দ মহাকাল দরবারে। দীর্ঘ অবস্থান, আর নিত্য সংক্ষিপ্ত সংবাদ ঠিকানাবিহীন কেন্দ্র থেকে উদ্বিগ্ন দিদিকে প্রেরণ। এমনি ছিন্ন পত্রে অবস্থান্তরে সহ-যোদ্ধাদের নানা পরিণতির রেশ পাওয়া যায়— যার অভিব্যক্তি ভবিষ্যতের ইতিহাসের উপাদান হিসেবে রয়ে গেছে কে জানে সে উপাদান চারণের এই দমকা হাওয়ার মত ইতস্তত বিচরণে সংরক্ষিত হবে কিনা। খোলস বাইরের তা প্রকৃত স্বরূপ নয়, খোলসহীন অন্তরঙ্গ রূপ কজনেরই পাওয়া যায়। স্বার্থপরতা অহং-এর মাদকতায় মানুষ মাত্রেই আবদ্ধ। কিন্তু বেদনা অহং বর্জিত সন্ন্যাসিনী বিপ্লবী দেশনেত্রীর সংস্পর্শেও এদের সেই মন মুক্ত হয়নি।

'আপাতস্থানু স্থানু নয়, স্থানুরও স্থানান্তরের গতিবেগে ভর করতে হয়। ইদানীং তাই ঘটেছিল। রাজধানীর সাথীটির দুর্বল চেহারা ও দিশেহারা ভাব সম্পর্কিত যে খবর আপনার কাছে গেছে সব শুনে মনে হোলো তা অনুমান বা ভৌতিকও নয়, একেবারে ষোল আনা লৌকিক। চর্মচক্ষুর sense-preception জাত। শুনতে গল্প হলেও সত্যি বলে মানতে হয়। সম্ভাব্যতার সীমা ডিঙ্গিয়ে এ-গল্প নয় বলে আমার ধারণা হয়েছে।...

অলীক ও অলৌকিকের পরিবেশে নিগূঢ়তম সত্যের নিবিড় রেখাঙ্কন বিসর্জিত হচ্ছে কিনা এই মহাজিজ্ঞাসার চূড়ান্ত উত্তরের ধ্বনি ও প্রতিধ্বনিতে মুখরিত দিগন্তের দিনগুলি বোধ হয় আর বেশি দূরে নয়। এই দীর্ঘ অপেক্ষার শীঘ্র অবসান হবে, এই আশা নিয়ে এখানেই শেষ করি।'

নিদারুণ শৈত্যে চারণের কলম চলছে না, ভবঘুরের ক্যুরিয়র দণ্ডয়মান এখুনি ছেড়ে দিতে হবে— তবু কষ্ট করে এ নিবেদনের টুকরো অংশগুলি জুড়ে যাব। চেষ্টা করবো পরবর্তী ডেরায় ক্যুরিয়র পেলে পাঠাতে।

চোখ কান খুলে রাখতে হবে, হৃদয় উন্মুক্ত করে পদধ্বনি শুনতে, অনুভব করতে হবে— কত অদৃশ্য শক্তির মায়াজালে এবার দিগন্ত বিসর্পিত তার হদিশ আত্মনিয়ন্ত্রিত অহং বর্জিত আঁধারই পাবে অন্যে নয়। ভগবান তাঁর আপন স্বরূপে সব কিছু মন্থন করে আবির্ভূত হচ্ছেন তাতে ক্ষয়ক্ষতি, উত্তালতা তো আসবেই।

জানুয়ারি, ১৯৯৩
'জয়শ্রী', পৌষ, ১৩৯৯

চাই বাঙলা ও বাঙালির জাগরণ

শতাব্দী শেষের প্রাক্‌কালে যেখানে বাঙলা ও বাঙালী বিলোপের সর্বাঙ্গীণ চক্রান্ত চলেছে সেই সময় চারণ মহাকাল সমর্থিত বাঙলা ও বাঙালির জাগরণ ও পুনর্গঠনের একটি খসড়া প্রকাশ করছে। খসড়াটির মুসাবিদা চারণের ; সংশোধন-সংযোজন মহাকালের। বর্তমান খসড়া ভবিষ্যতের রক্ষা কবচ— দিশারীর কাজ করবে বলে চারণের বিশ্বাস। মহাকালের সংযোজিত শব্দ ও বাক্য বন্ধনী এবং বাতিল শব্দ বন্ধনীর মধ্যে রাখা হল মৌলিকত্ব রক্ষার কারণে। আর যেসব বাক্য বা শব্দ মহাকাল জোড় দিয়েছেন সে সব শব্দে ও বাক্য মোটা হরফে মুদ্রিত হল।

বিগত অর্ধশতাব্দী বাংলা ও বাঙালির উন্নতিকল্পে কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তা ভাবনার সময় হয়েছে। আর সেই সঙ্গে বাঙালির সমাজ সংস্কৃতি শিল্প ও অর্থনীতি নির্মূল করার যে অপচেষ্টা যে ষড়যন্ত্র প্রকাশ্যে ও গোপনে চলেছে সে সম্বন্ধে বাঙালিকেই সাবধান হতে হবে। শুধু গত অর্ধশতাব্দী নয় তার পূর্বে বাংলায় মনুষ্য সৃষ্ট মন্বন্তর ও বঙ্গজননীর দেহব্যবচ্ছেদ বাঙালিকে উৎসাদনের সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র হয়েছিল। এই ষড়যন্ত্রে অংশ নিয়ে ছিলেন নানা রঙের নেতৃবৃন্দ আজও অনেকেই প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় এই গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। সে কাহিনীও বাঙালিকেই উদ্যোগী হয়ে উদ্‌ঘাটন করতে হবে। নইলে বাংলা ও বাঙালি বাঁচবে না। আর বাংলা ও বাঙালি না বাঁচলে ভারতও বাঁচবে না। স্বামীজীর ভাষায় "বঙ্গীয় যুবকগণের স্কন্ধে অতি গুরুভার সমর্পিত।... নিশ্চয় বলিতেছি। এই হৃদয়বান উৎসাহী বঙ্গীয় যুবকগণের মধ্য হইতেই শত শত বীর উঠিবে..."

বীর বাঙালি যুবকগণের উদ্দেশ্যে একটি খসড়া

"বাংলা দেশের একটি বিশেষ বাণী আছে, ভারত ও জগতকে শোনাবার ভারতের সাধনা ও সভ্যতার প্রায় সর্বক্ষেত্রেই বাংলার একটি [নব] অবদান দেবার আছে। বিবেকানন্দ-সুভাষচন্দ্রের এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার সংকল্পে স্বাধীনতাকামী বাঙালি সন্তানকে সংঘবদ্ধ হয়ে সাধক সৈনিক শ্রেণী গঠন করার সময় এসেছে। আমরা চাই— বাঙলা ও বাঙালির জাগরণ— বাহ্যিক নয় এবং আন্তরিক জাগরণ। বাঙ্গালি হিসাবেই বাঙ্গালির জাগরণ প্রয়োজন। আধুনিক তন্ত্রের গোঁড়ামিতে যাঁরা ভোলেন আমরা সেই দলের নই। অতীতের ভিত্তিভূমিতে আমাদের দাঁড়াতে হবে। এই প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্রের উক্তি স্মরণীয় 'যদি জীবন গঠন করিতে চাও— তবে ভ্রান্ত গুরু ও ভ্রান্ত পথের প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা কর এবং নিজে আত্মস্থ হইয়া জীবনের প্রকৃত আদর্শ চিনিয়া লও।' **কোনো প্রকার বিদেশী ভাবধারাকে অনুসরণ করে কোনো জাতি বড় হতে পারে না। ব্রিটিশ শাসন মুক্ত হয়ে** আমরা পুনরায় আর কোন বিদেশী শক্তির প্রভাবে শাসিত হতে চাই না। চীন রাশিয়া আমেরিকা প্রভৃতি যে কোনো বিদেশী শক্তিরই আমরা বিরোধী। **আমাদের অতীতকে বাদ দিয়ে বর্তমান দাঁড়াতে পারে না। প্রতি মুহূর্তে আমাদের** দেশের এবং জাতির **ইতিহাস** স্মরণে রাখতে হবে এবং সেই ভাবধারা প্রচার করতে হবে। বাঙালিকে দৃঢ় ও কঠোর হস্তে আজ সকল প্রকার বহিঃআদর্শ ও প্রচার রোধ করে অতীত ইতিহাসের চিরন্তনীর উপর দাঁড়াতে হবে। স্বার্থান্বেষী দলেরা অর্থ ও মতবাদের প্রভাবে **আমাদের জাতীয় চরিত্রকে** কলুষিত এবং মেরুদণ্ডহীন করে তুলেছে। বাঙালি যদি সম্পূর্ণ জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ইতিহাস, সংস্কৃতি ও আদর্শের উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠা না করে তবে আগামীদিনে তার লাঞ্ছনার শেষ থাকবে না।

একটি সমাজের সমস্ত দিক নিয়ে গড়ে ওঠে তার সংস্কৃতি। প্রাচীন ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার, ভাবসম্পদ ও মূল্যবোধ চারুকলা ও বিকশিত রুচিই শুধু সংস্কৃতি নয়, সমাজের আর্থিক কাঠামো, উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থা, রাষ্ট্র ক্ষমতার বিন্যাস, শিক্ষা সামাজিক সম্পর্ক ও রীতিনীতি **ধর্মীয় বিশ্বাস** ও আচার চরিত্র আচরণ ইত্যাদি সমস্ত নিয়েই সংস্কৃতি। একটি প্রকৃত জাতীয়তাবাদী সংগঠন এই সকল দিককেই তার লক্ষ্যের অন্তর্ভূক্ত করতে পারে। সংকটকালে যুগসন্ধির সময়ে এই "সার্বিক সংস্কৃতি-চেতনা" এবং সমাজের রূপান্তরের সঙ্কল্প, যে সংগঠনের লক্ষ্য ও আদর্শ, কেবলমাত্র সেই সংগঠন 'বিজয়' গৌরব অর্জন করতে পারে। বাংলার ভিত্তি যেহেতু বাঙ্গালি, সেইহেতু বাঙালির রূপান্তর ভিন্ন বাংলার রূপান্তর সম্ভব নয়। যুগান্তরের অপেক্ষায় আমরা এই 'শক্তিবাহিনী' নামাঙ্কিত বাহিনী বাঙালি সংস্কৃতি ও সভ্যতার রূপান্তরের কর্মে ব্রতী হব। এই জন্যই বাঙালির সার্বিক বিকাশের ও তার প্রতিষ্ঠার জন্য কৃত সংকল্প হব।

'শক্তিবাহিনী' কোনো ধার করা মতবাদে পুষ্ট নয়, ধর্ম স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদ এর মূলকথা। এবং তা প্রতিষ্ঠায় সকল প্রকার বিজাতীয়তার সঙ্গে তার আপসহীন সংগ্রাম। 'শক্তিবাহিনী' কোনো রাজনৈতিক দল নয়, কিন্তু তার কার্যরূপায়ণে নেতাজীর 'রাষ্ট্রের ভিতরে রাষ্ট্র' এই উদ্দেশে বিশ্বাসী। উদ্দেশ্য ও আদর্শহীন, কর্মের তীব্রতাড়নাহীন কোনো সংগঠন যুগান্তর আনতে পারে না। 'শক্তিবাহিনী' যেহেতু 'যুগান্তর' আনয়নে প্রত্যাশী সেজন্য, দূরাগত ভবিষ্যতে রাষ্ট্র ও সমাজকে কর্তৃত্ব গ্রহণে বিশ্বাসী। 'শক্তিবাহিনী' জাগ্রত দেশপ্রেমী তরুণ ও কিশোরদের নিকট সেই আহ্বানই জানাচ্ছে।

আমাদের সম্মুখে আছে এক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংকটের কাল। বাংলাদেশ ও বাঙালি, ও মাকালী কোনো বিচ্ছিন্ন সত্তা নয়। আমরা বিচ্ছিন্নতায় বিশ্বাসী নই। আপৎকালের যা ধর্ম ও কর্তব্য তা আমাদের পালন করতেই হবে। দুর্গতিকে রক্ষা করা, জাতীয় সীমান্ত রক্ষণব্যবস্থাকে দৃঢ়তর করা— ইত্যাদি দায়িত্ব আমাদের স্বীকার করে নিতেই হবে। যেহেতু আমরা বিশ্বাস করি বর্তমান সংকট ও আসন্ন বিপদ চিরস্থায়ী নয়, সুতরাং স্থায়ীভাবে বহুতর দায়িত্ব অঙ্গীকার করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। দুর্বলতা, হতাশাভাব ও ক্ষুদ্রমন্যতা পরিহার করে, বাঙালিকে স্ব-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সম্পূর্ণ আত্মপ্রত্যয় ও আত্মবিশ্বাসে নিজেকে বলিদান দিতে হবে। দেশ মাতৃকার কাজে নিঃস্বার্থ বলিদান ভিন্ন আজ আর কোনো পথ নেই। বর্তমান ও ভবিষ্যতে আমাদের জন্য সুনির্দ্দিষ্ট ভূমিকা অপেক্ষা করছে। 'শক্তিবাহিনী' সেই ভূমিকা পালনে এবং বাংলার ভবিষ্যৎ গঠনের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করছে।

কর্তব্য ঃ যদি পূর্বোক্ত যুক্তিগুলিতে সত্য নিহিত থাকে, তবে একথা স্বীকার করতেই হবে একটি সামগ্রিক কর্মপন্থাই হবে 'শক্তিবাহিনী'র বৈশিষ্ট্য। নিম্নলিখিত কর্তব্যগুলিকে অঙ্গীকার করে নিতে হবে এবং তৎপ্রতি লক্ষ্য রেখে আমাদের স্থায়ী ও আশু কর্মসূচী প্রণয়ন করতে হবে। কর্তব্য গুলিকে সংক্ষিপ্ত সূত্রে প্রকাশ করা যায় ঃ

১. চরিত্র ও জাতি গঠন ;

২. বাঙ্গালা সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশ

৩. প্রদেশের ভিতরে ও বাইরে জাতীয় সংস্কৃতির প্রসার ও প্রচার।

কর্মপন্থা ঃ আমাদের কর্মপন্থাকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায় ; স্থায়ী ও আশু। আমাদের স্বীকৃত উদ্দেশ্য পরিপূরণ ও কর্তব্য উদ্‌যাপনের জন্য একটি সার্বিক কর্মপন্থার প্রয়োজন আছে, আবার তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এমন একটি আশু কর্মসূচীও উদ্‌ভাবন করা দরকার যা আমাদের বর্তমান সহায় সুযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তব রূপায়ন সহজসাধ্য হয় এবং বর্তমান পরিস্থিতির পক্ষে উপযোগী হয়।

স্থায়ী বা সামগ্রিক কর্মপন্থা

ক. বাঙালির চারিত্রিক Cum সামরিক বাহিনী। এই বাহিনীর কাজ হবে—

১. সকল সময়ে শৃঙ্খলা রক্ষা করা— শরীর-মন-চরিত্র গঠন করা ;

২. সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তা রক্ষা করা ;

৩. জনসাধারণের মনোবল রক্ষা করা ;

৪. প্রতিরক্ষা সম্পর্কে অবহিত হওয়া ও দেশবাসীকে অবহিত করা

৫. 'শক্তিবাহিনী'র বিভিন্ন কর্মসূচী রূপায়ণে সহায়তা করা।

খ. অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ঃ

বাংলা দেশের নিম্নলিখিত অর্থনৈতিক সমস্যাবলী সম্পর্কে গবেষণা ও বাস্তব পরিকল্পনা তৈয়ারি করা উচিত যথা—

১. কৃষি ও ভূমিসমস্যা ;

২. সেচব্যবস্থা ও নদী ড্রেজিং ব্যাংকিং প্রাকৃতিক নিয়মেই সর্বকল্যাণার্থে নদনদী বয়। নদনদী একমাত্র গ্র্যাভিটেশনের শক্তিকেই মানে। নদনদীর উদ্‌গম-চলন প্রবহণ মিলন-মিশ্রণ পরিণতি এ সবই জগতকল্যাণের জন্যে, বিশ্বহিতায় আমার 'মাকালীর নিয়ন্ত্রণে চলে। যে মহাব্রজমুর্খেরা, অল্পবিদ্যার গর্বে ধরাকে সরা জ্ঞান করে, আমার 'মায়ের প্রতিকূলে চলবে, তাকে তার স্বাতন্ত্র্যতা মর্যাদটুকুর মর্যাদা দেবার জন্যেই মাত্র,' মাকালী তাকে "কিছুটা লম্বা রজ্জু" দেন। তারপর-ই হঠাৎ (ছোটার ফলে) হ্যাচ্চাং এবং কুপোকাৎ।

নদনদী নিজেদের চলার পথে, উপযুক্ত-উপযুক্ত অবস্থান ঠিক ঠিক নির্ধারণ করে, নিজ নিজ শরীর বিস্তৃত করবার বন্দোবস্ত করে রাখে। তারা জানে যে, তাদের এবং তাদের সখী বোনের শরীর এবং শক্তি, তাদের জন্মস্থানের দেশে বর্ষণ হলে প্রাচুর্য এবং শক্তিতে ফুলে ফেপে উঠবে। এই জন্যই যাতে সকলের সমূহ বিপদ না হয় সেজন্য উপযুক্ত জায়গা বুঝে-বেছে, নিজেকে ঐ সময়ে বিস্তারিত করবার অত্যন্ত সুচিন্তিত ব্যবস্থা করে রাখে। নিজ নিজ বাপের বাড়ির দেশের স্নেহধারা [RATHER] প্রচুর স্নেহামৃত বর্ষণে, ছেলে মেয়েরা আনন্দে স্ফীত হয়ে নিজ নিজ নির্ধারিত এলাকায় নিজেকে এলিয়ে-ছড়িয়ে মেলে দিয়ে আনন্দোচ্ছ্বাসে নাচে। তারপর, বর্ষণান্তে ধীরে-ধীরে নিজেকে এবং নিজের বিস্তৃত শরীরাঞ্চল সংবরণ করে, পূর্বের আকার ধারণ করে, রাস্তা চলেন। এই স্নেহামৃত বর্ষণফলে— প্রত্যেক নদনদী নিজে নিজেকে বিস্তৃত করে— প্রচণ্ড শক্তিতে, সমস্ত চারিধারের ভূমির— এবং বাসিন্দাদের মূর্খতায় জমা, ময়লা ধূলো-আবর্জনা রোগব্যাধির বিষ, কীট, গলা-পচা মানুষ পশু স্থাবর জঙ্গমের অনিষ্টকারী সব কিছু, ঝাঁট মেরে ধুয়ে-ঘষে-মেজে ঝাঁট দিয়ে, নাইয়ে— নিজেদেরই বুকে নিয়ে, জগতকে সুন্দর-সুস্থ-পরিশ্রুত-স্বাস্থ্যবান করে দেয়। এ দান অমূল্য ঔষধ।

মানুষেরা, **নিজেদের স্বার্থলোভে অন্ধ হয়ে** নদনদীর ঈশ্বর দত্ত অধিকার **অপহরণ** করে। নদনদীর প্রাকৃতিক বিস্তৃতির এলাকা (চৌহদ্দি) গুলো, নিজের অন্যায় অধিকার আত্মসাৎ করে **নানাভাবে— নানা উপায়ে-নানারূপে— নানা অজুহাতে। লোভবশে** হিতাহিত জ্ঞান খুইয়ে, মানুষ নদনদীর স্ফীতাবস্থায়-ধাওয়ার পথে, অনেক বাধা রচনা করে, নানান স্বার্থের জন্যে ঘর-বাড়িও বসায়। সুতরাং তাদের দারুণ স্ফীতাবস্থায়— নিজেদেরকে বিস্তৃত করার জন্যে— তাদেরই নিজস্ব জায়গা চোর-ডাকাত-দস্যু-ঠগ লোভী শয়তানদের হস্তগত হওয়ায়— তাদের কী গতি হবে কত শোধ হবে, তা সহজেই অনুমেয়। বন্যায় প্রচণ্ড প্রলয় ধ্বংসকারী রূপ, অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি— এ তিনটিই হোল মানুষের নিজের লোভের আমন্ত্রণে চ্যালেঞ্জ। নদনদীর নিজ নিজ দেহ প্রসারণের জন্যে যে-সব এলাকা ওদের দিল সে-সব জায়গা খালি করিয়ে যার যার "নিজেকে বেশী জল পাওয়ার সময়ে বিস্তার করবার লক্ষ কোটি বৎসরের অধিকার"— এলাকা গুলো, তাকে তাকে ছেড়ে দেওয়া। সেখান থেকে লোভিমানুষদেরকে সেই-সব এলাকার বাইরের প্রান্তসীমায় বসতে বাধ্য করা। নদনদীর নিজেদেরকে সময়ে সময়ে বিস্তৃত করবার এলাকায় বাধাগুলি এবং উঁচু করে গতিপ্রতিরোধক গুলি সমতল-নীচু করা। নদনদী যে-সব এলাকাতে নিজেকে (প্লাবনের সময়ে) বিস্তার করেন দু-এক মাসের জন্যে, সে-সব জায়গায় মানুষের জন্যে আর্শীবাদের মেলা বিছিয়ে রেখে যান। সেই বি-স্তী-র্ণ পলি এবং ঢালুজমিতে বীজ ছড়িয়ে দিলে (লাঙ্গল না দিয়েও, আমি দেখেছি) আট দশ গুণ উপায় হয়। নদনদীর ক্যাচমেন্ট প্রদেশে নদনদীর প্লাবন-এলাকার ধারে ধারের সব জায়গায়, সমস্ত পাহাড়ের সর্বত্র ব্যাপক ঘন-দৃঢ়মূলের বৃক্ষরোপণ। পূর্ণ ব্যাপক ড্রেজিং। নদনদীর চলার-খাঁজ-বেসিন থেকে বাঁধ পুলের থাম ড্যামস্ অপসারণ। **বাধ্যতামূলকভাবে** ঃ শহর মহানগর পরিখানা প্রভৃতির আউটফ্লো এবং ফলস্ ১০০% বন্ধ করা। সব নদনদীর তীর ব্যাংকিং cum প্ল্যান্টিং দ্বারা ক্ষয়ক্ষতি বন্ধ করে দেয়া। (এমোন ড্রেজারস্ আছে যা ২০০ গজ চওড়া ৩৫ ফুট গভীর একটানা ড্রেজিং করে চলে এবং ড্রেজ করা বালু মাটি etc কিনারায় ২০০ ফুট দূরে— লাগাতার খালি করে ফেলতে ফেলতে চলে) সমস্ত খালি জায়গায় ডীপ রুট গাছ লাগানো। যখন কোনো গাছ কাটতে হবে তক্ষুনি সেই জায়গায় গাছ লাগানো। কেমিক্যাল সার ১০০ % বন্ধ করা।

If we are to escape the catastrophies **that have ended earlier** civilisations we **must** learn that Man **cannot** live by Science and intellect alone ....The Wild world **is** the **Human World**.

Having evolved in it for millions and millions centuries, we are not far removed by a clothing of civilisation. It is packed in our genes.... In fact, the more power-driven complex and delicate our civilisation

becomes the more the likelihood arises that a collapse will us back to wilderness. There is in wilderness a natural wisdom that shapes all earth's experiments with life.

৩. গ্রামের সমৃদ্ধি সাধন ;

৪. শিল্পায়নের সমস্যা ও কর্ম বিনিয়োগের সমস্যা সমস্যা নেই শতকরা ৭০% বাঙালি যাতে কলকারখানা অফিস গৃহে কোম্পানি ট্যাক্সী ইত্যাদি বেসরকারী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে চাকুরী পায় তারজন্য সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চালানো। (নাবিক নিপুণতা, অ্যাডভাঞ্চেরিজম অফ বিজয় সিংহ, দেশে বিদেশে বানিজ্য (চাঁদ সওদাগর) আন্দামান নিকোবর বের করে ১০০% বাঙালির অভিযান— বসতি ছেয়ে ফেলা বিভিন্ন উপায়ে এটা বড্ড দরকার যারা সত্যই কাজে কর্মে লেগে আছে এবং পড়ছে তারা এবং তাদের ১০০ % নিতান্ত প্রয়োজনীয় সাহায্যকারী ছাড়া বাকি (ফাজিল-ফালতু) ফ্যামিলি মেম্বারদের এবং অন্যসব ফালতু লোকদেরকে নগরী থেকে তাদের নিজ নিজ দেশ এবং বাড়িতে ফিরে যেতে বাধ্য করা এবং ভবিষ্যতে কোনো অছিলায় বসতি স্থাপন করতে না দেওয়া (শতকরা ৯৫ ভাগ সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে)। বাংলার খাড়িতে বাংলার নিজস্ব সি-বেডে অবিশ্বাস্য প্রচুর তৈল ভাণ্ডার রয়েছে (আমি জানি যারা জেনেছে তাদের কাছ থেকে ; বাংলার কয়েকটি পাহাড়ে গভীর জঙ্গলের মধ্যে নদীর উৎস কয়েকটি পাহাড়ে— সোনা এবং বিভিন্ন ধাতুর অপরিমেয় স্তর রয়েছে (ইণ্ডিয়া গভর্নমেন্ট জানে না, যে-সব খবর জানে সেগুলিও চেপে গুপ্ত রেখেছে ইণ্ডিয়া গভর্নমেন্টের একমাত্র কাম্য ও প্রচেষ্টা বাঙ্গালি ও বাংলাকে মেরে ফেলতে হবে, ছলে-বলে-কৌশলে শঠতায়) এ সবকে ১০০% বাঙালির দ্বারা অধিকার-উদ্ধার— চলন নিয়ন্ত্রণ এবং প্রয়োগে আনতেই হবে। ১০০% বাঙালি কিন্তু। নইলে সর্বনাশ। বর্তমানে অস্থায়ী বাংলারও কিনারায় কিনারায়, সমস্ত ছোট বড় সব পাহাড়ে At once দুর্দম কঠোর কালীসাধক যোদ্ধা সর্বকাজসম্পন্ন আসল বাঙালিকে বসতি করতে— করতেই হবে, (অবাঙালি যদি কেউ সেসব জায়গায় থাকে, তবে, তাদেরকে "জয় মাকীল' বলে অদৃশ্য করে দিতে হবে— পূর্ণরূপে ১০০%) কিনারার কোনো জায়গাই যেন ছুট না পড়ে '—দেরকে সর্বপ্রকাল জানা-অজানা '—' দেরকে সব দিক থেকে— ঘাতবুঝে বুঝে Completely সাফ করতেই হবে। শুধু যারা কাজ করছে যাদের পাকা কাজের নিয়োগ আছে এবং যারা পড়ছে তারা ছাড়া আর কেউই মহানগরীতে থাকতে পারবে না। প্রত্যেক কর্মহীন বেকার ১৭-৪০ বৎসরের বাঙালিকে জননীজন্মভূমির আর্মি কোরে ভর্তি হতেই হবে। ডিসিপ্লিন ফার্স্ট, ডিসিপ্লিন মধ্যে, ডিসিপ্লিন লাস্ট। (বাংলা-বাঙালি কলকাতাকে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলার গুপ্ত প্ল্যান অনেকদিন থেকেই ছিল আছে চলছে-চলবে ; যদি না জাগো-না লড়ো।)

৫. বিদ্যুৎ ও ক্ষুদ্র শিল্প

৬. নগরের শ্রী ও সমৃদ্ধি, ৭. শিল্পের তিন প্রকার মালিকানা (রাষ্ট্রীয়, ব্যক্তিগত ও সমবায়) ইত্যাদি।

'শক্তিবাহিনী'র ১। মালিকানায়, ২. পরিচালনায়, ৩. সহযোগিতায় ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা প্রয়োজন। 'শক্তিবাহিনী'র সদস্যগণ যুবকগণ ও ছাত্রগণ এতে সৃষ্টিশীল ও দায়িত্বশীল হবার এবং স্বার্থচেতনার সংশোধন দ্বারা উন্নত চরিত্র গঠনের সুযোগ পাবে। তাদেরও বাহিনীর আর্থিক বনিয়াদ দৃঢ় হবে। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে অর্থনীতি বিষয়ক জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কেও তারা অভিজ্ঞ হবে।

গ. রাষ্ট্র বিন্যাস

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে বিশদ গবেষণার সাহায্যে বাস্তব পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে যথা— ১. সরকারি কাজের মাধ্যম বাংলা ভাষা— অবিলম্বে তার প্রয়োগ। সর্বত্র বাংলা ভাষা প্রধান তারপর প্রয়োজনে অন্য ভাষা।

[অলঙ্ঘনীয় মেরুতুল্য অটল নিশ্চয়ে : Only বাংলা ভাষাই জাতীয় এবং রাষ্ট্রভাষা সর্বস্তরে করতেই হবে। English আন্তর্রাষ্ট্রীয় ভাষা অফিসিয়াল সরকারি মাধ্যম ভাষা। নো কম্প্রোমাইজ। ... একমাত্র উদ্দেশ্য ভারতবর্ষের একচ্ছত্র সম্রাট ইউ পি-য়ানস হবে। I know this। জ্বালো জ্বালো জ্বলে ওঠো জাগাও জ্বালাও। কারো বাধা মেনো না। সময় নষ্ট করো না।... সৈন্যবাহিনী এক্ষুনি তৈরি করে বিজয় লাভ করো।]

২. গ্রাম ও পঞ্চায়েত শাসন পদ্ধতি, ৩. জেলার গঠন ও শাসন বৈশিষ্ট্য, ৪. ভাষাভিত্তিক বাংলার সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা এবং দুই বাংলার সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি। সেজন্যে চিন্তা করতে হবে না। ওতো হতেই চলেছে। আগের চাইতেও বড় রূপে।

ঘ. শিক্ষা

১. শিক্ষার মাধ্যম বাংলা ভাষা, ২. ব্যাপক আন্দোলন : শিক্ষা ক্ষেত্রের সমস্যা নিয়ে, স্কুলে কলেজে সমস্যা স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের চেষ্টায় সমাধান, ৩. শিক্ষা ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক সকল প্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা **কঠোর হস্তে দমন**। শিক্ষা ক্ষেত্রে ছাত্রদের আচরণবিধি রূপায়ন। ৪. নিরক্ষরতা দূরীকরণ বিশেষত পল্লীগ্রামে এই আন্দোলন অবিলম্বে সঞ্চালন, ৫. দুঃস্থদের অধিক আর্থিক সাহায্য, অবৈতনিক চিকিৎসা ও পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা, ৬. শহরে স্বল্প খরচে বাসস্থান, ৭. সর্বস্তরে বাংলাদেশের সত্য ও পূর্ণ ইতিহাস অবশ্য পাঠ্যরূপে গণ্য করা।

[১, ২, ৩ প্রসঙ্গে মহাকালের বক্তব্য— আমাদের সময় যেমন ছিল সেই ধারাই

পুনঃপ্রচলিত করে দিলেই শরীর-মন চরিত্র-সংস্কার-শিষ্টাচার ধর্ম তো আসবেই ; সঙ্গে সঙ্গে খুব উঁচু এবং সর্বাঙ্গীন শিক্ষাও হবে। সে-সময় ছাত্রবৃত্তিতে যা যা পড়ানো হত (রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, মাতৃক্রোড় থেকে ডকটরেট পর্যন্ত প্রত্যেক মেয়ে ছেলের জন্য অবশ্য অবশ্য শ্রোতব্য— অনুধাবিতব্য— জ্ঞাতব্য— পঠিতব্য— সেবিতব্য। নইলে মাথা কেটে ফেল সাফ।) এখন সেসব কলেজে আংশিকভাবে পড়ানো হচ্ছে। তখনকার এন্ট্রান্স পাস যেমন ইংরেজী বলতো— এখনকার ইউনিভার্সিটির প্রফেসরস্ সেরকম বলতে গেলে জিভ তুবড়ে সাফোকেটেড হবে। সব হবু নবাব ইউনিভার্সিটিজ এবং কলেজ সংখ্যাকে স্ল্যাশ করে কম্‌সে-কম $^1/_3$rd করে দাও, আপার প্রাইমারি মিডল, মাধ্যমিক-তক প্রতি-সন্ধিতে— ১০০% অন মেরিট পরীক্ষা নাও (মিডল-এ পড়ার যাদের ১০০% অ্যাপটিচ্যুড যোগ্যতা নেই তাদের রাস্তা বন্ধ আবার হাই স্কুলের inclination যাদের নেই তারা মিডল-এর উপরে যাবে না, প্রতি স্তরে inclination এবং appitude নির্ণয় করে, ছাত্রছাত্রীদের ছেঁকে ছেঁটে তাদের ইনক্লিনেশন অ্যাণ্ড অ্যাপটিচ্যুড অনুযায়ী সঠিক দিকে চালিত হতে বাধ্য করা হোক। কেবলমাত্র— হাইয়ার অ্যান্ড ইউনিভারসিটি শিক্ষার জন্য মানসিক এবং নৈতিক এবং সুউচ্চ শিক্ষা জ্ঞানের শিখা যে সব ছাত্রছাত্রীর মধ্যে পাওয়া যাবে, একমাত্র তারাই সে সব মন্দিরে প্রবেশাধিকার পাবে, সাধকরূপে ব্রতী-তপস্বী-পূজারী রূপে। মাস্টারদেরও তদ্রূপে আদর্শে (আমাদের সময়ের মতো) নিজে নিজেকে গঠিত করতেই হবে। অন্যান্য সববাইকেই (মাস্টার-ছাত্র-সব) বিল্বপত্র শোঁকানো। No Compromise! No Surrender!! No Defeat!!! কোয়ালিটিকে কোয়ানটিটির গিলোটিনের তলায় ফেলে হত্যা করা বন্ধ কর। হয় আমার কথা, আমার মা জননীজন্মভূমি মাকালীর কথা— ডাক কান্না শোনো ; নয় মর— মরেই যাও। (তাহলে, তবু এই জীবন যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবে।)

৬. সামাজিক পরিবেশ

১. সর্বপ্রকার রুচিহীন সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলা বর্জন ও এই প্রকার উদ্যোগের কঠোর হস্তে দমন। ২. নিষ্ঠাবান পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতা। ৩. সুস্থ সুন্দর নগর জীবনের চেষ্টা। প্রাদেশিক ও সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক নির্ধারণ।

উপরোক্ত কর্মসূচির কথা বিবেচনা করে 'শক্তিবাহিনী' বাঙালি সন্তানদের আহ্বান জানাচ্ছে— হে বঙ্গসন্তানদল কষাঘাতে জাগিয়ে দাও আজ ঘুমন্ত ক্লীবের দলকে ডাকো রুদ্র দেবতাকে। দিগদিগন্ত চিড়ে খানখান করুক তোমার অমিত বীর্য— নিঃশঙ্ক অভিযান। চাই দুর্বার শক্তি, দুর্দম শৌর্য, অলঙঘনীয় সংকল্প। খণ্ডিত-বিকল স্বাধীনতাকে পরিপূর্ণ বাস্তব স্বাধীনতায় রূপান্তরিত করতে হবে। গড়ে তুলতে হবে নতুন বাংলা— যে বাংলা শক্তিতে, শৌর্যে উজ্জ্বল। বাংলা তথা ভারতের পরাজয় নেই। বাংলার

বাণী— ভারতের বাণী। স্বামীজীর পথ ভারতের পথ— নেতাজীর পথ ভারতের পথ।

ভাদ্র-আশ্বিন ১৪০৪
অক্টোবর, ১৯৯৭

আশীর্বাদ প্রেম-পেয়ার : একটি পত্রাংশে

যৎকটাক্ষ সমুপাসনাবিধিঃ
সেবকস্য সকলার্থ-সম্পদঃ।
সন্তনোতি বচনা-ঙ্গঃ মানসে—
ত্বাং মুরারি-হৃদয়েশ্বরী ভবো।।

স্নেহের কল্যাণবর চারণ শ্রীশ্রী বিজয়ার স্নেহালিঙ্গন আশীর্বাদ প্রেম-পেয়ার গ্রহণ করো। যে ইনকমপ্লিট চিঠিটা লিখতে পেরেছিলুম, সেইটি মনোযোগ দিয়ে, গভীর তলিয়ে দেখে, বুঝে নিলে ভালো হবে। (মনে হচ্ছে ঃ তুমি সেদিকে, একটা— সরসরি— উপরি-নজরে, চোখ বুলিয়ে গ্যাছো।) একটি রূপরেখা তাতে দিয়েছি— আমাদের 'সিডিউলের'। সেগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে যাও। যা-যা কেউ জানতো না— জানো না ; তাই-ই সব হয়ে যাচ্ছে— হয়েছে— হচ্ছে— হবেও। নিশ্চিন্ত থাকো। অন্যকে চিঠি লেখা আর তোমাকে চিঠি লেখাতে তফাত আছে (আমার পক্ষে) একথা তোমার বোঝা উচিত ছিলই।

এই আশাই হৃদয়ে।
গীর্দেবতেতি গ(ড়ধ্বজ-সুন্দরীতি
শাকম্ভরিতি শশিশেখরবল্লভেতি।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কেলিষু সংস্থিতায়ৈ
তস্যৈ নমস্ত্রিভূবনৈক— গুরোস্তরূণৈ।।

— পথিক ফকীর

কিন্তু তার পূর্বে এলো—

"... Sri Sri Mahalaya Blessings Love— everlasting— Jayasree— Charan Great— splendid— Stupendous..." (old but) Constant heart filled— overflowing grand Ahh— Khoka— Charan-Bijoyee Lee's Jayasree— Amer Mukul— Glorious glory.

Victory shall be yours
(I) Bow to you

Amen"
পথিক ফকীর

দুটি বার্তা যেমন ঝুলি থেকে উঁকি মারছে তুলে দিলাম।

ইতোপূর্বে এক অগ্নিময় সমাবেশে চারণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মহাকাল স্মরণ নিয়ে ছিল, অধৈর্য সেই মুহূর্তগুলিতে বিস্ময়করভাবে মহাকাল ছিলেন চারণ পাশে উপস্থিত।

তারপর বন্যাপ্লাবিত গ্রামাঞ্চলে কর্মব্যস্ত চারণ অকস্মাৎ অকেজো হয়ে পড়লে মহাকাল তার শয্যা পাশে দীর্ঘ উপস্থিতিতে তাঁর আর্শীবাদ সিঞ্চন করেন।

অনাগত ভবিষ্যের কর্মকাণ্ড মহাকালের চরণধ্বনি চারণ নিত্য শুনছে। প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য শক্তি নিয়ে মহাকাল উপস্থিত— বিচ্ছেদ নয় একতা ও বলিদানের মধ্য দিয়ে এবারকার জয়যাত্রা। চারণ মহাবলির অপেক্ষায় অপেক্ষমান।

শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪০৫

সেপ্টেম্বর ১৯৯৮

You are not alone...

পারমাণবিক বিস্ফোরণ—ভূগর্ভ উথাল পাথাল। সমুদ্রমন্থনের অতীত-রোমন্থনে উঠে এলো এক বিচিত্র বার্তা। এই অফুরন্ত স্রোতোধারা স্তব্ধ করা চারণের কর্ম নয়। চারণতো সেই মহাশক্তি চিরপথিক ফকিরের বাঁশিটুকু হয়ে ধন্য মানে। পথিক ফকির যেমন বাজান তেমনি বাজে— আজকের রাগের বিস্তারে আছে— শ্রীশ্রী °মাকালী দয়াময়ী আপনাকে ভালো রাখুন ; ° মাকালী আপনাকে ভালো রাখুন, নিরাপদে রাখুন, এই-ই প্রার্থনা।

May The Divine Mother Bless You
Be, And Keep, Serene-And-Pure
In-And-With Your
Guiding Thoughts
Other affectionate— persons— thoughts— and Care
Surround You
You are not alone
Bless you...
FAITH is Strength
Love is Power
Power is ° মাকালী

° মা মেয়েকেই বেশি ভালোবাসেন, ° মায়ের বরদাভয় শ্রীহস্ত আপনার ওপরে রয়েছে ; তাঁর স্নেহধারায় সজ্জিত হয়ে, নিজের চারিপাশের স্নেহভাজনদেরকে সেই স্নেহামৃতে ভরিয়ে দিন

"...বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ।"

ভবানুভূতি আপনার সঙ্গে

It is not what you have, or even what you do which expresses your worth, but what you are.

"... ত্বামাশ্রিতা হ্যশ্রয়তাং প্রয়াত্তি"

দীনাতিদীন পরদেশী উদাসীন পথিক ফকির —এ কোন্ রাগ— এ কী-রূপ বিস্তার! বিশ্বের ইতিহাসে এমন শব্দলহরীর নজীর নেই— এ কার বন্দনা— কার গীতি। চারণ ব্যক্ত করতে পারে না অনুভবে বিবশ হয়ে থাকে।

মহাকাল বিবশ নন— তাঁর বার্তা একের পর এক আসতেই থাকে— pent up force released হবার সুযোগ যে— এক চিরযোগী— চিরত্যাগী সন্ন্যাসিনীর কাছে।

* মাকালী আপনাকে ভালো করে তুলবেন। * মাকালী আপনাকে ভালো রাখুন, নিরাপদে রাখুন ; এই প্রার্থনা করি। এরকম করে রোজ রোজ চিঠি দিয়ে (পড়িয়ে) বিরক্ত করছি না তো? মানুষের মনের কথা বলা যায় না। কখন কোন্ সূত্র বা রাস্তা দিয়ে বিরক্তি ঢুকবে তা বোঝা যায় না। ভালো অবস্থাতেই এমন হয়। অসুস্থ অবস্থাতে তো অনেক সময়ে, স্বাভাবিক হয়ে যায়। আপনার মনকে আমি ব্যস্ত করতে চাই না। "সম্ভবতার মান অনুপাতে" ; হয়তো হাল্কা সুরে অনেক আবোল তাবোল বলে চলি, গাঁয়ের পথের মতন। লিখবার সময়ে বসে কিছুই ভাবিনি। গুছিয়ে নিয়ে বলব এমন চিন্তাই আসে না। মনের হাত আপন মনে চলে। জাগতিক বিচারের অঙ্কুশ থাকে না।

আপনার জন্য আপনাকে লিখি না বলি না কিছু। আমার জন্যেই আমি বকে চলি। আপনি শুধু প্রতীক রূপে থাকেন। কোনো তত্ত্ব কোনো অনুভূতি, কোনো জ্ঞান, কোনো ভাবনা, কোনো সত্য, কোনো স্বাদ, ভাষা-দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। এ-সব বলে বোঝানো অসম্ভব।

এইজন্যেই Symbol-এর ব্যবহার (সাহায্য) নিতে হয়। তাই-ই সনাতন কাল থেকে সনাতন ধর্ম Symbol-এর মাধ্যম ব্যবহার করেছেন, অনন্তরূপে— ভাবে।

আপনি তাই-ই একটি Symbol, এই পরদেশী পথিক ফকিরের কাছে।

"পূজারিণী চিরতপস্বী মহাকালাশ্রিতা দেশনেত্রীর শতবর্ষ উদ্‌যাপনের প্রাক্ মুহূর্তে তাঁর পরিচয় ব্যক্ত করার প্রয়োজনবোধ করে চারণ। কাল অনন্ত বেগে চলেছে— এই স্রোতে কত পরিচিত মুখ অপরিচিতের আলো আঁধারিতে মিলিয়ে গেল— কত নতুন মুখ অস্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে—

Lee— মানে 'A Retreat' : 'A Refuge' : 'Protection' 'A Haven' : 'An Asylum' : 'Shelter' 'A Drift-Prevenient' 'A Safe-side' : 'A defensory' 'A Concealment' একটি নিরাবিল শান্তির আশ্রম-আঁড় "—লী ঝড়ঝঞ্ঝা বাত আপত্তি ব্যথা বেদনা ক্লেশ থেকে রেহাই পাবার সম্ভাব্য শান্তি আশ্রমনীড়— লী।

কোন্ সে ভাষায় কোন্ শব্দ ব্যঞ্জনায়, কেমন করে, আমার ঐ ভাবানুভূতির মানসজগতের বর্ণনা দেব? তা অসম্ভব। তাই symbol রূপী আপনি— লী। আশা— আবাহন— জ্যোতি।

এলোমেলো হাওয়ার মতো কত কথাই বলে চলি। হয়তো এরকমের-ও কারণ আছেই! হয়তো পরে এমন করে গতিবিধি ছন্দহীন ভাবে, কিছুই বলবার শোনাবার স্থিতি এবং অবকাশ থাকবে না : এও তো সম্পূর্ণ সম্ভব।

তাই বলছিলুম : আপনাকে আনন্দ দেবার জন্য নয় ; নিজেই নিজেকে আনন্দ দেবার জন্যে এমনিধারা অর্থহীন ভাবে বলে চলি। অসময়ের মধ্যেও সময় ছিনিয়ে তাই বলে চলি। যদি সময় ব্যস্ত হত, তা হলে উত্যক্তামহাবিরক্তা হয়ে যেতেন।

লী! আপনি ভালো হোন ; আপনি ভালো থাকুন আপনি নিরাপদে থাকুন। আপনার প্রিয়জন, আত্মীয় স্বজন পরিজন বন্ধুবান্ধবী সহচরের স্নেহমমতা, আপনাকে চারিদিক দিয়ে ঘিরে, আপনাকে স্মিতাননা করে রাখুন ; আপনি ভালো থাকুন।

°মাকালী আনন্দময়ী : তাঁর স্নেহকৃপাময়ী বরাভয় দৃষ্টি আপনার উপরে রাখুন। আপনি ভালো থাকুন ; আপনি আনন্দময়ী হয়ে থাকুন। আপনারই পথিক ফকির।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়— সংবাদ আসতেই থাকে। ছোটো বড়ো নানা চিরকুট— আজ চারণ একটু জিরিয়ে নিতে বসে— মুড়ি বাতাসা— লংকার মিশ্রণে তার চলার পথের fuel ব্যবহারে— শক্তি অর্জনে থিতু হয়েছে— তাই ঝুরি থেকে যে কয়টি ছিন্নপাতা পাচ্ছে— ডেসপ্যাচ করতে ব্যস্ত— সারা আকাশ জুড়ে ঝড়ের ইশারা— চারণের ফুরসত কবে হবে বলা দুষ্কর।

'স্নেহের— চারণ মুকুল শ্রীশ্রী °মাকালী তোমার কল্যাণ করুন। শ্রীমানরা রওনা হয়ে যাবার পরে ; ওদের সকুশল বাড়ি পৌঁছবার সুখবর পাবার পর ; কয়েকদিন এখানে অবস্থানের পর আমি (আমরা) ... উদ্দেশে চলি। সে কাজের গন্তব্যগুলিতে তখনকার মতন, সব করণীয়গুলোর ব্যবস্থা করে পু. দে. তে, আওলিয়া সাহাবের মেহেরবানি স্বীকার করতে হল। (By the Way-Remember 1928)!!! তাঁর ওখানে থাকাকালে Lu jim Mui-র একটি 'চিঠি' আমার হাতে পৌঁছানো হল। বেশ কিছু চিন্তা পরামর্শর পর (দুটি রাস্তাই ছিল) একটি নির্ণয় স্থির হল। Muslim rule over the Barbarous Hindus...(and) Being ready for a thousand years of war (struggle)...(Ahh-h Glory to the Mughal Empire?! the Hans. Are. Coming to Roost— at their Own Home"! একটি ছোটো কোণায় 'পা' টিমটিমাবে। "তোমাদের দেশ" 'চ' এর হাতের মারপ্যাঁচে 'পা' এর মারফত ; 'N' এর মারফত উঁচু আসাম মারফত ঝিলমিলোবে। E.P. যে-খেলা তাতে তুমি খুশিই হবে, তোমাদেরকে একটি ঢিল-ও ছুঁড়তে হবে না। In the rebound অনেক কিছু পাবে। শুধু একটা কথাই গৃহদেশহীন পথিক ফকির বলে রাখছে (মনে রেখো, দয়া করে) যতই

না-কেন তুবড়ি জ্বলুক, তোমাদের গাঁয়ে ঘরে আগুন লাগবে না। নিশ্চয়। '—' এর তল্লাটে যা-যা সব দেখলুম তা সবের দরুন কিছুমাত্রও ভাবনা চিন্তার কারণ নেই। 'চ'য়ের ভাগ্যে যে-যে ভয়ংকর দুর্যোগ ঘনিয়ে উঠবে তা (তখন বললে হয়তো বিশ্বেস করা মুশকিলই হবে।) কিন্তু তবু। 'পা'-তে একটা খু-উ-ব মজার রগড়-হচ্ছে : যতসব "আফগানী"রা এসে ওখানে বাসা বেঁধেছে; খুউব আরামে— আনন্দে— Wining—Dining— Womanizing— Lording জীবন যাপন করছেন, তা দেখে সত্যি হিংসে হয়, জিভে জল আসে (যাকে বলে : "মাইরি ভাই বেড়ে আছিস") অফুরন্ত টাকা, অফুরন্ত বিলাস উপকরণ, অফুরন্ত ভয়ংকর অস্ত্র-শস্ত্র, অফুরন্ত নেশার জিনিস (গাঁজা, আফিং, চরস, তিন রকমের রিফাইন্ড কোকেন (আর-একটা কী বলল বুঝলাম না, বোধহয় সিদ্ধি বা— গাঁজার বিষয় মাদারটিংচার আয়োন এক্সট্র্যাক্ট— সঠিক দাম হল— 2000 ডলার পার আউন্স!!! (আমেরিকায়) এই সব, By hundreds (rather thousands) of tons!!! চালান যাচ্ছে। এবং সব চাইতে গুঢ়তত্ত্বের বাং ত্রিশলাখখানেক "আফগানী" রা (সপরিবারে বেশির ভাগ) "পা" এরই— দেশে জমিতে (এবং হাজার হাজার বিশাল বিরাট বিল্ডিং কমপ্লেকস ইউনিভার্সিটি কমপ্লেক্সে) কায়েমী হয়ে বসে গেছে শেকড় গেড়ে। সব্বাই (এরা) অন্যদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাচ্ছেন।"

এবং হাজারে হাজারে বিদেশী শিক্ষকেরা, পরামর্শদাতা, লড়াই-cum গেরিলা লড়াই শিক্ষকেরা, সুপারভাইসাররা, অর্ডিনান্স অফিস, সাপ্লাই চ্যানেলস্..., ওফ, সে এলাহী ব্যাপার!!! পুরোপুরি 'পা'-এরই মধ্যে, কিন্তু বেশি পুরোপুরি 'পা' -এর শাসন-cum অধিকারের বাইরে। 'পা'-এর কিছুই বলবার উপায়ই নেই।... (এই অদ্ভুত বিচিত্র পরিবেশ ; একটি বিশেষ মোড় নিয়ে পাক খেলে, Resultant খণ্ডঃ খণ্ডাঃ খণ্ডাঃ (ব্যাকরণ শব্দরূপ)

পরিবেশান্তরে ; প্রসঙ্গান্তরের উথাল-পাথালের আলোচনায়— প্রায় সারা দিন এবং রাত্রির তৃতীয় যাম কেটে গেল। মেজবানেরা ("অনেকানেক কষ্ট আপনাকে নিতে হয়েছে আমাদের মধ্যে, এবার একটু বিশ্রাম করে নি"...) বলে, গভীর আবেগ-স্নেহ দিয়ে (নিয়েও) তখনকার মতন চলে গেলেন।... মুখে কপালে খুব খানিকক্ষণ ঝাপ্টা মেরে মেরে মাথাটা স্নিগ্ধ করে নিয়ে বাইরে এসে বসলুম।... ঘুম এলো না...। একটা বিশাল-বিস্তৃত চিন্তার প্রবাহ, কালপ্রবাহ স্রোতের উজানে বইয়ে নিয়ে চললো কয়েক সহস্র বৎসরের মহান বিরাট কালপুরুষের দীর্ঘনিশ্বাসের অন্তরপ্রবাহের টানে।...

মানবজগতে সৃষ্টিধারাপ্রবাহে পূজনীয় মার্কণ্ডেয় ঋষি (পরমপূজ্য প্রাতঃস্মরণীয় অমর)-র মতন অবস্থা। অনন্তঅপূর্ব-বৈচিত্রময় অপরম্পরার এই সৃষ্টি। ঈশ্বর এবং দেবতাদের মূর্তস্বরূপ হয়ে, মানবেরা এখানে বাস করতেন, এইজন্য পাঁচপ্রকারের স্থূল জীবদ্বারা ভরে দেয়া হল...। চিরপ্রবাহমান কালের প্রবাহে, শাশ্বত সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-

মহাপ্রলয়ের চক্রায়িত ডোবা-ভাসা...। যাঁহারা এই ঘূর্ণায়মান সৃষ্টিচক্রের উর্ধ্বে, তাঁরা মহাকালের আবহমান-অনাদি "লাইব্রেরির রিলে" গেঁথে রাখছেন, প্রতিটি ইক্ষণ বীক্ষণ নেম। (নিমিষ) এর নিখুঁত প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে-গ্রথিত করে যাচ্ছেন ; শাশ্বত— প্রয়োজনে : (...সূর্যা চন্দ্রমসৈ ধাতা যথাপূর্বকল্পয়ৎ।... দিব্যং চ পৃথিবীচ্চান্তরিক্ষমথো স্বঃ।।)

মনে হল আমিও য্যানো, পূজনীয় মার্কণ্ডেয় ঋষির মতন, ডুবে-ভেসে বেড়াচ্ছি। মানস দিগন্তে ভেসে উঠল— দিগন্তের একটি অংশ ভূ-ভাগ। সেখানে গড়ে উঠলো ঈশ্বরীয় বিধানে একটি "জাতি-জাতীয়" বংশসম্প্রদায়। Flavius Josephus Tacitus অতি সুস্পষ্ট করে লিখে ধরে রেখে গেছেন, ঐ সম্প্রদায়ের জাতীয় ইতিহাসের উত্থান-পতন। Tacitus এঁদের, পুরো 4000 হাজার বৎসরের নিখুঁত ইতিহাস। Josephus Flavius সহ। অকাট্য সর্বমান্য proof রয়েছে। সেই-ই সমস্ত great episode এর যা যা এই জাতির দীর্ণপরিব্রাজন— Through the ages— down to this time (বর্তমান সময়তক্)...

ছোট্ট একটি প্রদেশ, মাত্র দশ-বারো হাজার বর্গমাইল। স্বল্প সংখ্যায় বসতি : মহান Solomon এর ইজিপ্টের একটি ছোট্ট প্রদেশবাসী প্রজা। কয়েক শতাব্দী ধরে সুখী শান্ত জীবন। নাম ছিল Palestine। প্রজাদের সংখ্যায় সাত ভাগ Jews, এক ভাগ শেষ অংশে Arabs। 11000 BC-তে এই ছোট্ট প্রদেশটি এলো— ইতিহাস বিখ্যাত সেই Philistines-দের অধীনে (এই শাসকদের নাম থেকেই ঐ প্রদেশের প্রজাদের এবং লোকেদের নামকরণ হয়— Palestine। সম্রাট David-এর রাজত্বকালে Babylon Palestine নিজেদেরকে খু-উ-ব উন্নত করে, অনেক অধিকারও পায়। 9th BCথেকে 6th BC তক্ Assyria এবং Babylonia রাজ্য দুইটি কয়েকবার লড়াই করে প্যালেস্টাইনকে 'পালা করে' নিজেদের অধীনে আনে— হারায়।

6th Century থেকে 4th Century এবং এই ছোট্ট Province টি নিজের দখলে নেয়। এবং Palestine Province-এর সঙ্গে Babylon-including-Palestine নিজ রাজ্যভুক্ত করে। এবং ঐ exile (Palestine বাসী)-দেরকে, একেবারে Freedom দিয়ে দেন, এবং এঁদেরকে নিজেদের জায়গায় ফিরে চলে গিয়ে Jerusalem-কে পুনর্নির্মাণ করবার পূর্ণস্বাধীনতা-অধিকার দেন। ... বাদশাহ্ সিকন্দর মারা গেলেন।... Palestine, Egypt-এর অধীন এবং Ptolemies বংশের অধীনে এলো। ক্রমে ক্রমে ইজিপশিয়া-নরা— এবং— Ptolemies রা দুর্বল-শক্তিহীনা হয়ে পড়তে লাগল Rome শক্তির আঘাতে। এই সুযোগে Jews-বিদ্রোহ হল, এবং '—BCতে পূর্ণস্থিতা পেল।

Through 6 Centuries from AD 60 Roman Empire ক্রমশ শিথিল শক্তিতে হাতে রাখতে পারলো।

635 ADতে Palestine এলো মোছলমানদের হাতে। 11th centuryতে The

Turks। 16th Centuryতে The Ottoman Turks বেশি শক্তিশালী হলেন, এবং Palestine-এর লাগাতার (1918- এ defeated and dispossessed হওয়া তক্) শাসক রইলেন।

The Israelites (The twelve tribes of Israel) Egyptথেকে চার ডিভিশনে বেরিয়ে যায় : Jacob, এঁদের প্রত্যেক ডিভিশনের নাম উল্লেখ করেছেন (Flavius, Josephus এবং Tacitus) ফিরে এসে (Seven Generations বাদে King David থেকে Romans দ্বারা Jerusalem ধ্বংস হওয়া তক্) এরই মধ্যে ফিরে এসে, Isrealites, Jerusalem পুনর্নির্মাণ করল। এবং এই সময় থেকেই এঁরা নূতন নাম নিলেন Jews। এবং তারপর থেকে এই Jews নামেই পরিচিত হলেন। তারপর? Titus রাজত্বকালে সেই ভয়ংকর পৈশাচিকতায়-অতিবিখ্যাত, Siege-Fall-Destruction and carnage of Jerusalem! AD 70. ইতিহাস আমাদেরকে বলছেন 15 লাখ Jewদেরকে horrible death and destruction-massacared by the triumphant Romans!!...

সাত বছর পরে Palestine-এর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া Jew-রা পুনরায় সবাই একেজোট হয়ে, আর-একবার Revolt করলেন against Roman rule ; ফল Final suppression by Hadrian-AD 130.(Ptolemy? যদি না ভুল করে থাকে। প্রসিদ্ধ ইতিহাসকার Tacitus বলেছেন ; "Judeaর (যা থেকে Jew নাম নেয়া হয়) পূর্বসীমা— Arabia ; দক্ষিণে Egypt ; পশ্চিমে Phoenicia and the great sea and just a prospect of Syria— on their North quarter."

এঁদের স্বল্পকালীন Golden glory-age-David এবং Solomon-এর সময়েই সীমিত। এই সময়ই এরা Great and powerful. (which will come again at the appointed time ; when the Jews would become great and powerful— আমার মন্তব্য।)

Jew-দের National life destroyed হয়ে গেল 130 AD-তে।

ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লেন (এঁরা) তদানীন্তন— বিরাট বিশাল Roman Empire-এর সর্বত্র (এবং অন্যান্য বহুক্ষেত্রেই) বাড়ি নেই ঘর নেই, দয়াপ্রাপ্তি নেই, সর্বত্রই ঘৃণা-লাঞ্ছনা-লাথি-জুতো-মুখমাথায় থুতু-অশ্লীল গালি, বিদ্রূপ, এতো সব-কিছু নীরবে সয়েও— কিন্তু তথাপি Everyone and all held together by মেরুতুল্য Firm Faith and Belief যে তাঁদের Day-of-glory was coming.

Harassed-persecuted-beyond measure মৃত্যু-সব-কিছু সহ্য করে— এঁরা মালার অদৃশ্য সূত্রের মতনই, এঁরা নিজেদের Identity বাঁচিয়ে রেখে they held together all these days.

দুটি বিরোধী পক্ষ মরীয়া-অদম্য-militant Jewish-nationalism.

অন্যদিকে—Implacable Arabs (Nationalism?!) দুটো trendই stimulated হয়ে উঠলো— First World War-এ।

এই অতি অসহনীয় দীর্ঘ নির্বাসনকালে (পাণ্ডবদের নির্বাসন এবং শ্রীরামচন্দ্রের নির্বাসন ছেলেখেলা— এর কাছে) Jews ছড়িয়েছে— বেড়েছে-জমি জমা— এলাকা ব্যবসা-বাণিজ্য-বৈবাহিক সম্বন্ধ-ধর্ম-পূণ্য-দয়া দাক্ষিণ্য আশ্রয়- প্রতিষ্ঠা না দিতে (মনে হল) বিশাল ফ্রান্স সমরে মৃতপ্রায় ইংলন্ডকে একথা রথচাইল্ড বাঁচান 'লিটারালি' সব কিছু জুগিয়ে। এও ভুলো না : বর্তমানে— ইউরোপ-ইংলন্ড-আমেরিকার সমস্ত বংশেরই অর্ধেকেরও বেশিতে Jewish Blood প্রবাহিত হচ্ছে। বর্তমানে পৃথিবীর সমস্ত বৃহত্তম-বিশাল কারখানা কারবারে— বিজনেস অর্থসংস্থানের— অর্ধেকের বেশি— (টাকায়— দশআনা) এই Jewsদেরই।...

... ইজরায়েলের জন্ম হল। ইজরায়েল is in a dominant position in West Asia (Rather— The MOST) কিন্তু মেঘ উঠছে, বোধহয় কালবৈশাখী। কোনো মুসলিম STATE-এরই Mature-Political Processes নেই। ক্যু এবং counter ক্যুতে ঝাঁঝড়া করা সবাই। বর্তমানে দু-জনার জোর টিকবে না। সুতরাং এই সবই ইজরায়েলকে Strength দেবে। খুব Flexible economic and political mechanism দেবে। ...ঝড় উঠবে। Arab-দের সঙ্গে— বোঝাপড়া হয়ে যাবে। এমনবোঝাপড়া যার ফলে সব Arab powersদের মেনে নিতে হবে ইজরায়েলের বাস্তবিকতা। 'R'-এর একটা কাজ চালানো স্থিতি মিলতে পারে। যতো ODDSই ইজরায়েলের বিপক্ষে আসুকনা-কেন, যতো বড়ো শত্রুই Arabsরা হোক-না-কেন! এই প্রাচীন জাতি উচ্চশিরে থাকবে। সকলের Combined attack survive তো করবেই, উপরন্তু এঁরা— নিজেদের Position consolidate করে, Islamic Fundamentalism এবং Soviet Communism প্রসাদের বিরুদ্ধে Very Strong Bulwork হয়ে দাঁড়াবে। হে সমুদ্র, দেবতা, ঐ শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাচ্ছি আপনার হস্তের এই অতি নগণ্য যন্ত্রের প্রার্থনা, আশা, ক্ষুদ্রপ্রয়াসে শক্তি প্রদান করুন। ঐ আরবেরা— এবং Jews-রা অবশেষে যেন শান্তি এবং বন্ধুত্বে বসবাস করেন। ঐ মহান প্রাচীনদেরই মতন আপনার এই তুচ্ছ দাস— ওতো— সত্যসত্যই একটা Exile, কোথাও যাবার ঠাঁই নেই, ঘর নেই, দ্বার নেই, চাল-চুলো নেই, আশ্রয় নেই, মাতা-পিতা-আত্মীয়-স্বজন কেউ-ই নেই। তাই প্রার্থনা আমার জন্যে, যদি আপনার শ্রী হস্তে দেবার কিছু নাই-ই-বা থাকে, তো না-ই-ই থাক্— কিন্তু এই -যে যাঁরা নিজেদের গোটা অস্তিত্বটাই জিইয়ে বাঁচিয়ে-অস্তিত্ব রাখতে অগ্নিমন্থন করে চলেছেন ওঁদের— অগ্নি-মন্ত্রনা সার্থক সত্য করুন।

ওঁরা সার্থক হৌন। অন্যদের সার্থকতাতেই, আমি সার্থকতার আনন্দ হাসি হাসব প্রভু!

মানসে জেগে উঠলো Coleridge-এর বাণী

...This is one of the sad condition of life,
That experience is
Not Transmissible
No Man will learn from the sufferings
of another; He must suffer himself...

দেশের মধ্যে কয়েক জায়গায় দেশের বাইরের কয়েক জায়গায় দেশের একটি দিকের বিশেষ লোক দ্বারা কিছু কিছু 'ঘটনা' ঘটবার— ঘটাবার— তৈরী করাবার করবার চেষ্টা— On their Cards.

কিন্তু তা সবের জন্য, বিন্দুমাত্র চিন্তাভাবনা করবেনা—

... সাল মনে রেখ!

"Up from Earths, centre, through the Seventh Gate— I rose; AND
On the Throne of Satan Sate...
And many knots Unravel'd by the road;
But, Not the knot of human wealth and fate,
There was a door to which I found no key:
There was a veil past which I could not see:
Some little talk a while of me and thee— there Seemed
And then no move of Thee and ME."

মহালগ্ন আগত। চারণ অপেক্ষারত, নীরব মগ্নতায় চির অসম্ভবের কামনায় বিবশ।

'জয়শ্রী', পৌষ ১৪০৬
জানুয়ারি ১৯৯৯

Illusion? A Phenomenon...

জ্ঞান, অজ্ঞান, ধাঁধাঁ এসব প্রশ্নের জবাব চারণ দিতে পারে না। কত ভক্ত তার দুর্বার আবেগ নিয়ে চারণের কাছে উপস্থিত হয় কিছু একটা জানবার কিছু একটা শুনবার— কি আকুলতা। কিন্তু এই আকুলতা ব্যাকুলতা ছটফটানি সব কিছুর পরও থেকে যায় আত্মসচেতনতা— অহংবোধ। 'আমি' সর্বস্ব এই জীবনবোধ থেকে আমরা আজও মুক্ত নই। এই তো অন্তিম বা চূড়ান্ত সময় এখনো না এলে কবে আসবেন— কোথায় তিনি— কেন আসছেন না— শতবর্ষ অতিক্রান্ত ক্ষমতাই বা কি থাকছে— কি করবেন— কি করতে পারবেন হাজারো প্রশ্ন। আমরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের

সংগ্রহ, বিচার বিবেচনা দিয়ে একটি সমস্যা একটি বিষয় একজন ব্যক্তিত্বকে বিশ্লেষণ করি— কিন্তু ভুলে যাই আমাদের বিচার বিশ্লেষণ বুদ্ধি জ্ঞান সীমিত— এতো সীমিত যে তা ধারণাতীত। অজ্ঞানতার অন্ধ পাঁকে আমরা নিমজ্জিত— এই অহং সর্বস্ব পাঁক থেকে যতক্ষণ মুক্ত হতে না পারবো আমাদের কাছে সেই বিরাট পুরুষটি Illusion ই থেকে যাবেন— সেই Phenomenon হৃদয়ঙ্গম করা দূর অস্ত। চারণ তার ভাষায় কিছুই বলতে চায় না— তার কোনো নিজস্ব ভাষা নেই।

জীবনের ঘটনাবলী একেরপর এক সাজিয়ে মালা গাথলে— তা বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়ে— একথা কারুর জানার আগ্রহ নেই। এতো ক, খ, গ, ঘ, সবার জীবনেই আছে কিন্তু 'মহাকাল' তো তা নন— তাঁর অ-সাধারণ জীবন জিজ্ঞাসা কি করে ব্যক্ত করি সে ক্ষমতাই বা কোথায়!

লিখেছিলেন, 'এজগতে, আজকের দিনে, দহরের স্বতঃ স্রোতপ্রবাহ প্রায় শুকিয়ে গেছে। তাই যদি কখনো সে মন্দাকিনী স্বতঃ প্রবাহিত হয়ে তোমার দিকে যায়, তাতে অবগাহন করো।'

চারণ এই মন্দাকিনীতে অবগহন করে ইহলোক পরলোক ভুলে যায়, ভুলে যায় সময়ের অনন্ত ধারাকে, এক বিশেষ মুহূর্তে স্থিত হয়ে সে ভাবে এ কী বিস্ময়! মহাকালের একটি লিপি আজও ভুলতে পারে না চারণ— 'মৃত ভূতের ভালোবাসা স্নেহাশিস নাও। মাথার ব্যথা সেরেছে, আশাকরি, ছেলে মানুষ, বালক হবার অভ্যাসটা করো, আনন্দ এবং শান্তি পাবে। অশান্ত এ জগতে ঐ উপায়ই ভালো। আমার মাঁ জগদম্বা না থাকলে বালক হয়ে পিকনিক কোরো। কমলা এখন ঠিক হয়েছে কি?! রসগোল্লা খেতে পারবে কি?! বাজার থেকে, জ্যান্ত পাকা রুই মাছ (নদীর) এনো।

গুহ রায় ঃ মৃত ভূতের comment unnecessary, তবে sagacious that you are : তোমার তক্কুনি (হেসে) বলা উচিত ছিল আপনি এর পূর্বে categorically যে যে কথা বলেছিলেন (১) দূরে নেই, (২) খুব কাছের জায়গাতেই আছেন, (৩) এ সময়, তাঁর শরীর ভয়ানক অসুস্থ, আপনারা তাঁর আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করুন, (কমলাও এসব জানে, সে সময়ে ফকির খুবই অসুস্থ ছিল, সত্যি-ই এবং সারদানন্দজী Hail and hearty চাঁদা সংগ্রহ করতে সাঙ্গপাঙ্গসহ ঘুরচেন) (৪) (প্রশ্নের উত্তরে) 'না! আমি তো কখনো বলিনি যে শৌলমারীর সারদানন্দজী-ই নেতাজী! উনি তিনি নন। (মাসিক বসুমতিতে বেরিয়েছিল, সেটি তোমাদের দিদি ভূতকে পাঠান, আছে, কমলা আনে) সে কথার সঙ্গে এখনকার কথাগুলো তো মিল খাচ্ছে না?!

(এরকম ধারা উল্টো পাল্টা কথা যে তিনি বলতে পারেন তা আমি জানতাম। এজন্যই, তোমাদের দিদিকে লিখেছিলুম "এঁদের এসব মহাত্মা-সাধক-সিদ্ধদের কথায় বিশ্বাস করে আমাকেই "তিনি" বলে বিশ্বাস করে বসবেন না। আমি একটা ফকির, দরিদ্র সন্ন্যাসী মাত্র। আমি নেতাজী নই। এ-সব মহান লোক, ভাবের ঘোরে

অনেক উল্টো পাল্টা কথা বলে যান। সাধারণজন হদিস করতে পারে না... শ্রীঅরবিন্দও তো বলেছেন, 'আহা কেন তোমরা ও বেচারাকে ব্যতিব্যস্ত করছো! ও ভালো লোক, সাধু মানুষ ; ও S নয় (সারদানন্দজীর সম্বন্ধে)..."

এমন করে যদি তুমি বলতে,তবে, নিশ্চয়ই তোমাকে চা খাওয়াতেন। (চা পেয়ে ছিলে তো?)

"নেতাজী" এই শব্দটি শুনলেই আমার প্রবল ইচ্ছে হয়, কাপড় ফেলে, যেদিকে পারি, দূরদাড় করে দৌড়ে পালাই।

কেন যে বাংলা দেশ Cum, তাঁর বাড়ি সারদানন্দজী কে এখনো S করে Install and Instil করছেন তা ভেবে পাচ্ছিনে।

যেদিন সে শুভদিন আসবে (সারনন্দাজীর S হোয়ে Install and Instil হওয়ার) যদি বেঁচে থাকি মা কালীর দয়ায়— আমি প্রথমে পৌঁছে জয় গান গেয়ে প্রকাণ্ড স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে হরিরলুট দিয়ে আনন্দে উন্মত্ত হয়ে নৃত্য করবো...

তা থেকে বড় সৌভাগ্য আমার হতেই পারে না (তোমাদের ভুলটা ভাঙ্গবে— Willy Nilly)

"ত্যাগ"— এবং একদা বাংলা দেশের ছেলে মেয়েরা করেছিল বলে যা যা লিখেছো তা শুনে মুগ্ধ হলুম। তোমার মুখে এমনিধারা কথাই শোভা দিচ্ছে। আরো বেশী ভালবাসলুম তোমাকে।

না, না, চারণ, মৃতের "সাধনা পূর্তির আশার শেষ হয়নি... মৃতের সাধনা দশলক্ষ ভাগ পূর্ণ হবেই— এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এ যে মাতৃ সাধনা।

মা-ই পূরণ করে নেবেন।

মৃতের স্নেহের-আশার শেষ হয়েছে।

"আগত ভবিষ্যের দিকে সকলে চেয়ে আছে— তার ইশারা বহন করে নিয়ে যেতে পারলে ধন্য হব"— বলেছ :

'বহন করো, ধারণ করো চারণ! এ নিশ্চিৎ সত্য। খণ্ডিত মাঁ জননী জন্মভূমি আমার পূর্ণাঙ্গ অখণ্ডিতা হবেন, হবেন।

পরদেশী-পথিক-ভিক্ষু-মৃতভূতের মাতৃসাধনা যজ্ঞের হোমানলে— এই-ই হবে প্রথম পুষ্প অর্ঘ্য।

তারপর, ক্রমে ক্রমে আরো চারিটি পুষ্প অর্ঘ্য মৃতের মাতৃপাদে নিবেদিত হবে...

তখন মৃত শেষ কথাটি করবে নিবেদন, আমার ব্যথার পূজা হবে সমাপন... ভালোবাসা স্নেহাশিস নিও।

মহাকাল ডেরায় সংবাদ রসদ নিয়ে দেশনেত্রীর বিশ্বস্ত অন্তরঙ্গ পিয়ারী যান—

তাদের কাছ থেকে নানা সময়ে চিরকুট আসে— সে সব আজ ইতিহাস— এই পিয়ারীদের অনেকেই আজ এই জগতে নেই— তাদের আজ্ঞা পালন— সৈনিকের অবদান অজ্ঞাতই থেকে যাবে— তবু চারণের ভাণ্ডারে যা আছে— তার কিছু লিপিবদ্ধ করে রেখে যেতে চায়—

'এখন পৌনে পাঁচটা (বিকেল), রোদ দেখলে মনে হয় দুপুর। সুতরাং দুশ্চর তপশ্চর্যায় যাকে এরই মধ্যে প্রহর দিন মাস বছর কাটাতে হয় তাঁর ক্লেশের ভাবনাটাও আমাদের নাগালের বাইরে।

এই তো গেল বাইরের আবহাওয়া। অন্তরঙ্গ আবহাওয়ার সংবাদ হয়তো পাব সুশীতল সন্ধ্যায়। সে পর্যন্ত তৃষিত ও চকিত চকোরের মতোই পল গুণতে হবে। এ-ও এক পরীক্ষা যা চিহ্নিত হয়ে আছে অনুত্তীর্ণতায় আপাতকালে তো বটেই, হয়তো চিরকালের জন্যই। তবুও বার বার প্রয়াসের উদ্যোগ নিয়ে আমাদের এই আনাগোনা। অবশ্যি ভরসা পাই যখন ভাবি আমরা তো নিমিত্তমাত্র। শক্ত মুঠোতে আপনি হাল ধরেছেন, তার পেছনে আমরা জড়ো হয়েছি। নিমিত্তমাং হওয়ার মধ্যে যে সার্থকতা অহংকে বিলিয়ে দিয়ে সেই সার্থকতায় পৌঁছবার চাবি কাঠিও যদি খুঁজে পেতাম। সেটাই হতো চরমপ্রাপ্তি। সেও বহু দূরের বস্তু। তবুও "নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচীন" এই মন্ত্রের অনুরণনের মধ্য দিয়ে সে-পথ খোঁজার কাজে যেন অগ্রসর হতে পারি এই প্রার্থনা জানাই।'

'পাথর নিঙরে কিছুই বার করা যায় নাই, এক ফোঁটা জলও নয়। We are where we were।

General থেকে Particular-এ অবরোহণ আদৌ সম্ভব নয়। আর General-ই বা কেন, 3R নাকি দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট—

এরপরও মোক্ষম কথা আছে যার সামনে চুপ করে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই করবার থাকে না। "I have been exhorting you for the past several years and you have done nothing. What have you done to merit consideration' সুতরাং আর্জি খারিজ। তারপরও চুপ করে থেকে রেহাই নেই। আমাকে লক্ষ্য করে শব্দ ভেসে আসে— 'A penny for your thought'— আমার মুখ থেকে অজান্তে বেরিয়ে আসে 'I feel too small I have nothing to add'.

পুরানো কথার পুনরাবৃত্তি শুনলাম— কিছু করলে না এই কয়বছরে। 'আদর্শের জন্য যে মুহূর্তে পুরানো ঘর ছেড়ে দিয়ে এলে সে-সময় তোমাদের নূতন বর্তমান ঘরে না ঢুকে যদি ছোটো কোনো যায়গা বেছে নিয়ে কোনো নাম ছাড়াই Grass roots tend করতে তাহলে এতোদিন a force to reckon with হতে পারতে। আর তোমাদের তো জোর ছিল যে লোক এ-পৃথিবী ছেড়ে যায় নাই, তার পুনরাগমন হবেই, সেটাই তোমাদের শক্তি দিতে পারতো। তা না করে নামের মোহে বাঁধা পড়ে

গেলে "এতো লোক চলে গেল আত্মদান করে তাদের কথা তোমরা কেউ ভাবো না। তোমাদের কাছে এসব বৃষ্টির ফোঁটা, গা থেকে মুছে ফেল্লেই চলে। আমার কাছে এসব ঘটনা প্রতিটি রক্ত বিন্দু। আমার মধ্যে যা হচ্ছে তা দেখবারও কেউ নেই, বোঝবারও কেউ নেই অনুভব করারও কেউ নেই।"

ধাঁধা, আদর্শ'র জন্য জীবনত্যাগ এসব অতিক্রম করে আমরা যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই রয়েছি— একঘেয়ে জীবন যাত্রায় কেবল পোশাক পরিবর্তন— বাড়ির রঙ পাল্টে মনের শান্তি— মহাকালের বার্তা মরমে পাশে নি এজন্য জীবনপণ হচ্ছেনা— জীবন পণ না হলে 'আদর্শ' প্রতিষ্ঠা হবে না ধাঁধা বা ধন্দ কাটবে না।

'জয়শ্রী', শ্রাবণ ১৪০৬
আগস্ট ১৯৯৯

নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে

পুনর্মিলনের পর মাত্র ক'বছরে মহাকাল-দেশনেত্রীর ভাব-ভাবনা বিনিময়, স্বল্পসময়ের হলেও তা অফুরন্ত। তার কতটুকুই বা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। শতবর্ষের প্রাক্‌কালে চারণের ঝোলায় যা আছে,— সঞ্চিত আছে— হারিয়ে যায়নি তা কালানুক্রমিক নয়— যখন যেমন উদ্ধার করতে পারে— উজার করে যাবে। কারণ এ অমূল্য সম্পদ ঝোলায় বয়ে বেড়াবার অধিকার তার নেই— আবার সে সাহসও নেই— মায়ের লীলায় কখন কার প্রয়োজন হয়ে পড়ে বলা কি যায়?

'প্রাণপ্রিয় চারণ! চিন্তিত ব্যথিত পথিকের ভালোবাসা স্নেহাশিস প্রেম নিও। ওঁকে দিও। যার হৃদয় নির্মল তার ব্যথা-বওয়া-ও সাধনারই অঙ্গ। তাতে আনন্দও থাকে। এ সত্য কথা। জীবনে যে যে সব ব্যথা পেয়েছি, তা সবই, 'জননীজন্মভূমির সেবা-সাধনা ও উৎসর্গেরই হোম জেনে, আনন্দ পেতুম। Horizon-এর মধ্যে ব্যথা দেবার মতন মানুষ নেই ঃ তথাপি, 'পরিস্থিতি-এবং-সাধনার 'জন্যে' যদি 'মানুষের পরিভাষায় ব্যথাজনক' কিছু ঘটে বা ঘটাতে হয় ; সে-সবও, সাধন অঙ্গ বলেই থাকি। এগুলো বিচলিত করে না এ পথিক ফকীরের মনকে।

কিন্তু এখন ব্যথা পাচ্ছি, ব্যথা পাচ্ছি, ব্যথা পাচ্ছি। ঐশী-দৈবী শক্তিলীলার সামনে, চিরকালই আমি নতশির।

"Zeus, who guided men to think
Has laid it down that wisdom
Comes alone through suffering..."

চারণ! The kindness of the enthroned Gods contains an element of

FORCE. মাঁ কালী is concerned that man should learn wisdom, and has marked out the path : And it is a path of suffering. We mortals are in one sense free to learn or not to learn ; but the painful condition of learning is inexhorable. মাঁকালীর ধারায় (লীলায়) দুটি element আছে (principles). One harsh, the other-gentle.

(But of course, to draw sipritual nourishment from suffering, one must be endowed with the right kind of digestive system... otherwise suffering turns sour on one)

নিজের Person সম্বন্ধে-এবং-ক্ষেত্রে, Horizon-এ যখন এসব আসে ; বুঝি-বইতে পারি (কারণ এসব পরিবেশে আমি নেই-ই)

কিন্তু "এই বর্তমান পুনর্মিলন পরিবেশে" ব্যথা পাচ্ছি, চারণ! একথা স্বীকার করতে আমার কোনো কুণ্ঠা বা লজ্জা নেই।

প্রত্যেক জিনিসেরই দুটি দিক আছে 'মানব' এবং 'দিব্য'। তোমার এ পরদেশী পথিক ফকীরের জীবনানুভূতি এবং জীবন (itself) মানবীয় রেজিস্টার থেকে খারিজ হয়ে গেছে। মানবীয় সম্বন্ধে— পরিবেশে, কেউই আর, এ পথিককে পেতে ধরতে পারবে না।

মানবীয় সব কিছু থেকেই, দিব্য সব কিছু ১০,০০০ (দশ হাজার) গুণ বেশী শক্তিশালী।।... এ জন্যই, এই শাশ্বতপ্রাকৃতিক নিয়মানুসারই ব্যথা পাচ্ছি।

কখনো কখনো ভাবনায় ডুবে যাচ্ছি : ভাবি Horizon-এর বাইরে চেনা না হওয়ার, না করবার Pivotal Stratagem ছিল— আছে থাকবে till final consummation, when the Dead Ghost can stride (Ride) upon "The Land" মাঁ জননী জন্মভূমির সাধনা যজ্ঞের পূর্ণাহুতি দিয়ে। সে Stratagem-এ ব্যতিক্রম ঘটার জন্যেই কি ব্যথা পাচ্ছি?!... কিন্তু, linkগুলো বিচার করতে গিয়ে দেখি ঃ এ পুনর্মিলনে, আমার হাতে ছিল না একটুও। আমার সম্পূর্ণ অজানা-অজ্ঞাত-অনাহূত ভাবে, এ পুনর্মিলন পর্যায় ঘটিত হয়। স্বয়ং মাঁকালী মাঁ জগদম্বার রূপধরে, লাগাতার তিনমাসের প্রয়াসের দ্বারা, এ অতি অদ্ভুত দিব্যপর্বের-স্থাপনা (শুরু) করতে সক্ষম হন (তখন, মাঁ জগদম্বা স্বপ্নেও জানতেন না, কাকে কাকে কাদেরকে কাদেরকে তিনি usher-in করবেন, এবং তাঁর ভিখমংগাবচ্চা— ভগবনজীকে force করছেন, to give them a chance)।। (মাঁ কালী যে শ্রীশ্রীললিতা মঈয়া দেবী, নৈমিষের, এবং মাঁ জগদম্বারূপ নিয়ে তাঁর সর্বহারা ছেলেকে ঘিরে রয়েছেন, এ সত্যের চাক্ষুসীপ্রমাণের ঘটনার কথা তুমি জানোই)।।

এ জন্যই এই অতিঅদ্ভুত দিব্যপুনর্মিলনের ব্যাপারের জন্যে, আমার conscience য়্যাকেবারে সুন্দরভাবে clear-vis-a-vis-Horizon এবং মাতৃসাধনপক্ষে।

যে ব্যাপার মাকালী শ্রী হস্তে ঘটাবেন, সেখানে আমি চিন্তা করবার কে?! "তোমার চিন্তা তুমিই করো মা ঃ লোকে বলে করি আমি।"

না, লী, আমি এ পুনর্মিলনের জন্যে 'চিন্তা করি নে। এতো মায়ের নিজস্ব লীলা। আমার চিন্তা করবার অধিকারও নেই। কিন্তী লী! চিন্তা না করলেও চিন্তা করার অধিকার না থাকলেও ; 'অনুভব' করার-এবং অনুভবের অধিকার তো, মাঁকালী কেড়ে নেন নি! বরং বিশেষভাবেই দিয়েছেন, অন্তকরণ টি প্রদান করে। তাই-ই অনুভব করছি এবং ব্যথা অনুভব করছি।

চারণ! এ উদাসীন পথিককে ভুল বুঝো না। তুমি একটুখানি নিষ্ঠুরতাই করছো না কি আমার উপর?

প্রথম খবর দেবার দিন থেকে, প্রতিহপ্তায় দুবার করে কয়েকটি লাইন লিখে, ওঁর খবরটুকু দিতে থাকার মতন হৃদয় তো তুমি ধারণ করো...

একটি Standing-অনুরোধ করছি— চারণ! এবং সমস্ত হৃদয় দিয়ে আশা করছি, এই দীন ভিখারির Standing অনুরোধটি Always— and— in all ways honestly পালন করবে ঃ

যে কোনো বিশেষ কাজের জন্যে এবং অন্যত্র যেতে আসতে হলে ঃ গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় লিখে দেয়া 'অমৃত যোগের' and / or 'মহেন্দ্রযোগ'-এর সময় গুলোর মধ্যে থেকেই suitable সময়ে বেছে নেবে।

এই নির্দেশটি, তুমি জীবনভর with zeal ও faith মেনে চলো, এবং তোমার দিদিকেও মানিয়ে নিও।

you shall never, never repent it assure you.

তোমার আমার পূর্বপুরুষেরা আমাদের কল্যাণের জন্য (রক্ষার জন্য) যেসব সত্য নির্দেশ দিয়ে গেছেন, তা সব যথাসম্ভব পালন না করা মূর্খ অজ্ঞতা। দুঃখ এই যে, যে পশ্চিমী শিক্ষা সভ্যতার বড়াই করে আমরা এই গুলোকে ব্যঙ্গ করি 'এনলাইটেন্ড' অ্যাডভ্যান্সড্ হবার গর্ব করি— সেই পশ্চিমের লোকেরাই এ সত্যের পরীক্ষা করে (যাঁরা যাঁরা করেছেন) হাড়ে হাড়ে বুঝে মেনে নিয়েছেন। অন্য উঁচুদের তো কা-কথা।...

২৪ ঘণ্টায় অনেকগুলো অমৃতযোগ এবং মহেন্দ্রযোগ আসেই। তাদের মধ্য থেকে suitable টি বেছে যাত্রাকরায় কোনোই কষ্ট বা অসুবিধা হয় না।...

চারণ মহকালের অমৃতযোগ ও মহেন্দ্রযোগের নির্দেশ— গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা-র কোনোটাই অনুধাবন বা অনুসরণ করে নি— করে না। চারণের রক্ষাকবচ মহাকাল— চারণ মহাকালাশ্রিত— তাই একমাত্র আরাধনা— গুরু কৃপাহি কেবলম্। তিনিই

রক্ষাকর্তা— তিনিই পালন কর্তা— যা দেখবার যা রুখভার তিনিই দেখবেন— তিনিই রুখবেন।

শুধু ব্যস্ততা— মনুষ্য জন্ম ধারণ করে— সীমিত শক্তি নিয়ে চারণ শুধু ব্যক্ত করে যেতে চায়— তার সম্পদ উজার করে দিতে চায়— সময় যে নেই বড্ড তাড়া। দেশনেত্রী লিখছেন : "Shaw-র একটি উক্তি পড়ে ছিলাম : 'When it has touched the bottom it will rise to the surface" আমরা তো bottom touch করেছি, surface-এ rise করবো কবে?"

Shaw ঠিক বলেছেন। এবং bottom touch করার পর rise করবেনও— এও পূর্ণ সত্যকথা। কেমনভাবে, কীরূপে কী রূপ নিয়ে, আপনারা (মাঁ জননী জন্মভূমি) rise করবেন, Never, Never to go down again, তা ভালো করেই রূপায়ণ করে দিয়েছে Dead Ghost, তাতে নড়চড় হতে পারে না। কিন্তু লী! Are you sure that, 'আপনারা' bottom touch করেছেন?! The truth is otherwise, Lee. And I know it. সর্বতোভাবে এখন দরকার bottom touch করানো Bottom touch না করিয়ে rise করার সুযোগ দেয়া হয়েছিল। দেশ সে সুযোগ বারবার হেলায় হারালো। বার বার disown করলো। Thinking smugly in their propped up state that, they could runway with it. Fools.... They are forcing 'some ones' hands.

পাঁচ বছর ধরে বলছি, recentlyও বলেছি; চারণও জানে বোঝে : দেশের কারো চোখ, এখনো সত্যই খোলেনি, ঘুম এখনো ভাঙে নি, য্যানো সীমাহীন self delusionকে নিয়েই সকলে থাকতে চায়। "ঘুম ভেঙ্গে— চোখ খুললেই" বাস্তবিকতাকে (উপায়হীন হয়েই) দেখতে হবে, মানতে হবে এবং আফিং-এর ঘোর কাটিয়ে উঠে দাঁড়াতেই হবে, এবং দিনের কর্মে যোগ দিতে হবে, দেশ সেই অনলস-কর্মবহুল— 'দিন'কে এড়াতে চায়। ঘর পুড়ে যাচ্ছে? তাতে কি? "পি-পু, ফি-শু হয়েছে সব্বাই। কারো চোখ এখনো খোলে নি। সব্বাই চিৎকার করছে— চোখ কষে বুঁজে। দিবালোককে, সত্যকে, মাকে— জননীজন্মভূমিকে diswon করে। আমি বলেছি, এবং পুনরায় বলছি : The Nation (The whole lot of them) shall be taken by the scruff (has already been) And given such-a-violent shaking that the very bones and entrails clatter and they are force-jolted out of their, canne-suprise-inertia.

Shaw is right 'Rise' you shall after 'you' touch the bottom. And that is begining 'Force-Done'.

আজ আর লিখতে ইচ্ছে করছে না!

এই প্রশ্ন দেশময় নিরন্তর আজও উত্থিত হচ্ছে— শেষ ধাপে— শেষ পর্যায়ে এসে

পৌঁছেছি— কিন্তু মহাকাল কি তা বলেন?— এ প্রশ্ন সবার অন্তরের জিজ্ঞাসা হোক— আর নিরন্তর জিজ্ঞাসায়— যে উত্তর আসবে— সেটাই শেষের শুরু।

জয়শ্রী, ভাদ্র ১৪০৬
সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

অজ্ঞাতের পথে : একটি টুকরো কাগজ

At the time of British-American-reoccupation : Governor of Azad Hind Bank at Taunggyi, Shan State, Yellappa, as asked secretly packed all assets in boxes and brought to Loika. One spy informed and they were captured. Yellappa died of Bombing, Capt Laxmi Lt. Gojendra Singh arrested. Col Bhagat were interned there before by Azad Hind Govt. at Taunggyi also arrested, other soldiers, Bank officers captured. Maj Yussuf Ali of Br. Army was incharge.

Gopal Singh, collector of Netaji Fund was in possession of Rs. 4 crores. Escaped to Siam. He is now rolling in money, still in Siam. This is known to both Siam and India Govt. But no action is taken and you know the reason.

Indian Independence League became meddled with British spies and traitors. Chandramall & his friends Golam Ahmed, Taru Khan all of Br Intelligence service— all joined IIL, Tokyo. Rammurthi,Gen Araki, Col. Friggis all traitors and they were working under Col. Wilson of Br. Army. Golam Ahmed & Taru Khan were employed in the Finance Dept. Gen Chatterjee (Finance Minister) was fooled by Ananda Mohan Sahay, Secy of the Azad Hind Govt. Golam Ahmed & Taru Khan were friends of A. M. Sahay, Rammurthi. A. M. Sahay and Minister Ayer were close friends. All traitors and they were friendly with Imperial Jap. Hd Qtrs. & with Br Intelligence at Tokyo.

Disapperance was planned by HIM. Long ago, before Jap surrender. Even before that he went to 'R' and nobody knew it. He returned after one and half months. He knew all men under him and their capacity.

He planned his disappearance, Jwellery and Treasure were packed for droping at a place of his disappearnce.

First Bomber was a dummy flight with publicity of Him, Kimura and others.

Real Bomber left after, for unknown destination. Minister Ayer

was to follow the Bomber with treasure. But he went to Tokyo handed over the treasure to Rammurthi. Disposed of some, encashed part of jewells, with the help of Br Military of Tokyo and Jap Foreign officials. J N knows it. Murthi gave "J" only small fraction of fabulous wealth. No treasure was burnt. It is a fabrication. Imperial Jap Army, British Men, India Govt. and party men all involved. That is why no action was taken.

Unfortunately, surprisingly and accidentally He met, was met by several Anglo-American personnel and Jap petty (unknown) officers at a small Hotel near Saigon, quite some day after the crash and Death news. These things only suggest one thing— so He in his own brain formulated at once another plan of strategical move.

চারণের ঝুলি থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এল টুকরো কাগজ— বয়ানটি যেমন ছিল তেমনি উদ্ধৃত হল— সংবাদটি মহাকাল ডেরা থেকে কবিরাজ কমলাকান্ত কি কোনও লেড়কা কোনও এক সময় দেশনেত্রীর কাছে পাঠিয়েছিলেন। ইতিহাস গবেষক তথ্যানুসন্ধানী এর তাৎপর্য বিচার করবেন— চারণ যুক্তি তর্কের ধার ধারে না— সে চলে সত্যের আটি পৌরে ঘেরা টোপে। বিশ্বজুড়ে একটি ব্যক্তিত্বকে ঘিরে চলেছে নানা চক্রান্ত যে চক্রান্তে রয়েছে দেশ, দেশবাসীর কিছু অংশ, আত্মীয়পরিজন, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও নানা বিরোধী শক্তি। কিন্তু মহকাল নাগালের বাইরে। আজকের তথ্যানুসন্ধান ও ভবিষ্যতের প্রতিবেদন তারই ইঙ্গিত বাহী।

জয়শ্রী, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৬

জুন ১৯৯৯

আমি তারেই খুঁজে বেড়াই

চারণের মনে পড়ছে পুনরাগমন ও যোগাযোগের পর দেশনেত্রী জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'পূর্বের সহকর্মীদের কাউকে কাউকে কিছু বলব কি? যেমন— HG, SB,... আপনি ভয় পাবেন না। আসল কিছু বলব না— শুধু Alive এইটুকু ইশারা করতে পারি কি?

উত্তর এসেছিল মহাকালের কাছ থেকে "শুধু Alive এইটুকু মাত্র বলে যদি পুরোপুরি সামলে নিতে পারেন— এবং সামলে রাখতে পারেন— তবে এটুকু ইশারা করতে পারেন। এর বেশী ওঁরা যেন কিছুতেই না-এগুতে পান। অনেক অনেক বছর পূর্বে একবার চেয়েছিলুম সোজা খবর আপনাকে পাঠাতে। কিন্তু পরিস্থিতি দেখে সাহস করি নি। কিন্তু How are you 1000% certain that they shall unreservedly believe you? For heavens sake, for our mission's sake,

for Dead's Lee's sake, please remember. This time : No chance no mistake no failure—"

মহাকালের এই কথা মেনে কাউকে কাউকে দেশনেত্রী বলেছিলেন/জানিয়েছিলেন— চারণের স্মরণ আছে এক সময়ের রাজনৈতিক/বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের সহযাত্রী অগ্রজ যাঁরা ছিলেন— যাঁরা চিরকাল দেশনায়কের উপর তাঁদের কর্তৃত্ব প্রকাশ করতে দ্বিধা করতেন না তাঁরা কেউ-ই বিশ্বাস করেন নি— কারণ তাঁদের বক্তব্য পুনরাগমনের সংবাদ, যোগাযোগ প্রথম তাঁদের সঙ্গেই হবে। কিন্তু রাজনৈতিক/বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের বাইরে যাঁরা ছিলেন, দেশনেত্রীর শিক্ষকতুল্য প্রবীণ ঐতিহাসিক, ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বিশিষ্ট শিল্পপতি আশুতোষ গাঙ্গুলি, দেশনায়ক-বন্ধু দিলীপকুমার রায় (দ্র. পরিশিষ্ট) প্রমুখকেও তিনি জানিয়েছিলেন। ব্যক্ত করেছিলেন স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী, সেজদা সুরেশচন্দ্র বসু, অন্তরঙ্গ ভাই আশরাফ উদ্দীন আহমেদ চৌধুরীকে— তিনি Alive। জীবনকালতক্ এঁরা পুনর্মিলনের আশা নিয়েইছিলেন। মহাকালের মিলন ক্ষেত্র বড় ব্যাপক— স্থূল ও সূক্ষ্ম দুটি জগৎ। কোথাও স্থূল জগতে মিলন কোথাও সূক্ষ্ম জগতে মিলন। আবার কোথাও উভয় অবস্থাই বর্তমান।

পুনর্মিলনে বিচিত্র সব আব্দার— দাবি— নানা সময়ে দেশনেত্রী সমীপে আসতেই থাকে— কখনো 'আচ্ছা, একটি 'পোষাক'— বিশেষ পোষাক' একটি জায়গায় একটু ছাতা মতো হয়েছে। ওটিকে বাঁচাবার জন্য, য়্যাকেবারে ঠিক ঠিক ভেতরের দিকের মাপ দিয়ে Air-water-crash-crush proof-Steel Box with safety (unpickable) locks-tripple বার্নিশ hard glossy বলে রেখে দিয়েছিলুম। সেটি কি তৈরী হয় নি? তারই জন্য ন্যাপথালিন বলস্ ছিল। মহাকাল বলছেন যখন অনেক দিন ধরে বার বার কাতর প্রার্থনা হতে থাকলো 'আপনার নিজের ব্যবহারের জন্য কিছুই বলবেন না? নিজের জন্য কিছু তো বলুন ইত্যাদি। তখন অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে বলেছিলুম 'কয়েকটা' বাংলার নিজস্ব শার্ট গেঞ্জী ইত্যাদি নিয়ে এসো। যা ওপারে next to skin পরে তার ওপর অন্য জামা কাপড় পরব। বাংলার জিনিস গায়ে থাকলে সর্বদাই আমার মনে হবে, 'আমার জননী বাংলা মার স্নেহ স্পর্শ— আশীর্বাদের হাত আমার ওপর বুলোচ্ছেন। যদি মরে যাই তবে ঐ বাংলার নিজস্ব শার্ট গায়ে থাকবে এবং বাংলার গঙ্গামাটি সব সময়ই পকেটে অথবা কাপড়ের খুঁটে থাকেই, জানব বাংলা মায়ের কোলেই মরছি— শার্ট এখনো আমি খুলে দেখিনি— ওপারে গিয়ে দেখব। ফিট না করলে আর কাউকে দিয়ে দেব। আপনার তো 'মৃত'র (Dead) মাপ না জানার-ই কথা। (ভালোই)

মহাকালের এই আলাপে নানা প্রসঙ্গ এসেছে— রুদ্ধ মন অর্গলমুক্ত হয়ে বন্যার

বেগে কত কথা বেরিয়ে এসেছে— দেশনেত্রীর প্রতি তাঁর গভীর কৃতজ্ঞতা, মমতা বার বার ব্যক্ত হয়েছে—।

দেশনেত্রী মহাকালকে লিখেছিলেন...'আমাকেও কিছু করতে দিন আপনার জন্য। দেশকে আমিও ভালবাসি। যিনি তার জন্য সাধ্যের অতীত করলেন, এবং করছেন তাঁর জন্য কিছু করবার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করবার মতো নিষ্ঠুর হবেন না। আমার অধিকার দাবি করছি'...

উত্তর এলো মহাকালের কাছ থেকে : 'আমি পুনরায় Reiterate করছি, আপনার অধিকার ঈশ্বরও চাইলে নিতে পারতেন না। দগদগে ঘাকে নাড়া দিতে এত আনন্দ পান? আপনিই নিষ্ঠুরা! আমি নই। আপনার— আপনাদের-তথা-অন্যান্য মহানপুরুষদের, ত্যাগ, আত্মোৎসর্গ-কষ্টভোগের এবং সেবার সামনে, আমার দাঁড়াবারও যোগ্যতা নেই। সূর্যের সামনে প্রদীপের মতোই আমি এক দীনজন। বাড়িঘর কোঠা-বালাখানা-ধনদৌলত-কুলবংশ মান প্রতিষ্ঠা-গৌরব-বিদ্যা-বুদ্ধি-কুটুম্বপরিবার-রূপ যৌবন প্রভৃতি— আমার কিছুই ছিল না এবং নেইও। সুতরাং এসবের কিছুই আমি দিই নি। এসব আপনিই (আপনারাই) দিয়েছেন। দেশমাতার জন্যে যা-কিছু ত্যাগ বলিদান তা (সত্যই) আপনি এবং আপনারাই দিয়েছেন। আপনাদের সামনে 'আমার নাম' নেওয়া মহাধৃষ্টতা। সুতরাং ওরকম কথা বলে আমাকে লজ্জিত করবেন না। — এ প্রশংসার যোগ্য আর কেউ। এ নয়। আচ্ছা 'আদর্শ'কি? 'আদর্শ' মানে ফাঁসি। কোনো রকমেরই একটা 'আদর্শ'কে ধরে তার ওপর নিজেকে উৎসর্গ করা— এবং ফাঁসির-রজ্জু (নিজের হাতে নিজের) গলায় পরা একই কথা। অন্তত আমি তো এ-ই-ই বুঝেছি। এ বিষয়ে কোনো রকমেরই compromise হতেই পারে না। ফাঁসি কি চায়? কি নেয়? প্রাণ। (পার্থিব প্রেমের পেছনেও মানুষ নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করে, প্রাণও দেয়!) আমার-এ জীবদেহের মধ্যে এখনো প্রাণপক্ষী বাস করছে। প্রাণই যখন (এখনও) রয়েছে, তখন আমি 'দিয়েছি'— এ-কথা বলবার অধিকার— মৃতের নেই।

তপস্যার অর্থ কী? শরীর এবং ইন্দ্রিয়াদির নিগ্রহের নামই তপস্যা। Your men are in every key places (here and overseas). This time their garbs are 'legal'— They simply cannot be touched and/or detected. Under their licit garbs, they are working, they are in positions in all the key capitals and on the nerve centres which count. Manipulating, pulling, supressing exploding, creating and forcing issues and policies, mystifying— clarifying and shaping .... all only with a single purpose.

This time, No chances, no mistakes, no failure. This is Divine Mother Durga's work. Gods work. They are (for me) synonymous with motherland Bengal. Durga-Kali-Chandi-God-Brahma-Janani

Janmabhoomi— Bengal. They mean to and for me only one thing 'Bengal'. My only Religion.

এই একটি ভাবনায় মহাকাল কাজ করছেন। ভিড়ের মধ্যে পথের ধারে 'ভানুমতীর খেলা' দেখে একটু মন ভোলানো। কিন্তু মহাকালের সে ফুরসৎ বা অবসর কোথায়। রিক্ত নিঃস্ব জীবনের বেদনায় আপ্লুত আর এক সন্ন্যাসিনী তাঁর সর্বস্ব দিয়ে মহাতীর্থে যাত্রা করলেন— চারণের জীবনে দর্শন ও অভিব্যক্তিই সব। উপলব্ধিতে মহাকাল, দেশনেত্রী এবং অগণন বিপ্লব তাপস দেশব্রতী।

জয়শ্রী, আষাঢ় ১৪০৮

জুলাই ২০০১

তরঙ্গ মিলায়ে যায় তরঙ্গ উঠে

মহাকাল ধ্যানে নিমগ্ন বিপ্লবী সাধিকার জীবনতরঙ্গ উনত্রিশ মাসের যোগসাধনার পর জাগতিক অর্থে নির্বাপিত হয়। এই উনত্রিশ মাস মহাকাল তরফে উদ্‌বেগ উৎকণ্ঠা পত্রালাপ বার্তা চলতেই থাকে। ১১ জুন ১৯৭০ দেশনেত্রীর অনুরাগী-অনুগামীদের জীবনে এক চরম বিপর্যয়কর দিন। সেদিন সকাল থেকেই আকস্মিক নানা উপসর্গে দেশনেত্রীর জীবনাবসানের শঙ্কা দেখা দেয়। ব্যাকুল আর্তি এদিক থেকে মহাকালের কাছে পৌঁছোয় তারই জবাবী বার্তা আসে তড়িৎ—

TRIPTI MUKUL ! YOUR REPLYPAID :
GOD BLESS YOU DEARS FOR YOUR DEVOTED
LOVE CARE FOR HER ;
YOUR LOVE REWARDED .
FAQUIR REITERATES : "ABHAYAA MOTHER DURGAKALI".
GRATEFUL THANKS BLESSINGS PABITRA
FOR DETAILED WIRE .
LEE ! MOTHER DURGAKALI'S GRACE ON YOU ;
BLESSINGS.

দেশনেত্রীর নবলোকে আরোহণে মহাকালের দ্বিতীয় বার্তা এলো একটি ছন্দবদ্ধ

— BOW MY HUMBLE HEAD IN HUMILITY AND SURRENDER TO THE SUPREME WILL OF MOTHER DURGAKALI

SHE-LEE IS NOT GONE

SHE LIVES IN SUBLIME PEACE AND HAPPINESS IN MAXALI

AND HER PLACES, MUKUL — (STOP)

PLEASE FORBEAR SOLACING THIS POOR GRATEFUL BEGGAR

WITH THEM THE SEED OF WISDOM DID I SOW,
AND WITH MY OWN HAND LABOURED IT TO GROW
AND THIS WAS ALL THE HARVEST THAT I REAPED:—
" I CAME LIKE WATER, AND LIKE WIND I GO "

AND THAT INVERTED BOWL WE CALL THE SKY,
WHEREUNDER CRAWLING COOP'T WE LIVE AND DIE,
LIFT NOT THY HANDS TO IT FOR HELP, —— FOR IT
ROLLS IMPOTENTLY ON — AS THOU [illegible] I

THE BALL NO QUESTION MAKES OF AYES AND NOES,
[illegible] RIGHT OR LEFT AS STRIKES THE PLAYER — GOES;
AND HE THAT TOSSED THEE (LED) DOWN INTO THE FIELD,
HE KNOWS ABOUT IT ALL, —— HE KNOWS - HE KNOWS !

WITH EARTH'S FIRST CLAY THEY DID THE LAST MAN'S KNEAD,
AND THEN OF THE LAST HARVEST SOW'D THE [illegible]
YEA!, THE FIRST MORNING OF CREATION WROTE
WHAT THE LAST DAWN OF RECKONING SHALL READ.

[illegible] //

রচনায়— যে রচনা 'জয়শ্রী'র লীলা রায় স্মৃতি সংখ্যায় স্থান পেয়েছিল— আজ স্ব-হস্তাক্ষরে সে মহান নিবেদনটি এখানে উদ্‌ভাসিত হোক— উদ্‌বুদ্ধ করুক অগণিত দেশনেত্রীর অনুগামী-অনুরাগী-মহাকাল-অন্তপ্রাণ 'জয়শ্রী'প্রেমীকে।

জয়শ্রী, ভাদ্র ১৪০৮
সেপ্টেম্বর ২০০১

'তোমায় নতুন করে পাব বলে'

সেবার পুজোর আনন্দে চারণ ও তার সাথীরা মেতেছে। ভয় হয় কখন মহাকাল তাঁর নিজ মনোরাজ্যে আত্মগোপন করেন। অর্গলবদ্ধ হলে আর তাঁকে সহজে অর্গলমুক্ত করা যাবে না। সেদিন ছিল সপ্তমী— আশীর্বাণী এল :

Shri Shri Mahantama— cosmic— Poojar 'Sri Sri Mahasaptameer Snehaasheeshbhalobaasa Sriman Chili— Tosh— Khokaa-Shrijukta Brajanandan— Pabitra grahan Korebay, yak Deenatideen.

Pathik Faquir

মহাষ্টমীতে— সকালে—

Sri Sri Mahashtamir Sabbaai-kay-Snehashirbad. Charanik-kay. Bhalobasa Snehasish.

পুনরায় মহাষ্টমীর দুপুরে—

Sri Sri Mahashtameer Sri tulseepatra prottyekay, ektikoray, mookhay-di-ay khey-ay naa-o, daant, jyano naa-laagay.

এই আশীর্বাদে চারণ ধন্য। ধন্য তার জীবন সাধনা। কত-কথা কত অভিব্যক্তি যা অগোছালো ছন্নছাড়া চারণের জীবনে আজও গুছিয়ে উঠতে পারে নি। মহাকাল-কথন সংকলিত করে চারণের প্রথম সংকলনটি প্রকাশের পর— একটি চিরকূটের একটি বিশেষ অংশ আজ লিপিবদ্ধ করা জরুরি বলে মনে করে— সংকলনে চারণের ভ্রান্তিসমূহের উল্লেখ করে মহাকাল লিখেছিলেন— কী কী উল্লেখ করতে চারণ ভুলেছে বা বিস্মৃত হয়েছে—

"টোকিয়ো— প্রথমে এসে পৌঁছানোর পরেই— কয়েক দিনের জন্যে চীনের কথাটি— ভুলেছো।

মৃতভূত হওয়ার পরে, কিছু সময় পরে, কোনো একজন বিশিষ্ট শক্তিমানের বাড়িতে অতিথি বন্ধু হয়ে অবস্থানের কথাটাও ভুলেছ। কোনো এক বিশিষ্ট ব্যক্তির মাধ্যমে, কাদের বিশেষ আবেদন প্রাপ্তির কথাটা— ভুলেছ। অনুমতি পেয়ে; সেই বিশিষ্ট ব্যক্তিরই সঙ্গে কোনো এক দেশের প্রতিনিধি মণ্ডলের (সেই অতিবিশিষ্টের,

Host-এর বাড়িতেই আগমন ; আলাপ ; বিশেষ ব্যাপারের জন্য প্রার্থনা, নিমন্ত্রণের কথা ভুলেছ। সেই অতি বিশিষ্টের সঙ্গেই তত্র গমন ; ব্যাপক নিরীক্ষণ, পর্যালোচন ; এর জন্য সম্মত হওয়া— ভুলেছ। উপরোক্ত সময়ে, দুই বারে দুই ক্ষেত্রে দুটি নামে প্রসিদ্ধি— ভুলেছ। অন্যত্র অন্যদের প্রার্থনায় (এক বিরাট বন্ধু Host-এর জ্ঞাতসারেই : হাস্যমুখর জ্ঞাতসারেই) অন্য ভার গ্রহণ ; অন্য ওঁদের পৃথিবীর চোখকান এড়িয়ে, গুপ্তচক্রের মাধ্যমে, বিরাট বিরাট কার্যাবলীর বিভিন্ন চাল, শক্তি আশীর্বাদের দ্বারা Thrash out করার লীলা— ভুলেছ। প্রাতঃস্মরণীয় পরমাতিপরমপূজ্য শ্রীশ্রীঠাকুরের (শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংস) শ্রীশ্রীসৎগুরুদেবের দর্শন-প্রণাম-স্বপ্নস্নেহভাষ— ভুলেছ।

"এর কারণ হলো— নোট নিতে অবহেলন ; ঠাণ্ডা ঝিমুনি আলস্যের আমেজ ; 'পরীক্ষার সময়ে ঠিক মেরে দেব' ভাব etc."

কিন্তু চারণ নয়— মহাকালের নিঙরানো আবেগ যাঁর কাছে মাঝে মাঝেই ব্যক্ত হয়ে পড়ত— তাঁর স্নেহধারা যে ত্যাগী পুরুষটির উপর বর্ষিত হত তিনি ছিলেন দেশনেত্রীর পরম স্নেহভাজন মুকুল— মহাকালের আদরের ডাক 'আমের বউল'।

আজ এইসঙ্গে মহাকালের আমের বউলের উদ্দেশে লেখা একটি লিপি উদ্ধার করছি— ইতিহাসের পাতায় এটি স্বর্ণাক্ষরে স্থায়ী হয়ে থাকবে।

পরম কল্যাণবর, স্নেহভাজনেষু,

প্রাণপ্রিয় মুকুল। আশা এবং প্রার্থনা করি, শ্রীশ্রী ঁমাকালীর কৃপায় কুশলে আছ এবং থাকবে। আশাকরি, তোমার মা জননী আগের চাইতে ভালো আছেন। আশা প্রার্থনা এই-ই। শ্রীশ্রী ঁমাকালী তাঁর রক্ষাবেষ্টনীতে Sjta Roy তোমার দিদিকে— রক্ষা করেই রেখেছেন।

জানচি এবং বেশ বুঝচি, তুমি, তোমার শরীর এবং স্বাস্থ্য আহার নিদ্রা-বিশ্রাম (এমনকি দৈনিক কিছুটা সময়ের জন্যেও সম্পূর্ণ শক্তি আনন্দ উৎসাহ প্রাণের উৎসস্থল ঁমাকালীর এবং তদাশ্রিত ঈশ্বরের শ্রীশ্রীচরণে, নিজেকে সমর্পিত করে, স্মরণমনন-নিদিধ্যাসন সমর্পণ শরণাগতি দ্বারা, নিজেকে replenish করে নেবারও সময় সুযোগ বের করতে পারছ না। —আমার অভিজ্ঞতায় : এটি শ্রেষ্ঠতম ভুল।

তোমার এবং তোমাদের অবস্থা এবং পরিবেশ এবং ভাবনাচিন্তার ধারা এবং গতিপ্রবাহ বুঝবার চেষ্টা করি। অনুভবের মাধ্যমে। বেশ-কিছু সময় থেকে, তোমাকে (বেশিরভাগ সময়েই) 'বোল', 'আম্রবকুল', 'আমের বউল', 'নীল', 'নীলকুমার' (ী), 'সুনীলকুমার', প্রভৃতি ডাকে না-ডেকে, শুধু 'মুকুল' বলেই ডেকেছি— ডাকছি এতে যেন তুমি অপরাধ নিও না, বা অসন্তুষ্ট হোয়ো না। যদি

অপরাধ নাও এবং অসন্তোষ আসে— তবে অতি অবশ্যই, আমি— নিজেকে শুধরে নেব। (কোনো বিশেষ ভাবপ্রণোদনের জন্যই ওরূপ ডেকেছি)।

Yes, you have put your fat on the fire. And, I cannot help— feeling concerned. Because;— whatever we do we all are doing this : reaping the harvest of our yesterdays. Sowing for our tomorrows.

I can only tell you of— some-of-the-truths I have known-and-follow, in my life: dearest, Mukul, burdens become light when cheerfully borne... and, a sunny disposition is the very soul of success...and, during a 'fight' with 'others',— discretion of speech is more than eloquence (যেখানে সেই 'others'বিদ্বান); and *to speak agreeably to him with whom we deal is more than to speak in good words or in good order...*

I only wish, Mukul dear, that you grasp this truth : There is always a voice saying the right thing to you 'some where, ... If you will only listen for it....

And, If-and-when you, Mukul, shall know-to listen and grasp: then: *It is wonderful what strength of purpose and boldness and energy of will* are aroused by the assurance that we are doing our duty.

As for me?!! "There is nothing so fatal to character— as half finished tasks ...." And I know that, the truly illustrious are they— who do not court praise of the world but perform the actions which deserve it মানুষের ইতিহাস থেকে আমার নাম— কেটে গেছে।

স্নেহাশীষ, ভালোবাসা এক দীন-ভিখারির নিও।

'জয়শ্রী', কার্তিক ১৪০৮
অক্টোবর ২০০১

সত্যের জয় হোক

চারণের ঝুলি থেকে এবার মহাকালের প্রথম পত্রটি বেরিয়ে এসেছে। 1962 December মাসে মহাকাল-পুনর্মিলনের প্রথম ছত্র। এক অত্যাশ্চর্য অভিব্যক্তি। মহাকাল সংবাদে আকুল অগণিত পাঠককে এবারকার এই উপহার।

Dear Darling, I felt amused and a bit surprised to find that you have quite missed the mark and failed to comprehend not only what is happening and shall happen but also this humble faquir. May be due to my affectionate love for your valiant selves I felt disposed to give you an inkling of the future set-up which shall be and in which you

shall live. To understand a man you have to understand the bed-rock on which he stands and he works. My most and only beloved mother was a direct initiated disciple of Paramhansa Dev. By every suck of her breast through every kiss of her, by the channels of her caresses, touches, tender looks and words, the Tattwa-shakties of the Divine Mother flowed in and filled me. My father gave unto me thoroughness and strength in service to others and fighting activeness. My Governnor, first tutor-guardian gave me missionary sacrificing zeal and all fighting all overcoming stamina. Collectively this I got through heredity, birth infancy and childhood. This is my bedrock. I have as far as I can remember never amassed or done anything any work, for my very own personal self, ease or comfort or for aggrandisement. I could not and cannot do so because I was not taught so. Heredity, birth, infancy, or childhood are the roots. A tree shall grow blossom forth and bear fruit accordingly. It cannot change. Essentially I have had been am and shall ever be alone. Even when amongst thousands I have felt myself alone. I inherited Mysticism from Mother. Paramhansa and Vivekananda. Throughout I have been constant. Even during most hectic times the deepest hours of night afforded a bit of time for that. I categorically told you, "the whole plan of action is already on gear and it is already on motion. No one in India and South-East Asia can, now, stop it and the schemes are being fulfilled, and there is absolutely no force which can halt it. And the Nemesis."

And, because you Invoked the Holiest name of Divine MotherJagadamba and, In her name you wanted to get the true answer to your query as to your hopes, I honestly told, "Yes Now the sphere of action embraces the whole of South-East Asia. Yes, son, be rest assured. In the name of Durga Bhavani Chandi, I give you the most sacred and inviolable word of honour (of a Deadman) your desire for change shall come. Amen!"

Any plan of activity Big or small is placed in gear and set on motion only after all considerations pros and cons have been made, all preparations short medium and long term completed and with adequate provisions for all sorts of emergencies and the aftermath. Isn't it? So when I told you that ....it is already in motion you ought to have understood everything— including the seemingly portentous mid-period and the bright aftermath. My words were explicity clear and unambiguous. So how could you form the idea that those

misappropriated amounts are required for the successful execution of our work? I only expressed my fervent wish that, if those huge amounts were with you i.e. true sons like you, then you could use it to really good purpose of serving the motherland thats all.

No money, no help is wanted this time for the execution of what is being executed and shall be executed to a successful finale. No money no help, no material from inside India this time.

Ah, my child Brave son of Mother Bengal! Your last paragraph of 17th dated letter, appealing— and— crying out in the name of Divine Mother Jagadamba praying to this old old Faquir, stating your hopes and utter darkness wrung my old heart to the core. My eyes became mysty. It was as if, I could hug you at that time. Despair not, fear not. Brave son! the future is yours. You don't know. You cannot comprehend, to what end your Dead Man is working and with what Powers. Your imaginations will be awed, your brain will reel if, even by chance, you could come to know even a fractional part of his present activities. My child! I can tell you with full affectionate honest gravity, your Dead Man is now poised for all eventuality; he is now poised "with THE THUNDER OF THOR in his hand" Ponder, think over and, try to fully fathom, the real purport of the above phrase. If you can fathom it correctly your breath will simply be taken away by the awfully unfathomable magnitude of the constructive-destructive powers which he is now in a position to handle and, press into action— if need arises. I have already (as prayed for by you, in the name of Divine Mother Jagadamba), given you irrepealable word of honour I donot know what more you can want and what more I can give! I can only aver again what I have already told you— just giving an inkling. Spread over a period, shocks after shocks with mounting crescendo SHALL be coming. A deep deep malign cancer is sapping out the vital saps of India. Like a Devilish octopus it has spread over and caught in its tentacles the whole body and spread over and outside. It has been thus for two thousand years. A most serious disease, fatal and malign, requires more than equal serious diagnosis and treatment. Taking into account your steadfast thoughts for him : I can here and now tell you with the utmost-serious and solemn gravity that, Dead Man is, now, so prepared that, even after— those thumps— if your surgeon finds the malignancy still lingering then, and only then, he SHALL tilt his central power point in such a manner and, stimulate arouse and suddenly activate some powers forces in such a direction

that a great war shall be unleashed. It can truly be said that, pent-up power is straining at the leash. And it is only your Dead Man's sober hands that restrain. It is not for nothing that an old man, in the course of the recent months went out of India twice, braving all the fatal hazards to his life and frail body. The result is before you. As I have told you war is not an emotional Business, it is a cold calculated affair. A slight inadvertant mistake might spell doom slavery.

'What is obtained too cheap— is esteemed too lightly.' The present government and party (and people too) obtained this freedom and position too cheap. And to put it bluntly, your rulers and the people (both) had become somnolant and fond of soft living. Rude shocks are needed to jolt them up. Again, I remember you. And in all endearment, I ask you to be on the watch out. If, during the coming thumps, your Dead Man finds the right effects— and— reactions and old man SHALL come over the horizon. But if (I pray unto Divine Mother to spare the necessity) the then situation, forces on him the imperative (obligatory) decision of unleashing— and— delivering the. mighty broadsides, oh! then— watch out. An old man appearing. One forewarning : If, if at all the mighty broadsides are discharged (at this time, this old Faquir is not so sure of this) that shall stun everything. Once unleashed, it shall take about years to shimmer down, even! And (in that extreme case) people shall be stunned into silent depression for a number of years. That is to say : they shall need so many years to get their breath back.

But, whatever the necessity might cause to happen : this old Faquir of yours gives his most solemn word of honour— in the inviolable and— most Divine name of Mother Jagadamba Durga-Bhabani Chandi— that Bengal— India SHALL drive again in Her full glory. Corrupt people on my motherland's soil will be completely eliminated gradually. And after a specified peiod dishonest persons will not have the right to exist on Indian soil. And one, rather your samaritans shall lead the whole world to the fourth stage of civilisation.

Could this frail Faquir be more explicit.

এই ভবিষ্যৎবাণী চারণের হৃদয়ে চিরজাগরূক হয়ে রয়েছে। এ তো কোনো কল্পনাবিলাসীর কল্পনা নয়, এ যে মহাযাজ্ঞিকের যজ্ঞাহুতির সংকল্প বার্তা। এর নড়চড় নেই। চারণ সেদিনের অপেক্ষায় রয়েছে— কবে ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে!

'দূরে নেই আমি'... 'নহি নহি আমি দূরে'

চল্লিশ বছর পূর্বে মহাকাল সমীপে উপস্থিত এক যোদ্ধা ও তৎসহকারী কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ করেছিলেন, 'কনসেনট্রেশন', 'ডিসপারশন', 'ডিস্ট্রিবিউশন' ও 'অকোপেশন' (occupation)। সেই সঙ্গে এ-কথাও বলেছিলেন, "Remember the schedule, your 'task operation' must not be found lagging at the 'proper hour'." উদ্ধার ও দখলের ইঙ্গিতও ছিল। চল্লিশ বছর বাদে আজ সে-সব প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। আমাদের হিসেবের ১০ বছর মহাকালের হিসেবে ১ বছর এবং সেই হিসেবে মাত্র চারটি বছর কাটল। পুনরায় একটি ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল। তাঁরই এই আকাশবৃত্তির রৌপ্যজয়ন্তীতে তিনি গৃহ বদল করলেন, যোগানুভূতি। জীর্ণ দেউলটি ফেলে নতুন দেউলে প্রবেশ করলেন— তাই শবানুগমনে যাঁরা ছিলেন বলতে পারেন না তাঁরা কী দেখেছেন— শবদেহ না অন্য কিছু! একমাত্র রক্ষক সিভিল সার্জেন, তাঁরই তদারকি, নীরবে ঘটনাটি ঘটে গেল। শুধু একটি কথা দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিধ্বনিত হতে থাকল— অপেক্ষা করো আবির্ভাবের, সেইসঙ্গে বিশ্বাস রাখো 'আমি তোমাদের পাশে সব সময় রয়েছি'। Have FAITH, I am always with you। এই বিশ্বাসের জোরেই চারণ ধুনি জ্বেলে প্রদীপের পলতেটিকে উজ্জ্বল করে চলেছে। ১৯৪৫ সালে তাঁর সৈনিকদের যে FAITH -এর কথা বলেছিলেন ১৯৪৫ দৃশ্যান্তরে যাবার পূর্বেও সেই একই কথা তিনি উচ্চারণ করলেন। তিনি কি গুহাহিত? হবেও বা। কারণ সেই ষাটের দশকে এত সব গুহার বর্ণনা কী করে দেন— আজ যে-সব গুহার— সন্ধান মিলছে তার বিবরণ চারণের কাছে চল্লিশ বছর আগে পৌঁছে গেছে— এই গুহাহিত— সাথীদের জন্য তিনি চান অসংখ্য রেকর্ড। আর একটি ভালো গ্রামোফোন যন্ত্র, চাই সিগার ও সিগারেট। তাই আর্জি এসেছিল দেশনেত্রীর কাছে— সেই আর্জির কিছু এখানে ব্যক্ত করতে চাই— কী ব্যস্ততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে অপ্রতুল সামর্থ্য অফুরন্ত ভালোবাসা দিয়ে তিনি তাঁর আরাধ্যের সামান্যতম স্বস্তির জন্য সমিধ সংগ্রহ করেছিলেন, প্রেরিত সেই সমিধে যজ্ঞ সাধিত হয়েছে— আজও সে যজ্ঞের ধুনি জ্বলছে। মহাকাল কোথায়? চারণই বা কোথায়? ইতিহাসের অভিব্যক্তি আলোড়ন তোলে— কখনো ripples কখনো তরঙ্গ।

মহাকালের এটি ছিল পুনর্মিলনের দ্বিতীয় নিবেদন। নিবেদনে তিনি বলেছিলেন I am hereunder writing out the items, which must be PROCURED, whatever happens as a 'Do or Die' missionary work পত্রপ্রাপকদের এই দুরূহকাজ উদ্ধার করা সম্ভব ছিল না, তারা অবশেষে দেশনেত্রীর কাছে এসে সব ব্যক্ত করেন— প্রথম পত্রের ইঙ্গিত অনুযায়ী সর্বস্ব ত্যাগ করে সেই চরম মুহূর্তে দেশনেত্রী

এগিয়ে আসেন— তাঁর অনুগামী সৈনিকদের নিযুক্ত করেন— সমিধ সংগৃহীত হয় :

১। a powerful transistor-radio, যে রেডিয়োর থাকবে faultless service কারণ এটি back of the beyond- এ ব্যবহৃত হতে পারে।

২। ক্রোনোমিটার রিস্টওয়াচ,

৩। টেলিস্কোপ,

৪। বিশেষ সংখ্যক অর্থ for 2 return incognito-trips

৫। 26 yds long x 48" wide (breadth) shimmering white pure silk cloth, one piece mulmull of same quality and size, one $13^1/_2$ yds x 48" shimmering white markin or of similar quality cloth.

বার্লিনে থাকাকালীন এক Radar Scientist কতকগুলি কথা বলেছিলেন, এই কাপড় সেজন্য প্রয়োজন। আজ আফগানযুদ্ধে আধুনিকতম Radar, Detection ইত্যাদির কথা শোনা যাচ্ছে।

৬। Fowler's (or Oxford) dictionary— complete.

৭। 6 pure Bengal silk white shirts, 12 pure silk under vests, 12 pure silk white Jangias size 40.

উপরের জিনিসগুলি চাহিদা তালিকা অনুযায়ী হয়েছিল। তাঁর পত্রের ১২ নম্বর item লিখছেন—

Now, you must consider this (12th) item and try to find out a solution. I am at a loss, Rather, to fulfil it :

When on my second dash-out, I was returning. As I was stepping out of a vast cave (yes, your officer-fighter-in-arms are in possession of hundreds & hundreds of caves, small-medium and vast and very-very vast far flung grand caves. Many of them bear clear evidence of having been inhabited by our civilized forefathers thousands of years ago. Your fellow officers and fighters in arms are in absolute possession. There are caves wherein battalions could rest and inhabit! 9 fellow fighter-in-arms of yours (all Indian) suddently shouted out with loving affection, "Your-! Please bring in for us plenty of Tobacco; cig. papers, cigars, biscuits, confec, etc...." I laughed out and said, "Well! you are burdening your old Faquir?..." (There too I term myself as Faquir)

সঙ্গীদের এইসব আব্দারের সঙ্গে মহাকালের যে আর্জি ছিল তা হল— I would have very intensely liked to have all the records of Pankaj and Ramprosad and those songs 'বৃন্দাবন চন্দ্র নন্দ দুলাল', 'ঝুলনে দুলিবে আজি সুদামা গিরিধারী' 'নেচেছে প্রলয় নাচন, নেচেছে নটরাজ' 'প্রলয় নাচন নাচলে যখন

আপন ভুলে হে নটরাজ'— এইসঙ্গে একটি গ্রামোফোন যন্ত্র— চাই ক্র্যাশপ্রুফ, ওয়াটারপ্রুফ এয়ারটাইট বাক্সে— কারণ It could have given me the feel of my mother Bengal beyond the Pamirs। শুধু স্বার্থপরের মতন ঐ কটি বা আরো অনেক বাংলা গানই নয়, যারা রাত দিনকে ঝড়ঝঞ্ঝা শীতগ্রীষ্মকে উপেক্ষা করে ঐ উত্তুঙ্গ মালভূমে দিন-বছর অতিক্রম করে একজনের আদেশ পালন করছে তাদের জন্য হিন্দি ভক্তিগীতের রেকর্ডের আর্জিও ছিল। ঐ রকম ১০০টি রেকর্ড চাই।

.... তৃতীয় পত্রে লিখেছিলেন, 'আমি জানি আমার মধ্যে কে আছে, কে আছেন, কোন্ শক্তি আছেন। সেই জন্যই আমি যোগী (যোগীন) সন্ন্যাসী ফকির। যেমন মহানদীর প্রবাহ, তার শাখা প্রশাখা দিয়েও প্রবাহিত হয় এবং তাদের উভয় তীর শস্য-শ্যামলা জনপথ— শোভিত হয়ে ওঠে। আবার এও দেখা যায় কি ঐ মহানদীর এবং তার শাখা প্রশাখা নদীর মধ্যে কোনো একটা মহাভয়ংকর শক্তিশালী হয়ে গেছে— তারও দুকূল শস্যশ্যামল ক্ষেত আর নগরনগরী আছে কিন্তু সবাই ঐ নদীকে ভয় করে। যেমন গঙ্গা আর পদ্মা (কীর্তিনাশা)। গঙ্গারই শাখা নদী পদ্মা। দুজনেরই দুকূলে শস্যশ্যামল ধরণী নগর ও নগরী। কিন্তু গঙ্গাকে কেউ এত ভয় করে না। পদ্মাকে সকলেই ভয় করে। করে না কি? কারণ এই যে গঙ্গা-সন্তান হয়েও পদ্মা মহাউন্মত্ত উদ্দাম— উত্তাল ভয়ংকর সর্বনাশী হয়ে ওঠে। ওর মধ্যে এই মহাশক্তি ভরে আছে। তাই লোকে ওর আর এক নাম রেখেছে কীর্তিনাশা। ও যেমন নিজের দুকূল শস্যশ্যামলা নগর-নগরী সমাকীর্ণ করতে জানে, তেমনি আবার ঐ নগর নগরী গ্রাম ক্ষেতের চিহ্ন পর্যন্ত লোপ করতে জানে। ঠিক তেমনিধারা আমি।

আমার, আমারই মা শ্রীশ্রীপরমহংস দেবের দীক্ষিত (directly initiated) শিষ্যাকন্যা। দীক্ষিত শিষ্যা কী? যখন কোনো সত্যিকারের সৎগুরু দীক্ষিতা শিষ্যা করেন, তখন সেই সদ্‌গুরু would be শিষ্যাকে সামনে বসিয়ে আসন গেড়ে বসে ধ্যান-যোগ দিয়ে প্রথমে নিজের গুরুকে ডেকে সাক্ষী রেখে তাঁর শক্তি আকর্ষণ করেন, তারপর গুরুর গুরু পরমগুরু তারপর পরাৎপর গুরুর এই রকম করে সৎগুরু থেকে ধরে গুরু পরম্পরা লাইন ধরে একেবারে আদ্যাশক্তি ব্রহ্মাতক জুড়ে যায় সেই আদ্যাশক্তিই ব্রহ্ম থেকে গুরু পরম্পরার হয়ে— সৎগুরুতক একই শক্তির স্রোত হল। সেই এমনি ধারায় স্রোত হলে অমনি সেই সদ্‌গুরু শিষ্যাকে ধরে শিক্ষা দিয়ে সেই স্রোতের সঙ্গে একযোগ করে দিলেন এবং তাঁর (সেই সৎগুরুর) এই দীক্ষা দেওয়া শক্তি— স্রোতের সঙ্গে জুড়ে দিলেন। ক্রিয়ার সাক্ষী সর্বগুরু পরম্পরা আদ্যাশক্তি ব্রহ্ম হয়ে গেল— একেই বলে আসল সৎগুরু দীক্ষিতা শিষ্যা। আর সব নকল। সেই মায়ের সন্তান আমি।...

শ্রীশ্রী ঠাকুরের ইষ্টদেবী কে ছিলেন, স্বয়ং ব্রহ্ম আদ্যাশক্তি মা। তবে আমি কে হলুম—

ঐ দেখ আমার মা :
"খড়্গ নিয়ে মাতিস রণে
নয়ন দিয়ে বহে ধারা"
ঐ আমার মা।
"দুই হাতে তোর মুণ্ড অসি
ললাটে তোর পূর্ণিমার চাঁদ
কেশী কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী।"

জাগো, ওঠো মা আমার তুমি। মহিষাসুরমর্দ্দিনী, চণ্ডমুণ্ড বিনাশিনি— দুর্গে চামুণ্ডে কালী-মহাকালী-জগদম্বিকে। এসো মা আমার এসো, আর-একবার এসো। তোর ভিখারী কঙ্কাল ছেলে কয়— আর একবার কোলে তুলে নে।

মহাকাল কথার টানে— হারিয়ে গিয়েছিলেন, আবার স্বভূমে ফিরে বললেন, দেবে আমায় একটা সুটকেসের মতন গ্রামোফোন— নিয়ে যাব দূরের প্রবাসে— The Pamirs পরপারে— যেখানে বসে শুনব বাংলা মায়ের গান। ভক্তেরা প্রাণপণ খুঁজে সেই সব অমূল্য রেকর্ড ও একটি গ্রামোফোন সেদিনে তাঁকে সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন।

এরপর একটি ছোটো গোপন বাণী এলো— আজ সেই বাণীটুকু এখানে লিপিবদ্ধ করি—

<u>Confidential</u>

দূরে নেই আমি, দূরে নেই আমি, নহি-নহি আমি দূরে।।
তোমারই বুকেতে, বঙ্গ ধূলিতে রয়েছি যে আমি ভরে।।
মূক যদি থাকি— দেখা নাহি দিই,
(এবার) মাতৃপূজার নিয়মই যে এই,
যবনিকা পারে, মৌন সাধনে
(মাঁ) নিয়োগ কোরেছে মোরে,
দূরে নই আমি, তোমারই ভেতরো, দেখো চোখ উঁচু করে।।
"অজপা" যোগেতে জনম যাহার,
রহস্য আবৃত জীবন তাহার ;
বিজয়িনী মাঁর শঙ্খ ধ্বনিতে—
যবনিকা যাবে সরে—
"চারণ", তোমার "পবিত্র" ধবল বুক দুটো যাবে ভরে

(সেদিন) বুকে তুলে নিয়ে পুলক বারিতে সব দুঃখ যাবে দূরে,
তবু দূরে নই, তোমারই বুকেতে এখনও রয়েছি ভরে।।
বিজয়-খড়গ দিয়ে মাঁর হাতে, মুকুট পরিয়ে মাঁকে,
তোমাদেরই হাতে তুলে ধরে দেবো,
রেখো গো যতনে তাঁকে।
সেই মহাক্ষণে থেকোনা ঘুমিয়ে
নিরলস রেখো আঁখি ;
(এই) দুই হাতে ধরে দুজনাকে দেবো (মাঁকে)
এই আশা বুকে রাখি।
দুই যুগ পরে স্নেহের পরশে—
আবেগ লহরী এলো ধমনীতে,
অশ্রু বহিয়ে বুক চেপে ধরে—
তাই এনু আমি সরে
তবু দূরে নই, তোমারই আঁখির পলকেতে আছি ভরে
শুধু তোমরা দুজনে বসে আছো এই ফকীরের বুক ধরে।

My hand trembling— had to write every letter remembering after two decadeds of lapse. Please transfer it to your own writing and, return the paper.

মহাকাল তথা ফকীরের অমোঘ নির্দেশ— অনুলিপির পর মূল ফেরৎ।

জয়শ্রী, অগ্রহায়ণ ১৪০৮
ডিসেম্বর ২০০১

'আমি তো একটি আলেয়া মাত্র...'

চারণের কাছে এই চিরকুটটি কেন এসেছিল সেটি সেদিন বোধগম্য না হলেও আজ অত্যন্ত সহজ ও অপ্রতিরোধ্য বলে মনে হচ্ছে। দিগন্তে যে-সব ভাবনার ঢেউ উঠছে— যে ভাবনায় এতোদিন সমগ্র শক্তিজোট সমবেত হয়ে একটি ঘটনাকে দুর্ঘটনার ছবি এঁকে তাকে বিশ্বাসযোগ্য করার প্রয়াস চালাচ্ছিল তা বিপর্যস্ত হওয়ায় এবং যাঁকে নিয়ে এতো কাহিনী তাঁর সঞ্চালন— বিক্ষিপ্ত বিচরণ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলিকে বিভ্রান্ত করে ছাড়ছে। এই বিভ্রান্তিকে ঢাকা দিতে নিত্য নূতন বিভ্রান্তির উদ্ভাবনা চলেছে। চারণের কাছে প্রেরিত চিরকুট তাই— দিশারী রূপে কাজ করবে— মাধ্যমের কাছে— মহাকালের নিবেদন—

ALL THEM-AND-THOSE YEARS, LAST YEARS,
AND, ALL THESE YEARS, FOLDED IN
AND FOLDSIN UPON THEMSELVES,
AND THE DISTANCE BETWEEN US
FILLED WITH UNSAID THINGS.

'বিজয়ী চারণের জন্যে লেখা চিঠিটা ১০ বার Peruse করে তারপরে দিয়ে দিয়ো। জানিনে, এখনো আপনাকে কেউ 'বিজয়ী চারণ' বলে ডাকবার আছেন কিনা।

মধ্যে মধ্যে ভাবি, কতই না কথা। সে-সব ভাবনার অংশীদার কেউ নেই। হয় না। আমি তো চিরকালই একলা— পথিক ফকীর!

তোমার চিঠিগুলো (তিনটে) পেয়েছি। উত্তর দিইনি, দিতে পারিনি বলে। বিজয়ী চারণ, আমি নিজে অপরোক্ষ (নিজ অভিজ্ঞতায়, প্রত্যক্ষভাবে) ভাবে জানি— জেনেছি : এই বিশ্বজগতে— কোন কিছুই হারিয়ে যায় না, হারিয়ে যায়নি, হারিয়ে যাবে না, যেতে পারে না। বহুবার এই সত্য নিজে দেখে জেনে— এর আগেও বলেছি।

স্মৃতিও হারায় না। এ জগতে, সব কিছুই নিজ নিজ স্বরূপে, যেমন কে তেমনই ধরা থাকে। কতো বলেছি।

"As human beings, we are, at all times, radiating energy, which is soaked and stored by items around us. Even our thoughts radiate an electrical field which leaves an imprint on objects in the form of energy. According to (Russia's) eminent scientist GENADY SERGEYEV : 'Every Human Being leaves an electrical imprint— energetical imprint as-well as an informational imprint, on objects that he touches or is close to. Every object around us has magnetic qualities. When it absorbs energy it changes the magnetic characteristics of its molecules. It is then that it becomes a natural magnetic recorder. Even over a brief period, man can record the information of his entire life on a nearby object. By-brief, I mean— in a split of a second."

The above theory has been proved by Dr. Sergeyev by way of Laboratory experiments and, he has invented an electronic instrument which records these impulses.

(our brain too, is undeniably an..)

বিজয়ী চারণ! কতো কতো-দি-ই-ইন পূর্বে, উপরের কথাগুলো, আমি বলেছিলুম, বুঝিয়েছিলুম তোমাকে! (হয়তো তখন আমার কথাগুলো 'হাস্যকর' বলে উড়িয়ে দিয়েছিলে)— এখন, এই হালের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ তো বিশ্বাস করবে?

চারণ! আমি তো কিছুই নই। আমি তো একটি আলেয়া মাত্র। এটাই-ই সত্যি! তবে, Come to think of it, আলেয়ারও উদ্‌গম (জন্ম) আছে, জীবন আছে, কার্য

আছে, কিন্তু মরণ (মৃত্যু, শেষ) নেই! আলেয়া, জন্মায় (উদ্‌গম হয়) দ্যাখা দেয়, তার কাজ করে যায়, দৌড়ায় স্থির হয়, অদৃশ্য হয়ে যায়, এক জায়গা থেকে অদৃশ্য হয়ে ফের অন্য জায়গায় জ্বলে ওঠে— প্রকাশময় হয়, কিন্তু ধরা দেয় না।

এখন বৈজ্ঞানিকেরা, আলেয়ার (W.O.T.W.) সহায়তা নিয়ে অনেক বিচিত্র কার্য ব্যাপার— জ্ঞান করেছেন।

ভালোবাসা, স্নেহাশীষ নাও।

পথিক ফকীর।

শুধু এইটুকুই (বলেছি এবং পুনরায়) বলে রখি—

আমি যাহা-যাহা বলে-এসেছি এবং বলছি (বলে যাচ্ছি) তা সব মিলিয়ে যাও, দেখে যাও।

প্রত্যেকটিই হয়েছে-হচ্ছে-হবেই।

ঘটিত হয়েছে— ঘটিত হচ্ছে— ঘটিত হবে-ই-ই-ই। যা যা সব হয়েছে হচ্ছে-হবে, সে-সবের উপর নজর দাও, সূক্ষ্মতম বিশ্লেষণ বিচার করে ভাবলেই একটি সত্য, তো পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠবেই যে, এসব কোনো রাজনীতিবিদ-কূটনীতিবিদ-রাষ্ট্রনীতিবিদ নিজ নিজ ইচ্ছায় বা চেষ্টায়, করেন নি বা করান নি।

এসব যেন "কেমন করে য্যানো ঘটে গেল, বা ঘটে যাচ্ছে"— এই ভাব আর কি।

আর এক একটি ঘটবার পরে জগতের সমস্ত দিগগজ কমেন্টেটাররা সব— 'বিং-রা' মতামত জাহির কর্তে উঠেপড়ে লাগেন। বার বার এই একই দৃশ্য।

পুনরাগমনায় চ।

আমি নেই-ই। আমার অস্তিত্ব নেই। আমার সঙ্গে তোমার তোমাদের কারুরই কোনো সম্বন্ধ নেই। এসবের দরকারও নেই। আমি একটি অলীক। আমাকে দরকারও নেই-নেই-নেই।

আমার অস্তিত্ব আমার কার্যসাধনায়— কাজে— মাতৃসাধনায়— তাঁরই নির্দেশে। আমাকে বিশ্বাস কোরো না। শুধু কার্য— কার্যফলকে দেখে যাও। এই-ই যথেষ্ট।

চারণ বাংলা-ভারত-বিশ্বের ঘটনাবলী দেখে চলে— নীরব দ্রষ্টা— আর শূন্যাতিশূন্য অলীক আলেয়া ব্যক্তিত্বের প্রতিটি ইশারা অনুভব উপলব্ধি-হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করে— বাইরে এক একটি ঘটনা ঘটে চলেছে— তাতে চাঞ্চল্য উত্তেজনা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা নিরন্তর রয়েছে— আর তারই সঙ্গে অন্তঃসলিলা স্রোত বয়ে চলেছে যে স্রোতে মহাকাল তাঁর অস্তিত্ব তাঁর ইশারা নিরন্তর রেখেই চলেছেন— সে স্রোতকে অবলোকন বা অনুভব করায় আত্মবিসর্জন জরুরী— অহং পরিত্যাগ করে কজন পারে সে বোধে পৌঁছতে।

'জয়শ্রী', পৌষ ১৪০৮
জানুয়ারি ২০০২

'তব চরণতলে সদা রাখিয়ো মোরে'...

চারণ মহাকাল ডেরা থেকে একটি চিরকুট Lee-র মুকুলকে পাঠিয়েছিল। দিনটি ছিল মহাআবির্ভাব দিবস। দেশনায়কের কর্মশহর— কলকাতা মহানগরীতে শোভাযাত্রা সহকারে যে অনুষ্ঠান পালিত হয় সে বিষয়ে চারণ লিখেছিল— মুকুলকে 'জানি না আপনারা কিভাবে আজকের অনুষ্ঠান সারছেন।'

'এখানে প্রত্যুষে ৬-৩০টায় আমাদের অনুষ্ঠানসূচী অনুযায়ী, ২৫ মিনিট পালিত হয়, প্রথমে 'মোরা সত্যের পরে মন আজি করিব সমর্পণ', গীত হল। তারপর দশ মিনিট ধ্যান এবং তারপর গুরুস্তোত্র পাঠ। এসব সাড়া হলে ঘরে বসেই অনেক গান হল।

জন্ম মুহূর্তে খাওয়ার জায়গায় বসে আশীর্বাদ পেলাম। আমরা গুরুস্তোত্র পাঠ করলাম, তারপর এলো মালা উপহার। এ এক পরম সৌভাগ্য।

গতকাল 'চারণ' তার পাণ্ডুলিপি অনুমোদনের জন্য পেশ করেছিল, কথা ছিল গতকাল দিনের বেলায় চারণ একটি বৈঠকের আজ্ঞা পাবে, আজ্ঞা পেয়েও ছিল, কিন্তু পরে তা পরিবর্তিত হয়েছে। রাতে ১২৭ পৃষ্ঠার মধ্যে ৯৪ পৃষ্ঠা পাঠ হল। দু'জন সঙ্গী পাশে বসেই রান্না সারলেন।

আজ বাকি অংশ পাঠ হবে।

মহাকাল প্রথম ক্ষেপের পাঠের পর বলছেন, 'এ কি আমার লেখা, আমারই মুখ নিঃসৃত আমি কাঁদছি তোমার লেখা পড়ে।'

আজ চারণ সেদিনের কথা স্মরণ করে অশ্রুজলে ভাসছে।

কত প্রশ্ন কত জিজ্ঞাসা পূর্ণ হল না। আবার কবে সে সুযোগ আসবে তা কেবল মহাকালই বলতে পারেন।

চারণের মুসাফির জীবনে এক ধূ ধূ প্রান্তরে হেঁটে চলেছে। পথে একটু শ্রান্তি দূর করতে একটি বৃক্ষতলে বসে আয়েস করে তার ঝোলাটি খুলেছিল— বাংলা ১৩৭৫ সালের একটি চিরকুট প্রাপক মুকুল— ওরফে সুনীল দাস— প্রেরক পরমসিদ্ধমহাপুরুষ শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথ ঠাকুর মহাশয়ের। চিঠির নানা অংশের বিশেষ দাগ মহাকালের।

মহাকাল ও ঠাকুর ওঙ্কারনাথ এক রহস্যময় যোগাযোগ।

'পরমসিদ্ধমহাপুরুষ শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথ সীতারামদাস ঠাকুর মহাশয়ের 'চিঠি-উত্তর' পড়লুম : তোমার চিঠি পড়লুম। তুমি যে ওঁকে কন্ট্যাক্ট করতে এত চেষ্টা করেছো, তা জেনে একটু আশ্চর্য বোধ করলুম। যাক, 'কষ্ট করলেই (তবেই) কৃষ্ণ মেলেন।' এ আপ্তবাক্য তোমার বেলাতেও সত্য হয়েছে। এইটাই আনন্দের কথা। (যাঁরা 'মাধ্যম' তাঁরা তো 'বাধা' সৃষ্টি করবেনই)। এই-ই তাঁদের রোল। ওসব হোল আর্ত-শরণার্থী-

কাতর-প্রার্থীদের আতুরতার-ভক্তিবিশ্বাসের (এবং অহঙ্কারের) ডিগ্রীর যাচাই। তুমি সফল-সার্থক হয়েছো। তুমি ধন্য। আমিও ধন্য হলুম তোমার দ্বারা, এভাবে।

মাঁ যেদিন নিজ লীলাকৃপায়, ওঁর (শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথ সীতারামদাস মহাশয়ের) স্থূল-প্রত্যক্ষ দর্শন করালেন (এও হতে পারে যে, পরমসিদ্ধমহাপুরুষ উনি ; তাই-ই, উনি, আমার সেদিনের হৃদয় মনের দারুণ বিকলতার— অবস্থা জেনে-বা-দেখে বা মায়েরই দারুণ বিকলতার— অবস্থা জেনে-বা-দেখে-বা মায়ের ধ্যান কর্তে কর্তে আমার ঐ অবস্থায় দেখে, উনি নিজেই ঐভাবে স্থূল-প্রত্যক্ষ হয়েছিলেন)— সেইক্ষণ থেকেই, আমি, অত্যন্ত চিন্তাতুর— ব্যাকুল হয়ে দিন কাটাচ্ছিলুম। কারণ, উনি, 'সংসার-ত্যাগী-পুরুষ', 'সন্ন্যাসী'। ওরূপ পরিস্থিতিতে,ওরূপ ক্ষেত্রে, ওরূপ অবস্থায়, ওরূপ সময়ে ;— ঐ ভাবের স্বপ্ন প্রদর্শনের— একটি মানে আছে, সুপ্রাচীন কাল থেকে সত্য। আর, আমি স্বপ্নে নয়, জেগে বসে— প্রত্যক্ষ-স্থূল দর্শন করলুম, ভ্রমবশতেও তৈরি হলুম, তারপর সত্য বুঝে পরমভক্তিতে প্রণাম করলুম, প্রায় আট-দশ মিনিটের ঘটনা। বিস্ময়-আনন্দে জিজ্ঞাসা করলুম। মৃদু হাসি হেসে— সরে গেলেন। সুতরাং 'ওরূপ অবস্থায় স্বপ্নে ওরূপ দর্শনের যে মানে হয়, সেই মানেটাই জগদ্দল পাথরের মতন— আমার ওপরে জেঁকে বসলো। তাই-ই ঐ ভাবে বার বার 'তারে' এবং চিঠিতে নির্দেশ পাঠাই ; তৃপ্তিকেও বার বার বলি।

তোমার 'তার' এবং চিঠি পেয়ে, অনেক অনেক শান্তি-আনন্দ পেয়েছি। (কিন্তু, তৃপ্তিকে যে-যে ভাবের কথা বলে, যে-যে প্রকারের কাতর প্রার্থনা নিবেদন করে শরণ নেবার কথা বলেছিলুম, সেরূপ ভাবে করা হয়নি, বোধ হচ্ছে। এঁদের দরবারে তদনুরূপেই আর্জি করা কর্তব্য (মানুষী-সামাজিক-অহংকারের রেশ নিয়ে, এ-সব দরবারে এগুতে নেই, উচিত নয়)। ...

তাঁর সঠিক পূর্ণ ঠিকানা পাঠাতে পারবে কি?

মহাকাল যেভাবে দর্শনলাভে সক্ষম— অথবা মহাপুরুষ মহাপুরুষে যে যোগানুভূত দর্শন মিলন সম্ভব— বাস্তবে যা ঘটেছে— তাকে অতিক্রম করে জাগতিক ঠিকানা-হদিশ-অপ্রাসঙ্গিক বলেই চারণের বোধ হয়। তবু সাধারণ মানুষের কাছে সেটাই সত্য— সহজবোধ্য।

মহাকাল ডেরা থেকে সেবার তাঁর আবির্ভাব দিবসে চারণের হাত দিয়ে দুটি তারবার্তা একটি মুকুলকে

'Vibrant Mukul let your voice and conscience vibrate thus. A mothers son is deeply moved by your invocation. Amen! for your sterling-self and others. Humble pronams to mother'.

অন্যটি তৃপ্তিকে পাঠিয়েছিলেন—

'Brave souls dear and true I am overwhelmed by your touching

expression. You Tripti... all four are solace for your Gurudev. May you be blessed and happy. Charan remembers you and thanks you in love. For the very consoling information. I love you all.'—

তৃপ্তিকে এমন হৃদয়-নিঙরানো ভালোবাসার তারবার্তা যেমন পাঠান আবার কখনো অসন্তোষে— কড়া চাবুকও যায়—

Considering your inhibitories,
Trouble some journey,
Insipid stay
Avoidable expenses
Slighting one's voice
And, not being a true soldier any more
I suggest in humility
Remain with your family and friends
Happy ;
Serenely worshipping Mother Sri Sri Durga'
Amen.'

True যোদ্ধা, অনুরাগী প্রেমী, শিষ্য, সাধক, যোগী, মহান আদর্শের ধারকবাহক! এঁরা সকলেই এক। সকলেই একই শ্রেণীর। সকলেরই গুণ-কর্ম-বিশেষত্ব একই প্রকারের। যমনিয়ম (ডিসিপ্লিন) ফেইথ, অবিডিয়েন্স, প্রেম আত্মনিবেদন, কর্ম-অগ্রগতি। (ডিসিপ্লিন = বাইরের জিনিস নয়। ডিসিপ্লিন— নিজেকেই নিয়ে)।। চলে চলাই এঁদের প্রাণধর্ম— আনন্দ। "প্রাপ্তির চিন্তা" এঁদের আনন্দ-হরণ কর্তে পারে না। "প্রাপ্তি"-র পরে "বোধ" নেই। এই জন্যেই কোনো মরমী-দরদী বলে উঠচেন "জিসনে" 'উসকো' খোঁজা, উসনে 'উসকো' পায়া। ঔর, 'উসে' পাকর— ফির 'উসকী' ঢুঁরনেমে লগ গয়া!" কতো বড় সত্য! মাঁকে পাবার পরেই, মা-কে আসল খোঁজা শুরু হয়।

দুর্গা পূজার দিনে, সব বাইরে থাকা লোকেরা, কতোই না চেষ্টা-চরিত্র করে আনন্দ-উল্লাস-ভরা হৃদয়মন নিয়ে, দেশে-বাড়িতে নিজজনদের মধ্যে ফিরে আসেন, মহাপূজার ভাবানন্দে বিভোর-বিহ্বল চিত্তে।

এই আনন্দের মহাদিনগুলিতে, আমি দীনাতিদীন পথিক ফকির।

বারবারই অন্তরায় হতে পারি না।

এক গভীর বেদনায়, উদাস হৃদয়ের এ চিঠি। চারণ ১৯৭২ ও ১৯৭৩-এর ক'টি তারবার্তা ও মহাকাল বচন উদ্ধার করলো। ... কত কথা কত অভিব্যক্তি যা সময়ের সাল তারিখের বিচারে নির্ণীত হয় না— মহাকাল বচন, তাঁর আশীর্বাদ, চিরন্তন— চিরসত্য—

এক মহাষ্টমীর আশীর্বাদ এসেছিল তাঁর ডেরা থেকে— সেদিন সে ডেরায় উপস্থিত ছিল, চারণ, তৃপ্তি, বড়ে লেড়কা, তস্য বড়ে লেড়কা। মহাকাল জানিয়েছিলেন তাঁর মুকুল রতনকে—

Some one sends out His affectionate love, tender blessings, Mahastami thoughts to his blessed Mukul Lee-Kamala...

সেই সেনাধ্যক্ষ ইতিহাস রচনা করে চলেছেন— আমরা তার অনুগমন করে চলেছি— আমাদের অনুগমন বাধ্যতামূলক।

মহাকালের পূর্বজীবনের ঘটনা নিয়ে জীবনীকার দেশনেত্রীর মাসিকপত্রে ধারাবাহিক লিখে চলেছেন— একটি সংখ্যায় মহাকালের কিছু মন্তব্য ধরে রেখেছিলেন চারণ— সেটি আজ প্রকাশ করার তাগিদ অনুভব করছে— কারণ মহাকাল এই পত্রিকার প্রতিটি পাতা কিভাবে পড়তেন— তার প্রতিটি শব্দ ও বাক্যে তাঁর কি প্রতিক্রিয়া হোত তা তাঁরই নানা অভিব্যক্তি থেকে প্রকাশ পেত। শ্রাবণ ১৩৭২ সংখ্যার পৃ.২৪২ তিনি লিখেছিলেন—

I ভদ্রলোকের অনুশীলন-এবং-পরিবেশনের প্রয়াসের জন্য জয়শ্রী নিশ্চয়ই তাঁকে বহু-বহু ধন্যবাদ এবং আশীর্বাদ স্নেহ দেবেন জানি। —যদিও প্রয়াস প্রয়াসই। প্রচেষ্টা মাত্র। তথাপি, কিন্তু ব্যথায় যে বুকটা ভরে যাচ্ছে। সুষ্ঠু লেখকের মাধ্যমে, জয়শ্রী! কাহাদের জন্যে এ-সব পরিবেশন কোরে চলেচো?! আজ, কে আছে এমন, যে তোমার কথা কান পেতে শুনবে?! হায়, জয়শ্রী!, তোমার কম্বুকণ্ঠের শঙ্খধ্বনি যে বাঙালিকে উদ্বুদ্ধ করতো বা কর্তে পারতো সে বাঙালি মরে গেছে।

II তার স্থানে, এখন যে বাঙালি দাঁড়িয়ে আছে, তার কাছে তোমার কোনো দামই নেই : সে তোমার আওয়াজ শুনতে চায় না। কাকে তুমি ডাকছো, জয়শ্রী?! তোমার মন্ত্রে সে মন্ত্রিত হতে চায় না। এখনকার মন্ত্র হোল : EVERYONE CARE FOR HIMSELF: AND DEVIL TAKE THE HINDMOST—রিফিউজি-অ-রিফিউজি সব। যে পার্টিশন-cum-রিফিউজির দরদে, তুমি বুক চাপড়ে কাঁদছো, জয়শ্রী!, তারা-ও (অন্যের কাছ থেকে দুটো পয়সা নিয়ে) তোমাকে চায় না, তোমাকে সহযোগ দ্যায় না।

III তবু... তবুও, (একজনার হৃদয় বলচে) 'ওগো একনিষ্ঠা সাধিকা, ওগো জয়শ্রী!, তোমার এ সাধনা ব্যর্থ যাবে না, যেতে পারে না। পরিপূর্ণ সফলতার আনন্দ-তৃপ্তি-গৌরব— তুমি পাবে, পাবেই, মাঁকালীর অমোঘ কৃপাতে। কেও-না-হয়-না-শুনুক ; কিন্তু একজন নিরন্তর তোমার ডাক শুনচে।' তুমিই ধন্যা জয়শ্রী!

জয়শ্রীর প্রতিটি রচনা তার প্রতিটি বিজ্ঞাপন বিজ্ঞপ্তি মহাকালের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো— প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ মন্তব্য নির্দেশ এক যুগান্তকারী পথ-নির্দেশক বলে

বিবেচিত হবে। তেমন কয়েকটি মন্তব্য তাঁরই স্বহস্তলিখিত— চারণ এখানে উদ্ধার করলো।

মহাকাল একটি রাত্রে কথা শেষ করতে পারেন নি। পরের দিন সকালে ডেকে কয়েকটি কথা বললেন— যার তাৎপর্য, গভীরতা চারণ অনুভব করে— মহাকাল কথনে পাঠককুল তার কিছুটা অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন আশা করি—

"একথা শেষ কথা বলছি। চারজন চারজনের কাছে গিয়ে একটি লাইন বদলে আনুক যেটা তোমাদের কথা প্রতিপাদিত করবে। কিন্তু যার জন্য এই বদলে আনা সে কারুর দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর কোনো দিন করেও নাই, করবেও না। সে যখন আসবে তখন এমনি-ই আসবে সেজন্য কারুর সম্মতি, অনুমতি এ-সব দরকার হবে না। ঝড়ের মতো আসবে সে। এটাই গতকাল রাত্রিবেলা বলা হয় নাই।"

আর এইসঙ্গে চারণকে জানালেন, 'জয়শ্রী'-র একটি ইংরাজি সংস্করণ হলে বড় ভালো হোত। সেদিনের সেকথা এই মুহূর্তের ঘটনাবলী— বৈদ্যুতিন ব্যবস্থা 'ওয়েব সাইটে'র সুযোগ আজকের আগামী দিনের ঝড়ের ইঙ্গিত দ্রুত বিশ্বময় ব্যাপ্তি লাভ করত— জয়শ্রী-অনুরাগী প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকা-অনুরাগী সবার কাছে চারণ সে নিবেদনই রাখছে।

'জয়শ্রী', বৈশাখ ১৪০৯
মে ২০০২

'কেউ ভোলে না কেউ ভোলে'

পুজো এলেই মনটা আনচান করে ওঠে। মহাকাল ডেরায় অতিথি অভ্যাগতের সমাগম। চারণ ও তার স্বদেশী সহযাত্রীরা দেশনেত্রীর আশীর্বাদ ও নির্দেশ নিয়ে এই দিনটির অপেক্ষায় থাকত। কত উপকরণ, পুজোয় নতুন জামা-কাপড়, নানা প্রকার মিষ্টান্ন ও সেইসঙ্গে জোড়া ইলিশ। কিছু দাবি কিছু আবদার— আর ভক্তকুলের তা পূরণের আপ্রাণ চেষ্টা। আজ সেসব কাহিনীতে রূপান্তরিত। গুরুগৃহে পদার্পণ এবং তার পরবর্তী মুহূর্তগুলিতে অভ্যাগতদের ডেরায় দ্রুত তারবার্তা প্রেরণ চলতেই থাকে— এমনই একটি তারবার্তা বিজয়া দশমীতে পাঠিয়েছিলেন তাঁর প্রাণপ্রিয় মুকুলকে—

> MUKUL DEAR, LEES MUKUL LIVE PROTECTED BY DIVINE MOTHER. A FAQUIR IS NATURALLY HUMBLE. IN HUMILITY PATHIK FAQUIR OFFERS HIS BIJAYA DASHAMI. MANASH ASHIRBAD- SNEHA-CHUMBAN-ALINGAN. HUMBLE SRADDHA PRONAM AT MA

JANANI'S SREE CHARAN, SREE BIJOYA LOVE BLESSINGS AND GUIDANCE ON SREEMAN...TO KAMALANAYAN, WITH HIS PRASANNA AJITCHOK, .. ILLYSIUM AND OTHERS. MUSAFIR'S BIJOYA DASHAMI ALINGAN. PRONAM BHALOBASA SERAAI-MIR JOYFUL. ADVICE SINGING BUBUL JAYATU BIJOYA.

চারণ এই আনচান মানসিকতায় ভাণ্ডার হাতড়াচ্ছিল এবং যা পেল তা একটি অতীত দিনের মহাকালের নিবেদন— কিছু ঘটনা কিছু কাহিনী। যে সময়টিতে কোনো লিপি কোনো বার্তা সংগ্রহ করা যেত না— এমনই একটি প্রতিবেদন তার বড় লেড়কার কাছে এসেছিল এবং বড় লেড়কা তা দেশনেত্রীকে পড়তে দিয়েছিলেন— দেশনেত্রী তাঁর পরম বিশ্বস্ত মহাকাল উক্ত 'শৈলকুমারী'কে 'কপি' করতে দিয়েছিলেন— আজ সেই কপিই প্রকাশ করছে চারণ।

১. উত্তরপ্রদেশ

উত্তরপ্রদেশে এলুম যোগী সন্ন্যাসী (এ তো সত্যিকথা, যোগ এবং সাধনা Mysticism) আমার শৈশব থেকেই একরকম। Bonafide সন্ন্যাসীও আমি বটে। যোগ-সাধন আমি Practical and guaranteed শিক্ষা দিতে পারিই। কিছু শিষ্য-শিষ্যা হলই। সবই বেশিরভাগ বড়ো এবং উঁচুঘরের। এক জায়গায় এমনি আছি। মাথা মুখ কামানো। (তখনও শরীরটা ঠিকই আছে। এখনকার মতো লাগাতার ৫ বছরের ব্যামো-কষ্টে মৃত কঙ্কালসার হয় নি)। লোক আসে যায়। একদিন তিন রঈশ এলেন (যিনি সম্ভ্রান্ত বংশে উৎপন্ন এবং কিছু জমিদারি আছে তাঁকে রঈশ বলে। গেঁয়ো চলতি ঢঙে 'রঈস' রহিশ বলে) একজনের হাতে একটা ফটো। Air crash-এ Death-এর খবর দিয়ে 'The Statesman সুন্দর Black Border দিয়ে '....' কোমর পর্যন্ত সুন্দর স্পষ্ট ফটো ছেপেছিল। ইনি সেটি কেটে নিয়ে বাঁধিয়ে রেখেছেন!! এক মহাযোগী সন্ন্যাসী রাজারাণী সাহেবের 'সৎগুরু' এসেছেন। অনেকেই এসেছেন প্রণাম করতে, উপদেশ নিতে— ইনিও মধ্যে মধ্যে এসেছিলেন Particularly দেখতুম, একদৃষ্টে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতেন। অবশেষে একদিন ঐ ফটো আনলেন। সবার সামনে রাখলেন। ফটোর নীচে যেখানে '....' নাম ছাপা ছিল— তা ইনি ইচ্ছে করেই বাঁধাবার সময়ে ঢেকে দিয়েছিলেন। সবাই দেখলো। একবার ফটো দেখে একবার আমাকে। সবাই একসঙ্গে বলে ভালো (হিন্দিতে) "বাবুজী! আপনি কবে ভগবান গুরুজীর ছবি তুলে নিয়েছেন? আমাদের কাউকে বলেন নি পর্যন্ত? এর এক এক কপি প্রিন্ট আমাদের চাই-ই চাই।" উনি গম্ভীর হয়ে বললেন, "অমুক অমুক আপনারা সবাই জানেন যে যখন কাগজে নেতাজীর প্লেন-ক্র্যাসে মৃত্যুর খবর বেরুল— তখনই কেন জানি না আমার হৃদয় বিশ্বাস করে নি। আমি তখন একথা আপনাদের বলতুম। আপনারা

হাসতেন। এই ফটোটি নেতাজীর। কাগজে উক্ত খবরের সঙ্গে এই ফটো ছিল কেটে নিয়ে বাঁধিয়ে নিয়েছি। আমার তখনকার অসহনীয় অবস্থাটা বুঝে নাও।" অন্যেরা বলল, "বাবুজী আপনি রহস্য করছেন গুরুদেবের সঙ্গে? এটা অন্যায়।" তিনি কিছু না বলে, পকেট থেকে ছুরি বের করে ফ্রেম-এর পেছন খুলে ফেলে Clipping-টা দিয়ে দিলেন... U.P. Govt.-এর Senior most P.C.S. রায় বাহদুরকে depute করা হল সত্যাসত্য নির্ধারণের জন্য। প্রথম দিন পেলেন। দ্বিতীয় দিন পেয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। এখন রিটায়ার করে এদিকেরই একটা জেলাতে আছেন— বাড়িতে। স্বপ্নেও জানেন না তাঁর গুরুদেব এখানে। সে জায়গা ছেড়ে দিলুম। গোঁফদাড়ি কামানো বন্ধ করে দিলুম।

২. লক্ষ্ণৌ

চোখটি দেখিয়ে চশমা বদলাবার দরকার। এক প্রসিদ্ধ অভিজাত চশমার দোকানের মালিকের সঙ্গে প্রথমে সময় ঠিক করে নেওয়া হল। সন্ধ্যা আটটা সাড়ে আটটা। সঙ্গে দু'জন আছেন। Car-এ গেলুম। মালিক নিজে এলেন, Test রুমে নিয়ে গেলেন। নিকেল Frame-এ পলা বদলে বদলে শেষে ঠিক হল। (এখন ফের গোঁফদাড়ি কামানো মুখ। মাথায় পাগড়ি)। Testing Room থেকে সুন্দর সাজানো খুব বড়ো Hall Room-এ এলুম সব, ফ্রেম পছন্দ করার জন্য অমন অভিজাত দোকানে বড়ো মানুষই বেশি যায়। মস্ত রুমটিতে অনেক লেডিজ ও জেন্টলমেন। ঠিক মধ্যিখানের টেবিলটার ওপর কম করে ৬০-৭০টি ফ্রেম ঢালা হল। টেবিলের ওপর Stand-এ একটি আয়না রাখা ছিল। আমার দুজন লোক আমার দু-পাশে, ফ্রেম পড়তে খুলতে অসুবিধে। পাগড়ি নামালুম। একটা সোনার খালি পড়লুম। আমি বুঝতেও পারিনি কি হয়ে গেল। হঠাৎ যেন পৃথিবীর সব আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল খেয়াল করলুম। Pin Drop Silence ছেয়ে গেছে Hall-এ। বাঁদিক থেকে আমার শরীর কিছু ছুঁয়ে গেল। ইশারা সাবধানের— বুঝলুম। চোখ ঘুরিয়ে দেখি সবার চোখ আমার ফ্রেম পরা মুখের ওপর। একটা অবাক অস্ফুট ধ্বনি ছিটকে উঠল " ন্-ন্-নেতাজী!" চার-পাঁচজন স্যুট-বুট সমতে সেখানেই উপুড় হয়ে পড়লেন— প্রণামের জন্যে, ও তিনজন লেডি এগিয়ে এলেন ধরতে— বাকিরা দৌড়ালেন। বিদ্যুতের মতো ফ্রেম ফেলে পাগড়ি হাতে Car-এ। ইঞ্জিন চালু ছিল (এই নিয়মেই চলি Car-এ) Speed limit, নিপুণ, সিদ্ধহস্ত লড়াকু ড্রাইভার— হাওয়াকে ভেঙে— পেছনে করল। Advance Rs. 50/ ও চশমা— এখনও সেখানে পড়ে আছে (তিনজনার একজন 'চৌধুরী'— যে এখানে এসেছিল, যার কথা শুনেছ)— তারপর জানলুম কারণ : লক্ষ্ণৌর এক প্রসিদ্ধ প্রফেসর— জ্যোতিষী দু-তিন মাস আগে বলেছিলেন— "নেতাজী আছেন এবং লক্ষ্ণৌতে আসতে পারেন।" ফের চুল-দাড়ি-গোঁফ রাখা শুরু হল।

৩. মধ্যপ্রদেশ (পূর্ব)

M.P.-তে (East) একজন প্রসিদ্ধ ১০০ বৎসরের বৃদ্ধ সত্যি সন্ন্যাসী আছেন। তিনি যোগীপুরুষ প্রথমে সিভিল সার্জেন ছিলেন। (তাঁর মানে পুরানো সিভিল সার্জেন, অর্থাৎ বিলেত থেকে M.D., F.R.C.S. ইত্যাদি হয়েছিলেন।) তিনি বহু বৎসর পূর্বে নিজের অন্তরঙ্গ শিষ্যদের প্রায়ই বলতেন, "দ্যাখো গান্ধী ছিল কবীরের অবতার। কবীর যেমন জোলা ছিল গান্ধীও সেই জন্যে জোলা তাঁতির মতো বুদ্ধি ও সেই মোতাবেক ছিল। ঐ বুদ্ধিতেই অপঘাত— অপমৃত্যু হল! আত্মার গতি পর্যন্ত হয়নি। জওহরলাল কামালের (কবীর দাসের শিষ্য) অবতার। সেই জন্যেই জোলার শিষ্য জোলা-তাঁতির মুসলমানী ঢঙ, তেমনি বুদ্ধি, ওর মুসলমান ভাইও আছে— মতিলালের মুসলমানী রক্ষিতার ছেলে। তাই জওহরলালের অমন নষ্ট বুদ্ধি— নষ্ট কর্ম। নেতাজী সুভাষচন্দ্র শ্রীভগবান শঙ্করের (শিবের) অবতার। ভগবান শঙ্করেরই মতো ধর্ম-কর্ম-তেজ বুদ্ধি-বল। ভগবান শঙ্করের অবতার এইজন্য কন্দর্প বিজয়ী। তাঁরই মতো সব করে দেখিয়ে দিয়েছে। আবার শঙ্কর পূর্ণ ত্যাগী। তিনিই সব কিছু বিজয় করে অন্যান্য দেবতার এবং ব্রহ্মা-বিষ্ণুদের ঐশ্বর্য দিয়ে থাকেন। কিন্তু নিজে সব ত্যাগ করে ভিক্ষুকের বেশে থাকেন। তাই তাঁর অবতারত্ব সবাইকে সব দিয়ে নিজে সব ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন। উক্ত সন্ন্যাসীজীর দুটি শিষ্য কয়েকবার এসেছিলেন। তাঁদের আমার সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ ছিল না। তিনি নিশ্চয়পূর্বক বলেছিলেন, "সুভাষচন্দ্র নিশ্চয়ই ভারতে আছেন কি আসবেন মনে নেই। তিনি ইউ.পি.-তে আসবেন এবং নিমসারে থাকবেন কিছু সময়। একথা তোমরা নিশ্চয়ই জেনো...।"

৪. উত্তরপ্রদেশের জীবন্মুক্ত সিদ্ধ পুরুষ

এই ইউ.পি.-র এই দিকেই এক মহান জীবন্মুক্ত পূর্ণ সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন (যেমন শ্রী শ্রী ঠাকুর) মুসলমান। তাঁর অনেক হিন্দু-মুসলমান শিষ্য আছেন। ইনি বসেই থাকতেন সব সময়ে। মনে হতো বসে বসে ঘুমুচ্ছেন। কারো কিছু জিজ্ঞাসা করবার থাকলে— কাগজে লিখে— তাঁর কাছ থেকে প্রায় ৩০-৪০ হাত দূরে, হাঁটু গেড়ে (মুসলমানী ঢঙে) বসে সেলাম করে, সেইখানেই প্রশ্ন লেখা বা প্রার্থনা লেখা কাগজটি হাতে করে ৬/৭ দিন লাগাতার গিয়েছে। কাউকে বিলকুল কিছু বলেন নি। কাউকে যা দরকার উত্তর দিয়েছেন যেন অনেক দূর থেকে স্বপ্নের রাজ্যে বসে। এই জীবনে অনেক আশ্চর্যজনক সত্য অসম্ভব ঘটনা আছে। জজ-নবাব— তথা গরীব থেকেও গরীব এঁর শিষ্য আছেন।

একজন মুসলমান ভদ্রলোক got interested in me. Rather he began to get affectionate। কিছুদিন পরে এই মুসলমানটির কোনো-না-কোনো কারণে সন্দেহ হল। কিন্তু সে সন্দেহ আমার কাছ থেকে পূর্ণরূপে লুকিয়ে রাখতেন। ঐ মুসলমান মহান জীবন্মুক্ত সিদ্ধ পুরুষের একমাত্র ছেলে (একটি) ছিল। ঐ ছেলেটির সঙ্গে এই

মুসলমান ভদ্রলোকের খুব মিত্রতা-দোস্তি, এঁর মাথায় একটা উপায় এল। একটি কাগজে ইনি দুটি প্রশ্ন লিখলেন।

(a) আমি যে হিন্দু সন্ন্যাসীর কাছে নিমসারে যাতায়াত করি তাঁর সম্বন্ধে 'অমুক' ধারণা হয় আমার এই বিশ্বাস কি সত্য। আমি কি তাঁকে বিশ্বাস করতে পারি?

(b) তিনি বললেন, 'তাঁর সমস্ত সাধনা, সমস্ত প্রয়াস, দেশ এবং দেশের অগণিত মা-বোন-বাপ-ভাইদের দুঃখ-কষ্ট কিছু পরিমাণে মেটাবার জন্য করছেন। আমি প্রার্থনা করছি যে যদি এই হিন্দু সন্ন্যাসীর এই কথা সত্য হয়, তবে আপনি আশীর্বাদ দেবেন কি— যাতে এঁর সাধনা সত্য এবং সফল হয়? আমি আপনার শ্রীচরণে চুমু খেয়ে এই দুটি প্রার্থনা করছি।'

একটা কাগজে এই দুটি লিখে— ইনি, এঁর বন্ধু (ঐ মহাসিদ্ধ পুরুষের) ছেলের হাতে দিয়ে বললেন, 'দোস্ত তুমি আমার হয়ে এই আর্জি (প্রার্থনা) তোমার বাবার কাছে করবে। ছেলের জন্যেও তাঁর ঐ একই নিয়ম। ছেলে ঐ নিয়মেই প্রার্থনা শুরু করলেন। একদিন গেল— উত্তর নেই। খবর দিলেন, ভাই ফের চেষ্টা করো। দ্বিতীয়বার ফিরে এসে বললেন, 'ইয়ার! চুপ করে থাকলেন কিন্তু মুখে একটু ঈষৎ হাসি দেখলুম।' ইনি পুনরায় request করলেন, 'ইয়ার (ইয়ার— মানে বন্ধু) আমার খাতিরে আরো একবার চেষ্টা করো।' তৃতীয়বার ঠিক ঐ প্রকারেই প্রার্থনা হল— এবার জবাব বেরুল, যেন কোনো মানুষ দূর থেকে ঘুমন্ত কথা বলছে— 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি ওঁর জন্যে খোদার কাছে আর্জি পেশ করে দিয়েছি এবং শুভাশীর্বাদ দিয়েছি'— এই উত্তর তাঁর পুত্র নিয়ে এল। ঐ মুসলমান ভদ্রলোক খুশিতে লাফিয়ে উঠলেন— গদগদ হয়ে গেলেন—

First পার্ট হল 'a' এর উত্তরে, Second half হল 'b'-র উত্তরে।

৫. স্বামী ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীজীর শিষ্য

ব্রহ্মলীন জ্যোতিপীঠাধীশ জগৎগুরু শ্রীশঙ্করাচার্য, স্বামী ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীজীর এক শিষ্য ইউ.পি.-র এক অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত বংশের। এই শিষ্যকে শ্রীব্রহ্মানন্দজী 'পরোক্ষ বিদ্যা' শেখাতে আরম্ভ করেন। পরোক্ষ বিদ্যার দ্বারা 'মৃত পুরাতন ও আধুনিক মনুষ্যদের অশরীরী জীবাত্মাদের আগমন হয়।' এই বিদ্যাতে নিপুণ করে দেয়ার পর গুরুদেবের আদেশ হল— এলাহাবাদের স্বনামধন্য ডাক্তার চতুর্বেদীর সহযোগী হয়ে এই বিদ্যার দ্বারা পুরাতন ঋষিদের contact করো। 'আত্মিক-আধ্যাত্মিক যন্ত্রাদির পুনঃপ্রাপ্তি করো— Research'— চার বছর এঁরা এই কার্য করতে থাকেন। এ 'বিদ্যার' দ্বারা প্রাপ্ত উপদেশ মতো কাজ করে, ডাক্তার চতুর্বেদীর ১২ বছরের ডান হাতের পূর্ণ পক্ষাঘাত এক ঘণ্টায় ভালো হয়ে গিয়েছিল। যন্ত্রাদির (প্রাপ্ত) নকশায় আমি দেখেছি তাই। তারপর শ্রীস্বামী ব্রহ্মানন্দজী ব্রহ্মলীন হলেন। এই শিষ্য (গুরুদেবের পুত্র আদেশ মতো) নিজের বাড়ির দোতলায় একটা শুদ্ধ পরিষ্কার ঘরে এই কাজ চালু রাখলেন। হঠাৎ কিছু হল। একদিন মিস্টার গান্ধী এলেন। ভয়ানক কাঁদছেন। কাঁদতে কাঁদতে

চিৎকার করে বললেন : 'বাঁচাও বাঁচাও, জ্বলে যাচ্ছি, জ্বলে যাচ্ছি— বড্ড ভুল করেছিলাম, ধোঁকা দিয়েছি— উদ্ধার নেই। আমাকে উদ্ধার করো। সুভাষকে বলে দাও তার বাপু প্রার্থনা করছে, তার বাপুকে এসে বাঁচাক, উদ্ধার করুক। না, না, সুভাষ মরে নি মরে নি— সে কাজে লেগে আছে। এখন এম.পি.তেই আছে— জায়গায়— অমুকের বাড়িতে— অমুকের গুরুদেব হয়ে। যাও যাও, আ-আ— voice trailed away— (ভদ্রলোক বললেন, ঐ করে দুজন লোক চিৎকার করে মূর্ছিত হয়ে যান)। তারপর আর একদিন শ্রীশ্রী স্বামী বিবেকানন্দ— অত্যন্ত sober loud and affectionate— I am Vivekananda! Go, find- 'S' please tell him Mother & I watching and standing behind him. Tell him all all's Ok. He receives Sri Thakur's blessings. Mother's power.

তারপর আর এক রাতে— Dr. S. Mukherjee— I have been murdered victim of confidence.— ওঁকে কেমন করে মারা হয়েছিল তা বললেন— তারপর বল্লেন— The Son of Bengal 'S' is there. Tell him, I bless him। তারপর আরেক-দিন শ্রীশ্রী জগদ্‌গুরু আদি শঙ্করাচার্য। প্রথমেই তিনি কতকগুলো ইশারা এবং গুরু পরম্পরার শ্লোক বললেন— শ্রীশ্রী দুর্গাপুত্র-কে আমার আজ্ঞা বলে দিয়ো। আমার আশীর্বাদ দিয়ো (All in Sanskrit)। আর একদিন বিশ্বকবি কবীন্দ্র রবীন্দ্র— 'Tagore Tagore Rabindranath too N. S. Oh! please tell him about his—'

তারপর দিন এলেন এঁর গুরুদেব। 'ব্রহ্মলীন জগদ্‌গুরু শ্রী জ্যোতিপীঠাধীশ। স্বামী ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী। — "দ্যাখো (শিষ্যকে বললেন) আমাকে ধনের লোভে অমুক অমুক ... পরামর্শ করে বিষ দিয়ে মেরেছে ট্রেনে— তোমার— করো। এবং অমুকের সম্বন্ধে এই লাগাতার কিছুকাল ধরে যাঁরা মহাপুরুষেরা এসে আজ্ঞা দিয়েছেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করো। তোমার মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতার বীজ আছে— তা থেকে— তা থেকে বাঁচাবার চেষ্টা এতদিন করেছি। তুমি 'তাঁর' সঙ্গ নাও। বিশ্বাসঘাতকতা করে বোসো না — যদি করো তোমার পত্নীর মৃত্যু হবে। তুমি মহাকষ্ট পাবে— তোমার ঘরে সব ব্যাভিচারিণী হয়ে যাবে।"

তারপর— শ্রীমতী— nightingale সরোজিনী নাইডু।।— 'যাও যাও যাও আমি আদেশ দিচ্ছি যাও। বলে দিয়ো,— মগধ-সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের পুনরাগমন প্রতীক্ষা করছে— আমি তাঁরই সরোজিনী। পুষ্পাঞ্জলি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। চলো— তোমাদের Car-এ আমার অশরীরী শরীর যাবে তাঁর ঠিক ডানদিকে গিয়ে বসব। তিনি বাঁদিকে কোনো স্ত্রীকে বসতে দেবেন না (in English) বলো— যাও— সরোজিনী আজ্ঞা দিচ্ছে'— Then Bal Gangadhar Tilak— then this gentelman's father— হ্যাঁ শ্রীশ্রী শ্রীমৎ জগদ্‌গুরু শ্রীশঙ্করাচার্যজী একটা আজ্ঞা দিয়েছিলেন— 'সনাতন হিন্দুধর্ম এঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে—'

'এই Sitting-এ এঁর father-in-law যিনি ইউ.পি.-র একজন প্রসিদ্ধ Advocate এবং Dr. K.N. Katju-র আশৈশব বন্ধু, স্বর্গীয় মতিলাল নেহরুর Secretary Mr. Dixit, ভারতবিখ্যাত গোস্বামী পণ্ডিত গণেশ দত্তজী ইত্যাদি থাকতেন। এই চৌধুরীই আমার বহু ক্লেশের কারণ হয়েছেন। এই প্রখর মহা গোপনীয় কথা নিজের বোনকে প্রথমে বলে, তারপর স্ত্রীকে। এই বোনটি বিবাহের পরই বিধবা, It is said by Chowdhury himself that she is— (আমি বলতে পারিনে) এই Lady আমাকে সব মিলিয়ে ৫/৬ বার মাত্র দেখেছেন। তখনও আমি এই রকম শরীরের হয়ে পড়িনি (মাকে জিজ্ঞাসা করে দ্যাখো) She became so void of all sense of modesty that she openly solicited her brothers & sister-in-law's active help— এখানে আসার পর, আমার জীবনযাপনের কঠোরতায় অসমর্থ হয়ে, মায়ের টাকা সব খরচ করে, আমাকে রোগশয্যায় ফেলে রেখে (আমার ঔষধের জন্য) আদা নিয়ে আসার ভান করে পালিয়ে গেল। আমার এখানে থাকবার জন্য চারজন আলাদা আলাদা চারটে জায়গা offer করেন। আমি রোগশয্যায় থেকেই এই শিবালয় স্বীকার করি, নিতে। এই জায়গা পাণ্ডা শিবনারায়ণ রাজারামের। এখানে একটু মজার ব্যাপার আছে। শিবনারায়ণকে এখানকার পাণ্ডারা ঈর্ষা করে, কারণ এরা দত্তকপুত্র। এদের কাছে যত খবর জমি, বাগান আছে আর কোনো পাণ্ডার কাছে নেই। এই জন্যই জ্ঞাতি শত্রু। সবাই চায় যদি এরা না থাকে— তবে এদের সব এরা ভাগ পাবে। প্রথম থেকেই শিবনারায়ণকে নীচু করার জন্য এক-না-এক মামলা-মকদ্দমা ছুঁইয়েই থাকে। এমন-কি একবার এর বাড়িতে রাত্রে ডাকাতি করবার জন্যে যারা (অন্য প্রতিবেশী পাণ্ডারাই) এসেছিল তাদের মধ্যে স্থানীয় Police Out Post-এর Head Constable নিজেও সামিল! এখানে চুরি, ডাকাতি, গুণ্ডামি বউ-বেটি-বোন ভাগিয়ে নিয়ে যাওয়া, বেচে দেওয়া, বিষ দেওয়া— বাপ মেয়েকে, মামা ভাগ্নিকে, স্ত্রী-স্বামীকে বিষ দিচ্ছে। নরহত্যা প্রভৃতি একরকমের রোজকার কথা। পুলিশের কাজ হল টাকা নিয়ে পেট মোটা করা। আমি এখানে আসার পর— আর যে তিনজন offer করেছিলেন তাঁরা প্রার্থনা করতে থাকলেন— 'এ শিবালয় খারাপ জায়গা প্রতি বৎসর জলে ডুবে যায় (সত্য কথা), জঙ্গলে অবস্থিত চোর, ডাকাতের ভয়— আমাদের জায়গা গ্রহণ করুন। রেজিস্ট্রি করে দেব। ইত্যাদি।'

'কিন্তু আমি সন্ন্যাসী। জবাব দিলুম না। একদিন কথায় কথায় শিবনারায়ণকে এঁদের কথা বললুম। তখন আসল কথা জানলুম।' শিবনারায়ণ বললে— 'শ্রী ভগবানজী, আসল কথা এই যে— আপনি যাদের নাম নিলেন এরা সবাই আমার দুশমন (শত্রু) এদের সঙ্গে মকদ্দমা চলছে এরা আমাকে নীচু দেখাতে চায়। আপনি এখানে থাকেন, কোথাও যান না— কেউ আসলেও দেখা দেন না, কাউকে ডাকেন না, কাউকে জানেন

না, কারও কাছ থেকে কিছু চান না ; তবু এত সব দূর থেকে আপনাকে প্রণাম করতে আসে এতে আমারও মর্যাদা বাড়ছে। সবাই এই কথাই বলছে আট-দশ জেলাতে, পাণ্ডা শিবনারায়ণের এখানে অমুক স্বামীজী রয়েছেন। এতেই আমার শত্রুরা জ্বলে মরছে। ওরা চায় আপনি আমাকে ছেড়ে অন্য জায়গায় গেলে আমার মর্যাদাও কমে যাবে। এখন হাকিম হুকুম সাহেবরা সকলেই আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন আপনার দোহাই দিয়ে বাগানবাড়িও তৈরি করেছি— কোনো অফিসার বাধা দেননি। হে ভগবানজী, আপনি আমাকে ছেড়ে যাবেন না।' চৌধুরীর বোন এলো— অনেক প্রকারের অনেক চরিত্র রচনা করল আমার কাছে আসবার জন্য। অসমর্থ হল। ফিরে চলে যাচ্ছিল। তখন শিবনারায়ণের জ্ঞাতিশত্রুরা দেখল অপূর্ব সুযোগ। ওরা রাস্তা থেকে বৌ-বোনকে ডেকে নিয়ে গেল। She became so vulgarly that she openly stated her desire (lust) for– and asked all the Pandas' wives to help her and her (and her two other female realtives) to get my sanction of living with me (all 3 of them) and for ousting my Mother! She even proclaimed this in the laws of this place. তখন শিবনারায়ণের স্ত্রী বেরিয়ে এলেন। তাঁকে দেখেও এই তিনটি স্ত্রীলোক এই লজ্জাকর কাজের জন্য সাহায্য চাইল। শিবনারায়ণ লালের স্ত্রী তাদের আধঘণ্টা এত ভয়ানক— অশ্রাব্য গালি দিলেন— যা শুনলে ভূতও বোধ হয় কানে আঙুল দিয়ে লজ্জায় মুখ লুকোবে। তুমি জানো— 'a jilted woman can shame the devil in her wickedness' তাই হল। শিবনারায়ণের শত্রুদের সঙ্গে ওরা এক হলেন। তারা হচ্ছেন (শুনি মাত্র, জানিনে তো কাউকে আমি) পাণ্ডা রাম সামহী (এত দুশ্চরিত্র যে তার ছেলেও নিজ স্ত্রীকে নিয়ে পালাতে বাধ্য হল)। পাণ্ডা রাম দুলার (এও দুশ্চরিত্র এবং নারদানন্দের ওখানে মাস্টারি করে)। পাণ্ডা জঙ্গল মঙ্গল এক বইপড়া হোমিওপাথি হাতুড়ে ডাক্তার যে স্ত্রীর নামে ঢোল বাজিয়ে পেট চালায়। ভাড়া টাড়া দিতে পারে না, এখানে-ওখানে সরে সরে বেড়ায়— এবং ইউ.পি.-র 'লাট সাহেব' বলেন ; জঙ্গল মঙ্গলের তিন ছেলে। নারদানন্দের ওখানে আট-দশজন (নারদানন্দের আশ্রম বলতে এর ভাই বৌ & his father-in-law বড়ো সহায়ক ছিলেন) প্রথমে উড়োল আমার ভাই— এই মাতাজীকে ৭৫ হাজার টাকা জমিদারির বন্দোবস্ত দিয়েছে, সোনা-রুপোর বাটি দিয়েছে। তারপর হল ১ লাখ টাকা, তার পর হল দেড় লাখ টাকা। শিবনারায়ণ খবর পেয়ে আমাকে লুকিয়ে চৌধুরীকে লিখল— তোমার বোন এরকম উড়ছে। কী ব্যাপার? চৌধুরী জবাব দিলেন— আমার বোন আমাকে লুকিয়ে ওখানে গেছে। বড়ো লজ্জার কথা। ওর এসব কথা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যে। রুপোর বাটি তো বাড়িতে আমার কাছেই আছে। ও শুধু নিজের কাজ হাসিল করবার জন্য এই কাণ্ড করছে। ও আমার আশ্রিতা-মাত্র। বাড়ির একমাত্র কর্তা ও মালিক আমি। শ্রীভগবানজীর এবং মাতাজীর সঙ্গে এসব বস্তু বা চাঁদির বাটির

কোনো সম্বন্ধ নেই। আপনি দয়া করে আমার মহাদুঃখী ভগবানজী ও মাতাজীকে দেখাশুনা করুন। আমি S.P.-কে ও S.O. Bisreikh-কে এবং (৪-৫ জনের নাম নিয়ে) অমুক অমুককে আজই Registered চিঠি দিলাম কেউ যদি আপনার কাছে যায়— আপনি এই চিঠি তার মুখের সামনে ধরবেন। (This is the only good thing this fellow did) দুমাস পরে ও চিঠি আমার হাতে আসে। আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছি।

এরা সবাই মিলে Police আনল just to get my matter out. ঐ স্ত্রী তিনটি এক হাজার টাকা নগদ S.O.-কে দেবে, যদি মাকে আমার কাছ্ থেকে সরিয়ে ওদের তিনজনকে রাখিয়ে দিতে পারে। প্রথম দিনেই S.I. তো গাল খেয়েই চলে গেল। দ্বিতীয় দিনের তাঁর ওপরওয়ালা S.O. এলেন সঙ্গে অনেক Constable এবং এখানকার (শিবনারায়ণের শত্রু) ৪০-৫০ জনকে নিয়ে (চৌধুরীর বোন চক্রতীর্থে বসে আছেন— এদের পাঠিয়ে) This fellow recieved a good thrashing in the hands of my mother— আমি তখন ওই S.O.-কে ভিতরে আসতে দিয়ে আধঘণ্টা কিছু বললুম। S.O. মায়ের পায়ের ওপর আধঘণ্টা মাথা রেখে রইল। মা-ছেলের সম্বন্ধ হয়ে গেল, প্রসাদ নিয়ে বেরিয়ে গেল। বোমার মতো ফেটে পড়ল চৌধুরী বোনের ওপর।— being frustrated তাঁরা Local পাণ্ডাদের লাগালেন। রোজ আমার কাছে প্রার্থনা আসতে লাগল। মাতাজীকে সরিয়ে দিয়ে আমাদেরকে থাকতে দিন, অথবা মাতাজীও থাকুন (কিন্তু বাইরে) আমরাও থাকব ভেতরে। খুব রাজার হালে সেবা করব।

তারপর এক গভীর রাত্রে তিনজন গুণ্ডা বদমাইস পাণ্ডা এলো মা এবং রাজকুমারের ওপর চড়াও করতে। রাত দেড়টায়। আমার যোগসাধনা শেষ হচ্ছে। আমার দরজা খোলা। তারা সোজা মাতাজীর ঘরের দিকে গিয়ে দরজায় জোর দিয়ে দেখছে। অন্ধকার— আমি সাধনা শেষ করে বেরিয়ে এলুম। তারা ভয় পেয়ে গেল, আমারই ওপর লাঠি পড়ল— লাফিয়ে দৌড়ে পালাল। মা-ছেলে তখন তাদের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

এই স্ত্রীলোকটাই বলে বেড়াত— এই-ই নেতাজী এই-ই নেতাজী। আমরা অমুক অমুকের শিষ্য আমরা ঠিক জানি। তারপর অনেক চেষ্টা করে যখন দেখল আমাকে টলাতে পারবে না— তখন রাজকুমারকে ভাংচি দিয়ে (সব বন্দোবস্ত আগে থেকে করে) নিয়ে গেল। রাজকুমার যে পালাবে একথা আমি ওর যাওয়ার তিন বছর আগে থেকে মাকে বলেছিলুম। কিন্তু রাজকুমার মা-র নিকট ব্রহ্মা।

তাহলেই বুঝে দেখো এই যে (এ কথাটার) প্রচার হয়ে পড়ায় এতে Supernatural-এর হাতই বেশি আছে। মানুষের হাত কম। তুমিই বলো এর উপর তো আমার হাতে নেই। গত তিন বছর ধরে সবাইকেই বলেছি শৌলমারীতে নেতাজী রয়েছেন— এইবার ভুল ভাঙছে।

এখানকার D.M.-এর আগেরটি লক্ষ্ণৌতে সব কথা (গুজব সমেত) জানিয়ে order চাইল। সেখান থেকে instruction এল, যে মানুষ সন্ন্যাসী, যিনি কোনো unlawful activities and unsocial activities তো দূরের কথা, কোথাও যান না, কাউকে ডাকেন না, কারো কাছে কিছু চান না, একান্তে থাকেন, এমন একজনকে তুমি কোনো প্রকারেই ব্যস্ত উত্ত্যক্ত করতে পারো না। "নেতাজী" সম্বন্ধিত গুজবে কান দেবার দরকার নেই।'

মা আনন্দময়ী এলেন রাজবৈভব দেখাতে। খুব আয়োজন রোজ রেডিওতে প্রহরে প্রহরে তাঁর প্রোগ্রাম জারী, রোজ জারী হচ্ছে— আমি এসেছি একমাত্র অন্তরালবাসী স্বামীজীর জন্যে। রোজ। ঐ চৌধুরী বোন এবং নারদানন্দের সবাই এবং উপরোক্ত পাণ্ডা ইত্যাদি মিলে মা-আনন্দময়ীর সাথীদের (সঙ্গিনী ও সাথীদের) সঙ্গে ভিড়ে গেল। নিজের পরিচয় দিল M.P. বলে, 'মা, বড়ো বড়ো লাট সাহেব থেকে কোটিপতি সাধু-সন্ন্যাসী সবাই এসে তোমার পায়ের ওপর মাথা নাবাচ্ছে আর আপনি বলছেন, আপনিও ওখানে যাবেন? এ তো আপনার পক্ষে মহা অপমানের কথা!' উনি জবাব দিয়েছিলেন, 'না— সবাই আসতে পারে আমার কাছে কিন্তু উনি— কেবলমাত্র উনিই আসবেন না। আসতে পারেন না। আমাকেই যেতে হবে। আমি যাবই ওঁর কাছে।'...

সুতরাং বুঝে দেখো— তবুও এ জায়গাটা (অন্যান্য জায়গা থেকে) Comparatively safe— provided more than adequate arrangements are made for safety—D.M., S.P., S.D.O. offer করেছিল এখানে Police মোতায়েন করার জন্য। কিন্তু পরিণাম ভেবে শিউরে উঠলুম।

'That would have been sheer open door invitation to—'.

'কেউ ভোলে না কেউ ভোলে / অতীত দিনের স্মৃতি' নজরুলের এই গানটি সর্বসাধারণের জন্য সত্য। অর্ধেক আমার জন্য লাগে না, অর্ধেক আমার জন্য প্রযোজ্য।

অতীত দিনের দুঃখ নিয়ে আমি কাঁদি না, 'আমি তা ভুলবার জন্য গান গাই। এটা মনে রেখো, তোমার কেউ নেই, তুমি ছাড়া। This is the stark naked truth, এটা যতক্ষণ জানবে না, তোমার জ্ঞান অসম্পূর্ণ।

মহাকালের নানা কথা নানা লিপিতে কত গভীর তত্ত্ব লুকিয়ে আছে, তা লিখে শেষ করা যাবে না— আজ এই ছোট্ট প্রতিবেদনের শেষে তাঁর অমূল্য একটি রত্ন— এই মুহূর্তের জন্য তাৎপর্যময়— "সময় এবং হাওয়ার গতি দেখে বুঝে চলতে হয় পিঠ দিতে হয়" এই আপ্তবাক্য সর্বদা মনে রাখবে। তিনি প্রতি মুহূর্তে স্মরণীয়, তাঁকে শত শত প্রণাম।

'জয়শ্রী', আশ্বিন ১৪০৯
অক্টোবর ২০০২

প রি শি ষ্ট

দিলীপকুমার রায়ের নিকট লীলা রায়ের চিঠি ও প্রতিলিপি

Leela Roy Phone 46-4116

312, GANGULI BAGAN, NAKTALA
CALCUTTA 47
Date 24/7/63

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আশাকরি অপেক্ষাকৃত কুশল। Cerebral Stroke হওয়াতে বেরোনো বা অন্য কিছু করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। তাই দেখা করা সম্ভব হয়নি— অন্য একটি প্রয়োজন ছিল তার জন্য। লিখতেও খুব অসুবিধে হয় ডান দিকটা স্ববশে নেই। সে যাক্। সেসব জানাবার জন্য এ চিঠি নয়।

আপনার 'বন্ধু' যিনি ছিলেন তাঁর সম্বন্ধে একটি কথা জানাতে ইচ্ছে ছিল বলেই যোগাযোগ করতে বলেছিলাম। বেশী বল্‌তে আমি entitled নই, শুধু একথা জানাচ্ছি "He is alive— in India" আপনার সঙ্গে তাঁর অতীতের বন্ধুত্বের কথা তিনি কয়েকবার উল্লেখ করেছিলেন। যথা "It was Dilip who always wanted to make me "mystic" একথাটা লেখার একমাত্র সার্থকতা এটা জানান।

দয়া করে চিঠিটি পড়ে পত্রবাহক আমার শুভার্থী শ্রীমতী শৈল সেনকে দিয়ে দেবেন। কারণ এভাবে লেখা আমার উচিত হচ্ছে না। তবে আমার কথায় আপনার যদি বিশ্বাস থাকে জান্‌বেন 100 p.c. fact. দয়া করে ২য় ব্যক্তিও যেন না জানে সেটা আমার উপর stern injunction.

প্রীতি নমস্কার জানাচ্ছি। আশাকরি কুশলে থাকবেন।

আপনাদের
লীলা রায়

শ্রীদিলীপ কুমার রায়

P. S. হাতের উপর খুব control নেই, কষ্ট করে হলেও আশা করি পড়তে পারবেন কোনো মতে।

লীরা

Leela Roy

Phone : 46-4116

118, GANGULI BAGAN, NAKTALA,
CALCUTTA-47

Date 25/7/63

শ্রদ্ধাস্পদেষু, আমার [illegible] [illegible]
[illegible]। Cerebral Stroke হওয়াতে
বিছানা বা [illegible] সম্পূর্ণ [illegible]।
তাই কোন [illegible] [illegible] [illegible] — [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]। [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]। [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible]
[illegible]।

[illegible] '[illegible]' [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] "He is
alive — in India" [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]। [illegible] "It was ~~[illegible]~~
Dilip who always wanted to
[illegible] [illegible]" — [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
— [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

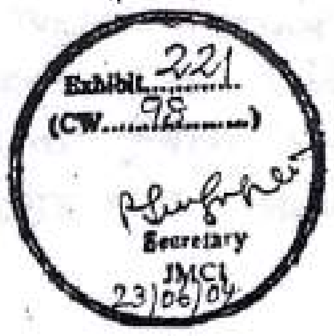
[illegible]
[illegible] fact
[illegible]
[illegible] junction.
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

P.S. [illegible]
Control [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]



উত্তরপর্ব ৩

'আয় মা চণ্ডীকে রণ তাণ্ডব রঙ্গে'

চার দশক পূর্বে দ্রষ্টা ভারত পথিক— ভূতগত জীবনে যা দেখেছিলেন তা তাঁর নির্ভরশীল 'লী'-কে জানিয়েছিলেন। দেশব্যাপী যে কাণ্ড, যে সম্প্রদায়ের সংখ্যা নিয়ে আজ জনগণনায় নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা শুরু হয়েছে— তার ইঙ্গিত সেদিনই ভূতের দিব্যঅনুভবে স্পন্দিত হয়েছিল। সেই অনুভবসমূহই আজ চারণ উদ্‌ঘাটন করছে। কেন একটি বিশেষ প্রদেশে তিনি দীর্ঘ দু-দশক অবস্থান করেছেন—কেন সেই সীমারেখার বাইরে তিনি যেতে চাননি, যাঁদের স্বদেশের প্রতি কোনো দায়িত্ব বা কর্তব্যবোধ আছে তাঁরাই উপলব্ধি করবেন।

চারণ চলেছিল একটি ধোঁয়ার টানেলের মধ্য দিয়ে— এক অস্তিত্বহীন বিবশ অবস্থা। এই অবস্থায় কোথাও স্থিতি নেই কেবলই চলা— কিন্তু মাঝে মাঝেই আলোর ফুলঝুরি তাকে চমকিত করেছিল—। চারণের এই অবস্থান ও গতি— পর নির্ভরশীল, মহাকাল ইচ্ছাপূরণ। মাতৃভূমির এক অজ পল্লী থেকে এমন-এক অভাবনীয় রাজ্যে বিচরণ কী করে সম্ভব আজও তার কাছে বোধগম্য নয়। এ কি জ্ঞান বিহার— নাকি নিশাকালে স্বপ্ন-চারণ— জানা নেই। এই স্বপ্নময় রাজ্যের সীমারেখায় চারণ চারদশক পূর্বের মহাকাল-কথন আনুপূর্বিক চয়ন করে— যা হয়তো আরো দীর্ঘ নিশা অবসানের পর দেশবাসীর বোধগম্য হবে— তবুও এ সত্য চিরন্তন। মহাকাল বচন 'লী'-র স্বহস্ত নির্দেশিকায় 'assignment' পর্যায় ভুক্ত। দেশবাসী কি এই assignment অনুধাবন করে পালনে উদ্‌যোগী হবে?

"" মা দুর্গাকালী আপনাকে ভালো রাখুন, নিরাপদে রাখুন। এই-ই প্রার্থনা।"

যে বিশেষ জরুরী রেজিস্ট্রী চিঠিখানা একেবারে লুঠ হয়ে গেছে, সেইটাতে যে যে মুখ্যকথাগুলো ছিল, সেগুলোর মধ্যে থেকে বিশেষ মুখ্য কথাগুলো, এই কাগজে লিখছি (অবশ্য তাতে আরো অনেক কথা ছিল : তবে সেগুলো 'পুনরায় বলে', তাদের ভাবকে বাসি করবার ইচ্ছে নেই। সে-সব 'পুনরায়-না-বলাই' থেকে যাক। যদি মরে যাই তবে বলে না-পাওয়ার ব্যথা নিয়ে যেতে হবে না, অন্ততঃ। যদি বেঁচে থাকি এবং দেখা হয় (বা, না-হোলেও) তবে, আর একবার বলবার 'চেষ্টা' করবো।'...বিশেষ-মুখ্য-কথাগুলো :

1. এটি ধ্রুবসত্য জানবেন : খণ্ডিতা-দুঃখিতা-জননীজন্মভূমি অখণ্ডিতা, পূর্ণাঙ্গা হবেন, হবেন হবেন। (এবং সে সময়ে, পরিস্থিতির দরুন, যদি 'একজনের' মানসিক অবস্থা তদনুরূপ প্রতিক্রিয়া করে বসে, তবে : পুনঃ অখণ্ডিতা পূর্ণাঙ্গাজননী জন্মভূমি' 'বৃহত্তররূপ'ও নিতে পারেন। THAT'LL DEPEND)

2. আপনাকে পার্টি, Sect. Political Ego, Personal Ego, Self এবং Interest-এর ঊর্ধ্বে উঠতেই-ই-ই হবে। আপনাকে, আপনার মৃতপরদেশী পথিক, সেই রূপেই দেখতে চায়, পেতে চায়, ভাবতে চায়। আপনাকে, অমনধারা হতেই হবে। নইলে কিছুতে চলবে না।

3. পার্টি, Sect. Political Ego, Personal Ego, Self এবং Interest-এর ছায়া পর্যন্ত নিজের মধ্যে থেকে ধুয়ে ফেলতে হবে; এসবের (বদলে) স্থানে, জীবনে-মরণে-শয়নে-স্বপনে-ভাবনায়-কার্যে Only Reigning Queen হবেন জননী জন্মভূমি।

4. উপরোক্ত '1' '2', '3', বলার কারণ হচ্ছে এই যে : আগামী পর্যায়ে ওগুলো (AS "THEY" HAVE BEEN MADE") থাকবে না[3]।

5. উপরোক্ত 'l' '2', '3', '4'-এর ইঙ্গিতগুলো বুঝে— YOU, PLEASE!, LIVE-AND-BE-AND-DO. ONLY FOR জননী জন্মভূমি (PARTS BEYOND জননী জন্মভূমি SHALL BE TAKEN CARE OF) The time is approaching when a faquir's Lee must (has to) shine in her pristine role : her angelic role.... It shall be "the necessity" in (and of) "that" time... it is vital that you prepare[3]—and-gearup-from now onwards, for this noblest role. Becasue 'Someone' shall be so terribly occupied with and engaged in 'other' 'other' and 'even more other' (and further) jobs that, he shall not be able to husband-formulate-and-put through, this noble job. I might as well, "Warn" you plainly that, it'll be a jobs job. And, in my heart's-heart, I donot wish any other person, assuming it : I'll be mutely-mortified, in that case.

6. আপনার উক্ত ভয়ানক দরকারি MISSION-ACTIVITES-এর শতযোজনের মধ্যেও : (SO TO SAY...) POLITICS (তা সে যে-কোনো HUE AND OR COLOUR AND BRAND-এরই হোক না কেন, য্যানো না-ঢুকতে পারে; 'LEADER'-AND / OR 'LEADERS' OF ANY HUE, COLOUR AND BRAND য্যানো না-ঢুকতে পারে ; PARTY-AND FACTIONS OF ANY HUE, COLOUR AND BRAND য্যানো না-ঢুকতে পারে ; PARTY INTEREST FACTION-INTEREST; POLITICAL-INTEREST-CUM-AMBITION-CUM আশা য্যানো না-ঢুকতে পারে; "এই কার্যে লাগলে, আগামী Set up-র আমার-বা-আমাদের স্থান মিলবে," 'EMBARRASSING' POSITION বা (যা'—যা' করেছি তার) "'CONSEQUENCES'-এর হাত থেকে বেঁচে যেতে পারবো" এই রকম ধারা মনোবৃত্তিওয়ালাদের য্যানো, কিছুতেই প্রবেশ-বা-যোগদানের উপায়-না-থাকে, তারা য্যানো না-ঢুকতে পায়।

7. THIS EXTERMELY-NECESSARY-MISSION-ACTIVITY SHALL BE NEEDED TO FUNCTION FOR A PRETTY LONG PERIOD.

8. FOR THE FIRST 2-3 YEARS : DO NOT INDUCT MINORITY CLASS (OF ANY HUE WHAT SO EVER) EVEN IN OUR DREAMS.

9. TAKE ONLY জননী জন্মভূমির বাঙালি-হিন্দু-সন্তান (ছেলেমেয়ে দুই-ই)।

10. THUS YOU SHALL BE ABLE TO MINGLE-AND-MERGE WITH AND IN THE ON COMING FLOW; WHICH SHALL BE PERMANENT FOR. CENTURIES,—AND, MORE.... I BEG YOU, LEE! TO UNDERSTAND : (PLEASE, OH PLEASE, DO NOT, FOR LOVE'S SAKE, MISUNDERSTAND YOUR PATHIK—FAQUIR) THIS IS NOT "A VAINMAN'S" WORDS OF— VANITY (A DEAD SIMPLY CANNOT HAVE THEM)—

11. রাস্তাতে হঠাৎ 'কিছু' হবার সম্ভাবনার কথা, (আমাকে) জানানো হয়েছে। যাই-ই হোক না কেন, তার দরুন কাজে—এবং কার্যপদ্ধতিতে— এবং অন্তিম পরিণতিতে হের-ফের হবে না।

12. মনে রাখবেন : 'একবার ঘুরে আসার' 'ভাগটি' চলে গেছে। এবং সে রাস্তা সর্বদা-সচেতন—রাখা হচ্ছে (যে কোনো সময়ে) ব্যবহারের জন্য।

13. খবর আসবে : রাশ্যার ব্যাপারটার পর,—চিনে একটি ঘটবে। চিনে যেটি ঘটবে, তার চারা থাকবে না।

14. চিন একটা কাজ পর পর করবে, যা (অন্য সকলে) অলীক বলবেন বা, মনে করেন।

15. জননী জন্মভূমি প্রথমে। তারপর... ক্রমে... সমস্ত ভারতবর্ষ—একটি SOLID ENTIRE WHOLE তবে, যা (অস্থায়ী রূপে) গ্যাছে সে-সব সমেত।। "(INDIA THAT IS BENGAL)" (তখনো ভূত থাকবে)।

16. সম্পূর্ণ S.E.A-র শরীরে যে সব বিষফোঁড়াকে, পাকিয়ে তোলা হয়েছে, সেসব বিষফোঁড়া ফেটে যাবে; চিরে দেয়া হবে; দুর্গন্ধি-বিষাক্ত পুঁজ-রক্ত-ময়লা ছেঁটে সাফ হয়ে যাবে (যেখানে যেখানে দরকার স্টিচিং প্রুনিং করে দেয়া হবে); সব ফোঁড়া ভালো হয়ে সেরে যাবে, ভরে যাবে। রোগীরা, চিকিৎসকের প্রতি চিরকৃতজ্ঞতায় চিরবদ্ধ হয়ে যাবে। (WHOLE SEA. BENGAL— THAT IS IDNIA-র EXCLUSIVE-SPHERE OF INFLUENCE)এ হবে এবং থাকবে।

17. যে অতীব সরল বিশ্বাসী—একান্ত নির্ভরশীল— পরম ধার্মিক বন্ধুর সঙ্গে মীরজাফর-জয়চাঁদের Incaarnation চরম বিশ্বাসঘাকতকা করে— নিজের দেশের

সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করেচে (এবং : এই গভীরতম বিশ্বাসঘাতকতার লজ্জা এবং মহাপাপ মনে করে, যে একজন মৃত ভূত সৈনিক— নিজের প্রাণের বাজি লাগিয়ে সহস্র প্রাণের বলিদান দিয়ে, সেই পরমবিশ্বাসী বন্ধুকে, ইন্দ্রজাল বিদ্যা দ্বারা বের করে নিয়ে, নিজের দেশের—জনজনার্দনকে জনজনার্দনের কোলে সঁপে দিতে পেরেছিল—এবং প্রতিজ্ঞা করে আশ্বাস দিয়েছিল তাঁকে স্বস্থানে পুনঃঅধিষ্ঠিত হবার) সেই বন্ধু, তাঁর স্বস্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবেন। i.e. BENGAL—i.e.. INDIAR EXCLUSIVE SPHERE OF INFLUENCE-এ)

18. আপ্রাণ,—আপ্রাণ,—আপ্রাণ প্রয়াস করা হবে ভেতরে-বাইরে MINIMUM BLOODSHED-CUM-LOCALISED WARS পর্যাপ্ত না-হয়, AND, IF SOMEONE IS FORCED TO IT THEN, ONLY THEN, HE SHALL SHUFFLE HIS FINAL PACK-O'-CARDS AND, PLAY-IN HIS FOUR-ACES, WITHOUT A SHADOW-OF-DOUBT....AND, IN THAT CASE, LEE!, YOU (AND THE WORLD) SHALL WITNESS (MAY I SAY, RATHER, "YOU-AND THE WORLD SHALL GO THROUGH (?)." THE UNBLIEVABLY-MOST TERRIBLE THING (THE WORLD HAS EVER SEEN, OR, FOR THAT MATTER, SHALL EVER SEE) OF LAST 4-5 CENTURIES....

19. DIABOLICAL-GODLESS-COMMUNISM SHALL BE BURIED 1000 FATHOMS DEEP, NEVER TO RISE. (ON BOTH SIDES)

20. ONLY CHINA PROPER (SHORN OF HER SKIRT-FRILLS) SHALL LIVE, SANS COMMUNISM.

21. রাশ্যা-উইদাওট্-এইশ্যা-টোম-shall be হ্যাপি (SANS.... COMMUNISM).

22. BENGAL THAT IS INDIA : LIGHTS— ASIA—

23. SHOCKS, KICKS, THUMPING, BLOWS (MANY SIDED AND ভেতর থেকেও, TOO) SHALL BE COMING, ARE COMING, (AND SHALL BE MADE TO COME) AGAIN,-AND-AGAIN : IN PHASES : IN DIFFERENT CRESCENDO : অবস্থা 'গ্যালো—গ্যালো সর্বনাশ হল হবে। ভয় পাবেন না! খুব শিগ্‌গিরই (এক বছরের মধ্যেই : হয়তো কয়েক মাস মাত্র এদিক-ওদিক হতে পারে-ও) ঐ-রকম, একটি বিপুল ধাক্কা আসছে। বহুমুখী। গ্যালো—গ্যালো অবস্থা হবে। সমস্ত দেশ যা চাইবে, সরকারের তা করবার মতন সাহস হবে না। করবে না। সে সময়ে, একজনকে তার GYRATIN CENTRES-এ থাকতেই হবে (যেতে হবে। এর আগের বারেরই মতন) যখন অবস্থা অতি সংকট বিন্দুতে পৌঁছুবে, তখন, SOME

WHERE, SOME THING SHALL BE DONE : তার পরই, দেখা যাবে যে, দু-পক্ষই সমান বলশালী।.... লড়াই, পুনরায়, ধামা-চাপা-দেওয়া— হয়ে যাবে।

নিশ্চয় জানবেন : চিন কখনো, কিছুতেই, ভারতবিজেতা হতে পারবে না; পারবে না, পারবে না। IF EVER SHE SO FORGETS HERSELF (AND, SOMEONE) AND TAKES "SUCH-A-LUNGE"—"SHE SHALL BE HAMSTRUNG AND SHALL BE MADE TO CRY HALT."

24. সমস্ত জীবন ধরে, একজনকে, তার "গুরুরা", সে-সব বিদ্যাগুলো (জোর-জবরদস্তি করে) শিখিয়েছেন; (গুরুদের শেখানো) সেই বিদ্যা প্রয়োগেই "কাজ হোচ্চে।। (এ-ও বলতে পারেন : "গুরুর শেখানো বিদ্যা"— "গুরুমারা-বিদ্যেতে" রূপান্তরিত হয়েছে)।

25. "On paper," "OFFICIALLY", "GOVT. OFFICIAL-CATEGORICALLY" SOME ONE DEAD IS NOT IN THIS SOUTH-OF-HMLS... বুঝলেন? অর্থাৎ : "মৃতভূত এপারে নেই;" "ওপারে; অন্য কোথাও "বললে" "ON PAPERS" "OFFICIALLY"—"GOVT. OFFICIAL—CATEGORICALLY" মিথ্যে বলা হবে না।

যতদূর মনে হচ্ছে, লুঠ হয়ে যাওয়া রেজিস্ট্রি চিঠিতে এই মুখ্য কথাগুলো লিখেছিলুম। অবশ্যই হয়তো আরও 2-4টে কথা ছিল। কিছু সম্পূর্ণ নিজস্ব কথাও ছিল।

26. এটা জেনে রাখুন : ভারতের a) 'সংখ্যালঘু'র একটি অংশ প্রত্যেকে নিজেকে—(এবং নিজেদেরকে) ভারতবিজেতা মনে করে। তারা "WE THE MINORITY'S IN INDIA" বলে থাকেন। এদের মধ্যে অগ্রগণ্য VIP স্বয়ং (এবং SH. N-ও আছে) একথা তাঁরা (সংখ্যালঘুর একাংশ খোলাখুলিই বলে) b) সংখ্যালঘুর একাংশ চায় সম্পূর্ণ ভারতে তাদের রাজত্ব পুনরায় হোক। আশাও রাখে c) যাঁরা ভারতের নাগরিক হয়ে আছেন : তার **একমাত্র কারণ হোল** : পাকিস্তান থেকে, ভারতে থাকলেই তাদের সবপ্রকারেরই **সুখ-সুবিধে** বেশি (অন্য কোনো কারণে নয়)।

27. (a) নৌ (সমুদ্র) বিভাগের ডিপোগুলো থেকে কোটি কোটি টাকার প্রিসিসন যন্ত্রাদি, র‍্যাডার এবং অন্যান্য "বিশেষ যন্ত্রাদি" (যা আপনি বুঝবেন না) অন্য দেশে গেছে, যাচ্ছে। (b) ডিফেন্সের MOST-VITAL-AND-SECRET "THINGS" বরাবর গ্যাছে— (আপনাদের সরকার বন্ধ করতে অসমর্থ)। এ কাজে, অতি পরম বিশ্বাসী 'সংখ্যালঘু'র একাংশ তো আছেন-ই ; হিন্দুরা-ও (বেশ সংখ্যাতে) আছেন। এবং বলতে লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে : বাঙালী হিন্দুও আছেন।

28. (a) দু স্কোরের-ও বেশি, ইন্টারন্যাশনাল-স্পাই-সিক্রেট এজেন্টস্‌দের "নিয়মিত আসা-যাওয়ার-এবং-মিটিং সেন্টরস্" শুধু UP-তেই (এ থেকেই সমস্ত ভারতের অবস্থান বুঝে নিন)। (b) গাঁয়ের সংখ্যালঘুর একাংশে বাড়িতেও অস্ত্রশস্ত্রাদি জমা আছে।

(c) UP-র সেই সংখ্যালঘুরা কখনো কখনো বলেও ফেলচে (তাদের হিন্দু বন্ধুদেরকে) "অব তো তৈয়ার হৈ" (এখন তো আমরা তৈরি) (d) Govt. মাত্র তিনটি সেন্টারস্-এর কথা জানে!!! সেখানেও নিযুক্ত করেছে সংখ্যালঘু স্পাই।

29. NEFA, NAGA, আসামের কোণা থেকে— বাংলার শেষ কোণা পর্যন্ত : (পাকিস্তানের দিকে) : কোন্ কোন্ জায়গায়, কত কত দূরে, কোন্ কোন্ জাতের SECTS-এর দেশের কোন্ কোন্ ব্যাটালিয়ন-রেজিমেন্ট-কোম্পানি-প্ল্যাটুন-ব্রিগেড-ডিভিশন, কত কত সংখ্যায়, কি কি UNIT-এ কি রকমের ফায়ারিং কমপ্লিমেন্টস্ এবং যুদ্ধ-রথ-শকট-যন্ত্রাদি-বিমান নিয়ে—গেড়ে বসে আছে— এবং কি রকম সুন্দর কনস্ট্যান্টলি মোবাইলড্ অবস্থায় রথ রয়েছে, এ সবের কিছুই আপনি এবং আপনারা জানেন না। (এবং জানবার চেষ্টাও করেন না) কিন্তু GHOST UNIT-BY-UNIT—PLACEMENT BY-PLACEMENT জানে।

30. ঐ অত লম্বা সীমারেখার, কোন্ কোন্ কোন্ জায়গাগুলো দিয়ে (দু-তরফের যোগাযোগ সহায়তা) সংখ্যালঘুর একাংশের স্মাগলিং দিনরাত চলবে, তাও সব আপনি (আপনারা জানেন না)। মৃতভূত জানে (কারণ : তার "বাপের দায়")।

31. NAGALAND-এ মৃতভূতের—জীবন শত্রুরা (কেবল নাম-রূপ বদলে) একটি নিজস্ব স্টেট তৈরি কর্তে চায়। পূর্বকার থেকেই চেয়েছে। (এটাও কি, অ্যাপনি বুঝবেন না?!) GOVT. তো, অন্ধ কাপুরুষ আছেই।

32. সমস্ত— ENTIRE-TOTAL ভারতবর্ষ, একমাত্র ভারতবাসীর-ই হবে, থাকবে— (এবারে) বহু বহু-শতাব্দী ধরে। একমাত্র ভারতবাসীই শাসন কর্বে। U.K., U.S.A., ইউরোপের অন্য কেউ, রাশ্যা, চিন, জাপান—কেউই ভারতশাসক থাকবে না, হবে না, হবে না, হবে না।

33. তথাকথিত গ্র্যান্টস্, এইডস্, লোনস্, ETC, ETC, ETC-র একটি কানাকড়িও ফেরৎ পাবে না (ফেরৎ দিতে হবে না) অতিদীন, জননী জন্মভূমির দীন সেবক, পরদেশী সর্বহারা, মৃতভূত পথিক ফকীরের লী'র চোখের সামনেই—এরূপ হতে থাকবে। উপরের প্রত্যেকটি কথাতেই, বিচার-তর্ক প্রশ্ন-সংশয়-জিজ্ঞাসার প্রশ্নই নেই।। প্রত্যেকটিই জীবন-মৃত্যুরই মতন ধ্রুব সত্য।

(ডাকে দেব না।। অকাট্য বিশ্বাসী, আপনার কেউ এলে তার হাতে পাঠাবো)।"

তাই এসেছিল অকাট্য বিশ্বাসী 'লী'-র সন্তানের হাত দিয়ে।

জয়শ্রী, অগ্রহায়ণ ১৪১১ (ডিসেম্বর ২০০৪)

কমলাকান্তের ডেসপ্যাচ : মহাকালের ডেরা থেকে

কত শিবরাত্রি এল, কত শিবরাত্রি গেল। কিন্তু চিরন্তন-উদাসী-ফকির যখন তারবার্তা তাঁর স্নেহধন্য মুকুলকে পাঠান তা অক্ষয় অব্যয় হয়ে থাকে। শিবরাত্রির প্রাক্-কালে সে কথাই চারণের স্মরণে আসছে—

NEELKUMAR DEAR BLESSINGS! AFTER THE GAME WAS WILFUL. NEVER SAY DEJECTED. CLARION EXCESIOR

AFFECTIONATE LOVE

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।।

THE DIFFERENCE LIES IN :—

"...তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ।।

So—

ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্ম চেতসা
নিরাশী র্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ।।

শ্রীশ্রীমহা শিবরাত্রি — চিরন্তন-উদাসী-পথিক

দেশনেত্রী প্রেরিত দূত কবিরাজ কমলাকান্ত ঘোষ শ্রীসংঘের অনন্য সংগঠক মহাকাল ডেরায় অবস্থান করছেন। নেত্রীর নির্দেশ প্রতিদিন একটি বিবরণ পাঠাতে হবে নচেৎ উদ্বিগ্ন থাকবেন। কবিরাজও সাধ্যমত নিয়মিত বিবরণ পাঠিয়ে যাচ্ছেন। সেই সব বিবরণ থেকে সঞ্চয়ন—মহাকাল এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব—নিয়মিত সেই প্রেরিত প্রতিবেদন থেকে প্রতিভাত হবে।

১৬.৩.৬৭

ওঁর শরীর পূর্বেপেক্ষা ভালো। মাঝখানে একটু পেট খারাপ হয়েছিল; রক্তও কদিন একটু একটু পড়েছে। এখন সে তুলনায় ভালো আছেন। দুর্বলতাও পূর্বের তুলনায় কম। যদিও বেশ দুর্বলতা আছে। অনেক ব'লে ক'য়ে খাওয়াটার দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে। সকালবেলা চায়ের সঙ্গে ডিমের ওমলেট করে দেওয়া হচ্ছে। একটু নিমরাজী ছিলেন, এখন রাজী হয়েছেন।

কাল তাঁর কাছে বসে মাংস রান্না শিখেছি commander যেমন করে ২০০ মাইল দূর থেকে নিখুঁত সৈন্য-পরিচালনা করেন, তেমনি করেই পর পর নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন—

হুকুম তামিল করে যাই; পরে দেখি ভালো রান্না শিখে গেছি। রাত্রির রান্নাটা ডাক্তারের সঙ্গে ভাগাভাগি করে করছি, সঙ্গে সঙ্গে চলে হালকা, গভীর হাস্যোদ্দীপক শাসনমূলক, বেদনার, উচ্ছ্বাসের সুরেও ও মূর্চ্ছনায় ভাষণ।

"আমার হাসি কান্না সুখ দুঃখ সবই সীমিত। যখন হাসি কেন হাসি কেউ জানে না। যখন কাঁদি কেন কাঁদি তাও জানে না। আমার কেউ নেই; কেউই ভালোবাসে না। সম্পূর্ণ একা। আমার দুঃখ কেউ বোঝে না কেউ বুঝতে চায় না। দুঃখ হলে মুখ ফিরিয়ে কাঁদি।

"আমার মা কালী খুব খুশি হন, যখন কোনো ভক্ত এসে বলে, 'মা আমি তোমাকেই চাই। তোমাকেই ভালোবাসি।' মা খুশীতে ডগমগ হয়ে ওঠেন। যখন দেখেন, সে কী যেন চাইতে এসেছে, হয়তো সোনাও! মা তাকে তাই দিয়ে দেন আর মুখ ফিরিয়ে কাঁদেন। সে কান্না তোমরা কেউ বুঝবে না।"

মায়ের কাজ পুরোদমে আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। ইতিহাসের কোনো ঘটনার সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই। বাইরের কোনো সাহায্যের প্রয়োজন নেই। বাইরের কোনো বাধা অকিঞ্চিৎকর। যাঁরা পিছিয়ে পড়েন তাঁরা পিছিয়ে থাকবেন। এর কোনো অন্য পথ নেই।।

জয়শ্রী, মাঘ, ১৪১১ (২০০৫)

মুকুল—মহাকাল ও অন্তরালবর্তী তোষ

"Santosh

Calcutta

Divine Mother's blessings grace—Mukul Tripti beloved children fifteen happyfying-days. Refer Inland Seventeenth. If possible one supreme quality rigidly-tested German Efar petromax four hundred power alternative Swedish primus petromax Preserve good health Unfailing optimism Faith in Mother's design, Mukul dear

Love"

19.1.'70

বার্তা যায় মুকুল ডেরা থেকে পুণ্যজন্মদিনটিতে—

"Our humble homage on this day of sunshine and reverence (stop) May its resplendence usher new awakening from Calcutta 23.1.70

Mukul

উত্তর আসে আশীর্বাদসহ—

Affectionate blessing Mukuldear make your life a pointer a symbol. Affectionate blessing Poltu Kamala be a token you too A token to eternal Poltu. Blessings and love Ajit and deserving others Two souls here join their love and respects.

Love

from Basti 23.1.70
Santosh
Calcutta
Blessings Neel Poltu Tosh Ajit dear Nandan (stop) parcel arrived yesterday wrapper entirely torn dirty. Case broken contents all right (stop) Shuttling on works and forkeep (stop) Now writing soon

— Love —

Blessings for Pabitra

11.VIII.70
"Santosh
Calcutta
Blessings Mukul, dear heart; anxious for your mental physical welfare : become and remain well;... ... and make this poor man happy, please. Humble pronams param poojya; please recover health grace; bless your sevak anxious for you."

পরমপূজ্য = সেজদা সুরেশচন্দ্র বসু

31.8.70
Mukul Santosh
Calcutta
Darling Mukul receive Sri Sri Mahashtamee grace blessings love affection. Recover dear one give this lone wayfarer some worldly bliss oh getwell. Pronam to your Ma Jananee

সঙ্গে চিরকুট—

'ভালভাবে এসে পৌঁছেছি পঞ্চপাণ্ডবে। বার্তা পেয়ে যাবেন। তৃপ্তি পদ্মদা সবারই একে একে ডাক পড়লো। সর্বশেষে কনিষ্ঠের ডাক। প্রণাম নিবেদনপূর্বক উপবেশন করা

হল। "যে রূপটি কল্পনায় মনের ভেতর ছিল, যে প্রতীকীকে কেন্দ্র করে এতোদিন তোমার সব ভাবনা-চিন্তা ছিল আজ তা অবয়ব নিয়ে বাস্তবে রূপান্তরিত হয়ে তোমার সামনে উপবিষ্ট; যে স্নেহকায়া মাতৃস্নেহে লালিত আজ তা থেকে বঞ্চিত, সেই স্নেহ সেই ক্ষমা পাবে না। নিজের সঠিক পথে চলতে হবে। পারবে তো চলতে? মনে রেখ তোমার '—' মরেন নি, তিনি আছেন এইখানে এই তীর্থে। তিনি তোমায় দেখছেন, তোমার প্রতিটি কাজ লক্ষ্য রাখছেন। পারবে তো? এই মহাষ্টমীতে প্রতিজ্ঞা করছো, স্বীকার করছো!"

'বাঙ্গালী মরেনি, মরতে পারে না, তার মৃত্যু নেই। এই বাঙ্গালা দেশই মাকে জাগাবে। মা মা।'

কোন্ অতল গহ্বর থেকে সমুদ্র মন্থন করা ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। সমস্ত হৃদয় মন উদ্বেলিত হয়ে যায়। এই কথাই তো কদিন ধরে মনে মনে গুঞ্জরিত হচ্ছিল। এক অকল্পনীয় অনুভূতিতে সব ধরা পড়ে গেল।

8.10.70 বস্তি থেকে

"Santosh Mukul

Calcutta

Blessings love Mukuldear. Kamala assured your recovery. Please spare me anxiety oh dear Mukul getup well healthy God knows I am already careworn enough May the divine bless you. Anxious for Poltu darling be cured" Dearest Blessings Santosh dear Affection-love-blessings Kamala

16.12.'70

"Santosh

Calcutta

Out of the distant past comes a whisper— Greeting that warms the heart :- Lee Merry Christmas! It echoes—and— re-echoes back across the long ages in darling Mukul Kamala Santosh Poltu Dulal Sisters and Mothers Pabitra with family Naresh Pranam Parampoojya.

27.12.70

পরমকল্যাণবর স্নেহভাজনেষু শ্রীমান মুকুলধন," শ্রীশ্রীমাকালী তোমার কুশল করুন; তোমার স্নেহময়ী মাজননীকে শ্রদ্ধা প্রণাম জানাই।

এক্ষুণি কেবলমাত্র রসুনটাই শুরু করে দাও, নিত্য-নিয়মিতভাবে তিনবার : প্রাতঃ—দ্বিপ্রহর—সন্ধ্যায়। (পরে লিখচি আরো)

তোমার চিঠি—ব্যথা-আনন্দ-সুখানুভূতি তৃপ্তি দিল—In that Order.

শ্রীমান পল্টন— ভাল আছে জেনে সত্যই স্বস্তি পেলুম। বড্ডই চিন্তা ব্যাকুলতা ছিল।

আমার দশার APT তুলনা : "ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেও ভয় পায়"—এর মত।

আমি, "হোরাইজনের-বাইরের-মৃতভূতের-জীবনের অস্তিত্বের—ধর্মের কর্মের রেকর্ড, "মাকালীর সামনে স্ট্রেট-অ্যান্ড ক্লীয়ার রাখবার জন্যই, ও-কথা" লিখিতরূপে বলে রেখে দিয়েছি।

Horizon-এর বাইরে এক জ্যোতি আত্মার সঙ্গে, "লড়াইয়ের-হার-মেনে নিয়ে—যে প্রতিজ্ঞা করে কথা দিয়ে ছিলুম; তিনি, নিজের সঙ্গে, সেই 'আমার-প্রতিজ্ঞার-বন্ধন মুক্ত করে দেছেন। মুক্ত—তিনি আমি।। এই-ই হোল সব কথার সার। হৃদয়ের ভাবনা। Horizon-এর বাইরের, আর কেউই (তা তিনি সম্রাটই হউন বা সম্রাজ্ঞীই হোন) এই "Lee-র জীবন দেবতা—শ্রীসৎগুরুদেব— Dead Ghost-এর কোনো পার্থিব জিম্মেদারীই পেতে পারে না, পাবে না।

শুধু তুমি ভাল থাকো : "লীর স্নেহসর্বস্ব ধন..." সন্তোষ দুলালকে পেয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লুম। কথা বলা মুশকিল হল।

স্নেহাশীষ নাও। পল্টুকেও দাও।

পথিক ফকির।

22.1.71 বস্তি।

Blessings!

Your express telegram Tripti reached me on the third-day (at night) from its time-of-transmission... You (the people : : country) are merely reaping-your whirlwind...

The Divine Mother mercy him.

Do I sight?!

9.2.71

দেশনেত্রীর এ জগতের বন্ধন মায়া কাটানোর পর—তাঁর একমাত্র নির্ভরস্থল মুকুল—তাই মুকুলের সে সময়কার অসুস্থতা, Heart block মহাকালকে ব্যাকুল করে তোলে বারংবার তারই ইঙ্গিত বিভিন্ন বার্তা ও পত্রালাপে।

সব চিঠির প্রধান ডাকবা' সন্তোষ-তোষ-তৃপ্তি। কিন্তু কে এই অনালোচিত নীরব আড়ালের ব্যক্তিটি। উচ্ছ্বাস আবেগের প্রকাশ নেই। তাঁর পত্রালাপে ভাষা ও অভিব্যক্তির বিন্যাস নেই—অথচ 'লী'-প্রেরিত এই মানুষটির কথা যদি চারণ ব্যক্ত না করে— যদি

সামান্য উন্মোচিত না করে তা হলে অপরাধীই থেকে যাবে। কে তাঁর উল্লেখ করবে— কে জানে তাঁর ত্যাগ কর্মময় জীবন মহিমা! মহাকাল সকাশে কেউ প্রেরিত হলে বিপ্লবী দেশনেত্রীর শংসাপত্র সহ প্রথমবার সাক্ষাৎ করতে হত— সেই পরিচয় পত্রটিতে ছিল—

নাম : শ্রী সন্তোষকুমার ভট্টাচার্য

পিতা : ঁজ্ঞানেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

পূর্ব ঠিকানা : পোঃ ও গ্রাম বায়রা (ঁঅনিল রায় মহাশয়ের মাতুলালয়, জন্মস্থান ও কর্মস্থল)

মহকুমা : মানিকগঞ্জ

জিলা : ঢাকা

বর্তমান ঠিকানা : যাদবপুর, কলকাতা

জন্মস্থান : সেরপুর টাউন, জিলা : ময়মনসিংহ

জন্ম তারিখ : ১-১-১৯২৫।

রাজনৈতিক পরিচয় : "১৯৩৮ সালের শেষভাগে প্রথমে 'শ্রীসংঘ' নেতা শ্রদ্ধেয় ঁঅনিল রায় মহাশয়ের সংস্পর্শে আসি। পরে ১৯৩৯ সালে শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা লীলা রায় মহাশয়ার সঙ্গে পরিচয় হয় এবং সেই বছর হইতেই 'শ্রীসংঘের' সভ্যভুক্ত হই।

আমি ১৯৩৯ হইতে আজ অবধি শ্রদ্ধেয় অনিল রায় ও শ্রদ্ধেয়া লীলা রায়ের আদর্শে বিশ্বাসী। ফরওয়ার্ড ব্লকের জন্ম হইতেই আমি তাহার একজন সক্রিয় সভ্য এবং শ্রীযুক্ত রায় ও শ্রীযুক্তা রায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলাম।

সুভাষচন্দ্র বসু যখন ঢাকা, বাঁয়রা ও মানিকগঞ্জ যান তখন আমিও অন্যান্যদের মধ্যে তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। ১৯৪১ সনের শেষভাগে আমার উপর গ্রেপ্তারের পরোয়ানা বাহির হয়। ১৯৪২ সালের প্রথম ভাগে আমি ঢাকা টাউনে গ্রেপ্তার হই। ঢাকা জেল, বক্সা জেল, জলপাইগুড়ি জেল ও সর্বশেষ দমদম জেলে কিছুদিন আটক থাকার পর ১৯৪৬ সালের প্রথমভাগে জেল থেকে মুক্তি পাই।

মুক্তির পর আবার শ্রীযুক্ত অনিল রায় ও শ্রীযুক্তা লীলা রায়ের নেতৃত্বে কাজ আরম্ভ করি। বর্তমানে আমি একজন PSP-র সক্রিয় সভ্য। দেশ বিভাগের পর হইতেই আমি কলকাতায় আছি।

১৯৫০ সালের শেষ ভাগ হইতে প্রায় এক বছর ডায়মণ্ড হারবারের নিকট সরিষা গ্রামে রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রমে কাজ করি। ১৯৫২ সাল হইতে জীবিকার জন্য কলিকাতার একটি সওদাগরী অফিসে কাজে নিযুক্ত হই।

১৯৫৮ সালে আমি বিবাহ করিয়াছি। গত ১-২-৬৩ তারিখে আমার একটি মেয়ে হইয়াছে।

আমি ভারতের মুক্তি সংগ্রামের জন্য প্রথম যে প্রতিজ্ঞা নিয়া জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলাম সেই বিশ্বাসে অটল আছি।

আমি সংসারী হইলেও ভারতের কল্যাণের জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগে প্রস্তুত আছি।"

এই হল তাঁর স্বহস্ত লিখিত পরিচয়পত্র। ১৯৬৩ সালের মার্চ মাসের পর কোনো এক সময় তিনি মহাকাল-সকাশে প্রেরিত হয়েছিলেন এবং তদবধি ১৯৮৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট দুবার ভিন্ন অন্তর্বর্তীকালীন বহুবার তিনি মহাকাল ডেরায় তাঁর সেবায় অবস্থান করেছেন। গ্রীষ্মে উত্তরাঞ্চলের দাবদাহে মহাকালকে কিছুটা স্বস্তি ও আরাম দিতে কুয়ো থেকে শতাধিক বালতি জল তুলে দিয়েছেন। সংসার, কর্মক্ষেত্র কোনো কিছুই তাঁর কাছে প্রাধান্য পায় নি। বিপ্লবী দেশনেত্রীর একমাত্র আদেশ ও নির্দেশ আজীবন স্মরণ রেখে তিনি অগোচরে কাজকরে গেছেন। পরমপূজ্য সুরেশচন্দ্র বসুর নিকট চিঠি ও বার্তালাপ তাঁর মাধ্যমেই বহুবার হয়েছে। কমলাকান্তের হাত দিয়ে Dissentient Reportটি সেজদা পরমপূজ্য তাঁর স্নেহভাজন অনুজ সুবির কাছে পাঠিয়েছিলেন সে-কাহিনীর সাক্ষ্যও তোষ-সন্তোষ-তৃপ্তি। যেদিন পরমপূজ্যের প্রয়াণ সংবাদটি তোষ মহাকাল সমীপে জানালেন সেদিনের বেদনাহত ক্রন্দনেরও অন্যতম সাক্ষী এই তোষ। তোষকে তিনি অত্যন্ত বিশ্বস্তভাবে দর্শন দিয়েছিলেন যার বর্ণনা দিদি দেশনেত্রীকে তোষ জ্ঞাপন করেছিলেন। তোষের রন্ধন-পটুতা, কী মিষ্টান্ন কী অন্যান্য ব্যঞ্জন মহাকালের অত্যন্ত প্রিয়। তোষের অবস্থান কালে সে-সব পরিষেবা নিত্য ঘটত আর মহাকাল মহানন্দে সেই মুহূর্তগুলি অতিবাহিত করতেন। এই সেবক সবার অন্তরালে একদিন নীরবে চলে গেলেন। কেউ জানলো না।

জয়শ্রী, ফাল্গুন, ১৪১১ (২০০৫)

'ভাবনা ও প্রার্থনায় আপনার সঙ্গে'

চারণের ঝোলা থেকে যখন যেমন উঠে আসছে তাই লিপিবদ্ধ করে ক্যুরিয়ার মাধ্যমে ডেসপ্যাচ যাচ্ছে। ফলে একটা কালিক ক্রম অনুযায়ী কোনো বার্তা-সংলাপ নির্দিষ্টভাবে সাজানো যাচ্ছে না।

লী'র সঙ্গে সংযোগ নয় পুনর্মিলনের পর যে সব লিপি নানা সময়ে এসেছে তার মধ্যে একটি আজ নিবেদন করি। ৬ জানুয়ারি বিপ্লবী দেশনেত্রীর জীবনসঙ্গীর মহাপ্রয়াণ দিবস, মহাকাল লী'র সৎগুরুদেব সে দিনটির কথা স্মরণ করে, ব্যথাতুর একটি বিয়োগ মুহূর্তকে মনে রেখে বার্তা পাঠালেন।

Express : LEE

6.1.65

312 Gangulibagan, Naktala

Calcutta

THIS DAY I AM ONE WITH YOU IN MY THOUGHTS AND PRAYERS MAY YOU BE BLESSED

—MENDICUS—

Express : LEE

25.1.65

312 Gangulibagan, Naktala

Calcutta

LEE FAQUIR'S ENTIRE LOVE; COULD YOU RECEIVE? TENDER WITH BLESSING

—MENDICUS—

দ্বিতীয় বার্তাটি এসেছে শুভজন্মদিনের পরে। ঐ message-এর পর রোমাঞ্চকর কয়েকটি কথা—"অনিলবাবুকে, (অনিল দাস, রেণু) অদৃশ্য হওয়ার আগেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে "ঐ রকম" ঘটনার খবর শুনবে। বিশ্বাস করবে না। চমকে উঠবে না।"

শুভ জন্মদিনের রক্ত গোলাপ Lee পাঠিয়েছিলেন। তারই উল্লেখ—

'RED ROSE'— যে-কথা classically অর্থ বলে—তাই-ই বলছে।

সব পেয়েছি। আজকেই wire পেলুম। এখন হরিবিষ্ণুকে (হরিবিষ্ণু কামাথ) পাঠাবেন না। চিঠিতে জানবেন।

কতো বিভিন্ন দিক থেকে যে আমি ব্যস্ত, চিন্তিত, বোঝাতে পারি না, এই-ই দুঃখ। ভালোবাসা।'—

চারণ একটি প্রতীক। ১৯৭২ সালে, বৈশাখ ১৩৭৯ সংখ্যা জয়শ্রীতে চারণ উল্লেখ করেছিল, "Charan, Dear, Loving that you are... মহাকালের অবস্থান, বাংলাদেশ এবং বাংলার কথা বলতে গিয়ে একটি কবিতায় কিছু কথা সমাপ্ত হয়েছিল—

দিবেন আশিস্ মুক্তি-হাঁসি হেঁসে
শুধু এই আশে।।"

প্রতীকী চারণ সেদিন ছিলেন কমলাকান্ত। কমলাকান্তের উদ্দেশে মহাকালের এই অভিব্যক্তি। কিন্তু সেদিন পরিস্থিতি পরিমণ্ডলে মহাকালের সেই অভিব্যক্তি সবটাই ব্যক্ত হয়নি। বাকি যা ছিল তার খানিক এখানে ব্যক্ত করি। এই অভিব্যক্তি তাঁর 'লী'র কাছে করেছিলেন—কিন্তু উদ্দিষ্ট ব্যক্তি কমলাকান্ত। যেন তাঁকেই বলছেন।

But, Ah! Please excuse me and my digression! I know, you are extremely busy...Don't give this your scantiest-of-thought and, treat it as it meet nothing. Anyway, I have right to be such a fool as to expect of you that, you shall comprehend the utterly devastating fire and poison—in me.... Let one die, on my way (wayfarer I am). Away-alone-unknown—; none to place a cornelian on the spot....

একটা অন্তিম প্রার্থনা কমলার কাছে করেছিলুম : বলেছিলুম করবে কি কমল? করবে? পারবে কি?

কমল চুপ হয়ে রইল। ঠিকই—

কমলকে, 'তিনি' (সেজদা, পরমপূজ্য) এক কপি ডিসেনসিয়েন্ট রিপোর্ট দিয়েছেন, আমাকে দেবার জন্যে!!! কমলা ভয়ের চোটে (আমাকে) কিচ্ছু বলে নি, দ্যায়ও নি।...এখানে যারা ছিল তাদের দিয়েছে তারা পড়েছে। কমল যাবার পর এদের জিজ্ঞাসা করে জানলাম "বইটা শ্রীভগবানজীকে দিয়েছেন?"...

এই কদিন হল বইটা পেলুম।

"কাগজপত্র" জ্বালানো হয়েছে এবং হচ্চে। নতুন যেসব ফালতু হয়, তা-সব এক জায়গাতে জড়ো করে রাখা হয়। একটু বেশী হলেই জ্বালাবার জন্যে। যে Regd পার্সেল এল তা খুলে কাগজের থলেতে যখন "কিছু" পেলুম না, তখন paper bagটিও জ্বালাবার জন্যে জড়ো করা কাগজের সঙ্গে রাখলুম। সেই paper bagটির ওপরে কোনো ছোট্ট-কচি-হাতের লেখা কয়েকটি শব্দ পড়লুম। "কেন পড়া শিখে আস নি, কালকে পড়া শিখবে"— অনেকক্ষণ ধরে দেখতে থাকলুম। ভাবলুম : আহা, কার এই ছোট্ট কচি হাত, যে এই রকম করে পাখির কাকলির মতো—এই কথা কয়টি লিখেচে? য্যানো কোন্ অজানার দেশে মনটা উড়ে চলে গ্যালো কোন্ অতীতের যুগে, কোথাও একটা দেশ ছিল সোনার বাংলা—স্নিগ্ধ শ্যামলা বাংলা; যেখানকার প্রতি পত্রে, প্রতি ধূলিকণাতে, স্নেহ-প্রেম-ভালোবাসা ভক্তি এবং শক্তির রাগ গীত হয়; শারদ—চাঁদের অমিয় ছানিয়া যে দেশের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছে। হয়তো, যে-দেশ আর এই হতভাগ্য আর দেখতে পাবে না; হয়তো যে দেশের পূত পবিত্র রেণু এই কাঙ্গালের মাথায় লাগাতে পারবো না : ওরে ওরে অভাগা! একলা তুই, একলা তোকে একলাই চলতে হবে যে : সেই দেশেরই কোনো এক শিশুর হাতের লেখা। এই কথাগুলো।। মনে ঠিক করে রাখলুম, "জ্বালাবার আগে ঐটুকু কেটে নিয়ে রেখে দেব।" 'কাবুলিওয়ালার' কথা মনে পড়ে গেল, regd. পার্সেল করে পাঠালুম। আপনার তার এল। পরে এল শৈলকুমারীর চিঠি : খোঁজ খোঁজ। হিঁচড়ে বার করলুম সেই cover। দেখলুম direction অনুসার সত্যিই আঠা দিয়ে— কাগজে

ঢাকা— চিপটানো আছে। ওঃ ভাগ্যিস জ্বালিয়ে ফেলেনি। ভাগ্যিস ঐ ছোট্ট কচি হাতের— লেখাটুকুন ওর ওপরে ছিল। শুনেছি : শিশুদের মুখ দিয়ে দেবতারাও কথা বলেন।

ঐ ছোট্ট বাংলার শিশু কন্যাটিকে : ধন্যবাদ—স্নেহ আশীর্বাদ, গাল দুটো টিপে দিয়ে একটু আদর।

একটি ছোট্ট Hug—and চুমু, দুহাতে দুটো লেডিকিনি; দেবেন কি? এই ভিখারীর হয়ে?

নোটস্-এ আঠা লেগে গেছলো খুব। জলে ভিজিয়ে খুলতেও হল, সাফ কর্তে হল। এ একটা 'শ্রীশ্রী মাকালীর-ই লীলা খেলা। ধন্যা মা। প্রণাম। সেদিন express তার করে প্রাপ্তি সংবাদ জানাই। (excuse the soiled 7th sheet. Before I could check tears simply 'sprouted and spatted it.') [চিঠির সাত নম্বর পাতাটি অশ্রুজলে জোবরানো]

শুনলুম, ভট্টাচার্য মশাই, কমলকে লিখেছেন 'ওখানে generator-এর ব্যবস্থা করে সঙ্গে আনতে। কী অসম্ভব ছেলে-মানুষী।

এখন থেকে : পদ্মপত্রস্থিতজলবিন্দুর মতো আমার জীবন স্থিতি,—থাকা—খাওয়া—আসা-না-আসা—(really speaking : আমার সারাজীবনটাই তো পদ্মপত্রস্থিতজল-বিন্দু-ই। বেঁচে আছি, এই-ই একটা পরমাদ্ভুত আশ্চর্য। আমি তো জানি— আমি বেঁচে নেই। Generator জেনারেটর কিছুর দরকার নেই। আস্ত পাগল।)

পুরো পাঁচ দিনে লিখেছি।

আসি? আজ এই, আচ্ছা

With

Love

Affection

Tenderest

Surging

Thoughts

আপনার—ই-ই-ই

'লী'র কাছে তাঁর সৎগুরুদেব-এর পত্রাঘাত বা পত্রালাপ এভাবেই হোত।

প্রা স ঙ্গি ক ক থা

সম্পাদকের নিবেদন

কমলাকান্ত ঘোষ—প্রথিতযশা কবিরাজ। এটা তাঁর পেশাগত পরিচয়। তিনি একজন স্মরণীয় বিপ্লবী—অথচ আজ কজন তাঁর নামের সঙ্গে পরিচিত! ভারতের মুক্তিদাতা

ত্রাতা— ভারতপথিক সুভাষচন্দ্র— নেতাজীর সঙ্গে বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায়ের পুনর্মিলন ও তাঁকে সৎগুরুদেব রূপে গ্রহণকালে তাঁর কায়িক ক্লেশ নিবারণের উদ্দেশে এক সময়ে কবিরাজ কমলাকান্ত ঘোষ— তাঁর কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন, সেদিনের পরিণত বয়সে কমলাকান্ত তাঁর পেশা ও পরিবারের সুবিধা-অসুবিধার কথা বিবেচনা করেন নি। নেত্রীর নির্দেশ পালনে এবং এক অনন্য সাধকের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কমলকান্তের পরিচিতি, অন্তরঙ্গ সতীর্থ ডা. নরেন সরকারের স্মৃতি ও জয়শ্রীর সম্পাদক বিপ্লবী সুনীল দাস-এর শ্রদ্ধাতর্পণ এখনে উদ্‌ধৃত হল। কমলাকান্তের একটি আলোকচিত্র সংগ্রহ করে প্রকাশে অসমর্থ হওয়ায় দুঃখিত। ভবিষ্যতে তা সংগ্রহ ও প্রকাশের বাসনা রইল।

"আমাদের অন্যতম সুহৃদ, বিপ্লবী নেতা, অনিল রায় ও লীলা রায়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের অন্যতম, প্রবীণ বিপ্লবী কবিরাজ কমলাকান্ত ঘোষ গত ১৪ জুন, ১৯৭৪ মধ্যরাত্রে অকস্মাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে লোকান্তরিত হয়েছেন।

মৃদুভাষণ, চিত্তাকর্ষক কথনে, ভারতীয় জীবনতত্ত্বের অনুপম ব্যাখ্যায় তরুণ কমলাকান্ত ঘোষ বিশদশকে যে-সময় কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়, ঢাকা শহরে, বাঁকুড়ায় এবং কলকাতায় ছাত্রদের মোহিত করে সংগঠন করেছেন, ততদিন তিনি অবিভক্ত বাংলার বিখ্যাত বিপ্লবী সংগঠন 'শ্রীসংঘ'-এর একজন দায়িত্বশীল সংগঠকের প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। তাঁর যোগাযোগে সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষস্থানীয় প্রতিভাধর ছাত্রনেতা রেবতী বর্মন 'শ্রীসংঘে'র সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। বাঁকুড়া, বর্ধমান ও কলকাতায় 'শ্রীসংঘ'-এর যে গোড়াপত্তন করেছিলেন, ত্রিশ দশকে বাংলাদেশে বৈপ্লবিক তৎপরতা শুরু হলে এই শাখা সংগঠনগুলির সঙ্গে যুক্ত বিপ্লবী কর্মীরাও তৎপর হয়ে ওঠেন এবং তাদের মধ্যে অনেকেই বন্দীশালায় দীর্ঘকাল আটক থাকেন।

বি.এস্‌সি. পাস করবার পর তিনি আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাশাস্ত্র অধিগত করে বিপ্লবকর্মের পাশাপাশি আয়ুর্বেদীয় ঔষধ পরিবেশন মনস্থ করে কয়েক বন্ধুর সঙ্গে এ-বিষয়ে উদ্‌যোগী হন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই গ্রেপ্তার হয়ে দীর্ঘকাল বন্দীশালায় আটক থাকেন।

জেল থেকে মুক্ত হবার পর আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় মনোনিবেশ করলেও অনিল রায় ও লীলা রায়ের সহযোগীরূপে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক কর্মসূচী রূপায়ণে তাঁদের কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে সকল অবস্থার মধ্যেই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলেছেন এবং এই সূত্রেই ১৯৪৩ সালে গ্রেপ্তার হয়ে যুদ্ধকালীন বছরগুলিতে কারান্তরালে থাকেন। গ্রেফতার হবার পূর্বে ১৯৪১ সালে জুলাই মাসে কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থের একান্ত সহকারী রূপে মাসাধিককাল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার ভারপ্রাপ্ত হয়ে কবির নিকট-সান্নিধ্যে বসবাস করবার দুর্লভ সৌভাগ্য অর্জন করেন। কবির লোকান্তরের পর 'জয়শ্রী'র পৃষ্ঠায় তাঁর এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করেন।...

১৯৪৬ সালে বন্দীজীবন থেকে মুক্ত হয়ে মাসাধিককাল অনিল রায় ও লীলা রায়

সহকর্মী কমলাকান্ত ঘোষের রাসবিহারী অ্যাভিনিউ-এর বাড়িতে তাঁদের রাজনৈতিক শিবির স্থাপন করেছিলেন। অন্যত্র উপযুক্ত দপ্তরের সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত। বিপ্লবী কমলাকান্ত এই রাজনৈতিক শিবিরের সঙ্গে কমবেশি আজীবন যোগ রেখেছেন, ব্যক্তিগত ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করেও।

১৯৬৩-র পর বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায়ের নির্দেশে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর তথ্যানুসন্ধানের জন্য বিপ্লবী কমলাকান্ত ১৯৬৮-র ফেব্রুয়ারিতে দেশনেত্রী সংজ্ঞাহীন না-হওয়া পর্যন্ত কয়েক বছর এবং তার পরে ১৯৭০ সালেও দেশের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছেন।"

(সম্পাদকীয়, বিপ্লবী সুনীল দাস, 'জয়শ্রী', জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮১)

কমলদা প্রয়াণে ।। নরেন সরকার

শ্রীসংঘের নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীদের অন্যতম, বিশিষ্ট স্বাধীনতা-সংগ্রামী, কবিরাজ কমলাকান্ত ঘোষ, বি.এস্‌সি. বৈদ্যশাস্ত্রী গত ১৪/১৫ জুন মাঝরাতে ৭১ বৎসর বয়সে হঠাৎ আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। মৃত্যু অকালে ঘটলো বলা চলবে না, তবে আকস্মিকভাবেই এসে গেল। তিনি সুস্থই ছিলেন, ভিতরে পোষা কোনো রোগ ছিল বলে শোনা যায় নি—দৈনন্দিন কাজকর্ম ঘোরাফেরা সেরে নৈশভোজনান্তে ঘুমের মধ্যে বুকে চাপা বেদনা বোধ করলেন। খানিকটা শ্বাস কষ্ট হল, বললেন—ও কিছু নয়, ডাক্তার ডাকবার দরকার নেই। কবিরাজ হলেও হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস রাখতেন। দু বড়ি হোমিও ওষুধ খেয়ে নিয়ে কক্ষান্তরে শুয়ে পড়লেন। তারপর, দণ্ডমাত্র দেরী না করে মরণ চুপি চুপি কি কথা কয়ে গেল, তারপর সব শেষ। ত্বরান্বিত ডাকে ডাক্তার এসেছিলেন, ততক্ষণে দীপ নিভে গেছে। যন্ত্রণা নিজে ভোগ করা বা অপর কাউকে করানো দুই-ই রয়ে গেল উহ্য। সবাই বলে—এই তো সাধকের মৃত্যু, কজনেরই বা এমনটা ঘটে!

হ্যাঁ, সত্যি তো সাধক তিনি ছিলেনই—নিঃসংশয়েই। তাঁর সাধনা ছিল বহুমুখী, সে সাধন-রহস্যের নিগূঢ় বার্তা অন্তরদেবা জানতেন, বহিরদেবাও অনুভব করতে পারতেন। আত্মারাম এই মানুষটির সব সাধন-জ্ঞান-মনন ছিল ভূমার সঙ্গে যুক্ত, অল্পে তাঁর সুখ ছিল না। তাঁর ছিল ঐশ্বরীয় সত্তা, ঐশ্বর্যে ভরপুর ছিল তা, ভাবনা ছিল, 'বিশ্বতোমুখ'। মানবীয় আর অতিমানবীয় অস্তিত্বের মাঝে তাঁর ছিল অবাধ গতায়াত। সকলেরই তিনি কমলদা। নিরভিমানী, নির্বরী, লোকহিতৈষণায় নিত্য সংস্থিত, ত্যাগ-বীর্যে সুপ্রতিষ্ঠিত, সর্বজনার বন্ধু এই কমলদা একটি প্রতীকে পর্যবসিত হয়েছিলেন। শান্তি-প্রীতি-মাধুর্য-সরসতা-অমায়িকতা-স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ তাঁর ব্যক্তিত্বকে একটা সামগ্রিক জ্যোতিতে উদ্‌ভাসিত রাখত। তাঁর সংস্পর্শে আসামাত্রই লোক আকৃষ্ট হত, অভিভূত হত। তাঁর অমোঘ ব্যক্তিত্বই ছিল তাঁর অদ্ভুত সংগঠনশৈলীর মুখ্য উপাদান। ত্রিপুরা, ঢাকা, কলকাতা, বর্ধমান, বাঁকুড়ায় বহু জীবিত

সতীর্থরা তাঁর সংগঠন প্রতিভার সাক্ষ্য দেবেন। বাঁকুড়া শহরে 'নূতন চটি' পল্লীকে কেন্দ্র করে তিনি একটি সার্থক কর্মীগোষ্ঠী প্রস্তুত করতে পেরেছিলেন। 'পারিজাত-ক্লাব'-নামীয় একটি স্থানীয় কিশোর-যুবক সংস্থাকে তিনি শ্রীসংঘ নেতা অনিলচন্দ্র রায়ের নির্দেশে এক বিপ্লবী গুপ্ত সমিতিতে রূপান্তরিত করেছিলেন। তাঁর কাঞ্চন স্পর্শে বহু সভ্য সোনা হয়ে গিয়েছিলেন এবং পরবর্তী জীবনে স্বাধীনতা-সংগ্রামে উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়ে নিগ্রহ বরণ করেছিলেন। যাঁরা নানান কারণে সংগ্রামের শরিক হতে পারেন নি তাঁরা শিল্পের ক্ষেত্রে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে, ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিলেন। অনিলচন্দ্রেরই আদর্শে তিনি দলের ছেলেদের গোটা মানুষ হিসেবে তৈরি করতে চাইতেন, জানতেন— সত্যিকার মানুষের ভেতর থেকেই সত্যিকার বিপ্লবী বেরুবে। বিপ্লবকে এরা প্রচলিত সংকীর্ণ সংজ্ঞায় সংকুচিত করতে চান নি, প্রশস্ততর ক্ষেত্রে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন।

প্রখ্যাত এক বৈপ্লবিক সংস্থার অন্যতম কর্ণধার হিসেবে তিনি ছিলেন শক্তিধর। তাঁর দৃঢ়তার অভাব ছিল না, অভাব ছিল দম্ভের। প্রয়োজন বোধে নিষ্ঠুর হয়তো হতে পারতেন, কিন্তু সেটা ছিল তাঁর স্বভাবের ব্যতিক্রম, ক্ষমা দিয়ে তিনি বিরুদ্ধ শক্তিকে বশে এনেছেন, নিষ্ঠুর আঘাতের চেয়েও তা কম কার্যকর হয় নি। বিপ্লবী সমাজে যাকে 'action' বলা হত, সেই অপহরণ-লুণ্ঠন-নিধন যজ্ঞের উপযোগী দুঃসাহস ও দক্ষতা তাঁর ছিল, তবে সমসাময়িক দলীয় নীতিকে উপেক্ষা করে তিনি 'action'-এর ইতিহাসে অমর হবার সুযোগ নেন নি।

তিনি আজ নেই। তাই রাজনীতির বিতণ্ডা তুলে ভুল-ভ্রান্তি, সফলতা-নিষ্ফলতার হিসেব-নিকেশ করা আজ অশোভন, কেন না আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে তাঁকে আর পাওয়া যাবে না। তা ছাড়া শুষ্ক রাজনীতি দিয়ে কমলদা-চরিত্রের মূল্যায়ণ করাটাও অসম্ভব ও অবাস্তব। তবে, একথা নিশ্চয় যে অনিল রায়-লীলা রায়-সেবিত বিপ্লবতন্ত্রের তিনি নৈষ্ঠিক উত্তরসাধক।

রাজনীতি, তথা বৈপ্লবিক রাজনীতি তাঁর ধর্মভাবনা, তাঁর ঈশ্বর চেতনারই এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল। সে যুগে কমলদার মতো বহু বহু বিপ্লবীই শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ও বিবেকানন্দ-অরবিন্দের দীক্ষা মন্ত্রে প্ররোচিত হয়ে দেশের মুক্তি আর আত্মার মুক্তিকে অভিন্ন বলে জেনেছিলেন। বিদ্যায়তনে বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও তিনি ভারতীয় দর্শন, পুরাণ ও বিভিন্ন ধর্মসাধনার ইতিহাসে ডুবে গিয়েছিলেন। বহু মঠে-মন্দিরে তাঁর যাতায়াত ছিল, বহু ধর্মীয় সংঘ নেতার সঙ্গে ছিল প্রাণের যোগ। রাজনীতির বাইরে, অস্তিত্বের গভীরে যেখানে 'নিভৃত প্রাণের দেবতা' জাগেন সেই গোপন নিরালায় কোনো-কোনো ভাগ্যবানের মিলন ঘটেছিল বিপ্লবী কমলদার সঙ্গে। সেই মুষ্টিমেয় সতীর্থদের একজন তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে লিখেছেন, "... আমার তরফ থেকেও তাই আত্মিক যোগ অনুভব করেছি। আজকের দিনে যা নিয়ে আছি তার পরিচয় সে বয়সে তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি। সে যোগটাই

সেদিন ছিল আমার রাজনীতির বাইরে..."। শোকার্ত মনে অনেকেই চিঠি লিখেছেন। বিস্ময়ের কথা, সকলেই নিজ নিজ ভাষায় একটি কথা জানিয়েছেন— "কমলদার মনে আমি একটা বিশেষ স্থান পেয়ে গিয়েছিলাম।" সকলেই তাঁকে মনের মানুষ হিসেবে ভাবত। আসলে তাঁর মনটা এত বিশাল, এত বিপুল, বিচিত্র ছিল যে তাতে ঠাঁই করে নেওয়া অনায়াস-সাধ্য ছিল।

তাঁর হৃদয়বত্তা কখনো কখনো দুর্বলতার পর্যায়ে পড়ে যেত, আর বিষয়ী মানুষ তার সুযোগ নিতেও দ্বিধা করত না। কত লোকের কত অনুরোধ ন্যায়-অন্যায় বিচার না করেই— তিনি যে রেখেছেন— কত সাহায্য যে তিনি— পাত্রাপাত্র বিচার না-করেই— কতজনকে দিয়েছেন তার হিসেব নেই। আত্মপ্রচার তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল, তাঁর করুণা নীরবেই ঝরত। আজকের দিনের মানুষের বৈষয়িক কূটবুদ্ধি তাঁর ছিল না। সংসার অরণ্যে এমন আপন-ভোলা লোকের পথ হারানোই স্বাভাবিক। বৈষয়িক ব্যাপারে তিনি হয়তো ছিলেন— ইংরেজি ভাষায় যাকে বলে 'misfit' এখানে তাঁর যোগ্যতা ছিল সীমাবদ্ধ। ফলে সুখ ও শান্তি, তাদের সীমিত সংজ্ঞায়, তাঁর সঙ্গে আজীবন লুকোচুরি খেলে গেছে। তবে, বৃহৎ অর্থে তিনি কখনো অসুখী ছিলেন না বা কেউ তাঁকে কখনো অসুখী দেখে নি। অধুনা বহু বিশ্রুত রুশ সাহিত্যিক সলঝেনিতসিন-এর কটি পংক্তি এই সূত্রে মনে আসে।* "...It is not our level of prosperity that makes for happiness but the kinship of heart to heart and the way we look at the world. Both attitudes lie within our power. So that a man is happy so long as he chooses to be happy, and no one can stop him...."* এই বিস্তৃত অর্থে তিনি সুখী ছিলেন, তাঁর সুখের সীমানা ছিল না।

তাঁর নিজস্ব বৃত্তি কবিরাজীতে তিনি খ্যাতির তুঙ্গে উঠতে পেরেছিলেন। 'prosperity' তাঁর হাতের মুঠোয় এসেছিল—কিন্তু সে মুঠো তিনি লীলায় শিথিল করে 'happy'-ই থাকতেন। পেশা তাঁর নেশা হয়ে যেতে কখনো কেউ দেখে নি। কবিরাজ শ্যামদাস বাচস্পতি-প্রতিষ্ঠিত 'বৈদ্যশাস্ত্র পীঠ'কে তিনি প্রথমে ছাত্র ও পরে সহকারি সচিব হিসেবে গৌরব দিয়েছেন। শ্যামদাস পুত্র কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ তাঁর চিকিৎসা নৈপুণ্যে নিঃসন্দেহ হয়ে তাঁকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের চিকিৎসক হিসেবে কিছুদিন শান্তিনিকেতনে রেখেছিলেন। পুরোনো 'জয়শ্রী'র পাতায় তার মনোজ্ঞ বিবরণ রয়ে গেছে।

মহতের স্মৃতিচারণা অহংকারেরই অভিব্যক্তি, বৃহতের সঙ্গে নিজেকে নিবিড় যোগসূত্রে যুক্ত দেখানোর মধ্যে নিজেরই 'ছোটো আমি'টা উঁকি দেয়। তাই স্মৃতির ব্যায়াম এ লেখার উদ্দেশ্য নয়,— এ লেখা পরম পূজনীয় কমলদার অনুধ্যান। তাঁর বিচিত্র ও বিস্তৃত জীবন একটি উপাদেয় জীবনী গ্রন্থের উপাদান হতে পারে। ভবিষ্যৎ জীবনীকার তাঁর জীবনচর্চায়, বিবিধ রসের সন্ধান পাবেন।

উত্তর-স্বাধীনতা যুগে কমলদার স্বভাবটি হয়েছিল—'ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো'। কলকাতা ছেড়ে, পরিজন বন্ধুবান্ধব ছেড়ে হঠাৎ তিনি কোথায় যে পালিয়ে যেতেন, কোথায়-কোথায় যে পালিয়ে-পালিয়ে বেড়াতেন তার সন্ধান রাখা দুরূহ ছিল। সবাই জানত তিনি আবার আসবেন, সত্যিই সহসা কোথা থেকে এসে হাজির হতেন। এবার এই মহা-পলায়নের পর আর তাঁকে পাব না— এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে— বিষম সে কষ্ট।

* *Cancer Ward* উপন্যাস থেকে উদ্ধৃত।

সংকলিত, 'জয়শ্রী', আষাঢ় ১৩৮১, পৃ. ১৩৪, ১৬০-৬২।

জয়শ্রী, চৈত্র, ১৪১১ (২০০৫)

Feeling...

বার্ধক্য জরা জড়জগতের সমস্ত জীবকে গ্রাস করে ফেলে। এটা স্বাভাবিক নিয়মে প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে তাঁর খেলা চলেছে। এই লীলাকে কেউ ভাঙতে পারে না, ভাঙবার চেষ্টা হলেই বিপত্তি। প্রকৃতি তাঁর আপন খেয়ালে লীলা করে চলেছেন। এখানে আমরা দর্শকমাত্র। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি সবই এই লীলার অন্তর্গত।

চারণের কাছে মহাকাল সন্দেশের উদ্‌গমন কখন কীভাবে হবে বলা কঠিন। প্রকৃতির অনায়াস লীলারই মতো। হারাধনের যে-সব ছেলে-মেয়েরা ছিল তারা একে একে নির্ধারিত লীলাঅন্তে মহাকাল কোলে আশ্রয় নিচ্ছেন—তার ব্যাপ্তি ও প্রকাশ সেখানেই। ক্ষুদ্র একটি সংলাপে মহাকাল অনুভব এবারকার despatch—

FEELING যে নেই-ই তা তো নয়। 'FEELING' ঈশ্বর এবং দেবতাদেরও আছে। আমি একটা জীব সুতরাং 'FEELING' আমারও থাকবে। শুধু তফাৎ এই যে আমি "নিজের FEELING" একেবারে হজম করতে শিখেছি, করেছি, জানি, করি। বাইরে যে তরঙ্গগুলো তুলি, সে-সব হোল "চাল" হিসেবে, আড় হিসেবে, ধাঁধাঁ হিসেবে, লোক ভুলোনো হিসেবে, এবং—এবং STRATAGEM-এর দায়ে। (নইলে 'আমি' সত্যই নেই।) তবু এটা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার-ঘোষণা করি (এবং তাতে দিব্য আনন্দ পাই)—: এ পুনর্মিলনের ফলে, একটি দিব্য সুষমামণ্ডিত শ্যামলতা আমি অনুভব করি, এবং যখন একটু সময় পাই—তখন স্বনামপটভূমে চারণা করে, ভেতরে স্নিগ্ধ হই।... পরদেশী উদাসীন পথিক ফকিরের কাছে এই-ই যথেষ্ট...।

এক বিস্ময়কর বার্তা ও কিছু কথা LEE-কে— বার্তা 'WERE AND AM ONE WITH YOU IN YOUR FEELINGS AND THOUGHTS. YOUR LIFE "A POEM-ON-A-FLAME". TENDER WISHES. BLESSINGS.

=LOVE=

LIFE'S "BUOYS-ETERNAL" ARE LOVE, FAITH PATIENCE AND UTTER DEDICATION

AT LEAST THEM ARE FOR ME : AND, IF THEY ARE
FOR ME—THEY ARE FOR LEE TOO.

THEM ARE "THE THINGS" WHICH MAKE US (PUNNY-THOUGH-WE-BE) GO-OVER,

WITH A PRETTY SMILE ON OUR LIPS AND A BEAUTIFIC-SONG IN OUR HEARTS, DEAR!

জয়শ্রী, শ্রাবণ, ১৪১২ (২০০৫)

এক আনন্দময় জীবনের সন্ধানে

নিয়মিত বার্তা আসে—

Dear Mukul Tripti Poltu affectionate blessings. Found three telegrams. Granted Doctors Report. Lincence Registred.—Satgurudev

কলকাতায় প্রাপ্তি ১৫.১.৭২, পুনরায় ২৬.১.৭২ আরেকটি তারবার্তা—

Divine grace bless you Mukul dear nothing is difficult to brave and faithful man. Out of sufferings have emerged the strongest souls. The most massive characters are seared with sears. Be happy Mukul be you cared you are so.

এটিও পাঠিয়েছিলেন প্রিয় মুকুলের সৎগুরুদেব। তাঁর এই প্রাণপ্রিয় মুকুলের জন্য চিন্তার অন্ত নেই। রোগ মুক্তি চাই। সুস্থ, সতেজ আনন্দময় জীবনের তিনি উপাসক তাই তাঁর অনুগত প্রিয়জনদের তেমনই রাখতে চান, দেখতে চান। সুস্থ সতেজ আনন্দময় জীবন যাপনের জন্য তাঁর নির্দেশ ব্যক্ত হয় একটি পত্রে— এবার তাই লিপিবদ্ধ করি— সেই সঙ্গে চারণ স্মরণ করে কোনো এক সময় মহাকাল 'সূর্যনমস্কার' প্রসঙ্গে একটি বইয়ের আর্জি জানিয়েছিলেন, সেই বই কয়েক কপি চাই। তাঁর জন্য একাধিক কপি এবং চারণের জন্য অবশ্যই এক কপি, অতি অবশ্য প্রকাশককে পাঠাবার নির্দেশ দিতে বলেছিলেন। যথা সময়ে সেই বই চারণের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। বইটির নাম The Ten-Point Way to health— Surya Namaskars by the Rajah of Aundh— a simple system of radiant-health exercises for men women & children of all ages, Edited with an introduction by Louise Morgan, published by D.B. Taraporevala Sons & Co Pvt Ltd., 210, Dr. Dadabhai Naoroji Raod, Bombay-1, last reprinted 1965.

এবার উদ্ধার করছি মহাকাল নির্দেশ সম্বলিত তাঁর চিঠিটি—'মুকুল! নিম্ননির্দেশিত ক্রিয়াগুলি কালবিলম্ব না করে আরম্ভ করে দাও। এগুলি সারা জীবন, প্রতিদিন করবে রিলিজিয়াসজীল নিয়ে সত্যিকারের। এতদ্‌দ্বারা তোমার যে-সব চিরস্থায়ী-অপূর্বলাভ এবং প্রগতি হবে— তা অবর্ণনীয়। বিশ্বাস কোরো, এই দীন পথিক ফকির এ-সব কার্যের পাস্ট-মাস্টার। নির্ভয়ে করো। হঠযোগের, প্রধান—আট প্রকারের কুম্ভক— প্রাণক্রিয়া আছে, রাজযোগে বসার যোগ্য প্রস্তুতির জন্যে। এই কুম্ভক প্রাণক্রিয়ার কয়েকটি ষট্‌কর্মের-ও অন্তর্গত।

কপালভাতি— তৎপরে— উজ্জায়ী— তৎপরে—ভস্ত্রিকা (ফাইনালি) করে;... কিছু পরে (খানিকটা অবকাশ নিয়ে)—শীতলী প্রাণায়াম করো। এই মরশুমেও প্রাতঃসন্ধ্যার

দুবার করতে পারবে। কোনো রকমেরই কোনো ভয়-সন্দেহ-ক্ষতি লোকসানের সম্ভাবনাতক নেই, আমি মাকালীর সত্ত্বে গ্যারান্টিড নির্ভয় দিচ্ছি। কপালভাতি, ষটকর্মের একটি। কপালভাতিতে কুম্ভক (রিটেনশন-অফ-প্রাণ- or Breath) নেই। কপালভাতি, ভস্ত্রিকা— সঠিকভাবে এবং অবলীলাক্রমে করবার, প্রথম পাদপেক্ষণ। কপালভাতি ভস্ত্রিকার জন্য তৈরি করায়। কপালভাতি is a powerful excercise। excercise শুনেই ঘাবড়াবে না; **তোমার জন্যে— অমৃতমন্থন।** এটা যৌগিক সঠিক পরিভাষা : কপালভাতিতে, এটি প্র্যাকটিস করার সময়ে, All tissues, Cell, Nerves, Tendons, Molecules Shall Powerfully **Vibrate**।

কপালভাতি Cleanse the skull, the respiratory system, the nasal passages. It destroys the diseases of the phlegm removes the spasm in the Bronchial tube। (সুতরাং Asthma relieved and ধীরে ধীরে cured হয়ে যায়। এতে The apices of the lungs get **abundant supply** of oxygen (সুতরাং they **connot afford** favourable nidus for T.B. consumption, is therefore, cured by the practice) lungs are considerably developed Carbon-dy-oxide is eliminated—on a large scale. Blood purified. Impurities thrownout.Tissues & cells absorb large quantities of oxygen. Heart funcitions properly. Circulatory-respiratory-digestive systems are toned—very considerably.

শুরুতে প্রথমে (প্রথম সপ্তাহে) এক সেকেন্ডে—একটি মাত্র expulsion-এর রেটে— ১০টা expulsions (one round) মাত্র প্রাতঃকালে, শুধু।

দ্বিতীয় সপ্তাহে : 1 round—morning, And **One Round**—evening.

তৃতীয় সপ্তাহে : 2 round—morning, And **2 Round**—evening.

চতুর্থ সপ্তাহে : 3 round—morning, And **3 Round**—evening.

প্রতি রাউন্ডের পর, 6-7-8 বার সাধারণ সরলভাবে নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে A little rest নেবে। এরূপ করলে তুমি relaxed হবে এবং Quite comfortable feel করবে। পরে, যখন তুমি Sufficiently advanced হবে এই practice-এ, তখন each round-এ ১০টা করে expulsion জুড়ে বাড়াতে থাকবে—প্রতি সপ্তাহে—Till you get 120 expulsions for each **round.**

পদ্মাসনে বোসো। দুহাঁটুর ওপর দুহাত রেখো। rapidly কামারের Bellow-র মতো শব্দ করে এবং ক্রিয়া করে perform Puraka and Rechaka। এই excercise should be performed vigorously। এতে কুম্ভক নেই। এতে রেচকই **most important part.** Sudden expulsion of breath follow one another in rapid succession। ঘাম খুব বেরবে; শরীরের মধ্যেই মালিশ করে দেবে; ক্রিয়ার পরে।

(নির্দেশানুযায়ী কপালভাতি করে; স্বল্প বিরাম বিশ্রাম নিয়ো; নির্দেশিত ভাবে কিছুক্ষণ সাধারণভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে থেকে রিল্যাক্সড্ হয়ে নিয়ে) তারপর—উজ্জায়ী।

চারণ এইটুকু লিখে এবারকার ডেসপ্যাচ শেষ করছে। অন্যত্র অন্য কিছুতে লাগু হতে হবে এখনই। পরিবর্তীতে বাকি কথা।

শিশু থেকে বয়োবৃদ্ধ প্রত্যেকের এটি প্রস্তুতির সময়, আসছে বা যা আসবে—তাকে সামাল দিতে প্রয়োজন হবে দেহমনের সার্বিক প্রস্তুতি।

২

ইতোপূর্বে প্রাণায়ামের একটি পর্যায় লিখেছি। এবার আরো কিছু লিখে পাঠাবার চেষ্টা করছি।

2. উজ্জায়ী— উজ্জায়ী—removes the heat in the head. চেহারা অতি সুন্দর স্নিগ্ধ হতে থাকে। Gastric fire gets increased. Asthma, consumptin, and, all sorts of pulmonary diseases are cured. উজ্জায়ী দৈহিক decay and death নাশক। (দরকার হলে, শুধু উজ্জায়ী walking-and-standingও করা যায়—তখন দুনাক দিয়ে ফেলতে হয় প্রাণবায়ু।)

পদ্মাসনে বোসো। মুখ বন্ধ করে দাও। Glottis-এর-partial-closure-এর দরুণ, very-mild-and-uniform-pitch-এ একটি সুন্দর continuous sound উৎপন্ন করতে করতে, inhale-s-l-o-w-l-y through both the nostril—in a smooth-uniform-manner-till your breath fills the space from throat to the heart—with noise (ওপরে যেমন বোঝানো হয়েছে)। সামান্যতমও-কষ্ট-অসুবিধে-অস্বস্তি না-হয় এমনভাবে, as long-only-as you can comfortably do it : retain your breath!;

Then exhale-s-l-o-w-l-y through the left nostril only (By closing the right nostril with your right thumb)

Then, after this উজ্জায়ী

3. ভস্ত্রিকা (কপালভাতি এবং উজ্জায়ীর combination হোল=ভস্ত্রিকা) : ভস্ত্রিকা=মানে=কামারের হাপর (bellows). Rapid succession of Forcible-Expirations-ই হোল, ভস্ত্রিকার most characteristic feature. ঠিক কামার যেমন তার হাপর উপরি উপরি লাগাতার জোর-জোরসে-দাবিয়ে-চালিয়ে-হাপরের মুখ দিয়ে-জোরসে হাওয়ার তীব্রস্রোত চালিত করে (আগুনকে ভয়ংকর তীব্র শক্তিশালী করবার জন্যে) so also you should move your breath rapidly.

প্রচুর perspiratin হবে।

যদি ভস্ত্রিকা করতে করতে slightest giddiness ও অনুভব করো : তবে তক্ষুণি

ভস্ত্রিকা প্রাণায়াম বন্ধ করে কয়েকটি সাধারণভাবে আরামের—স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে নাও—few normal breaths. Giddiness vanish করবে। Giddiness vanish করার পর—আরম্ভ করো—continue your practice।।

Imp. কেবল গ্রীষ্মকালে প্রাতঃকালের ঠাণ্ডা শীতল সময়টাতে (খুব ভোরে) ভস্ত্রিকা কোরবে (সাংয়কালের দ্বিতীয় ক্ষেপ গ্রীষ্মকালে বন্ধ) অন্যান্য সব ঋতুতে প্রাতঃ এবং সায়ং দিনে দুক্ষেপ করবে। Throat inflammation relieved হয়ে যায়ই, এতে। Gastric fire বৃদ্ধি পাবেই। phlegm খতম্ করবেই। Nose-and-chest diseases সারিয়ে দেবেই। সুতরাং Asthma-consumption eradicarted হবেই। very good appetite দেবে।

সঠিক এবং বিশেষভাবে করতে থাকলে, ভস্ত্রিকা তিনটি গ্রন্থির ভেদ করে দেয় : ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি—রুদ্রগ্রন্থি।

BHASTRIKA যে phlegmকে DESTORY করে সেই phlegmই হোল 'THE BOLT (obstacle) to the door at the mouth BRAHMANAD'(সুষুম্না)!!! (এর সহায়তায় 'শ্রীশ্রীমাঁ মহামায়াশক্তি কুলকুণ্ডলিনীর সম্বন্ধে জ্ঞান পরিচয়ের সুযোগ এসে যায়)।। STRICTLY DEAD SECRET. ONLY FOR YOU.

গভীর গোপন একটি কথা মুকুলের উদ্দেশে, অথচ আজ তা চারণের কলমে সর্বজনের জন্য ব্যক্ত।

দিব্যজীবন লাভে দেশবাসী মহাকাল নির্দেশে যদি সামান্যতম প্রয়াস নেয়।

'excess-wind-bile-phlegmএর দরুন যে-যে অসুখ হয়, তা সবেরই দূর করে। শরীরে উত্তাপ বৃদ্ধি করে। বরফের মধ্যে যদি ঠাণ্ডা বেশী কষ্ট দ্যায় তবে, তক্ষুনি বসে ভস্ত্রিকা শুরু করে দিলে শরীর একেবারে গরম হয়ে যাবে ভস্ত্রিকা নাড়িকে পরিষ্কার করতে পরমবন্ধু।

সমস্ত কুম্ভকের মধ্যে IT IS THE MOST BENEFICIAL।। পদ্মাসনে বোসো। KEEP YOUR BODY-NECK-HEAD ERECT মুখ বন্ধ করে দাও CLAMOURএর মত। তারপর : INHALE-AND-EXHALE QUICKLY TWENTYTIMES—(like the bellows of blacksmith) CONSTANTLY DILATE-AND-CONTRACT. When you practise this Pranayama a hissing sound is produced.

Start with rapid expulsion of breath following one another in rapid succession.

মহাকালের এই বিস্ময়কর প্রশিক্ষণ-নির্দেশ এবারও শেষ করা গেল না। চারণের ঝটিকা পরিক্রমণে—স্বল্প অবসরে এই ডেসপ্যাচ।

৩

প্রাণপ্রিয় মুকুলকে প্রেরিত প্রাণায়ামের কিছু অংশ ইতোপূর্বে ব্যক্ত করেছি—তাতে কপালভাতি, উজ্জায়ী ও ভস্ত্রিকাপর্ব বিবৃত হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ পর্ব দীর্ঘ, চারণের সাম্প্রতিক অবসরহীন পরিক্রমণে থিতু হয়ে দীর্ঘ নিবেদন সম্ভব হচ্ছে না—তাই যেটুকু সম্ভব তাই নিবেদিত হচ্ছে—

One Round=20

Important very : When one round of 20 expulsions is finished—The final explusion is followed. BY A D-E-E-P-E-S-T—POSSIBLE—INHALATION : THE BREATH IS SUSPENDED AS L-O-N-G AS YOU CAN WITH COMFORT. Then deepest-est-possible exhalation is done.!!!

V. V. Important : The end of this deepest-est exhalation completes one round of ভস্ত্রিকা। এক রাউন্ড ভস্ত্রিকা পুরো করে; rest a while by taking a few easy-normal-breaths. (This will give you relief and make you fit for starting the next round.)

Important : Do Three (3) rounds-daily—in the morning, এবং সন্ধ্যাবেলাতেও 3 ROUNDS করতে পারো।

In the summer—গ্রীষ্মকালে—কেবলমাত্র ভো-ও-রে প্রত্যুষে (in the morning cool-hours only)।। দ্বিতীয়বার সন্ধ্যাকালে নয়।

4. ভস্ত্রিকা প্রাণায়ামের পরে, Normal-সহজভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে কিছু বিরাম বিশ্রাম নিয়ে 15 min = 15 মিনিট শীতলী করবে। কমসে-কম। [শীতলী 30 মিনিট তক করতে পার) শীতলী Blood purified করে দ্যায়।

শীতলী পিপাসা—ভয়ানক তেষ্টা (এবং ক্ষুধাও) নিবারক। শীতলী শরীরকে (The whole systemকে) শীতল করে দেয়।

Chronic dyspepsia, inflamation of the spleen, various chronic skin diseases, fever, consumption, indigestion, bilious disorders, phlegm নষ্ট করে দেয়। POISONS-OF-ALL-SORTS IN THE BLOOD ARE THROWN OUT. প্রত্যুষে-অতিভোরে দুপুরে, সন্ধ্যায়, অর্ধরাতে (এই চার সন্ধিতে) যে শীতলী প্রাণায়াম করবে—নিয়মিতভাবে HE SHALL NOT BE AFFECTED BY SERPENTS'-AND-SCORPIONS'-BITE.

যদি কোনো কারণে, পরিস্থিতিবশে, নির্জন, বনে-জঙ্গলে-পাহাড়ে প্রান্তরে-মরুভূমে-শূন্যস্থানে জলের সন্ধান না পাও, পিপাসায় বুক ফেটে যাচ্ছে, জিভ বেরিয়ে পড়েছে : শীতলী শুরু করে দাও—ধৈর্য ধারণ করে you shall at once be relieved of thirst.

উপরোক্ত ভাবে বোসো। মুখ ঠোঁট বন্ধ করো। বন্ধ ঠোঁটের মধ্যখান দিয়ে, জিভটা (জিভের দুধার মুড়ে রাখতে সাপোর্ট দেবেই)। আস্তে-আস্তে সরল-একটানা স্রোতের মতন করে—সীঁসিঁসিঁসিঁ... (si-i-i-i-i-i...) hissing sound দিয়ে (সহিত)—অনায়াসে-য-তো-টা একটানা স্রোতের মতন, প্রাণকে আকাশতত্ত্ব থেকে নিজের ভিতরে গ্রহণ করতে (আকর্ষিত করতে) পারো—করো। তারপরই AT ONCE, জিভ ভেতরে নিয়ে, মুখ বন্ধ করে নাও। প্রাণবায়ুকে যতক্ষণ পর্যন্ত VERY COMFORT (সুখকর ভাবে)-এর সঙ্গে উদরে ধারণ করে রাখতে পারো—রাখো। তারপরই, ধীঁনিঁ-রে অতি ধীঁনিঁ-রে V-E-R-Y-S-L-O-W-L-Y—Exhale, through your nostrils. অত্যন্ত—বিশেষ—খেয়াল সাবধানী—সতর্কতা রাখবে, যে, হাঁপাতে একটুও না হয়, এরূপভাবে এই প্রাণায়াম করবে।

একবার করলে ;5-7টা সহজভাবে শ্বাস প্রশ্বাস নিলে;তারপর দ্বিতীয়বার :—এইরূপে বুঝলে, মুকুল?

অবশ্যই এটা স্মরণে রেখ যে : আ-স্তে-আ-স্তে অভ্যাস কর্তে কর্তে, a) যত লম্বা—দীঁনিঁ-র্ঘ এবং বেশী প্রাণশক্তি ভেতরে নিতে পারবে, b) যত দীর্ঘ সময় উদরে সুখদায়ী-আনন্দের-সঙ্গে (very apt term that) ধারণ করে রাখতে পারবে, এবং c) যত বেশী সুদীর্ঘ করে, সেই উদরস্থ বায়ু (...অতিবিষাক্ত-অপবিত্র)—নিঃশেষ—নিঙড়ে বের করে দিতে পারবে—ততই বেশী উপকার—লাভ—উন্নতি।

প্রাথমিক, সপ্তাহে, মোটে 18-19 মিনিট বা 20 মিনিট লাগবে; কঠিন নয় মোটেই। দ্বিতীয় সপ্তাহে 21-22 মি. করো। 3rd সপ্তাহে 27-29 মি. কোরো। এইভাবে, শরীরের ক্রমোন্নতির সঙ্গে প্রতি সপ্তাহে বাড়িয়ে যাও। 50-60 মি. তক্ পৌঁছে আর বেড়ো না। (তারপরে : যোগশক্তি বিভূতি বিকাশ হয়)।

Most-est-Imp. এই চারিটি প্রাণায়ামের 10 মিনিট পরে এক-পুরো-পেয়ালা দুধ, অতি অবশ্যই—পান করবে। ভুল না-হয়-এতে।

চারণ, এবারও পুরো করতে পারছে না। তবে এই গভীর অনুধ্যান দ্রুত অনুশীলনও সহজসাধ্য নয়—তাই অনুশীলন অনুধাবনের ধীর গতি চলুক— বারান্তরে পূর্ণতা।

8

সাধারণের অগম্য অথচ অনুশীলন ও প্রকৃত শিক্ষাগুরুর নির্দেশে সে অগম্য পথও সহজ যাতায়াতের উপায় হয়ে ওঠে। এ শিক্ষা শুধুমাত্র যোগ ও ব্যায়ামের তথাকথিত শিক্ষকের নির্দেশনামা নয়, এ একযোগী পুরুষের যোগানুভূতি এবং তাঁর শিক্ষণ পদ্ধতিও তাই গভীর ও বিস্ময়কর।

Important : অন্ধকার থাকতে খুব ভোরে যদি পায়খানা যাবার অভ্যাস না-থাকে, তবে

পায়খানা যাবে না। হাত পা মুখের ভেতর ধুয়ে, আসন-প্রাণায়ামে লেগে যাবে। এ-সব করে—তারপর w.c-তে যাবে।

■ কখনো ভরা পেটে কোনো প্রাণায়াম, যৌগিক আসন-ব্যায়াম, একসারসাইজ করবে না। খাবার সাড়ে তিন ঘণ্টা পরে করবে।

■ যৌগিক আসনগুলোর পরে (পরে বলছি এ সম্বন্ধে) 20-30 মিনিট বিশ্রাম নিয়ে, তার পর—প্রাণায়াম 4 টি (এই নিয়ম, যখন থেকে যৌগিক আসন শুরু করবে, তখন থেকে পালন করবে।)

■ DRY WELL-VENTILATED ROOM-এ করবে। REMAIN ALONE DURING PRACTICE.

■ জপ—এবং—MEDITATION-এর পূর্বে করবে। IT WILL HAVE YOUR BODY LIGHT AND YOU SHALL ENJOY YOUR MEDITATION

■ পেট (MUST Be) খালি থাকবে, TIGHT থাকবে। ১০ মিনিট পরে পুরো এক পেয়ালা দুধ পান করবে। অবশ্যই।

■ PLEASE BE REGULAR—AND-SYSTEMATIC : NEVER MISS A DAY. প্রাণায়ামের পরই স্নান কোরো না। আধ ঘণ্টা (কমসে কম) বিশ্রামের পরে—স্নান।

■ প্রাণায়ামের ঘামকে ভুলক্রমেও মুছে ফেলো না, শরীরেই মালিশ করে বসিয়ে সেধিয়ে দাও। **DONOT EXPOSE YOUR BODY TO CHILL, DRAUGHTS-OF-AIR, WHEN YOU PERSPIRE.!!!**

■ গ্রীষ্মকালে—বা অন্যগরমের সময়ে, যদি মস্তিষ্কে সামান্য গর্মী অনুভূত হয়, তবে, PURE আসল আমলকী তৈল মাথায় ভাল করে মালিশ করে স্নানটা করবে। এবং REAL মিছরির সরবৎ দিনে তিনবার পান করবে। THIS SHALL COOL YOUR WHOLE SYSTEM.

■ (শীতলীপ্রাণায়াম তো, রোজই করবেই।। এতেই : YOU SHALL NOT BE AFFECTED BY HEAT.)

■ (DONOT LAUGH-AND-JOKE WITH THE LADIES—SHUN THEM, (ক্ষমা চেয়ে এইটা লিখলুম)

*****ALWAYS INHALE-AND-EXHALE, VERY-VERY-VERY SLOWLY. DONOT MAKE ANY SOUND** WHNE YOU INHALE & EXHALE. IN কপালভাতি AND ভস্ত্রিকা **DO NOT PRODUCE VIOLENT SOUND.**

***একেবারে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়, এরূপ পরিমাণে কখনো প্রাণায়াম করবে না। **FATIGUED** হবে না। THERE=MUST BE ALWAYS—JOY AND **EXHILARATION-OF-SPIRIT.** YOUR PRACTICE FULLY INVIGORATED-AND-REFRESHED. DO NOT BIND YOURSELF WITH TOO MANY RULES—নিয়মের।

***V.V. Important = যেখানে যেখানে কুম্ভক করতে বলেছি, সেই কুম্ভকের PERIOD GRADUALLY বাড়াবে। প্রথম সপ্তাহে—4 সেকেন্ড করে RETAIN করবে। দ্বিতীয় সপ্তাহে= 8 (আট) সেকেন্ড করে RETAIN করবে। তৃতীয় সপ্তাহে = 12 সেকেন্ড।। এমনি করে 64 সেকেন্ড তক্ RETAIN করার সময় করবে। **এর বেশি তোমার দরকার নেই।**

***পূরকের সময়ে, মনে সত্যই দৃঢ়বিশ্বাসে ধারণা কোরো যে, সমস্ত দৈবীসম্পদ—পূর্ণ আরোগ্যতার—তোমার প্রাণতত্ত্ব-আকর্ষণের সঙ্গে ('পূরক' আসলে তাই-ই) তোমার ভেতরে প্রবেশ করছে আকর্ষিত হয়ে। কুম্ভকের সময়ে = সত্তায় তোমার—ABSORBED হচ্ছে। রেচকের সময়ে—সমস্ত আসুরিতত্ত্ব-বিষ-ব্যাধিকালিমা বেরিয়ে যাচ্চে (পূরকের এবং কুম্ভকের প্রাণতত্ত্বের অমৃতশক্তির দ্বারা নষ্ট বিতাড়িত হয়ে)।।। আসল সত্যই এই যে : প্রাণায়াম দ্বারাই (প্রাণায়ামের সাহায্যে) YOU DRAW ENERGY FROM THE DIVINE SOURCE—COSMIC-PRANA. STOP PRACTICE—When you are seriously AILING.

কেবলমাত্র প্রথম-কয়েকটি দিন; **প্রথম সাতদিন; শুধু পূরক-এবং-রেচক** করবে মাত্র। সাতদিন পর থেকে—কুম্ভক জুড়ে দেবে,—যেমন যেমন উপদেশ-নির্দেশ-আজ্ঞা দেয়া হয়েছে।

*YOU MUST SO NICELY ADJUST YOUR PURAKA-KUMBHAK RECHAK, THAT YOU SHOULD NOT EXPERIENCE. THE FEELING OF SUFFOCATION-OR-DISCOMFORT AT ANY STAGE OF YOUR PRANAYAM.

*YOU MUST NOT UNNECESSARILY PROLONG your period of Rechak. যদি তুমি আননেসেসারিলি রেচকের সময় অনির্দিষ্ট দীর্ঘ করো—THEN-THE-FOLLOWING পূরক will be done in a hurry—hurried manner. And thus—RHYTHM will be broken.

To say again : you must so carefully regulate your Purak-Kumbhak-Rechak that, you must be able to do with absolute comfort-and-care. Not only of one Pranayam. But the full course of the required rounds of

pranayams. I am, I know, repeating this; I have to.

Experience and practice, shall make you perfect. BE STEADY! EXCERCISE DUE CARE-AND-ATTENTION. MATTERS SHALL TURN OUT TO BE SUCCESSFUL-AND-EASY.

এ কথাটি মনে রাখবে যে : প্রতি কুম্ভকের শেষের দিকে LUNGSকে এমনভাবে CONTROL করবে SO THAT YOU ARE QUITE ABLE TO DO RECHAK SMOOTHLY-AND-IN-PROPORTION-WITH-YOUR-PURAK.

IMP*** Slight errors may crop up in the Beginning. It DOES NOT MATTER.

Do not be unnecessarily alarmed. Do not give up parctice. You shall learn yurself how to adjust the Three process of Purak-Kumbhak-Rechak nicely. Commonsense. Instinct, Shrill innervoice of the soul help you in the path. Everything shall comeout smoothly in the end. MY MOTHER SRI SRI MAKLI IS YOUR GUIDE-AND-সহায়।

START THE PARCTICES-practise this very second, In right earnest and—BECOME Your realself STRIVE, STRUGGLE HARD. PEACE BE UNTO YOU.

If you are steady, earnest and sincere (which I know you are) in practice, in six months' time you shall find an inexpressible Joy,— CURE,—mental peace, and, unalloyed bliss. There shall be Jyoti in-on your face; such a Mukul-shall be-a blessing to Himself, and the world. This will give Satisfaction-cum-Happiness,

মুকুলের কাছে মহাকাল গুরুকে ভগবানজী তথা Leader-এর এই ছিল স্নেহ আশীর্বাদ ক্রিয়া যোগের শিক্ষা। দীর্ঘ অনুশীলনে তাঁর জীবন হয়েছিল আনন্দময়—তৃপ্তির সাগর। আজ এই গুরুশিষ্যের বার্তালাপ—শিক্ষণ অনুশীলন বহুজন হিতায় ব্যক্ত করতে পেরে চারণও তৃপ্ত আনন্দিত।

জয়শ্রী, পৌষ-চৈত্র ১৪১২ (২০০৬)

এক অ-চিন ব্যক্তির দেশে পদার্পণ ও দীর্ঘ অবস্থান ইতিহাসের পাতায় প্লাবিত হয়ে আছে কিন্তু কে তার খবর রাখে! দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গন থেকে সরে গিয়ে ভাল্লুকের দেশে গমন এবং তারপর এক সময় সে দেশের Host দোর্দণ্ডপ্রতাপ একনায়ক, ভারতপথিককে নিজের পথ নিজেকে দেখে নিতে বলায় তাঁর পূর্ববর্তী পরিকল্পনা অনুযায়ী আরেক প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত দেশে পদার্পণ। ইতিহাসবিদ, গবেষক, অনুসন্ধানী সবার দৃষ্টি আজ ভাল্লুকের দেশে—কারণ সেটাই অঘটনের পরের ঘটনা। কিন্তু তারও পরের যে আরো অনেক ঘটনা রয়েছে—যা বলার কেউ নেই—যা বলতে পারেন স্বয়ং যিনি সংঘটনের নায়ক বা মধ্যমণি তারই কিছু কথা আজ চারণ ব্যক্ত করবে। সে দেশের মহানায়ক মা জে ডং বা মা ও সে তুঙ্গ—মহাকালের অন্তরঙ্গসাথী তাঁর দেওয়া নাম তুঙ্গভদ্রা।

'ইচ্ছে ছিল দিন দশবারো, না দিনকুড়ি পূর্বেই চিঠি লিখবার। কিন্তু পর পর লাগাতার, এতো সব টুকরো-টুকরো খবর এসে যেতে লাগলো (Horizon-এর বাইরের এবং দেশেরই ভিতরের) যে, প্রধানত, মোটামুটি সব খবরগুলি পেয়ে, SIFTING করে, যে নির্ণয়ে পৌঁছুতে পারবো, সেই (নিজ আনুমানিক বিশ্লেষণাত্মক নির্ণয়ে) তাই লেখা উচিত মনে হল (ছেড়া ছেড়া, টুকরো টুকরো খবর বার বার, দিতে গেলে, রোজ রোজই রিপোর্ট পাঠাতে হয় : আমাদ্বারা সে-রকম অসম্ভব)। যাক এ কথা।

যে যে সব, এবং যতো গুলো—এবং রকমের খবর জড়ো হয়েছে, সে সব গুলো (এখনো আরো অনেকানেক রকমের খবর আসবেই; যা-সব এসে গেছে তা সবই exhaustive তো নয়!) জড়ো করলে আমার ক্ষুদ্রজ্ঞানের বিশ্লেষণে, এই-ই পরিণাম-নির্ণয়ে আসছি।'

মহাকাল তাঁর প্রিয় মুকুলকে দেশের শাসকদলের প্রদেশভিত্তিক শাসনব্যবস্থার অদলবদল, মধ্যবর্তী নির্বাচন, কংগ্রেস ও সমধর্ম সাথীদের গড়াপেটার কথা বলেছিলেন। সেসব সংক্ষেপে বর্ণনার পর লিখেছিলেন—

'আমি অশা করি যে, পূর্ব থেকে এখন পর্যন্ত (অনেকগুলি চিঠিতে) যে-যে সব রকমের ঘটনাবলীর সংঘটিত হবেই-ই; এবং যেরূপ-যেরূপ পরিস্থিতি এবং পরিণতি হওয়া সম্ভব; তা সবই তুমি সঠিক ভাবেই বুঝে নিয়েছ—এবং মনে রেখেছ।

সেগুলো সঠিক বুঝে অনুরূপ ভাবে যদি নিজেকে সঞ্চালিত করে যেতে পারো, তবে ওঁকে (লীকে) এবং তোমাকে কক্ষনো পস্তাতে হবে না।'

পাকিস্তানের ভেতরে গুরুতর ব্যাপার ঘটিত হবে। দু-আড়াই মাসের মধ্যে (বোধ হচ্চে), বেশ খুব-ভারী সংখ্যার (এবং পরিমাণে) মানুষকে মরতে হবে, এবং প্রচুর সম্পত্তি

নষ্ট হবে (পথিক, এ ব্যাপার রুকতে পারবে না, এ তার কাজের বাইরের)। যদিও পরিণতির সহায়ক।

নকশালবাড়ির-তৈরি ওড়িশ্যাতে। কাশ্মীরে, বিহারে, আসামে হচ্চে (rather হয়ে গেছে)...

INTERNATIONALLY (মা কালীর HORIZON) দিকে দিকে exploding ব্যাপারস্। উইথ seven Nips হু-রে-রে-রে—রেrry! HURLY-BURLY HUMPTY-DUMPTY দেয়ালের ওপার থেকে গড়িয়ে পড়লো বলে। HIP-HIP-HURRAH :!

ওদিকের কয়েকজন "বড়ো চাঁইরা মিলে", এমোন সব মজা-মজার চাল চালবেন যে, আর একবার নূতন করে ইজরাইল-আরব পাঁয়তারা যাতে ঘটে যায়। ঘটে যদি যায়ই, তবে খুব বেশী দেরী নেই। এবং ভগবান শ্রীশ্রীনারদঋষির কৃপা কটাক্ষ যদি পড়েই যায়, তাহলে : ফলশ্রুতি : ইজরাইল তার নববিজিত ভূভাগের কিছু অংশ ছেড়ে দিয়ে, পলিটিক্যাল victory নিয়ে বেরুবে। জন দি গোলসনের ক্ষুরের বড়ো মাহাত্ম্য।

বাইরের দিকে দিকে EXPLODING STATES ESCALATIONও। সম্ভবত কিছু WARS ও। (এখনো ঠিক করি নি) তবু সত্যি স্বীকার করতে হাত সুরসুর করছে) নূতন—নূতন দিকে।

একটা নূতন ব্যাপার ঘটবে, এবং নূতন সুর শুনবে ('R'এ) মন্দ নয়। বোধহয় কিছু আনন্দই পাবে। 'CH'-এ যা যা মজাদার খেলা হচ্চে-হবে, তা তো বলেই দেয়া আছে। আরও মজা আছে। মনে রেখ YAHH! YEAAHHA GOADING। GOADING। GOADING। GOADED, GOADED, GOADED. LIKE THAT GADFLY-OF-HERA।

দ্যাখো! তোমরা, বাইরে সব্বাই-ই, যাই কিছু বলো-বা-বোঝো না ক্যানো। আসলে কিন্তু তুঙ্গভদ্রা মোটেই খারাপ নয়! উনি সত্যিই গ্রেট, সত্যিই লীডার (তাঁর দেশের এবং দেশের লোকের)। এ সত্য আমি জানি। এবং ভবিষ্যে, জগতের অন্যান্য বিচারকদেরও একথা মানতেই হবে। উনি, নিজেদের 'প্রাচীনকাল থেকে—বর্তমান পর্যন্তের সু-দীর্ঘ পটভূমিতে', 'ঐ দেশেরই অতিবিশিষ্ট মনোজ্ঞ-স্বভাব-চরিত্রের "একটি নিখুঁত আদর্শ"। তার বেশীও নয়, কমতো নয়-ই-ই। ওদেশে মাত্র একজন নেটিভই ½ Baked ভাবুক জন্মেছিল : কন্‌ফুসীয়, এইটে মনে রেখ।

তবে উনি ইনহেরেন্টলি ভালো হোতে চান বলেই, একটি ভুল (?) করতে (Rather নরম) বাধ্য হয়েছেন, অর্থাৎ, অন্যান্য নাংটোবেলার-খেলার-সাথি-সাংগাতদের যুক্তিপূর্ণ বিচার-বিতর্ক-বিবেচনা পরামর্শের দিকে খেয়াল করে, ঠিকুতে ঠিকুতে চলতে নিজেকে বাধ্য করেন। ফলে যা হওয়া অনিবার্য তাইই ঘটতে থাকে।

"ঐ দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের-cum-মানসচরিত্রের নিখুঁত আদর্শ" রূপে কূটনীতির

শুভঙ্করীর অঙ্কের প্রত্যেকটি অঙ্ক বিলকুল ঠিক ঠিক ভাবে কষে যাচ্চেন। প্রতি পদক্ষেপে পাঁয়তারা কূটনীতি কৌশল যুদ্ধনীতির 100% আদর্শ। এবং যা কিছু কষচে ফেরচে তা সবই ওদের প্রাচীনবৃত্তি অনুসারই।

নিজেকে "ঐ দেশের লোক করে—ওঁর জায়গায় বসিয়ে দ্যাখো। সব জলের মত পরিষ্কার হয়ে যাবে।"

চারণ উদ্ধৃত করছে এক জটিল ইতিহাস এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব—যাঁকে আমরা বইয়ের পাতায় নানা কাহিনীর আঙ্গিকে দেখেছি। কিন্তু অন্তরঙ্গ বন্ধু বিপদে-আপদের সাথী—যার অভিব্যক্তি এমন ভাবে উন্মোচিত হবে কখনো কি ভাবা গেছে—আজ তা ব্যক্ত করার সুযোগ পেয়ে চারণ হাল্কাবোধ করছে—।

২

প্রাকৃতিক মনুষ্যকৃত ঘটনাবলীর বেড়াজালে চারণের এই মুহূর্তে থিতু হয়ে কোনো কিছু করা দুঃসহ। প্রকৃতির রোষ ক্ষণে ক্ষণে দেশের ও বাইরে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে করে চলেছে উথাল পাথাল, সেই সঙ্গে বিশ্বের নানা অঞ্চলে জমে থাকা উত্তাপ, বিধ্বংসী উদ্‌গীরণ শুরু করেছে। মহাকাল তাঁর অন্তিম লক্ষ্যে ধীরে এগিয়ে চলেছেন—সেখানে রয়েছেন তিনি ও তাঁর মা, দ্বিতীয় কারুর স্থান নেই। কে ক্রিয়াশীল কে নির্দেশক বোঝা দায়। আগামী বিধ্বংসী লীলা বিস্তার লাভের পূর্বে জমে থাকা নানা কাহিনী লিপিবদ্ধ করে রাখার বাসনা।

১. "এ জগতে, আমরা-সামান্য-সাধারণ মানুষের কাছে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের বাণী সমূহের যথার্থ অর্থেই বাহক-জ্ঞাতা-প্রতিপাদক-প্রচারক-(এবং সেই সব ঈশ্বরীয় বাণী আদেশের) একমাত্র একজিকিউটর হোলেন—

২. THE CELESTIAL EMPEROR OF THE CELESTIAL EMPIRE" মোটে 100 বছর আগে পর্যন্তও—এই মনোভাব বিচার এবং স্বভাব "MANIFESTED হয়েছে।" CELESTIAL EMPIRE-এর বাইরের জগত এবং মানুষেরা বর্বর অসভ্য-আদিম PRIMITIVE; একমাত্র দিব্য চিনই উন্নততম।

সোয়াশতাব্দীর নির্লজ্জ 'রেপিং' 'লুটিং' এবং প্রাচীন সংস্কৃতি-সংস্কারের—এবং আভিজাত্যের বিলোপন ক্রিয়াই যাবতীয় স্রোতে তলিয়ে ডুবে যেতে (থাকতে) হয়েছে। (ঠিক অবিকল হুবহু আমার জননীজন্মভূমিরই মতন। শুধু কালচক্র cum-কর্মচক্রের তফাৎ এতোটাই যে, আমার (?!) জননীজন্মভূমি, তাদের থেকে 13-14 গুণ বেশি সময়ের জন্যে ডুবেছে এবং এদেশের প্রাণরস, আরো থরোলি নিষ্করুণ—নিদারুণ ভাবে—নিঙড়ে নিঙড়ে—চুষে চুষে বের করে নেওয়া হয়ে গ্যাছে—এবং একটা প্রাচীন জাতির বয়সের একটি ধূলিকণার মতনই এই সোয়াশতাব্দীতেও মাঞ্চুরা ALIEN হোলেও, চীনেদের

জয় করে স্বর্গীয় সাম্রাজ্যের স্বর্গীয় সম্রাট হয়ে দাঁড়ায় এই জন্যেই দেড় শতাব্দী বলেছি, মাঞ্চু শাসন যোগ করলে তিন শতাব্দী হয়। এই অতীব তুচ্ছ সামান্য সময়টুকুর মধ্যেই, এই 4 যাবনিকস্রোতের বানে TIDAL BORE-এর ঘোলা জলে উবে যাওয়ার ফলে, যে বিষ পলিমাটির স্তর পড়লো তার দরুন অতি অপূর্ব HYBRIDS জন্ম নিয়ে গজিয়ে উঠলো (ঠিক আমাদেরই দেশের মতন)। সেই 4 যাবনিকপদ্ধতি যে, কতো ভয়ানক ক্রুর মিষ্টি নিষ্ঠুর, কতো মমতাহীন পৈশাচিক, কী রকম নিজে নিজেই—সুশীতল দুটি পাখার হাওয়া করে—গভীর নিদ্রামগ্ন রেখে—রক্তচোষা ভ্যাম্পায়ের মতনই—কূটরাষ্ট্রনীতির—পাশুপতঅস্ত্র বিষকন্যা, তা বোঝবার শক্তি খুইয়ে ওদের বহু বহু মনীষীরা DISAVOWED AND DIVORCED THE WHOLE SCINTILLANT GAMUT OF THEIR CULTURE! AND BEGAN WRITING TOMES OF THEIR 'NEW-FOUND LIGHTS FROM THE WEST'! AND THEY BECAME THEIR (THE WESTERNERS') PREACHERS, EXHORTING THEIR OWN COUNTRYMEN TO THROWOUT EVERY THING ANCIENT! AH! ALAS AND ALUCK!!! নিজেরা তো তলিয়ে ভেসে গেলেনই দেশকেও তলিয়ে দিলেন, THREWOUT THE BABY WITH THE BATHWATER। (DO YOU EXPECT, THE DEAD GHOST CAN FORGET?।) যে কোনো একটি প্রাচীন গর্বিত-স্বাভিমানী যদিও ভ্রান্ত অন্ধগর্ব, তবু গর্ব। জাতির জীবনে, এরূপ ধরনের ATROPHY চিরকাল-বা-বহুদিন পর্যন্ত থাকতে পারে না। প্রাচীন গৌরবময়ী কোনো জাতিই, চিরকালের জন্যে, নিজেদের ঐশ্বর্য গৌরবময়ী অতীতকে ভুলে থাকতে পারেই না। এ যে শাশ্বত সত্য। ভাগ্যিস, মাত্র এক-দুই শতাব্দীর রোগে ঝিমিয়ে গেছলো, তাই-ই (অন্তরাষ্ট্রীয় কোলাহলে) ধাক্কা খেয়ে, তাড়াতাড়ি জাগবার সুযোগ পেল। (আমাদের নেশাগ্রস্ত সময় ওদের চাইতে বহু-বহুগুণে বেশী লম্বা, তাই এখনো খোয়াবী ভাঙ্গবার ইচ্ছেও হচ্চে না) কিন্তু OHH! জাগার পরই আড়মোড়া ভেঙে চারিদিক দেখে সচকিত হয়ে, নিজেদের স্বাভিমান-আভিজাত্য—ANCIENT GLORY-CUM-SPLENDOUR RECAPTURE করার জন্যেই (MAKE NO MISTAKE! THIS IS AND WAS THEIR ONLY REAL DRIVING FORCE-AND-REASON) যে উপায়টি অস্ত্র রূপে হাতে তুলে নিল, অবলম্বন করলো—THAT WAS THEIR MOST STUPENDOUS BLUNDER ('A BLUNDER' IS A 10,00,000 TIMES GREATER SLIP THAN A SIN)

৩. 'YMIN' শব্দের মানে হল PURE "এই PURE থাকবার জন্যেই", নিজেদের স্বর্গীয়সাম্রাজ্য এবং মানুষকে, IMPURE—অপবিত্র আদিম-বন্য-অসভ্য অসংস্কৃত (CELESTIAL EMPIRE-এর বাইরের) দেশ এবং মানুষের সংস্পর্শ-সংযোগ থেকে, এরা (চীনেরা) নিজেদেরকে আলাদা করে রেখেছিল।

৪. "CELESTIAL সাম্রাজ্যে বাইরের সমস্ত দেশ এবং জাতি অজ্ঞান-নীচ আদিমযুগের বর্বর শয়তান-ডেভিলস্"—এই প্রাচীন বিচার এবং ধারণা, চীনেদের প্রতি রক্ত বিন্দুতে বয়ে চলেছে, আজও (তুঙ্গভদ্রারও)। প্রাচীন সময় থেকেই—এরা (বাধ্য হয়েই—একমাত্র বিশাল সুবিশাল, ওদের থেকেও প্রাচীনতম ভারতবর্ষ ছাড়া। মনে রেখ : কবি র. ঠা. যখন চীনে গেছলেন তখন তাঁকে বিরাটতম অভ্যর্থনায় এই বলে সসম্ভ্রমসম্বর্ধন করা হয়, 'আমরা আপনার ছোটবোন।...আজকে, চীন, এই বিশ্বের বিজ্ঞান ও বিদ্যার দ্রষ্টা এবং উপদেষ্টাপুরোহিত তার জ্যেষ্ঠাভগিনী—ভারতবর্ষের, সেই জ্ঞানের প্রতীকরূপে আপনাকে, সভক্তি-শ্রদ্ধা-প্রেম অর্ঘ্য সমর্পিত করবার এই সুযোগ পেয়ে, ছোটবোন সম্পর্কের হিসেবে নিজেকে ধন্য গৌরবান্বিত কৃতজ্ঞ হচ্ছে') (ঠিক কোট হল না; তবে ভাবার্থটুকু—100% ঠিকই আছে।। HMMMMMM!...

স্বর্গীয় বংশ—স্বর্গীয় সাম্রাজ্য—সংস্কৃতিতে PURE রাখবার জন্যই, বাইরের জগত থেকে (নিজেদেরকে) একেবারে ISOLATED করে রেখে এসেছে। ফল যা হবার তাই ঘটে গেছে। নিজেদের একসক্লুসিভ সিলেশ্চিয়ালিজমে ISOLATED হয়ে থাকার দরুন, স্মাগনেস-দুর্বলতা-পঙ্কিলতা-পাঁক ভরে উঠলো। মাঞ্চুরিয়ার বিদেশীরা ওদের জয় করে বসলো!!!

..."শুধু তাই-ই নয়, স্বর্গীয় সাম্রাজ্যকে জয় করে, হরি-হরি-হা হতোস্মি!, দ্য হেটেড মাঞ্চুডেভিলস্ আউটস্পীড্ দ্যা চাইনীজ!!! তারা নিজেদেরকে আসল অরিজিনাল চীনে বলে (PURE) ঘোষণা করে, স্বর্গীয় সাম্রাজ্যের স্বর্গীয় সম্রাট হয়ে সুপ্রাচীন সভ্যতাঅনুসারই পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দুতে গ্যাট হয়ে বসলেন। এবং 100000% থরোলিসত্যভাবে সুপ্রাচীন চীনী সংস্কৃতি-ভাবধারা-পরম্পরাতেই **লিটারাল্লীএক-হয়ে ডুবে গিয়ে,** বেধড়ক স্বৈরাচারী চীনী স্বর্গীয় সম্রাট হয়ে বসলেন। 'উপায়হীন চীনীরা' নিজেদের জাতি-বংশ-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের সব অহংকারের 'স্মৃতি—এবং বোধ'কে মনের অন্তস্তলে চাপা দিয়ে, বাধ্য হল সে পরিস্থিতি মেনে নিতে। (কিন্তু ভুললো না) মাথা নীচু করে থাকতেই হল। (তথাপি মাঞ্চুরিয়া প্রতিবেশীই ছিল, যদিও বিদেশী) তারপর এলো THE MOST SATANIC DOMINATION, THROUGH DEVILISH CLEVERNESS...তাদের প্রাচীন সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে, একটি মূল সত্য হল ৫. 'ফরেনারমাত্রই চীনীদের ইনফিরিয়র'। তাদের এই 'শাশ্বত বাণী' একটা প্রচণ্ডতম ধাক্কা খেল। ৬. 'ফরেনারস্রা ঘৃণ্য, ত্যজ্য, উপেক্ষণীয়' এইই প্রাচীন উপদেশবাণী। অথচ এই বিদেশী শয়তানরা, যে-যে সমস্ত আধুনিক ভৌতিক উপায়ে, তাদের প্রাচীন দেশের—সংস্কৃতির-ঐতিহ্যের-সমাজের প্রতি স্তরে স্তরে সিঁধ কেটে কেটে ঢুকে পড়লো; যে ভাবে আধুনিক ভৌতিক সাজসজ্জায় সজ্জিত হয়ে বড় বড় (দেশের) ভূভাগ গিলে ফেলল, তা সবের কোনোরকমেরই প্রতিরোধ-প্রতিবাদ-পুনরুদ্ধার-প্রতিশোধের উপায়

হাতে নেই!!। নিজেদের থেকে সবরকমেই নীচ-অধম-নিকৃষ্ট যারা, তারাই হোল কিনা বেশী শক্তিশালী। তাদেরকেই মানতে হবে।—আবার শাশ্বতবাণীর আদেশে— ওদের চেয়ে— এরা নীচ।

চীনীরা নিজেদের মধ্যে 'দ্বিধাবিভক্তস্বরূপ' হয়ে গ্যালো। মনের নিম্নতর স্তরে চাপা দিয়ে রাখলো—নিজের প্রাচীনতা—স্বর্গীয় জাতীয়তা— স্বর্গীয় সাম্রাজ্য গৌরব— ঐতিহ্য সংস্কৃতি— গর্ব অহংকারেরর দম্ভ। বাইরে— শির নত করে নুয়ে পড়তে হল—'ইনফিরীয়র বিদেশী শয়তানদের' সামনে।

একসঙ্গে দুরকমের জীবনবহন : অসহ্য জীবনধারা। কিন্তু উপায় নেই কিছুই, হাতে।

শৌর্যবলবীর্য-পৌরুষ-কর্মশক্তিহীন—ক্লীব প্রাচীন-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি-বিদ্যার-গর্ব-দম্ভঅহংকার— কখনো কারো সহায়তা করে নি, উদ্ধারক হয় নি এ জগতে। জগৎ শক্তির উপাসক, শক্তি লাভ করতে লেগে যাও, শক্তিমান হও, নিজ শক্তির উপর দাঁড়িয়ে ওঠো, জগৎ তোমাকে পূজো করবে, তোমার কথা কান পেতে শুনবে।

তাই বিদেশী যাবনিক মধুময় বিষে, আকণ্ঠ পরিতৃপ্ত হয়ে যখন চীনেরই সে সময়ের বিদ্বানমানবীরা—ইউরোপের প্রত্যেক রকমেরই ফেটে যাওয়া SYSTEM গুলোকে চালু করবার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন— বাণী এবং লেখনী দ্বারা ট্রাডিশনাল চাইনিজ কালচারকে সমূলে উৎপাটনের কাজে—(প্রচারক হয়ে) লাগলেন,—চীন মূক মূঢ় বাঁধাহাতপা হয়ে ঘোলাটে দৃষ্টিতে চেয়ে দেখতে থাকলো; নিজের সত্তার (মনের) নিম্নতমস্তরে চাপা দিয়ে রাখা 'সব কিছু গুলো' ঝিলমিলিয়ে উঠলেও, স্বহস্তে সেসবের টুটি চেপে নিস্তব্ধ করে রাখলো, তখনকার মত, সময়ের প্রতীক্ষায়।

কিন্তু টুটিচাপা অবস্থায় কতদিন থাকা যায়?

একটি মহাগর্বিত দাম্ভিক জাতি, যে জাতির নিজেরই ইতিহাস তার প্রাচীনতার সাক্ষ্য দিচ্ছে—অহরহ, সে জাতির পক্ষে— ওরূপ অবস্থান সহন— অস্থায়ী অসহ্য। সে জাতি যে কোনো প্রথম সুযোগ (উপায়) নাগালে পাওয়া মাত্রই, এতদিনের চেপে দেবে রাখা নিজেদেরই শ্রেষ্ঠত্ব পুনঃস্থাপিত— প্রতিষ্ঠিত করার কাজে লেগে যায় সর্বপ্রকারে। (তুঙ্গ ভদ্রা is A True আদর্শপ্রতীক TO THE 'OLD TRADITION') গর্ব-অহংকার, নির্মল দৃষ্টিকে, সত্য বিবেককে, স্বচ্ছ বিচারশক্তিকে ধূমিল— ঘোলাটে বিকৃত করে দেয়। উন্মাদ করে। ভ্রান্ত করে। তাই :

'সেই একমাত্র উদ্দেশ্য' সিদ্ধি করার জন্যে, কোনো উপায়ই চোখে পড়ছিল না। কর্মশক্তিও ছিল না। মূঢ়চৈতন্য চিনের দেহের ওপর দেশীবিদেশিস্বার্থান্বেষীদের অবাধ তাণ্ডব স্রোত বয়ে চলতে থাকলো। অংশবাটের জন্য লড়াই বাধলো। প্রথম পাদে উঠলো 'প্রতিবাদের হুঙ্কার তুলে' ছাত্রেরা। স্পন্টেনাস। তুঙ্গভদ্রা কলেজ ছেড়ে নিজের দেশে গেল চলে। প্রতিহিংসা চাই-ই। (পুরাতন দাম্ভিক স্বর্গীয়সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করবোই-ই—

এই সংকল্পের কথাটা অবশ্যই বলা চলে না, চাপাই থাকে)।। বাইরের চারিদিকের সকলেই ডেভিলস্, শয়তান—ইনফিরিয়র, রক্তপায়ী, শত্রু। তা হলে?। একটি করেন ডেভিলের দেশে, লঙ্কাদহনের (প্রতিশোধ-আক্রোশের) মশালের আগুন জ্বলে, লঙ্কাদহন হয়েছে না?! বেশ, এই উপায়ই নিতে হবে। কম্যুনিস্ট খর্গই হাতে নাও। কম্যুনিস্ট হ'ল তারা ব্যাপকভাবে বিরাটভাবে প্রাচীন গৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবার অনমনীয় লৌহ সঙ্কল্প নিয়ে (স্টীল সঙ্কল্প নয়, MIND YOU)

এ জন্যেই ('দেশেরই লোক, সুতরাং লক্ষ্যব্রতীর বাধক হবে না' এই ভ্রান্তিতে) নিজেদের তদানীন্তন দেশীশাসকদের সঙ্গে পূর্ণ বিশ্বাসে হাতে হাত মিলিয়ে দিল, (কোয়ালিশন?!)

দেশীশাসক তাদেরকে এমনসবকার্যভার ('তোমাদের চাইতে উপযুক্ত কেউ নেই' বলে) দিতে লাগলো, যাতে তাদেরই সংখ্যা ডেসিমিটেড হতে থাকে। তথাপি চোখ খুললো না। বিশ্বাস স্থির থাকলো। তারপর হঠাৎ একদিন তাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্যরূপে, (দেশী সরকার দ্বারা) একটি বিরাট SWIPE-এর ঘেরে পড়লো। স্তম্ভিতবিস্ময়ে চমকে ওঠে, 'পালা পালা কোনো রকমে'। 'বাঁচ, বেঁচে বেরোও কোনো রকমে' করে পালিয়ে বাঁচতে-বাঁচতে প্রায় ¾th খতম হলো। ভীমসংকল্প নিয়ে, ভগ্নাবশেষ নিজের দেশে—পার্বত্য প্রদেশে 'আড়াল-আশ্রয়' নিল। চিরতরে বুঝে নিল : দেশীভাইয়ের সরকার, বিদেশী শয়তান রক্তপিপাসু দস্যুদের হাতের কাঠের পুতুল মাত্রই। মুষ্টিমেয় সহপাঠী সহযোগী পরম বন্ধুদের নিয়ে, তুঙ্গভদ্রা লেগে গেল পুনর্গঠনে : দিনরাত করে এই বন্ধু কয়টি 'কাজে' জুটে গ্যালো : সাহিত্য, বক্তৃতা, ভাষণ, বাণী, কবিতা, হ্যান্ডবিলস্ (তুঙ্গভদ্রা কালেজে পড়বার সময়, একটু কবিতাও লিখত), লেবর ট্রেনিং, সেমি প্যারা-গেরিলা-রেগুলার etc. যুদ্ধ ট্রেনিং গাঁয়ে-গাঁয়ে, ঘরে-ঘরে, পাহাড়-নদীর আড়ে আড়ে চলতে লাগলো;অন্যান্য কলেজের-স্কুলের ছেলেরাও—দূর দূর থেকে এসে ভীড়ে গ্যালো, গাঁয়ের লোকেরা যুবকেরা তো আছেই। পুরনো-প্রাচীন-বিভিন্ন প্রকারের চীনীযুদ্ধ নীতির, কূটকৌশল নীতি—ছেনে ছেনে পড়াশোনা-শেখা-লেখা-প্রচার etc চললো। (তখন P.L.A.ই পার্টি;এবং পার্টিই P.L.A.) দেশীয় সরকার (আসলে বিদেশী ডেভিলস্) চিন্তিত। অভিযান তৈরি। সহযোগীসহপাঠী বন্ধুসখা মিত্রসহ তুঙ্গভদ্রা—সারা কে সারা P.L.A. চললো দূর—সুদূরের পথে—দূরান্তের নিরাপদ আড়ালে (এবারে ডেসিমেটেড হলে চলবে না কিছুতেই)।

তার পরে যা-যা-যা ঘটেচে— সবই জানো (অলমিতিবিস্তারেণ) দেশের শাসন তো হাতে এল ঠিকই। 'কম্যুনিজমের ক্রীড'-ও গ্রহণ করা হোল (কারণ 'এর অন্তরটিই হোল এমন একটি প্রণালী, যা বুদ্ধি-এবং-চাতুর্যের সঙ্গে দেশ-গৌরব এবং দেশবাসীর উন্নতির দোহাই দিয়ে চালাতে পারলে,—'মাত্র কয়েকজন এক মনপ্রাণ উদ্দেশে দলবদ্ধ মানুষের হাতে, 'একটি দেশের-জাতির—মানুষের দেহ মন প্রাণ বুদ্ধি কার্য জীবনের' ওপর পূর্ণনিয়ন্ত্রণ cum প্রভুতার সৌরাধিকার প্রাপ্তি সম্ভব')

কিন্তু, এ কি?! এখনো তো সেই প্রাচীন গর্বময়ী সাম্রাজ্যের আধিপত্য তো পাওয়া যাচ্ছে না। এখনো সেই, আমাদের থেকে ইনফিরীয়র ফারেন ডেভিলস্‌রাই ভৌতিক সমস্ত বিভাগেই (ভৌতিকরূপে) বড় শক্তিশালী?! এখনো ফারেন ডেভিলেরই সাকরেদ হয়ে থাকতে হচ্চে।? ওঃ হো! নাঃ, এ লম্বাচওড়া খাই ডিঙ্গুতেই হবে। কিন্তু উপায়? চারদিক থেকে ঘেরা চাপা বেড়া। 'ওগো!, ক্যামোন করে ভাঙবে দেয়াল?!

অন্তরঙ্গ চিরসাথী বন্ধুগণ, বহু করি বিবেচন-বুঝলেন (নির্ণয়ে পৌঁছুলেন) এখনো আসে নি উপযুক্ত সময়; আমাদের উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে— উপযুক্ত সময়ের; প্রতীক্ষায় 'ওতপেতে' থাকতেই হবে। তাই স্থির রইলো। সেই প্রতীক্ষার অবকাশে কি কি কেমন করে 'সম্পাদন' করতেই হবে, তারও খসড়া তৈরি হল। সব বন্ধু মিলে কাজে লেগে গেল। উপায় এল, সেই চির প্রতীক্ষিত উপায়, বহু মন্থনের পর : 'উপায়' এলো গত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ঘোলানোটা একটু তলিয়ে (থিতিয়ে) যেতে-যেতেই।

একালে, একলা তুঙ্গভদ্রার গুপ্তমানসে 'গুপ্তভাবে জাগলো' : ফারেন ইনফিরীয়র ডেভিলস্‌দের বিপক্ষে (বাক্‌সাসের পর), প্রতিবেশী ফারেন বিপক্ষীদের বিরুদ্ধে, তার পর—ফারেন ডেভিলস্ দ্বারা পুষ্ট পরিচালিত শিক্ষিত নিয়ন্ত্রিত দেশী ডেভিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েছি; সেই উদ্দাম স্বপ্নময় নবযৌবনে—চমূ-রচয়িতা আমিই (মানসজগতে জাগলো শুধু 'আমি'। সাথী-সহায়ক বন্ধুসহপাঠীদের সেখানে স্থান নেই)। সিলেশ্চিয়াল সম্রাটের দিব্য প্রাসাদের উপর স্বাধীনতার বিপ্লবীধ্বজা গাড়ি—আমি। বর্তমান যুগের অনুপযুক্ত, কিশোর, বালক, শিশুরা মাতৃক্রোড় থেকেই শুনেছে, শিখেছে, গেয়েছে, গল্প শুনেছে করেছে, পড়েছে (স্কুলে, কলেজে লাইব্রেরীতে—সর্বত্র) আমারই সেই 'সন্ধির বিরুদ্ধে প্রচার', 'হুনানে যাওয়া', 'প্রচার' 'চমূ রচনা' 'ভ্রান্তিময় সহযোগ' 'শেষ হতে হতে বেঁচে পালানো' 'পুনঃসংগঠন' সাড়ে তিন হাজার মাইলের যাত্রা, 'পুনঃ আঘাত', 'ফারেন ডেভিলপুষ্ট দেশী ভায়ের পরাজয়-পলায়ন' 'নিজেদের রাজ্য **পুনঃস্থাপন**'। প্রতি ঘরে আমার ছবি পূজিত (মানসজগতে তুঙ্গভদ্রার এবং তার সঙ্গীসাথী সহপাঠীদের মুখ্য মুখ্য সকলেরই ছবি যে পূজিত হোত প্রতি ঘরে—এরূপ ভাবনাও উঠলো। কারণ, মুখ্যরূপে তুঙ্গভদ্রারই ছবি পূজিত হোত, এবং সব সাথীরাও তুঙ্গভদ্রাকেই 'মুখ্য' করে প্রচারও করে, রাখেও। চেয়ারম্যান cum প্রেসিডেন্ট করে) তাদের সকলের দেবতা—আমিই। ঈশ্বরকে দাবিয়ে তাড়িয়েছে। আমিই তাদের দেবতা। তাদের প্রেরণা—আমিই। আমারই কবিতা (ইউনিভার্সিটি কলেজ ম্যাগাজিনে তুঙ্গভদ্রা কবিতা লিখতো);আমারই—দর্শনবাদ, আমারই আদর্শবাদ, আমারই যুদ্ধবাদ, আমারই চীনে দেশবাদ—চীনবাদ এদের সকলের দেহ মন প্রাণ রক্তে ভরে গেছে। সুতরাং আমাকে BONCAMARADE cum BON ENFANT হয়ে থাকার—দরকার নেই। কারণ কম্যুনিজমরূপী অস্ত্র কেবলমাত্র প্রাচীন গৌরব পুনঃপ্রাপ্ত করবার জন্যে, THE SHORTEST SHORTCUT হিসেবেই নিয়েছিলুম আমরা। আসলে চাই, সে-এ-ই। সম্পূর্ণ বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু—স্বর্গীয় চীনের—স্বর্গীয় সাম্রাজ্য।

গুপ্ত মানসে 'জাগলো' উপরোক্ত সব কথা—ভাবনা; আরো 'জাগলো'—সম্ভাব্য সেই ঐশ্বরীয় সম্রাট পদের বাসনা। উপায়, উপায় বোঝালো; কি কি উপায় গ্রহণে—কোন্ কোন্ উপায় সিদ্ধ হবে।।'

স্বর্গীয় চীনের উন্নতি হয়েছে—অনেক। শহরগুলো—পরিষ্কার : শহরের দোকানগুলো—ভরা : বেশ্যাবৃত্তি চোখে পড়ে না, মাতলামি নেই (অবশ্যি বৃহৎ বৃহৎ সরকারি আসরে, এবং সরকারি মিলনে, মদের ঢেউ বয়ে চলে। CH. N.L. তো ভয়ানক-তেজস্কর-কড়ামদ গ্লাসের পর গ্লাস খতম করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা; কোনরকমেরই বেচাল হতে দেখেনি—ভুলেও ভুল করতে দেখিনি—মদের গুগলী পেটে ভরা সত্ত্বেও। আশ্চর্য! ভিখিরিরা শহরে কেচ্ছা করে না, দেশ সত্যই গরীব—তবে **'আগের থেকে'** ভালই : **মেয়েদের মুক্ত করে দিয়েছে তুঙ্গভদ্রা।** (শর্ত এই ঈশ্বর ফিশ্বর নস্যাৎ করো; আমাকে মানো : **'চীন কম্যুনিস্টবাদ'**কে স্বীকার করার—আসল অর্থ হোল—তুঙ্গভদ্রাকেই—একমাত্র সব কিছু স্বীকার করা); **সব চাইতে মুখ্য এবং বড়ো কথা 'তুঙ্গভদ্রা চীনী কম্যুনিজম্'** 'চীনীর নিজের স্বাভিমান-**গৌরববোধ' ফিরিয়ে এনেছে।**

ফরেন ডেভিলস্‌দের কারো বই কিনতে পারবে না। নেই। স্ট্যাডিং আর্মি **প্রায় চার মিলিয়ন।** ন্যাশনাল মিলিশিয়া—100 মিলিয়ন (অর্থাৎ এক হাঁকে, 100 মিলিয়ন ফুলফ্লেজেড আর্মি—অতি অল্প সময়ে) সমস্ত দেশময় ছড়ানো—যে যার নিজ নিজ কাজ করে।

দেবতা ঈশ্বর—নিজেদের পূর্বপুরুষ। পিতৃমাতৃকুলের-মা-বাপের প্রতি—বিশ্বাস-পূজা-ভক্তি-শ্রদ্ধা-সম্ভাষণ উপদেশ নির্দেশ আজ্ঞা—পালনের প্রাচীন সংস্কৃতি (কালচারেল রিভল্যুশনের রেওনার্ডরা যে মুহূর্তে প্রাচীনকলা, চারুকলা, সাহিত্য, শিল্প, স্থপতি etc etc নষ্ট করতে গেছলো, সেই মুহূর্তে কঠোর আজ্ঞা দিয়ে ওসব প্রাচীন সংস্কৃতি কৌশল চাতুর্যে সব কাজ করা হয়েছে, যদ্দ্বারা—এসবের উচ্ছেদ হবেই। এই সমস্ত 'জিনিসের'—একমাত্র মূর্ত প্রতিনিধি তুঙ্গভদ্রা। তারই পূজা, বাইরে ভেতরে করলেই ওসবেই পূজা হয়ে যাবে। গৃহ-ঘর-গ্রামের সুখে দুঃখে সাথী আত্মীয়-স্বজনেরা বেড়া—সাহচর্য (এসবের উপায় এবং পরিবেশ) লোপাট করার কার্যপ্রণালী চললো।

উদ্ধত গর্ব অহংকার অন্ধতমাশ্রিত হয়। সে এসব কিছু উপায়েরই মধ্যে—একমাত্র নিজেকেই দেখতে চায়, দেখাতে চায়, কৌশলে প্রতিপাদিত করে নিজেকেই সব কিছুরই প্রতিনিধি স্বরূপে আঁকতে চায় (দম্ভ অহংকার লোভের অবতার, দুর্যোধনও, 'উপায়'কে গলার হার করেছিল) সে নিজেকে ঈশ্বর প্রতিনিধি সর্বশক্তিমান ভেবে বিচার হারিয়ে ফেলবেই-ই। সে বুঝতেই পারে না যে এই 'উপায়' দায়ী প্রেরণাপ্রাপ্ত বিভিন্ন প্রকারের উপায়গুলির মধ্যে, কোন্ উপায়গুলি তার 'জীবনকাঠি' এবং কোন্ উপায়গুলি তার 'মরণকাঠি'। জীবনকাঠি-মরণকাঠি উপায়গুলি এত সুন্দর ভাবে বিনোন থাকে যে সে সমস্ত বেণীটাকেই নিজের গলায় জড়িয়ে নেয়, আদর করে।

উপায়ের চাতুর্যময় প্রণালী, (তুঙ্গভদ্রাকে পার্থিব সম্রাট যদিও এখনো করে নি, তবুও) এক স্পিরিচুয়াল সম্রাটরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে ঐ বিশালবর্গের হৃদয়ে। "তুঙ্গাভঁদ্রা—চিন্তা-বিচার-আদর্শবাণী" কোটি কোটি সংখ্যায় প্রচারিত, কণ্ঠস্থ উদ্গীত। এই জেনারেশন (অন্তত) মাতৃগর্ভ থেকেই 'তুঙ্গাভদ্রা মহাভারত' পড়ে শুনে বেড়েছে।

তথাপি : তোমার সময়ের পূর্তি হবার পূর্বেই, তোমাকে পূর্ণ হতেই হবে।

জাতিভেদ, জাতীয়তা, জাত্যাভিমান, জাতীয় বিশেষতা—শাশ্বত। সিলেশ্চিয়াল (PURE) চীন, সিলেশ্চিয়াল এম্পায়ার সন-অব-হেভেন সিলেশ্চিয়াল সম্রাট—পৃথিবীর কেন্দ্র। এই প্রাপ্তির জন্যই শর্টেস্ট-শর্টকাট হিসেবেই, কম্যুনিস্ট অস্ত্র গ্রহণ। A MERE MEANS TO THAT END.

কে একজন, কোন এককালে বলেছিল না? 'দিল্লীর মসনদ্ তুমি কত দূর?।'

AND SO, AND THUS; একটি ধ্বংসকারী একস্প্লোসিভ-ভরা WAR HEAD—RELEASED AND DRIVE BY A NINETIMES MORE POWERFUL RECOIL, ধূমকেতুর মতনই তার নিজগগনে উড়ে চলতে লাগলো। একটু চিন্তা :দি চিরসাথীরা প্রতিরোধ করে গতিকে উপায় বোধ দিল : তাদের অনুযায়ী-অনুগামীদেরকে ক্র্যাশ...। যদি ফরেন ডেভিলস্‌রা বাধক হয়? উপায় মনকে প্রবোধিত করে, তার আগেই তৈরি হতেই হবে। যদি ফারেনভাইয়ের সঙ্গে (ঘৃণ্য নীচ) কিছু ঘটে?! উপায় বুদ্ধি যোগায় : সবার অজান্তে BRAWN-কে জুটিয়ে দেব, লেগে যাও!

তবে আর ভাবনা কি!—

ঘুম থেকে সদ্য জাগ্রত GODLESS কুম্ভকর্ণ 'অপরাজেয় বিজয়শক্তি—এবং—অপ্রতিহত ধ্বংসকারী শক্তি' রাখে, ব্রনোর বরদানের ফলে। যদি এই কুম্ভকর্ণ GODLESS না হোত, যদি এ চির অভীপ্সিত তুঙ্গশিখর প্রাপ্তির জন্য এই GODLESS CREED—AND— MEANS গ্রহণ না করতো; তবে এই মোহময়ী মাদকতার রাস্তায় ঠেলে চালনার কোনো প্রয়োজন হোত না।

BUT THEN, 'ANY GODLESS THIS **MUST** PERISH'-এ নিয়ম শাশ্বত। এ স্থলে বিবেক বিচারের চঞ্চলতা নেই। উপায়, নিমিত্ত মাত্রই; তার নিজের নিজস্ব কোনো সত্তাই নেই, থাকতেই পারে না যে।

EVEN PRINCE LUCIFER HAS HIS FATHER—THIS LORD GOD. (AND THIS PRINCE'S POWERS ARE JUST EQUAL TO THOSE OF HIS FATHER—THE GOD AND IS HIS MOST BELOVED-ADORED-PET-AND-SPOILT-SON-REBEL) AND, THOUGH BANISHED, HE RISES UPWARDS TO HIS FATHER'S ABODE-HEAVEN, SINGING HALLELUJAH (হ্যালিলুইয়া) TO BOW AT HIS **FEET** AND, **TO BE**

KISSED-EMBRACED-CARESSED-PATTED-ADORED-AND-ENTERTAINED BY HIS FATHER; (AND, THEN-DOWN AGAIN)—**EVERY TIME** THE PRINCE IS VANQUISHED BY RIGHTEOUS MAN ON THIS EARTH.... IT IS DECREED SO. (THE RIGHTEOUS IS GOD HIMSELF).

একজনের প্রত্যক্ষ দর্শন ও তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ শিহরণ জাগায়—শিহরণ জাগাবে সন্দেহ নেই। মহাভারতের বিচিত্র অধ্যায় ক্রমে উন্মোচিত হবে—মহাকালের অবস্থান এবং তাঁর বিচরণের সংশয় কবে নিঃসংশয় হবে! চারণ সেদিনের অপেক্ষায় আছে।

৩

জগতের সকল কর্মের নিয়ন্তা ও কারণ একজন তিনি ঈশ্বর 'GOD HIMSELF'. মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা আমরা পাঠ করেছি, কিন্তু গতি ও বিজ্ঞানের চমকে তা বিস্মৃত হয়েছি—চতুর্দিকের রোশনাই আমাদের সত্যকে অনুধাবন করতে বাধা দিচ্ছে—সত্য অন্তরালে চাপা পড়ে যাচ্ছে অসত্যই সত্য বলে প্রতিভাত হচ্ছে। মহাকালের তুঙ্গ ভদ্রার দেশের বিবরণটি যথাযথ উপস্থাপনার পর চারণ তাঁর বৈঠকী আলাপচারিতার কিছু চয়নের ইচ্ছা রাখে।

'অন্যান্য সব্বাই বাইরের, উপায় অনুসার উপায় বুঝে প্রস্তুতি তে লেগে গেল। ভেতরের চিরসাথীরা উপায় বুঝে উপায়ের ভূমিরচনা করলো।'

দম্ভঅহংকারের অবতার, "আউট কম্যুনিস্টিং দি কমুনিস্টের" ভূমিকায় মেতে উঠলো। দরিদ্র দেশ হাহাকারে ভরে উঠলো। ক্ষোভে হতাশায় দিশেহারা সবাই। তুঙ্গভদ্রা মিথ্যে নয়; দেবস্বরূপ তিনি, আমাদেরকে গহন অন্ধকার থেকে টেনে তুলেছেন তিনিই; কম্যুনিস্ট ক্রীড্-ও সেই দেবতারই বাণী,—তাঁরই দেয়া—তাঁরই চালানো—তাঁর প্রচারিত সেই ধর্মবাদ। এই কম্যুনিজম্ ধর্মবাদ দ্বারাই, এই অনুশাসন দ্বারাই আমাদের সব দুঃখ-কষ্ট-দারিদ্র্য-অভাব-অনটন-ত্রিবিধতাপ ক্লেশ সবই চিরতরে দূর হবে; সুখ সমৃদ্ধির শিখরে পৌঁছুবো—এই-ই আমাদের দেবতা বলেছেন। তবে এ কী হচ্ছে?! এ কী হোল! এর কারণ কি হতে পারে?!—দেবতা মিথ্যে নয়, হোতেই পারে না। তবে?! ওহঃ! বোঝা গেছে, বোঝা গেছে ঃ আমাদের দেবতার দেয়া তাঁরই চালানো—এই কম্যুনিস্ট ধর্মবাদকে প্রতিরোধ করছে—সফল হতে দিচ্ছে না—লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে—চিরঘৃণ্য— হেয়— ফরেন ডেভিলস্রা। ব্যস্! এই-ই ঠিক।

পার্জিং চললো ঃ 5 মিলিয়ন (অনুমান) তলিয়ে গেল। এক-একটি এরিয়া বেছে নিয়ে, এক-একটা ক্যাম্পাস বেছে নিয়ে, এক-একটা ক্ষেত্র বেছে নিয়ে, ঘেরা করে অবাধ অন্ধ গুলি চললো (চলতে লাগলো)।

একবার উপায়েরই উপস্থিতিতে, একটি বিশেষ মুখ্যনগরে (যেমন আমেরিকার নিউইয়র্কে)—ঘিরে গুলি চললো—সীমাহীন—বিচারহীন। মৃতবৎ সমস্ত নগরী স্তব্ধ হয়ে রুদ্ধ শ্বাসে বদ্ধ রইল নিজ নিজ গৃহে। সমস্ত রাত ধরে 300 ট্রাক 'দেহ' বয়ে নিয়ে চললো ভরে ভরে। ট্রাকস্ থেকে রক্ত ঝরে ঝরে—সমস্ত রাস্তা (রাজপথ) রক্তপাঁকে ভরে গেছলো।

দুর্যোধন, সগর্বে-স্ফীত মুখ চোখে উপায়কে দেখালো।... উপায় কানে সুরসুরি দিয়ে বললো—সাবাস্। শা-বা-স্। শা-বা-স্। এগিয়ে চলো—এগিয়ে চলো বন্ধু।

জাগ্রত কুম্ভকর্ণ হাত কচলে বললে—একটি চুরুট খাও। উপায় বললে হেঁসে—নাঃ প্রিয়বন্ধু, তোমার ঐ নিজের বাগানে নিজের তৈরি তামাকের কড়া দা-কাটা তামুক-খাওয়া আমার শক্তিতে কুলোবেও না। ও তুমিই সহ্যি করতে পারো (ও ভয়ান-য়-য়-ক কড়া তামাক খায়, চেন স্মোকার, নিজেই তামাকে চাষ করে বাগানে) ভ-য়া-য়া-ন-ক কষা ধাত—কনস্টিপেশন। বাহ্যের বেগ আসা-করা-হওয়া একটা প্রবলেম ওর হয়ে দাঁড়িয়েছে। বলে,—সখে। সহায়ক, কর্মকার্যউদ্ধারক। কী আর বলবো আপনাকে। ক্যাম্পেনিং-এর লম্বা বছর গুলিই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় গেছে; বাহ্য একেবারে পরিষ্কার সাফ—সরল হোত; সেই বছর গুলোর মতন কিছু টিলক ('ট্রিক' কে টিলক) করতে পারলে হোত। ইশারায় হেঁসে, বলি— যে 'টিলক' গুলো শুরু করেছ, এতে কি কিছু... অবস্থার সুবিধে হবে বলে মনে কর না?...।) বিলেতের তৈরি একটি চয়েসেস্ট ব্র্যান্ডের কৌটা—বের করে এনে দেয়। হেসে বলে, আপনার পরমশত্রুর তৈরি জিনিস। চোখে-চোখে কথা হয়ে যায়।

মহর্ষি চাণক্য, শ্মশানে দাঁড়িয়ে কী বলেছিলেন?! জানো। YOU MUST OUT—'R' THE 'R's YOU HAVE TO.

চিরসাথীরা, দলের কর্তারা, সর্বনাশাম্যাড কেরিয়ারিং-এর গতিরোধের জন্য লেগে গেল। তুমুল ব্যাপারস্, তর্ক, বচসা, বাদবিবাদ চললো (সরাসরি ডিফাই কোরে, ডিনাউন্স কোরে, দেশের লোকের সামনে 'সত্যের' নগ্নরূপ প্রকাশিত করে সরিয়ে দেবার সময় সুযোগ চলে গেছে, সেরূপ সাহস করা অসম্ভব এবং সবার পক্ষেই সুইসাইডেল। দেশের লোকের কাছে এখন-ও দেবতা যে)। বাধ্য হয়ে, সময় বুঝে, নিজের দুটি অধিকারের একটি অধিকার, একজন মুখ্যচিরসাথীকে দিয়ে, নিজে শুধু চেয়ারম্যান হয়ে—'প্যাসিভ—বেনিভোলেন্ট—FATHER GOD' হোয়ে, কেবলমাত্র পার্টি হেড (চেয়ারম্যান) হয়ে থাকতে রাজী হতে হোল—একটি কয়েক সপ্তাহব্যাপী বিরাটম্যারাথন্—আদর্শ-পলিসির-প্রপাউন্ডিং কোরে (ক্রিয়াশীল রঙ্গমঞ্চ থেকে, ট্যাকটিক্যাল আড়ালে যাওয়া)। (বোধহয় '58 কি '59 একমাত্র MADMANLIKE OBSESSION ওর : "সেইই যৌবনের রিভিলিওশনারী প্রণালী-স্পিরিট-আদর্শ-জেস্ট-অ্যান্ড-মাই থিওরীজ নিভে গেলে চলবে

না; ফরেন ডেভিলস্‌দেরকে শত্রু-নীচ-হেয় ভাবতে ভুললে চলবেই না, এ চির নির্দেশ রাখতে হবে।" (এরা সবাই আসলে—আরামপ্রিয় হয়ে গেছে, তাইই এরা আমার রচিত সেই 'পুরাতন হেগেলীয়থিওরিজ'-এ ভুল-ত্রুটি বের করতে চাচ্ছে। আচ্ছা, দাঁড়াও মজা টের পাওয়াবো শিগ্‌গিরই'। এই ভাব আর কি) পাব্লিকগেইজ থেকে আড়ালে সরে, দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রস্তুতি চললো : সম্পূর্ণ নিরীহ-নিরামিষাশী-তুলসীর মালা গলায়পরা বিড়ালতাপসপিতৃদেবতা রূপে।

সমসাময়িক সময়ের আবর্তনে—চালকে আরো তীব্র-দ্রুতবেগশালী করে দিল। কারণ : অবাক হয়ে দেখলো 'R' একেবারে গোল্লায় গেছে। মনে জাগল 'স্ট্যা' দ্বারা বার-বার অপমানিত স্নাবড্‌-ডেনিগ্রেটেড হয়েও—সময় কাটাবার ব্যাপার—কথাগুলো। দেখলো-বুঝলো যে কম্যুনিজম্ মাধ্যমে 'R' অন্ততঃ ¾th বিশ্বকে নিজের আয়ত্তে আনতে চাচ্ছে (ওরই মতন)।

বারবার জাবর কাটতে লাগলো : উপায় দ্বারা, মাথায় টুঁ মেরে বুঝিয়ে দেয়া, কটু সত্যগুলি : "বন্ধু !, ভুল বুঝো না ! তোমার এ জিনিস, 'এভাবে নিরামিষাসী হয়ে জীবনযাপন করলে' টিকবে না। তুমি না ইউনিভার্সিটি কলেজে বিদ্যালাভ করেছো ? ! তুমি না কবি ? ! তুমি না দেশপ্রেমী ? ! তুমি না চীন (PURE)?! মনে রেখ : কোনো VIOLENT UPHEAVALই, কোনো VIOLENT STRUGGLEই চিরকাল চালু (GOING CONCERN') থাকতে পারে না। মোস্ট স্যাটানিক বুর্জোয়াদের চালানো কলেজে পড়া, মোস্টেস্ট স্যাটানেস্ট-এক ঘৃণ্য-বুর্জোয়ার 9 LAWS মনে করে দ্যাখো : 3rd LAW কী বলে ? ! আমাকে দেখেও তোমার চোখ ফুটলো না ? অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র ? তাকিয়ে দেখ পৃথিবীর বিভিন্ন VIOLENT UPHEAVAL এবং VIOLENT STRUGGLES গুলোর দিকে। দ্যাখো, বোঝো জ্ঞান নাও। ফ্রান্সের ভয়ংকর পৈশাচিক STRUGGLE AND UPHEAVAL কোথায় গেল তারা? আর তারই জায়গায়—ফ্রান্স আজকে সমগ্র পশ্চিমের শিক্ষা—প্রাচীন সংস্কৃতি-ঐতিহ্য-জ্ঞান-কলা-বুর্জোয়া অভিমান এবং ফ্যাশনের—প্রতীক নিয়ামক গর্বোন্নত। ফ্লার-ডেলী—ওর জাতীয়তা ঘোষিত করছে।" মেরিকা কে দ্যাখো : সেই VIOLENT STRUGGLE এবং UPHEAVAL-এর 'লোক-AND-মেজাজ' কোথায় ? !" মেরিকা এখন সেই-ই বুর্জোয়াবৃত্তির শিরোমণি। স্পেনকে দ্যাখো : কোথায় গেল বনে বাদাড়ে পাহাড়ে জঙ্গলের VIOLENT STRUGGLE-AND-VIOLENT UPHEAVAL? ফিরে এসেছে পাকাপাকিভাবে— সেই বুর্জোয়া ব্যবস্থা। এবং বুদ্ধিমান ফ্রাঙ্কো, দেশকে পৈশাচিক শাসন বৈতরণীর মধ্যে দিয়ে চালিয়ে, আজ পুনরায় দেশের ভালোর জন্যেই, নিপুণ কৌশলে—এই পথে দৃঢ় করে দিচ্ছেন। সম্রাট পুত্রকে নিজে হাতে তালিম দিচ্ছেন। দ্যাখো গ্রীক (হেলেনীজ) কে? দ্যাখো তোমার 'R' কে : সেই মহারক্তপ্লাবন—নৃশংসঘেরাদিয়ে ধোঁকা দিয়ে রয়্যাল্‌টীজ্‌-CUM-আভিজাত্যের

'মেষপালক';ছাড়া দেয়া চোর ডাকাত-খুনী-লম্পট-গুণ্ডা-বদমায়েশ—অল আন্ডারওয়ার্ল্ড + মজুরেরা যে UPHEAVAL আনলে—তা আজ কোথায়?! তার জায়গায় দাঁড়িয়েছে আজ কেবল কম্যুনিস্ট-মুখোশধারী এই ইরোপীয়ন দেশ; দাঁড়িয়ে উঠছে—সে-ই-ই বুর্জোয়াবৃত্তি কম্যুনিজম্-ভোটকাগঙ্গাজলেস্নাতশুদ্ধ হয়ে। 'তোমাদের—প্রণয়ের দিনগুলিতেও' মনে করে দ্যাখো বন্ধু!, প্রতিদিন রাতে, প্রতি মিলনেই—স্পষ্টভাবেই বুঝিয়ে দিত' 'তোমাদের চাইতে সে সুপিরীয়র'। নয় কি? অতএব, বন্ধু খোওয়াবিতে—আড়মোড়া নিয়েই থেকো না। চলে চলো, চলে চলো, এগিয়ে চলো।... শুধু মনে রেখ : অমুক, অমুক অমুকের গায়ে হাত তুলো না। এবং—গণ্ডি যেখানে দেওয়া হল, এবং পরেও দেওয়া হতে পারে, সে গণ্ডি পার হোয়ো না..."

(শাড়ি, সেমিজ হয়েছে যে নিতান্ত সেকেলে। ধুতি ও পাঞ্জাবী পরো নইলে নিভে গেল)।

ঠিক! উপায় ঠিক বলে। এ ছাড়া অন্য রাস্তা...। ওহঃ শিউরে ওঠে! BREEZE-এর মতন উপায় আসে যায়। ওয়ারলর্ডসদের নাড়া দিয়ে দেয়, 'চিরসাথী' দের সঙ্গে খেলা করে; অজানা পথে চলাফেরা করে। আলেয়া হাতছানি দেয় তুঙ্গভদ্রাকে। মহান হয়ে গণ্ডি ডিঙ্গিয়ে ফেলে।... BRANKS-এ কড়া টান পড়ে, আঁটুনী বেশি হয়। CHAGRINED। চিরসাথীরা স্ক্যান্ডালাইজড-ফিউরিয়াস্।...ওদিকের গণ্ডি থেকে সরতে হোল। অক্লান্ত ফিভরীশ কার্যক্রম চলল দিকে দিকে।... কতো কতো দিকে! মুখ্য দু-চার চিরসাথী তৎপর হলো—অন্যদিকে। কয়েকটা ব্যাপক বান্দা 'বেসেস' তৈরি হয়ে উঠলো। ক্ষ্যাপাকুকুরের কামড়ে ক্ষেপে ওঠার মতো 'অন্ধদম্ভগর্ব' নিজের 'দেবত্বে'র দোহাই দিয়ে হাঁক দিল—"এসো! এসো!! এই 'ভ্রান্তমূঢ়দের' ভালো করে বুঝিয়ে দাও—'আমি কী এবং কে'।

জানুয়ারি—ছয়-আট মিলিয়ন বালকবালিকা-কিশোরকিশোরী যুবকযুবতী—দিক্ দিগন্তের থেকে ঢেউ বয়ে এসে, পিল পিল কোরে ঢুকলো পিকিং এ—, জ্যাম্‌ম্-প্ল্যাকক্‌ড়্! ও গো আমাদের দেবতা।

এই যে আমরা এসেছি,—তোমারই-তোমারই। শোনাও তোমার দেববাণী—হৃদয়স্বামিন্।... ... ...

"A DESTRUCTIVE WARHEAD, DRIVEN BY A 16 TIMES MORE POWERFUL RECOIL" IS RIDING ITS OWN SKY.

A DESTRUCTIVE WARHEAD, THUS FIRED-OUT, IS BOUND TO EXPLODE... IT SHALL.

SO LONG BIT IS ENSCONCED IN-AND-WITH ITS CANNON, IT IS HARMLESS. THE WARHEAD, CONSCIOUS OF ITS POWER-OF-DESTRUCTION, PROUDLY WANTS TO RIDE-THE-WHOLE

SKY.... BUT, AH!! THERE ARE UNKNOWN TO HIM "CURB-SENTINELS" INSIDE AND AROUND HIS SKY.

AND THIS WARHEAD, DRIVE BY A 16 TIMES MORE POWERFUL RECOIL, SHALL EXPLODE... RIDING-IN HIS OWN SKY.

হায়! যদি তুঙ্গভদ্রা & Coy BLUNDER না কোরতো!

যদি এরা GODLESS CREED না নিত!?—

আমার মা কালীর HORIZON তাহলে এ-স্রোত অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিত।

BUT THEN... HORIZON DOES **NOT** WANT HIM MURDERED.

একটা জাতিকে হিমালয়তুল্য দৃঢ় Solid একতাবদ্ধ করে দুটি জিনিস

1.ইনটেনস্ অল পারভেসিভ-এন্নোব্লিং-ডেডিকেটেড জাতীয়তা গৌরব (ন্যাশনালিজম) 2. রিলিজিয়ান। চিনে 1 নং টি কুকুর লড়াই সত্ত্বেও পুরোপুরি জাগরিত। '2' নং টি মনের অন্তঃস্থলে চাপা দেওয়া।

'R'-এর কম্যুনিজম্ এখন 'ট্রিপল-টোনড্-মিল্ক'। অনেক প্রডিং-এর ফলে। (এবং কিছু প্রত্যক্ষ ডেমনস্ট্রেশনস্ দেখিয়ে) ওদের দিগ্‌গজ বৈজ্ঞানিকরা রাজী হয়েছেন (বলা অনেকগুলির মধ্যে থেকে) কয়েকটি বিভাগে অনুসন্ধান পরীক্ষণ চালাতে (অনেক বছর আগে থেকে। লী সেংকীকে ভুল প্রমাণিত করার ফলে, এটা সহজ হয়)। (A) শরীর কী করে কাজ করে; (B) ইন্দ্রিয়-কর্মেন্দ্রিয়-জ্ঞানেন্দ্রিয় কী করে কাজ করে; খুঁজতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল : এদের কারুরই নিজে থেকে কাজ করবার কিছুমাত্রও শক্তি নেই!! কী সর্বনাশ! মাথায় হাত! উপরের দিকে খোঁজ—খোঁজ। নাগাল পাওয়া গেল 1) মনের শক্তির 2) ইচ্ছা cum ভাবনা শক্তির 3) সংকল্পশক্তির এবং—(সর্বনেশেকথা) 4) সবরকমের—সমস্ত জড়বস্তু এদেরই দ্বারা ভাবিত-ইচ্ছিত-সংকল্পিত-সৃষ্ট-চালিত!!! তিন হাজার মাইল দূর পর্যন্ত মনঃশক্তির প্রয়োগ করে সফল হয়েছে, একটি সামান্য ব্যাপারে।—(এর পরে এগুতে ভয় পাচ্ছে। থমকে গিয়ে ভাবছে—তাই তো! তবে'!!!) লীসেংকীর ভুল দেখিয়ে—প্রডিং করার ফলে : 'R' বিজ্ঞানী, অজস্র পরীক্ষণ—প্রমাণ-হিসাব—ইত্যাদির পর, এ সত্য পেয়েছেন : (ক্যানো পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের আলাদা-আলাদা বৈশিষ্ট্য চরিত্র আয়ু কর্ম ETC ETC হয়) = যা পেয়েছেন—তাতে হকচকিয়ে গিয়েছেন। টু দ্যাট হিন্ট অ্যান্ড মোর দ্যান দ্যাট, প্রমাণিত করে দেখলেন ('R' বৈজ্ঞানিক) : A) চন্দ্রের উদয়-অস্ত-স্থিতি আবর্তন এবং বিভিন্ন কতকগুলি বিশেষ-বিশেষ গ্রহ এবং নক্ষত্রের অবস্থানের সঙ্গে গর্ভাধান এবং জন্মের দরুনই মানুষ-মানুষের স্বাস্থ্য-স্বভাব-প্রকৃতি-কর্ম-কর্মভাবনা এবং প্রচেষ্টা আয়ু—লিঙ্গভেদ (স্ত্রী-পুরুষ-ক্লীব) আলাদা-আলাদা হয়। B) গর্ভাধানের সময় যদি ডাক্তারকে জানানো হয় কারেক্টলি তবে, সেই সময়ের চন্দ্র—, কয়েকটি বিশিষ্ট-বিশিষ্ট গ্রহ এবং নক্ষত্রের অবস্থানের শুভঙ্করী করলেই, নির্ভুলভাবে বলে দেয়া যাবে।

গর্ভে স্ত্রী-পুরুষ or ক্লীব (এবং সেক্ষেত্রে উপায়ও করা যেতে পারে)। C) কেবলমাত্র চন্দ্রের স্থিতির হিসাব করে, উপযুক্ত গ্রহণে 10000% বন্ধ্যারও সন্তান নিশ্চয়ই হবে। কয়েক বছর তো মহাভয়ে বিচলিত হয়ে ('হায়'রে ভাগ্য! নিদারুণ) এ সত্য—চাপা দিয়ে রাখা হোল। কিন্তু—'R' COM ট্রিপল টোন্‌ড্ মিল্ক হবার পরই, উক্ত মহাবৈজ্ঞানিক (অ্যাকাডেমিসিয়ন কমিসসার) যে চার্ট করলেন, সেই চার্টের অনুসারে মস্কোর সর্বশ্রেষ্ঠ মেটার্‌নাল ক্লিনিকস্-এ; অন্যান্য বাছাই করা বড়ো বড়ো নগরীর মেটার্‌নাল ক্লিনিক্স্-এ এবং বিশেষ অনুগৃহীত সিলেক্টে পূর্ব ইয়োরোপীয় কম্যুনিস্ট দেশের বড়ো বড়ো বিশেষ মেটার্‌নাল ক্লিনিক্স্-এ (ওই চার্ট কপি করে) দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং সে-সব ক্লিনিকের ডাক্তারেরা এই চার্ট অনুসার নির্দেশ দিয়ে চলেছেন। একেবারে নির্ভুল।

ব্রেন-এ 2½ বিলিয়নেরও বেশি সেলস্ আছে[আমেরিকান 'বিলিয়ন' নয়। আমেরিকান বিলিয়ন = এক হাজার মিলিয়ন = 1 বিলিয়ন। আসলে ওয়ান মিলিয়ন মিলিয়ন = ওয়ান বিলিয়ন] ডাক্তারেরা (বৈজ্ঞানিকেরা) মাত্র কয়েক হাজার ব্রেন সেলের সম্বন্ধে জানে। "অন্যান্য ব্রেন সেলেস্ রাজ্যে" বিজ্ঞানীরা ঢুকতে ভয়ানক ভয় পায়। অনেক বোঝাবার পরে = ভলান্টারী ভলান্টিয়ার নিয়ে প্রয়োগ পরীক্ষণ শুরু হল। বিজ্ঞানীদের প্রাণ পর্যন্ত অনিশ্চিত ভয় উদ্বেগে ধরাস্-ধরাস্ করতে লাগলো। ইলেকট্রিক পালস্ চালিয়ে, অজানা ব্রেন রাজ্যের খোঁজ। সাবধান! অতি সাবধান!!! হুঁশ্-চোখ খোলা। ভলান্টিয়ার্স সকলেই—বড়ো-জাগ্রত-চেয়ারে বসে—অনুযোগ করছেন।

হঠাৎ—এক ভলান্টিয়ার—অজানা ভাষায় কথা বলতে লাগলো। (যে ভাষা কেউই জানেন না)

(জাগ্রত) একজন নিজের পরিচয় 7 হাজার বছরের পূর্বের এক দেশের নিবাসী বলে, দিতে লাগলেন।

—ভেরিফাইয়ের উপায় নেই।

একজন—500 বছর আগের তিনি, পরিচয় দিলেন। ভেরিফাই করে 100% সত্যি হোল।

একজন—57 বছর আগের পরিচয় ঠিকানা দিলেন। ভেরিফাই করে সত্যি হোল।

একজন—এমন ঘটনার হুবহু বিবরণ দিল, যা হিসেব করে দেখা গেল যে, সে সময়ে তিনি মাতৃগর্ভস্থভ্রূণ। মা-বাবা বেঁচে। ভেরিফাই করে 100% সত্যি বেরুলো। মা-বাবা তো অবাক!!

ফারদার কমেন্টস্ আননেসেসরী—(সাপের ছুঁচো গেলা অবস্থা) দাঁতে-দাঁত ঘষে—হেসে, মুখের দিকে তাকায়। চোখে ভয়। এই গেল একটা দিক।

অন্যদিক :—সহস্র অযুত সংখ্যায় 'R'-এ এখন মাল্টিমিলিয়েনারস্। A) তবু

অভিজাতেরা, হবু আমীররা, হবু টাইকুনরা, **প্রত্যেক (সব)** বড় বড়-রা টপস্ সহস্র-সহস্র **এ'ক্লুসিভ** ক্লাবস্, রোদেঁভুঁজ, নাইট ক্লাবস্ আছে—এদেরই জন্যে মাত্র (সে সব জায়গায় অন্যদের প্রবেশ নিষেধ। অসম্ভব) সে সব জায়গায় লাইক, প্যারীয় উম্মাদ গে নাইট লাইফ, ব্যাভেরিয়ান অ্যাবানডান, লান্ডননাইটস্, মন্টিকার্লো, লসঞ্জেলস্ ক্যার্লিফোর্নিয়া-কেও **হার মানিয়ে লজ্জা দেয়**। (এসব তোমরা বাইরে পড়তে পাবে না। তাই মৃতভূতের—চোখের-ফটো থেকে দেখে নাও—) এসব স্বর্গরাজ্যের বাসিন্দাদের জন্যে—স্টেট—আলাদা সেট অব ভেরিস্পেশ্যাল গাইনোকলজিস্ট—অবসটেট্রিকস্ এ'পার্টস্ নিত। এই বিরাট স্বর্গশ্রেণীদের বাড়িতে—পরিবারে কেবলমাত্র 16 বছরেরই মেয়েদের মধ্যে, (আমার আন্দাজে) 95%-এর একাধিকবার য়্যাবোর্ট করানো! অন্যান্য এজগ্রুপের মেয়েদের কথা বাদই দাও। অবাধ-বে লাগাম ছুট। এঁরাই হলেন সকলে 'R'-এর হর্তা-কর্তা-ভাগ্য বিধাতার শ্রেণী। শহরের বড়ো বড়ো স্টোরস্ ওয়েস্টারন্-প্যারি-লান্ডান N.Y.-এর ফ্যাশন পোযাকের ঠুঁসে ভর্তি। খোদ পার্টি-অর্গান—এখন দেশের মেয়েদের উপদেশ দিচ্ছে : আমাদের অন্যান্য ইয়োরোপীয়ানদের (পশ্চিমের) মতন—শ্লীনী-ম্‌ম্ হও!, সুন্দর হও!! আকর্ষক হও!!! চাষবাস ব্যবসা-বাণিজ্য, কারবার-কারখানা-লাভ লোকসানের হিসাব পদ্ধতি—এ-সমস্তেরই কাঠামো—'অন্যরূপে-রূপায়িত হচ্চে' ধীরে আ-আ-স-স্তে-গ্-গ্-গ্র্যা-গ্-জু-য়া-ল্ "হঠাৎ—চোখে-ধাক্কা-না-দ্যায়" চালে। বারগেনিং-এর জন্য ট্রেড ইউনিয়নস্ নেই। ইউনিয়নস্ আছে—কেবলমাত্র স্টেটের গৌরবগাথা গাইবার জন্যে—এবং—**প্রত্যেক কর্মীকে তার কাজের আউটপুট বাড়াবার জন্যে** 'উৎসাহ' 'শিক্ষা' 'আলোচনার' জন্যে।

[মনে রেখ (এবারে কাগজে পড়েছিলে নিশ্চয়ই!)—কিছু পূর্বেই যখন 'R'-এর বড় কর্তা বিলেত গেছলেন। তখন তিনি—"এক টপমোস্ট—স্পেশালিস্ট CUM-XXXX" সভায়, সদ্যসদেরকে সগর্বে বলেছিলেন, "আপনারা আমেরিকান '....' প্রগতির সঙ্গে এইরূপ ভ্রান্ত তুলনামূলক বিচার করে, কেন এতো হতাশ-বিষণ্ণ-ম্রিয়মান হয়ে পড়েছেন?! এতো সম্পূর্ণ ভুল! হ্যাঁ কেবলমাত্র **আপনাদেরকে** নিয়ে হিসেব জুড়লে, আপনাদের কথা সত্যি হতে পারে। কিন্তু—ইয়োরোপে মানে—ইয়োরোপ হোল 'R' সমেত। এইবার সত্যিকার গোটা ইয়োরোপ নিয়ে হিসেব করুন। আমাদের আউটপুট—এবং প্রগতি সমস্ত আমেরিকায় সমবেত আউটপুট-প্রগতির চাইতে—অনেক অনেক বেশি।" (প্যারাফ্রেজিং)।। (আহ্লাদে গদ গদ হয়ে সকলের বেয়ারহাগিং) হিঃ হিঃ হিঃ হুঃ]।

পশ্চিমের প্রত্যেক শক্তিশালী গভর্নমেন্ট, তাদের—মোস্ট-টপেস্ট দিগ্‌গজ বিশেষজ্ঞদের যে 100% SECRET ক্ল্যাসিফায়েড কাজে লাগিয়েছে, তা SYLLOGISM-এর নিষ্ঠুর 100% অভ্রান্ত রীতি অনুসারে। কেননা SYLLOGISM-এর ভুলের প্রশ্নই নেই। সিলোজিজম্—জানো, বোঝতো?!—এটি তর্কবিজ্ঞান, বিশ্লেষণশাস্ত্রের একটি

অতিসূক্ষ্ম সত্তা নির্ণয় পদ্ধতি। লজিক। মানে : এক্ষেত্রে : প্রত্যেক ARGUMENT-এর প্রত্যেক **PROPOSITION**-এর তিনটে ভাগ থাকে। এই SYLLOGISM-এর প্রথম দুটি ভাগ (PROPOSITION)-কে PREMISE নাম দেওয়া হয়। = অর্থাৎ : PREMISE হোল—PROPOSITION— *'PREVIOUSLY PROVED-AND-STATED'* (এই রকম দুটো PREMISE সামনে রাখা হোল—এইবার এল তৃতীয় অংশের পালা (উক্তরূপে দেয়া PREVIOUSLY PROVED-AND-STATED দুটি PREMISE, DEEDS, কে সত্য প্রমাণিত করে নিষ্কর্ষ) CONCLUSION।

অর্থাৎ : PREMISE1=এই বই, পাণ্ডুলিপিতে যা-যা লিখিত আছে তা সবই একেবারে অতি সত্য কথা—এবং DEEDS।

PREMISE 2 = যা যা যেরূপভাবে লেখা হয়েছে, তা ইচ্ছাপূর্বক অতিশয় সাবধানীর সঙ্গে লোকহিতরক্ষার্থে A) ঘুরিয়ে গোলকধাঁধাঁর হেঁয়ালির মতন করে—(কোনো কোনো. অংশ) এবং রহস্যময়ভাবে, রূপক দিয়ে তার মধ্যে লুকিয়ে—বিস্তারিত লেখা হয়েছে, এবং সাংকেতিক রূপ দিয়ে ইশারা দ্বারা টোকেন্‌স্—এবং সিম্বলস্-এর মাধ্যমে লুকিয়ে আছে। (PREMISES কে INTRODUCTIONও বলা হয়)।

3rd PART—CONCLUSION (উপরোক্ত সত্য থেকে, "আমাদের জন্যে") পূর্ণরূপে সত্য নিষ্কর্ষটি বের করে দাও—নইলে মৃত্যুদণ্ড।

যে বই নিয়ে গেছ তা থেকেও এ সম্বন্ধে কিছু হদিস পাবে। 'R' চাচ্ছে 'A'-র সঙ্গে গুপ্ত যোগে পৃথিবীর স্ফিয়রবাঁট। 2-3 মাসের মধ্যে একটি ভীষণ শব্দ হওয়ার কথা আছে। যদি (IF) সেটা হয়, তবে, (ONLY THEN); WAR 4 রকম : 1st—গেরিলা—ভয়ানক বিশ্রী কঠিন নিষ্ঠুর খারাপ। কিন্তু সামান্য ভূভাগের মধ্যে সীমিত। Next 2ND পুরো WAR। SOPHISTICATED।। এও সীমা রাখে, তবে বড়ো। Next 3RD TACTICAL WEAPONS নিয়ে। জিওগ্র্যাফিকাল বাউন্ডারীর মধ্যে থাকে। Next 4TH MEGATON WAR.

যদি 2-3 মাসের মধ্যে ভীষণ শব্দ হয়, তবে ছোট WAR-এর মধ্যেই সীমিত রাখা হবে। কারণ ভীষণ শব্দের পর—বড়ো WAR-এর তৎকাল প্রয়োজন নেই।

মহাকালের এই বর্ণনার কালিক তাৎপর্য চারণের মতো সাধারণ মানুষের বোধের অতীত। মহাকালের হিসেবে সময়কালের ব্যাপ্তি ব্যাপক। সেই সময়ে দেশের 5 শত্রুর চক্রান্তষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন দেশের ভেতর তিন + দেশের বাইরে 2 (+ লুকানো 3)। দেশের ভিতর এই চক্রান্তের কথা প্রচারের নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং সেই সঙ্গে এই শত্রুদের খতম করার নির্দেশও ছিল। কিন্তু কোনো নির্দেশই দুর্বল মানুষদের পক্ষে লাগু করা সম্ভব হয়নি। আজ সেই দেশশত্রু সারা দেশময় ছেয়ে গেছে। কে শত্রু কে মিত্র বিচারের অবকাশ বড় কম। লাল গাঢ় ফিকে—সঙ্গে তেরঙ্গার নামধারী বৃহৎ

গোষ্ঠীর দৌস্তি জাতীয় জীবনে এক বিপজ্জনক ঘটনা প্রবাহের দিকে নিয়ে যাচ্ছে—জাতীয়তাবাদী দেশের মা-মাটি-মানুষের সমবেশ এই অশুভ আঁতাতকে পর্যুদস্ত করতে পারে কিনা তাই দেখতে হবে—সকল শুভ শক্তির প্রতিষ্ঠাই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে হয়—এ ক্ষেত্রে তার ব্যত্যয় হবে বলে মনে হয় না। মহাকাল কথা অমৃত সমান—যে বলে—যে শোনে সে পুণ্যবান।

জয়শ্রী, আষাঢ়-আশ্বিন, ১৪১৩ (২০০৬)

'চলমান মৃতদেহী'

ছয় দশক ধরে গবেষণা চলেছে—কত অনুমান, কত হিসেব নিকেষ। একটি দুর্ঘটনা তার ফলশ্রুতি—তার পর কোথাও কোনো মন্দির—নিত্য সেবা। তদারকি সাজানো কথা—সাজানো ভরণ পোষণ। অন্যদিকে অন্যত্র ভল্লুকের দেশে এক মহাপরাক্রম শাসকের অতিথি অথবা নজরদারি—ইশারা ইঙ্গিত—কিন্তু তার পর? সেই লৌহ যবনিকার অন্তরালে কি রয়েছে—কে বলতে পারে—কে বলবে! ফাঁক ফোকর দিয়ে কখন পাখি ডানা মেলে হাজির ড্রাগনের দেশে, এক পরাক্রমী বিপ্লবী কবির দোসরে পরিণত—সেখান থেকে তিব্বতের গুম্ফায় যাতায়াত—শুরু হয় তন্ত্রসাধনা—এক কঠিন ও কঠোরতম সাধনা। আবার কখন মাতৃভূমির মাতৃঅঙ্গনে তাঁর ডেরা। অবিশ্বাস্য—দুর্বোধ্য সব ঘটনারাজি। চারণ দেখে, শোনে—বিচ্ছিন্ন সূত্র ধরে মালা রচনা করে হয়তো বা পুনরাবৃত্তি কিন্তু এ যে জপমন্ত্র, পুনরাবৃত্তির প্রতিধ্বনিই যে এর শক্তি।

'তোমরা সব রকমের অনুভূতি আনো আমাকে জ্যান্ত—জাগতিক মানুষ ভেবে। কিন্তু আমি তা সত্যিই নই। আমি একটা চলমান 'মৃতদেহী'। মৃত আত্মার (ডিসএমবডিড সোল) অনুভূতি (শরীরধারীদের) চেয়ে 10,000 times বেশি হয়। এইজন্যই আমাকে ফাঁপরে ফেলে। এপারে ৫-৬ জায়গায় (প্রত্যেক জায়গাতেই) দেড় লাখ থেকে ছয়-সাত লাখ মূল্যের জিনিস ফেলে অদৃশ্য হতে হয়েছে, কিন্তু তাদের একটিও ফাঁপরে ফেলেনি। কাপড় ছাড়ার মতন। কিন্তু এবারের খড়-থেকে-পর্বত পর্যন্ত সব জিনিসে প্রাণ-মন-হৃদয়ের সম্বন্ধটা আমাকে আনমনা করে। আমার অবস্থা তোমরা কেউ বুঝবে এ আশা আমি করিনে। যখন, যখনি তোমাদেরকে 'স্নেহ প্রেম ভালোবাসা আদর আশীর্বাদ দিই' তোমাদের সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী ভাবনা জানাই; তোমাদের 'অসুখ বিসুখ কষ্ট দুঃখের জন্য গভীর উদ্‌বেগ চিন্তা অস্থিরতা—দরদ জানাই। তখন তখনই নিজেই নিজেকে বলি—ধ্যেৎ। ওরা ভাববে, মার চাইতে মাসির দরদ, তারে বলে ডাইন্। ওদের কোনো জিনিসের বা দরদী জনের অভাব আছে? যে তোমার দরদের জন্য 'হেদবে!'

২. মানুষ, জীবনাদর্শে আস্থা রেখে নিজের লক্ষ্যের সাধনমার্গ ধরে রওনা হয়। 'ভাবনা-চিন্তা-সংকল্প' থেকে যাত্রা (ক্রিয়া) শুরু—এবং—সে যাত্রাপথের শেষ হোলো—লক্ষ্যপ্রাপ্তি। এ্যাকেবারে সত্য হোল : "'ভাবনা' থেকেই মানুষ যাত্রার শুরু করে এবং যাত্রাপথের শেষে (অপেক্ষা করে রয়েছে) 'লক্ষ্য' (তাকে যাত্রী এসে, প্রাপ্ত করবে বলে)। এইই হোল 'গোটা' (সম্পূর্ণ) পথ"—শুরু থেকে লক্ষ্যপ্রাপ্তি। প্রথম মানস অর্ঘ্য থেকে—শেষ সিদ্ধিপ্রাপ্তি।

কিন্তু এই গোটা পথে অনেক—অনেক—অনেক বাধা, বিপত্তি, আপদ বিপদ, সংকট, ভয়, প্রলোভন, লালসা, মায়া, স্বার্থ, ভুল ভ্রান্তি etcর 'কাঁটা' বিছানো থাকে। তাকে মানুষ নাম দেয় 'সমস্যা', 'দুর্নিবার পরিস্থিতি', 'অসহনীয় অবস্থা' etc, etc. সেই যাত্রী যখন, কোনো 'সমস্যা'র সম্মুখীন হয়, তখন, সাধারণ মানুষেরা—স্বভাবতই, ঐ 'সমস্যা' (গুলি)কেই বড়ো করে দেখে;ঐ 'সমস্যাকেই' 'সবকিছু' মনে করে ফেলে;'গোটা পথ'কে ভুলে যায়, খেই হারিয়ে ফেলে। 'সমস্যা' জিতে গেল, যাত্রী হেরে গেল। গোটা সম্পূর্ণ পথের অস্তিত্ব ভুলে, সমস্যাকেই বড়ো ভেবে তাতেই ডুবে যাওয়া, সাধারণ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক।

মানুষের, মনুষ্য শরীর 'দান করা হয়' সমরের জন্যে, যুদ্ধের জন্যে, কর্মভক্তি প্রেম সেবার জন্যে, সাধনার জন্যে এবং সিদ্ধিপ্রাপ্তির জন্যে।। (উপভোগের জন্যে নয়)।। মনুষ্য শরীরেরই অন্য নাম : "কুরুক্ষেত্র", 'ধর্মক্ষেত্র', 'ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র'।

৩. মুকুল বলছেন : দিদি এর মধ্যে (রবিবার ১৬ই) ড. রাধাবিনোদ পালের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন appointment করে। ড. পাল দিদির বাড়ির (নাকতলা) কাছেই থাকেন। সম্প্রতি টোকিও গিয়েছিলেন, সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কিছুটা সুস্থ হয়ে ফিরেছেন। সম্পূর্ণ নয়। দিদি ড. পালকে তাঁর টোকিও যাবার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন এবং জাপানীদের আমেরিকা সম্বন্ধে মনোভাব কী দেখে এলেন—জানতে চাইলেন। ড. পালকে 'War crimes Commission'-এর যে ওঁর Dissenting Judgement তার জাপানী অনুবাদ প্রকাশ উপলক্ষে টোকিওতে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তিনি বল্লেন আমি কোনো রাজনৈতিক আলোচনা করি নাই। ও লাইনে কোনো কথাও হয় নি। তবে জাপানের আমেরিকার সঙ্গে যে Security Pact হয়েছে তার মেয়াদ ফুরোবার সময় (বোধহয় ১৯৭০) যতই এগিয়ে আসবে—এই pact-এর পক্ষ-বিপক্ষদের আলোচনার তোড়জোড়ও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাবে। দিদি pointedly জিজ্ঞাসা করলেন জাপানীদের মুখে নেতাজী সম্বন্ধে কিছু শুনলেন কিনা। তার উত্তরে ড. পাল বলেন, যে না সে সম্বন্ধে কোনো আলোচনাই হয় নি। কারণ কোনো পলিটিক্যাল আলোচনাতেই ওরা কিম্বা আমি যাই নি।"

এরপর Partition এবং Commonwealth-এ থাকার কথা উঠলে। দুটোরই ড. পাল বিরোধী। বল্লেন, 'এই দুটোই আমাদের সর্বনাশ করেছে।' তার পর বল্লেন, ১৯৪৬ সালেই ম্যাক আর্থার জাপানে অমাকে বলেন, "Well you will be free this time, India is bound to be free, England is bound to grant her freedom. But what would you do? Would you maintain your relationship with Great Britain?" [মহাকালের মন্তব্য : ডিয়ার ম্যাক, (God bless his souls) মৃত ভূতের মনের কথা যা সে বারবার তারস্বরে বলে সাবধান করেছে।] ড. পাল তাঁকে বলেন, Well, General, I am not a politician. I am only a Judge. I cannot say what politicians will do. But what is your opinion, General, what should we do in that event." তখন ম্যাক আর্থার ড. পালকে বলেন, 'Well you should cut yourself away from Gr. Britain. Because. Gr. Britain will be in more and more difficulty in the post-war period. She produces only 9 days food, she has to depend on others. If you remain tied with Gr. Britain you will have to get involved with her commitments. In order to free youself from all involvement you should cut assunder from Gr. Britain.'

৪. কমিউনিস্টদের এত ভয় কেন করছ (মৃত ভূত মজুত থাকা সত্ত্বেও) তা বুঝছি না।... Comরা এমনভাবে তিতর-বিতর হবে, যা তোমাদের কাছেও আশ্চর্য লাগবে (ওরা তো জানেও না কী হাস্যকর দশায় ওরা ফাঁসবে) তোমরা মৃতের সব কথাগুলো তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা কর না, এই-ই তোমাদের দোষ—অসহিষ্ণুতা—বোকামি। সব কিছুই বলার সঙ্গে সঙ্গে একটি কথার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়—বারে বারে—"There's some one watching always over the Destiny" (ডিকশনারি থেকে মানে দেখে নিও)। Destiny=The purpose or end to which any person or thing is appointed। মার্কালীর catalysis চর্কির চাইতেও মহাদ্রুত ঘুরছে; এবং তার চক্রবাল রেখা একটি মহাদেশের জন্যে প্রাথমিক এবং প্রধানত হলেও, সে (catalysis) এর আবর্তে আড়াইটে মহাদেশকে আলোড়িত করে।"

বাকি কথা পূর্বে উদ্ধৃত, পুনরায় উচ্চারণ অপ্রয়োজন।

জয়শ্রী, ফাল্গুন, ১৪১৩ (২০০৭)

আমার সন্ন্যাস নিয়মমাফিক

মহাকাল ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণায় সবসময়ই পরাঙ্‌মুখ। তবুও কখনো কখনো অতীত চারণ অথবা কোনো কোনো আন্তরিক মুহূর্ত কথার ফাঁকে চলকে আসে। চারণের সেটুকুই প্রাপ্তি। এমনই একদিন কথাপ্রসঙ্গে কিছু ব্যক্ত হয়েছিল—সেদিন শ্রোতা মুকুল—তারই অবসরের লিপিতে যা লিপিবদ্ধ—

'জীবনে যা যা করেছি ঠিক ঠিক মতো করেছি। নকল করি নি। সন্ন্যাস নিয়েছি তো নিয়মমাফিক নিয়েছি। কোনো ফাঁক নেই। এপারে যখন আসি প্রায় সব সময়ই সন্ন্যাসের বেশ ধরে থাকি। এই পোষাকে থাকলে তার আচরণ-বিধিগুলো পুরো মানতে হবে। যখন Uniform পরি তখনকার কথা আলাদা।

লক্ষ্ণৌ-এর কথা : সেখানে লোকজনের সঙ্গে intercourse-এর অনেক সুবিধা ছিল। একটি সাধন করবার জন্য প্রতি রাত্রে কিছুদিন শ্মশানে যেতুম। তার পর শ্মশানের নাম করে নিজের কাজের জন্যও বেরিয়ে পড়তুম। কেউ বুঝতে পারতো না।

চৌধুরী পরে বুঝতে পেরেছিল। ওদের মতলব ছিল হাতের মুঠোর মধ্যে রাখবার। moments' noticeএ সেখান থেকে বেরিয়ে আসি। নিমসারে প্রথমে ধর্মশালায় উঠি। লোকজনের সঙ্গে মেলামেশাও করতুম। মারাত্মক Typhoid হল। তোয়ালে জড়িয়ে শুইয়ে রাখতো। জগদম্বাকে কতবার বলেছি চলে যেতে, যাবে না। 'একজন বেইমানী করেছে বলে আমিও যাবো। তা আমি যাবো না। ছয়মাস ওর হাতে খাই নি, ঘরে ঢুকতে দিই নি। জগদম্বা কিভাবে বললাম জানো? সেই অসুখের মধ্যে চুপ করে শুয়ে আছি ধর্মশালায়। হঠাৎ দেখি একজন ললিতা দেবী একজন সরস্বতী। চোখ খুলে দশ মিনিট ওরকম দেখলাম। তার পর থেকেই ওকে জগদম্বা বলি। মা'ও বোধহয় ছেলের জন্য এমন করে না। ও যা করেছে আমার জন্য। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন বিষাক্ত কথা শুনতে হয়েছে আমার মতো লোকও চুলবুল করে উঠতো। ছেলে পালিয়ে যাবার পর থেকে আরও বেশি।

নিমসারে খাবার কিছু নেই। কুড়িয়ে নিয়ে আসতো। একদিন চায়ের মত liquid নিয়ে এল। দেখে খুশি হলাম। চা কোথায় পেলেন? লচেড়া পাতার চা, খেলুম খুব ভাল লাগলো। দু-তিনদিন খেয়ে আমার শরীর ফুলে গেল। এক পাণ্ডা এসে দেখে বলে সর্বনাশ হয়ে গেছে। আর দু-একদিন খেলেই আমি বাঁচতুম না। এই রকম আর্থিক অবস্থা তিন বছর গেছে। এত দীর্ঘকাল আর কখনো দুর্ভোগ ভোগ করতে হয় নি। দিনে তিনবার ছাই খেতাম। এরই মধ্যে বাইরের কাজে বেরিয়ে গেছি।

আমার কাজ এদের দুজনের জন্য যা করার তা হয়ে গেছে। এখন আমি ওদের জন্য তেমনভাবে ভাবি না। মায়ে-ছেলেও মিল হয়ে গেছে (মাতাজী সরস্বতী শুক্লা ও পুত্র

রাজকুমার)। তবে বেশী আদর দিয়ে ছেলেটার মাথা খারাপ করে দিয়েছেন। ওকে নিয়ে ভুগতে হবে। আমি আর কি করবো বলো! এখন আর আমি কিছু বলি না অনেকদিন থেকে। এটা ঠিক করে নিয়েছি।

এই বাড়িতে বড় অসুবিধা হয়। হয়তো যখন খুব জরুরী কাজ করছি জোরে কথা বলে চেঁচামেচি করে। ওদের লোকজন এসে পড়লো, হয়তো আমি এদিকটায়, ঢুকে পড়লো। অন্য জায়গায় আমি একেবারে আলাদাভাবে থাকতাম। এখানে এসে কয়েকটা সাধনও বন্ধ করে দিয়েছি। একটি সাধন আছে শরীর থেকে কিছু জিনিস ফেলে দিতে হয়, পরে আবার তা শরীরে ঢুকিয়ে নেওয়া যায়। সে-সময় যদি কেউ শরীরটাকে আচমকা কোনো শব্দ করে চমকে দেয় কিম্বা শরীরটা, ছুঁয়ে দেয় তা হোলে সে জিনিসটা আর শরীরে ফিরিয়ে নেয়া যায় না। তখন দেহটাকে মরা বলে পুড়িয়ে দেবে। এই বাড়িতে অসুবিধা বলে এই সাধন এবং আরও কয়েকটি সাধন বন্ধ করেছি।

সাধক সন্ন্যাসী মহাকাল-কথা কতটুকুই বা আমরা জানি, তাঁর বৃহৎ জীবনের কত কথাই আজও অব্যক্ত। কী কষ্ট, কী কৃচ্ছ্রতা ঐ একটি জীবনের—ভাবলে শিউড়ে উঠতে হয়। কজন বুঝলো কজন জানলো!

অন্যদিন : অন্য ঘটনা

Divine ঘটনা

মুঙ্গেরের সেপাই। রামায়ণ পড়তে পড়তে আর পূজো করতে করতে duty hours চলে গেছে। Fall in ছিল, commission inspect করবে। হুঁশ হলে দৌড়ে গেল, কমিশনার তখনও ছিল, ম্যাজিস্ট্রেট ছিল। হাত জোড় করে বলে মাপ চাইছি, নকড়ি গেলে না খেয়ে মরবো। পুজো করতে বসেছিলাম, বুঝতে পারি নি কখন সময় চলে গেছে। সবাই অবাক। ম্যাজিস্ট্রেট ধমক দিল, তুমি প্যারেডে হাজির ছিলে। কমিশনার সাহেব তোমাকে তারিফ করেছেন তোমার duty বই বের কর তাতে আমার সহি আছে। সত্যিই তাই। কমিশনার বললেন ওর heat stroke হয়েছে। তাই ভুল বকছে। medical attention দরকার। তোমার Smartness, neatness সাহেব খুব তারিফ করেছে। তুমি কি বলছো, তুমি paradeএ ছিলে না? তখন সিপাহীটি বললো, যে ভগবান আমার নকড়ী বাঁচাবার জন্য নিজে উর্দি পরে paradeএ দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর ভজন পূজন করবার জন্য নকড়ী ছেড়ে দিলাম। এই বলে উর্দি ইত্যাদি খুলে ফেলে ইস্তফা দিয়ে সাধু হয়ে গেল।

রাজপুত রেজিমেন্ট

এক রাজপুত ধর্মপ্রাণ, পূজো-আর্চা নিষ্ঠার সঙ্গে করতো। একবার লঙ মার্চ হবে, সে লোকটি cavarly regiment এর লোক। হিসেব করে দেখলো পূজোর সেদিন সময় পাবে না। তাই ঠিক করলো ঘোড়ায় চড়া অবস্থায়ই সে রোজকার নির্দিষ্ট সময়ে মানসপূজা করবে। অর্থাৎ সেই সময়ে মনে মনে পূজার প্রক্রিয়াগুলি পালন করবে। cavarly মার্চ

করছে, সেই সময় এসে গেল, রাজপুতটি চোখ বুজে ঘোড়ার পিঠে বসেই পুজো শুরু করলো। মার্চ চলছে, পাশের cavarlymanরা ভাবলো ঘুমুচ্ছে। তাকে ডাকাডাকি করলো, সে চুপ করেই রইল চোখ বুজে। তার পর জানাজানি হয়ে গেলে অফিসার এসে রাজপুতটির পাশে ঘোড়া লাগিয়ে চলতে লাগলো, দেখে লোকটি ঘোড়ার পিঠে ঘুমুচ্ছে। তার পর প্রচণ্ড এক কিল মারলো তার পিঠে। সঙ্গে সঙ্গে রাজপুতটি চোখ খুললো আর ঝনাৎ করে সে-সময় সবাই দেখল একটি সোনার থালে ফুল শিবলিঙ্গ সব মাটিতে পড়ে গেল।

মহাকালের ডেরায় কত গল্প কাহিনী, তার সব কিছুই জীবনের চলার পথের নির্দেশিক শিক্ষণীয়। চারণ বার বার তা স্মরণ করে আর সেইসঙ্গে এই গভীর অন্তর্জীবন কথার সুবাস ছড়িয়ে দেয়।

জয়শ্রী, আষাঢ়, ১৪১৪ (২০০৭)

মহাকাল সান্নিধ্যে মুকুল

১৯৬৩ সালে বিপ্লবী দেশনেত্রীর সঙ্গে এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্বের যোগাযোগ হয়। এই যোগাযোগের কেন্দ্রস্থল মহাকাল ডেরায় দেশনেত্রীর প্রেরিত দূতদের কথোপকথন, ভাব-ভাবনা আদান-প্রদানের নানা চিত্র ইতিপূর্বে জয়শ্রীর পাতায় প্রকাশিত হয়েছে এবং পরে 'ঐ মহামানব আসে' রচনা সংগ্রহে সংকলিত হয়েছে। এই রচনা সংকলনের একটি বড় অংশ জুড়ে আছে 'মুকুল'-'মহাকাল' ভাববিনিময়। মুকুল আর কেউ নন সর্বসমর্পিত সাধক বিপ্লবী সুনীল দাস, বিপ্লবী দেশনেত্রী—'লী'র স্নেহের ধন ওরফে মুকুল। তাঁর শততম জন্মদিনে বিভিন্ন বৈঠকের দিনলিপি ও পত্রালাপের প্রেক্ষিতে এই নিবেদন। সম্ভাব্য তারিখের উল্লেখ থাকছে।

মহকাল ডেরা থেকে ২৬.১০.৬৫ প্রেরিত পত্র, প্রাপক সম্পাদিকা 'জয়শ্রী', প্রাপ্তির তারিখ ১.১১.৬৫—

দিদি,

কাল চিঠি দিয়েছি। টেলিগ্রামও গেছে, দুটোই পেয়ে থাকবেন।

ফেরবার দিনগুনছি। হিসেবের বাইরে দেরী হয়ে গেল। অবশ্য এ রকমটা যে হতে পারে সেদিকে যে চোখ বুজে ছিলাম তা নয়। ভরসা হয়েছিল পাঁচ থেকে দশ দিনের মেয়াদ দেখে। যাক, কি আর করা যাবে।

পত্রিকা সম্বন্ধে আগ্রহ দেখে আমি অভিভূত হয়েছি। আপনাকেও নিশ্চয়ই অভিভূত করবে। পূজা সংখ্যা প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়বার স্বাক্ষর রয়েছে। অপর্যাপ্ত টীকা, ভাষ্য ও মন্তব্যে আকীর্ণ হয়ে আছে, সংখ্যাটি। ছাপার ভুল,

punctuation থেকে শুরু করে বিষয়বস্তু সম্পর্কে অনুমোদন অননুমোদনের তীব্রতাও বিস্মিত করবে। তাছাড়া পত্রিকা সম্পর্কে গভীর আগ্রহ নিয়ে করণীয় সম্বন্ধেও দীর্ঘ প্রস্তাব রয়েছে। মনে হয় পত্রিকাটি পড়বার সময় সমগ্র সত্তা যেন এরই মধ্যে ডুবে ছিল, তার ভালমন্দ বিচারে।

আজ ভাই-ফোঁটা। বহু বছর যাবৎ এই দিন আপনাকে প্রণাম করার সুযোগ পেয়ে এসেছি। এবার দূর থেকেই প্রণাম জানাচ্ছি।

আশাকরি শরীর ভাল আছে। অন্যান্যদের জন্য প্রীতি ও শুভেচ্ছা রইলো।

মা ভাল আছেন আশাকরি।

মুকুল

একটি বার্তা

১৪.১০.১৯৬৬, শ্রীমহালয়া

EL DEAR HOLY MAHALAYA DEFPEST LOVE. TENDER THOUGHTS PRISTINE BLESSINGS YOUR ANGELICSELF REMEMBER OTHERS. KEEP THYSELF WELL. KEEP THE FAITH. DIVINE MOTHER

GURUDEV SHIVA

দিনলিপি ১ জুলাই ১৯৬৬

বিপ্লব আসে নিজ প্রয়োজনে। বিপ্লবকে আমন্ত্রণ করে আনা যায় না। বিপ্লব স্বয়ংসিদ্ধ। পৃথিবীতে সর্বত্র সর্বস্তরে যুদ্ধ চলেছে, এই যুদ্ধ থেমে গেলেই annihilation। যুদ্ধ চলাকালীন life আছে, progress আছে।...

পৃথু; সপ্তদীপা পৃথিবীর প্রথম সম্রাট মহারাজ পৃথু; পৃথিবীর অন্য নাম পৃথা। পৃথা এবং পৃথুর সন্তানকে বলে পার্থ। অর্জুনের পার্থ নাম এখান থেকে। পার্থ যে কোনো মানুষকেই বলা যায়।

সাধন হল সমর। এতো খেলা নয় সুনীল!

ঈশ্বর দয়ালু কে বলে? ঈশ্বরের মায়া নেই, করুণা নেই মমতা নেই, আছে অপার নিষ্ঠুরতা। সবচাইতে ঈশ্বরের আছে ultimate জিনিস হল ষড়ৈশ্বর্য। ঈশ্বর বলে কোনো আলাদা জিনিস নেই। যার কাছে ষড়ৈশ্বর্য থাকবে সেই ঈশ্বর হয়ে যাবে।

নৈমিষারণ্যে এত কষ্ট করে থাকতুম তার কারণ কি? I must play my role. আকাশবৃত্তি তো এই জন্যই নিয়েছিলুম। আকাশবৃত্তি, যযাতিবৃত্তি—কাউকে ডাকবো না, বলবো না। হঠাৎ আকাশ ফুঁড়ে পড়লো। ইষ্টদেব পাঠিয়ে দিলেন।

আমি challenge করে বলতে পারি, আমি সবগুলি stage এর ভেতর দিয়ে গেছি, আত্মজ্ঞান লাভের জন্য। এজন্য সন্ন্যাসীদের মধ্যে আমাকে সকলে ভয় পায়।

তোমরা যে politics করছো, যে ভাবনা তোমাদের মধ্যে ঢুকে বসে আছে, সেটা সবটাই UK থেকে শেখা। এটাই আমার কাছে সব চাইতে painful লাগে। তোমরা যদি এবার সবাই সামনে এসে রাস্তার উপর বুক পেতে দাও তাহলেও এবার মায়ের রথচক্র রুখতে পারবে না। এটা ওরাও UK মানে। ওরা খুব ভাল করে জানে এই একটা হারামজাদা আছে যে আমাদের পেটের ভেতরে লুকানো কথাও বার করে ফেলে। তাই ওদের motto; no compromise। আমারও no compromise.

...Russia more a Shylock than U.S.A. in regard to aid. রুশ help দিয়ে যে লাভ করছে, তার সঙ্গে US help দিয়ে লাভ করছে, তার যদি তুলনা করা হয় তাহলে বলতে হবে Russia is a more Shylock than the other party.

Hanoi-এর bombing দেখে যাও কি মজা হয়। আমার তো খুব মজা লাগছে। তবে ওরা জানে এই পাজি লোকটা যদি ফিরে আসে we have burnt our boats...

...একটি পয়সাও ওদের ফেরৎ দেওয়া হবে না। উল্টে আরো দাবি করা যাবে।

আমার যেমন mentality জানো, যদি মার ছেলে না হতুম তবে এতোদিনে Asia-র একদিক থেকে আর একদিকে আগুন লাগত।

Atomic কারখানায় আমেরিকার radiation-এ affected হয়েছে এমন বহুলোক আছে। তাদের segregate করে township করে দেওয়া হয়েছে। They are living a doomed life জান এ-সব খবর।

পাঁচ হাজার বছর আগে, আমাদের শাস্ত্রে অনুশক্তি সম্বন্ধে লেখা হয়েছে, অনুশক্তি যেন জাগতিক কাজে লাগানো না হয়। অন্যথা বিপদ।

চারণ বর্তমান পারমাণবিক শক্তি চুক্তির প্রেক্ষিতে ভাবছে—এই দেশজ ভাবনাটি কে ভাববে—কার সে ধৈর্য অথবা অনুধ্যান রয়েছে— পাশ্চাত্যের বাক্যই আজ আমাদের বেদবাক্য—ইঙ্গ-মার্কিন নির্দেশই আমাদের চূড়ান্ত নির্দেশ। এ থেকে মুক্তি নেই। একই সঙ্গে দ্রব্যাদির ব্যবহার সম্বন্ধেও মহাকালের দৃষ্টি সজাগ—সে সম্বন্ধেও তাঁর ভবিষ্যতবাণী কত প্রাসঙ্গিক তাও অনুভূত হয়।

'Syntheitc জিনিস যে সর্বনাশ করছে, তার খবর রাখো না? Highly inflamable plastic-এর চুড়ি, nylon এর শাড়ি পরে কত মা-বোনের শরীর যে পুড়ে গেছে, তার হিসেব রাখো। অথচ তোমরা আজ অনুকরণ করে চলেছ। ওরা যা discard করে তোমরা তা লুফে নাও।

আমার madness-এর reason আছে, ওদের madness-এর reason নেই।

চীনেদের atomic development সম্বন্ধেকিছু খবর রাখো না। ওরা যা তৈরি করেছে তা এখুনই drop করতে পারে।

এবার কি চীনেরা বোমা ফেলবে?

তা বোমা নিয়ে হুল্লোড় করতে পারে।

পত্রে তারিখ নেই কিন্তু বার্তার কপিতে যে তারিখ আছে তা ৫-৮-৮০, এই পত্র ও বার্তা একই খামে রাখা রয়েছে—দুটি একই সময়ের বা ভিন্ন সময়ের হতে পারে— সে বিচারে না গিয়ে চারণ দুটিই এখানে উদ্ধার করছে—মহাকাল আর মুকুল যে মানসভূমিতে অবস্থান করতেন দুজনের যে শ্রদ্ধা স্নেহ ভালবাসার সম্পর্ক তা এই দুটি উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট হবে।

বার্তা

BLESSINGS DEEPEST LOVE, MUKUL—TOSH-BRAJANANDAN—PABITRA—POLTUDEAR, AND OTHER TRUE—FAITHFUL ONES. MAY DIVINE MOTHER KALI GRACE YOU WITH HER BLESSINGS.

1. SOMETHING MAY HAPPEN SHORTLY

2. FROM AMONGST YOUR KNOWN—FAVOURED—PERSONS : SOME ARE SPYING (ENGAGED), BEWARE.

3. STILL FLOATING, HENCE THIS DELAY, PLEASE, UNDERSTAND MY CONDITION, BEAR WITH ME. LOVE

পত্র

স্নেহের মুকুল; শ্রীশ্রী মাকালী তোমার ত্রিবিধ কল্যাণ করুন।

একবার, অথবা দুবার, তোমাকে কতকগুলি ছোট-মাঝারি, বড়ো ঘটনার নিরীক্ষণাভাস দিয়ে লিখেছিলুম... "IN THAT ORDER"... তা মনে রেখ।

বিরাট ব্যাপক রক্তপাত; বুক চাপড়ানি হাহাকার, তোমাদের এই মৃত ভূতের মোটেই কাম্য নয়। কোনো দিন ছিল-ও-না। কিন্তু মানুষ যখন নিজে—নিজেদের দম্ভ, অহংকার, লোভ, তৃষ্ণা, ঈর্ষা, পাপলিপ্সায় জ্ঞান বিচার বিবেককে, নিজ নিজ ইচ্ছায় বিসর্জন দিয়ে, ঘোর তামসকে ডেকে আনে, সেসব ক্ষেত্রে, একজন নিরূপায়। তথাপি, সে-সব ক্ষেত্রে-ও সীমানার মধ্যেই রাখার প্রয়াস করা হয়।

বিরাটতম-ব্যাপক-ধ্বংস-হাহাকার, যাতে না হয়, প্রার্থনা-প্রয়াস 'দেবতাদের দরজায় নিরন্তর মাথা খুড়ে-কাতর-নিবেদন প্রার্থনা' করি—"দয়া করো! দয়া করো প্রভু! জাগো! বাঁচাও—বাঁচতে দাও। সুমতি রাখো। —রক্ষা করো!..."

সততই চেষ্টা করেছি, করছি, দেবতাদের আসন টলাতে। তবে; যদি দেবতাদের আসন টলাতে না-ই-ই পারি; যদি তাঁরা না-ই-ই জাগেন; সেক্ষেত্রে নেহাৎ নিরূপায় হয়েই will raise the hell.

একটি প্রতিজ্ঞা, তোমাকে, আমার কাছে, কর্তে কাতর প্রার্থনা করেছিলুম।... তুমিও প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলে, "কথা দিচ্ছি... আমি এটা করবো..."

দিনে চারবার ১. সকালে চা খাবার আগেই, ২. দুপুরে খাবার ঠিক আগেই, ৩. সন্ধ্যা বা বিকেলের চা খাবার আগেই এবং ৪. রাত্রের খাবার আগেই পাঁচ ছয়টি (ছয়টি হলেই ভাল) রসুনের কোয়া, তৎক্ষণাৎ ঝিল্লি মুক্ত করে (ঝিল্লি খোলার পরে, হাওয়া না লাগে) মুখে ঠোঁট বন্ধ করে খুব চিবিয়ে মাখনের মতন করে নিয়ে, তারপর গিলে ফেলে প্রতিবারে খাবে।

সব সময়ই পকেটে, একটি কৌটায় বড়ো দুটো রসুন সঙ্গে রেখ।

দয়া করো, মুকুল, এই প্রার্থনাটুকু পূর্ণ কর। কোনো ক্রমে-ই-ই ভুলো না, গাফিল হয়ো না।

ভালোবাসা স্নেহাশীষ নাও। দীনাতিদীন পথিক ফকির।

মুকুল-মহাকাল-লী প্রসঙ্গে নিয়ে এবার লিখতে গিয়ে প্রথমেই জয়শ্রী সম্বন্ধে মহাকালের কিছু অভিব্যক্তি দিয়ে চারণ আরম্ভ করেছিল। এবারকার ডেসপ্যাচ চারণকে শেষ করতে হচ্ছে—কুরিয়ার অপেক্ষামান। শেষও করছি জয়শ্রী প্রসঙ্গ নিয়েই। মহাকাল বক্তা ও শ্রোতা সেদিনের সহযোগী- সম্পাদক মুকুল—পরবর্তীতে যিনি ঐপত্রিকারই সম্পাদক—দীর্ঘ সময়, ১৯৭০ এর জুন থেকে ১৯৯২র এপ্রিল পর্যন্ত। তাঁর নিরলস সাধনা জয়শ্রীর পাতায় অক্ষয় হয়ে আছে—কারণ পথিক ফকির—গুরুদেব শিব—অথবা—জেনারেল ডেথ—জেনারেল শিব—পূর্বাশ্রমে—সুভাষচন্দ্র—নেতাজী—সমার্থক ব্যক্তিত্বকে চারণ প্রণাম জানায়—প্রণাম জানায় একান্ত বিশ্বস্ত লীর ছায়া অনুচর মুকুলকে তাঁর শততম জন্মজয়ন্তীতে এটুকু নিবেদন করার সুযোগ পেয়ে।

মুকুলের সাক্ষাৎকারের দিনলিপি

২৫.১০.১৯৬৫ (৬৬?)—মুকুলকে—'দেওয়ালীর প্রেম-ভালবাসা-আশীর্বাদ নাও'।

জয়শ্রীটা নিয়ে যেও, সব দাগ দিয়ে রেখেছি। প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত মন দিয়ে পড়ে আমার যা যা মনে হয়েছে লিখে রেখেছি। ভাল করে পড়ে যা জিজ্ঞাসা করবার করে নিও। আমি লিখেছি এক বছরে ১১,০০০ হাজার গ্রাহক করতে। বিভিন্ন state-এ বাঙালীর মধ্যে প্রচার কর। তারপর আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকা, ল্যাটিন আমেরিকা, রাশিয়া বাঙালী খুঁজে খুঁজে তাদের জয়শ্রী রাখতে বলো। রাশিয়াতে রুশদের মধ্যে যারা বাঙলা জানে, তারা একবার স্বাদ পেলে দেখবে অনেকেই নিতে আরম্ভ করবে। ব্যাপকভাবে চালাবার চেষ্টা করো। এর দরকার আছে। তারপর হয়তো আর জয়শ্রী পড়বার সময় সুযোগও হবে না। তাই আমার যা বলবার লিখে দিয়েছি।

জয়শ্রীতে vulgar ও gross জিনিস দেখলে খুব ব্যথা পাই। জয়শ্রী যখন পড়ি মনে

হয় শ্রীযুক্তা রায়ের বাড়িতে বসে পড়ছি। সেখানে Gross ও Vulgar জিনিস পড়া যাবে? ভাই-বোন-মা-বাবা সব্বাইকার সামনে, সব্বাইকে নিয়ে যা পড়া যায় তেমন জিনিসই রাখতে হবে। এবার পূজা সংখ্যায় কতকগুলি গল্প ও কবিতা রয়েছে যা জয়শ্রীতে না ছাপলেই ভাল হোত। ঐ যে গীতাপাঠের একটা গল্প আছে এবং পথের গল্প আছে ঐ দুটো গল্প খুব চমৎকার হয়েছে। 'ধনেশ্বরীর' লেখকের একটা অংশ পড়ে খুব ভাল লেগেছিল। লিখলাম শ্রীযুক্তা রায়কে সে-কথা। উনি আগের এবং পরের সবকটা সংখ্যা পাঠিয়ে দিলেন। পড়ে দেখলাম যে ওর সেই এক কথা। আর আমি পড়ি না। এই যে আর একটা উপন্যাস বার হচ্ছে, নামটা ভুলে যাচ্ছি, যার মধ্যে রয়েছে অভিজাত বংশের উচ্চশিক্ষিত ছেলে। মোটা মাইনের চাকুরি করে, হালতু আর বালীগঞ্জে বাড়ি, সেই লেখাটা এতো shallow। ওটা পড়ছিলাম তারপর চন্দননগর নিয়ে হাজির করে ছেলেটার মুখ দিয়ে কি একটা কথা বললো, তারপরই আমি ওটা ছুড়ে ফেলে দিয়েছি। কোনো কাণ্ডজ্ঞান আছে। যার ঐ রকম lineage ভাল লেখাপড়া শিখেছে, তাকে দিয়ে এরকম কথা বলাবার কোনো মানে হয়। প্রেম ভালবাসা প্রণয় এসব নিশ্চয়ই থাকবে কিন্তু এসবের নামে Gross ও Vulgar জিনিস কেন চলবে। Passionও খারাপ নয়, কিন্তু তারও তো ক্ষেত্র থাকবে। স্বামী-স্ত্রীতে খুব ভাব, খুব-ভালবাসা তারা কি চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে তাদের প্রেম-ভালবাসার passion-এর demonstration দেবে। রুচিবোধ থাকবে না।

Vulgar ও gross জিনিস জয়শ্রীতে একেবারে থাকা উচিত নয়, আমার মতে। তোমার, তোমাদের নিজস্ব Loyal ছেলে মেয়েদের নিয়ে Campaign আরম্ভ করাও আমরা অশ্লীল জিনিস পড়বো না, অশ্লীল জিনিস boycott করবো, তার বিরুদ্ধে একটা ঘৃণা জাগানো। মেয়েদের একাজে একটা বিশেষ role থাকবে। তারা বাড়ির লোকজনদের আত্মীয়, স্বজনদের হুল ফুটিয়ে দিক। ধিক্কার দিতে শুরু করুক। Vulgar আর Gross জিনিসের বিরুদ্ধে, তাহলেই দেখবে হাওয়া বদলাবে। এটা চাই।

আমার যে কি metamorphosis হয়েছে তা বুঝতে পারবে না। আমার মধ্যে সব সময় একথাটা বাজছে 'you are a thing apart'। আমার কারো প্রতি কোনো attachment নেই। আমি সকলকেই ভালবাসতে পারি, কারণ ভালবাসার স্থূলরূপ দিতে পারবো না। এটা paradoxical নয়, hypocrisy নয়, কোনো মোহ নেই, মোহ থাকলেই ভালবাসার প্রতিদান চাইবে, সে ভালবাসা ভেজাল যেখানে প্রতিদানের প্রশ্ন রয়েছে। খাদ মেশান। Love & attachment যেন দুটি যমজ বোন। কিন্তু—প্রেম সে কেবল দিতে জানে তার কিছু প্রতিদানের দাবি নেই, তাকেই বলে প্রেম। এজন্যই তো আমি বলি কেবল দিতে হবে, দিয়ে যেতে হবে, শেষ পর্যন্ত প্রাণটুকুও দিতে হবে; তাহলেই সত্যিকারের প্রেমের পরিচয় দেওয়া হবে। না হলে attachment, মোহ, বাসনার আগুনে জ্বলে পুড়ে মরতে হবে। প্রজাপতির আগুনে পুড়ে মরা দেখেছো তো?

সেদিন বলেছিলে, এই পর্দার আড়ালও একটা inhibition সৃষ্টি করে। এটা না থাকলে আরও freely কথা বলতে পারতে। আলোচনা করতে পারতে, মোটেই নয়। ভুল কথা। দেখলে কথা বলতে পারতে না। শুধু প্রণাম করে চলে যেতে। আমিও নিজেকে এতো খুলে ধরতে পারতাম না। এতো সহজভাবে কথা বলতে পারতাম না। এখনো যখন তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি, আমার কথা ও আওয়াজ আমার কানে আসছে, তখন আর একদিক বলছে, সব মিথ্যো কথা এসব কখনো পূরণ হবে না।

জয়শ্রী, জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৫ (২০০৮)

'আমারে করো তোমার বীণা'...

চারণ নীরবতা পালনের এক বিচিত্র মানসিক স্থিতিতে অবস্থান করছিল। কিন্তু শ্রীশ্রী বিজয়কৃষ্ণজীর দৈনন্দিন বৃত্তান্তের কিছু উল্লেখ সেই মানসিক স্থিতিকে বিচলিত করে তুলল। গোঁসাইজীর গুরুদেব পরমহংসজী মা'কে সূক্ষ্ম শরীরে এসে নিয়ে গেলেন। কেন এই প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করছি, স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর মহাকাল বৈঠকে বহুবার চারণকে উদ্বেলিত করেছে। মহাকালের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ, যার কোনো ব্যাখ্যা ছিল না। গোঁসাইজী এই অবস্থার ব্যাখ্যা দিচ্ছেন—যোগীরা সবই পারেন—'যোগীরা ইচ্ছামত এই স্থূল ভূতকে সূক্ষ্মে পরিণত করতে পারেন, সূক্ষ্ম ভূতকেও স্থূল করতে পারেন। শরীরের পঞ্চভূতে মিলায়ে স্থূলকে সূক্ষ্ম করে।' মুহূর্ত মধ্যে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী যাঁকে চান তাঁকে তাঁর আবাসে নিয়ে যেতে পারেন।

তাঁর সে আবাস কোথায়? পরমহংসজী মা'কে নিয়ে গেছেন মানস সরোবরে। পরমহংসজীর আবাস যেখানে। সেখানে থাকেন কত ঋষি, কত মুনি, কত দেবদেবী। এ মানস সরোবর তিব্বতে নয়—ভূগোলে পড়া মানস সরোবরও নয়। সে মানস সরোবর 'মানতালাও'। এই মানস সরোবর বহু দূরে হিমালয়ের উপরে। এখানে যাবার পথ অত্যন্ত দুর্গম—পরিচিত মানসে সহজেই যাওয়া যায়—কিন্তু এই মানসে খুব যোগৈশ্বর্য্য না হলে যাওয়া যায় না। এটি কৈলাসে যাবার পথে। একটু মায়া—একটু আকর্ষণ না থাকলে সাধকের ঐ রাজ্য থেকে সংসারের আবাসে ফিরে আসা মুস্কিল।

ভগবানজী তথা মহাকাল তাঁর বৈঠকে চারণকে তাঁর আবাসের যে-সব বর্ণনা দিয়েছেন তা যেন এরকমই—এবং সেখানে একমাত্র তিনিই নিয়ে যেতে পারেন, সে ইচ্ছা কখনো-সখনো প্রকাশ করেছেন—সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীর রূপান্তরের প্রক্রিয়া অনুশীলনের কথাও বলেছেন। যে প্রক্রিয়া আজও চারণ রপ্ত করতে পারে নি।

ভগবানজীর কথা বলতে গিয়ে আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করি—ভগবানজীকে নিয়ে

একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল যা গুপ্তার ঘাটকে কেন্দ্র করে। গোঁসাইজীর বৈঠকের দিনলিপিতে ঐ ঘাটের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে এই ঘাটের শাস্ত্রীয় নাম উল্লেখিত হয়েছে গোপ্রান্তর। কথিত আছে শ্রীরামচন্দ্রের মর্ত্যলীলার এই স্থানে অবসান। চারণ অনুভব করে এ যুগের রামচন্দ্র ভগবানজী—মহাকাল—সন্ন্যাসী ভারত পথিক এই ঘাটেই স্থূল শরীরের বিবর্তন ঘটিয়ে তাঁর সাধনধামে প্রত্যাবর্তন করেন। সেধাম থেকে পুনরাগমন কখন কীভাবে সংঘটিত হবে তাই তন্দ্রাচ্ছন্ন চারণের ভাবনা। ফয়জাবাদ, অযোধ্যা, বস্তী এতদ্ অঞ্চলে বহু সিদ্ধকাম সাধুসন্তদের আগমন পদচারণা অবস্থান সাধনার সংবাদ পাওয়া যায়। ভগবানজী কেন ঐ অঞ্চলটি বেছে নিয়েছিলেন, কেনই বা এতকাল রামচন্দ্র, মহাবীর ও অন্যান্য অবতার পুরুষের বিচরণ ক্ষেত্রে অবস্থান করে মহাকাল কোনো এক মাহেন্দ্রক্ষণে স্বধামে প্রত্যাবর্তন করলেন চারণ তাঁরই কৃপায় প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা রাখে।

একটি পূর্ব-উলিখিত মহাকাল বচন দিয়ে শুরু করছি—

মুঞ্জরিত প্রতিধ্বনি গুঞ্জরিত হবেই। প্রতিধ্বনি অলীক, মূলহীন, উৎপত্তিস্থলহীন হতে পারে না। উৎস থেকেই প্রতিধ্বনির উৎপত্তি—বিস্তার—এবং পূর্ণ বিস্তৃত হবার পরে উৎপত্তিস্থলে পুনরাগমন।

বিহ্বল হৃদয়টি তুলে ধরে, অশ্রুজলে মাতৃশ্রীচরণসিক্ত করে, তাই-ই যুগে যুগে, আমরা—তুমি আমি বাঙ্গালী—কান্নাভাঙা স্বরে একটিমাত্র নিবেদন প্রার্থনা করি—

পুনরাগমনায় চ

এই পত্রটি ভগবানজীর স্নেহধন্য মুকুলকে প্রেরিত। পোষাকী নাম সুনীল। যাঁর শতবর্ষের প্রয়াস চলেছে। লিখেছেন—মহাকাল—'পরমকল্যাণবর স্নেহভাজনেষু প্রাণপ্রিয় সুনীল-মুকুল, শ্রীশ্রী মাকালী তোমার কল্যাণ করুন, তোমার উন্নতমার্গ সুগম করুন। প্রার্থনা জানাই তাঁর শ্রীচরণে।

তোমার স্নেহমমতাময়ী মা-জননীকে শ্রদ্ধাভক্তি প্রণাম জনাচ্ছি।

'দুর্গম জায়গার' কথা, 'মা'কে 'মা-ন্নী' বলা হয় যে-সব দিকে : এ-সব সম্বন্ধে, তুমি, যে-সব কথা লিখেছ, তা শুনে একটুখানি 'ভ্রু উঁচু' করলুম। দিগ্‌গজ মহাশয়, গো! দিকচক্রবাল রেখার এই নিঃসঙ্গ পথিকের লেখা, সে চিঠির অংশগুলো, আরো কয়েকবার, মনোযোগ দিয়ে—বিশ্লেষণ করে, সিনোনিম খুঁজে, বুঝে—ধরবার চেষ্টা করে দ্যাখো তো! (তা হলে আশা করি, হয়তো, সব জায়গায়—যে যে সব ব্যাপারের—এবং টপোগ্রাফির—logistic তথা কার্যকারণাদির... সম্বন্ধে ইশারায়-ইঙ্গিত করে, কেবলমাত্র তোমাদেরকেই, সাহস করে ঝুঁকি নিয়ে, জানাতে চেয়েছিলাম,—তা ধরতে পারবে—এবং বুঝতেও পারবে, কিছু)

ক্যানো, আমার যতদূর মনে আছে (অবশ্যই, আমার মনের ভুলও হতে পারে), গত

বছরের—আগের— বছরের কথা প্রসঙ্গে... 'সঙ্গ'র কথা, ওর এবং ওদের কর্মপন্থা সম্বন্ধে কথা, অন্য সম্বন্ধের কথা প্রভৃতি নিয়ে 'কিছু কথা' হয়েছিল তোমার সঙ্গে। (অথবা চিঠিতেই কি?।) সেই ধারণাতেই, ওটুকু (এবার) লিখি। (নইলে হয়তো লিখুতম না। লিখবার কথা মনে আসতো না : একটা কিছু সূত্র চাই তো?) তবে কি সে-ই-ই লম্বা-বাইরের-ব্যাপক-ঘূর্ণি-পরিদর্শন ব্যববস্থার etc চিঠি, যা বোঝাবার জন্যে ক্রুডনকশাও ছিল তাইতে?।

ঐ সময়ে, সেই ক্ষেত্রে, তুমি যা যা করেছ তার কিছুটা খবর রাখি। (আমি এসব ঘটনার অনেক পূর্বেই, ২-৩টে চিঠিতে এবং স্বমুখে দুবার, তোমার জন্যে, যে শর্ত বেঁধে দিয়েছিলুম—যা তুমি পালন করবে বলে স্বমুখে এবং চিঠিতে কথা দিয়েছিলে—তার কিছু বিশেষ কারণেই দিয়েছিলুম। সে সব কারণগুলো এখনো আছে। এ সম্বন্ধে, তুমি নিজেই, কিছু সময় পরে বুঝবে— দেখবে।) তুমি যেভাবে যা কিছু করেছ, তার জন্যে, 'ওঁরা' না হউন, জননীবঙ্গমাতা তোমাকে সাশ্রুনয়নে স্নেহাশীষ দিয়েছেন—এ সত্যবাণী বিশ্বাস করো।

এবং এই চিরন্তন উদাসী পথিক, তোমার হৃদয়ের মর্মবাণীর ক্রিয়াত্মক রূপ দেখে জলভরা চোখে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে রয়েছে—থাকবেও।

বৃহৎ—বা ক্ষুদ্রতম 'ঘটনা', বৃহত্তর-বৃহত্তম পরিপ্রেক্ষিতে কি-বা-কী তাৎপর্য বহন করে, এ 'ভুল প্রশ্নের' ফেরে নিজেকে জড়িও না। মনেরও গতি যে গতির সামনে স্তব্ধ হয়ে যায়, সে অসম্ভাব্য গতিতে আমার 'মাকালী জাল বুনে চলেন। সে ইচ্ছাময়ীর আবহমান মহাকালের—বহমান ফ্রেমে যে বোনার কাজ চলেই চলেছে নিরন্তর, বিবিধ প্যাটার্নস্ ফুটিয়ে তুলে,—তার প্রত্যেকটি ক্ষুদ্রতম—সূক্ষ্মতম গ্রন্থিরও—দাম আছে, মহামূল্য আছে, মহান কার্যকরী সার্থকতা আছে। তোমার (আমার) কাজ হোল : 'ইচ্ছাময়ী 'মার ইশারা-ইঙ্গিত-নির্দেশ (প্রত্যক্ষ বাক্যও)। মনের আনন্দে পালন করে চলা।

KH. A.G. KH. (Khan Abdul Gaffar Khan), আমার বিচারে ভুল করেছেন। এ সময়ে তিনি যা যা বলছেন—করছেন (সাধারণ—সকলেই সে-সবের আকাশ ছুঁয়ে বাহবা দিলেও) তা সব তীক্ষ্ণধীর পরিচায়ক নয়।

"আগের-কালের-সেদিনে' আমি উপস্থিত ছিলুম না। কিন্তু "সেদিনের"—"সেই পরিস্থিতিও" উনি নীতি এবং বুদ্ধি প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন নি। সে সময়ে উনি যে ভুল করেছেন, তার-ই পর থেকে— বর্তমান পর্যন্ত তারই ফল, তারই জের। একটা মস্ত ঐতিহাসিক IF হয়েছে—তাঁর ঐ সময়ের ভুল-টি। অবশ্যই, এসব আমার নিজস্ব জ্ঞানের মত। উনি আমার নমস্যই নন—প্রণম্য।

আফগানিস্তান থেকে শুরু করে এখানে এসেও নানাভাবে বহুবার : নিজমুখে—নিজের প্রেস স্টেটমেন্টে—রিসেপশন কমিটির তরফ থেকে প্রেস স্টেটমেন্টে আকাশ বাতাস

মুখরিত করে শোনানো হল, "নে. পুরস্কার আমি নেব না। নে. পু. (নেহরু পুরস্কার) নেবার জন্যে যাব না। নে. পু. নেবার জন্যে যাচ্ছি নে। KH. A.G. KH নে.পু. নেবার জন্যে ভারতে আসছেন না। KH. A.G. KH স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনি নে. পু. নেবেন না, ভারতে এসে।

অথচ...?। (শ্রীভগবান ওঁর ভাল করুন। এখন তো উনি 100% ইন্ডিয়ান লীডার।)

জয়শ্রীতে 'চারণিক' পরিবেশিত লেখাটি পড়লুম; সন্তোষ বিশেষ করে পড়তে বলেছিল। সমস্তটা পড়ার পর, মনে হল :

অনেক দিনের অনেক ব্যথার সুরে,
অনেক চিঠির-বীণা ছিল ভরে;
মন্দ্রিত তার কয়েকখানি তান—
অপূর্ব এই চারণিকের দান।।

কিন্তু বলতে লজ্জা নেই, মুকুল!, পড়তে পড়তে আমি ডুবে যাচ্ছিলুম, আমার অনুভূতিতে আমি ভরে উঠছিলুম, অনির্বচনীয় মহাসুন্দরতায় সমুদ্র তরঙ্গ আমার সামনে উথলে উঠল।

ভাবতে লাগলুম : এসব কথাই তো আমিই লিখেছি—'বুঝলুম'; কিন্তু কী করে "এমন লেখা" লিখতে পারলুম?! কী করে?, কী করে! বিশ্বাসই হচ্ছিল না। এসব আমার।

সন্তোষ ভ-য়া-ন-ক ভী-ষ-ণ জোর দিয়ে বললে, "বজ্রবাণী" by মহাকাল পড়বেন। জিজ্ঞাসা করলুম, মহাকাল কে? বললো সেটি বলতে 100% মানা। এই শর্তেই লেখাটি পাওয়া গেছে। সুতরাং বলবো না।

ঔৎসুক্য বাড়লো। পড়লুম "বজ্রবাণী"। ঘন্টা চার পাঁচ 'থ' হয়ে গেলুম—অতল গহনে গভীরে তলিয়ে আত্মহারা হয়ে রইলুম। কে ইনি? কে ইনি? কে ইনি?

অফগার্ড অবস্থায়, কখনো কখনো অথবা সাধন জগৎ, সাধনার রণক্ষেত্র—যুদ্ধ, আমার মা-এর কথা উঠলে সেই চর্চায় বিভোর হয়ে নদীর স্রোতের মতন অনর্গল—"অনেক কথা ব্যাপার" বলে গেছি।

সুতরাং Long Hand-এর সে-সব কেউই লিখে নিতে পারবে না, তা পারাও সেসব সময়ে, "লিখে নেবার অবস্থায় কেউ থাকবেন" তাও মনে হয় না।

এবং এও বেশ ভালভাবেই জানি যে, আসল "কথা" চিঠিতে কখনো লিখিনি। (যতদূর জানি)

অথচ,—আমার প্রত্যক্ষ করা—এবং অপ্রত্যক্ষ বা জানকারির অনেক কয়েকটি কথাই, হুবহু "বজ্রবাণী"তে রয়েছে।

আমার প্রবল ইচ্ছা— সন্তোষ-ব্রজনন্দন-পবিত্রকে জানাই প্রার্থনা রূপে। পরদিন সন্তোষ যদিও বললে, 'ওসব' আপনারই বাণী। তথাপি মন মানলো না। মহাকালের স্মৃতি বিস্মৃতি— সেই সঙ্গে তাঁর নিবিড় পার্ষদের কথোপকথনে হারিয়ে ফেলে চারণ নিজেকে। এই এত 'সিরিয়াস' গাম্ভীর্যপূর্ণ বৈঠকী মেজাজের পরই সেই সরল, শিশুপ্রাণ মানুষটির আত্মপ্রকাশ ঘটে—তিনি লেখেন—

'দেশবন্ধু ভাণ্ডারের বিজ্ঞাপন দেখলুম তোমার আনা পত্রিকায়। তাঁর পরমপূজ্যর নাম এবং আশীর্বাদের কথাও আছে দেখলুম।

রওয়ানা হবার সময়ে তক্ষুনি করিয়ে 'থার্মোসে' ভরে ওদের সিঙ্গারা, কচুরী, লালমোহন, বুঁদে ক্যানো আনতে পার না?'

দেশবন্ধু ভাণ্ডারের বিজ্ঞাপন অনুযায়ী এবং মহাকালের প্রার্থিত সম্ভার মজলিশে পৌঁছে ছিল কিনা স্মরণে নেই—

যে রসদ সেদিন তাঁর ডেরায় পৌঁছেছিল সে সম্বন্ধে রসাল মন্তব্য—

হ্যাঁ এবারকার cake পসন্দ কর্তে শ্রীমান 'অ'র discernment-এর কমতাই হয়ে গেছে।

হ্যাঁ এবারকার 'কুচো নিমকি' সাগরের কোল্ড তরঙ্গ দিয়েই শুধু তৈরী হয়েছে। তাই-ই শক্ত দাঁত ভাঙ্গা বজ্র হয়ে গেছে। সমুদ্র যেন দিয়ে হয় নি।

হ্যাঁ, ক্ষীরের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র নাড়ুগুলো—খু-উ-ব খেয়েছি। তবে, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বুঝলুম যে, বিজ্ঞানের ছাত্রী হওয়ার দরুনই কঞ্জুষ কেপ্পন হয়েছেন উনি : টেস্ট টিউবে তৈরী নাড়ু।

আমার চির আরাধ্যা মা জননী বঙ্গভূমির যে-যে সব দেবীকন্যারা, এতো কষ্ট নিয়েছেন, তাঁদের স্নেহপ্রেম ভালোবাসার অমৃত দিয়ে খাবার তৈরী করে পাঠিয়েছেন, তাঁদের স্নেহ ভালোবাসা শোধ করার নয়। এসব যে এই পথিকের অমূল্য সম্পদ।

সত্য স্নেহ-ভালোবাসা প্রেমভক্তি বিশ্বাস স্বয়ংসিদ্ধ, ব্যর্থ হয় না, ব্যর্থ হবে না। মাকালী নিজেই দেখছেন যে!

শ্যামাপূজার পুণ্যলগ্নে এই বিশ্বাস ও স্নেহ আশীর্বাদ কামনা করে চারণ মহাকাল তথা ভগবানজী—তথা ভারত পথিকের চরণে প্রণাম জানায়।।

জয়শ্রী, কার্তিক ১৪১৫ (২০০৮)

'তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী'...

দীর্ঘ নীরবতার পর চারণ একটু কিছু নিবেদন করার সুযোগ পেয়ে—সময়টুকুর সদ্ব্যবহার করছে। মহাকাল বার্তা যেমন তাঁর নিজস্ব ক্যুরিয়র মারফৎ আসে তেমনি তা বায়ু বাহিতও বটে। আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে গতিশীলতা নানাবিধ উপকরণে ত্বরিৎগতি আলো, বায়ু ইত্যাদি—আলোকরশ্মি বাহিত বিষয় নির্ধারণে চারণ তেমন রপ্ত নয় কিন্তু বায়ু বাহিত বার্তা তার বোধগম্য। এজন্য কর্ণ যুগলের সতেজতা, সচেতনতা, অথবা সুগভীর নিবিষ্টতা আবশ্যক।

রাখীবন্ধনের সময়টিতে চারণের মনে পড়ে যায় প্রতি রক্ষাবন্ধন উৎসবে মহাকালের বার্তা। এমনই একটি রক্ষাবন্ধনে মহাকাল তাঁর একান্ত প্রিয় মুকুলকে যে বার্তা পাঠিয়েছিলেন—যে বার্তায় কিছু সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়েছিল তা ব্যক্ত করছে। বিদেশের নানা ঘটনায় চতুর্দিকে চাঞ্চল্য, সংঘর্ষ, তাপউত্তাপ—বিশৃঙ্খলা দিশেহারা ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। জিজ্ঞাসু মানুষের উদ্‌বেলতা উপশম করতে চারণ অপারগ। দীর্ঘ সময় ধরে চারণ-মহাকাল বচন সংকলিত করছে—উৎসুকজনের আজ চারণের হদিশ নিয়ে যত ভাবনা। কে এই চারণ? কেনই বা সে অপ্রকট। তার তো কোনো শরীরী অস্তিত্ব নেই—সে তো একটি বাহকমাত্র—মহাকালের লেখনী মাত্র—প্রতিটি দেব-দেবতার একটি বাহন থাকে অধম চারণ তা মহাকালের বাহন—সেবক মাত্র—তাঁর বাণী প্রতিধ্বনিত করার যন্ত্র স্বরূপ। সেদিনের রক্ষাবন্ধনের আশীর্বাদসহ পত্রটিতে যা ছিল—

শ্রীশ্রী পূতপবিত্র রক্ষাবন্ধন!

স্নেহের মুকুল ˚মাকালী তোমার (তোমাদের) কল্যাণ করুন। স্নেহের তৃপ্তি-তোষ : শ্রীমান পল্টন-পল্টু স্নেহের বজ্রনন্দন—স্ত্রীপুত্র সহিত; স্ত্রীপুত্র সহিত পবিত্রকে আশীর্বাদ-প্রেম-পেয়ার জানাচ্ছি।

আজ থেকে, আমার দিক থেকে, যত-যত যে কোনো রকমেরই খবর-পত্র-চিঠি ইত্যাদি পাবে, তুমি বিশেষ রূপে, এবং তোমরা সবাই-ই; তাহার কিছুমাত্র অংশও একটি ওয়ার্ড—তথা—সেন্টেন্স ; ইশারায়—এবং ইঙ্গিতেও তোমরা ছাড়া, আর কেউ-ই য্যানো না-জানতে পায়। না-বুঝতে পায় না-আঁচ বা—সন্দেহ করতে পায়। ছাপা না হয়।

˚মাকালীর বর্তমান চালু কর্মলীলার, আপাতত শেষ পর্যায় শুরু হয়ে গেছে।

যদি কেউই জানতে-বুঝতে—সন্দেহ করবার সুযোগ পায় তবে, সে বা তারা : জননী জন্মভূমির মহা ভারতবর্ষের দেশের—জাতির, বিশ্বাসঘাতী শত্রু।

সব মিলিয়ে প্রায় পৌনে ছয় ডিজিটে গ্যালো। একলা মু. দে.-ই নয়...। পাঁচশো জায়গারও বেশীতে হিউজ আর্মস অ্যান্ড এক্সপ্লোসিভস্ ডাম্পড। সমস্ত মোস্ট

সফিস্টিকেটেড আলট্রা মডার্ন। সব প্রকারেরেই ওয়ার ওয়েপনস্। DIP কোর—সবারই। P. Flag। 3rd P-র ডিমান্ড। ডিমান্ড শেষ হয় নি—হবে না।...

পবিত্র-তোষ-ব্রজনন্দকে তিনবার ধীরে ধীরে পড়ে বুঝিয়ে দিও।

আজ এখানেই শেষ করছি। আশীর্বাদ স্নেহ ভালবাসা জানাই। তোমাদেরই স্নেহের পল্টুকে পবিত্র রক্ষাবন্ধন দিয়ো।

অন্য একটি পত্র

স্নেহের প্রাণপ্রিয় মুকুল,

(সাবধান ভেতরে কণক ভবনের নির্মাল্য) শ্রী শ্রী দয়াময়ী মাকালী তোমার কল্যাণ করুন। তুমি ভালো থাক, আমার জন্যে, সবার জন্যে।

তোমরা, এখান থেকে রওনা হয়ে গ্যালে। এখানে তোমার হৃদয়ের-মুখ থেকে, অন্য সব কথার মধ্যে, দুটি কথা অতি বিশেষরূপে দীপ্ত এবং দিব্য ছিল। তোমার সত্য হৃদয়ের উদ্‌যোগ। উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতন আলোকিত করছিল আমার হৃদয়কে। তোমার একটি কথার উত্তরে আমার হৃদয়ের সার-সত্য উপলব্ধি এবং ভাবনা, তথা, আন্তরিক ইচ্ছা, তোমাকে লিখে যাচ্ছি, আমার তীব্র কষ্টের মধ্যেও সজাগ হয়ে। (আশা ইচ্ছা-প্রার্থনা পূর্ণ করবে)

তোমার দ্বিতীয় কথা ছিল : "...এই দারুণ কষ্ট-আঘাত থেকেও আপনি আপনার উইল পাওয়ারের দ্বারাই ভাল হয়ে উঠবেন...একথা আমি জানি..." (তোমার এই অতি শুদ্ধ দিব্য ভালাবাসার ঘোষণা, আমার হৃদয়কে দোলা দিয়েছিল, অভিভূত করেছিল। সমস্ত হৃদয় নিঙড়ে তোমাকে, ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাই)।

তোমার ঐ উক্তির উত্তরে; আমার মুখ থেকে, শব্দ উত্থিত হয়েছিল : "... এবার তা নয়! এবার, আমার উইল পাওয়ারের কথা নয়..."

তোমার রওনা হয়ে যাবার পর : অত তীব্র যন্ত্রণার ভেতরেও, আমি ভাবলুম "ও রকম উত্তর আমার মুখ থেকে কেন বেরুল।?!... সাধারণত, এ রকমের শব্দ তো, আমি বলি না?!..." একটু চিন্তা এজন্য ছিল বৈকি। কারণ আমি জানি আমার মুখ থেকে ভুলেও, যে কথা বেরুবে, তা নিশ্চয়ই সত্য হবে। আমার কথা—সত্য করার জিম্মেদারী—অন্যের হাতে—উপরে।

আমি তীব্র যন্ত্রণায় সামান্য চীৎকার করে উঠলেও, এবং এই অবস্থায় পড়ে কাঁদতে লাগলেই, মাতৃশ্রী জগদম্বা দৌড়ে আসতেন, এবং নানান রকমের আমাকে সান্ত্বনা দিতেন—ধৈর্য ধরতেন—সাহস শক্তি দিতেন। রাত্রেও আমার কান্না—বা—ব্যথার চীৎকার শুনলেই, নিজের বিছানা ছেড়ে দৌড়ে আসতেন। আমি অনেক সময়েই, দারুণ ব্যথায়—দুঃখে—হতাশায় ডুবে, কঁকিয়ে কঁকিয়ে ফুঁপিয়ে আকুলি-ব্যাকুলি হয়ে পড়তুম।

মাতৃশ্রী জগদম্বা, রাত্রেও, নিজের ঘুম—এবং বিছানা ছেড়ে ছুটে আসতেন। এ-জন্যে, রাত্রে কান্না এলে, লেপের ভেতরে মুখ গুঁজে, মুখ ঢেকে, কাঁদতুম, নিজের অবস্থার দুঃখ কষ্ট চিন্তায়।

এক রাত্রে আমি অতি ব্যাকুল—বেহাল হয়ে হাউমাউ করে কাঁদছি, গলা কঁকানোরই শব্দ বেরুচ্ছে, এবং আমার স্বভাবে নেই—'এমন একটা কিছুর' কথা—মনে উঠছে।... এমন সময়ে; আমার ফুঁপিয়ে কান্নার ব্যাকুল শরীরের পিছন দিক থেকে পিঠ এবং কাঁধের দুধারে, পিঠের দুপাশে অমিত অপার স্নেহে দুই করতল হাত দিয়ে একজন কেউ জড়িয়ে ধরলেন, অতীব মৃদু নরম ভাবে; সঙ্গে সঙ্গে কেউ আর একজন সামনের দিক থেকে লেপের মধ্যে হাত গলিয়ে বুকের দিকের দুধারে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন।...

চমকে উঠলুম : "...না, আমারা দু'জন, সরস্বতী ঘুমুবে... আমরা চলে যাবার পর জাগবে। সঙ্গে সঙ্গে আমার ব্যাকুল কান্নার বেগ থেমে গেল। একটা অপূর্ব শান্তি ভরসার ভাবনায় হৃদয় মন ভরতে লাগলো। আমার সত্তা, যেন ঘুম থেকে চেতনে জেগে উঠলো। দুদিক থেকে দুজনেই আস্তে আস্তে স্নেহের হাত মাথায় পিঠে বুকেতে বুলোতে সান্ত্বনা দিয়ে অনেক কথা বলতে লাগলেন—বোঝাতে লাগলেন— বিস্তারিত করতে লাগলেন। স্নেহভরা বকুনি—অনুযোগ— হাস্য ব্যঙ্গ—টিটকিরি—ঝগড়া, সবই বর্ষিত হতে লাগলো...। মুখ্য মুখ্য কথা এবং বিষয়গুলো (যতটা বলতে পারি) এই রকম : "লাগাতার বরাবরই আসছি দেখাশোনা কথাবার্তা করছি... উপদেশ দিচ্ছি—সহায়তা নির্দেশ শক্তি পাচ্ছি; আর আপনিই এমোনভাবে ব্যাকুল হতাশায় ভেঙ্গে পড়ছেন?!...আমাদের অবস্থান পর্যন্ত ভুলে আছেন ক্যানো?!... যে যে সব মহান আত্মারা শরীরী এবং অশরীরী ভাবে আপনার জন্যে সাধনা কার্য পূর্ণ করবার জন্যে, এত দীর্ঘ সময় ধরে, আপনার সাধনার—আসার—অগ্রসরের এবং পৌঁছবার রাস্তা তৈরি করে আসছেন এবং করছেন, এই অবস্থায় তাঁদের স্মরণ করুন।... সব জায়গায়, তো আমরা যেতে পারি নে, আমিও সর্বত্র যেতে পারি নে : অনেক স্তরই এবং অনেক সুমহানই আমাদের বোধের ঊর্দ্ধে। তবুও আমার গতায়াতের পরিধির মধ্যেও আপনারই দান এবং মা-টারই কৃপা—আপনারই অনুসরণে পেলাম। এই পরিধিও তো কম মহান নয়। এখানেও অনেক মহান শরীরী অশরীরী কৃপা দর্শন পাবার সৌভাগ্য।... তাঁরা অনেক উর্ধ্বের কথা ইশারা ইঙ্গিতে বলেন।... নিজের সীমার মধ্যে তো সবই দেখছি জানছি...। ... চিরকালই আপনি ভয়ংকর জেদি, গোঁসা করার মনোপলি তো আপনারই ছিল, ঐ জেদ এবং একগুঁয়েমিই এ সময়ে আপনাকে কষ্ট দিচ্ছে।... আপনি চার পাঁচ মাস ধরে যাঁদের আমন্ত্রণে যেখানে গিয়েছিলেন, এ সম্বন্ধে কিছু কথা আমি তোমাকে এর আগের কোনো চিঠিতে কিছু লিখেছি এবং সমস্ত কার্যপ্রণালী সবাই মিলে তৈরি করে ঠিকঠাক করে ফিরে এসেছিলেন, এই ঘটনা সম্বন্ধে অন্য দুপক্ষের লোকেরা কিছু খবর পেয়েছেন এবং অত্যন্ত তৎপর হয়েছেন। আপনি যে সিঙ্গাপুর এবং বেজিং হয়ে ফিরেছেন, বোধহয় ওঁরা তা জেনেছেন। আমাদের আসার কথা ছিল শুভদিনের

প্রাতে। কিন্তু 'পুজ্য—' (এমন একজন অতি মহান পিছে-হুয়ে-সন্ত যিনি বহুকাল পূর্বে রাণীক্ষেতের পাহাড়ে গভীর বনের মধ্যে সুন্দর গুহায় থাকতেন। ইনি পূর্ণ সিদ্ধ অনেককাল স্থূল শরীর ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর মহান নাম এঁদের মুখে শুনে আশ্চর্য হলুম।) আদেশ দিলেন এই সব 'সন্দেশা' (হিন্দি শব্দ) আপনাকে পৌছতে : তিনি আরো বলে দিলেন শ্রীসীতারামদাসবাবাজীর শরীর খারাপ তিনিও থাকছেন না। আপনি চলা ফেরার অবস্থায় থাকলে কোনো রকমেরই বাধা মানতেন না এবং কারো নিষেধও মানতেন না। ওঁদের তিনপক্ষের সঙ্গে ঠিক করা রোঁ-দেঁ-ভুঁ-তে যেতেনই। অথচ আপনার ওদেশ থেকে রওনা হয়ে আসার পরে, এ সীমাতে যে যে ব্যাপার হচ্ছে তা তো আপনি জানেন না। এই হোল একমাত্র কারণ, আপনাকে রক্ষা করবার জন্যেই এই-ই একমাত্র উপায় ছিল। আঘাত এমনভাবে এবং এতটাই জোরে দেওয়া হল যাতে, আপনার চেষ্টা করওে আপনি চলাফেরা করতে-না-পারেন, এবং ঐ সংকটের পরিবেশ কেটে যায়।

ভারতের স্বাধীনতা দিবস ২১ অক্টোবর—সমাগত। সে দিনটিতে অখণ্ড ভারতের অস্থায়ী সরকারের রাষ্ট্রপতি ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন—একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—আর চিরশত্রু ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিকে রাষ্ট্রপতি আখ্যায়িত করা হোত। ১৯৩৮ সালে এবং ১৯৩৯ সালের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি।

বহুকাল পরে ১৮ আগস্ট ১৯৪৫ অতিক্রমের পর নানা বিতর্ককে উপহাস করে একদিন ভারতের সীমান্ত দিয়ে দেশত্যাগী সেই রাষ্ট্রপতি সন্ন্যাসীর বেশে প্রত্যাবর্তন করেন—সে সময় আজকের রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে একদা সর্বস্ব নিবেদিত বিপ্লবী দেশনেত্রীর কাছে শীলমোহর যুক্ত একটি পত্র এসে পৌছায়—যে পত্রে পত্র লেখকের উল্লেখ ছিল সৎগুরুদেব। কিন্তু কীভাবে? তার হদিশ কে দেবে! শোনা যায় রাষ্ট্রপতি ভবনে—দুটি পৃথক ভবন—একটি native রাষ্ট্রপতিদের আবাস আর অন্যটি ব্রিটিশ ভাইসরয়ের আবাস। যে আবাস সাম্রাজ্যবাদী মাউন্টব্যাটেনের অবস্থান ছিল তা কি আজো রয়াল মর্যাদায় রক্ষিত—সেখানে কি আজো নেটিভ রাষ্ট্রপতির প্রবেশ নিষেধ? কে বলবে—কে জানাবে সে লজ্জাজনক ঘটনার ইতিবৃত্ত?

সেদিনের অস্থায়ী সরকারের রাষ্ট্রপতির বিশ্বস্ত পার্ষদরা কোথায়? একান্ত বিশ্বস্তরা কি আজও অন্তরালবর্তী না নজরবন্দী। জানার উপায় নেই। কিন্তু সত্যকার দেশভক্তদের কাজ সেই তথ্য—অন্ধকার ইতিহাস উদ্‌ঘাটন—কিন্তু কারা করবে?

২

১৮ আগস্ট ১৯৪৫ যে ঘটনা ঘটেছিল, যে-ঘটনার বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন আইনি পর্যালোচনা অসত্য বলে নথিভুক্ত হয়েছে তাকে উল্টে দেবার বিবিধ চেষ্টার অন্ত নেই।

পেটি পেটি সোনা সমেত যে বিমান মিত্র ব্যূহ ভেদ করে শত্রু ব্যূহে প্রবেশ করে— জাপানের আত্মসমর্পণের পর কেন অস্থায়ী সরকারের রাষ্ট্রপতি এই ঝুঁকি নিলেন কেনই বা মিত্রশক্তির কাছে পরাজিত অক্ষশক্তির আত্মসমর্পণের পরও এই অমূল্য রাষ্ট্রপ্রধানকে জাপান সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয়, কেনই বা সেদিন তারা এই ঝুঁকি নিতে গেল এসবই আজ বিচার্য। প্রশ্ন ধ্বংসপ্রাপ্ত বিমানের আরোহীদের মৃত্যু সংবাদের রটনা হ'ল কিন্তু পেটি পেটি সোনার কোনো হদিশ মিলল না এ কেমন গল্প? এতোদিন প্রচারিত হয়েছিল বিমানটিতে অধিনায়ক ও তাঁর পার্শ্বচর হবিবুর রহমান ছিলেন— কিন্তু তৎকালীন ব্রিটিশ গোয়েন্দা রিপোর্টে জানা যাচ্ছে ছিলেন তিনজন—আর এই তিনজনের মধ্যে দুজনের আলোচনাই হচ্ছে— তৃতীয় ব্যক্তিটি উল্লিখিত দুজনের মধ্যে একজনের ছায়া— তিনিই নিষ্ক্রান্ত হয়েছিলেন— যত গণ্ডগোল তাঁকে নিয়েই। ১৯৪৫ সালের ১৭ আগস্ট থেকে ২৩ আগস্ট পর্যন্ত ঘটনার ব্যাপ্তি—চারদশক পর ১৯৮৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সেই তৃতীয় ব্যক্তিটির পুনরার্বিভাব ও নিষ্ক্রমণ। এক্ষেত্রেও কোনও প্রত্যক্ষদর্শী নেই! মিলিটারী ক্যান্টনমেন্টে সংঘটিত ঘটনা—তাদেরই রক্ষণাবেক্ষণে ও অপ্রত্যক্ষ পরিচালনায় নবতর ঘটনাটি সংঘটিত হল। ১৮ আগস্ট ১৯৪৫-এর যেন পুনরাবৃত্তি। চারণ সংবাদ ও তথ্যের ভীড়ে নিজেকে হারিয়ে না ফেলে অসমাপ্ত চিঠির সমাপ্তি লিপিবদ্ধ করতে নিজেকে নিয়োজিত করছে।

"যে-সব 'কাজ' আপনারা ঠিক করে এসেছিলেন, তা-সবই প্ল্যান অনুসার হয়েছে। হবে খুব জোরে। পরে জগৎ চক্ষে স্তিমিত মতন হবে। কিন্তু ঠিক সময়েই চৌগুণ জোরে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠবে। এবং চতুর্মুখী লাভ হয়ে সমাপ্তি হবে। আমরা সবাই করণীয় সব কিছুই করছি। আপনি জানেনই আমরা অনেক আছি। কার্যের পরিণতিরই কার্যে। যে-সব বৃহৎ বৃহৎ ক্ষেত্রে আপনার সশরীরেই উপস্থিতির নিশ্চিত দরকার শুরু হবে, তার পূর্বেই আপনি পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন। এদিকে সব করণীয় ঠিক ঠিক চলছে। আরো বলব আরো 'সন্দেশ' যাচ্ছে। এই 'সন্দেশ' দেবার জন্যই আমরা আসতে পারলাম...।" এই হল মুখ্য মুখ্য বার্তা। "সুনীল-এর জন্য বার-বার অনেক-অনেক স্নেহ বিশেষ রূপে। প্রথমে প্রথমে প্রায় রোজই যেতেন। ভয় থেকে জায়গা ছাড়া—ব্যথিতা। জিনিস ছুঁয়ে নাড়াচাড়া করে জানাতেন, কিছু আনন্দ।... ... রাজা ময়দানে প্রায়ই আসার চর্চা—। এখানকারও, হোল, তিনজনে মিলে।... একজন তো হো হো করে হেসে উঠলেন।" ... (এবার পরিষ্কার বুঝলুম : ক্যানো, তোমার 'ঐ কভার' উত্তরে আমার মুখ থেকে 'ঐ উত্তর' বেরিয়ে ছিল)। অশরীরীদের সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়সমূহের সমস্ত শক্তিই, স্থূল শরীরীদের চাইতে— 10,000 (দশ হাজার) গুণ বেশী হয়। এটা আমি নিজেই জানি। ওঁদের প্রত্যেকটি বৃত্তি— এবং— অনুভূতি— এবং—গতি অত্যন্ত— সুতীব্র। এক স্থান থেকে অন্যত্র যাওয়াতে, আড়াই সেকেন্ড (2½ সেকেন্ডস্) লাগে। তবে এঁরা স্বাধীন নন। প্রত্যেকের, নিজ নিজ স্তর অনুসার— নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলতে হয়।

দুজনে সমস্ত আঘাত ব্যথার জায়গায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন...। 'আসি' উচ্চারণ করলেন। মুহূর্তের মধ্যেই, মাতৃশ্রী জগদম্বা, জেগে উঠে কাছে এলেন। লেপটা, আস্তে, আস্তে ঠিক করে, আমাকে ঢেকে দিলেন। নিজে নিজেই বললেন, 'এঃ লেপটা সরে গেছে'... চলে গেলেন।

সকালে নিজের সব কাজ কর্মাদি সেরে, আমাকে দেখাশোনার কাজের জন্য এলেন।... লেপ সরালেন ধীরে ধীরে। আমি বললুম, 'মাতৃশ্রী জগদম্বে! আজ আমাকে ধীরে— তুলে— বসান তো!... মা জগদম্বা চমকে উঠলেন... 'ধীরে ধী-রে-রে তুললেন, পুরো বসালেন, আস্তে— আ-আ-স্তে বা-পা-টাও নীচে ঝুলিয়ে দিতে পারলেন।

অপার স্নেহ-মমতায়-স্নিগ্ধ হাসিতে মায়ের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো—। আমার পিঠে হাত বোলাতে লাগলেন।

সেই দিনটি তোমাকে—খুশীতে ভরে আনন্দে চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিলুম। আর কাকেই বা, জানাতুম!

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে-ই, আমাদের সাথীরা এলেন। তাঁরা বেশ গম্ভীর। তাঁরা যে-যে-সব খবর নিয়ে এসেছিলেন, তা-সব অক্ষরশঃ মিলে গেল সেই রাত্রের দিয়ে যাওয়া সমস্ত সন্দেশা-র। আমি ধন্য হলুম (মুগ্ধ হলুম)। এখন 'যে-যে-ক্ষেত্রে' 'এই আমির' একান্ত শারীরিক উপস্থিতির জরুরৎ নঁহী হোগী, তঁহা তঁহা "অন্য-আমি"দের উপস্থিতি-cum চালনা চলবে। (আমি আগেই বলেছি, 'এই আমি' ছাড়াও আরো 'আমি আছেন)। সব "আমিই" সমান শক্তিধর। দরকার যে-মুহূর্তে হবে— উঠবে—বা উঠতে পারে, তৎক্ষণাৎ GAP-হীন ভাবে এক আমি ঐ জায়গায় দাঁড়ানো পাবে সবাই। আমি গুপ্ত PRIMUS,— যতদিন আছি বা থাকবো। এ-ব্যবস্থা বহুদিন পূর্বেই করেছি। এই আমি, কেবল যে-বৃহৎ-বৃহৎ সংঘাত স্থলে ম্যানুভারস্ হবে, সেই সেই স্থলে থাকতেই হবে, সশরীরে। এই-ই ওঁদের রায় (অর্থাৎ, হিসেব করে দেখা যাচ্ছে : এঁদের নির্ণয়ের সঙ্গে, সে-রাত্রের সব কথার টাইমিং মিলে যাচ্ছে।)

একটি চিঠি (এনভেলাপ) এল দেহরাদুন থেকে। স্ত্রীলোকের হাতের লেখা। মা-আনন্দময়ী উদ্বেগে। এক্ষুনি য্যানো উত্তর দিয়ে যোগাযোগ করি। অবাক হলুম। জানতুমই না মা-আনন্দময়ী দেহরা-তে। হাতের লেখা সাক্ষ্য করার উপায় নেই। আন্দাজ করলুম যদি চিঠি সত্য হয়, তবে সিভিল সার্জেন-এর সেই মেয়েটিই হবেন। কিন্তু চিন্তা হোল। আনন্দময়ী মার কাছেই ই.গা. যাতায়াত যোগাযোগ। দেহরা-তে ই.গা.-র লোক দৈবাত্ থাকে।... কী ব্যাপার। কী করা উচিত। ভাবতে— চিন্তাতে এক হপ্তা বীত গয়া।... খবর পেলুম— "তাঁর রওনা হওয়ার খবর"—ওহ্! কী কী সময়ই গ্যাছে তাঁর...।

এখন, শ্রীমান রা.গা. দ্বারা; মোস্ট-ইসপিসায়ালি নিজ হস্তে করমর্দন করিয়া, একজন উচু অফিসর্র কয়েক বছর থেকেই, গ্যাট হয়ে।

কয়েকটি ইশারা ইংগিত, যা যা, 'এই আমি' মানে 'তোমার-আমি'র করণীয় (এবং "সে-সব কাজ" পূর্তির— "—" বেশ এগিয়ে চলেছে।) বর্তমান "ব্যাপারগুলোরশ্চ স্রোত দেখে হিসেবে ভুল করো না =A এবং R (এমন পরিস্থিতি হবে যাতে) এক হয়ে CHর সঙ্গে লড়বেই। নান্য পন্থা। সমস্ত মুসলমান শব্দ—"ভিরমী" খাবেই। যেদিকে যে-যে জায়গায় আমন্ত্রিত হয়ে গিয়ে কয়েকমাস কাটিয়ে আসতে হল : সেখানকার আগুন এখন ঢাকা দেয়া—ধিকিধিকি আগুনের জ্বলা জানবে। এরপরই প্রচণ্ড বেগে জ্বলে উঠবে, যাদের মেহমান হয়েছিলুম, চতুর্গুণ উজ্জ্বল হয়ে বিকশিত হবেই। ইচ্ছে আছে : চারিধারে যে-যেসব ছোট ছোট দ্যাশগুলো আছেন, তাঁরা সব মিলিত হোক। নজর রেখ পাশে; যদি তুমি তৎপর হয়ে নিজের সাথীসঙ্গী Partyর সঙ্গ নিয়ে; EAST PAKISTAN BANGALDESH থেকে, ভারতের সীমার মধ্যে (এইবারে) কোনো মনুষ্যের ঢোকা বন্ধ করতে—করাতে পার, তবে 'তোমার আমির'—একটু সহায়ক হয়। পুনরায় বলছি : জননী জন্মভূমি, জাগতিক ভৌতিক ক্ষেত্রেই বলো, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই বল, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেই বল; বিশ্বের উঁচুতে হবেই।...

...আমার নিশ্চয়ই সন্দেহ : তোমার তোমাদের সমস্ত খবরই, অন্যেরা (যারা, তোমার প্যারালাল বনতে চায়) অনায়াসেই পেয়ে যান। সব—কথাই।

কয়েক বৎসর পূর্বে, আমি তোমাকে, কিছু কিছু ঘটনা ঘটবার ঘটাবার কথা জানিয়েছিলাম, যা—যার সঙ্গে আমার নিজের বিশেষ সম্বন্ধ। এবং Central য়ুরোপের ব্যাপারের। এইসব 100% গুপ্ত কথা পর্যন্ত অন্য কাগজে পড়লুম।...

মহাকাল—ভগবানজীর এই দীর্ঘ পত্র বিশ্ব ইতিহাসে তার স্থান করে নেবে। আমাদের দৈনন্দিন অকাজের ব্যস্ততার মধ্যে তাঁর কথাগুলি অভিনিবেশপূর্বক শ্রবণ পঠন ও অনুধ্যান প্রয়োজন। কত ইশারা তাঁর প্রতিটি কথায়— প্রতিটি বাক্যে। এই ইশারা অনুধ্যানই আগামীদিনের পথনির্দেশ— পথ পরিচয়। চারণ মহাকাল চরণে নিজেকে সমর্পণ করে— আনন্দ সাগরে ভেসে চলে।

জয়শ্রী, ভাদ্র-আশ্বিন ১৪১৬ (২০০৯)

'এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে'...

এক যোদ্ধা সন্ন্যাসীর যুদ্ধ শেষে শান্ত সমাহিত মহাষ্টমীর সকালে তাঁর বৈঠকী আসরে চারণ ও সকল ভক্তের উপস্থিতিতে গেয়ে উঠলেন 'এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে'...। আসরে শ্যামা সংগীত, স্বামীজীর প্রিয় গান, আরো কত কী আবর্তিত হতে থাকলো। সেই সঙ্গে দুদেশের নানা কথা— দুই অন্তরঙ্গ বন্ধুর কথোপকথন, তুঙ্গভদ্রা ও মহাকাল, কতকাংশ

চারণ তার পূর্ববর্তী কোনো কোনো ডেসপ্যাচে লিপিবদ্ধ করেছে। শারদীয় অবকাশে সেই সব দিনলিপি পাঠোদ্ধার কালে অপরিবেশিত অনেক কিছুই আজ নজরে আসছে। আজকের দু-দেশের সম্ভাব্য গুতোগুতির কথা দীর্ঘ তিন দশকেরও অধিকাল পূর্বে কী করে মহাকালের মানসপটে ছবির মতো ভেসে উঠেছিল—সেই বর্ণনাই আজ অন্যান্য প্রসঙ্গের সঙ্গে পরিবেশিত হবে।

মহানবমীর সান্ধ্য বৈঠকে

...দুটো হাত নাড়তে নাড়তে বলে উঠলেন না-না-না—অন্তত যতদিন আমরা বেঁচে আছি তা অসম্ভব; যতই না কেন বাক্‌যুদ্ধ হোক কিন্তু আপনি বিশ্বাস রাখবেন তা আর হবে না, এটা আমি আপনার কাছে আর লুকোব না, ১৯৬২তে যখন আপনি প্রতিশোধ নিলেন আমাদের ভুলের জন্য আমার পক্ষে তাই যথেষ্ট। আপনার পূর্ব নির্দেশ অমান্য করা হয়েছিল একটা সাময়িক ভুলে; এবং আপনার একবার চৈতন্যদান করার পরেও যে ভুল হল তার-ই জন্য আপনি যে কঠোরতা দেখিয়েছিলেন সেটা তো কার্যকরী হয়েছিল।...

...একজন বল্লেন বেশ আপনি যখন গুতোগুতিতে থাকবেন সে সময়ে আপনার আশ্রিত রক্ষিত বন্ধু সাথী দূরে দাঁড়িয়ে দেখবে কে হারে কে জেতে। হেসে ফেললেন, বললেন, তাহলে ওটা নিশ্চয় করেই নিয়েছেন। একজন উত্তরে বললেন, যে ঘটনা ভবিষ্যের পর্দায় স্পষ্ট আঁকা রয়েছে সেটাকে দেখতে কষ্ট হয় না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন আচ্ছা একটা কথা বলছিলুম ওদিকে যদি পাড়ি দেওয়ার কাজে লাগি ওতে আপনার কিছু মতামত আছে কি? একজন হেসে ফেললেন, হো হো করে। উত্তর দিলেন সাবাশ্। এখনো দেন নি আমি যদি হোতুম তাহলে তো লাগাতার শুরু করতাম এতে আবার ভাববার কী? বললেন, বড্ড হৈ চৈ হবে না? এখনো একটুখানি তৈরির বাকি আছে নাকি? প্রতিবেশী তো চীৎকার করে বাড়িই ফাটাবে! একজন ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললেন পরশু থেকে পাড়ি দেওয়া শুরু করে দিন, যাদের চীৎকার করার স্বভাব তাদের মধ্যে শুধু আপনার প্রতিবেশীই নেই বড় বড়রাও আছেন, এ লোক কিছু বলবে না, বড়রা কখনো কখনো আপনার এই কাজটা কূটনীতির প্রসারে নিজেদের কার্যোদ্ধারের জন্য একটা সাহারা পাবে, মনে মনে ফুটিং পাবে। রইল আপনার পাশের বাড়ির কথা তার এবং তাদের চীৎকারের দাম হয় শুধু academical, এর মধ্যে তত্ত্ববস্তু কিছু নেই সব অন্তঃসারশূন্য। খ্যাঁকশিয়ালদের ক্যাঁচর্ক্যাচানি মাত্র। হেসে ফেললেন, বললেন অ্যাঁ এটা কী রকম ধারা! একটু সহজবোধ্য করুন তো। একজন হেসে বললেন, ও ভারটা যদি আমার উপরই দেন তবে নিন চারটি কথাতেই সোজা বুঝিয়ে দিই। যারা হাতদুটো মুঠো করে আকাশে ছুঁড়ে চীৎকার করছেন যে এই peaceful regionকে অশান্ত করা হচ্ছে তাদের দিকে তাকিয়ে দেখুন : দলের যে সর্দার chorus release করছেন, যে peace, peace, peace, peaceful,

regionকে অশান্তির অঞ্চল করা মহাপাপ, আমরা peace চাই। দেশে বিদেশে UN তাদের দিকে তাকিয়ে দেখুক প্রত্যেকটি Littoral না খেয়ে না দেয়ে একটা কাজেই জুতে গেছে যে যত পরিমাণে পারো মারণাস্ত্র সম্ভার কেনো, কেনো, কেনো। এই peaceful সমুদ্রে যতগুলো Littoral দেশ আছে সে দেশগুলো নিজের দেশের জন্য ঠুসে কিনছে সমরাস্ত্র সম্ভার বড় বড়দের কাছ থেকে। তুমি জবাব দাও এ অস্ত্র কাদের বিরুদ্ধে দরকার হবে? যারা অস্ত্র কিনছে তারা কি peaceful উদ্দেশে? শুধু এই Littoral Statesই নয় এদেরও দ্বিতীয় সারির রাষ্ট্রগুলোও বাজি রেখে সমরসম্ভার কেনার ব্যাপারে পিছপাও নয়। কাদের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য? আবার এরাই চিৎকার করছে সমবেত কণ্ঠে, ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে শান্তিপূর্ণ অঞ্চল বলে guaranteed declaration দেওয়া হোক। বড়রা নিজের গলার ভেতর গুলগুলিয়ে হাসে এবং কোনোরকম উচ্চ বাচ্য না করে এই সমুদ্রে কোনোরকম পরোয়া না করে ঘুরে বেড়ায়। সুতরাং কোথায় রইলো এই সমবেত নেতাদের চিৎকার। আমাদের দেশে একটা কথা আছে 'হাতি চলে এক বাজার মে, কুত্তা ভুখে হাজার' এ হল ঠিক তাই।... আরও মনে রেখ Indian Coast Line-এ এখন পঁচিশটি facility vessel। তোমার মতবাদের সংঘাতে— তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন সত্যি! ওরা তো শপথ নিয়ে বার বার বলছে একটাও নেই, অর্ধেকও নেই। একজন হো হো করে হেসে দুটো বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি দেখিয়ে বললেন আমাদের দেশে একটা কথা আছে 'বুড়োধারী' সেই ভূমিকা নিচ্ছ? উনিও হেসে ফেলে বললেন, দেখুন শয়তানের সঙ্গে কোলাকুলি করতে হলে সেয়ানা শয়তান না হলে কী করে চলবে। ওদিকের শয়তানের সঙ্গে কোলাকুলি করবার জন্যই তো পঁচিশ হাজার মাইলের পুরনো দাবি। কিন্তু সত্যি কথা বলি আমি এতোদিন জানতাম একটা জায়গায় আমার "দোস্ত" একটু সুবিধা পেয়েছেন, আপনি তো মাথা গুলিয়ে দিলেন ছাব্বিশটা বলে। একজন বললেন এটা তোমার নজরে আসেনি এই তোমার বিবি পুরনো কর্তা ভর্তা নিজের জায়গা মামাতো ভাইকে Long Lease যে দিয়েছে তার কারণটা বুঝতে পার না। একটু গম্ভীর হয়ে বললেন সূঈ সূঈ তাহলে পরশুই পাড়ি দিই। একজন বললেন আলবৎ। (এইবার হিসেব করে দেখ only for your information এদের জাহাজ Straits cross করে Inidian Ocean ঢোকার তারিখ 'পরশু') একটু ভুরু কুঁচকে বললেন তবে আমাদের তো দরকার হবে। একজন হেসে বললেন যেখানে এখন তোমার দোস্ত রয়েছেন গেঁড়ে বসে সেখানে হলে কী রকম হত। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন ধীরে ধীরে অর্ধেক আপন মনে বললেন তাই তো, তাই তো এদিকটা তো ভাবি নি। এখনো তো ওঁকে পংক্তিভুক্ত করিনি, হু...ম্। কিন্তু, কিন্তু আপনি রাগ করবেন না তো, একটা কথা বলবো, হিন্দু নাচনেওয়ালী বেশ্যার ছেলে সে যদি কান্নাকাটি করে। একজন উত্তর দিলেন তার জন্যে তো তোমার বাক্যশক্তির সাহায্যই কাজ করছে। তুমি তো physically এত বছরেও তাকে Back করার জন্য ঝাঁপাও নি,

material help যথেষ্ট বাকি এইটে কেন মনে কর না বাক্‌শক্তিই physically ঝাপিয়ে পড়ার একটা রূপ, মুচকি হেসে বললেন তা বটে তা বটে। তবে রাগ করবেন না যেন, যেখানকার কথা উঠলো ও লোকটা কিন্তু, আমি যতটা বুঝেছি Bombastic বুলি আওড়াতেই ওস্তাদ, আসলে ধুরন্ধর মতলবি এবং লোভী এবং আবার বলছি রাগ করবেন না—আপনাদের তিনি ভুল করেছেন এবং এ ভুলের জন্য পস্তাতে হবে। একজন হেসে ফেলে বললেন বাঃ বাঃ। কিন্তু এটাও তো ভুললে চলবে না তোমারই আশ্রিত বন্ধু শেষ সময়ে ওদিকে খুব ঘোরাঘুরি করেছে। গম্ভীর হয়ে বললেন আপনি আমাকে খেলো করছেন এটা কিন্তু আমার প্রতি অবিচার। এমন বন্ধু সাথী পাওয়া জন্মজন্মান্তরের সৌভাগ্য। তা না হলে আজ এমনধারা হোত না, আমি জানি কেন আমার বন্ধু কী উদ্দেশ্য নিয়ে সে সময়ে নিজের সওয়ারিতে এত ঘুরেছেন, সেখানে— ঐ লোকটা কোনো ক্রমেই যোগ্য নয়, একথা— হতে পারে না। একজন বললেন, ভেব না জমি তৈরি হচ্ছে। হেসে ফেলে বললেন ওটা আমি আগে থেকেই আন্দাজ করেছিলাম, অবশ্য কারণটা আমি জানিনে। প্রায় পনেরো / কুড়ি মিনিট দুজনেই চুপ। খানিক পরে একজন বললেন, আপনার কি মনে হয় আমাদের অবস্থার কথা—একজন শান্ত স্বরে জবাব দিলেন তা একটু চিন্তা হয় বৈকি বিশেষ করে একজনার জন্য। একজন অপরজনের মুখের দিকে চেয়ে বসে রইলেন, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে অস্ফুট স্বরে বললেন 'The heritage of all flesh'। আর একজন জবাব দিলেন ভগবান গণেশের সামনে গিয়ে একটু প্রার্থনা কর না কেন—ওদেশে বহু বহু জায়গায় ভগবান গণেশের মূর্তি আছে এখনও অনেক রকম আকৃতিতে অনেক রকম posture-এ, ভেঙে ফেলা হয় নি—মুচকি হেসে ফেললেন, স্বভাবের দোষে এদিক ওদিক তাকিয়ে হাঃ হাঃ হাঃ।

... ভয় ধরায় আপনার মৃত হয়ে থাকার ভয়ানক অবস্থা দেখে। একজন বলে চললেন, এখান থেকে বহুকালের ভীষণ ভয়ানক মরুর মধ্যদিয়ে নদীর ধার দিয়ে পাহাড়ের ধার দিয়ে যে Sharp Lane বিরাট বর্তুল ধনুকের মতন shape নিয়ে দিগন্তের চার লেন রাস্তার সঙ্গে মিশেছে এবং দুধারে নিশ্চিত প্রত্যেক জায়গায় যে জীবনধারণ উপযোগী যে বিরাট বিরাট ডিপো ও warehouse খাড়া করে দিয়েছ এ আমার কাছেও একটা বিরাট বিস্ময়। ওদিকে তোমাদের যানে বসে দেখলুম আম দো (Amdo) পর্যন্ত অত্যন্ত সুন্দর রেললাইন পাতা রয়েছে— বুঝতে পারলাম এ লাসা হয়ে আরও এগিয়ে শেষ হবে সেইখানে— তবে যেদিকটা হাজার হাজার বছর ধরে ভীষণ ছিল—সেদিকটা সম্বন্ধে আমার কিছু reservation রয়েছে। এছাড়াও যখন ভাবি ওদেশটা গোটা ইউরোপের অর্ধেকের চাইতেও বেশী তখন একটা অজানা স্তম্ভিত ভাবে আসে বই কি। এ কথাগুলো বলতে বলতে একজন উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারী করতে লাগলেন; অন্য জন্যও সঙ্গে সঙ্গে পায়চারী করতে লাগলেন— মৃদু স্বরে বললেন আচ্ছা তিনটে ছোড়া হয়েছে ওদেশ তো

পার হয়ে গেছে কিন্তু আমার মনে হয় কোনো কোনো অংশ প্রতিবেশীর আঙিনায় পড়েছে কিনা। একজন বললেন যতটা এ বিষয়ে আমি বুঝি অন্তত পক্ষে 1st stage আর 2nd stage-এর কিছু অংশ খসে পড়া উচিত। কিন্তু আমি তো ওদেশের খবরের কাগজে দেখিনি যেটা আমি পড়তুম। খানিকক্ষণ পরে চলতে চলতে উপর থেকে নীচে নেমে বাগানে— অত্যন্ত সুন্দর প্রাচীন শাহীর বাগান— পায়চারী করতে লাগলেন, হঠাৎ বলে উঠলেন এটা কীরকম ধারা হল? একজন বলে উঠলেন কোনটা? অন্যজন বললেন এই যে কথাটা আপনি বললেন ওখানে একটা সুবিধাজনক জায়গার কথা। একজন একটা সুন্দর বাওয়ারের (Bower) মতো জায়গায় একটা বেঞ্চিতে বসলেন, সঙ্গে তিনিও ঠিক সেই বেঞ্চিটির সামনের বেঞ্চিটিতে বসে একটু গড়িয়ে নিলেন। মুখ থেকে বেরুলো আঃ, তারপরেই বেরিয়ে এল মুখের দিকে তাকান। একজন জিজ্ঞেস করলেন একথাটা এই নিয়ে দুবার তোলা হল কেন? কী আপনি ভাবছেন? খানিকক্ষণ চুপ চাপ মাথা নাড়লেন তারপর বলতে লাগলেন মৃদুস্বরে যেন নিজের ভেতর থেকে একটা বিচারধারা। বলতে লাগলেন ঐ যে ওরা স্বতন্ত্র দেশ হল, ও দেশটা— এই শিশুটা জন্ম নিল তিক্ততম ঘৃণা, পাশবিক মানব যে নিজেই নিজের শত্রু, এমনি পরিবার এবং এই পরিবার দাঁড়িয়ে আছে মানুষের অমনুষ্যতার একটা নিদর্শন হয়ে। সবাই জানে শিশুমাত্রই ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে ৫/৬ বছর পর্যন্ত তার জীবনের সব চাইতে critical সময়। এই সময়টা পার হয়ে গেলে পর অভিজ্ঞ জনেরা নিশ্চিত আশা করেন যে ছেলেটা বাঁচবে। মানবশিশুর জন্য এই যে নিয়ম ঠিক সেই একই নিয়ম নবজাত শিশুরাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও। এই দেশটা এমন পরিবেশে ও পরিবারে যেভাবে জন্ম নিল এ পৃথিবীতে বোধহয় তার তুলনা নেই। ভাবি ১৯৪৭ সালে অধিক সংখ্যক মুসলমানরা পূবে আর পশ্চিমে একটা নতুন দেশ গড়ার জন্য লড়াই করতে তৈরী হল। মুসলমানদের স্বদেশ। যে বীভৎসতার মধ্য দিয়ে এটা হল তাও ভাবি। যাদের দুজনার দূরত্ব হল ১১০০/১২০০ মাইল—তাদের জোড়া হওয়ার ছুতো হল religion। দেখলুম আমি সেই religion এর বাধন হল ঢিলেঢালা। এও দেখলাম পূবের টকুরো প্রায় দুকোটির বেশী পশ্চিমের টুকরো থেকে। কিন্তু হাসি এল রাজধানী হল পশ্চিমে। শতকরা ৮০ ভাগ সরকারি কর্মচারি পশ্চিমের। সামরিক বাহিনীতে শতকরা ৯০ ভাগ পশ্চিমের। এই অসমতা, বিকটতা দেখে আমি ভাবতুম। রপ্তানির বেশীর ভাগটা হোত পূব থেকে আর তার আয়ের সিংহভাগ নিত পশ্চিম। বুঝেছিলাম তখনই যে এ টিকতে পারবে না। একমাত্র বন্ধনসূত্র Religion। আমার তখনই মনে হতো এ আঠা তত পোক্ত নয়। দু'দেশের কোনো মিল নেই। দুটো অংশই ভাষায় বল, সংস্কৃতিতে বল, পোশাকে, খাবার রীতি নীতি অভ্যাসে বল ঠিক উল্টো। দেখবেন কিছু মনে করবেন না যেন। পূবের মানুষের পোশাক পর্যন্ত অন্যরকম। আমি জানি পশ্চিমের টুকরো পূবের মেয়েদের উপহাস করে বলতো যে 'তোমরা প্যান্ট পড় আর তোমাদের পুরুষদের শাড়ি

পরিয়ে দাও।' যা ভেবেছিলাম তাই হল। যখন পশ্চিম চাইল পূবের উপর নিজেদের বুলি চাপিয়ে দিতে, পূবের মনে বিরক্তি ও ঝগড়াটে ভাব তুঙ্গে উঠলো। দেখলুম, কিছু মনে করবেন না আপনি, ওটা তো একসময় আপনাদেরই ছিল, আর ঐ দেশেরই তো আপনি। তিনি হেসে বললেন, তারপর। তারপর দেখলাম বিরাট সাইক্লোন ও হ্যারিকেন। লক্ষ লক্ষ লোক মারা গেল, লক্ষ লক্ষ বাড়ি নিশ্চিহ্ন করে দিল এই Natural Calamity। পশ্চিম ও জিনিসটাকে গুরুত্ব দিল না, ভাবটা ছিল মরুকগে ব্যাটা, ওতো মেয়েমানুষের জাত। উত্তরের খণ্ডে রোষাগ্নি ধিকি ধিকি করতে লাগল। দেখলাম। নিয়ম হল Politics must follow economy মুজিব চীৎকার করতে লাগল প্রথমে autonomyর জন্য সেই রোষাগ্নি প্রভাবিত নির্বাচনে বিপুল ভোটাধিক্যে জিতে। পশ্চিম দেখল Premier Mujib যা চাইছে তাতে তাদের সর্বনাশ হবে। পশ্চিম পাকিস্তান সৈন্য মোতায়েন শুরু করলো। আর দেখলুম যা হোল, যা হতে লাগলো তার একটা বিবরণ দিয়েছে James Anderson (?) যে সেই সময় ছিল এবং প্রায়ই ভারত এবং পাকিস্তানে ঘুরতো ফিরতো, সে ছিল আমি যতদূর জানি New York Times magazine-এ। সে লিখেছিল, 'আমি অনুমান করতে পারি না, যেসব সৈন্যদের আমি চিনতাম জানতাম, তারা কীভাবে পূর্ববঙ্গে ব্যবহার করেছে। যে জাতি ধর্মের ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ এবং একাত্ম ছিল তারা কীভাবে এত অবনমিত হতে পারলো, গড়পড়তা পাঞ্জাবী পশ্চিম পাকিস্তানীরা বাঙালীদের কেবল ঘৃণাই করতো না তারা তাদের হত্যা ও mutilate করতে চাইল। আমি জানি মুজিব ত্রিশ লক্ষ বাঙালীকে বিতাড়িত করেছিল তবুও! যদি সে সত্য হয় নয় মাসে তার দেশের অর্ধেক জনসংখ্যাকে সে হত্যা করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হিটলারের গ্যাস চেম্বারে চার-পাঁচ বছরে প্রায় সমসংখ্যক ইহুদি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। এক সময়ে পাকিস্তানে অবস্থানরত জনৈক মার্কিন কূটনীতিবিদ গত শতাব্দীর ষাটের দশকে পূব পাকিস্তানের বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিক্রমণ করে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে একটা যুদ্ধ আগামীতে লাগবে।'

একজন হেসে বললেন ওঃ এত খবর আপনি রেখেছেন, এতদিন। আশ্চর্য হলুম, ওঁর মুখের বিষণ্ণ হাসি দেখে, একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন অ্যাঃ। Practically no one took this diplomats warning seriously. তখনকার কোনো শ্রেণীরই কাউকে ছেড়ে দেওয়া হয়নি from the lowest to the highest। প্রথমেই ঐ আওয়ামি লীগ সমর্থকদের single out করে নিল, ছেলেদের— কলেজের স্কুলের একসঙ্গে দাঁড় করিয়ে গুলিবৃষ্টি করে মারা হল। অজান্তে একজনের মুখ থেকে বেরিয়ে পড়লো এঁ্যা। শুধু তাই নয়, killings became indiscriminate, helpless woman were abducted and raped। মা বাপের সামনে কন্যাদের এবং মায়েদের তাদের নিজ পুত্রদের সামনে। তিন রাত বাঙ্গালী মেয়েরা were kept & ravished. দু'লাখের বেশী were missing or

sent to the West। তারপর নজর পড়ল বিহারী মুসলিমদের ওপর, এরা প্রথম থেকেই পাকিস্তানের বন্ধু। এবার তাদেরও অবস্থা সঙ্গীন, এই ঘটনা একটা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। আমি জানি পশ্চিম সরকারি ভাবে হুকুম দিয়েছিল, যা কিছু দামী, মূল্যবান পাবে লুঠ করে আনবে। লড়াই বাধলো। আপনি হাজারো মাইল দূরে আপনার নিজস্ব যানে। মুক্তি বাহিনীর সঙ্গে লড়াই। এও জানি আপনি নিজের যানের ভিতর থেকে ওদেশের শিরা আর ধমনী নদনদীর ওপর দিয়ে পরিক্রমণ করে ফিরে গেলেন। এক কোটি পূর্ব বাংলার মানুষ ঢুকলো ভারতে। এও জানি এদের মধ্যে শতকরা ৯৫ ভাগ হিন্দু। চিন্তিত হলুম। India ঝাঁপিয়ে পড়লো, এরকম ঝাঁপিয়ে পড়া মূর্খতার অহংকারের দয়নীয় নমুনা। India ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে এবং ঝাঁপিয়ে পড়ার সময়ে এবং ঝাঁপিয়ে পড়ার পরে যখন মরণের যাত্রী মুজিব কোনো রকমে বেঁচে তার মালিকের বাড়ি হয়ে নিজের বাড়ি ফিরল, এ সময়ের পরের দুমাস সময়ের মধ্যে Indiaর যা করা উচিত ছিল তা করলো না এবং যা করা কূটনীতির সমস্ত নিয়মবহির্ভূত তাই করে বসলো। তখনই আমি জানি India shall get a rude shock and a left handed slap. West Pakistan আপনার লক্ষ্য পুরো করবার জন্য অসংখ্য অস্ত্রহীন civilian, educated people, সমাজের প্রত্যেক দিকের নেতা, প্রত্যেক communityর নেতা ডাক্তার, আইনজীবী, অধ্যাপক indiscriminately eliminate করতে জুড়লো। প্রতিহিংসার হিংসায়। কিন্তু এর ফলে Vengeance পৈশাচিক সংকল্প East খণ্ডে দৃঢ় হল। Indiscriminate vengeance were meted out to the Bengalees who favoured the Pakistan. প্রথম তাদের Target হল Rajakars একজন বললেন এ্যাঁ, এও জানেন। রাজাকাররা ছিল Pak-এর সঙ্গে, এরা ছিল শতকরা ২০ জন বাঙ্গালী, এবং এদের শতকরা ৭০ ভাগ ছিল criminal section-এর। একজন বললেন এটা আমি জানতুম না। হেসে বললেন অনুচ্চ স্বরে যেন নিজের সঙ্গে নিজেই কথা বলছেন। দূরের দিকে তাকিয়ে বলে যেতে লাগলেন আঠারো লাখ অবাঙালী রয়েছে এটা একটা বিপদসংকেত। বেশীর ভাগই পশ্চিমের সঙ্গে কার্যরত। প্রতিহিংসার আগুন যা পূব পশ্চিমের বিরুদ্ধে জ্বালালো তার শুধু একটাই নাম আছে barbarianism, আঃ। Destruction, Devastaion, Deprivation Deprivity হচ্ছে এই স্বাধীনতাকামী যোদ্ধাদের একমাত্র ভিত্তিস্তর এবং এর উপরই গড়ে উঠবে নবীন বাংলাদেশ, আরো ভয়ংকর এই সমস্যা সমাধানের এদের ক্ষমতা নেই। আপনি ও আমি দুজনাই জানি প্রথম দরকার হল order restore। ওদেশের গলিতে গলিতে ভারতের দেওয়া অস্ত্র দ্বারা সজ্জিত ভবঘুরেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। হেসে ফেলে বললেন মাওবাদী আলাউদ্দীন আর তোমাদের দক্ষিণপন্থীরা please donot misunderstand, মুজিববাহিনী। দরকার এই দু-দলেরই সমস্ত অস্ত্র উদ্ধার। তারপর আছে রিফিউজি ১৮ লক্ষ পালিয়েছে ভারতে। তারা ফিরবে, কিন্তু বাড়িতে ফিরে তারা বাড়ি পাবে না, পালিয়েছে বেশি হিন্দুরা, ফিরে এসে দেখবে

পাকিস্তানের সঙ্গে লড়াইয়ে মুসলমানরা কিন্তু যায়নি, তারা পালায়নি, পঁচাত্তর লক্ষ্য East Benglee তাদের ৯৫ শতাংশ shall have to face desease & starvation. I asked myself is there a future? যদি সবাই বলেন, যে বাংলাদেশের সবচাইতে বড় দরকার পৃথিবীর সমস্ত রকমের সহায়তা। জানুর ওপর হাত থপথপিয়ে বললেন, আমি বলবো এটা gross misstatement. Economic এবং technical help দরকার হয় Nation building এ, সত্য। কিন্তু প্রশ্নাতীতভাবে প্রথম দরকার লক্ষ লক্ষ ক্ষুধিতের মুখে ভাত। আমি দেখেছি বাংলাদেশের এটা পুরোপুরি না হলেও প্রায় পুরোপুরি অনতিক্রম্য বাধা। এদের দেমাক থেকে Nationalism-এর heady flux উড়ে যাবে এবং harsh facts of reality দাঁত বার করে সামনে দাঁড়াবে। মনে করে দেখুন সেদিনের কথা যেদিন University career ছেড়ে গাঁয়ে চলে গেলুম। মনে পড়ে গাঁয়ে গিয়ে কীভাবে আবার চারপাশের গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে আমার সমবয়স্ক যুবকদের কীভাবে কী করেছিলুম। মনে করি সেদিন যেদিন Imperial dyanasty-র জায়গায় সানইয়াৎসান তারপর চেংকাইশেক দুজনাই দুটো ঘরই এদেশের সর্বোচ্চ সম্মান মাথা পেতে নিয়েছিল, যোগ দিয়েছিল। যখন লড়াই হয়েছিল বিদেশীদের সঙ্গে, আস্তে উঠেছিল, আমি চৌ, সু চেন প্রমুখ আরো কত। বিতানের মর্মর আসনের উপর একটা চড় মেরে মুখটা কাছে নিয়ে, 'বলুন তো American educated, Americanised মেয়েটাকে বিয়ে করার কি দরকার ছিল?' আসলে এই পথেই সর্বনাশের বীজ রোপন হয়ে গেল। এতবড় অপমান কোন দেশেরই-বা হবে—নিজেরাই বা হাঁতটা ডান হাত দিয়ে কাটা। বিদেশী জেনারেল-এর পরামর্শে তিনি দেখলেন একটা দুঃস্বপ্ন exterminate করবার, কানে কানে বলে গেল কোনো শুভার্থী, আমরা রাতারাতি পালালাম, তারপর পাহাড়ের গুহায় গুহায় গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়লাম বাহিনী তৈরী করতে। বাংলাদেশ মুক্ত বাহিনী নয়, দিল্লীর সেক্রেটারিয়েটে গিয়ে বাংলা দেশের হোমরা-চোমরা সামরিক সেনাপতিদের কাছে কাঁদে 'অস্ত্র দাও আমরা লড়বো' যারা পটকা ছুড়তে ওস্তাদ, মুখোমুখি সামনে বীরের মতো লড়তে আঙুলে গোনা যায় কজন—রাতের অন্ধকারে চোরের মতো গিয়ে গুপ্ত হত্যা করতো। হ্যাঁ, জানি না, বোধহয় আপনি পড়েছেন একজন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ এই মত দিয়েছেন বাংলাদেশ বেঁচে থাকতে পারে তার অস্তিত্ব বজায় থাকতে পারে যদি দেশটা International Basket Case হয়। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক চ্যারিটি পায়। ভুল মস্ত ভুল। চিন্তা হল, চিন্তার আমার পরিবর্তন হল, মুজিব যখন তার স্বরূপ দেখাল। আমার কাছে টেপ আছে আমি শুনিয়ে দেব সদ্য জীবিত হয়ে London ও India হয়ে ফিরে এসে বললেন, এদেশ যে স্বাধীন হল, এটাই প্রমাণিত করছে নেতাজী বর্তমান। আর সেই লোকটাই JN এর মেয়ের সঙ্গে মেলামেশার পর আর ঐ শব্দ একবারও ব্যবহার করেনি। বুঝলাম এ একটা Pariah Dog চিন্তা হল এ কে এবং কী!

ভাবলাম logically answer একটা আছে। হতে পারে other half of Bengal এর সঙ্গে মিশে যায়—যার সঙ্গে ও traditionally bound ছিল 1947-এর আগে। যদিও দুটো বাংলায় হিন্দু আর মুসলমান আজ আর একত্রিত নয়, তথাপি বাংলার আসল economy সারা ভারতে বাংলার অবস্থান, কলকাতা বন্দর, পশ্চিমবঙ্গের শিল্প এই তিনের সঙ্গে পূর্ব বাংলার কৃষি— এই চারের যোগফলে সারা ভারতের 65% wealth produce করতো। কিন্তু দুই বাংলা এক হতে পারে কি? না। আশা ছিল, ওর ঐ কথা শুনে আর আশা রইল না। তাহলে আমি প্রথম solution নাকচ করে দিলাম। মনে পড়লো মুজিবকে প্রথম arrest করে নেবার কিছু দিন আগের কথা, সে কখনো ভাবতে পারেনি সে arrested হবে। যখন সে দেখল election-এ আমি জিতেছি। সে ভেবেছিল সমগ্র পাকিস্তানের আমি হব PM.। তখন একজন American বলেছিল, We remember too well that tyranmy executed over us when Bengal was united, it is the damnable Hindus who held up like sharks. How could you imagine that I shall allow my people to be pocketted—we shall never, never go back to these Benglee Hindus তাহলে my dearest dearest one write off my solution number one. কারণ প্রথমত কোনো Nation স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে জাতীয় সীমানা ছাড়তে পারে না।

তুঙ্গভদ্রা ও মহাকালের দীর্ঘতম কথোপকথনের সমাপ্তি চারণের পক্ষে এই অবসরে শেষ করা সম্ভব হল না। শারদীয় অবকাশ নয়— এই ডেসপ্যাচ লিখতে কেটে গেল তিনটি মাস, চারণ যেখানে বসে লিখছে শৈত্যপ্রবাহে তার লেখনি যাচ্ছে থমকে এবারের ডেসপ্যাচ অসম্পূর্ণ রেখেই ক্যুরিয়ারের ব্যাগে পৌঁছে দিল।

জয়শ্রী, পৌষ, ১৪১৬ (২০১০)

'...সত্যের 'পরে মন আজি করিব সমর্পণ'

সমুদ্রসম দুই বিশাল হৃদয়। তার পরিমাপ করা চারণের অসাধ্য। একজনের বাহ্যিক প্রতি মুহূর্তের অবস্থান তার জ্ঞাত, একই সঙ্গে রয়েছে অন্তরের অব্যক্ত অনুভব, আর অন্যজন মহাসুমদ্র— তাঁর কাছে যাবার সুযোগ যখন এলো তখন অন্যজন ভিন্ন লোকে। যদিও স্থূল ও সূক্ষ্মের অবস্থানের দোটানায় সাধারণ মানবিক বোধ আপ্লুত। চারণ তার কিছু আজ ব্যক্ত করার চেষ্টা করবে। এতো দীর্ঘকাল লীডার-এর 'লী' (Lee) ভিন্নলোকে এবং তারও পরে দীর্ঘ পঁচিশ বছর প্রায় 'লী'র লীডার অন্তরালবাসী তবু যারা তাঁর অনুগমন

করছেন তাদের মধ্যে আজও গৌষ্ঠীতন্ত্র বোধ সজাগ— এই বোধ অতীতের পূর্বাশ্রম কালে যেমন ছিল, সন্ন্যাসাশ্রমেও যেমন ছিল আজও তার রেশ কাটে নি। কিসে এই বোধের অবলুপ্তি ঘটবে— ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আগত অনুগমনেচ্ছু মানুষ কবে সেই গোষ্ঠী বোধ থেকে মুক্ত হবে এই কথাটাই চারণকে ভাবিয়ে তুলছে। আগামী ঝড়ে এসব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মানসিক বাঁধ কি রাখা সম্ভব হবে— মহাকাল কি তা রাখার সুযোগ দেবেন?

সাম্প্রতিক কিছু তত্ত্ব তল্লাশ চারণকে পূর্বকথন পুনরুত্থাপনে বাধ্য করছে। কী ঘটেছিল ৭ জানুয়ারি ১৯৬৩ সালে ভারতের ইতিহাসের দুই অনন্য বিপ্লবীর পুনর্মিলনে। লাল পেন্সিলে বিপ্লবী দেশনেত্রীর দিনলিপির পৃষ্ঠাটি চিহ্নিত হয়ে আছে VI (very important) সংজ্ঞায়। কিন্তু কেন, কী সে বিশেষ ঘটনা? লিখছেন, 'আজ দুপুরে এক অত্যাশ্চার্য সত্য উদ্‌ঘাটিত হল। অভাবনীয় তার সম্ভাবনা, অচিন্ত্যনীয় তার আনুষঙ্গিক সবকিছুই। আমার অনুভূতিকে বিশ্লেষণ করতে বা ভাষা দিতে চেষ্টা করবো না। কেবল বলবো, 'হে অঘটন ঘটন পটিয়সী দেবতা' আবার দেখলাম, অকস্মাৎ কোথায় কি ঘটে—

'চির অসম্ভব আসে চির সম্ভবের বেশে।'

যাদের বললাম তাদের নানা বিচিত্র প্রতিক্রিয়া।

তারপর এক অদ্ভুত আন্তরিকতা ও প্রেরণা থেকে ৮/১০ দিনের মধ্যে সারা দিন রাত একাগ্র সাধনায় যা অসম্ভব মনে হয়েছিল তাই সম্ভব করা হল। (১১ জানুয়ারি থেকে ১৬ জানুয়ারি তাঁর সন্তান গেছে Emergency Commission-এ পরীক্ষা দিতে এলাহাবাদে। সেখান থেকে ব্যর্থ হয়ে বিষণ্ণ চিত্তে সে ফিরে এল। দেশনেত্রী তাকে জানালেন হারাবার কিছু নেই। জানালেন অভূতপূর্ব প্রাপ্তির সংবাদ আর আসমুদ্র হিমাচল কর্ম যজ্ঞের সম্ভাবনা)

এরপর দেশনেত্রীর দিনলিপিতে উল্লেখ ২১শে মার্চ - ৩১শে মার্চ '৬৩ On Mission Work— এরপর যাত্রা ও গন্তব্যস্থানের দৈনন্দিন বিবরণ তিনটি টুকরো কাগজে লিপিবদ্ধ হয়েছে— ২২/৩/৬৩ ৭-১৫ (সন্ধ্যা) arrival— Lucknow Station overnight in hotel near station.

২৩/৩/৬৩

3 AM departure— arrived destination at 12-30 noon on 23/3/63, and was lodged in Dharamsala wherein medium & his friend stayed, cooked and ate by 2 PM. & went out to see the area in the evening & discovered that neither the Leader nor his doorkeeper are here. Was greatly depressed & felt halted, decided to leave the place next morning.

24/3/63

In the morning decided I would stay on till I get a chance of meeting him. Asked Samar (Samar Guha) to go back, he will go on 25.3.63. Anil

(Anil Das of INA) would go on 26.3.63 as he had purchased a ticket. to go. Everything changed after this decision. Panda (Anil) came and said that Mataji has returned, the previous plan changed totally. Three of them went & tried to ingratiate themselves with Mataji, specially Saila (Mrs Saila Sen). I went there but impersonations were not much effective, my inner pride could not be concealed, felt deep humiliation & was mortified which showed itself, so I left sister & came back as I felt I was completely useless at this stage. I came back & cooked the meal. Meanwhile the entire place went on filling & filling with people of my motherland, poor & simple, devoid of any worldly comfort nor did they appear to show that they were missing anything. Without food without clothes, without the elementary necessities of this human existence, they flocked during the day & whole night they kept coming. My inner being was stirred till I could hold myself no longer.

25/3/63

On the morning sister went & met Paramanand and & got very very useful information from him, in such details that I was almost sure he has got the news of our presence.

"সারা দিনরাত এই মহাসমুদ্রের মধ্যে অবগাহন করে বলছি সমস্ত অন্তঃকরণ ভরে 'ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা'। ও আমার দেশ এই মাটি, মানুষ আমার দেবতা সব কিছু আজ তীব্রভাবে আমাকে স্পর্শ করে নম্র করেছে ফিরে এসেছে সেই তরুণী মেয়েটি যে একদিন নিজেকে দেবার বেদনায় অধীর হয়ে সব পসরা নিয়ে ঘুরে বেরিয়েছে— 'আমাকে কে নিবিরে, দিতে চাই যে আপনারে'— কি অপূর্ব যোগাযোগ। সে দেবার আহ্বান এল ৩৮ বছর আগে তারপর থেকে চলেছি জীবনের তরী বেয়ে— কোন্ সে ঘাটে শেষ পারানি ঠেকাবে জানি না। ওগো বিচিত্ররূপিণী 'তোমার হাতে' দিয়েছি জীবনের পসরা তুলে। আবার এই বিচিত্র অভিযানে তাই চলেছি— চল নিয়ে চল যেখানে তোমার খুশী, যেভাবে তোমার খুশী, যেভাবে শেষ করতে চাও।" (এর কিছু কিছু অংশ ইতোপূর্বে চারণের ডেসপ্যাচে ব্যক্ত, সম্ভবত অনেকটাই 'জয়শ্রী', পৌষ ১৩৯৩ 'আমায়, সকল রকমে কাঙ্গাল করেছে গর্ব করিতে চুর' শিরোনামায়।)

কিন্তু আজ চারণের কী হয়েছে— সে তার সঞ্চয়ের সবটাই উজার করে দিতে চায়। কোনো বাধা আর মানছে না—

২৬/৩/৬৩

সকালে রেণু (ওরফে অনিল দাস) চলে গেল। বড় ভাল লেগেছিল ছেলেটিকে। এতদিন সঙ্গে রয়েছে কিন্তু কখনো এত নিকটে আসেনি। এত সহজ সরল dignified, efficient. খুবই rare। বলে গেল যাবার সময় আমি unlucky সবই হয়তো করি কিন্তু ঠিক যে সময় ফল পাওয়া যায় তখন আমার কিছু পাওয়া হয় না। আমি চলে গেলেই সব ঠিক হবে, মনটা ব্যথিত হল। তারপর দুপুর ১টার দিকে হঠাৎ পরমানন্দ এলেন, লোকটাকে ভাল লাগল, যদিও rational urban mind তাকে অসাধারণ স্বীকার করতে চাইল না। তার হাতে একটা চিঠি শৈল দিয়ে এসেছিল সকালে। তিনি আমাকে দেখতে এলেন, মনে হোল verify করার জন্য 'L' কিভাবে তার বক্তব্য গ্রহণ করলেন তার বিস্তৃত বিবরণ শোনা গেল। যাহোক তিনি শেষে বলে গেলেন তাঁরই মুখের কথা বলছি যে, 'যখন প্রকট হব তখন তোমার সঙ্গেই তো প্রথম দেখা করবো' শুনলাম। কিন্তু মন খুশী হল না, এতো ব্যক্তিগত কিছু নয়— কি করবো আমরা? বিকেল ৫টা/৫.৩০টায় ললিতা দেবী, বেদব্যাস ব্রহ্মকুণ্ড, গোমতীমুখ, চৈতন্যদেবের স্থান দেখলাম সব। চমৎকার লাগল— এখানকার environment ও আবহাওয়া যেন ক্রমশই grip করছে। একি মোহ ও মস্তিষ্কবিহীন মুগ্ধতা না এর ভেতর শাশ্বত কিছু আছে যা আমার জন্মজন্মান্তরের অন্তরাত্মায় ঢেউ তুলেছে। আশ্চর্য কি করে এমন হয়।

২৭/৩/৬৩

ভোরে অন্ধকার থাকতে স্নান করে ৭টায় রওয়ানা হলাম তর্পণের জন্য। চক্রতীর্থে গিয়ে তিনজনে তর্পণ করলাম— অভিলাষ জিজ্ঞাসা করলো, বললাম মনসা কামনা, তারপর তর্পণ হল, চরাচরে আত্মীয় অনাত্মীয় বন্ধু ও সব স্থাবর, জঙ্গম সর্ব চরাচরে যে কেউ আমার হাতের তর্পণের অভিলাষী— কে তারা দেবতা? ভাবছি আর ভাবছি কে এমন ধারণা করলেন কোন্ দিব্যচক্ষুতে। ৩টায় শৈল সমর যাবে মালকিনের ওখানে রামায়ণ পাঠে। তারপর মাতাজীর নিকট। ওরা মাতাজীর জন্য দুটো শাড়ি, ব্লাউজের ও সেমিজের কাপড় কিনে আনলো। পেয়ারীর জন্য শার্টের কাপড়। ধুতিও।

২৮/৩/৬৩

যাব ভেবেছিলাম যাওয়া হল না, সঙ্গীরা বিচিত্র দোলায় দুলছে। আমার মন আশ্চর্য নির্বিকার, নিষ্ক্রিয়, অথচ অন্যদের নানা বিশ্লেষণ, নানা মনোভাবের, নানা প্রতিক্রিয়ায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও মনটা এক নিষ্ক্রিয় আচ্ছন্নতায় আবিষ্ট। এ অবস্থা অস্বাস্থ্যকর তবু থাকতে হল নানা দিক ভেবে। ২৮শে একটি চিঠি দিলাম নানা অনুরোধে পড়ে, তাতে লেখা ছিল ৩০শে যাব আর থাকবার কোনো কারণ না থাকলে এবং সঙ্গের বই দুটো Mosley's Last days of British Raj ও Dr Mazumder-এর History of Freedom Struggle 1st Vol দিয়ে এলাম।

২৯/৩/৬৩

বিকেলের দিকে এল শ্রীকান্ত ও জগদম্বা (মাতাজী-সরস্বতী দেবী শুক্লা)। একটু অবাক হলাম— নেই একটি কথাবার্তা। তারপর Cup saucer এক set...। যেতে বলে গেল যাবার আগে ওখানে।

৩০/৩/৬৩

ওখান হয়ে কিছু বসে station-এ এলাম।

৩১শে মার্চ কলকাতায় পৌছলাম। স্টেশনে মুকুল ও Lee পুত্র উপস্থিত। ছেলেটাকে দেখলে মনটা আনন্দ ও প্রসন্নতায় ভরে যায়। দেবতা তোমার প্রসাদ কতভাবে কত দিকে পেলাম জীবনে। এরপর ৩১.৩.১৯৬৩ লেখা একটি পত্র আসে—typed, স্বাক্ষর হিন্দিতে।

Sri Kanta Sharma 'Kanh'

Kanh Kuteer
Biswan, (Sitapur)
Dt. 31.3.1963

Respected Sri Leela Roy

I am anxious to hear from you that you have reached your destination after completing your journey with pleasure, happiness & without any difficulty in the way.

I shall ever pray Sri Bhagwan for your welfare.

My best wishes to all.

With regards.

Yours sincerely

(হিন্দিতে স্বাক্ষর)

উত্তর যায় ৬.৪.৬৩

312, Ganguli Bagan
Naktala, Cal 47
6.4.63

Dear Sharmaji,

Thank you for your letter of 31.3.63. Kindly enquiring about our happy arrival at the destination. The letter reached me in the noon of 5.4.63. We reached Calcutta in the late evening of 31.3.63. There was great rush as was expected; otherwise we had no difficulty enroute.

Yes, we also earnestly pray that time might be cause for great joy & relief for us all for our dear mother country in the near future, in hope of that we live, work & strive.

May the almighty keep you all in peace & health.

With best regards to all.

Yours sincerely

Leela Roy

Please note my
P.O. is not Cal 40
but Cal 47 LR

এই কাঁনহা সাম্প্রতিক তদন্ত কমিশনের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন। সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। আজ আর তিনি ইহলোকে নেই।

মার্চ মাসের এই অভিযানের পর চিঠিপত্র তারবার্তার আদান প্রদান শুরু হল। চারণের ভ্রাম্যমাণ জীবনে সে সব গুছিয়ে সময়ের ক্রম অনুযায়ী সাজানো সম্ভব নয়। আপাতত একটি চিঠির উল্লেখ করতে চায়—

'কিছুকাল আগে পর পর তিনজন এসেছিলেন।

কেমন করে জানিনে। তাঁদের মধ্যে এমনও ছিলেন যাঁকে দেশবন্ধু নিজেই তাঁর drawing room-এ introduce ও present করেছিলেন। 'মৃতের কাছে' (বিলেত থেকে ICS হয়ে ফেরার পর)। তিনজনই 'শেষ' সময় পর্যন্ত জানেন— constantly... তাঁরা বললেন, "... আপনি এই রকম ভাবে এবং এই রকম অবস্থাতে UP তে আছেন, তাই এখনো বেঁচে আছেন শৌলমারী সত্ত্বেও। যদি বাংলা দেশে থাকতেন, তাহলে বাঁচিয়ে চলা ১০০% অসম্ভব হত। আপনি সাতটি প্রাচীরে ঘেরার (সাত দেয়ালে ঘিরে) মধ্যে বসে থাকলেও, লুকিয়ে যাবেন না। আপনার কথা বলা একটুও বদলায় নি। যারা আপনাকে জানে না অথবা দু-চারবার দেখেছে, শুনেছে, তারা কী-ইবা জানবে, আর কী-ইবা বুঝবে? কিন্তু জীবনভর যাঁরা আপনার সঙ্গ পেয়েছে— তারা ভুল করতেই পারে না। যখন চোখ বুজে আপনার কথা শুনছিলাম— মনে ভেসে উঠছিল অমুক, অমুক, অমুক... জায়গায়— সময়ের কথা এবং দৃশ্য। আপনার বাংলা বুলি কথা বলার ঢঙ্ অবিকল— হুবহু আগের মতোই আছে। সেই একটু তুতলে— একটুখানি টেনে টেনে বলা— সেই-ই শব্দগুলো যা... করতো এবং করে আছে, তা সব ঠিক তেমনই রয়ে গেছে।... বাংলায় হলে, আপনি সাত দেওয়ালের ভেতরে থাকলেও দেওয়াল ভেঙ্গে যেত— আর বাংলার মেয়েরা তো শুধু হাত দিয়েই দেওয়াল ছিঁড়ে ফেলতো। বাংলার মেয়েরা মরেনি। বাংলার ছেলেরা প্রায় মরেই গেছে।... মেয়েরা জাগলেই ছেলেদের জাগতেই হবে...।" আমার ভয়ে আতংকে

নিঃশ্বাস বন্ধ। ভয়ে-ভয়ে স্বর দাবিয়ে, জিজ্ঞাসা করলুম 'একটুও কি বদলায় নি?। সত্যিই কি তেমনি ধারা, ছাগল ভেড়ার মতোই আওয়াজ— এখনোও আছে— এতো দীর্ঘ— অতি দীর্ঘ সময় অবসানেও...?।। হাপুস হয়ে কাঁদতে লাগলেন। মন্দিরের চৌকাঠের ওপর মাথা রেখে এমন করে আছড়ে কাঁদতে লাগলেন, যে— বাইরে থেকে মা ছুটে এসে, ব্যাপার দেখে বিচলিত হলেন। মা-ই ওঠালেন। মা যাবার পর বলতে লাগলেন, 'একটুও বদলায় নি, শুধু একটি জিনিস এসেছে : এত দীর্ঘকাল বাইরে বিদেশে— অনেক রকমের লোকেদের মধ্যে একলা থাকার ফলে (এবং বোধ হয়— এই সন্ন্যাস এবং যোগসাধনের ফল যুক্ত হয়ে) এখন আপনার কথাগুলোতে একটি 'NOSTALGIC' রেশ মতন ছেয়ে থাকে। য্যানো, একটুখানি সুষমা মাখানো। মৃদুলতা-মুলায়েম— Mellowed সুর ছুঁয়েছে। That betokens— the years you have gone through" যদি এটি না থাকতো, তাহলে আশ্চর্যের কথা হত..." আর আজ আপনিও সেই কথাই বলছেন— The style is the man himself— Le stylest L' homme meme' এই French dictum সত্য। সুতরাং বদলানো বিশেষ দরকার। No chance, no risk, no failure. আচ্ছা দয়া করে এক্ষুনি একটি কাজ করে আপনার এই মৃতের সহায়তা করুন : আমার কথাবার্তা বলার লেখাপড়া করার বোলচালের যে অভ্যাস তার Diametrically opposite ভাবের এবং ভাষার এবং ধারার অনেকগুলো Passages— long, long passages লিখে (এবং টিপ্পনীসহ বুঝিয়ে) পাঠিয়ে দিন। ঐ গুলোর মতন করেই আমি বলবো— লিখব ভাববো।

সেদিনের এই চিঠির পর কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, জানা নেই, তবে Leader এর 'লী'র দৃঢ় ধারণা ও প্রত্যয় ব্যক্তির সত্যতায়। তাই জীবন পণ করে সেদিন তিনি আত্মসমর্পণ করেছিলেন, সর্বস্ব ত্যাগ করে মহাসাধক, ক্ষত্রিয়কুল-শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী ভারত পথিককে গ্রহণ করেছিলেন সৎগুরুদেব রূপে। জগতের কোনো শক্তি নেই এই অপূর্ব পুনর্মিলনের ইতিহাসকে অবলুপ্ত করে। দেশবাসী কি আজও সংবাদপত্র, বৈদ্যুতিন মাধ্যম, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের অবিমৃষ্যকারীতায় ভুলে থাকবেন, তারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আজও এক ব্যাপক ঝড় তুলতে অগ্রসর হবেন না? চারণ দিকে দিকে সেই বার্তাই পৌঁছে দিতে চায়।

জয়শ্রী, মাঘ ১৪১৬ (ফেব্রুয়ারি ২০১০)

এক করুণ রাগিণী সমস্ত অন্তরকে মথিত করে তুলছে। কবির গানের এক একটি কলি সমস্ত হৃদয়কে নিঙরে দেয়, কী গভীর সে আকুতি, যে গান চারণ গাইতে পারে না, সে গান মহাকাল তাঁর অপূর্ব মোলায়েম সাধন কণ্ঠে কোন্ সে রাজ্যে ক্ষণে ক্ষণে নিয়ে যান তা চারণ ব্যক্ত করতে পারে না। ভাষায় সে কণ্ঠস্বর সে মাধুর্য তার মূর্চ্ছনা ব্যক্ত করা অসম্ভব। স্বর্গীয় কোনো সুর কোনো মূর্চ্ছনা যদি থেকে থাকে এ-যেন তাই। প্রতি বছর নিয়ম করে চারণ ও তার সহযোদ্ধাদের কাছে এসে পৌছায় হোলির 'আবির'। যে রঙ, মনকে চির বসন্তের রঙ্গে বার বার রাঙ্গিয়ে দিয়ে যায়।

মহাকাল তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকারে সামান্য কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের তালিকা দিয়েছিলেন, তার মধ্যে ছিল— রেকর্ডের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা—

১. বৃন্দাবন চন্দ্র নন্দ দুলাল

২. ঝুলনে দুলিবে আজি সুন্দর গিরিধারি

৩. প্রলয় নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে হে নটরাজ

৪. নেচেছ প্রলয় নাচন হে নটরাজ

বাংলার এই সন্তান তাঁর ভবঘুরে জীবনে, পাহাড় পর্বত নদীনালা, সাগর মহাসাগর দেশ দেশান্তর অতিক্রম করে গুহা থেকে গুহায় সাধনায় লিপ্ত থেকে কখনো ভুলতে পারেন নি তাঁর বাংলার কীর্তন, ভজন, বাউলের গান। মহাকাল যে ডেরায় রয়েছেন, সেখানে নিত্য দর্শনার্থী তাঁরই বাল্য সহপাঠী— সন্ন্যাসী। কমলাকান্তের পুর্বেকার প্রকাশিত ডেসপ্যাচে সব কথা উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি— যা আজ অতর্কিতে চারণের হাতে এসে পড়েছে— কথাকটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ—

...'আমাকে অবলম্বন করে (তোমাদের) একটি unit গড়ে উঠবার উপায় কোথায়? (স্বামীজীকে এসব মার প্যাঁচ বুঝিয়েছ কি? শেষে ভিড়মি খেয়ে অজ্ঞান না হয়ে পড়েন)।

আমি নেই কমলা! চাইও না থাকতে। কারণ-দরকার ঈপ্সা, স্পৃহা—আমার মধ্যে থেকে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে।

যা আমরা করছি, তা নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে। (শুধু এইটুকুই আমার ঠিক আছে) খণ্ডিতা জননী জন্মভূমি পূর্ণা হবেন। Godless, Greedy Creed (of Communism) খতম হবে। Already I have splitted in two, And the worse devilish one has been split in three. (হয়তো বাহিরের কেউ এখনও জানেন না) আমার মতন পরম হিতাকাঙ্ক্ষী রক্ষক beloved মাতুল and strategical adviser তাদের আর কেউ নেই...

পাঁচ ছটা Revolts & fighting and uprisings হয়ে গেছে। কিন্তু স্বপ্নেও কেউ সন্দেহ করতে পারে নি— strategical Adviser মাতুলই (a) বারবার Revolt করাচ্ছেন, (b) General Death and (c) General Shiva—অনেক মানচিত্র বদলে যাবে। ব্যস্! The Ghost of the Dead-এর সাধনা শেষ হবে।

"যখন পূজার হোমানলে উঠবে জ্বলে একে একে তারা
আকাশ পানে ছুটবে বাঁধন হারা
অস্তরবির ছবির সাথে মিলবে আয়োজন—
আমার ব্যথার পূজা হবে সমাপন।।'

বিজ্ঞ সমঝদার হয়েও তুমি ভুল করছো (বলছো) কমলা! আমাকে অবলম্বন করে unit গড়ে উঠছে? একি সম্ভব? আমি কোথায়? আমি ত নেই-ই। আমার কেন্দ্রও নেই, স্থিতিও নেই; কিছুই নেই... আমি স্বহা হয়ে গেছি। আমার অস্তিত্বই নেই। আমি কোথায়? Frankly, categorically, on Paper "The Ghost of the Dead" এপারে নেই... ওপারে; সুতরাং কেউ (বা আমি) যদি বলে যে আমি এ পারে নেই তবে 100% officially correct হবে। ওপারের দুপক্ষই (সাধারণতঃ) জানছে, "আমি অন্য পক্ষের শিবিরে"... Ghost of dead এর 'floating in and/or floating out" 100% off the records, off the tape, off the track, এপারেও যদি কেউ একথা বলবার সাহস করে যে The Ghost of the dead is on the otherside; "তবে those shall be his (or her) last words.

এছাড়াও, আমার যাওয়া আসা থাকার কোনই ঠিক নিশ্চয়তা নেই (থাকতেই পারে না— Lifeটাই এমনি) আমি (হয়ত— সম্ভব হলে) একবার, দুবার, তিনবার যাওয়া আসা করতে (সুযোগ পেতে) পারি। অথবা, গিয়ে ফিরে আসতেই পারলুম না, এরূপ পরিস্থিতিও হতে (খুবই) পারে।...

চারণ ভাবে, বর্তমান অবস্থাটা কি সেরকম?

Yes, your officer fighter-in-arms are in possession of hundreds of hundreds caves, small medium & vast, very very vast furflung ground caves. Many of them bear clear evidence of having been inhabited by our civilised forefathers. Thousand of years ago. Yours fellow officers & fighters (all Indians) in-arms, are in absolute position. There are caves wherein battalions could rest and inhabit.

বিস্ময়কর ও রোমাঞ্চকর একটি দুর্গম আবাসস্থল, যে আবাসস্থল থেকে একদিন মহাকাল তাঁর মহাশক্তি-সৈনিকদের নিয়ে নিজভূমে অবতরণ বা আগমন করবেন।

'...সত্যের 'পরে মন করিব সমর্পণ' শীর্ষক বিগত ডেসপ্যাচে মহাকালের একটি চিঠির

উল্লেখ ছিল। সে চিঠি অসমাপ্ত রেখেই ডেসপ্যাচ পাঠিয়ে দিয়েছিলাম— এবার চেষ্টা করছি বাকিটুকু এখানে উদ্ধার করতে ...শৌলমারী— পুরাতন (আপনি কিন্তু পুরাতন নন) আপনি "চিরন্তনী"। এ যদি না হন, তবে আমি মরেছি। সনাতন ভালোবাসা-বাসি যাঁদের সঙ্গে ছিল— তাঁরা ছাড়াও অর্বাচীনদের মধ্যেও those who possess even the bare essential rudiments, should have no difficulty in getting at the real truth and, know-and-understand the 'ways', 'what' & 'wherefors'.

এত সব ব্যাপার দরকার হয় কি? (কথা শুনে আমার জিভে জল পড়ছে। আ-হা-হা আমাকে যদি কেউ অতটাকা দেয় তবে, রোজ দেবতারও দুর্লভ-চব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় "একজনকে দিয়ে তৈরী করিয়ে, খেয়ে খেয়ে য়্যা-মোটকা পোড়ে যেতুম; আর রোজ রোজ য়্যা-বুড়িয়া হাওয়া গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়াতুম। হায়রে, ভাগ্য!! যার ঘন তার ঘন নয়, নেপোয় মারে দই।) কমলাকান্তের দপ্তর। বিশেষ কিছু উপায় হবে কি? বাড়ির লোকেই যদি মেনে নিয়ে— আপন করে নেয়, তবে গভর্ণমেন্টও নেবে। অপর পক্ষে উনি এবং বাড়ির লোকেরাও কি এই-এই চাচ্ছেন যে Govt মেনে নিক। তবে সবাই মেনে নেব। আর মোহনভোগ খাব?! নতুবা বাড়ির প্রবীণেরা মানবেন না? Govt মেনে নিল— তারপর?!!! অনেক প্রশ্ন, গতি হবে কি? সম্রাট লুই-এর ছোট বউয়ের গতি হবে কী? সুবোধ ছেলে হয়ে বাড়িতে বসে খাওয়া-শোওয়া! নিজের জন্য একটা মিনিস্টারী?! এবং সঙ্গী সাথী কয়েক জনের জন্য দুচারটে চেয়ার-কুর্সি? অথবা কোনো পার্টি করে লিড়রী? তাতে বাংলার কিছু প্রাপ্তি হবে কি? কিছুই নয়। 'তিনি' বলে মেনে নেয় তবুও, নিশ্চয়ই জানুন বাংলার ভাগ্যে শিকে ছিড়বে না। বাড়ি দেশ ছেড়ে মানুষ যায়, খবর পাওয়া যায় না— দীর্ঘকাল, সরকার এবং অন্য সবাই মেনে নেয় সে মরে গেছে। তারপর হঠাৎ কোনো সূত্রে খবর পাওয়া যায়; নিরুদ্দেশ ফিরে আসে (৭০ বছর পরেও ফিরে এসেছে, এমন ঘটনাও আছে ১৪ বছর বয়সে প্রবাসে গেছে, কোনো খবর নেই ৬২ বছর পর ফিরে এসেছেন, মা-বাপ ইত্যাদি মারা গেছেন, যাবার আগে যে sweet heart ছিল তাঁর খোঁজ করে— আট বছর পর খবর পেলেন সে বেঁচে আছে— বিয়ে করেনি— SPINSTER জীবন— নাম বদলে স্কটল্যান্ডে, দেখা হল, বিয়ে হল) ঘরের বাইরের সবাই আনন্দ করেন : ঘরের মানুষ ঘরে এলো। কিছু সময় আনন্দ কোলাহলে যায়; শান্ত হয়, এরকম তো পৃথিবীতে হাজারে হাজারে ঘটে। এরকম 'ঘটানো' হচ্ছে না, নিশ্চয় কোনো কারণে।

Even-if and when the people and the Govt are 'made-to-think' that, the stage is now prepared and it was quite time to play up (the Family comes in readily); what then?! The loaded dice shall remain in their hands; hovering cogs 'might' get some crumbs. (remember— 'might')

But honey! Take particular note of the opening phrase, "Even— if and when" (yes)

But, I think, Oh dear darling fairy head! You are being a 'Killjoy' why? Ain't it be the greatest 'Circusjoy' with 'the Luscious things' thrown in?!... You sure are an impossible creature he is surely not dying to sniff your "rosogolla self". In, with all that he has, is he?! Or do you (shall you) like it to be so?! Ha, there! Do not screw up your funny nose petals. Huh, Oh by the way— have you 'butter face' ever heard the name of a certain 'Netaji'— Named— 'KIM'? "KIM—IL—SONG" to be precise?! You have? you haven't? —Blast you— then? Hundreds-of-thousands "died". Hun-of-thou 'Flld' their country, of the remaining : Half Banwagoned Half Acquiesced... oh dear! How I envy his lot!!! বলুন, 'হু! কুজোর-ও আবার চিৎ হয়ে শোবার শখ।'

(Oh; really!! how I have come to hate this word 'Netaji') Just abhor it! থাক্ এ কথা!

'KIM-IL-SUNG' এর আসল নাম KIM-SUNG-CHI আসল KIM-IL-SUNG was (or is) a very very great romantic figure. He became a real legend. During Korean independence struggle : He was a legend : He was 'the one venerated— and loved' by the Koreans. He just disappeared : Korea came under Communism : ...KIM SUNG CHI meant little to the Koreans as Chairman of N. Korea : Communist Masters saw that clamorous & menacing name holder is needed : And! Lo and behold! The KIM-IL-SUNG appeared!!! C-IN-C and Prime Minister : got a very beautiful wife in the bargain too! Under the regimentation of communism. The younger generation soon forgot that "KIM-IL-SUNG" is not (was not) the real KIM-IL-SUNG. Those of the vast number of 'Fools' who at once knew and told (the people) about the fake and refused to be trusted down, were promptly liquidated : and stage cleared and set as told above : And it were so very easy during those bloody days. After the bloody conflict He "emerged" as The Supreme : Carried out a ruthless purge. The end— King Queen. Long-Live-The KIM-IL-SUNG— the hero the patriot, the idol romantic of Korea— in Korea! They forgot that KIM

THE was KIM THE. Do you know Hitler's doubles, and Lord Monty's? And Stalin's?! Hitler's & Lord Monty's were 100% ideal & scrutiny proof : but Stalin's not. যাক এ-কথা। Look here you cauliflower! Isn't all this the greatest dog on earth, ribtickling game on the earth?! ন ভূত ন ভবিষ্যতি?! Earth can never dream of getting a chance of witnessing-and-enjoying such a grand game— a drama (am sure Victor Hugo, Sir Walter, Old Homer, Shakespeare; and our 'Bana' 'Kalidasa' and the gentleman writer of নৌকাডুবি—are all squirming and cursing themselves for fleeing the world so soon) A grand drama of unlimited canvas— রামধনুর সপ্তরঙ্গে উদ্ভাসিত, নবরসের প্রতিটি রসের খনি।

নাটক দেখার জন্য হু হু করে ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ স্পেশাল, বক্স ক্লাসের টিকিট বিক্রি হচ্ছে-হবে। আপনি এক্ষুনি ভেঁপু বাজিয়ে বলতে চান যে "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা"। প্রধান নায়ক, নায়িকার নাকের মধ্যে টিকটিকি (হঠাৎ দুর্ভাগ্যক্রমে) ঢুকে যাওয়ায় পেটের পিলে দুজনারই ফেটে গেছে— হাঁচতে হাঁচতে— অতএব ড্রামা বন্ধ?! হ্যাঁ আপনি তো দেখছি একটি ভয়ানক... ইয়ে। টিকিট বিক্রী হয়ে যাবার পর যদি কোনো কারণে ড্রামা না হয়, তবে— টিকিটের পৈসা ফেরৎ দিতে হয়, জানেন মশাই?! না, ঠোঁট উল্টে বলবেন, 'হু-উ-উ'। তাও ভাল। তবে দেবেন আপনি ফিরিয়ে, সব্ববাইয়ের already কিনে ফেলা টিকিটের দাম?! বলুন : দেবেন?! তাছাড়াও, আমি যে দিন থেকে আকাশ-পাতাল মহীতল এক করে, মাটি ফুঁড়ে শুধু মাথা টুকু বের করে, (দূর থেকে) ঐ চোরাবালির ওপর রঙমহালে শিশির ভাদুড়ী মশায়ের (God bless his dear soul) 'সীতা' অভিনয় দেখার জন্য— এতো দীর্ঘকাল থেকে (আমার সাথীদের সঙ্গে, তারা সব্বাই এ দেশেরই, অপেক্ষা করছি,— তার কি হবে?! বাঃ এও কি একটা কথা হোল? দেখছেন পষ্টো একটা ভয়ানক য়্যা-ব্রা-ক্যা-ডাব্রা মাইটি স্পেল— হতে যাচ্ছে। আর উনি আসবেন ফোড়ন্ দিতে। যে Cauldron খুব টগবগ করে ফোটানো হচ্ছে তাকে ঠাণ্ডা নীরব কর্তে পারেন কি? এ যৌবনজলতরঙ্গ। "A dead man's soul", seeing with startled eyes : his discarded former body being grabbed by a "পরকায়-প্রবেশ বিদ্যা সিদ্ধ যোগী (so to say) entered-into and his (the dead's) tantalising frills! A thousand drums-and-trumpets heralding to the high heavens... ...yes please place yourself in that vantage-point, please! And, see-and enjoy. The show of all shows : Do you mean to say that, I should miss this show... in-a creations life cycle?!

এতো বড় সুযোগ এত মহাচমৎকার ভাগ্য আর কার হয়? কারও ভাগ্যে এমন সুযোগ

হয়েছে কি? পড়িনি— শুনিনি কোথাও, অন্তত মনে পড়ছে না। Odyesseusও অনেক আগেই ফিরেছিল। তাছাড়া, তাঁর জন্যে তো একজন "দিনভর বুনে রাতভর খুলে ফেলে" অপেক্ষায় ছিলেন। এখানে-তাও-নেই। (তবে এ কমটাই পুরো করে দেওয়া হচ্ছে)।

আপনারা যখন টেবুল-চেয়ারে বসে জিলিপি খাবেন, তখন (যদি বেঁচে থাকি তবে) তখন একবার চুপি চুপি গেটের বাইরে। ভিখিরীদের দলের ভীড়ে থেকে পাতা ফেলা যা পাব, একটু খেয়ে আসব। তারপর গঙ্গার ধারে বসে হাত চাঁটবো।

কে জানতো আসবে তুমি গো এমন অনাহূতের মতো— আর কি। It is the greatest fun— a person can desire.

যদি প্রতিবাদ তুলতে যান তবে ওঁরা বলবেন— আপনি নিশ্চয়— America, UK, JN-এর planned agent যদি না ভোলেন— তবে "ঐ তিনজনের Agent + কম্যুনিস্ট ব্যস্ মিটে গেল। তার ওপোরে, গোদের ওপোর বিষ ফোড়ার মতো। বাড়ির লোকে এবং অন্য নিজজনেরা বলবেন— "তুইও— থুরি তুমিও শত্তুর হোলে?! এবং "et tu Brute!" বলবেন— শৌলমারীর উনি। আহা-হা-হা। কি সুন্দর দৃশ্যই হবে তখন : বালাই সকলেই, বাড়ির লোকেরা Govt ওকে স্বাগত করলেন : সকলেরই আনন্দ, আপনি গেলেন, সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন— লীলাময়ী : উনি (N.S. Ch. B.) বলবেন রহস্য করে।" ওঃ। এত চুপ্পি ক্যানো? Et. tu Brute!? গভীর স্বরে আপনি উত্তর দিলেন, কে বললে অমন কথা?! এইতো আমি, আপনার সামনে— কাছে হাজির, কেন চুপ করে ছিলুম— জানেন না— বুঝি?! ব্যস্ দুজনাতে হাসি হোল— সকল ঝগড়া মিটে গেল— বড়াই বুড়ি চাটনী খেয়ে— বাবলা গাছে চড়ে গেল— তার পরে... হ্যাঁ তার পরের চিন্তাই হোচ্চে— "চিন্তা"!

তা, সে চিন্তা— চিন্তাময়ী স্বয়ংই করবেন। ভাবছি চিন্তাময়ী তারা, তুমি আমার চিন্তা করছ কি?!

তাই বলেছিলুম : বাধা দিয়ে অস্বীকারোক্তি করে কিছু করতে পারবেন কি? এখন তবু দুদিকই বজায় আছে। যদি 'এদিক' থেকেই 'কিছু' হয় তবে— এদিকে তো আছেনই। আর, খুদা-না-খাস্তা, যদি 'ওদিকটাই' সত্যি হয়ে দাঁড়ায়, তবে ওদিকের প্রমুখা হবার গলি পুরো-খোলা রাখাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হবে।

"তেলে বেগুন" হচ্ছে নাকি 'কেউ'?! তাতেও ক্ষতি নেই। ভালো করে, তেলে বেগুন যখন ভেজে নিয়ে, সুন্দর লাল-লাল বাদামী রঙ্ হবে, তখন গরমা-গরম খাবো। কাউকে ভাগ দেব না : তা কিন্তু আগেই বলে রাখছি। (কত কথাই বলার আছে— ছিল। কিছুই বলা হল না। মনের কথা মনেই থেকে মরে গেল।)

ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, তৃষ্ণা, জুগুপ্সা, চেতি পঞ্চমী কুলং শীলং তথা ভাবং অষ্টবাস্ প্রকীর্তিতা। "পাশবদ্ধ— ভবেৎ জীব' বাসমুক্ত— সদাশিব— একটি মাত্র 'স্মৃতি-পাশ' (মনে হচ্ছিল)

স্থির ছিল। তা-ও থাক— একথা।" ঐগুলো সব মায়া মোহ রূপে ফেলে ছিল মোরে অহমিকা কূপে। তাই সব বাধা সরায়ে দয়াল বেদনা দিলে প্রচুর... "আমি আজ খুব হাল্কা মুক্ত।'

মহাকাল তাঁর মনের বোঝা একজনকে দিয়ে নিজে হাল্কা হলেন। আর অন্যজন সে বোঝা নিয়ে ভারী হয়ে উঠলেন— একদিন দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর পায়ে সব দিয়ে তিনিও মুক্ত হলেন। সে কাহিনী দীর্ঘ— চারণ সে-সব অধ্যায় একে একে ব্যক্ত করার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আজ এখানেই ইতি টানছে।

জয়শ্রী, ফাল্গুন ১৪১৬ (মার্চ ২০১০)

'সময় হয়েছে এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে'

চৈত্রের পূর্ণিমার পূর্বে এক ঐতিহাসিক লগ্নে অসমাপ্ত মহাকাল পত্রালাপ যখন লিপিবদ্ধ করতে যাচ্ছি সেই মুহূর্তে ঝড়ো দমকা হাওয়ায় হরিদ্বারে সমাবিষ্ট মহাকুম্ভ থেকে একটি চিরকুট চারণের ডেরায় পৌঁছল। আকস্মিকতায় গভীরতায় ও তার ব্যাপকতর তাৎপর্যে চারণ স্তম্ভিত। এক মুসাফির মহাকুম্ভের ইতিহাসের সন্ধানে গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চলে বিচরণরত। কুম্ভের উৎস তার তাৎপর্য বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি অনুসন্ধানে উক্ত মুসাফির হিন্দিভাষী এক সাধুবাবার সান্নিধ্যে যান, মুসাফিরকে জনৈক বাঙ্গালী সাধুর সন্দর্শনের নির্দেশ মেলে, আর সেই বাঙ্গালী সাধু প্রবীণ ব্রহ্মজ্ঞ বরফানি বাবার ডেরায় সকল প্রশ্নের সুরাহা স্থান বলে ইঙ্গিত দেন। মুসাফির বরফানি বাবার তাঁবুতে হাজির হয়ে জানতে পারেন সেদিন দর্শনের সম্ভাবনা নেই। বাবার দর্শনের সময় ভোর পাঁচটা। মুসাফির অনেক বিলম্বে হাজির হয়ে দর্শনের সম্ভাবনা নেই জানতে পেরে বিফল মনোরথ হয়ে প্রত্যাবর্তনের কথা ভাবছেন এমন সময় ঘোষণা শোনা গেল বরফানি বাবা আসছেন— দর্শন দেবেন। তখন সকাল আটটা। মুসাফির একটি নিরাপদ ও বাবার দর্শনের উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করে বসে পড়েন। বাবা যেখানে এসে আসন গ্রহণ করলেন মুসাফির তার কয়েক হাত দূরেই অপেক্ষারত। বাবার তদারকিবাহিনী ও পার্ষদদের কাছে জানতে চাইলেন কোনো প্রশ্ন করা যাবে কি? তাঁরা জানালেন কখনোই নয়। কিছুক্ষণ বাদে ভক্ত সমাবেশে একটু নড়াচড়া হল, মুসাফির এসে পৌঁছলেন 'বাবা'র একেবারে নিকটে। এবার সরাসরি বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন প্রশ্ন করতে পারি কি? তিনি সহাস্য সম্মতি জানালেন। 'বাবা আপনি তো বলেছেন নেতাজী জীবিত? এটা কি সত্যি?' 'হ্যাঁ এটা সর্বৈব সত্য। তিনি জীবিত এবং হিমালয়ে ভূগর্ভে তাঁর অবস্থান। বর্তমানে তিনি বিদেশে।'

বাবার সর্বাঙ্গ থেকে চন্দনের অপূর্ব সুগন্ধী সমাবেশকে আমোদিত করে রেখেছে। মুসাফির ধন্য, কৃতার্থ হয়ে বসে আছেন। প্রায় আধঘণ্টা অতিক্রান্ত, একটি গাড়ি এল এবং তারপর জনশ্রুতি এই দুই শতাধিক বয়সের লাল শ্মশ্রু—সফেদ ধুতি ও আলখাল্লা পরিহিত মগ্ন তাপস কোথায় চলে গেলেন।'

সংবাদটি চারণের কাছে অপ্রত্যাশিত। চারণ মহাকালের উপস্থিতির কথা প্রতি মুহূর্তে কামনা করছে আর এই সংবাদ তাই গভীর অর্থবহ।

মনে পড়ে গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে এমন পূর্ণকুম্ভ কালে মহাকাল ডেরায় চারণ ও তার সঙ্গীরা তার দর্শনে গিয়েছিলেন। কুম্ভ সমাবেশ ছিল সেবার প্রয়াগে— সারাদিন অযোধ্যার বিভিন্ন পাণ্ডাকূল আসতেন মহাকালের দর্শনে, কুম্ভে যোগদানের পূর্বে তাঁর নির্দেশ নিতে।

এবারে কুম্ভে তাঁরই প্রতিভূ বরফানি বাবা উপস্থিত। যিনি দাবি করেন তাঁর মহাকাল সান্নিধ্য।

ধন্য মুসাফির। ধন্য চারণ।

চারণ ও অগণিত মহাকাল-কথন পাঠক সেই অনাগত আবির্ভাব মুহূর্তটির অপেক্ষায় নিরন্তর প্রার্থনারত।

মহাকালের বিস্ময়কর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা চারণ বার বার উল্লেখ করেছে— কত কথাই আজও বলা হয় নি যার কিছু হয়তো এবার বলার চেষ্টা করবে—

"১. ইউরোপের জায়গায় জায়গায় গিয়ে ওদের মাইথোলজিক্যাল দেব-দেবী— Saints-দের মূর্তিগুলি দেখেছি : এদেশের গাঁয়ের কোনো মুর্খ হিন্দুকে নিয়ে গিয়ে সেগুলি দেখালে নির্ভুলভাবে বলে দেবে, কোন্‌টা কোন্ দেব দেবীর।

২. তিনজন অতিবৃদ্ধ জিপসিয়ন আমাকে বলেছিলেন 'জিস্টের' 'লস্ট ট্রাইব' লস্ট নয়। তাঁরা শুধু অন্য জায়গায় বিয়ে করেছেন, রাস্তার নির্দেশও দিয়েছিলেন, যেতে পারিনি— নিজের 'কাজে'র জন্য : এঁরাই আমাকে Conclusively খবর দেন Jesus ভারতের নাথযোগী সম্প্রদায় ভুক্ত হয়ে কাকে সদ্‌গুরুরূপে পেয়েছিলেন, বাংলার সঙ্গে তাঁর গভীর যোগ ছিল।

৩. হিমালয়ের লম্বাই ছেড়ে দিন, চওড়াইটা নিন। 350 মাইলের মত as the crow flies এই চওড়াইয়ের তিনচতুর্থাংশে কী আছে কী হচ্ছে কেউই জানে না। আমি বোধহয় সহস্রের একাংশ দেখবার সৌভাগ্য পেয়েছি। যা দেখেছি— আরব্য উপন্যাসকেও উপহাস করে। মুলাং ও থুলিংগ মঠে প্রথম... খবর পাই, 'আমাদের মহর্ষি অগস্ত্য ঋষির আশ্রম' এখনও আছে।... সেখানে লোক আছে। যাত্রীরা যত আসত— তাদের সব বাস ব্যবস্থা আছে।

৪. একজন লালমুখো বাঁদরের মুখে শুনেছিলাম কোনো এক বিশেষ হৃদয় বিদারক ঘটনার কর্তা হওয়ার জন্য Gen Tojoকে চীনের এক সাধু কোনো ক্রিয়া করে— তাঁর

শোচনীয় মৃত্যুর দিন তারিখসহ অভিশাপ দিয়েছিলেন। কোনো একজন অত্যন্ত— পুরাতন— খানদানি বংশের (অভিজাত পরিবারের) সম্ভ্রান্ত চীনেকে নিয়ে গিয়েছিলাম পাহাড়ের এক গুহায়... (প্রথম থেকেই আমাকে পুরো তালিম দিয়ে দিয়েছিলেন আদব কায়দা সম্বন্ধে) আমি এবং ঐ সম্ভ্রান্ত পুরুষ পৌঁছলাম... লম্বা হয়ে শুয়ে ছিলেন... আমাকে দেখতেই একেবারে যেন হঠাৎ ভয়ানক উত্তেজিত হয়েছেন এমনভাবে উঠে দাঁড়িয়ে হাড়গিলের মত হাত বাড়িয়ে একেবারে সামনে আসতে লাগলেন। তাঁর চেহারা এত ভয়ানক যে আমার মত পাজি-ডেপো, ড্যাকরা শৈতানও ভয় পেল : হলদে পার্চমেন্টের মত শুকনো চামড়া— কুঁকড়ে ঝুলে পড়া একটা বিশ্রী লম্বা কঙ্কাল, গলা থেকে মাটি পর্যন্ত হলদে (বোধহয় রেশমী) আলখাল্লা, প্যাকাটির মত আঙ্গুল আমার দিকে বাড়িয়ে ঠোঁট নড়ছে কিন্তু আমি কিছুই ধরতে বুঝতে পারলুম না, আমি সত্যিই কেঁপে গেলুম। দুই-তিন ঘণ্টা পরে একটি প্রদীপ জ্বললো— আরও ভেতরে— আরও— আরও অনেক গুহা— একটা গুহার সামনে উনি দাঁড়ালেন— আমরা তাঁর পেছনে— উনি যেন হিস্ হিস্ ফিস্ ফিস্ করেই কথা বলেন...। কিছু জ্বালিয়ে কিছু করলেন... অবাক, ধীরে... অতি ধীরে— ঐ ভেতরের গুহার পাথরের চাটান সরে গেল... যা দেখলুম— আর যা হল— লেখা অসম্ভব। সে সব একটি দিন পর্যন্ত গুপ্তই থাকবে। শুধু এইটুকু বলতে পারি যে— আধঘণ্টা খানেক (যা দেখলুম তা) দেখতে দেখতে চোখ সহ্য করতে পারে নি— চোখ বুজে ছিলুম।... পাতার ওপর আঁকা একটি সুন্দর ছোট্ট নক্শা একটি নীলম্ (নীলা, নীলমণি) খুব ছোট্ট ছোট্ট কয়েকটি রত্ন এবং (বোধহয়) তোলা খানেক কি তারও কম সোনার টুকরো (বোধহয় সোনার সঙ্গে সামান্য সামান্য অন্য দুএকটি ধাতুও মেলানো আছে)— আমার হাতে। আমি থর-থর কাঁপছি। সামনে পাঁচ হাত দূরে চীনি তান্ত্রিক বাঁদিকে চার পাঁচ হাত তফাতে— সঙ্গের সাথী উপুর হয়ে মাথা গুঁজে পড়ে। চীনি তান্ত্রিকের সামনে দুহাত পরে ঐ—ঐ অন্তর্গুহার মুখ খোলা— উনি একেবারে চিৎ— মড়ার মতো পড়ে। (তখন আমি সত্যিই মনে করেছিলাম— উনি মরে গেছেন) মনে মনে ভাবলুম, 'সু—! এবার গেলে! তোমার সহ্যশক্তির অতীত— মহাশক্তির হাতে পড়েছ! বাঁচা মুশকিল।'... LEE! আমার তখনকার অসহায় অবস্থা আপনি বুঝতেও পারবেন না। কিন্তু তক্ষুনি আমার ভেতরটা যেন মহাব্যাকুল হয়ে উঠলো... বলে উঠলো— মাঁ গো, মা আমার! তোমার সাধনা পুরো কর্তে পারলুম না মা আমার! ভয়কে ডরাইনে— মরণকে ডরাইনে। তোর ছেলে আমি— ভয় আমার নেই, মৃত্যু তোরই হাতে, কিন্তু মা গো তোমারই সাধনায় লেগে, আজ তুমিই পিষে ফেলবে, মা— এই গৃহহারাকে?! মা— মাকালী— চণ্ডী ভবানী! চোখের সামনে ভেসে উঠলো প্রথমে আমার— আমারই স্নেহময়ী মায়ের স্নেহ কাতর মুখ। এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছেন এই হতভাগা ছেলের দিকে— তার সঙ্গে সঙ্গেই ভেসে উঠলো— কালী চণ্ডী ভবানীর— বরাভয় করা শ্রীমাতৃমূর্তি। আকুল হয়ে তখন

আমি মনে ডাকছিলুম সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তুতে। ত্বামা শ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি।।...

চীনি সাধু উঠলেন। হাড়ের মত হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন... গুহার মুখ বন্ধ হল।... আমরা পুনরায় বাইরে গুহায় এলুম।... উনি আমার হাতে— ঐ জিনিসগুলো দেখলেন।... আজ্ঞা হোল— 'সাত দিনের মধ্যেই তুমি ওপারে যাচ্ছ— সুতরাং এখানে সময় সুবিধে পাবে না। ওপারে গিয়েই এই নকশার মতো অবিকল মাপে— আংটি তেরী করে নিয়ে এসো— ২০ দিনের মধ্যে ফিরবে তুমি।— আমি অবাক! নীলাটি খুব ভালো করে দেখে বললেন, 'দ্যাখো' তখন দেখলুম, নীলমৃটির মধ্যে অর্ধেক থেকে একটি ধার পর্যন্ত, একটি FIVE RAYED STAR (পাঁচ রশ্মিওয়ালা তারকা) নীলমের মধ্যেই formed হয়ে আছে। যা বললেন তার বাংলা মোটামুটি এই রকম— সূর্য পুত্র ভবানী মহোদয়, ভগবান শনি, মা যেমন নিজ গর্ভস্থ সন্তানকে গর্ভে রেখে— রক্ষণ— পালন করেন— ঠিক তেমনি করেই শনি ভগবান তোমার জীবনকে চারিদিক থেকে পূর্ণরূপে আবৃত করে সাবধানে রক্ষা করছেন। তিনি সকলের ভক্ষক, শনি ভগবানই যখন তোমাকে ঘিরে রেখে রক্ষা করছেন— তখন আর কারও সাধ্য নেই...। এই নীলমের রং দেখ, এর ঘোর রং মহাউগ্র। শনি ভগবানের দ্যোতক এবং প্রিয়। তাই-ই তুমি পেলে। শনি ভগবান ভয়ানক রহস্য যবনিকার আড়ালে থাকেন— তোমার জীবন এবং কার্যত রহস্যাবৃত নিশ্চয়ই হবে। শনি ভগবানের উগ্রতার সামনে— অন্য কোনো দেব দেবী নষ্ট হয়ে যান, তেমনি তোমার জীবনরক্ষক শনি ভগবান তোমার জন্যেও করে এসেছেন করছেন এবং করতেই থাকবেন। এই জন্যই এই প্রসাদি নীলম তোমাকে দিলেন। এই নীলমটি অতি ভয়ানক। এটি সব সময় ধারণ কোর না— সর্বদা ধারণ করলে—এর প্রভু— তোমাকে পার্থিব কাজ থেকে বিমুখ করে উদাসীন করে দেবেন। কখনো কখনো ধারণ ক'র। এটি যদি অন্য কোনো মানুষ ধারণ করে সদা-সর্বদা তবে তার চারটি প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী : স্বাস্থ্যহানি, ধনহানি, শান্তিহানি, প্রাণহানি। যখন পরবে না, তখন— নিজের শয়নাগার থেকে অন্য ঘরে রেখে দেবে।

For the greatest benefit Lord Saturn encircles Himself seven times in cosmic circles. Even so He keeps you.... He is the most benign. (একটি নতুন তথ্য জানলুম) অমুক দিনের পর সর্বদা ধারণ কোর।

৫. N.W.F.P.র কয়েকজনকে রাতে রামায়ণ পড়তে শুনে অবাক হলুম। কারণ শুনে চোখ খুললো।— এসব কথা অত্যন্তই সূক্ষ্ম অতি সামান্য রূপে, আপনাকে বলার উদ্দেশ্য এই যে, এই সমস্তেরই প্রতিক্রিয়া আমার মধ্যে হয়েছে। প্রত্যেক জায়গায় প্রত্যেকের সঙ্গে কথাবার্তার সময়ে, প্রত্যেক Headএর সঙ্গে, Key menদের সঙ্গে মিলন আলাপ আলোচনার মধ্যে আমি জেনেছি, এদের মনের কথা— ওদের বাইরে দেখিয়ে বলা করা

চলা এবং ভেতরের আসল ভাব-বিচার-চিন্তা। তার থেকে আমি নিই শিক্ষা। আমাদেরও কী কী ত্যজ্য, কী কী গ্রাহ্য। কেমন করে কোথায় কার সঙ্গে কী ভাবে চললে কাজ ঠিক হবে। — এসব থেকে আমি শিক্ষা নিই। ভুল শুধরাই। আমি জেনেছি, আমি কত ছোটো, কত ক্ষুদ্র, কত PUNY. আমার গর্ব-অহংকার চূর্ণ হয়েছে (বলাটা হয়তো গর্ব হবে)। এটা বুঝেছি, আমি কত মূর্খ গর্বের শিকার ছিলাম। — কেন— এই কথা কয়টি আপনাকে বলে বসলুম, ঠিক জানি নে (আর কেউই জানে না), হয়তো— মনের কোনো গোপন কোণে এই কথা উঁকি মারছে যে, যদি মাকালী আমাকে হঠাৎ কোলে তুলে নেন, তবে একজন— কেবলমাত্র একজন আছে— থাকবে যে আমার কথা জানে। ব্যস্ এর বেশী আর কিছু নয়। একটা robust jesting attitude রাখা ভাল। সুখে-দুখে, সম্বন্ধে— দারিদ্রে জয়ে পরাজয়ে, বিপদে-সংকটে, ব্যথায়-দরদে এবং জীবন ও মৃত্যুতে— যে robust-jesting-attitude রাখে, সে খেয়াপারে পৌঁছুতে বল পায়। মাথা বিগড়োয় না, নিজেকেই দুভাগ করে এমন করতে হয়। আমাকে ভুল বুঝবেন না এই মিনতি করি।

আমি আপনাকে categorically on my word বলেছি এবং পুনরায় বলছি : The Bengal (Bengal means India and beyond) which shall rise. The thing which is taking shape, the catalysis which is now operating is invincible, irresistible. It shall take shape. and মার ইচ্ছায় shall be permanent. I love you and in that purity of my love I tell you that there's no force which can nullify the on surge.

এ জন্যে— এই 'মৃত'কে— 'অদৃশ্য' এবং 'মৃত'— থাকতেই হবে।

আমি আপনাকে বলেছি এবং ফের বলছি accursed কম্যুনিজম থাকবে না— থাকবে না— শেকড় পর্যন্ত খুঁড়ে জ্বালানো হবে। Already অর্ধেকের রঙ প্রায় Dead রংয়ে রঙ্গেছে। মধ্যখানের দুদিনের চুড়বুড় করে নিক। M. CH-র কি হবে তাও আপনাকে বলে দিয়েছি। আপনি শুধু দেখে যান। নিজের চোখেই দেখবেন এই 'মৃতে'র প্রত্যেকটি কথা সত্য হতে থাকবে। যখন এক একটি করে ঘটতে থাকবে তখন আপনি মনে মনে মিলিয়ে নেবেন এবং বলবেন : 'দ্যাখো! সত্যিই! অমুকে প্রথম থেকেই আমাকে বলে রেখেছিল— তাই হচ্ছে..."

কমিউনিস্ট এবং কমিউনিস্টদের মিত্র পার্টি SHALL NOT REMAIN IN INDIA. ALIEN STRANGLE HOLD— ANY MORE—OF ANY TYPE."

দিন আগত ঐ চারণ অনুমান করতে পারে দেশনেত্রীর কাছে মহাকালের পত্র কত সুদূরপ্রসারী— বর্তমান ঘটনা দেশে ও বিদেশে তারই ইঙ্গিতবহ— শুধু প্রার্থনা বিদেশে থেকেও তাঁর সাধনা শক্তি বিচ্ছুরিত হোক দিকে দিগন্তে। হিমালয়ের মাটি ফুঁড়ে আগামীদিনের প্রখর সূর্য উদ্‌ভাসিত হোক— প্রণাম সেই স্রষ্টা ভবিষ্যৎকে।

জয়শ্রী, চৈত্র ১৪১৬ (এপ্রিল ২০১০)

প রি শি ষ্ট

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু
পূর্বাশ্রম, সন্ন্যাস—ততঃ কিম্!

ভারতভাগ্যবিধাতা নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ১০৭তম জন্মবার্ষিকীতে 'জয়শ্রী'র সর্বস্ব-উজার করা প্রণাম নিবেদন করি। সেই মহাশক্তিধর অপরাজেয় ব্যক্তিত্বের নিকট যুবসমাজের পক্ষ থেকে প্রার্থনা, নিশ্চেষ্ট, নির্বীর্য, পথভ্রষ্ট, আত্মসুখে মগ্ন যুবসমাজের যেন সম্বিত ফিরে আসে— যুবশক্তির জাগরণের প্রার্থনা জানিয়ে এবারকার জন্মদিনে আমাদের নিবেদন শুরু করছি।

দীর্ঘ অপেক্ষার পর ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত যে শক্তি তার যেন প্রকাশ ঘটছে— তারই সূচনায় পূর্ব এশীয় দেশসমূহের যৌথ উদ্যোগে ইসলামাবাদে যে সার্ক সম্মেলন হয়ে গেল তার ক্রমপরিণতির প্রতি আমাদের নজর রাখতে হচ্ছে। আর একই সঙ্গে যে পরিবারের রাষ্ট্রীয় ও পারিবারিক প্রচারে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর স্তুতি ভিন্ন এতদিন কিছুই হয় নি এবং সেই স্তুতিও আজ টিকিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। বর্তমান বৈদ্যুতিন ব্যবস্থায় সাম্প্রতিক চার্চিল কাগজপত্রে এডুইনা মাউন্টব্যাটেন ও পণ্ডিত নেহরুর ঘনিষ্ঠতার কেচ্ছা প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। ভারতের শাসনব্যবস্থার শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠান করেও যাঁর ব্যক্তিগত জীবন উচ্ছৃঙ্খল ও ষড়রিপুর বন্ধনে আকণ্ঠ নিমজ্জিত সেই পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর কাছ থেকে দেশবাসীর প্রাপ্তির কিছু নেই, বরং এই দীর্ঘ সময় দেশবাসী শাসকদলের ক্রমাগত প্রচারে পথভ্রষ্ট, লক্ষ্যহীন জীবনযাত্রায় দিশেহারা। যুবসমাজের এই ষড়রিপুর আকর্ষণ ও বন্ধন থেকে শুধুমাত্র পণ্ডিত নেহরু-জমানা নয় কংগ্রেস থেকে ক্রম বিশ্লিষ্ট বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ব্যক্তিত্ব, সবচেয়ে বিস্ময়কর তথাকথিত বামদলের অধিকাংশ নেতা ও কর্মী সে গুণে গুণান্বিত, ফলে যুবসমাজকে শৈশব থেকে কোনো আদর্শ পথে উদ্দীপিত করা সম্ভব হয় নি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা তথা ভারতের চিদ্‌কাশে উদিত প্রতিভাসূর্য শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদা মা, শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, স্বামী বিবেকানন্দ, বালগঙ্গাধর তিলক, রমণ মহর্ষি, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, ভগিনী নিবেদিতা প্রমুখের এবং তাঁদের অমূল্য ভাবরাশির দ্বারা প্রভাবিত বিংশশতাব্দীর বিশ দশক পর্যন্ত আবির্ভূত যুবসমাজ ত্যাগ ও সেবার মহিমায় দেশকে মহিমান্বিত করেছিলেন—পথভ্রষ্ট, ভ্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সে জাতীয় বাতাবরণ হয়েছে লক্ষ্যচ্যুত। আজ বঙ্গভঙ্গের, জাতীয় জাগরণের শতবর্ষ উদ্‌যাপনের প্রাক্‌কালে পুনরায় ১৫ আগস্ট ১৯৪৭-এর ছিন্নসূত্রকে যুক্ত করার ও যুবশক্তির সম্বিৎ ফিরিয়ে দিতে উদ্যোগী হই। আমার সে নিবেদনের পূর্বে যাঁকে প্রণাম

জানিয়ে এই রচনার সূচনা করেছিলাম—তাঁর রূপটি প্রকাশ করতে 'গীতা' থেকে উদ্ধৃত করি :

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ।। ৫
পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্যাণি ভারত।। ৬

গীতা, শ্লোক ১১।। ৫-৬

[শ্রীভগবান বলিলেন, হে পার্থ, নানা বর্ণ ও নানা আকৃতি বিশিষ্ট শত শত, এবং সহস্র সহস্র বিভিন্ন অবয়ব বিশিষ্ট আমার এই অদ্ভুত রূপ দর্শন করো। ৫

হে ভারত, এই আমার দেহে দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট, বসু, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং ঊনপঞ্চাশৎ মরুদ্গণ দর্শন করো; পূর্বে যাহা কখনো দেখ নাই, তেমন বহুবিধ আশ্চর্য বস্তু দর্শন করো। ৬]

ভারতপথিক সুভাষচন্দ্রকে বুঝতে হলে গীতা, রামায়ণ, মহাভারত অনুধ্যান একান্ত প্রয়োজন। এ কোনো অতিশয়োক্তি নয়, তাঁর কোনো খণ্ডিত প্রকাশে বিমুগ্ধ হলে হবে না—তাঁর অখণ্ড রূপটি আমাদের চিদাকাশে উদ্ভাসিত হওয়া প্রয়োজন—তবেই অনুগমন বা অনুসরণ যথার্থ হবে। বিপ্লবী দার্শনিক অনিল রায় এই রূপটি প্রকট করার চেষ্টা করেছিলেন।

বর্তমান অবস্থার বিবরণ ও বিশ্লেষণের পূর্বে গীতায় উক্ত ওই রূপের অনুভাবনায় সুভাষচন্দ্রের ১৮ আগস্ট ১৯৪৫-এর পূর্বেকার রূপটি সংক্ষেপে অর্থাৎ তাঁর পূর্বাশ্রমের স্বরূপটি বিবৃত করি। ২৩ জানুয়ারি ১৮৯৭, বেলা ১২-১৫ মিনিটে স্বামীজীর আহ্বানে নক্ষত্রচ্যুত ভারতভাগ্যবিধাতা চিরপথিক ভারতপথিক সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাব। ইংরাজি স্কুলে প্রাথমিক পাঠ শুরু এবং ক্রমে শিক্ষাগুরু, বেণীমাধব দাশের তত্ত্বাবধানে দেশজ স্কুলে বিকাশ— দেশভক্তি, ত্যাগ সেবা ও মোক্ষলাভের চেষ্টা, জীবনের প্রতি পদক্ষেপে সংগ্রাম-সংঘর্ষ, প্রেসিডেন্সি কলেজের সংঘর্ষ, জাতীয়তাবোধের প্রকাশ, কলেজের শিক্ষার পরিসমাপ্তি, বিদেশে গমন, ব্রিটিশ-ভারতীয় প্রশাসনের উচ্চতম পরীক্ষায় কৃতিত্ব এবং চাকুরি প্রত্যাখ্যান, স্বদেশে প্রত্যাবর্তন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে রাজনৈতিক গুরুরূপে গ্রহণ। ত্যাগ ও সেবার নতুন আঙ্গিনায় ভবিষ্যতের নেতৃত্বের প্রস্তুতি, কলকাতা কর্পোরেশনের চিফ একজিকিউটিভ, সুদূর বর্মায় কারাবন্দী ও পরে কারামুক্তি, যুবসমাজ ও তরুণ ভারতকে গড়ার চেষ্টা, ভবিষ্যতের ভারত গড়ার পরিকল্পনায় যুবসমাজের দায়িত্ব, কর্তব্যও প্রকৃত জীবনচর্যা অনুশীলনের নির্দেশ এবং ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসে তাঁর রাজনৈতিক লক্ষ্য প্রকাশ— পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পেশ, এবং একই সঙ্গে ভবিষ্যতের সামরিক বাহিনীর একটি নান্দীমুখের অবতারণা— যার সর্বাধিনায়ক তিনি স্বয়ং। নিন্দুকদের নানা হাস্য-

পরিহাস—ভারতীয় বিপ্লবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য লন্ডনে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পেশ—একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও প্রেক্ষাপট, তার গতিপ্রকৃতি স্বচক্ষে দর্শন, অনুধাবন ও ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠ ইন্টেলেকচুয়ালদের (যার প্রতিশব্দ বুদ্ধিজীবীতে ব্যাখ্যা হয় না) সঙ্গে সাক্ষাৎকার, বার্ট্রান্ড রাসেল, হ্যারল্ড লাসকি, রমাঁ রলাঁ প্রমুখের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা, দেশে প্রত্যাবর্তন, কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত— আধুনিক ভারত ও স্বাধীন রাষ্ট্রের শাসক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা নিবেদন। প্রাচীনপন্থী, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে অজ্ঞ স্থবির নেতৃত্বের সঙ্গে মতের অমিল ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ব জটিল রাজনৈতিক মঞ্চে পুরুষসিংহ সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাব এক চূড়ান্ত সংঘর্ষের দিকে ঠেলে দিল। একদিকে গান্ধীজী ও গান্ধী-অনুসারী, অন্যদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রেক্ষায় ভারতের স্বাধীনতা লাভের শেষ আঘাত হানার দুর্দম অভিপ্সা—ত্যক্ত-বিরক্ত সুভাষচন্দ্রের দ্রুত দেশে একটি নতুন মঞ্চ নির্মাণ—ফরওয়ার্ড ব্লক মঞ্চ। এই মঞ্চে বাংলা তথা ভারতের সমগ্র বিপ্লবী শক্তি সমবেত হল—সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্ব সকলে স্বীকার করে নিল। নবতর যুদ্ধে ভারতের মধ্যে থেকে ব্রিটিশরাজের সঙ্গে সংগ্রামের নানা বাধা অনুভব করে দেশের কর্মসূচীর দায়িত্ব কতিপয় অনুগামী সহযোগীর উপর অর্পণ করে সুদুর জার্মানিতে গমন। দেশের এই সহযোগীদের মধ্যে মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, বিপ্লবী অনিল রায়, বিপ্লবী লীলা রায়, বিপ্লবী সত্যরঞ্জন বক্সী প্রমুখ উল্লেখ্য। রাশিয়া-কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে জার্মানিতে অধিষ্ঠান, আজাদ-হিন্দ বাহিনী গঠন, ভারতীয় লিজিয়নের মাধ্যমে ব্রিটিশ-বিরোধী প্রচার অভিযান— কিন্তু সর্বদা রাশিয়া সম্বন্ধে সচেতন। কোনো কটুবাক্য নয়—সর্বদা একটি সমমানসিকতার বাতাবরণ রাখার চেষ্টা। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে হিটলারের ভুল পদক্ষেপ, তাঁর একগুঁয়ে উগ্রতা ফ্যাসিবাদের পতন আসন্ন অনুমান করে সুভাষচন্দ্রের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রঙ্গমঞ্চে অবতরণ, মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু-কর্তৃক পূর্বাহ্নে ভারতীয় বিপ্লবকর্মের ক্ষেত্র রচনা, বৃহত্তর পূর্ব এশিয়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সম্মেলন ও সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, দ্রুত ভারত সীমান্ত অভিমুখে যাত্রা, ইতোমধ্যে আজাদ-হিন্দ বাহিনী গঠন, অস্থায়ী স্বাধীন সরকারের ঘোষণা, সুভাষচন্দ্রের নেতাজীর মহিমায় উত্তরণ। কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি ও সোভিয়েত দেশের ফ্যাসি-বিরোধী যুদ্ধের পরিস্থিতি পরোক্ষভাবে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশরাজের পক্ষে গেল, জাপানের পরাজয় ও আত্মসমর্পণ। ভারতের দ্বারে আজাদ-হিন্দ বাহিনীর কশাঘাত ও পরে প্রত্যাবর্তন। নেতাজী আত্মসমর্পণ করলেন না, যুদ্ধবিরতি (ceasefire) ঘোষণা করলেন। একটি বলদৃপ্ত রাষ্ট্রের সাহসী অভিযান। যুদ্ধের পরিস্থিতি এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল বিবেচনা করে বহু পূর্ব থেকেই তাঁর প্রস্তুতি চলছিল। তিনি বুঝেছিলেন ব্রিটিশ রাজশক্তি পরাজিত হবে না, কিন্তু তার মেরুদণ্ড ভেঙে যাবে—দিকে দিকে, দেশে দেশে তাঁর দেওয়া স্বাধীনতার মন্ত্র, বিধ্বংসী রূপ নেবে এবং যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভেঙে খান খান হয়ে যাবে। রাশিয়ার সঙ্গে যে

দোস্তি ছিল তাও যুদ্ধোত্তর কালে অচিরেই ছিন্ন হবে। নয়া আন্তর্জাতিক জোটবন্ধনে ব্রিটিশরাজ ও মার্কিন সাম্রাজ্য হবে একপক্ষ, সাম্যবাদী রাষ্ট্র, রাশিয়া হবে ভিন্নপক্ষ, সেই মেরুকরণ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের চিন্তায় স্পষ্ট ও উজ্জ্বল ছিল। তাই তিনি কখনো রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটি বিরূপ শব্দও উচ্চারণ করেন নি। তা ছাড়া তিনি বহুপূর্বেই রাশিয়ায় তাঁর দূত পাঠিয়েছিলেন চেয়েছিলেন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যাতে রাশিয়ায় সাময়িক আশ্রয় নিতে পারেন। তাঁর সে পরিকল্পনা জাপানের উচ্চতর কর্তৃপক্ষ জানতেন এবং সে অনুযায়ী তাঁরা অত্যন্ত গোপন ও মন্ত্রগুপ্তির মাধ্যমে একটি ছক রচেছিলেন। যে ছকে নেতাজীকে রাশিয়া-অধিকৃত অঞ্চলে নিরাপদে পৌঁছানো সম্ভব। নেতাজী ১৮ আগস্ট ১৯৪৫ তাইহোকু বিমানঘাঁটি থেকে স্যালি বম্বারের আড়ালে এবং একটি বিমান দুর্ঘটনার কাহিনীর ধোঁয়াশার মধ্য দিয়ে রাশিয়ার অধিকৃত অঞ্চলে পা রাখলেন। তাঁর রাশিয়ায় অবস্থান এবং পরবর্তীকালে ১৯৪৯ সালে চীনে গমনের সংবাদ ইন্টারপ্রেস প্রচারিত সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জিতে নথিভুক্ত হয়েছে। সুভাষচন্দ্র—নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পূর্বাশ্রমের ইতিবৃত্ত এই পর্যন্ত। এই সময়কার চীনে তাঁর উপস্থিতির কথা স্বয়ং শরৎচন্দ্র বসু তাঁর মেজদা *The Nation* পত্রিকায় প্রকাশিত Netaji in Red China-শীর্ষক বিবৃতিতে (৭ অক্টোবর ১৯৪৯) প্রকাশ করেছেন।

এর পর নতুন ইতিহাস নতুন অভিযাত্রা, চীনের তিব্বতের উপর আগ্রাসী আক্রমণ ও নিজ অস্তিত্ব বিস্তার, এ নিয়ে লাসায় লাগল সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষের নেতা ছিলেন খাম্পাদের মধ্যে এক পরাক্রমশালী ব্যক্তিত্ব। চীনা-কর্তৃপক্ষ তিব্বত দখল ও দালাই লামা, পাঞ্চেন লামাকে পুতুল বানাতে উদ্যোগী হলে দালাই লামা বিদ্রোহের ইঙ্গিত দিলেন। লাসায় খাম্পাদের মধ্যে একজন 'জেনারেল ডেথ' (Ref : *Dalai Lama,* Lowell Thomas Jr.) এই পরিচয়ে আবির্ভূত হয়ে অত্যন্ত সাহসিকতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে চীনা সৈন্যবাহিনীকে পর্যুদস্ত করে দালাই লামাকে ভারতীয় সীমান্তে পৌঁছে দিলেন। ইনি 'শিব' বা 'জেনারেল ডেথ' রূপেই পরিচিত ছিলেন। ভারত সীমান্তে তাঁর আগমন পঞ্চাশের দশকে। তার পর নেপাল, উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে তাঁর বসবাস ও বিভিন্ন জনের সঙ্গে যোগাযোগ। বহুতর নামেও যাঁর পরিচিতি। স্বামীজী, মেনডিকাস, সৎগুরুদেব, শিব, পথিক ফকীর প্রভৃতি। কোনো একসময় এই সন্ন্যাসী স্বামীজীর সঙ্গে পরিচয় ঘটে শ্রীঅতুল সেনের। অতুল সেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারকে বিষয়টি বলেন এবং রমেশচন্দ্র মজুমদার, তাঁর এই কথোপকথন 'জয়শ্রী'র পাতায় লিপিবদ্ধ করে রাখেন— কিন্তু সন্ন্যাসীর গোপন অবস্থান অজ্ঞাত রাখার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে অতুল সেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে চিঠি লিখে তাঁর উপস্থিতির কথা ব্যক্ত করলেন। সন্ন্যাসী রুষ্ট হয়ে অতুল সেনের সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করলেন। কিন্তু সূর্যের উপস্থিতি যেমন মেঘের আড়ালে থাকলে উত্তাপ অনুভব করা যায়, তেমনি লক্ষ্ণৌ, নৈমিষারণ্য, অযোধ্যা, বস্তী ফৈজাবাদ, প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে দীর্ঘ সময় যাবৎ তাঁর অবস্থান অনুভূত হতে থাকে। কোনো সূত্রে

সংবাদ পেয়ে আজাদ-হিন্দ ফৌজের সিক্রেট সার্ভিসের ডা. পবিত্রমোহন রায় উত্তর ভারতে নৈমিষারণ্যে তাঁর নেতার সন্ধান-পরিক্রমণ করে নেতার হদিশ পান। প্রথম দিকে কোনো বাক্যালাপ নয়, চিঠিপত্রের আদানপ্রদান, প্রথম সাক্ষাতে উভয় পক্ষের যাচাই এবং পরবর্তী পর্যায়ে সন্ন্যাসীর প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসের আবেদন। ডা. রায় কলকাতায় এসে স্বউদ্যোগে সংগ্রহে ব্যর্থ হয়ে বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায়ের নিকট সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করে সহায়তা কামনা করেন। লীলা রায় কিছুদিনের নিরলস চেষ্টায় সমস্ত চাহিদা পূরণ করেন—পরবর্তীকালে নৈমিষারণ্যে লীলা রায়, সমর গুহ, শৈল সেন ও অনিল দাস (রেণু)—(যিনি আজাদ-হিন্দ বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ১৬ আগস্ট ১৯৪৫ জেনারেল ভোঁসলেকে এক চিঠিতে নেতাজী এঁকে অস্ত্রশস্ত্র, অর্থকরী ও ট্রান্সমিটার সেট দিতে নির্দেশ দেন। অনিল দাস অস্ত্রশস্ত্র, ট্রান্সমিটার যন্ত্র পেয়েছিলেন। সেই অনুযায়ী নেতাজীর নির্দেশের অপেক্ষায় ব্যাঙ্ককে ছিলেন। কিন্তু পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত কোনো সাড়া না পেয়ে স্বদেশে ফিরে আসেন) যান। নৈমিষারণ্যে লীলা রায়কে সন্ন্যাসী ফকীর তাঁর ব্যবহৃত একটি কাপ প্লেট, গেরুয়া কাপড়ের বন্ধনে প্রতীক উপহার স্বরূপ পাঠান।

লীলা রায়ের দিনলিপিতে উল্লেখ, ২৯। ৩। ৬৩ বিকেলের দিকে এলো শ্রীকান্ত ও জগদম্বা (শ্রীকান্ত আজও জীবিত ৯৩, জগদম্বা = মাতাজী—সেবিকা প্রয়াত) 'একটু অবাক হলাম—সেই একই কথাবার্তা তারপর cup saucer এক set।' এখানে লীলা রায়ের অবস্থান ২১-৩১ মার্চ ১৯৬৩। শিরোনাম On Mission Work।

এরপর কবিরাজ কমলাকান্ত ঘোষ, সন্তোষ ভট্টাচার্য, সুনীল দাস, শৈলেন্দ্রসুন্দর দাস, অপূর্ব ঘোষ, দুলাল নন্দী প্রমুখ লীলা রায় জীবিত থাকাকালীন প্রেরিত হন এবং বিপ্লবী লীলা রায়ের প্রয়াণের পর বিজয় নাগও তাঁর সান্নিধ্যে যান। কোনো এক সময় অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী আশুতোষ কালীও ডা. পবিত্রমোহন রায়ের সঙ্গে সন্ন্যাসীর দর্শনে যান। এছাড়া সুনীল গুপ্তরও যোগাযোগ ছিল। লীলা রায় যেদিন এই পুনরাগমন ও সংস্পর্শে আসেন, সেদিন থেকে তাঁর দলীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিত্যাগ করে এক নিরলস সাধনায় নিমগ্ন হন ও সন্ন্যাসীকে 'লিডার' অভিধায় চিহ্নিত করেন। তাঁর সামান্য স্বস্তি ও সেবায় আত্মনিবেদন করেন। এই নিবেদনে তাঁর প্রেরিত সব প্রতিনিধিই সেই মানসিকতা বজায় রেখেছিলেন। সংকল্প শুধুমাত্র এই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর শারীরিক স্বস্তি ও আনন্দ বর্ধন। সেই কর্মকাণ্ডের তালিকা দীর্ঘ। কোনোদিন পূর্বাশ্রমের প্রশ্ন তোলেন নি, পূর্বাশ্রমের প্রসঙ্গের জের টেনে কোনো প্রচার বা প্রকাশের উদ্‌যোগ নেন নি। এই মন্ত্রগুপ্তি কঠিন অনুশাসনের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। লীলা রায়কে প্রদত্ত সেই কাপ প্লেটটি এমারজেন্সির সময় গড়িয়ায় বিজয় নাগের আবাস থেকে সবার অনুপস্থিতিতে দরজা ভেঙে অপহৃত হয়—এটি সাধারণ অপহরণ নয়। মাননীয় বিচারপতি মনোজকুমার মুখার্জীর তত্ত্বাবধানে যে নেতাজী অনুসন্ধান কমিশন গঠিত হয়েছে তাতে এই প্রসঙ্গগুলি এসেছে। লীলা রায়

আত্মতুষ্টি বা আত্মপ্রচারের জন্য এই দায়িত্ব পালন করেন নি। 'লিডারে'র শারীরিক সকল ক্লেশ দূর করার জন্য প্রথমে কবিরাজ বিপ্লবী কমলাকান্ত ঘোষ প্রেরিত হন এবং তাঁর diagnosis অনুযায়ী ডা: এস. কে. দাস, মসজিদবাড়ি স্ট্রীট) নিয়মিত তাঁর চিকিৎসা করেন— দীর্ঘ অনিয়ম, যুদ্ধক্ষেত্রে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা দাঁড়ানোয় তাঁর একটি যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি হয়েছিল। 'ভেরিকোজ ভেইন' সেই সঙ্গে প্রাচীন অর্শ— এইসব প্রাচীন রোগ থেকে লীলা রায়ের চেষ্টায় এবং চিকিৎসকের নিরন্তর সাধনায় উপশম হয়।

ভারতে তাঁর অবস্থানের সংবাদ কি লীলা রায় কাউকে দিয়েছিলেন?

হ্যাঁ, তাঁর উপস্থিতির সংবাদ, অন্তরঙ্গ বন্ধু দিলীপকুমার রায়, স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী, মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (পূর্ব পাকিস্তানে প্রেরিত বিশেষ দূত শৈলেন্দ্রকুমার রায় মারফৎ জানানো হয়), আশরাফউদ্দীন আহমদ চৌধুরী, ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, আশুতোষ গাঙ্গুলী, বীণা ভৌমিক প্রমুখকে দিয়েছিলেন। হেমচন্দ্র ঘোষ ও সত্যরঞ্জন বক্সীকেও দিয়েছিলেন। তাঁর ঘনিষ্ঠজনদের মধ্যে হরিবিষ্ণু কামাথ, নিশীথনাথ কুণ্ডু, পাটনার প্রখ্যাত আইনজীবী বসন্তকুমার ঘোষকে জানিয়েছিলেন। আর অন্তরঙ্গ সহকর্মী প্রায় ৪০ জনকে গোপন বৈঠকে মাঝে মাঝে কিছু ব্যক্ত করতেন। এই বৈঠকটি 'স্পেশাল' নামে চিহ্নিত ছিল এবং বিষয়বস্তু থাকতো 'লিডার'। এখানে যাঁরা মিলিত হতেন তাঁরা নিয়মিত এই বিরাট কর্মযজ্ঞে তাঁদের সাধ্যমতো আর্থিক সহায়তা দিতেন। নানাজনের সহায়তায় সন্ন্যাসী ফকীরের সামান্যতম দৈনন্দিন ব্যয়নির্বাহ হত। তাঁর সেজদা সুরেশচন্দ্র বসুও এই যোগাযোগের সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন।

পূর্বাশ্রম ও সন্ন্যাসের কর্মকাণ্ডে যাঁরা যুক্ত হয়েছেন—যাঁরা তাঁদের সর্বস্ব অর্পণ করেছেন তাঁদের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। বিশেষ করে কবিরাজ কমলাকান্ত ঘোষ, সুনীল দাস ও সন্তোষ ভট্টাচার্যের অকল্পনীয় ত্যাগ, সেবা ও আত্মদান। যে মহৎ সাধনায় এতগুলি মানুষ মুখ বুজে তাঁদের নেত্রীর নির্দেশ মেনে চলেছেন তা আগামীদিনের ইতিহাস একদিন ব্যক্ত করবে। কিন্তু চতুর্দিকে যে প্রচারের দামামা বেজে চলেছে— সেখানে এই ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করাও 'জয়শ্রী'র দায় বলে মনে হয়েছে।

পূর্বাশ্রমে সুভাষচন্দ্র-নেতাজী এবং সন্ন্যাসজীবনের ভগবানজী মেভিকাস, পথিক ফকীর—এক অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন রূপায়ণে—এশিয়া মহাদেশের একটি জোট নির্মাণ, যার নেতৃত্বে থাকবে ভারত—তার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক গুরু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এশীয় ফেডারেশনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, গ্রেটার ইস্ট এশিয়া সম্মেলন সেই স্বপ্ন রূপায়ণের অভিব্যক্তি। আজকের সার্ক, এশীয় কারেন্সি, সন্ত্রাসবাদ দমনে যৌথ উদ্যোগ, ১৮৫৭-র স্মরণ ও ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে যৌথভাবে পালনের প্রস্তাব কি কারো স্বপ্ন রূপায়ণের পরোক্ষ ইঙ্গিত? ইতিহাস ও আগামীদিনের ঘটনাবলী তা ব্যক্ত করবে।

দেশকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য স্বামীজী-নেতাজী একদিন যে যুবশক্তিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন, আজ পুনরায় তাঁদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে নতুন যুগের যুবসমাজকে সে আহ্বান জানাই। জাগো যুবশক্তি — সমস্ত কলুষ, আয়াস জয় করে নবভারত রচনায় উদ্যোগী হও। একদিন যাঁর পদতলে প্রণাম মন্ত্রটি উচ্চারণের সৌভাগ্য হয়েছিল—আজ এই শুভ মুহূর্তে তা বার বার উচ্চারণ করি—

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব।
অনন্ত বীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ।।
পিতাঽসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিম প্রভাব

১১। ৪০ ও ৪৩

[তোমাকে সম্মুখে নমস্কার করি, তোমাকে পশ্চাতে নমস্কার করি; হে সর্বস্বরূপ, সর্বত্রই তুমি, তোমাকে সকল দিকেই নমস্কার করি;অনন্ত তোমার বলবীর্য, অসীম তোমার পরাক্রম। তুমি সমস্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছ, সুতরাং তুমিই সমস্ত। ৪০

হে অমিত প্রভাব, তুমিই এই চরাচর সমস্ত লোকের পিতা, তুমি পূজ্য, গুরুর ও গুরু হইতে গুরুতর, ত্রিজগতে তোমার তুল্য কেহই নাই, তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ থাকিবে কি প্রকারে? ৪৩]

* এখানে আরো কিছু নাম উল্লেখের প্রয়োজন রয়েছে যাঁরা বিপ্লবী দেশনেত্রীর আজ্ঞা পালন করে ভগবানজীর সেবায় নিযুক্ত হয়েছেন পরোক্ষে। শৈলেন্দ্রকুমার রায়, সারদাচরণ বসু।

জয়শ্রী, সম্পাদকীয়, পৌষ, ১৪১০ (২০০৪)

---

false হই, তখন সমস্ত পৃথিবীও যদি certificate দেয় তবুও আমি falseই রয়ে গেলাম।

এ পৃথিবীতে কেউ কিছুতে মগ্ন হয়ে আছেন। আবার কেউ অন্য কিছুতে মগ্ন হয়ে আছেন। আর আমি মগ্ন হয়ে আছি তাতে, যে বস্তুতে আমার আত্মা যুক্ত হয়ে আছে।'

কথাটা সত্যি, দেখ আমি আগ্নেয়গিরির যেখানে Hot লাভা বজ বজ করে ; আমি সেই Hot Lava-র ধারে পর্যন্ত গেছি। Hot Lava-তে worms আছে, তারা সেখানে ঘর-বাড়ি ছেলেপুলে নিয়ে আছে মরছে না। আমি দেখেছি nuclear reactor-এর ভেতরে যে চারদিকে radio active জল টগবগ করছে, তাতে জলের চারধারে worms বাসা বেঁধে আছে। বল? এই দৃষ্টান্ত কেন দিলুম জান? আমি হলুম ঐরকম, ওদের জিজ্ঞাসা কর ওখানে কি মজা পাচ্ছে? 'মজা' আর 'মজা'য় তফাৎ নেই। আমি এর চাইতেও অসম্ভব কথা বলতে পারি, এখন বলছি না। শিখণ্ডীদের নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে ও Proxy দিয়ে করাতে হচ্ছে।

বর্তমানে আমি কী at present কী এবং কোথায়?

তা যদি বলি তাহলে আমি জানিনে তোমরা কীভাববে এবং কী করবে, এই জন্যই বলিনে। তার কারণ—

অসম্ভাবম ন বক্তব্যম্
প্রত্যক্ষম এব দৃশ্যতে।

যা সাধারণ মানুষ অসাধারণ বলে মনে করে তা যদি তুমি চোখেও দেখ, বোল না। যদি তুমি বল পাথর নদীর এপার ওপার করছে, ঘোড়ায় বীণা বাজিয়ে গান গাইছে, তা বললে সবাই বলবে মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কেউ বিশ্বাসই করবে না। এই উপদেশ সাধারণ সমাজে সংসারী জনদের জন্য।

Scientist- রা পোকা নিয়ে, যেমন পিঁপড়ে বা ফড়িং নিয়ে, Hellium-এর মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছে, হিলিয়াম অর্থাৎ একদম তুষার মৃত্যু, যাতে কোনও জীবনীশক্তি থাকতে পারে না, তা থেকে বের করে এনে অন্য একটি Chamber-এ কিছুক্ষণ রেখে Oxygen-এর Chamber-এর মধ্যে রেখে দিলে, কিছুক্ষণবাদে দেখা যাবে একটি ঠ্যাং নড়লো, একটি পাখা পিড়িং পিড়িং করতে লাগলো। কথা হচ্ছে সাধারণ লোক এ ব্যাপার জানে না।

'মহাকাল' একটি বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব। এই বিশ্বের কত বিচিত্র বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা। কত বিচিত্র ঘটনার, কত বিচিত্র ইতিহাসের তিনি প্রত্যক্ষদর্শী। একদিন কথা প্রসঙ্গে মহাকাল চারণকে জিজ্ঞাসা করলেন আচ্ছা বলতো Sphinx কাকে বলে? চারণ একটি Pocket Dictionary থেকে পরের দিন বললো, monster, half woman, half lion, statue of this in Egypt.

মহাকাল শুনে বল্লেন Dictionary যা লিখেছে ভুল। Egypt-এর মরুভূমিতে যেগুলি আছে তাকে Sphinx বলা হয়। পুরাতত্ত্ববিদ scientist ভূতত্ত্ববিদেরা এটা কেন তার প্রশ্ন খুঁজছেন। অসীম মরুভূমিতে দূরদিগন্তের দিকে তাকিয়ে আছে Sphinx, একটি হাসি মুখে লেগে আছে। It is a riddle (হেঁয়ালি) এর সম্বন্ধে কত রকম কাহিনী আছে। একটা কাহিনী, যে এরকম একটা জানোয়ার ছিল সে মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াত, অর্ধেক মানুষ, অর্ধেক ভয়ঙ্কর পশুর মত, পথিকদের জিজ্ঞাসা করতো, 'আমি একটা প্রশ্ন করবো, জবাব দিতে পারলে বাঁচবে।' তারপর এলেন মহারাজ 'এ্যা'। তাঁকেও সেই প্রশ্ন। তিনি বল্লেন জানো আমি সম্রাট। সেই বিচিত্র জীবটি বল্লো, তুমি যেই হও, আমার প্রশ্নের জবাব দিতে না পারলে তুমি ভক্ষ্য। মহারাজ যেমনি তরবারি ওঠালেন, একটি চীৎকারে তিনি স্তব্ধ হয়ে গেল্লেন, তখন মহারাজ বল্লেন— বলুন কি প্রশ্ন? এবং জিজ্ঞাসা করলেন আমি সঠিক জবাব দিলে কি হবে? মহারাজ সঠিক জবাব দিলেন তারপর তলোয়ারটি ওর বুকে বসিয়ে দিলেন। প্রবাদ আজও সেই দিনটিতে পথিকেরা এই মরুভূমিতে এই অদ্ভুত জীবের চীৎকার শোনে। আসলে Sphinx-এর ওটা সিংহ ও মানব নয়। এর পশুর অংশটা বেড়াল আর উপরের অংশটা মানুষের মাথা।

আমি (মহাকাল) এই Sphinx-এর সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত জানি। কবে ওটা তৈরি করা হল, কেন তৈরি করলেন, কি উদ্দেশ্যে কোন কাজের জন্য। এবং এর পরেও আমি যা জানি সেটা হল— করবার, সে জানাটা করতে হবে। যখন করবার সময় আসবে তখন আমি লোকজন নিয়ে গিয়ে করাব। তাই আর ও সম্বন্ধে এর বেশি বলব না।

এছাড়া মজা হল এই একটা-দুটো তিনটে মিশরের Sphinx ছাড়াও আরও তিনটি জায়গায় exactly এই একই আকারে-আকৃতিতে-চেহারায় Sphinx আছে। আরো তিনটি জায়গায় Sphinx আমি দেখেছি। অবশ্যি আমি শুনেছি আরেকটি জায়গায় Sphinx আছে, আমার যাওয়া হয়ে ওঠেনি। অবশ্যি আমি যেতে পারি, সময় পাইনে যাওয়ার। তবে আরেকটা যে আছে তার definite খবর আছে আমার কাছে।

যেটা আমি করবো, এটা আমাকে করতেই হবে। আর ওটা যে আমি করবো, তার ভার কাউকে দেবার নয়। তখন চারণ, তোমাদের নিয়ে যাব। এই মরুভূমিতে একটি বিশেষ পর্বতমালায়, সঙ্গে থাকবেন এখানকার বড় বড় archeologists-রাও। তোমাদের সামনে একটা জায়গা দেখিয়ে বলবো যে এই জায়গাটা খোঁড় সেখান থেকে বের হবে অতি সযত্নে সংরক্ষিত একটি দেহ। আমি প্রথমে বলবো না এটা কার? যখন মাথা চুলকোতে থাকবে তখন বলবো, একজন ফারাও। লোকে স্বপ্নেও ভাবতে পারে না ফারাও-এর মৃতদেহ এখানে।

আরেকটা জিনিস বের করে দেব সকলের সামনে, আমি বলবো, এই জায়গাটা